

বেদান্তসূত্রম্

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

জন্মাদ্যস্য যতঃ

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ

তত্তু সমন্বয়াৎ





ভগবদবতার শ্রীব্যাস-রচিতম্

শ্রীবলদেবকৃত সটীক গোবিন্দভাষ্যসমেতম্

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতম্

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম্

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-শ্রীব্যাসদেবেন

বিরচিতম্

★ ★ ★

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত

শ্রীগোবিন্দভাষ্যেণ সূক্ষ্মা টীকয়া চ সমেতম্

ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-

ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন- প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-মহারাজেন

কৃতয়া সিদ্ধান্তকণা নাম্ন্যা অনুব্যাখ্যয়া তথা

বিবিধশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতপ্রবর স্বধামপ্রাপ্ত নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন,

ভক্তিভূষণ-কৃতেন সটীক-গোবিন্দভাষ্যস্য বঙ্গানুবাদেন চ সহ সম্পাদিতম্

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ

প্রকাশিতম্।

অবতরণিকাভাষ্য, অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ, অবতরণিকাভাষ্যের টীকা,
অবতরণিকাভাষ্যের টীকানুবাদ, অধিকরণ, সূত্র, সূত্রার্থ,
মূল-গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, মূল ভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকা ও
টীকানুবাদ এবং সম্পাদক কর্তৃক রচিত সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী
অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত

—প্রথম সংস্করণ—

শ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব তিথি, ভাদ্র, শুক্লা-ত্রয়োদশী,
গৌরাব্দ-৪৮৩, বাংলা-১৩৭৬, ইংরাজী ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত।

—প্রকাশক —

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।

—দ্বিতীয় সংস্করণ—

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শুভাবির্ভাব তিথি,
গৌরাব্দ-৫১০, বাংলা ১৪০৩, ইংরাজী ১৯৯৭ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—

শ্রীরবি ঘোষ

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩-এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা

(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

— কলিকাতাস্থ পুস্তক বিক্রেতা —

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ - শ্রীরূপ-
শ্রীসনাতনাভিন্ন - শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজ-
শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত-শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী - শ্রীধাম-
মায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ-শ্রীচৈতন্যমঠস্য
তৎশাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহানাং চ প্রতিষ্ঠাতৃ-
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত - সরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং
মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-
রেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতম্ **সটীক**
শ্রীগোবিন্দভাষ্যোপেতং বেদান্তসূত্রমিদং তেষাং শ্রীশ্রীকরকমলে
সমর্পিতমস্তু ইতি প্রার্থ্যতে।—

শ্রীল-ঠক্কুর-ভক্তিবিনোদ-
আবির্ভাব-বাসরে
গৌরাব্দত্র্যশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

প্রশস্তিপত্রম্

শ্রীবেদব্যাস-প্রশস্তিঃ

পারাশর্য্যমুনিঃ পুরাণনিচয়ং বেদার্থসারান্বিতং
স্ত্রীশূদ্রপ্রতিবোধনায় চ বিদাং বেদান্তশাস্ত্রং মুদে।
শ্রীগীতাবচসাং বিধায় বিবৃতিং জ্ঞানপ্রদীপপ্রভা-
লোকৈর্লোকমতিং সমুজ্জ্বলরুচিং লোকে কৃতার্থাং দধৌ ॥

শ্রীবেদব্যাস-প্রণতিঃ

বেদং প্রমথ্য জলধিং মতিমন্দরেণ
কৃষ্ণাবতার! ভবতা কিল ভারতাখ্যা।
যেনোদহারি জনতাপহরা সুধা বৈ
তং সর্ব্ববৈদিকগুরুং মুনিমানতাঃ স্মঃ ॥

বেদান্তসূত্র-মহিমা

বেদান্তসূত্রমহিমা কিমু বর্ণনীয়ো
যুক্ত্যা নিরীশ্বরমতানি নিরস্য সম্যক্।
সংস্থাপ্য সেশ্বরমতং শ্রুতিভিঃ কৃতা য-
ল্লোকা হরের্ভজনতঃ সুখমুক্তিভাজঃ ॥

শ্রীবলদেব-বন্দনা

নমামি পাদৌ বলদেবদেব!
তব প্রপন্নোঽহমতীব দীনঃ।
কৃপাকরৈর্ভেদমতিং তমো মে
নিরস্য বিদ্যোতয় শুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥

আচার্য্য শ্রীবলদেব-প্রশস্তিঃ

জয় জয় বলদেব ! শ্রীমদাচার্য্যপাদ !
ব্রজপতিরতিগৌরঃ সম্প্রদায়স্য ধর্ম্মম্ ।
গুরুমবিতুমহো তে স্বপ্নদৃষ্টস্য বিষ্ণোঃ
প্রিয়ললিতনিদেশান্ নাম গোবিন্দভাষ্যম্ ॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-মহিমা

বিদ্ধাদ্বৈতান্ধকারপ্রলয়দিনকর ! ত্বংকৃতাচিন্ত্যভেদা-
ভেদাখ্যোবাদ এষোঽম্বুজরুচিরধুনা যদ্ রসং বৈষ্ণবালিঃ ।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবানুমতমনুগতং প্রেমনিস্যন্দি পায়ং
পায়ং শ্রীমচ্ছুকাস্যাদ্ বিগলিতমমৃতং লীয়তে তত্র নিত্যম্ ॥

সূক্ষ্মা টীকাপ্রশস্তিঃ

সূক্ষ্মাভিধানা বুধ ! তস্য টীকা
সূক্ষ্মার্থবোধায় কৃতা ত্বয়া বৈ ।
উচ্চিত্য পৌরাণবচঃ শ্রুতীশ্চ
ভূয়স্ত্বদীয়াঙ্ঘ্রি যুগং স্মরামঃ ॥

সূক্ষ্মা টীকামহিমা

সংক্ষিপ্তসারময়ভাষিতপূর্ণমূর্ত্তিঃ
সূক্ষ্মাভিধেয়মনুভাষ্যমশেষটীকা ।
দীপং বিনান্ধতমসে ন যথার্থদৃষ্টি-
রেনামৃতে স্ফুরতি ভাষ্যমিদং তথা ন ॥

বৈষ্ণবপ্রশস্তিঃ

ধন্যা বৈষ্ণবমণ্ডলী ব্রজপতিপ্রেম্না যয়া রক্ষ্যতে
গোবিন্দপ্রিয়পুস্তকাবলিরহো কালে মহাসঙ্কটে ।
ধন্যাস্তৎপরিশীলকা অপি ধনৈঃ প্রাণৈশ্চ যে সেবকা
যোগক্ষেমকরস্তনোতু ভগবাংস্তেষাং হরির্মঙ্গলম্ ॥

সিদ্ধান্তকণাকৃদাক্ষেপঃ

অহম্মতির্দুর্ম্মতিরপগতগুরুগতি-
রাদ্যং কর্ম্ম দুঃখম্ ।
বেদ্যং করুণাপ্রহিতো রচনাং
কৃতবান্ যস্যাং সুখ্যম্ ॥
বৈষ্ণবকৃপয়া যদি সা সাদর-
মভিশ্রুতিরেবং ধন্যঃ ।
অধমো হরিমতিরস্তু সদৈবং
গুরুবলেশাঙ্কিতপুণ্যঃ ॥
গোবিন্দভাষ্যমধি হি ‘সিদ্ধান্তক-
ণেয়ং’ যদি স্যাচ্ছুদ্ধিঃ ।
বৈষ্ণবসেবাং মন্যে ধন্যাং
তত্ত্ববিচারিতবুদ্ধিঃ ॥

গ্রন্থ-সম্পাদকঃ

শ্রীকৃষ্ণভক্তিই মুখ্য অভিধেয়

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"

(ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪)

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায়
প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত শতপথশ্রুতিমন্ত্র)

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ৬।২৩)

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৬)

শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স চ্য।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস চ্য ॥"

(শ্রীগীতা ১৪।২৬-২৭)

শ্রীমহাপ্রভুর বাণী—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

(শিক্ষাষ্টক)

"কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২২।৫)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী-গোস্বামিনে নমঃ ॥

(মুনিবাক্য)

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩-৬)

এক্ষণে 'অভিধেয়-তত্ত্ব' বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। ভগবান্ কি বস্তু? জীব কি? এবং জগৎই বা কি? এই সকল প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীগুরু-কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানলব্ধ জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই 'অভিধেয়' বা 'সাধনতত্ত্ব' বলে। জীবগণ যখন ভগবদ্বিমুখ হইয়া জড়দেহে আত্মবোধকরতঃ বাহ্যবিষয়-ভোগে ব্যস্ত হয়, তখন তাহারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া মায়ার রাজ্যে প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বনে নানাবিধ দণ্ড ভোগ করে। কখনও সৎকর্ম্মফলে স্বর্গাদি-বাস, আবার কখনও অসৎকর্ম্মফলে নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে।

এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

যে কালে বদ্ধজীবগণ নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে জন্ম-জন্মান্তরীয় অজ্ঞাত ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতিফলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ করে, সেই কালেই তাহাদের সাধুসঙ্গক্রমে শাস্ত্রশ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে এবং নিজেদের স্বরূপবিভ্রমের কথা জানিতে পারে ও বুঝিতে পারে যে, তাহারা কৃষ্ণবিমুখতার ফলেই দৈবী মায়ার অধীনে অনাদিকাল হইতেই ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছে; তখন যদি ভাগ্যক্রমে তাহারা সাধুর চরণাশ্রয় করিতে

পারে, তবেই হরিভজনরূপ নিজ নিত্যকর্ত্তব্য জানিতে পারিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং মায়ার হস্ত হইতে নিস্তারলাভকরতঃ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবগণ শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা শুদ্ধা ভক্তিকেই আত্মার একমাত্র নিত্যা বৃত্তি বা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারে না এবং অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র পরমোপাস্য বলিয়া জানিতে পারে না। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের অহৈতুকী করুণা এবং স্বীয় অশেষ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ-জ্ঞান, কৃষ্ণভক্তিতে অভিধেয়-জ্ঞান এবং কৃষ্ণপ্রেমকেই প্রয়োজন-জ্ঞানের বিচার লাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে না।

যাহারা কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যক্রমে কর্ম্মমার্গের হেয়তা উপলব্ধি করতঃ ঐহিক ও পারত্রিক-লভ্য তুচ্ছ ভোগলালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার বাসনা লাভ করে, তাহাদের ভাগ্যক্রমে যদি জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধুর সঙ্গ ঘটে তাহা হইলে তাহারা জ্ঞান-পথ আশ্রয় করিয়া থাকে; আবার যোগমার্গাবলম্বী সাধুর সঙ্গ ঘটিলে তাহারা যোগ-পথ আশ্রয় করিয়া থাকে।

জ্ঞানিগণ কেবলমাত্র চিৎ বা সম্বিৎ শক্তির অনুশীলনে ব্যতিরেক-চিন্তা দ্বারা বাহ্যজগতের নাম ও রূপকে রজ্জুসর্পবৎ কাল্পনিক মনে করে এবং কল্পনা নিরস্ত হইলে জগৎ বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, প্রত্যক্, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য ও অব্যয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা শক্তি-দ্বয়ের অনুশীলন না করায় তাঁহাদের ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে। যাহার

ফলে জ্ঞানিগণের নিকট নিজেদের, ব্রহ্মের ও অন্যান্য তত্ত্বের সত্ত্বা বা ক্রিয়া-শীলতার কোনপ্রকার ধারণা প্রকটিত হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। আর তাঁহারা যেহেতু নিজদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান করেন, সেইহেতু তাঁহারা ধ্যাতা-ধ্যেয় বা সেব্য-সেবকভাবোচিত সাধনার পরিবর্ত্তে 'নেতি নেতি' বিচারকেই সাধনাঙ্গ বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হন।

যোগিগণ সম্বিৎ ও সন্ধিনীরূপা শক্তিদ্বয়ের অনুশীলনকারী। সত্তা-প্রকাশিনী সন্ধিনী শক্তিকে ক্রিয়াবতী রাখায় ব্যতিরেকমুখে ধ্যান করিতে গিয়া বাহ্যজগতে ওতপ্রোতভাবে স্থিত নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, বৃহৎ-চিৎসত্ত্বা, বিশুদ্ধ, প্রত্যগ্‌দশায় অবস্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অব্যয় পরমাত্মা এবং অন্যান্য পদার্থ সমূহ তাঁহারই অংশ ও তাঁহাতেই অবস্থিত ইত্যাকার ধারণাবদ্ধ হয়। ইঁহাদিগের মতে বাহ্যাকার সমূহের ধারণা অবিদ্যাজাত ও **ধ্যানযোগ দ্বারা** পরমাত্মাতে নিজ অংশরূপ অবস্থানকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলে তাঁহাদের অবিদ্যাবীজ ধ্বংস হয়।

ভক্তগণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ (হ্লাদিনী) রূপা শক্তিত্রয়ের অনুশীলনে রত থাকেন ও তৎফলে তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে পরতত্ত্ব বলিয়া অবগত হন। ইঁহাদিগের মতে শ্রীভগবান্ বিভু চিৎপদার্থ ও শক্তিমৎ-তত্ত্ব, অণু-চিৎ-জীবগণ, তাঁহার তটস্থাখ্যশক্তির পরিণতি, জড়জগৎ তাঁহার মায়া-শক্তির পরিণতি ও সেবাবিমুখ জীবের কারাগার সদৃশ। জড় জগতের ঊর্দ্ধদেশে স্থিত চিজ্জগৎ (বা শ্রীভগবানের নিত্য বিহারভূমি) অন্তরঙ্গা-শক্তির পরিণতি। চিজ্জগতে নিত্যমুক্ত ও সাধনসিদ্ধ জীবগণের সহিত শ্রীভগবান্ নিত্য লীলারস আস্বাদন করেন। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের সন্ধিস্থলে স্থিত কারণ-বারিতে শ্রীভগবান্ অংশরূপে বিরাজ করেন ও সেই অংশ দ্বারা স্বীয় চিৎ-শক্তির অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থাখ্য প্রভাবত্রয়কে চিৎ, অচিৎ ও জীব-জগৎরূপে পরিণত করেন। বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে ও কারণবারির উপরিপ্রদেশে যে চিজ্জ্যোতিঃ অবস্থিত, তাহা শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ ও ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে বিরাট্ বা সমষ্টি ও জীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামী কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মরূপে যে ব্যষ্টি বিষ্ণু, তাহা

কারণবারিতে স্থিত অংশরূপী শ্রীভগবানের অংশ-বিভূতি; চিজ্জগতের বৈকুণ্ঠ নামক প্রকোষ্ঠে যে নারায়ণ-মূর্ত্তি তাহা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপররূপ ও গোলোকাখ্য প্রকোষ্ঠে যে কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহাই তাঁহার মাধুর্য্যপর স্বয়ংরূপ ও অসমোর্দ্ধ স্বরূপ। ভগবৎ-সেবানন্দই জীবের চরম প্রাপ্যফল, ভগবৎসেবা-ব্যতিরেকে মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ হয় না এবং ভোগ ও মোক্ষ-স্পৃহা থাকাকালীন সেবাবুদ্ধি উদিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-বাদিগণ হ্লাদিনী শক্তির অনুশীলন না করার দরুণ পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বলিয়া স্থির করিয়া পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

এ-স্থলে দেখা যায়—ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণের একমাত্র উদ্দেশ্য আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। এই অভিসন্ধিকে মোক্ষেচ্ছা বলে; আর কর্ম্মিগণ ভোগাভিলাষী কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তগণের সম্বন্ধে পাই,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলই 'অশান্ত'॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

অতএব কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের কাহারও মুখ্য অভিধেয়ত্ব নাই। তাহাদিগের যাহা কিছু অভিধেয়ত্ব, তাহা কেবল গৌণরূপে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গকে কথঞ্চিৎ শিথিল করিবার অভিপ্রায় মাত্র। এইজন্য বেদাদি শাস্ত্রে ভক্তিরই মুখ্য অভিধেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম', প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা—প্রাপ্যের কারণ।
কৃষ্ণে সেবা করে, কৃষ্ণরস আস্বাদন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" (ভাঃ ১।২।৬)
"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌-গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯)
"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥" (ভাঃ ৬।৩।২২)
"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥" (ভাঃ৩।২৫।৪৪)
"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" (ভাঃ ১।২।৭)
" ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২০-২১)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও পাই,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীঃ ৭।১৪)
"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" (গী ৮।১৪)
"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (গীঃ ৯।২২)
"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীঃ ১৪।২৬)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"
(গীঃ ১৮।৩৫)

বিষ্ণুর উপাসনা-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায়,—ঋগ্বেদ-সংহিতায়। শ্রীনামকৌমুদীতে (৩য় পঃ) শ্রীলক্ষ্মীধর-উদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্র—(১।১৫৬।৩)

"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥"

সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুবাদে পাই,—"হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত আছেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ লাভ হইলে তাঁহার স্তুতি করা যায়। সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম 'চিৎ' অর্থাৎ সকলের নমস্কারযোগ্য, সর্ব্বাত্মার প্রতিপাদক এবং সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ—ইহা জ্ঞাত হইয়া 'আ' অর্থাৎ চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া 'বিবক্তন'—বল অর্থাৎ সংকীর্ত্তন কর। হে বিষ্ণো! এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে তোমারই কৃপায় আমরা তোমার স্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীভগবৎসন্দর্ভে এই মন্ত্রটির দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—হে বিষ্ণো! তোমার নাম 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ এবং সেইহেতু তাহা 'মহঃ' অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ, সেই নামের ঈষৎ মহিমা অবগত হইয়াও অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে না জানিয়াও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তাহা হইলেও তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ তম সূক্তের ৬টি ঋকেই বিষ্ণুর বীর্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ত্রিধাম—মাধুর্য্য ও আনন্দপূর্ণ। তথায় ভক্তগণ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর ধাম মাধুর্য্যের উৎসপূর্ণ। সে-স্থানে বহু শৃঙ্গযুক্ত ও দ্রুতগতিশীল কামধেনু সমূহ অবস্থিত। সেই ধামে শ্রীবিষ্ণু বিরাজমান আছেন।

বিষ্ণুপরতমতত্ত্বই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)। এ-স্থলে ব্রজবধূবল্লভ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু-শব্দে কথিত হইয়াছেন।

মহর্ষি পাণিনিও ভক্তি-শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন—'ভক্তিঃ' (পাণিনি সূত্র—৪।৩।৯৫) আবার এই সূত্রের দুইটি সূত্রের পরই আছে—"বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" (পাণিনি সূত্র ৪।৩।৯৮)।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদও তদীয় শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ঐ সূত্রটি সংরক্ষণ করিয়াছেন,—(শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ—৭।৫৪৬)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪ অনুচ্ছেদে-ধৃত মন্ত্র—"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ" (শতপথ-শ্রুতি)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাই,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।" (শ্বেঃ ৬।২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় ২।৭, বৃহদারণ্যক ১।৪।৩ শ্রুতি সমূহ আলোচ্য।

শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্রে (১।১-২) পাই,—

"অথ ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

আরও পাই,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

(মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন)

"ওঁ অমৃতরূপা চ"; "ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি।" "ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।" (নারদ-সূত্র—১।৪-৫)।

নারদপঞ্চরাত্রেও পাই,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

বেদান্তসূত্রের বর্ত্তমান তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৪ সংখ্যক সূত্রে স্পষ্টভাবেই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সূত্রটি এই—**"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"** এ-স্থলে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—**'সংরাধনে'** অর্থাৎ সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়; তাহার পরই বলা আছে—**'প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'** অর্থাৎ প্রত্যক্ষশব্দে শ্রুতি এবং অনুমান-শব্দে স্মৃতি—শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয়।

কঠোপনিষদে পাওয়া যায়,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো…আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (১।২।২৩)

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ…প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"
(কঠ—২।১।১)

মুণ্ডকেও আছে,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন…তনুং স্বাম্"—(মুঃ ৩।২।৩)।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত মাধ্বভাষ্য (৩।৩।৫৩)-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন।

স্মৃতিবাক্য শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীঃ ১১।৫৪)
"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (গীঃ১৮।৫৫)

'সংরাধন'-শব্দের অর্থ যে 'ভক্তি' ইহা বিভিন্ন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

শ্রীরামানুজের ভাষ্যেও পাই,—

"অপি চ, সংরাধনে—সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এবাস্য সাক্ষাৎকারঃ; নান্যত্রেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবগম্যতে।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ পুনরায় বলিয়াছেন,—

"ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি।"

শ্রীনিম্বার্কও বলেন,—"ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে ব্রহ্ম।"

শ্রীবল্লভাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"সংরাধনে সম্যক্ সেবায়াং ভগবত্তোষে জাতে দৃশ্যতে।"

এমন কি, শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"সংরাধনং ভক্তির্ধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।"

শ্রীভাস্করাচার্য্য বলেন,—"সংরাধনং ভক্তির্ধ্যানাদিনা পরিচর্য্যা।"

এই 'ভক্তি' যে নিত্যা, তাহাও বেদান্তের ৪।১।১২ সূত্রে পরে পাওয়া যাইবে। "যং সর্ব্বে দেবা আমনন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ" এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন,—"মুক্ত (সাযুজ্যমুক্তি-প্রাপ্ত) পুরুষগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজন করেন।"

'আপ্রায়ণাৎ' অর্থাৎ মুক্তি পর্য্যন্ত তত্রাপি অর্থাৎ মুক্তিতেও হি অর্থাৎ নিশ্চয়, দৃষ্টম্ অর্থাৎ ভগবদুপাসনা দেখা যায়।

শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা···মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।" ইহাতেও মুক্তপুরুষকেই পরা ভক্তির অধিকারী বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও তদীয় শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভক্তির অভিধেয়ত্ব-বিষয়ে পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা বিশেষভাবে আলোচ্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্পষ্টই আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩৬, ১৩৯)

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৭-১৮, ২১)

"মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৫)

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ স্বীয় 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ-বর্ণন-মুখে লিখিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (পূর্ব্ব ১ লঃ ৯)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর স্ব-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন,—

"এই সূত্রে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে 'শুদ্ধভক্তি'। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধ-ভক্তি নয়—কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তিতে ভুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে, জ্ঞানবিদ্ধা-ভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্যা ভক্তিই 'উত্তমা', তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি-ফল লাভ করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসভাবই ভক্তির 'স্বরূপ-লক্ষণ'; সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন; স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদিত হয় মাত্র; ভক্তি-বৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা; ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলন চেষ্টাসমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা—প্রাতিকূল্যসম্বন্ধেও দেখা যায়; অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আনুকূল্য'-শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটি রোচমানা প্রবৃত্তি আছে,

তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু স্থুল সম্বন্ধ রাখে; সিদ্ধিকালে স্থুলজগতের সম্বন্ধ-রহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়—উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ'। 'স্বরূপলক্ষণ' বলিতে গেলে 'তটস্থলক্ষণ'ও বলিতে হয়; শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী ভক্তির দুইটি 'তটস্থ-লক্ষণ' বলিতেছেন, অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতা,—একটি তটস্থলক্ষণ, এবং জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতত্ব—দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী—জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়; অতএব উক্ত দুইটি বিরোধলক্ষণশূন্য হইলেই আনুকূল্যভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই শুদ্ধভক্তি বলা যায়।"

অতএব সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত এবং মহাজন-পরম্পরায় আচরিত ও উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিই যে জীবের একমাত্র মুখ্য অভিধেয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ভগবদবতার জগদ্গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীব্যাসদেবও বেদান্তের এই তৃতীয়াধ্যায়ে সেই শুদ্ধভক্তিকেই জীবের একমাত্র অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীমদ্বলদেবের গোবিন্দভাষ্যের আনুগত্যে বেদান্তানুশীলন করিলেই ইহা আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি।

এই অধ্যায়ের সারমর্ম্ম অনুধাবন করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীমদ্বেদব্যাস বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত যাবতীয় পার্থিব অধিষ্ঠানের হেয়তা ও নশ্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্তই ছান্দোগ্য-কথিত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার আলোচনা দ্বারা জীবাত্মার শরীর হইতে উৎক্রমণ ও দেহান্তর-গ্রহণের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাভ্যন্তরে জীবের সূক্ষ্মভূতগণের সহিত দেহান্তরে গমন, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত পুনরাগমন, কুকর্ম্মকারী জীবের যমপুরীতে গমন এবং যম-দণ্ডাদি ভোগান্তে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন, পাপীদিগের রৌরবাদি সাতটি নরকভোগের

বিষয় এবং বিদ্যাদ্বারা দেবযান ও কর্ম্মদ্বারা পিতৃযান-পথে বিচরণ পূর্ব্বক পুণ্যভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত আকাশাদি ভাবপ্রাপ্ত হইয়া অবরোহণের বিষয় পাওয়া যায়; ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মেঘরূপে বর্ষণের ফলে পৃথিবীতে ব্রীহ্যাদি দেহে সংশ্লেষ লাভ-করতঃ পুরুষের রেতঃসংযোগে স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক জীব পুনরায় দেহ লাভ করিয়া থাকে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে জীবের স্বরূপে মুক্তিলাভের যোগ্যতা নিরূপিত হইয়াছে এবং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের কারণই যে **সাধনভক্তি**, তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের অবির্ভাবসমূহের ঐক্য, আত্ম-মূর্ত্তিত্ব, উপাস্য ও উপাসকের ভেদ; শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব, ভক্তি-বশ্যত্ব, পরানন্দত্ব, ভক্তের ভাবানুসারি-প্রকাশত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলী নিরূপিত হইয়াছে। স্বাপ্নিকী সৃষ্টি, শুভাশুভ সূচক স্বপ্ন, নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্মের সুষুপ্তিতে সমুচ্চয়, শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-বলে যুগপৎ নানা আকারে প্রকাশ, শ্রীহরি বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহ। শ্রীভগবানের দেহ-দেহি-ভেদাভাব, শ্রীভগবান্ নবীন-নীরদ-শ্যাম দ্বিভুজ, বনমালী, জীব চিদাভাস নহে, জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন বস্তু, সম্যগ্ ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্ চক্ষুরাদির গ্রাহ্য হন, শ্রীহরি একরূপ হইলেও স্থান, ধাম ও ভক্তভেদে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রকাশবশতঃ ভক্তের শান্তাদি ভক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহারও প্রকাশের তারতম্য হয়। শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য; তিনি মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বব্যাপী। আবার তিনিই স্বর্গাদিরূপ ফলের প্রদাতা প্রভৃতি-বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে অভীষ্ট-প্রাপ্তি-বিষয়ে বিচারিত হইয়াছে। সনিষ্ঠের পক্ষে বেদের নানাস্থানে প্রাপ্ত সমস্ত গুণই উপাসনায় গ্রহণীয়, কিন্তু একান্তীর পক্ষে স্বেষ্টদেবের গুণ ব্যতীত অন্য সমস্তগুণের সংগ্রহের প্রয়োজনাভাব, যশোদানন্দন বাল্যাদিধর্ম্মী হইয়াও ব্যাপক এবং একাকী যুগপৎ নানা ভক্তে নানা ভাবে কৃপাকারী, শ্রীহরির লীলাসমূহ নিত্য। বদ্ধ ও মুক্তদশাতে শ্রীভগবানই ধ্যেয়। বৈধ ও রাগ—উভয়মার্গেই

জীবের সংসারমোচন হয়, রুচিমার্গে-নিপুণ ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রবণাদি সাধনাঙ্গগুলি একক বা অনেকাঙ্গ একসঙ্গে অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ-সহকৃত শ্রবণাদি সাধন দ্বারাই পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ে শ্রীগুরুর অনুগ্রহই বলবান্, তথাপি নিজ চেষ্টাও সহকারীরূপে প্রয়োজনীয়। সাধুর পরিচর্য্যা মোক্ষের উপায়। সাধুগণ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ নিজেও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনুগ্রহ-বিষয়ে সাধুগণের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য। উপাসনার ভেদ-অনুসারে উপাসকের প্রাপ্যের সাক্ষাৎকারের ভেদ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের সামান্য-দর্শনে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না, ভক্তিই বল, ভক্তকেই শ্রীহরি বরণ করেন, এবং স্বীয় সাক্ষাৎকার প্রদান করিয়া থাকেন; উপাসকের ধ্যানের অনুরূপই শ্রীহরির অবতরণ হয়, যেরূপ গুণযুক্তভাবে উপাসনা হয়, সেইরূপ গুণযুক্তভাবেই মুক্তিতে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি হয়। নৃসিংহাদি পৃথক্ পৃথক্রূপের উপাসনার প্রণালীও পৃথক্—প্রভৃতি বহু বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বিদ্যার নিরপেক্ষত্ব, কর্ম্মের তদঙ্গত্ব এবং বিদ্যাধিকারীর সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষরূপ ত্রিবিধভেদ নিরূপিত হইয়াছে। **'বিদ্যা'** বলিতে এ-স্থলে শ্রীহরিভক্তিকেই লক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা কেবল মুক্তিদাত্রী নহেন, ভক্তের সকল কাম পূরণ করেন; ব্রহ্মবিৎ বিধিবাধ্য নহেন; ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে হোমাগ্নির প্রয়োজন হয় না; লব্ধবিদ্য সনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে বিদ্যার সহকারীরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয়; পরিনিষ্ঠিতের পক্ষে সর্ব্বদা ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এবং স্বধর্ম্ম-পালন ভগবদ্ধর্ম্মের অবিরোধে পালনীয়; আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও স্বভাবতঃ বৈরাগ্যবান্ পুরুষগণের পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সত্যজপাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া বিদ্যার উদয় হয়, ইঁহারাই নিরপেক্ষ ভক্ত, ইঁহাদের উপর শ্রীহরির বিশেষ অনুগ্রহ; নিরপেক্ষ ভক্তের পতনের আশঙ্কা নাই; শ্রীহরি নিরপেক্ষ ভক্তদিগের যাবতীয় প্রয়োজন সমাধান করিয়া থাকেন; এমন কি, প্রিয় ভক্তের নিকট তিনি আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করেন, নিরপেক্ষ ভক্ত সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের স্বরূপাদি স্মরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধ্যানের

দ্বারাই জপার্চ্চন সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয়া এবং কেবল যোগ্য শিষ্যকেই প্রদান করা হয়; বিদ্যা একজীবনে কিংবা জন্মান্তরেও প্রকাশ পাইতে পারে; প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হয়, সে সম্বন্ধে শরীরের পতন বা অপতনের কোন নিয়ম নাই। এতদ্ব্যতীত এই অধ্যায়ে আরও বহু-বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থাভ্যন্তরে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে কেবলমাত্র পাঠকবর্গের লৌল্যাকর্ষণের নিমিত্ত দিগ্‌দর্শন করিলাম।

এক্ষণে প্রতি-পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে—

বেদান্তসূত্রের অভিধেয়তত্ত্বাত্মক তৃতীয়-অধ্যায়ের প্রথম পাদে ছয়টি অধিকরণে আঠাইশটি সূত্র নিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে :—

প্রথম—তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণে পাই,—জীবের সূক্ষ্মভূতগণের সহিত দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয়—কৃতাত্যয়াধিকরণে পাওয়া যায়,—চন্দ্রলোকে ফলোন্মুখ কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইবার পর অবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়াই জীব ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

তৃতীয়—অনিষ্টাদিকার্য্যধিকরণে পাই যে,—প্রাপীব্যক্তিদিগের যমপুরে গমন হয় এবং তথায় যমদণ্ড ভোগের পর পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্ম হইয়া থাকে।

চতুর্থ—তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণে জানিতে পারা যায় যে,—জীবের আকাশাদিভাবের সাদৃশ্য-প্রাপ্তিই সুসঙ্গত।

পঞ্চম—নাতিচিরাধিকরণে দেখিতে পাওয়া যায়,—আকাশাদি বৃষ্টি পর্য্যন্ত পূর্ব্বপূর্ব্ব সাদৃশ্য-প্রাপ্তির পর পরপর সাদৃশ্য-প্রাপ্তি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ—অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণে পাওয়া যায়,—অন্য জীব দ্বারা ভোক্তৃত্ব-রূপে অধিষ্ঠিত ধান্য-যবাদি দেহে জীবের অবস্থান পূর্ব্ববৎ সংশ্লেষমাত্র।

এক্ষণে দ্বিতীয় পাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে—সপ্তদশ-অধিকরণে বেয়াল্লিশটি সূত্র আছে।

প্রথমে—সন্ধ্যাধিকরণে পাওয়া যায়,—স্বাপ্নিকী সৃষ্টি পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নও পারমেশ্বরী সৃষ্টি। স্বাপ্নিকী সৃষ্টির উপকরণ ঈশ্বরের মায়া।

দ্বিতীয়ে—সূচকাধিকরণে পাই,—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেহেতু পাপপুণ্যের ও মন্ত্রাদির সূচক সেইহেতু উহা সত্য। স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে যেরূপ স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়া থাকে সেরূপ তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই তিরোধান হয় কিন্তু শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় নহে।

তৃতীয়ে—দেহযোগাধিকরণে পাওয়া যায়,—দেহসম্বন্ধবশতঃ যে জাগরণ হয়, তাহাও পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে।

চতুর্থে—তদভাবাধিকরণে পাই যে,—সেই জাগরণ ও স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি; তাহা নাড়ীতে, পুরীততে ও ব্রহ্মে সমুচ্চিত হয়। এই তিনকেই সুষুপ্তির আধার বলিয়া শ্রুত হয়।

পঞ্চমে—মুগ্ধাধিকরণে পাওয়া যায়,—জীব মূর্চ্ছিত হইলে তাহার তখন ব্রহ্মে অর্দ্ধপ্রাপ্তি হয়।

ষষ্ঠে—উভয়লিঙ্গাধিকরণে দেখা যায় যে,—পরমেশ্বরের স্থানভেদেও স্বরূপ একই, উভয় প্রকার নহে। শ্রীভগবানের ইহাই অচিন্তনীয় শক্তির পরিচয় যে, তিনি এককালে বহুস্থানে বা সকল স্থানে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াও স্বরূপে অদ্বিতীয়ই থাকেন। আবার স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা একই স্বরূপ যুগপৎ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন।

সপ্তমে—অরূপবদাধিকরণে পাই,—ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট নহেন, এ-জন্য তাঁহাকে অরূপবৎ বলা হয়, ইহার তাৎপর্য্য—তিনি স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহ। যেহেতু তাঁহার আত্মা বা স্বরূপই শ্রীবিগ্রহ।

অষ্টমে—অতএব চোপমাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ভিন্ন; এইজন্যই সূর্য্যকাদিবৎ-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার উপমা বা সাদৃশ্যের কথা শ্রুত হয়। কিন্তু এ-স্থলে লক্ষণীয়

যে, উভয় অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন হইলে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব সম্ভব হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে অগ্নির ছায়া দ্বারা দাহ ও খড়্গের প্রতিবিম্ব দ্বারা ছেদন হইত; কিন্তু তাহা তো হয় না। আবার অভেদ হইলে সাদৃশ্যও হয় না।

নবমে—অম্বুবদগ্রহণাধিকরণে পাই যে,—জলের মত অর্থাৎ জলে বিম্ব হইতে দূরস্থ উপাধির গ্রহণের ন্যায় অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাস গৃহীত হইতে পারে না। কারণ জল হইতে সূর্য্য অতিশয় দূরবর্ত্তী, তাহাতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু অবিদ্যায় সেইরূপ পরমাত্মার আভাস পড়িতে পারে না, কারণ পরমাত্মা বিভু—বিশ্বব্যাপক অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন এবং তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী কোন পদার্থ আছে, এরূপ প্রসিদ্ধিও নাই; বরং তিনি সর্ব্বত্র আছেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। এ-স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাম্যও নাই। অতএব জীব চিদাভাস নহে, আর অবিদ্যা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ।

দশমে—প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে,—শ্রুতিতে মূর্ত্ত, অমূর্ত্তাদি-রূপ বর্ণনের দ্বারা ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের বাস্তব রূপ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, কারণ ঐ সকল মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপের প্রতিষেধের পর সেই ব্রহ্মের প্রচুর-সত্য-নামাদি রূপ শ্রুতি বলিতেছেন।

একাদশে—তদব্যক্তাধিকরণে দেখিতে পাই,—সেই ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ অব্যক্ত, প্রত্যগাত্মা-স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীহরি বিশ্বব্যাপক, অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমা গতি।

দ্বাদশে—সংরাধনাধিকরণে পাই,—সম্যগ্ ভক্তি সাধিত হইলেই পরব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন। ধ্যানাদিযোগে তাঁহার আরাধনা করিতে করিতে ভক্তের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। অর্থাৎ সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে যখন প্রেমভক্তির উদয় হয় তখন তাহার দর্শনলাভ ঘটে। শ্রীভগবান্ ব্যাপকস্বরূপ ও ধ্যানগোচর-স্বরূপ হইয়াও ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া ভক্তের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকট করেন, ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তার পরিচয়।

ত্রয়োদশে—অহিকুণ্ডলাধিকরণে পাওয়া যায়,—শ্রীহরি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও তিনি জ্ঞানরূপ ও আনন্দরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। যেমন অহিকুণ্ডল শব্দটি ধর্ম্মিবোধক অথচ ধর্ম্মবোধক। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য যেরূপ প্রকাশের আশ্রয়, সেইরূপ জ্ঞানাত্মা শ্রীহরিও জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়াও ধর্ম্মী ব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে গুণ-গুণিভেদ-জ্ঞানের নিষেধও বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের গুণসমূহ ভগবদভিন্ন বস্তু। দেহ-দেহি-ভেদ, গুণ-গুণি-ভেদ ঈশ্বরে করিতে নাই।

চতুর্দ্দশে—পরাধিকরণে পাই,—জৈব আনন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ জাতিতে অর্থাৎ স্বরূপতঃ এবং পরিমাণতঃ উৎকৃষ্ট। শ্রীহরি পরমানন্দস্বরূপ।

পঞ্চদশে—স্থানবিশেষাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—দীপাদি প্রকাশক দ্রব্যের যেরূপ আধারভেদে প্রকাশতারতম্য ঘটে সেইরূপ শ্রীহরি একস্বরূপ হইলেও স্থানভেদে, ধামভেদে এবং ভক্তভেদে উহাদের বৈশিষ্ট্যনিবন্ধন তাঁহার প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে।

ষোড়শে—অন্যপ্রতিষেধাধিকরণে দেখা যায় যে,—উপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেহেত তাঁহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠতর বস্তু নাই।

সপ্তদশে—সর্ব্বগতত্বাধিকরণে পাই যে,—শ্রীহরি মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বব্যাপী; ইহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় এবং যুক্তিযুক্ত। তিনিই সর্ব্বফলদাতা। কারণ তিনি নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, মহান্, উদার সুতরাং যাগাদি দ্বারা আরাধিত হইয়াও উহার ফলাদি প্রদান করিয়া থাকেন, আর কর্ম্ম জড় ও ক্ষণবিধ্বংসী, তাহার ফলদাতৃত্ব শক্তি থাকিতেই পারে না।

এক্ষণে তৃতীয়পাদের অধিকরণ-বিবরণও সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইতেছে। ইহাতে—তেত্রিশটি অধিকরণে আটষট্টিটি সূত্র আছে

প্রথমে—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে পাওয়া যায়,—সমগ্র বেদের নিশ্চয় দ্বারা উৎপাদ্য জ্ঞানের বিষয় পরব্রহ্ম শ্রীহরি, কারণ বিধিবাক্যগুলি ও যুক্তিসমূহ সকল শাখাতেই সমান।

দ্বিতীয়ে—উপসংহারাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে,—উপাসনা সমান হইলেই অর্থাৎ এক পরমেশ্বরবিষয়কত্ব-নিবন্ধন তুল্য উপাসনা হইলে এক শাখায় উক্ত গুণসমূহের অন্য উপাসনাতে গ্রহণ কর্ত্তব্য।

তৃতীয়ে—ন বা প্রকরণভেদাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে,—একান্তী ভক্তের পক্ষে উপাস্যেতর শ্রীবিগ্রহের গুণসমূহ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই; কারণ একান্তী ভক্তদিগের ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ প্রকরণের ভেদ আছে।

চতুর্থে—ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—শ্রীভগবান্ বাল্যাদি-অবস্থাবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার বিভুত্ব দ্বারা তিনি উপাসকের নিকট নানা বয়স প্রকট করেন সুতরাং সমস্তই সুসঙ্গত।

পঞ্চমে—সর্ব্বাভেদাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে,—শ্রীহরি, তাঁহার পরিজন ও তাঁহার লীলার অভেদবশতঃ পূর্ব্বকালে যাহা থাকেন পরবর্ত্তী-কালেও তাহারই প্রকাশ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠে—আনন্দাদ্যধিকরণে পাওয়া যায় যে,—শ্রীহরির পূর্ণানন্দ, পূর্ণ-বোধ ও আশ্রিতের প্রতি বাৎসল্যাদি গুণসমূহ সকল উপাসনায় উপসংহার করা কর্ত্তব্য, তাহার ফলে ভগবদনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সপ্তমে—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে যে,—শ্রীহরির আনন্দময়াদি মুখ্য গুণ ব্যতীত প্রিয়শিরস্ত্বাদি গৌণ গুণের উপসংহার সর্ব্বত্র হইবে না।

অষ্টমে—কার্য্যাখ্যানাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—পূর্ব্ব কথিত পূর্ণানন্দ-ত্বাদি গুণের ন্যায় তদ্‌সদৃশ পিতৃত্বাদি অর্থাৎ পিতা, সুহৃদ, পুত্রাদিরূপে শ্রীহরির ধ্যান করিতে হইবে।

নবমে—সমানাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—শ্রীভগবানের চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে অনতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহভূত অভিন্নই। অতএব বিগ্রহস্বরূপ আত্মার উপাসনার দ্বারাই মোক্ষ হইবে।

দশমে—বেধাদ্যধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে যে,—শক্র-বেধাদি গুণ মুমুক্ষুর উপাস্য নহে কারণ উহাতে ফল-ভেদ থাকে।

একাদশে—হান্যধিকরণে পাওয়া যায় যে,—পরমেশ্বর-জ্ঞান দ্বারা সংসার পাশ ছিন্ন হইলে ভগবদনুরক্ত বিজ্ঞের পক্ষে শাস্ত্রগম্যত্বরূপ ভগবদ্ ধর্ম্মচিন্তা কুশাচ্ছন্দস্তুতি-গানের মত ঐচ্ছিক।

দ্বাদশে—ছন্দত উভয়াবিরোধাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে,—সৎ-প্রসঙ্গানুযায়ী শ্রীভগবানের সংকল্প হইতেই উভয়বিধ জীবের উভয়বিধ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়প্রকার ভক্তির প্রাপ্তি সম্ভব।

ত্রয়োদশে—উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—রুচি-মার্গে শ্রীহরির ভজনকারী নিপুণ ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

চতুর্দ্দশে—অনিয়মাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—শ্রবণাদি ভক্তির একাঙ্গ বা অনেকাঙ্গ সাধনেই ভগবদ্-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ধ্যানাদি সকলগুলি মিলিতভাবে করিলে মুক্তি হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। পৃথক্ ভাবে প্রত্যেকটির দ্বারাও মুক্তি বা ভগবদ্-প্রাপ্তি ঘটে।

পঞ্চদশে—অক্ষর-ধ্যধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে,—অক্ষর ব্রহ্ম-সম্বন্ধিনী অস্থৌল্য, অনণুত্ব বুদ্ধির সকল উপাসনায় সংগ্রহ করণীয়।

ষোড়শে—অন্তরত্বাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—ভক্তগণের নিকট শ্রীভগবানের সেই অধিষ্ঠানভূত পরব্যোমাত্মক দিব্যপুরে যাবতীয় বস্তু প্রাকৃত ভূতবৎ প্রতীত হয়, কিন্তু তত্রত্য সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ শ্রীহরির শক্তির বিলাসরূপ।

সপ্তদশে—সৈব হি সত্যাদ্যধিকরণে পাওয়া যায় যে,—মায়া হইতে ভিন্ন অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় শ্রীহরির পরা-নাম্নী স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী স্বরূপশক্তি আছে।

অষ্টাদশে—কামাদ্যধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—পরমেশ্বরের শ্রীরূপা শক্তিই পরা ও নিত্যা, তিনি প্রকৃতিসম্পর্করহিত সংব্যোম-নামক ধামে থাকেন। তিনি অবার শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণকালে তাঁহার সহিত অবতরণ করেন ও নিজনাথ শ্রীহরির কামাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইজন্যই শ্রীভগবান্‌কে নিত্য শ্রীযুক্ত বলা হয়।

ঊনবিংশে—তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—তত্ত্ববস্তু কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপেই উপাস্য, শ্রীরামাদিরূপে নহে,—এরূপ কোন নিয়ম নাই;

তবে দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের ব্যূহাদির উপাসনায় কোন দোষ নাই।

বিংশে—প্রদানাধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে যে,—শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা-সহকৃত শ্রবণাদি-সাধনের দ্বারাই শ্রীহরির লাভ হইয়া থাকে।

একবিংশে—লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—কেবল নিজের প্রযত্নের দ্বারা শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয় না, শ্রীগুরুদেবের প্রসাদই বলবান্, তাহা হইলেও নিজপ্রযত্নও আবশ্যক।

দ্বাবিংশে—পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বিচার ভক্তিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারবিশেষ।

ত্রয়োবিংশে—বিদ্যৈব ত্বধিকরণে দৃষ্ট হয় যে,—শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে উপাসনার নামই বিদ্যা, শ্রীগুরু-প্রসাদে লব্ধ সেই বিদ্যা দ্বারাই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি হয়।

চতুর্ব্বিংশে—অনুবন্ধাদ্যধিকরণে পাওয়া যায় যে,—আগ্রহ-সহকারে মহতের সেবা দ্বারাই শ্রীভগবল্লাভ হইবে। অনুগ্রহ-বিতরণে মহতের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

পঞ্চবিংশে—প্রজ্ঞান্তরাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—উপাসনার তারতম্যানুসারে উপাসকের ভগবদ্-প্রাপ্তির তারতম্য ঘটে, প্রকটলীলায় যে, লোকের সামান্যদর্শন লাভ হয়, তাহার ফল স্বর্গাদিলাভ কিন্তু মোক্ষ নহে।

ষড়বিংশে—পরাধিকরণে পাওয়া যাওয়া যে,—ভক্তি-যাজনের ফলে ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়তমত্ব লাভ করেন এবং তখনই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন, তাহার ফলেই ভক্তের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অতএব ভক্তিই বল এবং তদ্দ্বারাই শ্রীভগবানের বরণ-লাভ। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপের সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ, তৎপরে ভক্তিলাভ, তাহার ফলে প্রেষ্ঠরূপে শ্রীভগবানের বরণ ও তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশে—শরীরে ভাবাধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—জঠরে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মরূপী শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিলে শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া নিজ পরম-পদ প্রদান করেন।

অষ্টাবিংশে—ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—সাধুসঙ্গানুযায়ী শ্রীহরির সঙ্কল্প হইতেই উপাসনার নানাত্ব ঘটে। কিন্তু ধ্যানানুসারেই শ্রীহরির উদয় অর্থাৎ প্রাপ্তি হয়।

ঊনত্রিংশে—ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে,—পরমেশ্বরের বহুত্বভাবটি সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সকল উপাসনাতেই বহুভাবাত্মকগুণ চিন্তনীয়। ভূমা ব্যতিরেকে আনন্দাদির সত্তা নাই; অতএব ভূমার চিন্তা সকল উপাসনায় কর্ত্তব্য।

ত্রিংশে—নানাশব্দাদিভেদাধিকরণে কথিত হয় যে,—শ্রীহরির পৃথক্ পৃথক্ শ্রীবিগ্রহের উপাসনা-প্রণালীও পৃথক্, যেহেতু উপাস্যবাচক নৃসিংহাদি-শব্দ, মন্ত্র, আকার ও কার্য্যের পার্থক্য বর্ত্তমান। স্বরূপতঃ এক হইলেও উপাসনার ভেদ আছে।

একত্রিংশে—বিকল্পাধিকরণে দৃষ্ট হয় যে,—সেই উপাসনাগুলির অনুষ্ঠানে বিকল্পই আশ্রয়ণীয়। অতএব সাধুসঙ্গানুযায়ী শ্রীহরির সঙ্কল্প হইতে প্রাপ্ত উপাসনাই অনুষ্ঠেয়।

দ্বাত্রিংশে—কাম্যাস্তু যথাকামাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—সকাম উপাসকগণ কামনানুসারে সকাম উপাসনাগুলি মিলিতভাবে করিতে পারেন অথবা নাও করিতে পারেন।

ত্রয়স্ত্রিংশে—অঙ্গেষু যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে যে,—শ্রীহরির যে অঙ্গটি যে গুণের আধার, সেই অঙ্গে সেই গুণের ধ্যান করাই কর্ত্তব্য। যেরূপ শ্রীমুখে মৃদুমধুর হাস্য ও প্রিয়ভাষণ; নেত্রদ্বয়ে কৃপাদৃষ্টি; এইপ্রকার অন্য অঙ্গে অন্য গুণগুলির ধ্যান করা উচিত।

এক্ষণে চতুর্থপাদের অধিকরণ-বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। ইহাতে—ষোলটি অধিকরণে বায়ান্নটি সূত্র আছে।

প্রথমে—পুরুষার্থাধিকরণে পাওয়া যায় যে, সকল প্রকার পুরুষার্থই এই বিদ্যা হইতে লভ্য হইতে পারে। সুতরাং বিদ্যা কেবল মুক্তিদাত্রী নহেন, ভক্তের সকল কামনা পূরণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়ে—শেষত্বাৎ পুরুষার্থাধিকরণে জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষরূপ সূত্রে কথিত হয় যে,—তাঁহার মতে বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, সুতরাং বিদ্যাতে যে ফলশ্রুতি উহা পুরুষার্থবাদমাত্র। যেরূপ দ্রব্য, সংস্কার, কর্ম্মে ফলশ্রুতি অর্থবাদ, সেইরূপ।

তৃতীয়ে—অধিকোপদেশাধিকরণে পাওয়া যায় যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠা; বেদাধ্যয়নমাত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ব্রহ্মা-রূপে বরণের কথাই আছে, ব্রহ্মজ্ঞের কথা উক্ত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মিষ্ঠ—বেদাধ্যায়নশীল, ব্রহ্মজ্ঞ নহেন।

চতুর্থে—কামকারাধিকরণে কথিত হয় যে,—কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মবর্জ্জন —এই যাদৃচ্ছিক আচারে ব্রহ্মানুভবকারীর কোন প্রত্যবায় নাই। পদ্মপত্রে যেমন জলবিন্দু সংশ্লিষ্ট হয় না, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও বিহিতের অনুষ্ঠানে গুণ এবং তদননুষ্ঠানে দোষসম্বন্ধ হয় না, ইহা তাঁহার মহিমা, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে তৃণমুষ্টির ন্যায় সকল দোষ ভস্মীভূত হয়। অতএব ব্রহ্মবিদ্ বিধি-বাধ্য নহেন।

পঞ্চমে—সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিদ্যা লাভ ঘটে এবং শম-দমাদি বিদ্যার অঙ্গ।

ষষ্ঠে—সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণে দৃষ্ট হয় যে,—আপৎকালে ব্রহ্মজ্ঞ পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি যথেচ্ছ আহার করিতে পারেন, উহা বিধি নহে, অনুজ্ঞামাত্র। কারণ অন্নের অভাবে প্রাণাত্যয়ের সম্ভাবনা-স্থলেই ঐরূপ অনুজ্ঞা-সূচক বাক্য দেখা যায়। সুতরাং অনাপৎকালে শাস্ত্রীয় আচারই আশ্রয়ণীয়।

সপ্তমে—বিহিতত্বাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—লব্ধবিদ্য পুরুষেরও বিদ্যা বর্দ্ধনের জন্য স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম বিদ্যার সহকারিভাবেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মুক্তির সাধনস্বরূপে উহারা অনুষ্ঠেয় নহে।

অষ্টমে—সর্ব্বথাপ্যধিকরণে উপদিষ্ট আছে যে,—পরিনিষ্ঠিতের পক্ষে স্বধর্ম্মানুরোধ পরিত্যাগ করিয়াই সর্ব্বদা ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভগবদ্ধর্ম্মের অবিরোধে গৌণভাবেই স্বীকার্য্য। আরও পাওয়া যায় যে, পরিনিষ্ঠিতের পক্ষে ভগবৎ-কথা শ্রবণাদির অনুরোধে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অকরণ-জনিত দোষের দ্বারা অভিভূত হইতেও হয় না।

নবমে—অন্তরা চাপ্যধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—আশ্রম-ধর্ম্ম বিহীন হইলেও পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়ায় স্বাভাবিক বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির বিদ্যার উদয় হয়। বলবান্ সৎসঙ্গের ফলে পূর্ব্ব কর্ম্ম-কষায় বিনষ্ট হওয়ার পর বিদ্যার উৎপত্তি হয়। সৎসঙ্গবিশিষ্ট নিরপেক্ষ অধিকারিগণের প্রতি পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ থাকায় তাঁহাদের বিদ্যা সুলভ হয়।

দশমে—অতস্ত্বিতরদধিকরণে দেখা যায় যে,—আশ্রমত্ব হইতে নিরাশ্রমত্বই শ্রেষ্ঠ। নিরাশ্রমী নিরপেক্ষদিগের পতনের আশঙ্কা নাই। নিরপেক্ষ ভক্তগণ প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীতভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন।

একাদশে—স্বাম্যধিকরণে পাওয়া যায় যে,—সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ হইতেই ভক্তগণের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নিরপেক্ষ ভক্তগণের পালন-কর্ত্তৃত্ব শ্রীভগবানের একান্ত ধর্ম্ম। ঋত্বিকের কর্ম্মের ন্যায় শ্রীভগবানের ভক্ত-পালন। কারণ ভক্তিদ্বারা ভক্তগণ ভগবানকে ক্রয় করিয়া থাকেন। সুতারাং শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।

দ্বাদশে—সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণে দেখা যায় যে,—শম-দমাদি সাধন বিদ্যালাভের পূর্ব্বেই সহকারিরূপে নিরূপিত। নিরাশ্রমিগণের বিদ্যালাভের পর উহা গ্রাহ্যবিধি হইতে পারে না, শমাদি নিরাশ্রমীর পক্ষে স্বতঃ-সিদ্ধ। তবে নিরপেক্ষ ভক্তদিগের শ্রীভগবানের স্বরূপ-গুণ-লীলাদি অবশ্যই স্মরণীয়। ভগবৎ-প্রসাদই তাঁহাদের নিরন্তর অভীষ্ট। সুতরাং তাঁহাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মানসিক অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশে—কৃৎস্নভাবাধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে যে,—শম-দমাদি-বিভূষিত ব্যক্তি সাশ্রম অথবা নিরাশ্রমই হউন, বিদ্যার অধিকারী হইবেন।

চতুর্দ্দশে—অনাবিষ্কারাধিকরণে সার-কথারূপে পাওয়া যায় যে,—বিদ্যা গুহ্যভাবেই উপদেশ্য এবং যোগ্য ব্যক্তিকেই তত্ত্বোপদেশ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-তৎপর ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই এ-স্থলে যোগ্য-শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চদশে—ঐহিকমপ্রস্তুতেত্যধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—প্রতিবন্ধক না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা জন্মে। আর প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহা হইতে পারে না। তবে লঘু প্রতিবন্ধক থাকিলে সাধনের দ্বারা উহার ক্ষয় হইলে ইহজন্মেই বিদ্যার উৎপত্তি হয় আর গুরুতর প্রতিবন্ধকস্থলে উহার পরিক্ষয় হইলে জন্মান্তরেই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ষোড়শে—মুক্তিফলাধিকরণে পাওয়া যায় যে,—প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হয়, তবে প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলে দেহপাতের পর মুক্তিলাভ হয়, আর যদি প্রারব্ধ থাকে তবে দেহান্তর অপেক্ষা করে।

এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত প্রাপ্যেতরবিরাগ এবং প্রাপ্য-তত্ত্বে তৃষ্ণার বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তৃতীয় পাদে ভগবদ্‌গুণ নিরূপিত হইয়াছে এবং চতুর্থ পাদে বিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির নিখিলপুরুষার্থ-হেতুত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মূলতঃ এই অধ্যায়ে সাধন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়কে সাধনাধ্যায় বলা হয়। সাধকের সাধনতত্ত্ব-জ্ঞান না থাকিলে সাধনানুশীলন হইতে পারে না এবং প্রয়োজন-তত্ত্বও লাভ হয় না।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্ব-রচিত 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থেও লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয়সুখে বদ্ধ মায়াপাশে॥
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি' ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার॥
সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি॥

বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন॥
সাধুগণ-সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্য-ধর্ম্মবশে॥
জীবনযাত্রার জন্য বৈদিকবিধান।
রাগদ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান॥
সামান্য বৈদিকধর্ম্ম অর্থফলপ্রদ।
অর্থ হইতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ॥
সেই ধর্ম্ম, সেই অর্থ, সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত॥
তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥
অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন॥
যথাতথা বাস করি', যে সে বস্ত্র পরি'।
স্বলব্ধ-ভোজন দ্বারা দেহরক্ষা করি'॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যপ্রভু অবতার॥
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার॥"

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী,
৮ হৃষীকেশ, শ্রীগৌরাব্দ-৪৮৩
১৮ ভাদ্র, ১৩৭৬ সাল।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণরেণু-সেবাপ্রার্থী
শ্রীভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী
গ্রন্থ-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-তিথি

ওঁ নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

আজ আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবির্ভাব-বাসর।** এই সুমেধা-তিথিবরা আমাদের নিত্য আরাধনার বস্তু। এই শুভ-তিথিতেই আজ বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম অধ্যায় প্রকাশ লাভ করিয়াছেন **শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-বাসরে** এবং দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন **শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব-বাসরে।** আর তৃতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইতেছেন আমাদের **পরাৎপর শ্রীশ্রীগুরু-দেবের আবির্ভাব-বাসরে।** এই গ্রন্থখানি আজিকার শুভ-তিথিতে প্রকাশ করিবার বিশেষ কারণ এই যে, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব প্রভু-প্রণীত গোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা সহ বেদান্তদর্শন গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আমাদের এই ঠাকুরের হৃদয়েই সর্ব্বপ্রথমে উদিত হয় কিন্তু মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহোদয়ের কৃত বঙ্গানুবাদ ও গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি সমেত গ্রন্থখানি প্রকাশ পাওয়ায় ঠাকুর পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং তদানীন্তন স্ব-সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় তাহার একটি সমালোচনাও প্রকাশ করেন, তাহা পরে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-সম্পাদনকালে আমাদের এই ঠাকুর অনেক বিষয় গোস্বামী মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা গোস্বামী মহাশয়ও ঐ গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থখানি গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্মাবলম্বনে বিবৃতি প্রভৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সূক্ষ্মা টীকার কোন অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে একটি বিস্তৃত সংস্করণ সম্পাদন ও প্রকাশনের জন্য আজ্ঞাও প্রদান করিয়াছিলেন

শুনিয়াছি। আমাদের পরমারাধ্যতম প্রভুবর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্কলিত গ্রন্থখানি তাঁহারই অহৈতুকী করুণায় এক্ষণে প্রকট পাইতেছেন বলিয়া তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব-তিথির স্মৃতি-সংরক্ষণকল্পে অদ্য সেই শুভ-তিথিতে গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করা হইল। অবশিষ্ট চতুর্থ অধ্যায়টিও দৈবানুকূল হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে সম্পন্ন করিবার বাসনা রহিল এবং তজ্জন্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা করিতেছি।

এক্ষণে সকলেরই একটি কৌতূহল হইতে পারে যে, যাঁহার পবিত্র আবির্ভাব-তিথিতে বেদান্তসূত্রের এই অধ্যায়টি প্রকাশ পাইতেছেন, সেই মহাপুরুষ কে? তজ্জন্য এই মহাপুরুষের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান-কল্পে কয়েকটি কথা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তৎপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই নিবেদন করিতেছি যে, এই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একজন অতিপ্রিয় নিত্য পার্ষদ। যেরূপ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক না হইলেও মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, সেইরূপ এই শ্রীভক্তি-বিনোদঠাকুরও শ্রীগৌরাঙ্গের পারিষদ, শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় পরবর্ত্তি-কালে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ঠাকুরকে আমরা কি করিয়া গৌরপার্ষদ বুঝিতে পারি? তদুত্তরে বলা যায় যে, শ্রীভগবান্ যেমন অধোক্ষজ-তত্ত্ব অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগম্য নহেন, সেরূপ ভগবদ্ভক্তও অধোক্ষজ-বস্তু, যাঁহাকে চিনিয়া লইবার বা বুঝিয়া লইবার যোগ্যতা বদ্ধজীবের নাই। একমাত্র ভক্ত-ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদিগের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তথাপি সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ বলেন যে, যিনি শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর-কাম-সেবা পরিপূরণের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহ জগতে আসেন, তিনিই শ্রীগৌরনিজজন বা শ্রীগৌরপার্ষদ বলিয়া নিরূপিত। বর্ত্তমান-যুগে যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই শ্রীগৌরাবির্ভাব ভূমি শ্রীমায়াপুর তথা নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামস্থ **শ্রীগৌরলীলাস্থলী সমূহ** প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নহে, এমন কি, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-স্থান শ্রীযোগপীঠ আবিষ্কার করিয়া যে জীবজগতের মহা কল্যাণ

সাধন করিয়াছেন, তাহাও সকলের নিকট সুবিদিত। একদিন যেমন শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন শ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণায় শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার মহামাধুরী জগজ্জীবকে আস্বাদনার্থ বিতরণ করিয়াছিলেন সেরূপ শ্রীল ঠাকুরও এ-যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামাধুরী জগজ্জীবকে পান করাইবার জন্য শ্রীগৌরধাম আবিষ্কার করিয়া তাঁহার গৌরনিজজনত্বই প্রকাশ করিলেন।

শুধু শ্রীগৌরধাম আবিষ্কার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি শ্রীগৌরনাম সর্ব্বত্র বিতরণার্থ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারলীলা প্রকট করতঃ স্বকীয় গৌরনিজজনত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীমহাপ্রভু যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥ জগদ্ব্যাপিয়া মোর হইবেক খ্যাতি। সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥"—এই বাণীর সার্থকতার নিমিত্ত একটি নব যুগের সূচনা করিলেন। যখন বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও ভাবধারায় বিমোহিত হইয়া নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় নানাভাবে সামাজিক ও ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটন পূর্ব্বক সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকৃত মূর্ত্তিকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার চক্ষে দর্শনকরতঃ শুধুমাত্র ভোগবাদের মোহজাল বিস্তার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীগৌরবাণী জগতে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাহাতেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল আলোক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের স্রোত পুনরায় প্রবাহিত করিয়া তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে এক অপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। এমন কি, আনুষঙ্গিকভাবে তদানীন্তন প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মমতের ও সামাজিক সমস্যার অমীমাংসিত বিষয়গুলিকে তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক ও শ্রৌতমৌলিক সমাধান দ্বারা সমসাময়িক ও ভবিষ্যতের সমগ্র মানব জাতির নিত্য কল্যাণের সূত্র বাহির করিয়া সকলের নিকট চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। এই মহাত্মার কৃপার নিদর্শন-স্বরূপে গৌড়ীয় মঠের অভ্যুদয় হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌর-বাণীর বিপুল প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। সুতরাং শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর

বিমল স্রোতধারা বর্ত্তমান জগতে প্রবাহিত করার ইনি মূলপুরুষ—ভগীরথ-স্বরূপ। আশা করি, তাঁহার অবদান-বিষয়ে অবহিত হইতে পারিলে, ইহা সকলেই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই মহাপুরুষ শ্রীগৌরকাম-পূরণের জন্যও যে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার নিদর্শন তাঁহার জীবনাদর্শের মধ্যে দেদীপ্যমান। শ্রীমহাপ্রভু যেমন স্বীয় কাম অর্থাৎ মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য শ্রীরূপ-সনাতনকে কতকগুলি কার্য্যের সাক্ষাৎ আদেশ দিয়াছিলেন, এই মহাত্মাকেও সেইরূপ আজ্ঞাসহকারে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা সেই আজ্ঞা-পরিপালনার্থ লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবাপ্রকাশ, শ্রীনাম-প্রেম-প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশাদিকার্য্যে নিজেকে সর্ব্বদা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার চরিতাবলী পাঠ করিবেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই শ্রীগৌরকাম-পরিপূরক অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গৌরনিজজন গৌরপার্ষদ। গৌরজন না হইলে কাহারও দ্বারা এরূপভাবে গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-সেবা পরিপূরণ হইতে পারে না।

এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৩৫২, বঙ্গাব্দ—১২৪৫ সনের ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার তারিখে ভাদ্রীয় শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা-গ্রামে আবির্ভূত হন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষাও এই মহাত্মার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ অধিকতর বহির্ম্মুখতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন এ দেশে ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ, পঞ্চপক্ষী-সাধন, দুর্গোৎসব-উপলক্ষে গ্রাম্য কবিদলের লড়াই, খেমটা ও বাইনাচ, বাজীপোড়ান, “পেটমোটা বাবু”দের সাজসজ্জার প্রতিযোগিতা, ছাগ ও মহীষ-বলি, ‘গুপ্ত-পূজা’ পুতুলের বিবাহ, ইত্যাদি কতনা ধর্ম্মের বিকৃত ছবি প্রকাশ পাইয়াছিল ; এতদ্ব্যতীত, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ সাঁই সহজিয়া, সখীভেখী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী প্রভৃতি বহুবিধ অপসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও তখন আধ্যক্ষিকতা ও মনোধর্ম্মের নানাপ্রকারের নবীনোন্মাদনা প্রকাশ পাইয়াছিল।

এহেন সময়ে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব-আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া যুগান্তকারী এক বিপ্লব আনয়ন করিলেন। অতি অল্পবয়স হইতেই ঠাকুর এই সকল কথা তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করিতে থাকেন এবং ইংরাজী ১৮৮১ সালে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করিয়া পরমার্থ-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন এবং ক্রমশঃ বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও প্রামাণিক শাস্ত্রাদি প্রকাশ আরম্ভ করেন; পরে সেই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইবে। এই সময় তিনি দেশে দেশে গমন পূর্ব্বক বক্তৃতাদি দ্বারাও প্রচার করিতে থাকেন।

ইংরাজী ১৮৯৪ সালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ সালের ২১শে মার্চ্চ, বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরে অন্যান্য সেবাও স্থাপিত হয়। এইরূপে নানাভাবে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচার ও প্রসার-করতঃ স্বীয় অভিন্ন প্রিয়তম মূর্ত্তি অস্মদীয় শ্রীগুরুদেবকে যাবতীয় সেবাভার ও প্রচারভার সমর্পণ পূর্ব্বক ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন, বাংলা ১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় আমাদের এই ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যাহ্ন-লীলায় প্রবেশ করেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য ঠাকুরের চরিতাবলী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

কেবল ঐতিহাসিকভাবে ভক্তের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে আমরা অধিক লাভবান হইতে পারিব না, সে-কারণ যদি আমরা তাঁহাদের মুখোচ্চারিত বা লেখনীপ্রসূত বাণীগঙ্গায় অবগাহন করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য করিতে পারিব। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায়শঃ বলিতেন যে, চোখ দিয়া সাধু দেখা যায় না, কাণ দিয়া সাধু দেখিতে হয়, অর্থাৎ সাধু আমাদের মঙ্গলের জন্য যে-সকল বাণী কীর্ত্তন করেন, সেই সকল বৈকুণ্ঠবাণী সাধুর নিকট প্রপন্ন হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে কর্ণাঞ্জলিতে পান করিতে পারিলে, হৃদয়ের যাবতীয় মলিনতা দূরীভূত হইয়া নিষ্পাপ, বিশুদ্ধ ও নির্ম্মলচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান প্রকটিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোকে সূর্য্যদর্শন হয়, যেমন শ্রীভগবানের কৃপালোকে

ভগবদ্দর্শন হয়, সেরূপ সাধুর কৃপালোকেই সাধুদর্শন, সাধুর উপদিষ্ট-বিষয় শ্রবণ ও গ্রহণে অধিকার জন্মে, সে-কারণ আমরা ঠাকুরের কতিপয় মাত্র বাণী এ-স্থলে উদ্ধার করিতেছি।

ঠাকুর বলিয়াছেন—"যতদিন ভক্তির বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

(সজ্জনতোষণী ১২।২)

ঠাকুর বলিতেন—"বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাঁহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বদা প্রকাশ-পূর্ব্বক শিক্ষা দেও। কেবল কথা দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না, চরিত্রের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য।" (সজ্জনতোষণী ৬ খণ্ড)

ঠাকুর জানাইয়াছেন—"বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবস্তা প্রভৃতি সকল পুস্তকেই কিছু কিছু সত্যধর্ম্ম আছে, সেই সেই সারাংশ ধরিয়া সেই সেই গ্রন্থের প্রশংসা করাই সারগ্রাহী বৈষ্ণবের কার্য্য.

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"শুন বাপ, সবারি একই ঈশ্বর।
নাম-মাত্র ভেদ করে—হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থ এক কহে, কোরাণে, পুরাণে।"

সকল ধর্ম্মের সারাংশে বৈষ্ণবধর্ম্ম আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।" (সজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ)

ঠাকুরের কয়েকটি অমূল্য উপদেশ—"বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতির প্রজল্প ভক্তি-বাধক। ভক্তিসাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গে হরিকথা-আলোচনা ও নির্জ্জনে হরিনাম স্মরণ করিবেন।" (সজ্জনতোষণী ১০।১০)

ঠাকুরের উপদেশ—"যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি,—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না।" (সজ্জনতোষণী ৮।৩)

ঠাকুরের উপদেশ—'স্বপ্নেও না কর ভাই প্রকৃতি দরশন'—গৃহস্থ ভক্তেরও বিশেষ পালনীয় কারণ বৈরাগী ত' স্ত্রী দেখিবেনও না, তাহার বিষয় ভাবিবেনও না ; আর গৃহস্থবৈষ্ণব যদিও যুক্ত বৈরাগ্য ও ভক্তি-অনুকূল স্বীকার করিয়া বিষয় ভোগ করিবেন, তথাপি তাঁহার মন বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিবে।" (সজ্জনতোষণী ৮।১১)

ঠাকুর আরও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমেই সাধু-চরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী হইতে না পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।" (সজ্জনতোষণী ১০।৬)

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না।"

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড)

"অনেকস্থলে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ম্মবিপাকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তি-রহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেই সকল দুষ্টমতকে প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন।"

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থের ভূমিকা)

"বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে ; বিকৃতি-স্থলে অসূয়া রহিত হইয়া নিজে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে ; অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না ; যাহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।" (জৈবধর্ম্ম)

"পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণু-উপাসনা, তাহাতে দীক্ষা, পূজা সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম নয়, এবম্বিধ বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন।" (জৈবধর্ম্ম)

"এই ব্যবসায়টি সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু। রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭)—এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।" (জৈবধর্ম্ম)

"গুরুবরণ-কালে গুরুকে শাস্ত্রোক্ত-তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরু-বরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণব-গুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গ-দোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইয়া যান; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" (জৈবধর্ম্ম)

"শূদ্রাদি গৃহে যদি শম-দম-বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও সমাধিবিহীন হইলে বিপ্র-সন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানু-সারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।" (তত্ত্বসূত্র)

"শ্রীবিগ্রহ ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না; সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ

আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ-ভক্তিবৃদ্ধিরূপ ফল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলকোৎপত্তিরূপ ফল দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎ-যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে?" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত)

"বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হরিনামোপদেশই শ্রেষ্ঠ।" (জৈবধর্ম্ম)

" 'কৃষ্ণ'—এই নামটিই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরম সত্তা-বাচক নিত্য নাম" (ব্রহ্মসংহিতা)

"প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরুকৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (সজ্জনতোষণী)

"কৃষ্ণ নামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত)

আমাদের এই ঠাকুরটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার একটি শ্লোকে যাহা নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

(শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা)

ঠাকুরের রচিত-গ্রন্থ ও পত্রিকাদি হইতে কয়েকটি উপদেশবাণীমাত্র দিগ্‌দর্শনরূপে উদাহৃত হইল। ঠাকুরের অনন্ত উপদেশরাজি জানিতে ইচ্ছা করিলে তদ্বিরচিত গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে হইবে। ঠাকুরের কতিপয় গ্রন্থাবলী-তালিকা পরে প্রদত্ত হইতেছে।

এক্ষণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে তদানীন্তন কতিপয় জাগতিক খ্যাতনামা মনীষিগণও বিভিন্ন সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ভাইস্‌চ্যান্সেলার পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এম্‌, এ, ডি, এল, পি, এইচ, ডি, মহোদয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বাংলা ১৩৩২ সালের ঠাকুরের স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন,—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একমাত্র মূল লক্ষ্য ছিল—সাহিত্যের দ্বারা ভগবানের সর্ব্বতোমুখী সেবা—কীর্ত্তনপ্রচার। শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থ-রচনাই যেমন তাঁহাদের ভজন, জপ, তপ, সিদ্ধি ছিল, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থরচনা-কার্য্যও ঠিক সেইরূপ ছিল।"

উক্ত সভায় কাশীমবাজারের মহারাজ স্বনামধন্য স্যর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরও ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকপট সরলতাময় বৈষ্ণবতার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, বঙ্গদেশে ও পৃথিবীতে শিক্ষিত ও সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের মধ্যে সত্য সত্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারের দিন আসিতেছে।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ও ঠাকুর-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"যে-যুগে ঠাকুর আবির্ভূত হন, সেই সময় ইংরাজী বিদ্যার চর্চ্চাই অধিক হইত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সময় ইংরেজী-সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতীত নিজের স্বাভাবিক রুচিক্রমেই প্রেমভক্তির কথা বিভিন্ন ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি সুবিস্তৃত ভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্য জগতে প্রচারিত হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ভক্তি-সাহিত্যই আমাদের নিজস্ব সাহিত্য।"

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস মহাশয়ও বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কপটতা-রহিত মধুময় পবিত্র চরিত্রই ছিল তাঁহার অলৌকিকতা।"

অমৃতবাজার পত্রিকার তদানীন্তন প্রবীণ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহোদয়ও বলিয়াছিলেন যে,—"তাঁহার দাদা শিশির কুমার ঘোষ অনেক অনেক সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতেন। শিশির বাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—এই ছয় গোস্বামী যেরূপ শ্রীচৈতন্যের বাণী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া জগতের উপকার করিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাহাই করিয়াছেন।"

বাংলা ১৩২৩ সাল, ২৮শে ভাদ্র, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্-হলে যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আর একটি স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল; তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলার স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই সভাতে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"যুবকগণ তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করুন এবং তিনি কি ছিলেন, তাহা জানুন।"

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করা সকলের কর্ত্তব্য, 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিতে একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মকে বুঝায়। আমরা মূল-প্রীতিসূত্র ভুলিয়া গিয়াছি, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে প্রীতির মিলন আছে, তাহাই সকলের ধর্ম্ম—ইহারই নাম 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজে ইহা নানাভাবে দেখাইয়া আমাদের ভক্তিভাজন হইয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"শ্রীচৈতন্যদেব চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কালবশে তাহাতেও অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় কিন্তু এই মহাপুরুষের

আবির্ভাবের ফলে সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য-বাণী দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থাকারে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।”

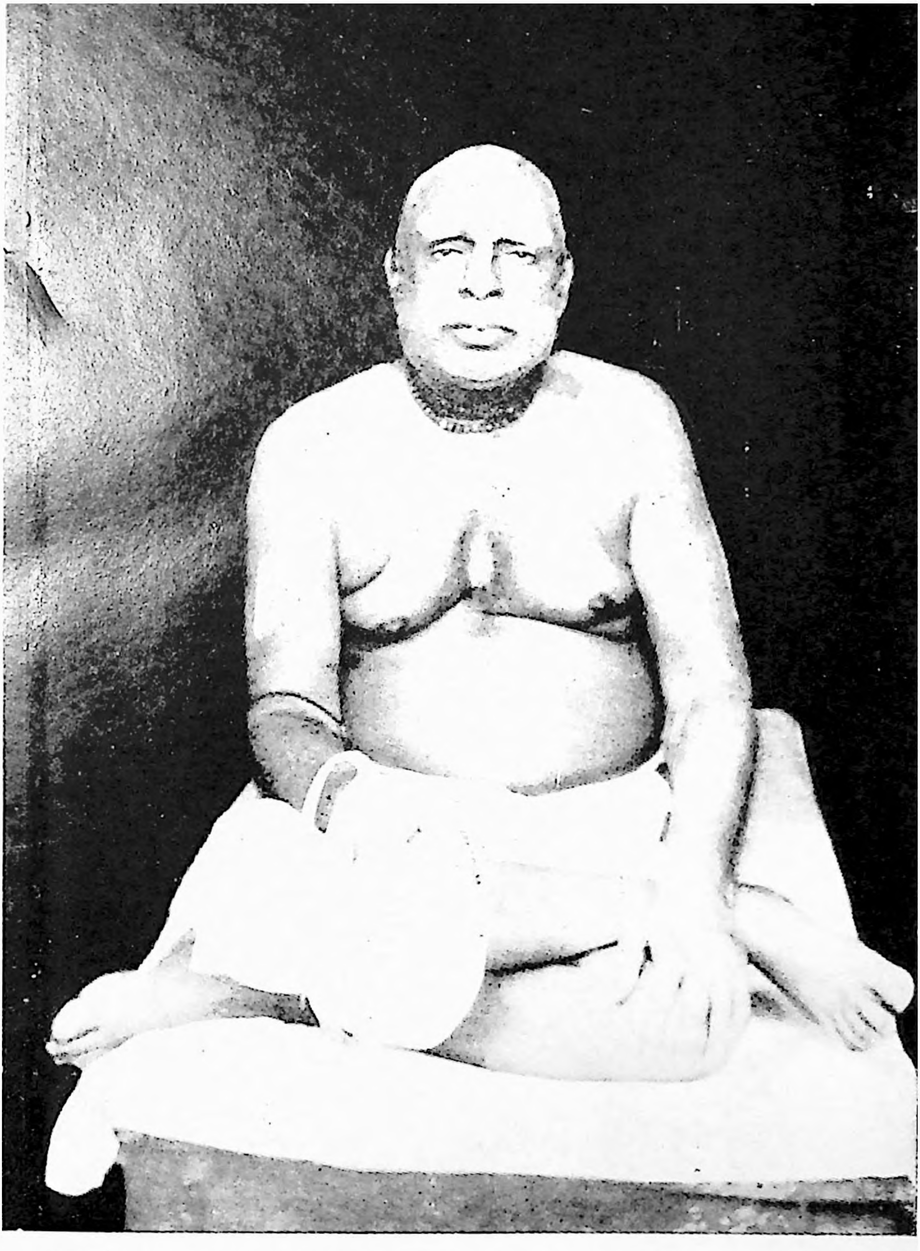
বাগ্মিবর বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ও বলিয়াছিলেন—

“শ্রীভক্তিবিনোদের ‘কৃষ্ণসংহিতা’ পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার তুল্য সিদ্ধান্ত আর নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয় চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের প্রচারিত ধর্ম্মকে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়াছেন।”

‘নায়ক’ পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ও বলিয়াছিলেন—

“আমরা যখন সাহেব সাজিতে গিয়াছিলাম—যখন বুঝিয়াছিলাম, য়ুরোপ হইতে সমস্ত বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, তখন ভক্তিবিনোদ বুঝাইয়াছিলেন—ভক্তি কি? ভক্তিবিনোদের পুস্তকগুলি পড়িলে বা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইনি কি জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, সাহিত্য-রাজ্যে, ভাব-রাজ্যে ও রস-রাজ্যে ইঁহার স্থান কোথায়? তাঁহার প্রবন্ধগুলি যখন প্রকাশিত হইত, তখন মনে হইত যেন কোথা হইতে তড়িদালোক প্রকটিত হইতেছে।”

এক্ষণে শিক্ষিত সমাজের নিকট আমার সকাতর নিবেদন যে, তাঁহারা একবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দেখুন, ঠাকুর কি জন্য এ-জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমাদিগকে কি দুর্ল্লভ বস্তু দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণই অসংখ্য সমস্যা-জর্জ্জরিত এই বিশ্ববাসীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারেন; শুধু তাহাই নহে, অন্ধকারের রাজ্য হইতে আলোকের রাজ্যে লইয়া গিয়া আমাদিগকে নিত্যসিদ্ধস্বরূপে নিত্যানন্দের আস্বাদন করাইতে পারেন; যে আনন্দের আস্বাদন গৌরজন-ব্যতীত কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে।



শ্রীগৌরধাম-আবিষ্কারক বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের মূলপুরুষ—
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
গ্রন্থ-সম্পাদকের পরাৎপরগুরুদেব।



প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী

১ হরিকথা (বাঙ্গালা পয়ার)
২ শুম্ভ-নিশুম্ভ-যুদ্ধ (ঐ)
৩ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ
৪ পোরিয়েড্ (ইংরাজী কাব্য) ১ম ভাগ
৫ ঐ „ „ ২য় ভাগ
৬ মঠ্স্ অব্ উড়িষ্যা (Maths of Orissa ইংরাজী গদ্য)
৭ বিজন গ্রাম (বাংলা কাব্য)
৮ সন্ন্যাসী (ঐ)
৯ আওয়ার ওয়াণ্টস্ (Our Wants ইংরাজী গদ্য)
১০ বালিদে রেজিষ্ট্রি (উর্দ্দুতে রচিত)
১১ স্পীচ অন্ গৌতম (Speech on Gautam ইংরাজী গদ্য)
১২ স্পীচ অন্ ভাগবতম্ (Speech on Bhagabatam ইংরাজী গদ্য)
১৩ গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা (বাঙ্গলা গদ্য)
১৪ রিফ্লেক্সন্স্ (Reflections ইংরাজী কাব্য)
১৫ ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-সম্বন্ধে শ্লোক (ইংরাজী)
১৬ পুরীর জগন্নাথ-মন্দির (ইংরাজী)
১৭ পুরীর আখড়া প্রভৃতি (ইংরাজী)
১৮ **বেদান্তাধিকরণমালা**
১৯ দত্তকৌস্তুভম্ (সংস্কৃত-তত্ত্ববিষয়ক)
২০ দত্তবংশমালা (সংস্কৃত শ্লোকাকারে বালিদত্ত-সমাজ)
২১ বৌদ্ধবিজয়-কাব্যম্ (সংস্কৃত শ্লোক)
২২ **শ্রীকৃষ্ণসংহিতা** (সংস্কৃত শ্লোক, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহ)
২৩ **কল্যাণকল্পতরু** (বাংলা গীতি-গ্রন্থ)
২৪ **শ্রীসজ্জনতোষণী** (বাংলা মাসিকপত্র)
২৫ 'নিত্যরূপ সংস্থাপন' সম্বন্ধে রিভিউ (ইংরাজী গদ্য)
২৬ **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত টীকা ও 'রসিকরঞ্জন' বঙ্গানুবাদসহ)

ঈ

২৭ **শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত** (বাংলা গদ্য)

২৮ **শিক্ষাষ্টক** (সংস্কৃত 'সম্মোদন'-ভাষ্য-সহ)

২৯ **মনঃশিক্ষা** (শ্রীল দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষার পদ্যানুবাদ)

৩০ **দশোপনিষদ্**—চূর্ণিকা

৩১ ভাবাবলী (সংস্কৃত শ্লোক ও ভাষ্য)

৩২ প্রেমপ্রদীপ (বাঙ্গালা গদ্য ও উপন্যাস)

৩৩ **শ্রীবিষ্ণু-সহস্র নাম** (শ্রীবলদেব কৃত-ভাষ্য-সহ)

৩৪ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (শ্রীগুণরাজ খান-কৃত পদ্যগ্রন্থ

৩৫ **শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ** (সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরণামৃত ভাষ্য-সহ)

৩৬ **বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা** (বাঙ্গালা গদ্যে তত্ত্বোপদেশ)

৩৭ **শ্রীমদাম্নায়-সূত্রম্** (সংস্কৃত সূত্র, টীকা ও বাংলা ব্যাখ্যা)

৩৮ **শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য** (বাঙ্গালা পদ্য)

৩৯ সিদ্ধান্তদর্পণানুবাদ

৪০ **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (শ্রীবলদেব-কৃত ভাষ্য ও বাঙ্গালা 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষা-ভাষ্য)

৪১ শ্রীহরিনাম

৪২ শ্রীনাম

৪৩ শ্রীনাম-তত্ত্ব (শিক্ষাষ্টক)

৪৪ শ্রীনাম-মহিমা

৪৫ শ্রীনাম-প্রচার

৪৬ **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা** (বাঙ্গালা গদ্য)

৪৭ **তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি** (সংস্কৃত শ্লোকে দার্শনিক তথ্য ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা)

৪৮ **শরণাগতি** (বাঙ্গালা গীতি-গ্রন্থ)

৪৯ শোকসাতন ঐ

৫০ **জৈবধর্ম্ম** (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তগ্রন্থ)

৫১ **তত্ত্বসূত্র** (সংস্কৃত সূত্র, ভাষ্য ও বাংলা ব্যাখ্যা)

৫২ **ঈশোপনিষদের** 'বেদার্কদীধিতি' ব্যাখ্যা

৫৩ **তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী** (বাংলা ব্যাখ্যা)

৫৪ **শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ'-ভাষ্য (বাঙ্গালা গদ্য)**
৫৫ **শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল**-স্তোত্রম্ (সংস্কৃত শ্লোক)
৫৬ **শ্রীমন্মহাপ্রভুর- জীবনী ও শিক্ষা** (ইংরাজী)
৫৭ শ্রীরামানুজ-উপদেশ (বাংলা ব্যাখ্যা)
৫৮ অর্থপঞ্চক ঐ
৫৯ **ব্রহ্মসংহিতার বঙ্গানুবাদ** ও 'প্রকাশিনী' নাম্নী বাঙ্গালা বৃত্তি
৬০ **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ গ্রন্থের** বাঙ্গালা ব্যাখ্যা
৬১ **শ্রীউপদেশামৃতম্ গ্রন্থের** 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তি (বাঙ্গালা)
৬২ **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার** মাধ্বভাষ্য (সম্পাদন)
৬৩ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর **"শ্রীভগবন্নামামৃতম্"** গ্রন্থের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষ্য
৬৪ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর **"ভক্তিসিদ্ধান্তামৃতম্"** গ্রন্থের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষ্য
৬৫ শ্রীভজনামৃতম্ (শ্রীনরহরিঠাকুর-কৃত) গ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষ্য
৬৬ শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গিণী (বাংলা পয়ার)
৬৭ **শ্রীহরিনাম চিন্তামণি** (বাংলা পদ্য)
৬৮ দত্তবংশমালা (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)
৬৯ **শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা** (গুম্ফিতভাগবত শ্লোক ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা)
৭০ **শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমের বঙ্গানুবাদ**
৭১ সমগ্র পদ্মপুরাণ সম্পাদন
৭২ **শ্রীভজন-রহস্য** (সঙ্কলিত সংস্কৃত-শ্লোকসহ বাংলা পদ্যানুবাদ)
৭৩ বিজন-গ্রাম ও সন্ন্যাসী (সংশোধিত সংস্করণ)
৭৪ **সৎক্রিয়াসারদীপিকা** (সম্পাদিত)
৭৫ **শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত** (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)
৭৬ **শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত**
৭৭ **স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্**

পরিশেষে আমি নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ-

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও জীবজগতের প্রতি অহৈতুকী করুণা-প্রকাশে সাধকের লীলাভিনয়করতঃ ভজনরাজ্যের অতিশয় নিষ্ঠামূলক গূঢ়তম উপদেশ আমাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতে গিয়া যে "স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্" স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহা এ-স্থলে উদ্ধার না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অবশ্য এই স্তবগুলি পাঠকালে আমাদের পরমারাধ্যতম গৌরপার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য শ্রীশ্রীল রঘুনাথগোস্বামি-বিরচিত "স্বনিয়ম-দশকম্" স্তোত্রসমূহের শিক্ষা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। মনে হয় যেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাক্ষাৎ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া পুনরায় সেই শিক্ষা তথা—শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীবৃন্দের মহান্ শিক্ষা এ-যুগে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন, ইহাতে তিনি যে একজন নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ ও গোস্বামীবর্গের অন্যতম অভিন্নস্বরূপ তাহাই প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীগৌরপার্ষদ-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরচিত—

স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্

"গুরৌ শ্রীগৌরাঙ্গে তদুদিতসুভক্তিপ্রকরণে
শচীসূনোর্লীলাবিকসিতসুতীর্থে নিজমনৌ।
হরের্নাম্নি প্রেষ্ঠে হরিতিথিষু রূপানুগজনে
শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে প্রতিজনি মমাস্তাং খলু রতিঃ ॥১॥

সদা বৃন্দারণ্যে মধুররসধন্যে রসময়ঃ
পরাং শক্তিং রাধাং পরমরসমূর্ত্তিং রময়তি।
স চৈবায়ং কৃষ্ণো নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
শচীসূনুর্গৌড়ে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥২॥

ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদ্ ভক্তিজনিতং
তথা জ্ঞানং ভানং চিতি যদি বিশেষং ন মনুতে।
স্পৃহা মে নাষ্টাঙ্গে হরিভজনসৌখ্যং ন হি যত-
স্ততো রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যা ভবতু মে ॥৩॥

কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধনরাজ্যান্বিত ইহ ॥৪॥

ন বর্ণে সৎকর্ম্মে ন খলু মমতা হ্যাশ্রমবিধৌ
ন ধর্ম্মে নাধর্ম্মে মম রতিরিহাস্তে ক্বচিদপি।
পরং তত্তদ্ধর্ম্মে মম জড়শরীরং ধৃতমিদ-
মতো ধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ স্বভজনসহায়ান্নভিলষে ॥৫॥

স্বদৈন্যং সারল্যং সকলসহনং মানদদনং
দয়াং স্বীকৃত্য শ্রীহরিচরণসেবা মম তপঃ।
সদাচারোঽসৌ মে প্রভুপদপরৈর্যঃ সমুদিতঃ
প্রভোশ্চৈতন্যস্যাক্ষয়চরিতপীযূষকৃতিষু ॥৬॥

ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে ন চ বিষয়কার্য্যে মম রতি-
র্ন নির্ব্বাণে মোক্ষে মম মতিরিহাস্তে ক্ষণমপি।
ব্রজানন্দাদন্যদ্ধরিবিলসিতং পাবনমপি
কথঞ্চিন্মাং রাধান্বয়বিরহিতং নো সুখয়তি ॥৭॥

ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়া
হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুমমতা।
অভক্তানামন্নগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং
কথং তেষাং সঙ্গাদ্ধরিভজনসিদ্ধির্ভবতি মে ॥৮॥

অসত্তর্কৈরন্ধান্ জড়সুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
কুনির্ব্বাণাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরন্।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া
তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥৯॥

প্রসাদান্নক্ষীরাশনবসনপাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃতিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে।

বসন্নীশাক্ষেত্রে যুগলভজনানন্দিতমনা-
স্তমস্থং মোক্ষ্যে কালে যুগপদপরাণাং পদতলে ॥১০॥

শচীসূনোরাজ্ঞাগ্রহণচতুরো যো ব্রজবনে
পরারাধ্যাং রাধাং ভজতি নিতরাং কৃষ্ণরসিকাম্।
অহং ত্বেতৎপাদামৃতমনুদিনং নৈষ্ঠিকমনা
বহেয়ং বৈ পীত্বা শিরসি চ মুদা সন্নতিযুতঃ ॥১১॥

হরের্দ্দাস্যং ধর্ম্মো মম তু চিরকালং প্রকৃতিতো
মহামায়াযোগাদভিনিপতিতঃ দুঃখজলধৌ।
ইতো যাস্যাম্যূর্দ্ধং স্বনিয়মসুরত্যা প্রতিদিনং
সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা ॥১২॥

কৃতং কেনাপ্যেতৎ স্বভজনবিধৌ স্বং নিয়মকং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি কিল সংপ্রাপ্য নিলয়ং
স্বমর্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিবিধবরিবস্যাং স কুরুতে ॥১৩॥"

**ইতি—শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামী-প্রভু-চরণরেণুপরায়ণ-
শ্রীভক্তিবিনোদদাসকৃতং স্বনিয়মদ্বাদশকম্**

সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্ব-সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'তে বেদান্তদর্শন-গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছেন—

"আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত-সম্পাদিত বেদান্তদশন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমত কি, যে সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্ত সকল উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান; উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্গুরু-উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগ-পূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্য্যগ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক বোধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থবোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না, অথবা কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, এ-স্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ-নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন—সংস্কৃত প্রপন্নামৃত-গ্রন্থে এরূপ দেখা যায়। সারদাপীঠ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানবিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বোধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বোধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন—এরূপ জনশ্রুতি আছে।

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন, যে যে কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না; আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বোধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটি রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটি ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করতঃ পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বোধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে

দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভায়ে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দ-দেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্যই অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে, সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্ত-মণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজ ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র **প্রথমে** লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। **দ্বিতীয়ে** সর্ব্বশাস্ত্রাবিরোধঃ। **তৃতীয়ে** ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। **চতুর্থে** তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মল-চিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শাস্ত্যাদিমান্ **অধিকারী**। সম্বন্ধো বাচ্যবাচক-ভাবঃ। বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষদোষবিনাশপুরঃসরন্তৎসাক্ষাৎকার ইত্যুপরি স্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়োঽধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদি-বিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই **পুরুষার্থ**, উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদমাদি-সম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য **বিষয়**—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম **শ্রীকৃষ্ণ**। অশেষদোষ-বিনাশপুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে **বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত** ও **সঙ্গতি**—এই পাঁচটিই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক ধর্ম্মিতে পরস্পর বিরোধী নানা

প্রকার **অর্থ**বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না ; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্র-ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে করেন—আমি বৈষ্ণব ; কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে **শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য** পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।"

"সমালোচনা" (বেদান্তদর্শন)

(সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা,)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত **শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের** বর্ত্তমান আচার্য্য পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ**-লিখিত—

বেদান্তসূত্র-প্রসঙ্গে দু'চার কথা

ভারত পরমার্থ-সম্পদে চিরকাল বিশ্ব-গুরু। ইংরাজ শাসনকালেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের কতিপয় মনীষী পরমার্থালোকে আলোকিত হইবার জন্য ভারতের উজ্জ্বল রত্ন মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে—আমেরিকার ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মের তুলনামূলক অধ্যাপনার অধ্যাপক সাদার্সের অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব—শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা **প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** নিকট হইতে পারমার্থিক আলোকলাভ, জার্মান-বিদ্বান্ হের থানেষ্ট স্থলজের ও ব্যারণ ভনকোয়েথের শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় প্রভৃতি। অধ্যাপক নিক্সন, সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতিও পরমার্থের সন্ধানেই ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

ভারতের সেই অমূল্য পরমার্থ-রত্ন ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণের ও গোস্বামিপাদগণের লেখনী-সঞ্জাত হইয়া সাহিত্য-সম্পুটে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বের চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ নাস্তিকতার বিষ-বাষ্প দ্রুতগতিতে সর্বদিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই ভীষণ দুরবস্থায়ও যাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আচরণ-সহযোগে পরমার্থ-বাণী প্রচার দ্বারা বিশ্বের নিত্যকল্যাণের জন্য যত্নশীল, তাঁহাদের পরমার্থপরতা ও পরোপকারের তুলনা নাই। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপানুগ-আচার্য্যভাস্কররূপে লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিসদাচার-প্রচার, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থমালা-প্রণয়ন এবং স্বরচিত ও পূর্বাচার্য্যগণের গ্রন্থমালা প্রকাশের জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। আমাদের উপরও তিনি

ঐ সকল কার্য্য করিবার নির্দেশ কৃপাপূর্বক প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ সেই আদেশ-পালনে সতত যত্নশীল। কিন্তু পরমার্থে জনসাধারণের রুচির অভাববশতঃ এতৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থপ্রকাশকার্যটি খুবই দুষ্কর। অর্থাভাব এবং এতদ্বিষয়ে কার্য করিবার উপযুক্ত পণ্ডিতেরও অভাব। ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নিজেদের অনুশীলন এবং অপরের কল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশন-কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তজ্জন্য অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে।

আমাদের অন্যতম সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিমহারাজ বাগ্মিতায় ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় শুধু জনসাধারণকে নহে, শ্রীগুরুপাদপদ্মকেও পরমানন্দ প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারী-অবস্থায়ই 'বিদ্যাবাগীশ' শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থাবলী-প্রকাশে একান্ত যত্নশীল হইয়া আমাদিগকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিতেছেন। ইতঃপূর্বে তিনি মূল, টীকা, টীকানুবাদ ও স্বীয় ব্যাখ্যাসহ 'উদ্ধব-সন্দেশ' ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীগীতার শ্রীবিশ্বনাথ-ভাষ্য ও শ্রীবলদেব-ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ প্রভৃতি সহ দুইটি সংস্করণ তাঁহার চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ ভাগবতামৃত-'কণা' ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-'বিন্দু', উজ্জ্বলনীলমণি-'কিরণ' গ্রন্থত্রয়ও অনুবাদ এবং স্বীয় ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে **শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য' সহ 'বেদান্তসূত্র'**-প্রকাশের অতীব দুরূহ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গত শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-বাসরে ভূমিকা, সূচীপত্র, মঙ্গলাচরণ, শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও তদনুবাদ, সূক্ষ্মা টীকা ও তদনুবাদ, গোবিন্দভাষ্যের অবতরণিকা ও তদনুবাদ এবং স্বরচিত 'সিদ্ধান্তকণা', সূত্র সমূহ, তাহাদের বঙ্গানুবাদ, গোবিন্দ-ভাষ্যের মূল ও অনুবাদ, শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্মা টীকা ও তদনুবাদ এবং স্বরচিত 'সিদ্ধান্তকণা'-নাম্নী টিপ্পনী সহ বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই খণ্ডে ডিমাই ৮ পেজি আকারে ৬৭৫ পৃষ্ঠা। ভিক্ষা নির্দিষ্ট হইয়াছে ২৪৲ টাকা।

বেদান্ত-সূত্রের নামান্তর ব্রহ্মসূত্র, ব্যাস-সূত্র, বাদরায়ণ-সূত্র, শারীরক-সূত্র, উত্তর-মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার শ্রীল

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিবার পরে এই গ্রন্থরাজ প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদসমূহের সারশিক্ষা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রদানের জন্যই এই গ্রন্থরাজের আবির্ভাব হইয়াছে। গ্রন্থরাজ চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দুই অধ্যায়ে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে অভিধেয়-সাধন-তত্ত্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি সূত্র সাধন-সম্বন্ধে উক্ত হইলেও অধ্যায়টীতে মূলতঃ প্রয়োজন বা সাধ্য-তত্ত্বই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদিলীলা ৭।১০৬-১০৭) দেখিতে পাই,—

"প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর** উক্তিতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি—বেদান্ত-সূত্র বা বেদান্ত-দর্শন ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব —দোষচতুষ্টয়রহিত ঈশ্বর-বচন বা বাস্তব সত্যবাণী।

"বেদান্ত-মতে—ব্রহ্ম 'সাকার'-নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত '**সগুণ**'॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৫।৫৩।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় **আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্য** এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, জনসাধারণ তাঁহার মতকেই বেদান্তদর্শন বলিয়া ভ্রম করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকে এবং কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া মায়াবাদ-ধ্বান্তরাশি হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের আলোকে আলোকিত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ষষ্ঠ অধ্যায় এবং আদি-লীলা সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায় 'বেদান্ত-সূত্রের' ভাষ্য করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"**শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম অর্থাৎ যথাযথ ভাষ্য।**" শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে গরুড় পুরাণেও লিখিত হইয়াছে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীমন্ত্ররূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণ 'বেদান্ত-সূত্রে'র ভাষ্য লেখেন নাই। কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের "লঘুভাগবতামৃতম্"-এ ও শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদের ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষটসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের, অতএব বেদান্তসূত্রেরও সিদ্ধান্ত অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু জয়পুরের সংলগ্ন গলতার রামানন্দী বৈষ্ণবগণ "গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 'বেদান্ত-সূত্রম্'-এর ভাষ্য নাই, সুতরাং তাঁহারা সৎসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন, তজ্জন্য তাঁহারা জয়পুরের শ্রীগোবিন্দজীউর পূজার অনধিকারী"—এই প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করিলে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় শিক্ষাগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আদেশে গলতায় যাইয়া **শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাক্রমে 'বেদান্তসূত্রম্'-এর শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়নপূর্বক** বিচারে ঐ স্থানের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করেন এবং তথায় শ্রীবিজয়-গোপাল বিগ্রহের সেবা পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিজয়-স্তম্ভরূপে প্রকাশ করেন। এতদ্বিষয়ক আলোচনা আলোচ্য 'বেদান্তসূত্রম্' এর ভূমিকায় সম্পাদক শ্রীমৎসিদ্ধান্তিমহারাজ সুষ্ঠু-ভাবে করিয়াছেন।

বেদান্ত-দর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারি পাদ বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের **'ঈক্ষতের্নাশব্দম্'**—এই পঞ্চম সূত্রটির ব্যাখ্যায় আচার্য্য শ্রীশঙ্কর, আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ সাংখ্য-মত নিরাস করিয়াছেন কিন্তু শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ঐ সূত্রে ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

আলোচ্য 'বেদান্ত-সূত্রম্'-এর প্রচ্ছদপদটী দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে; তাহাতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় প্রথম ১১টি সূত্র মর্মানুবাদসহ উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি 'ঈক্ষতে-র্নাশব্দম্'। ইহার অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"পরব্রহ্ম শব্দবাচ্য অর্থাৎ বেদবাচ্য। তাঁহার উপনিষদ্বেদ্যত্বদর্শন-হেতু এবং সকলবেদ তাঁহাকেই ব্যক্ত করেন—এইরূপ উক্তিহেতু তাঁহার শব্দবাচ্যত্ব প্রমাণিত।" অন্যান্য ভাষ্যকারগণ অপেক্ষা শ্রীল বলদেব বিদ্যা-

ভূষণ প্রভু আর একটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম পাদের প্রথম ১১টি সূত্রে তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সূত্রসমূহে এই ১১ সূত্রের বিস্তার হইয়াছে মাত্র। যথা—

"এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সসূক্ষ্মাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোঽত্যন্তবিস্তারকারী॥"

আলোচ্য-গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে এই বিষয়টিও উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ সমগ্র গ্রন্থেই তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজ বলিয়াছেন, তত্ত্ব ৩টি—ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ; শ্রীবলদেব বলিয়াছেন, তত্ত্ব ৫টি—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। মাধ্বমতের সহিত শ্রীবলদেবের মত প্রায় এক হইলেও ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বে শ্রীবলদেব কিছু পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।৫১ শ্লোকের তাৎপর্যে ব্রহ্মতর্কের যে বিচার উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইলেও শ্রীমধ্ব শুদ্ধদ্বৈতবাদী। কিন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচারক। শ্রীমধ্বের মুখ্য প্রচার—দাস্যরস পর্য্যন্ত। কিন্তু শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ মধুর-রস পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং জীব ও মায়াকে অস্বতন্ত্রতত্ত্ব বলা হইয়াছে; অবশ্য তিনি অস্বতন্ত্র-তত্ত্বকে স্বতন্ত্রতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র দুইটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের তত্ত্বসন্দর্ভ ও সর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রীনিম্বার্ক স্বকীয়বাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় দর্শনে স্বকীয়বাদ অপেক্ষা পরব্রহ্মের পরকীয়লীলায় মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমধ্বের মায়াবাদ-খণ্ডন ও 'শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য'-জ্ঞানে সেবা; শ্রীরামানুজের শুদ্ধা ভক্তি ও ভক্তসেবা; শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তদীয়সর্বস্বভাব ও রাগমার্গ এবং শ্রীনিম্বার্কের রাগমার্গ ও গোপীর আনুগত্যে সেবা ক্রোড়ীভূত করিয়া গৌড়ীয় দর্শনে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তে অপ্রাকৃত পরকীয় মধুর-রসের অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ষট্-সন্দর্ভ অনুশীলন করিলে তত্ত্বসমূহের সম্যক্ স্ফূর্তি হইবে।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-আসন ও মিশনের অধ্যক্ষ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিমহারাজ বিস্তৃত ভূমিকা, মঙ্গলাচরণ, অবতরণিকা, প্রতিসূত্রের অন্বয়পর বঙ্গানুবাদ, গোবিন্দভাষ্য-মূল, ভাষ্যানুবাদ, 'সূক্ষ্মা' নাম্নী টীকা, টীকানুবাদ এবং তৎকৃত 'সিদ্ধান্তকণা'-নাম্নী বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা ও অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-কৃত 'অনুভাষ্য' হইতে প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি প্রভৃতি সহ অতীব ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অর্থব্যয়ে যেরূপ নিপুণতার সহিত 'বেদান্ত-সূত্রম্'-এর সম্পাদনা করিতেছেন, শতমুখে তাহা প্রশংসনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীপাদ সিদ্ধান্তিমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাও প্রদর্শন করিতেছেন। এই গ্রন্থ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে অতীব আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থরাজের প্রথম খণ্ডে 'বেদান্তসূত্রম্'-এর প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অপর অধ্যায়দ্বয় যাহাতে সত্বর প্রকাশিত হয় তাহার জন্য শ্রীপাদ সিদ্ধান্তিমহারাজ যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহার এই সাধুচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া। ১৪ই ত্রিবিক্রম, ৪৮৩ শ্রীগৌরাব্দ।	বৈষ্ণবদাসানুদাস, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মেদিনীপুর জিলান্তর্গত ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌরসারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী** মহারাজ-লিখিত—

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায় **গোবিন্দভাষ্যের** একটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইল। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বেদান্তের সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের একটি সংস্করণ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার প্রকটকালে উহা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর এই বিষয়ের চিন্তা প্রায়ই আমার স্মৃতিতে উদিত হইত, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে সহায়-সম্পদ্‌হীন আমার দ্বারা তাহা সম্ভব কিরূপে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলাম; তাহাতে চিত্তের সন্তোষ হয় নাই। অকস্মাৎ একদিন স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাইলাম—শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ বেদান্তের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিয়া পরম উল্লসিত-চিত্তে তখনই তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

ইনি মঠজীবনের একসময়ে প্রচারকার্য্যে আমাকে অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ বহুদিন সঙ্গবিচ্যুত হইয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়া দিয়া এই বেদান্তের সংস্করণে সহায়তার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ দ্বারা আমাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। আমি শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজের মধ্যে গুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। মঠজীবনের প্রারম্ভে তাঁহার মধ্যে এ-সকল সদ্‌গুণ সুপ্ত ছিল। কেবল দক্ষতার সহিত প্রচারকার্য্যই করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশে তন্ময়তা দেখিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ। বেদান্তের প্রতি সূত্রের তথ্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহার সংগ্রহ করিতে কতটা মেধা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা অতি অল্প লোকই বুঝিতে পারিবেন।

বেদান্তের সেবাকার্য্যে আমি যে কয়দিন তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থে অভিনিবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। একটি পত্র লেখাও যাঁহার অভ্যাসের বাহিরে ছিল, সেরূপ ব্যক্তির সর্ব্বদা শয়নে-স্বপনে-জাগরণে কেবল বেদান্তের চিন্তা এবং গুরুপাদপদ্মে বেদান্তের সুপ্রকাশের জন্য প্রার্থনা একমাত্র ব্রত হইয়াছিল।

বেদান্ত-সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে—

"গর্জ্জন্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জতি মহাশক্তি যাবদ্ বেদান্ত-কেশরী॥"

বেদান্তের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইলেও এইরূপ চমৎকার সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত কেহই প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে স্বামীজীর জীবে দয়ার পরম ও চরম আদর্শ দর্শনে গোপী-গীতের এই শ্লোকটি স্মৃতিপথে উদিত হয়—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

তোমার কথামৃত ত্বদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবন-স্বরূপ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, প্রভৃতি ভক্তগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তি-দায়ক এবং কীর্ত্তন-কারিগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা কীর্ত্তন করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

যাঁহারা শ্রীভগবানের বাণী কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ দাতা কিন্তু যাঁহারা সেই কীর্ত্তনকে চিরস্থায়ী করিবার বাসনায় বৃহৎ মৃদঙ্গ-(মুদ্রাযন্ত্র) সহযোগে বাণীর আশ্রয়স্বরূপ শাস্ত্রাদি মুদ্রিত করিয়া জীবগণের দ্বারে দ্বারে প্রেরণের চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে আরও কত বড় দাতা, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে তৃতীয় সূত্র "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"এ জানা যায় যে, শ্রীভগবানকে জানিবার একমাত্র উপায় শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥"

মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে প্রাকৃত জ্ঞান সম্বল করিয়া কার্য্যাকার্য্য বিচার সম্ভব নহে বলিয়া শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রমাণ-স্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতে বেদান্তের মাধ্বভাষ্যে দেখা যায়—

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যং ভারতং পঞ্চরাত্রকং।
মূলরামায়ণং চৈব এতচ্ছাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥"

ছান্দোগ্য-উপনিষদেও পাওয়া যায়,—'অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইতিহাসঃ পুরাণম্।' বেদাদি শাস্ত্র-সকল শ্রীভগবানের নিশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। জীবের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই শ্রীভগবানের এই লীলা। ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষচতুষ্টয়দুষ্ট জীবের রচিত গ্রন্থ শ্রবণ-পঠনে জীবের কোন মঙ্গল হয় না। যাঁহারা শ্রীভগবানের এই পরম কৃপার কথা অনুধাবন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সহচরগণ জগতে ভগবৎকৃপা বিতরণের জন্য কতই না অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণও সেই কৃপার বিষয়

জানাইবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিক্ষিপ্তচিত্তে বহির্ম্মুখ ধারণাবশে সে-সকল কথা আলোচনা করিতে কুন্ঠিত।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্ গ্রন্থবিস্তারে।
গোবিন্দভাষ্যে সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ॥"

ইহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারি। শাস্ত্রাদি পাঠে আলস্য আমাদের স্বাভাবিক। আবার বেদান্তাদি কঠিন শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে গেলে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু বেদান্তের এই সংস্করণটি দৃষ্টিগোচর হইলেই ইহার অভ্যন্তর দর্শনের ইচ্ছা জাগে। আর ভিতরে প্রবেশ করিলে বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ স্বতঃই হইতে থাকে। অন্ততঃ ইহা উপলব্ধি হইবেই যে, স্বামীজী এই সংস্করণের জন্য কতটা পরিশ্রম করিয়াছেন। অবতরণিকা ভাষ্য, সূত্রের ভাষ্য ও টীকার অনুবাদ ত আছেই, উপরন্তু ঐগুলির মধ্যে কিছুমাত্র দুর্ব্বোধ্য-বিষয় থাকিলে সেগুলি তিনি সিদ্ধান্তকণার দ্বারা একেবারে প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। একটু মনোযোগ দিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বেদান্ত কি জিনিষ। স্বামীজীর এই মহাদানের কথা-প্রকাশে ভাষার অক্ষমতায় এইখানেই নীরব হইলাম।

শ্রীব্যাসপূজাবাসর }

দীন ত্রিদণ্ডী
শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পরম করুণাময়বিগ্রহ পতিতপাবন **শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ বৈষ্ণব-বৃন্দের** অহৈতুকী করুণায় ও প্রেরণায় '**বেদান্তসূত্রম্**' গ্রন্থখানির তৃতীয় অধ্যায়টি আজ আত্মপ্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া আমি পরম কাকুভরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের রাতুলচরণে ইহাই জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই গ্রন্থ-সম্পাদনে সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য এই দাসাধমের কোন কৃতিত্ব বা গৌরব নাই, এই গ্রন্থ-সম্পাদনের শক্তি এবং প্রেরণা একমাত্র শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণ প্রদান করিয়াছেন। মূককে বাচালত্ব দিয়া এবং পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করাইয়া যেরূপ অসাধারণ শক্তির প্রকাশ পায়, মাদৃশ অধমের দ্বারা এইরূপ গ্রন্থ সম্পাদন করাইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অসাধারণ কৃপা-মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক জগতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। তাই জন্মে জন্মে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদরেণুর সেবাপ্রাপ্তির আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রেষ্ঠমূর্ত্তি মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যপাদ পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ** মাদৃশ অধমের প্রতি অহৈতুকী করুণা প্রকাশে সর্ব্বপ্রথমে যেরূপ বল, উৎসাহ, প্রেরণা ও শক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক **শ্রীমদ্ভাগবতের** প্রমাণসহ **ব্রহ্মসূত্র** সমূহের সংযোজন করিবার নির্দ্দেশ ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সেই মনোভিলাষ পূরণের চেষ্টা দেখিয়া তিনি যে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা আমার পরমার্থ জীবনের নিত্য সম্বল হউক। তিনি মাদৃশ অধমের কাতর প্রার্থনায় বেদান্ত-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার **মৌলিক গবেষণার** পরিচয় পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি অল্প কথায় যেরূপ বেদান্তের সারনির্য্যাস প্রকাশকরতঃ বিভিন্ন আচার্য্যের ভাষ্যের সহিত তুলনামূলক বিচারে **শ্রীগোবিন্দভাষ্যের** স্থান যে অসমোর্দ্ধ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন এবং **শ্রীজীবাদি গোস্বামীবৃন্দের** গ্রন্থে কি ভাবে

যে **বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত** প্রচারিত হইয়াছে, তাহারও সংক্ষেপে বর্ণনা দিয়াছেন।

তিনি আজ সমগ্রভারতে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণীর বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াও অমানীমানদ-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবোচিত স্বভাব-সুলভভাবে তল্লিখিত ভূমিকায় মাদৃশ হতভাগ্যের প্রশংসামুখর হইয়াছেন। অবশ্য ইহা অধমের প্রতি তাঁহার কারুণ্য ও অপার বাৎসল্যের অভিব্যক্তি বলিয়াও আমি মনে করি। কুমারকাল হইতেই তাঁহার স্নেহাভিষিক্ত ছিলাম কিন্তু আজ দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহার সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথক্ অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছি। তথাপি আমি যে তাঁহার নিকট চিরঋণী তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করি। তাঁহার কৃপামূলক স্নেহের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য। তাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা-সহকারে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। আর এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা যেন নিত্যকাল অধমের উপর বর্ষিত হয়। কর্ম্মফলে যখন যেখানেই থাকি, বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে যেন রতি থাকে।

মদীয় অন্যতম সতীর্থ পরমপূজনীয় **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি-গোস্বামী মহারাজ**, যিনি আমার অন্যতম শিক্ষাগুরুদেব, তিনি গ্রন্থ-সম্পাদন-কালে এই বিরাট গ্রন্থের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়া দিয়া আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরম প্রবীণ ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ, তাঁহার ন্যায় একজন মহানুভব বৈষ্ণবের দ্বারা আমার লিখিত পাণ্ডুলিপিটি যে পরীক্ষিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, তদুপরি দৃষ্টিশক্তির কিছু লাঘবও হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও তিনি যে ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক পাণ্ডুলিপি পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অহৈতুকী করুণার পরিচয়। তিনি স্বয়ংও বেদান্তের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার বিশেষ অধিগত—ইহা সতীর্থগণের সকলেই অবগত।

পূজনীয় মহারাজজী এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ ভূমিকা লিখিতে গিয়া মাদৃশ হতভাগ্যের প্রতি যে সকল প্রশংসা-বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার

বৈষ্ণবোচিত অমানীমানত্ব-স্বভাবের পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তার নিকট আমি ছাত্রের যোগ্যও নহি। আমি পুনঃপুনঃ তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা সকলে আমায় এই কৃপা করুন যেন জন্মে জন্মে আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

সর্ব্বশেষে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, **'রূপ লেখা প্রেসের'** সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বি, এস্, সি, 'ভক্তি-কলানিধি' মহোদয় যে-ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে সযত্নে ছয় মাসের মধ্যে **বেদান্তের** এই তৃতীয় অধ্যায়ের মুদ্রণ সমাপ্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি যে কিরূপ ধন্যবাদের পাত্র, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। আমি শুধু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ কামনা করি। আর যে শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব স্বয়ংই তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় '**বেদান্তসূত্রম্**' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়খানি সদ্য প্রকাশিত হইতেছেন দেখিয়া অতীব আনন্দিত ও কৃতার্থ হইলাম। চারি অধ্যায়-সমন্বিত বেদান্তের মধ্যে এই অধ্যায়টিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

পরমারাধ্যতম মদীয় শিক্ষাগুরুদেব শ্রীশ্রীল মহারাজ এই খণ্ডটি বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রবর্ত্তনের মূল মহাপুরুষ পরমারাধ্যদেব **শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে** প্রকাশের সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে যে কি আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

পরমারাধ্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে পাইয়াছি যে, '**ভক্তি-বিনোদধারা**' কখনও রুদ্ধ হবে না। তাই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, মহা-পুরুষের সেই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদের অভিপ্সিত সেই 'বেদান্তদর্শন' বা 'বেদান্তসূত্রম্' গ্রন্থখানি তদনুগ ধারায় অবস্থিত পরম-পূজনীয় মদীয় শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী করুণায় আজ প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা ; যাঁহারা এই গ্রন্থের অধিকারী তাঁহারা ইহা পাঠে নিশ্চয়ই আনন্দবোধ করিবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতি—

২৮ হৃষীকেশ,
গৌরাব্দ ৪৮৩ ; বুধবার,
৭ই আশ্বিন, ১৩৭৬ সাল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
(প্রকাশক)

অভিধেয়তত্ত্বাত্মক-

তৃতীয় অধ্যায়ের অধিকরণ-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত)

তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে চতুর্থপাদ

(ফ)

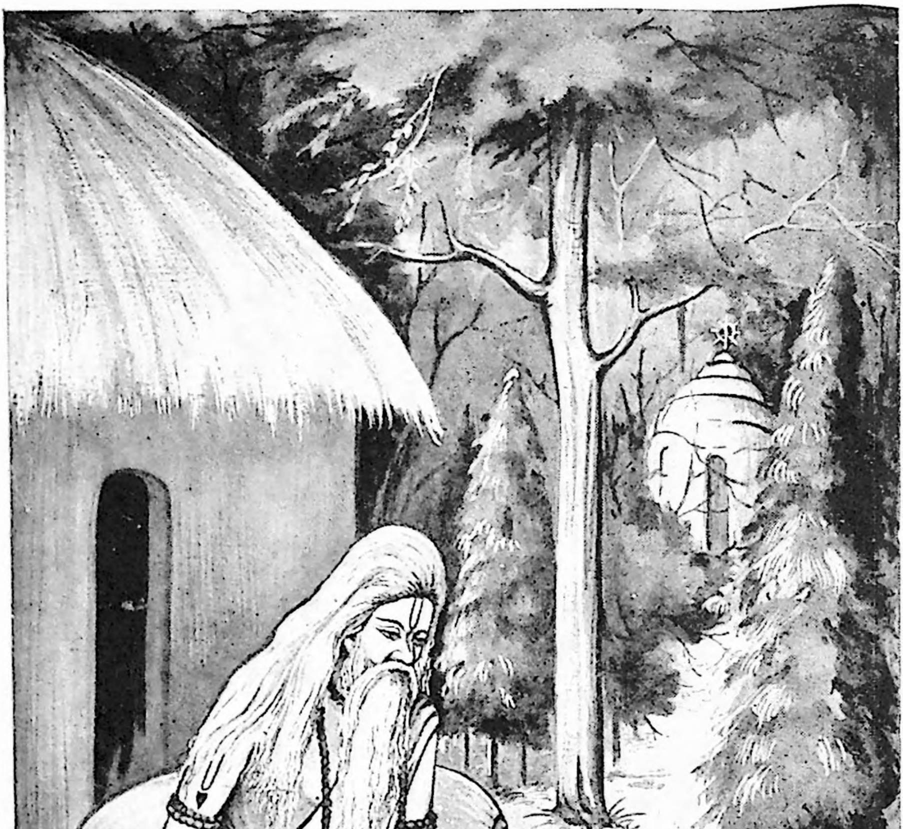
(ব)

(ভ)

(ম)



গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার নিত্যলীলাপ্রবিস্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর।



বেদান্তসূত্র-রচয়িতা—
শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন—
শ্রীব্যাসদেব।



কলিকাতাস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে
নিত্যসেবিত-শ্রীবিগ্রহগণ।



কলিকাতাস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে
নিত্যসেবিত-শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বেদান্তসূত্রম্

(শ্রীশ্রীমদ্ভগবদবতার-মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসেন বিরচিতম্)

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য-শ্রীশ্রীমদ্ বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত সটীক শ্রীগোবিন্দভাষ্য-সমেতম্

অভিধেয়তত্ত্বাত্মক-

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ (সাধনাধ্যায়)

প্রথমঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

ন বিনা সাধনৈর্দ্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বারাধ্যদেব শ্রীহরি জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপ সাধন-ব্যতিরেকে কাহাকেও নিজ পদ—স্বকীয় ধাম ও নিজ চরণদ্বয় দান করেন না, অতএব শ্রীমান্ ও সুধী ব্যক্তি সেই সাধন আশ্রয় করিবেন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথ সাধনাধ্যায়ং ব্যাচক্ষাণো মঙ্গলমাচরতি ন বিনেতি। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ। স্বভক্তোদ্ধৃতিক্রীড়ঃ তদবিদ্যাবিদ্বেষী তদুপাসনাগুণোৎকৃষ্টফলার্পণনিপুণঃ স্বরূপভূতয়া পরয়া শক্ত্যা দ্যোতমানঃ আনন্দচিন্মূর্ত্তিরানন্দমত্তো বিভুঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। জ্ঞানেতি জ্ঞানাদিভিঃ

সাধনৈর্বিনা তৈঃ রহিতায়েত্যর্থঃ। স্বপদং স্বধাম স্বাঙ্ঘ্রিযুগলং চ ন দদাতি ন প্রকাশয়ত্যতো বুধঃ স্বনিঃশ্রেয়সজনকানি জ্ঞানাদীনি সাধনানি শ্রয়েদিতি তদাশংসারূপং মঙ্গলাচরণমেতৎ। সাধনানি শ্রয়েদিত্যধ্যায়ার্থসংস্থচনাদধ্যায়-সঙ্গতিঃ।

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—অথেতি—অতঃপর সাধনাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষ্যকার প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'বিনা ইত্যাদি' শ্লোক দ্বারা।

দেবঃ—যিনি সকলের আরাধ্য, নিজভক্তকে উদ্ধার করাই যাঁহার লীলা এবং সেই ভক্তের অবিদ্যার বিদ্বেষী ও ভক্তের উপাসনাগুণের উৎকৃষ্ট ফলদানে নিপুণ, যিনি স্বরূপভূত পরা শক্তি দ্বারা দ্যোতমান, আনন্দঘনচিন্ময়মূর্ত্তি, আনন্দমত্ত, বিশ্বব্যাপক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিরূপ সাধন ব্যতিরেকে অর্থাৎ—ঐ সাধনসমূহহীন ব্যক্তিকে স্বকীয় পরমধাম বা নিজ চরণযুগল দান করেন না অর্থাৎ প্রকাশ করেন না। এইজন্য বুধ ব্যক্তি নিঃশ্রেয়সজনক জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপ সাধন আশ্রয় করিবেন—ইহাই এই মঙ্গলাচরণেও প্রার্থনারূপ তাৎপর্য্য। সাধনগুলি আশ্রয় করিবেন—এই কথা বলায় এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সাধন' স্থচিত হইল এবং সেই স্থচনাবশতঃ এই অধ্যায়ের সঙ্গতিও প্রদর্শিত হইল।

অবতরণিকাভাষ্যম্—পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েন বিশ্বৈকহেতুং নির্দোষ-গুণরত্নাকরং সচ্চিদানন্দাত্মকং পুরুষোত্তমং মুমুক্ষুধ্যেয়তয়া সর্ব্বো বেদান্তঃ প্রতিপাদয়তীত্যেতৎ সর্ব্বাবিরুদ্ধমিত্যুক্তৈর্ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপিতম্। অথাস্মিন্ তৃতীয়েঽধ্যায়ে তৎপ্রাপকাণি সাধনানি নিরূপ্যন্তে। তেষু মুখ্যং তাবৎ প্রাপ্যেতরবৈতৃষ্ণ্যং প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি তৎসিদ্ধয়ে পূর্ব্বপাদদ্বয়মারভ্যতে। তত্র প্রথমে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-মাশ্রিত্য নানাবস্থস্য জীবস্য লোকগত্যা গতিরূপা দোষাঃ প্রকাশ্যন্তে লোকবিরাগায়। দ্বিতীয়ে তু প্রাপ্যানুরাগহেতবঃ তন্মহিমাদয়ো-গুণা বক্ষ্যন্তে। ছান্দোগ্যে "শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়" ইত্যাদিনা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা পঠিতা। তত্র জীবঃ পরলোকং

গচ্ছতি তস্মাৎ পুনরিমং লোকমাগচ্ছতীতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ। পরলোকং গচ্ছন্ জীবঃ সূক্ষ্মভূতৈর্বিযুক্তঃ পরিষ্বক্তো বা গচ্ছতীতি। তত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাদ্‌বিযুক্তো গচ্ছতীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অধ্যায় দ্বারা চরাচর বিশ্বের একমাত্র উপাদান ও নিমিত্তকারণ, দোষলেশসম্পর্কশূন্য, দয়াদি সকল গুণ-রত্নাকর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সকল মুক্তিকামী ব্যক্তির ধ্যেয়রূপে সমস্ত বেদান্ত বাক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন; ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে কথিত হওয়ায় ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। অতঃপর এই তৃতীয়-অধ্যায়ে সেই শ্রীপুরুষোত্তম-প্রাপ্তির সাধনসমূহ নিরূপিত হইতেছে। সেই সাধনসমূহের মধ্যে প্রধান সাধন হইতেছে—প্রাপ্য শ্রীপুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য তাঁহাকে পাইবার লালসা ও তাহাদের সিদ্ধির জন্য তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম দুইপাদ আরব্ধ হইতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম পাদে লোক-বিরাগের জন্য পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আশ্রয় করিয়া নানা-অবস্থাপন্ন জীবের যে লোকগতি হয়, তাহাদ্বারা গতিরূপদোষ-সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে। আর দ্বিতীয় পাদে সেই প্রাপ্য শ্রীপুরুষোত্তমে অনুরাগের হেতুভূত তাঁহার মহিমাদি-গুণ কথিত হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি আখ্যায়িকায় পঞ্চাগ্নিবিদ্যা কথিত হইয়াছে, যথা—আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চাল রাজগণের সভায় গিয়াছিলেন—ইত্যাদি বাক্যে। তাহাতে প্রতীত হইতেছে—জীব মৃত্যুর পর পরলোকে গমন করে, আবার তথা হইতে এই লোকে আসে। ইহাতে সংশয় এই,—জীব যখন পরলোকে যায়, তখন কি সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র-রহিত হইয়া গমন করে? অথবা সেগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে—সেগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না, কারণ পরলোকেও ঐগুলি সুলভ, অতএব উহা বিযুক্ত হইয়াই যায়; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্মৃতিতর্ককৃতে ভগবৎসমন্বয়বিরোধে পূর্ব্বাধ্যায়েন নিরস্তে সতি তেনৈবানিশ্চয়রূপাপ্রামাণ্যে বিহতে অধুনা তৎপ্রাপকসাধননিরূপকস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বত্র স্বকীয়স্য জীবস্য সৌখ্যায় দয়ালুনা ভগবতা স্বশক্তিপরিণামৈর্ভূতৈঃ প্রাণেন্দ্রিয়াধারো দেহো নির্ম্মিত ইত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদং বিচার্য্যতে। অস্য জীবস্য তৎসঙ্গাদ্-

ভগবদুপকারং দেহস্বভাবঞ্চ জানতস্তং স্বামিনং দয়াবন্তং ভগবন্তং সাক্ষাচ্চিকীর্ষোঃ সানুবন্ধে তত্র দেহে বৈরাগ্যমিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ন্যায়য়োঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। এবমেব পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থং সঙ্গময়তি পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েনেত্যাদিনা। তৎসিদ্ধয়ে তদুভয়-প্রতিপাদনায়। দোষা ইতি। দোষদৃষ্টিনিমিত্তকত্বাৎ লোকবিরাগস্যেত্যভি-প্রায়ঃ। লোকেতি। লোকা ভুবনানি। অষ্টাবিংশতিসূত্রকং ষড়ধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুরিত্যাদিনা। পরলোকং গচ্ছতীতি। জীবো হি প্রাণেন্দ্রিয়ৈর্ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কাররূপয়া পূর্ব্বপ্রজ্ঞয়া চ সহিতঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি শ্রুতিদৃষ্টম্। তাদৃশঃ স কিং দেহান্তরা-রম্ভকৈঃ পঞ্চীকৃতভূতভাগৈরেতদ্দেহবৎ প্রাণেন্দ্রিয়াধারৈকৈরযুক্তো গচ্ছতি কিংবা যুক্তৈস্তৈরিতি সংশয়ে মানাভাবাৎ পরত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাচ্চ বিযুক্ত-স্তৈর্গচ্ছতীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তথা চাধারভূতান্ ভূতভাগান্ বিনা প্রাণেন্দ্রিয়া-ণাঞ্চ নানুবৃত্তিরিতি ইহৈব দেহবিয়োগো ভাবীত্যামৃত্যোঃ সুখসাধনে দেহে বৈরাগ্যং নোচিতমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলম্। প্রাণগতিশ্রবণাৎ তদাধারভূতা-ন্যপি ভূতানি পিশাচাদিবৎ জীবমনুবর্ত্তিষ্যন্তে। নিঃশেষভূতবিয়োগস্তু তত্ত্বজ্ঞৈব ভবেদিতি তত্ত্বজ্ঞীচ্ছোর্দেহে বৈরাগ্যং যুক্তমিতি সিদ্ধান্তে ফলং বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয়া-ধ্যায় দ্বারা স্মৃতিবাক্য ও তর্কদ্বারা যে বেদান্তবাক্যের পরমেশ্বরে সমন্বয়ের বিরোধ হইয়াছিল, তাহা নিরাকৃত হওয়াতে পরমেশ্বরের জগদ্‌যোনিত্ব-বিষয়ে অনিশ্চয়রূপ অপ্রামাণ্যও নিরস্ত হইল ; এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের প্রাপ্ত্যুপায় সাধননিরূপণার্থ এই তৃতীয়াধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। অতএব পূর্ব্ব অধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায়ের হেতু-হেতুমদ্ভাব অর্থাৎ কার্য্য-কারণভাবসঙ্গতি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, করুণাধার শ্রীভগবান্ স্বকীয় সূক্ষ্ম অংশ-ভূত জীবের সুখবিধানের জন্য নিজশক্তি প্রকৃতির পরিণামভূত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াধার দেহকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে ইহা বিচারিত হইতেছে—এই দেহের সম্পর্কেই ঐ জীব ভগবানের অনুগ্রহ উপলব্ধি করে এবং দেহ-স্বভাব জানিতে পারে, তাহার ফলে তাহার সেই স্বামী পরম কারুণিক শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। তখন তাহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহের উপর বৈরাগ্য জন্মে ; ইহাই পূর্ব্বাধিকরণ ও উত্তরাধিকরণের পরস্পর প্রসঙ্গ-সঙ্গতি। এইরূপই পূর্ব্বাপর

গ্রন্থ-সঙ্গতি দেখাইতেছেন—'পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েন' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। 'তেষু মুখ্যং তাবৎ প্রাপ্যেতরবৈতৃষ্ণ্যং প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি তৎসিদ্ধয়ে ইতি'। তৎসিদ্ধয়ে—সেই দুইটির প্রতিপাদনের জন্য। 'লোকগতিরূপা দোষাঃ প্রকাশ্যন্তে' ইতি দোষাঃ—ইহার অভিপ্রায়—এই লোকের উপর (স্বর্গাদি ভুবনের প্রতি) বৈরাগ্য হয়, সেগুলিতে দোষ দর্শন হইলে। লোকাঃ—স্বর্গাদি ভুবন। প্রথমপাদে আঠাইশটি সূত্রে ছয়টি অধিকরণ আছে, তাহাই ব্যাখ্যা করিতে উপক্রম করিতেছেন—ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'পরলোকং গচ্ছতীতি'—শ্রুতিতে দেখা গিয়াছে যে, জীব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত সংস্কাররূপ পূর্ব্বপ্রজ্ঞাসহ পূর্ব্বদেহ ছাড়িয়া দেহান্তর লাভ করে। সেই অবস্থায় সেই জীব কি অন্য দেহোৎপাদক পঞ্চীকৃত ভূতাংশগুলি দ্বারা বিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহের মত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ধারক ঐ পঞ্চভূত ছাড়িয়া চলিয়া যায়? অথবা সেইগুলির সহিত যুক্ত হইয়াই যায়? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—প্রমাণাভাবে এবং পরলোকেও ঐগুলির সম্ভাবহেতু পঞ্চীকৃত ভূতাংশ না লইয়াই যায়। পূর্ব্বপক্ষীর ঐ উক্তির উদ্দেশ্য—এই ভূতাংশগুলি প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ের আধারস্বরূপ, সেগুলি ছাড়িয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের পরলোকে গমন হইতে পারে না অতএব ইহলোকেই দেহ বিয়োগ হয়, আর পরলোকে দেহ-ধারণ হয় না, এইজন্য মৃত্যুকালাবধি সুখসাধন দেহের উপর বৈরাগ্য সঙ্গত নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষে ফল। উত্তরপক্ষী বলেন—যখন শ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে—প্রাণের গতি হয়, তখন তাহার আধারস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতও পিশাচাদির মত জীবের অনুগমন করিবে। তবে যে নিঃশেষে ভূতবর্গের বিয়োগ বলা আছে, তাহা যখন শ্রীহরির প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা হইবে, তখন তাহার দ্বারাই হইবে অতএব যিনি সেই ভক্তিকামী তাঁহার ঐহিক বা পারত্রিক দেহের উপর বৈরাগ্য যুক্তিযুক্ত, ইহা সিদ্ধান্তে ফল জ্ঞাতব্য।

তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্॥ ১॥

সূত্রার্থ—'তদন্তর-প্রতিপত্তৌ'—পূর্ব্বদেহত্যাগের পর দেহান্তর-প্রাপ্তি-

বিষয়ে 'সংপরিষক্তঃ'—সূক্ষ্ম ভূতগণের সহিত সম্পৃক্ত হইয়াই, 'রংহতি'—জীব গমন করে। প্রমাণ কি ? 'প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্'—প্রশ্ন ও উত্তরে তাহাই অবগত হওয়া যায়॥ ১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তচ্ছব্দেন দেহঃ পরামৃষ্টঃ, পূর্ব্বং তস্য মূর্ত্তি-শব্দিতস্য প্রক্রমাৎ। দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তৌ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষক্তো জীবো রংহতি গচ্ছতি। কুতঃ ? বেত্থ যথেত্যাদিরূপাৎ প্রশ্নাৎ, অসৌ বাবেত্যাদিরূপাৎ তদুত্তরাচ্চ। তত্রেয়মাখ্যায়িকা—প্রবাহণো নাম ক্ষত্রিয়ঃ পঞ্চালাধিপতির্নিজান্তিকাগতং শ্বেতকেতুং বিপ্রকুমারং পঞ্চার্থান্ পপ্রচ্ছ—কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশং পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্ অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারং দেবযানপিতৃযানয়োর্ভেদকং রূপঞ্চ বেত্থেতি "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি চ। স চ কুমারঃ প্রশ্নপারাজ্ঞানাদ্‌বিমনাঃ পিতরং গৌতমমুপেত্য পরিদেবয়ামাস। পিতাপ্যবিদিতপ্রষ্টব্যস্তদ্‌বুভুৎসয়া প্রবাহণমাগত্য কৃতার্হণং বিত্তদিৎ-সুঞ্চ তং প্রতি তানেব পঞ্চ প্রশ্নান্ বিভিক্ষে। স চ তমন্তিমং প্রশ্নং প্রতি ব্রুবন্নাহ—"অসৌ বাব লোকে গৌতমাগ্নিঃ" ইত্যাদি। তত্র হি দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষাঃ পঞ্চাগ্নিতয়া নিরূপিতাঃ। তেষু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠিতাঃ। হোতারঃ সর্ব্বত্র দেবাঃ। হোমস্তু ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিতস্য জীবস্য স্বর্ভোগাদিলাভায় দেবৈঃ কৃতো দ্যুলোকাদিষু প্রক্ষেপঃ। মৃতস্য জীবস্য ইন্দ্রিয়াণি খলু দেবাঃ কথ্যন্তে। তে হি দ্যুলোকাগ্নৌ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। সা শ্রদ্ধা স্বর্গভোগার্হসোমরাজাখ্যদিব্যদেহরূ-পেণ পরিণমতে। স চ দেহো ভোগান্তে তৈঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতো বর্ষং ভবতি। তচ্চ বর্ষং পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতমন্নং ভবতি। তচ্চান্নং পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতং রেতো ভবতি। তচ্চ রেতো যোষাগ্নৌ তৈরেব হুতং গর্ভো ভবতীত্যুক্ত্বাহ—"ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি" ইতি। ইত্যুক্তক্রমেণ রেতোরূপায়াং পঞ্চম্যামাহুতৌ

হুতায়ামাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা দেহরূপা ভবন্তীত্যর্থঃ। ইহ যাভিরদ্ভির্যুক্তো দিবং গতস্তাসামেবোক্তরীত্যা স্ত্রীমাপন্নানাং পুরুষ-রূপতেতি প্রতীতেঃ সূক্ষ্মভূতপরিষ্বক্তো রংহতীতি সিদ্ধম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তৎ' শব্দের দ্বারা দেহকে বুঝাইয়াছে, কেননা পূর্ব্বে মূর্ত্তিশব্দের দ্বারা বোধিত সেই দেহেরই প্রকরণ চলিতেছে। দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি-বিষয়ে সূক্ষ্ম ভূতগণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জীব ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিসে অবগত হইলে? 'বেত্থ যথা' ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন ও 'অসৌ বাব' ইত্যাদিরূপ তাহার উত্তর হইতে। তাহাতে এই একটি আখ্যায়িকা আছে, যথা—প্রবাহণ নামে এক পঞ্চাল দেশের অধিপতি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি নিজ সমীপে উপস্থিত শ্বেতকেতু নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (১ম) কর্ম্মি-গণের গন্তব্যস্থান, (২য়) পুনরায় পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন-প্রকার, (৩য়) ঐ পরলোক কে প্রাপ্ত হয় না, (৪র্থ) দেবযান ও পিতৃযানের পরস্পর ভেদক রূপ কি? এবং পঞ্চমী আহুতি হইলে জল যে পুরুষাকারে পরিণত হয়,—এইগুলি কি তুমি জান? চতুর্থ প্রশ্নের পর রাজা বিশেষ করিয়া পঞ্চম প্রশ্ন করিলেন—'বেত্থ যথা' ইত্যাদি। জানতো যে ভাবে পঞ্চমী আহুতি হইলে আহুত জল জীব-দেহরূপে পরিণত হয়? তখন সেই বিপ্রকুমার উক্ত প্রশ্নগুলির তত্ত্ব না জানায় বিমনা হইয়া পিতা গৌতমের নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতা গৌতমও প্রশ্নের উত্তর বিদিত না হইয়া তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে প্রবাহণের নিকট আসিলেন, রাজা গৌতম মুনিকে আতিথ্যের দ্বারা সৎকৃত করিয়া অর্থ দিতে ইচ্ছা করিলে মুনি তাহাকে সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা করিলেন। সেই রাজা গৌতমকে শেষ প্রশ্নটি লক্ষ্য করিয়া উত্তর প্রদান করিতে গিয়া বলিলেন,—ওহে গৌতম! এই জগতে পাঁচটি পদার্থ অগ্নিরূপে প্রসিদ্ধ আছে যথা দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী। সেই পাঁচপ্রকার অগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও শুক্র এই পাঁচটি আহুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই আহুতির হোতা সকল ক্ষেত্রেই দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ। হোম শব্দের অর্থ—সূক্ষ্ম-ভূত পরিবেষ্টিত জীবাত্মার স্বর্গলোকাদি-ভোগ লাভের জন্য দেবগণ-কৃত

দ্যুলোকাদিতে প্রক্ষেপ। মৃত জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ দেবশব্দে অভিহিত হয়। সেই ইন্দ্রিয়াত্মক দেবগণ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধা আহুতি দান করে। সেই শ্রদ্ধা স্বর্গভোগের উপযোগী সোমরাজ নামক দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়। সেই দেহ আবার স্বর্গভোগের পর ইন্দ্রিয়াত্মক দেবগণ কর্ত্তৃক পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। সেই বৃষ্টিও পৃথিবীরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়দেব কর্ত্তৃক আহুত হইয়া অন্নরূপে উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন (শস্যাদি) পুরুষরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া শুক্ররূপে পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণত শুক্র ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক রমণীরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পরে রাজা বলিলেন,—ইহাই হইল পঞ্চমী আহুতি ইহাতে জল পুরুষাকার হইয়া থাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টক্রমে শুক্ররূপে পরিণত পঞ্চমী আহুতি প্রদত্ত হইলে জলই (শুক্রই) পুরুষ শব্দ-বাচ্য দেহরূপী হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে যে জলযুক্ত হইয়া জীব স্বর্গে গমন করে, সেই জলই পূর্ব্বোক্তক্রমে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ (জীব-শরীর) হয়, ইহা প্রতীত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে যে, সূক্ষ্মভূত কর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট হইয়া জীব পরলোকে গমন করে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। দেহাদ্দেহান্তরলাভে তদারম্ভকৈঃ সূক্ষ্মভূতৈর্যুক্তো জীবঃ প্রয়াতি। কুতঃ ? গৌতমকৃতাৎ প্রশ্নাৎ প্রবাহণকৃতাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যো-পদেশাচ্চায়মর্থো বিজ্ঞাত ইতি। প্রশ্নান্ বিবৃণোতি—কর্ম্মিণামিত্যাদি। অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারমিতি। পরলোকং যো ন প্রাপ্নোতি তং বেৎসীত্যর্থঃ। বেথ যথা পঞ্চম্যামিত্যস্যার্থঃ। ইহ লোকে অম্ময়দধিপয়ঃপ্রভৃতিকদ্রব্যহোমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং কৃতে শ্রদ্ধাখ্যাহুতিরূপেণ যজমানে সম্বদ্ধাস্তা অপস্তদিন্দ্রিয়া-ধিষ্ঠাতারো দেবাস্তস্মিন্ মৃতে সতি দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি হুতাস্তাঃ সোমা-খ্যদেহরূপেণ পরিণমন্তে। স চাম্ময়ো দেহঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ বৃষ্ট্যভিমানিনি দেহবিশেষে তৈর্দ্দেবৈর্হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টীভূতাস্তাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহি-যবাদ্যন্নতাং প্রাপ্নুবন্তি। অন্নভাবমাপন্নাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতা রেতোভাবং লভন্তে। রেতোভূতাস্তাঃ পঞ্চমাহুতিরূপা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ত্তাত্মনা স্থিতাঃ পুরুষসংজ্ঞাং প্রয়ান্তীতি অপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি বস্তুস্থিতিঃ। তামেতাং জানন্ রাজা পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়াং যথাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষাকারেণ পরিণমন্তে।

তথা কিং ত্বং বেৎসীতি পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ। স চেতি। স প্রবাহণো রাজা। অন্তিমং বেথ যথেত্যাদিরূপম্। তত্রেতি অন্তিমে প্রশ্নে। স্ফুটার্থমন্যৎ। তে হীত্যাদিকং গদিতার্থম্। শ্রদ্ধামিতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা দধ্যাদিরূপা অপ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

টীকানুবাদ—তদিত্যাদি—পূর্ব্ব দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তিতে সেই দেহোৎপাদক সূক্ষ্মভূতগণের সহিত যুক্ত হইয়া জীব ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। কোন্ প্রমাণ হইতে জানিলে? উত্তরে বলিতেছেন—পাঞ্চালকৃত প্রশ্ন হইতে এবং প্রবাহণকৃত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ হইতে ইহা জানা গিয়াছে। সেই প্রশ্নগুলি ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন—'কর্ম্মিণামিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। ওহে শ্বেতকেতো! তুমি ঐ লোকের অপ্রাপ্তা অর্থাৎ যে পরলোক প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে জান কি? 'বেথ যথা পঞ্চম্যাম্' ইহার অর্থ এই—ইহলোকে জলবিকার দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম অনুষ্ঠিত হইলে শ্রদ্ধানামক আহুতিরূপে যাগকারী ব্যক্তিতে স্থিত সেই সকল আহুত জলকে জীবের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ সেই যাগকারী মৃত হইলে দ্যুলোক নামক অগ্নিতে আহুতি দেয় তাহার ফলে সেই আহুত জল সোম নামক দেহরূপে পরিণত হয়। সেই জলময় সোমদেহ পর্জ্জন্য নামক অগ্নিতে অর্থাৎ বৃষ্টিঅভিমানী দেহবিশেষে সেই দেবগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। পরে বৃষ্টিরূপে পরিণত সেই জল পৃথিবীরূপ অগ্নিতে সেই দেবগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ধান্য, যব প্রভৃতি অন্নাকার লাভ করে। অন্নাকার প্রাপ্ত সেই জল যখন পুরুষরূপ অগ্নিতে সেই দেবগণকর্ত্তৃক আহুত হয় (প্রবেশিত হয়) তখন তাহা শুক্রাকার ধারণ করে, পরে শুক্রাকারে পরিণত সেই পঞ্চমী আহুতিস্বরূপ জল স্ত্রীজাতিরূপ অগ্নিতে সেই দেবগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইলে গর্ভরূপে স্থিত হইয়া পুরুষ সংজ্ঞা অর্থাৎ জীব নাম ধারণ করে, এইজন্য জল—পুরুষবচস্ (পুরুষ সংজ্ঞক) ইহা বাস্তব ব্যাপার। এই সেই বিদ্যা রাজা জানেন, তাই গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমী আহুতি প্রদত্ত হইলে যেরূপে জল পুরুষাকারে (জীবশরীররূপে) পরিণত হয়, তাহা কি তুমি জান? ইহাই আখ্যায়িকার অর্থ। 'স চ তমন্তিমং প্রশ্নংপ্রতি' ইত্যাদি 'স চ' সেই প্রবাহণ

রাজা, অন্তিমং প্রশ্নং—বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতৌ 'তুমি কি জান? যে পঞ্চমী আহুতি হইলে জল কিরূপে পুরুষাকারে পরিণত হয়।' তে হি—সেই ইন্দ্রিয়গণ দ্যুলোকাগ্নিতে ইত্যাদি, তত্র—অর্থাৎ শেষ প্রশ্নটিতে। অন্য সমস্ত স্পষ্টার্থ। 'তে হি দ্যুলোকাগ্নৌ' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ কথিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাং জুহ্বতি—অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দধি প্রভৃতিময় জল আহুতি দিয়া থাকে ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে তৃতীয়-অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। এই অধ্যায়টিতে অভিধেয়াত্মক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমেই মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপ সাধন ব্যতিরেকে শ্রীভগবান্ স্বধাম বা নিজ পাদপদ্ম কাহাকেও প্রদান করেন না; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেইগুলি আশ্রয় করিবেন। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ, নির্দ্দোষ ও কল্যাণ-গুণগণের সাগর, সচ্চিদানন্দময় পুরুষোত্তম তত্ত্বই মুমুক্ষুগণের একমাত্র ধ্যেয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তদ্‌বিষয়ে যাবতীয় বিরোধী বাক্যকে পরিহার পূর্ব্বক অবিরুদ্ধভাবে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে এই তৃতীয় অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বা সাধন সমূহ নির্ণয় করা হইতেছে। তন্মধ্যে প্রাপ্য পরতত্ত্ব ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ এবং প্রাপ্য-তত্ত্বে স্পৃহাই প্রধান সাধনোপায়। ইহা এই অধ্যায়ের প্রথম পাদদ্বয়ে বিবৃত হইতেছে। তন্মধ্যে আবার এই প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার আশ্রয়ে নানাবস্থাপন্ন জীবের যে গতি লাভ হয়, তাহাতে বিরাগ আনয়ন করিবার জন্য সেই সকল গতির দোষ প্রদর্শন করিতেছেন, পরের পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য তত্ত্ব পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইবার হেতুমূলে সেই তত্ত্বের মহিমা ও গুণ সমূহ বর্ণিত হইবে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে পাওয়া যায়,—"শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাশিষৎ পিতেত্যনু হি ভগব ইতি…অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ (ছাঃ—পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড হইতে দশম খণ্ড)।

তাৎপর্য্য এই—এক সময়ে শ্বেতকেতু-আরুণেয় পঞ্চাল-সমিতিতে গমন করিয়াছিলেন,—তথায় প্রবাহণ নামক ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহাকে পাচটি প্রশ্ন

করিয়াছিলেন, তারমধ্যে প্রথম প্রশ্ন,—প্রাণিগণ মৃত্যুর পর উর্দ্ধে কোন্ দেশে গমন করে? দ্বিতীয় প্রশ্ন,—কি প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্ত্তন করে? তৃতীয় প্রশ্ন,—দেবযান ও পিতৃযান কোথায় পৃথক্ হইয়াছে? চতুর্থ প্রশ্ন,—পিতৃলোক কেন জীবদ্বারা পূর্ণ হয় না? এবং পঞ্চম প্রশ্ন,—পঞ্চমাহুতি জলকে পুরুষ বলা হয় কেন? শ্বেতকেতু রাজার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—'হে দেব! আপনি আমাকে যথোপযুক্ত উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছেন যে, তোমাকে উপদেশ দিলাম।' পিতা গৌতমও বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি ঐ সকল বিষয় জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকেই বা কেন না বলিতাম, তারপর গৌতম রাজভবনে গেলে রাজা গৌতমকে মনুষ্য-সম্বন্ধি-বিত্তের বর দিতে চাহিলে, গৌতম বলিয়াছিলেন যে, উহা আপনারই থাকুক, আপনি পুত্রের নিকট যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বলুন। রাজা বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচারীর ন্যায় বাস কর। তুমি ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণই এ পর্য্যন্ত এই বিদ্যা লাভ করে নাই। তারপর প্রবাহণ গৌতমকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন,—প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ জলকে অগ্নিতে হোম করা হয়, তাহা হইতে সোম উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় আহুতিতে সোমকে হোম করা হইলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। তৃতীয় আহুতিতে বৃষ্টিকে হোম করা হইলে তাহা হইতে অন্ন, চতুর্থ আহুতিতে অন্নকে হোম করা হইলে তাহা হইতে শুক্র এবং পঞ্চম আহুতিতে শুক্রকে হোম করা হইলে জীব-মানব উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম আহুতি জলই পঞ্চম আহুতিতে গর্ভরূপে পরিণত হইয়া মানব শরীররূপে উৎপন্ন হয়।

সুতরাং দেখা যায়, ইহ জগতে মানব শ্রদ্ধার সহিত যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করেন, সেই শ্রদ্ধা স্বর্গরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে পতিত হইয়া দিব্য দেহরূপে পরিণত হয়। মানব মৃত্যুর পর সেই দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গবাসের পর সেই দিব্যদেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রাপ্ত হইলে উহা বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া পৃথিবীরূপ তৃতীয় অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়। তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া পুরুষরূপ চতুর্থ অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হইলে উহা শুক্ররূপে পরিণত হইয়া রমণীরূপ পঞ্চম অগ্নিতে আহুতির ফলে গর্ভে পরিণত হয়। এইভাবে পুরুষের জন্ম লাভ হইয়া থাকে।

তারপর দেবযানের কথাও উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে অর্চ্চিতে, অর্চ্চি হইতে দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, তাহা হইতে উত্তরায়ণে, তাহা হইতে সংবৎসরে, তাহা হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করে এবং সেখানে এক অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্ম লাভ করান।

আবার ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর ধূম্রযান বা পিতৃযানে গতি লাভ ঘটে। পুণ্যের অবসানে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। পুণ্যানুষ্ঠানকারী পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণাদিরূপে জন্মলাভ করেন আর পাপকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কুক্কুর ও শূকরাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগীতাতেও আমরা পাই যে, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২) অর্থাৎ পরম পুরুষ আমাকে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়।

তারপরই শ্রীভগবান্ যোগিগণের অনাবৃত্তি ও আবৃত্তির বিষয়ও বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগীতায়—"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।" হইতে আরম্ভ করিয়া "একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।" (গীঃ ৮।২২-২৬) শ্লোকে পাওয়া যাইবে।

তারপরই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, "নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।" (গীঃ ৮।২৭)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ণিত মার্গদ্বয়ের তাত্ত্বিক পার্থক্য-জ্ঞান হইতে বিবেক উৎপন্ন হইলে উভয় মার্গ ই ক্লেশকর জানিয়া তদুভয়ের অতীত শুদ্ধ ভক্তিযোগমার্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সুখসাধ্য জ্ঞান হয় ও তাহা আশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাহিতচিত্ত যোগী আর মোহ প্রাপ্ত হন না।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার আলোচনায় জানিতে পারা যায়, কোন কোন জীব পরলোক গমন করে এবং তথা হইতে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাগমন করে। এ-স্থলে সন্দেহ এই যে, জীব পরলোক-গমনকালে সূক্ষ্মভূত হইতে বিযোজিত হয়? কিংবা তৎসহিতই তথায় গমন করে? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, সেগুলির সহিত বিযুক্ত হইয়াই জীব পরলোকে গমন করে,

কারণ পরলোকেও ঐগুলির অসদ্ভাব নাই ; ইহার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বদেহ ত্যাগের পর দেহান্তর প্রাপ্তিকালে সূক্ষ্ম ভূতগণের সহিত সংযুক্ত হইয়াই জীব গমন করে, ইহা প্রশ্ন ও উত্তরে অবগত হওয়া যায়। এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকায় বিস্তৃত আলোচনা আছে। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বেও ছান্দোগ্য-বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥" (ভাঃ ৩।৩১।৪৩)

অর্থাৎ পুরুষ উপাধিস্বরূপ লিঙ্গশরীর সহ এক লোক হইতে অন্য লোকে গমনপূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, তথাপি আবার সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বাপঃ পুরুষবচস ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরিষ্বঙ্গঃ কথমিতি তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে--কেবল জল পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়—এই উক্তিহেতু সকল পৃথিব্যাদি ভূতের সহিত পরলোকগামী জীবের সংশ্লেষ হইল কেন? এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—ত্র্যাত্মকত্বাত্ত ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—এই আশঙ্কা সঙ্গত নহে, যেহেতু জল—ত্রিবৃৎকৃত হওয়ায় পৃথিবী, অগ্নি, জল, এই তিন ভূতসমষ্টিস্বরূপ বলিয়া তিনের গমনই সিদ্ধ। তথাপি অপ্ শব্দের প্রয়োগ হইবার হেতু—'ভূয়স্ত্বাৎ' জলের প্রাচুর্য্য দেহবীজে আছে ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কানিবৃত্তয়ে তু-শব্দঃ। ত্রিবৃৎকৃতানামপাং ত্রিভূতীরূপত্বাৎ তাসাং গতৌ ত্রয়াণামপি গতিরনুমতেত্যর্থঃ। তথাপ্যপ্‌শব্দপ্রয়োগঃ শুক্রশোণিতরূপে দেহবীজে দ্রবভূম্না তাসাং

ভূয়স্ত্বাৎ। "তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমা" ইতি স্মৃতেশ্চ। ভূম্না হি ব্যপদেশা ভবন্তি॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ—শঙ্কা নিরাসের জন্য সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ। ত্রিবৃৎকৃত জল তিন ভূতস্বরূপ হওয়ায় জলের গতিতে পৃথিবী-অপ্‌তেজ তিন ভূতেরই গতি অনুজ্ঞাত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। তবুও কেবল অপ্‌ শব্দের শ্রুতিতে প্রয়োগ হইবার হেতু—পাঞ্চভৌতিক দেহের উপাদান শুক্র ও শোণিত, তাহার মধ্যে দ্রবাংশ অধিক থাকায় জলের প্রাচুর্য্য—এইজন্য। স্মৃতিবাক্যেও আছে—'তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ' জলের তিনটি কার্য্য,—যথা তাপশান্তি, শরীরের উপাদানে প্রাচুর্য্য ইত্যাদি। প্রাচুর্য্য ধরিয়াই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হয়॥ ২॥

সূক্ষ্মা টীকা—ত্র্যাত্মকত্বাদিতি। তাপাপনোদ ইতি শ্রীভাগবতে। তাপনিবর্ত্তকতা বহুলতা চাপাং ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অত্র কেচিৎ বাতপিত্ত-শ্লেষ্মভির্দ্দেহস্য ত্রৈরূপ্যাদস্মাদত্র নাব্জন্যো দেহঃ। বাতপিত্তয়োর্বায়ুতেজঃ-কার্য্যত্বাৎ। তথা চাব্জন্যোঽপ্ভিন্নভূতচতুষ্টয়জন্যশ্চ সঃ। গন্ধস্বেদপাকপ্রাণাব-কাশানাং পঞ্চভূতকার্য্যাণাং দর্শনাৎ। তর্হি শ্রুতৌ তদাগ্রহঃ কথং তত্রাহ—ভূয়স্ত্বাদিতি। যদ্যপি দেহে পৃথিবীভূয়স্ত্বমেব তথাপি তেজ-আদ্যপেক্ষয়াপাং ভূয়স্ত্বং বোধ্যমিতি॥ ২॥

টীকানুবাদ—ত্র্যাত্মকত্বাদিত্যাদি সূত্রে। 'তাপাপনোদোভূয়স্ত্বমিত্যাদি' শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত। তাপনিবৃত্তি করা ও আধিক্য অর্থাৎ পুনঃপুনরুদ্গম জলের ধর্ম্ম, ইহাই তাহার অর্থ। এ-বিষয়ে কেহ কেহ বলেন,—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—এই তিন ধাতুতে নির্ম্মিত দেহ, সুতরাং তিনরূপ, অতএব দেহ কেবল জলজন্য নহে, কারণ বাত ও পিত্ত, বায়ু ও অগ্নির কার্য্য। তাহা হইলে দেহ জলজন্য এবং জলভিন্ন অন্য চারিটি ভূতজন্যও, যেহেতু সেই দেহেতে পৃথিবীর ধর্ম্ম—গন্ধ, জলধর্ম্ম—স্বেদ, অগ্নির ধর্ম্ম—পরিপাক, প্রাণ, বায়ু ও আকাশের কার্য্য অবকাশ দেখা যায়, তবে শ্রুতি কেবল জলময় বলিতে আগ্রহান্বিত কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—'ভূয়স্ত্বাৎ' জলের আধিক্যবশতঃ। যদিও পার্থিব দেহে পৃথিবীরই আধিক্য, তাহা হইলেও অগ্নি, বায়ু ও আকাশ অপেক্ষা জলের আধিক্যহেতু ঐরূপ উক্তি জানিবে॥২॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যদি কেবল জলই পুরুষদেহ ধারণ করে, তবে পৃথিব্যাদি সকল ভূতের সহিত জীবের পরলোক গমন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জলের 'ত্র্যাত্মকত্ব' বলা হইয়াছে, কারণ জলের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ তিনটি পদার্থই আছে। অধিকন্তু ইহার মধ্যে জলেরই বাহুল্য রহিয়াছে।

ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোদনম্।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ॥" (ভাঃ ৩।২৬।৪৩)

অর্থাৎ আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, জীবিতকরণ, তৃষ্ণাজনিত বৈক্লব্য-নিবারণ। মৃদুকরণ, তাপনিবারণ এবং বারংবার উদ্ধৃত হইলেও কূপাদিতে পুনঃপুনঃ উদ্গমন—এই সকল জলের বৃত্তি।

এই শ্লোকের মাধ্বভাষ্যে পাই,—"পৃথিব্যগ্ন্যপেক্ষয়া ভূয়স্ত্বং দেহে।"

আবার শ্রুতিতেও পাই,—"আপোময়ঃ প্রাণঃ"

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

"আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত" (বৃঃ ৫।৫।১)

ছান্দোগেও পাই,—

"আপো বাবান্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণাঃ"

(ছাঃ ৭।১০।১)॥ ২॥

সূত্রম্—প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—শুধু তাহাই নহে, দেহান্তর প্রাপ্তিতে প্রাণবায়ুর যখন দেহ হইতে উৎক্রমণকালে গতি হয় তখন বুঝিতে হইবে পঞ্চভূতও উৎক্রান্ত হয়, কারণ প্রাণবায়ুর গতি পঞ্চভূতকে আশ্রয় না করিয়া হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—দেহান্তরাপ্তৌ প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে

প্রাণা অনূৎক্রামন্তি” ইত্যাদিনা। সা খলু নিরাশ্রয়া ন সম্ভবেদত-স্তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতানাং গতিঃ স্বীকার্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে শ্রুত হয় যে, জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি-কালে প্রাণ চলিয়া যায়। যথা শ্রুতিবাক্য,—‘তমুৎক্রামন্তমিত্যাদি’ জীব দেহত্যাগ করিতে থাকিলে প্রাণবায়ু তাহার পশ্চাৎ বহির্গত হয়। প্রাণবায়ু উৎক্রমণ করিতে থাকিলে সমস্ত প্রাণ তাহার পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে ইত্যাদি। সেই প্রাণগতি কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া সম্ভব হয় না, এ-জন্য প্রাণের আশ্রয়স্বরূপ ভূতবর্গেরও গতি মানিতে হয়, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা——প্রাণগতেশ্চেতি। গৌণা মুখ্যাশ্চ প্রাণাঃ। তেষাং জীবদ্দশায়াং দেহাত্মনা স্থিতানি ভূতান্যাশ্রিত্যৈব গতির্দৃষ্টা। অথ মরণে শ্রুতানাং তেষাং গতিস্তান্যাশ্রিত্যৈব ভবিতুং যুক্তেতি। তথাভূতৈর্যুক্তস্যৈব রংহণং সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—‘প্রাণগতেশ্চ’ এই সূত্রে। প্রাণবায়ু দুই প্রকার যথা প্রধান ও অপ্রধান। তন্মধ্যে জীবদ্দশায় দেখা যায়, দেহাদিরূপে স্থিত পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের গতি। তারপর মৃত্যু হইলে শ্রুতিবোধিত সেই সকল প্রাণের গতি সেই ভূতগুলিকে আশ্রয় করিয়া হওয়াই সমীচীন, অতএব তথাভূত প্রাণের সহিত যুক্ত হইয়াই জীবের গতি সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রেও সূত্রকার বলিতেছেন,—প্রাণের গতিবশতঃ অন্যান্য ভূতগণের গতিও বুঝিতে হইবে।

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—“তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎ-ক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি” (বৃঃ ৪।৪।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“সা শয়ানমুপব্রজ্য দৃষ্ট্বা চোত্তারলোচনম্।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মভিস্ত্যক্তং হতাস্মীত্যপতদ্ভুবি ॥”

(ভাঃ ৬।১৪।৪৬) ॥ ৩ ॥

সূত্রম্—অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—আশঙ্কা হইতেছে—যদি বল, বৃহদারণ্যকে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিরই অভিমুখে গতি শ্রুত হয়, জীবের সহিত গতিতো নহে। এই কথা সঙ্গত নহে; যেহেতু ঐ উক্তি গৌণ অর্থে প্রযুক্ত ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীর-মাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়ত" ইতি তত্রৈব বাগাদীনামগ্ন্যাদীন্ প্রতি গতিশ্রুতের্ন তেষাং জীবেন সহ গতিরত উক্তশ্রুতিরন্যথৈব নেয়েতি চেন্ন। কুতঃ? ভাক্তত্বাৎ। "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা" ইত্যাদিনা শ্রুতায়া লোমাদিগতেঃ প্রত্যক্ষেণ বাধাৎ ভাক্তেয়মগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ। তৎসহপাঠান্ন স্বার্থপরেত্যর্থঃ। ন হি লোমান্যুৎপ্লুত্যৌষধীর্গচ্ছন্তী-ত্যাদি দৃষ্টম্। ততশ্চ মৃতিকালে বাগাদীনামুপকারনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষয়া তথোক্তির্গতেরপি শ্রুতত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—'যত্রাস্য' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকের শ্রুতি বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিতে লয় শ্রুত হওয়ায় তাহাদের জীবের সহিত গতি তো নহে। যথা শ্রুতি বলিতেছেন—যখন এই ব্যক্তি মৃত হয় তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রাণ বায়ুকে, চক্ষুঃ সূর্য্যকে, মন চন্দ্রকে, কর্ণ দিক্‌সমূহকে, শরীর পৃথিবীকে, আত্মা আকাশকে, লোম ওষধিসমূহকে, কেশ বৃক্ষশ্রেণীকে প্রাপ্ত হয়, রক্ত ও শুক্র জলে নিহিত হয়, ইহা সেই বৃহদারণ্যকেই বাক্ প্রভৃতির অগ্নি প্রভৃতির প্রতি গতি শ্রুত হইতেছে। অতএব পূর্ব্বশ্রুতির তাৎপর্য্য অন্যপ্রকারই কর্ত্তব্য, এই যদি বল, তাহা সঙ্গত নহে; যেহেতু এই শ্রুতির যে অর্থ প্রকাশ পাইতেছে উহা গৌণ, তাহার কারণ শ্রুতিকথিত লোমগুলি ওষধিসমূহকে ও কেশগুলি বৃক্ষকে প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি দ্বারা শ্রুত লোমাদির গতি প্রত্যক্ষ প্রমাণে

বাধিত, অতএব অগ্নি প্রভৃতিতে বাক্ প্রভৃতির গতিরূপ উক্তিও গৌণ বলিতে হইবে। 'ওষধীর্লোমানি' ইত্যাদির সহিত বাক্ প্রভৃতির পাঠহেতু মুখ্যার্থ-পর নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। মৃত্যুকালে লোমগুলি দেহ হইতে উড়িয়া গিয়া ওষধিতে যাইতেছে, ইহাতো দেখা যায় নাই। অতএব মৃত্যুকালে যে বাক্ প্রভৃতির অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের উক্তি কেবল জীবোপকারিত্বের নিবৃত্তি দেখিয়া করা হইয়াছে। যেহেতু তাহাদের গতি অর্থাৎ নিবৃত্তিও শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অগ্ন্যাদীতি। অগ্ন্যাদীন্ প্রতীতি। অগ্ন্যাদিষু বাগাদীনাং লয়শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তৎসহেতি ওষধীর্লোমানীত্যাদিসহপাঠাদিত্যর্থঃ। বাগাদীনামিতি। বাগাদীনামগ্ন্যাদীনাঞ্চ তদা জীবোপকারিত্বং নাস্তীত্যেবাপেক্ষ্য তথোক্তিরিত্যর্থঃ। কুত এবং কল্পনং তত্রাহ—গতেরপীতি। তমুৎক্রামন্তমিত্যাদৌ জীবেন সহ প্রাণগতেঃ শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—অগ্ন্যাদি ইত্যাদি সূত্রে 'অগ্ন্যাদীন্ প্রতি গতিশ্রুতেরিত্যাদি' ভাষ্য—অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতিতে বাক্ প্রভৃতির লয় শ্রুত হওয়ায়। 'তৎসহ পাঠান্ন স্বার্থপরেত্যর্থঃ' ইতি অর্থাৎ শ্রুতিতে 'ওষধীর্লোমানি' ইত্যাদির সহিত বাক্ প্রভৃতির পাঠ থাকায়। 'বাগাদীনামুপকারনিবৃত্তীত্যাদি' অর্থাৎ মৃত্যুকালে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও অগ্নি প্রভৃতি ভূতের কোনও জীবোপকারিত্ব নাই, ইহাই লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ উক্তি হইয়াছে। যদি বল, এইরূপ কল্পনা কি হেতু করিতেছ? তাহাও বলিতেছেন 'গতেরপি শ্রুতত্বাৎ' অর্থাৎ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ প্রভৃতিও তাহার পশ্চাৎ চলিয়া যায়, ইহাতে প্রাণের গতি শ্রুত হইতেছে ॥৪॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রম্" ইত্যাদি (বৃঃ ৩।২।১৩)। ইহাতে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্নি প্রভৃতি দেবতার নিকট গমন করে, এইরূপ শ্রুতিবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ যদি বলেন যে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর জীবের সহিত ভূতগণের পরলোক গমনের কথা তো সঙ্গত হইতে পারে না,

তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন, এরূপ পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ ঐ শ্রুতিবাক্য মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই গৌণার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বাচং জুহাব মনসি তৎপ্রাণ ইতরে চ তম্।
মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥" (ভাঃ ১।১৫।৪১)

অর্থাৎ অনন্তর তিনি বাক্ আদি ইন্দ্রিয় সমূহকে মনোমধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে এবং মূত্রপুরীষাদি-পরিত্যাগরূপ কার্য্যের সহিত অপানকে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহে লীন করিলেন।

আরও পাই,—

"ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্।
ভূতাদিনামূন্যুৎক্ষিপ্য মহত্যাত্মনি সন্দধে ॥"

(ভাঃ ৪।২৩।১৭) ॥ ৪ ॥

সূত্রম্—প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—প্রশ্ন হইতেছে,—যদি পাঁচটি আহুতি দ্রব্যই জল হয়, তবে প্রথম অগ্নিতে জলের আহুতি শ্রুত হইত কিন্তু তাহাতো নাই, শ্রদ্ধার আহুতিই শ্রুত হইয়াছে অতএব পঞ্চমী আহুতিতে জল সংযুক্ত হইয়া জীব গমন করে এই উক্তি অসঙ্গত, তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে; প্রথম অগ্নিতে যে শ্রদ্ধার আহুতি বর্ণিত হইয়াছে, ঐ শ্রদ্ধা-শব্দের অভিধেয় জলই, কি প্রকারে? উত্তর—'উপপত্তেঃ' যেহেতু প্রশ্নোত্তর বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা তাহাতেই হয় ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নন্বু যদ্যাপঃ পঞ্চাপ্যাহুতয়ঃ স্যুস্তদা পঞ্চম্যামিতি বাক্যাদদ্ভিঃ পরিষক্তো যাতীতি শক্যং বদিতুম্। ন চ

তথাপি প্রথমেঽগ্নৌ তাসামাহুতিত্বাশ্রবণাৎ। তত্র হি শ্রদ্ধৈবাহুতিরুক্তা। "তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" ইতি তস্যা মনোবৃত্তিরূপত্বেন প্রসিদ্ধের্নাপ্‌ত্বং সম্ভবতি। সোমাদীনাঞ্চ কথঞ্চিৎ সম্ভবেৎ অতো নাস্মাদ্‌বাক্যাদ্ভূতপরিষ্বঙ্গো গচ্ছতো মৃতস্যেতি চেন্ন। হি যতঃ প্রথমেঽপ্যগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনোচ্যন্তে। কুতঃ? উপপত্তেঃ প্রশ্নোত্তরয়োরিতি শেষঃ। বেত্থ যথেতি প্রশ্নে পঞ্চস্বগ্নিষ্বাপো হোম্যা বিবক্ষিতাঃ। তস্যোত্তরারম্ভে প্রথমেঽগ্নৌ শ্রদ্ধা হোম্যোক্তা। তত্র শ্রদ্ধাশব্দেন চেন্নাপো বাচ্যাস্তদা তয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। অপাং পঞ্চমহোমসম্বন্ধো হীতরহোমচতুষ্টয়সম্বন্ধ এবোপপদ্যতে। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোমবৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবদব্বহুলং বীক্ষ্যতে। কারণানুরূপঞ্চ কার্য্যমিতি শ্রদ্ধায়া অপ্‌ত্বে যুক্তিশ্চ। তস্মাৎ তত্র শ্রদ্ধাশব্দেনাপো গ্রাহ্যাঃ। "শ্রদ্ধা বা আপ" ইতি শ্রুতেশ্চ। মনোবৃত্তিস্তু ন স্যাৎ। মনসো নিষ্কৃষ্য তস্যা হোমানুপপত্তেঃ। তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—যদি পাঁচটি আহুতিই জলস্বরূপ হয় অর্থাৎ সমস্ত আহুতিদ্রব্য জল হয় তবে বলিতে পার যে পঞ্চমী আহুতি বাক্য হইতে জলযুক্ত হইয়া জীব গমন করে, এই অর্থ হইবে, কিন্তু সেরূপতো নাই, কারণ প্রথম অগ্নিতে জলের আহুতি শ্রুত হয় নাই বরং সেই প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাকেই আহুতি দ্রব্য বলা হইয়াছে, যথা—'তস্মিন্নগ্নৌ' ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ সেই সোম-অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন, শ্রদ্ধা কদাপি জল হইতে পারে না, কারণ উহা মনোবৃত্তিবিশেষ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। সোম প্রভৃতি দ্বিতীয়াদি আহুতিদ্রব্য কোন প্রকারে জলস্বরূপ হইতে পারে বটে, অতএব ঐ বাক্য হইতে মৃত্যুর পর পরলোকে গমনকারী জীবের সহিত জলের সংযোগ হয়, ইহা বলা যায় না; উত্তর—এই কথা বলিতে পার না। যেহেতু প্রথম অগ্নিতেও সেই জলেরই শ্রদ্ধাশব্দে উক্তি হইয়াছে। কোন্ প্রমাণে? উত্তর—প্রশ্ন ও উত্তর উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ। কিরূপে? তাহাও বলা হইতেছে—প্রবাহণ রাজা

প্রশ্ন করিলেন যে, ব্রাহ্মণ কুমার! জান কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে পাঁচটি অগ্নিতেই জলকে আহুতিদ্রব্য বলা অভিপ্রেত। সেই উত্তরের আরম্ভে প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে হোমীয় দ্রব্য বলা হইয়াছে। তাহাতে যদি শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ জল অভিপ্রেত না হয়, তবে প্রশ্নোত্তরের বৈসাদৃশ্য ঘটে, ইহাই তাৎপর্য্য। যদি জল সর্ব্বত্র হোমীয় দ্রব্য না হয় তবে জলের পঞ্চম হোম-সম্বন্ধোক্তি অন্য চারিটি হোমে জলের হোমীয়ত্ব না হইলে হয় না, যুক্তি এই—পূরণার্থে ময়ট্ সজাতীয় বস্তুগুলিরই হয়, নতুবা নহে। আর এক কথা, শ্রদ্ধাহোমের পরিণাম সোম, তাহার পরিণাম বৃষ্টি ইত্যাদি স্থূলরূপে পরিণত দ্রব্যগুলি সমস্তই জলপ্রধান দেখা যায়। কারণানুরূপ কার্য্যও হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রদ্ধাকে নিশ্চয় জল বলিতে হইবে, অন্যথা তাহার পর পর কার্য্য জল-প্রধান হইবে কেন? অতএব ইহাও শ্রদ্ধার জলরূপতা-বিষয়ে অন্যতম যুক্তি। অতএব প্রথমাহুতি দ্রব্য শ্রদ্ধা-শব্দ দ্বারা জলই গ্রহণীয়। শ্রুতিও শ্রদ্ধাকে জলস্বরূপ বলিয়াছেন, যথা 'শ্রদ্ধা বৈ আপঃ' —শ্রদ্ধাই জল। কিন্তু শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ মনোবৃত্তি এখানে হইতে পারে না, যেহেতু মন হইতে নিষ্কর্ষ করিয়া শ্রদ্ধাকে আহুতি দেওয়া উপপন্ন হয় না। অতএব যে বলা হইয়াছে যে, জল সংযুক্ত হইয়া জীব পরলোকে গমন করে, ইহা সঙ্গত ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রথমে ইতি। দ্যুলোকাগ্নাবিত্যর্থঃ। ন চ তথাস্তি। পঞ্চানামাহুতীনামপ্ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ। তয়োঃ প্রশ্নোত্তরয়োঃ উপপত্তেরিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরমাহ—শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চেত্যাদিনা। প্রথমাহুতের-প্ত্বাভাবে তজ্জন্যসোমাখ্যশরীরাদেঃ অব্‌বাহুল্যাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ॥৫॥

টীকানুবাদ—'প্রথমে' ইত্যাদি সূত্রে। প্রথমে অর্থাৎ দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে। 'ন চ তথাস্তি প্রথমে অগ্নৌ' ইত্যাদি অর্থাৎ পাঁচটি আহুতিরই জলত্ব নাই। 'তস্যা মনোবৃত্তিরূপত্বাৎ' তস্যাঃ—শ্রদ্ধার। তয়োঃ—সেই প্রশ্ন ও উত্তরবাক্যের সামঞ্জস্য হেতু এই অর্থ। অন্য ব্যাখ্যাও করিতেছেন—শ্রদ্ধা-কার্য্যঞ্চ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। ইহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ প্রথম আহুতি (শ্রদ্ধা-হুতি) জলরূপ না হইলে সেই আহুতিজন্য সোমনামক শরীর প্রভৃতির জল-বাহুল্য হইত না, এইজন্য ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলেন যে, শ্রুতি যখন জলকে প্রথম আহুতি বলিয়া বর্ণন করেন নাই, পরন্তু শ্রদ্ধাকেই প্রথমাহুতি বলা হইয়াছে, তখন শ্রদ্ধা মনোবৃত্তিবিশেষ—ইহাই প্রসিদ্ধ ; উহা কখনও জল হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পাঁচটি আহুতিই জলস্বরূপ, ইহাও বলা হয় নাই সুতরাং জলাদি ভূতগণের সহিত জীবগতি সম্ভব হইতে পারে না। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা অসঙ্গত নহে, কারণ শ্রুতিতে যে প্রথমে শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে, সেই শ্রদ্ধা-শব্দও জলকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহার উপপত্তিও দৃষ্ট হইতেছে। প্রশ্ন ও উত্তরে সেই উপপত্তির মীমাংসা পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধা-শব্দে জলকেই বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"শ্রদ্ধা বৈ আপঃ"—শ্রদ্ধাই জল। সুতরাং শ্রদ্ধা-শব্দে এখানে মনোবৃত্তি হইবে না; যেহেতু মন হইতে নিষ্কর্ষ করিয়া শ্রদ্ধাকে আহুতি দেওয়া উপপন্ন হয় না। অতএব জলের সহিত মিলিত হইয়াই জীবের পরলোক-গমন হয়, ইহাই সঙ্গত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৮।১২) ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বাপো গচ্ছেয়ুঃ শ্রুতত্বাৎ ন তু তদ্যুক্তো জীবঃ অশ্রুতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা হইতেছে,—আচ্ছা, জলের পরলোকে গমন হইতে পারে, যেহেতু উহা শ্রুতিবোধিত, কিন্তু জীবের গমন তো শ্রুত নহে। অতএব জলযুক্ত হইয়া জীব গমন করে না, ইহাই বলিব। সূত্রকার এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। শ্রদ্ধাসোমরূপেণাপাং রংহণস্য শ্রুতৌ প্রতীতেঃ স্বীকৃতং জীবরংহণং তু স্বীকর্ত্তুং ন শক্যম্। অব্বজ্জীবরংহণস্য তস্যামপ্রতীতেরিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—শ্রদ্ধা, সোম প্রভৃতিরূপে জলের গমন শ্রুতিতে প্রতীত হওয়ায় উহা স্বীকৃত, কিন্তু জীবের গতিতো স্বীকার করিতে পারা যায় না, কারণ জলের মত জীবের গমন শ্রুতিতে অপ্রতীত, ইহাই আশঙ্কার্থ।

সূত্রম্—অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৬॥

সূত্রার্থ—যদি বল, জলযুক্ত হইয়া জীবের গতি শ্রুত নহে, অতএব উহা বলা উচিত নহে, এই কথা বলিতে পার না; যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে ইষ্টাপূর্ত্তকারিগণের (জীবের) চন্দ্রলোকে গমন প্রতীত হইতেছে ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অশ্রুতত্বমসিদ্ধম্। তত্রৈব ছান্দোগ্যে চন্দ্রং প্রতীষ্টাদিকৃতাং গতিপ্রত্যয়াৎ। "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসংবিশন্তি" ইত্যাদিনা "আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা" ইত্যন্তেন। তত্রেষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রং প্রাপ্য সোমরাজাখ্যা ভবতীত্যবগম্যতে। তথা দ্যুলোকাগ্নৌ "দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা ভবতি" ইত্যত্রাপি তদৈকার্থ্যাৎ শ্রদ্ধাশরীরযুক্তঃ সোমশরীরযুক্তো ভবতীতি অবসীয়তে। শরীরস্য জীবৈকাশ্রয়ত্বস্বাভাব্যাৎ তদ্বাচকস্য শব্দস্য জীবে পর্য্যবসানমিতি তৎপরিষ্বক্তোঽসৌ যাতীতি স্থিরম্॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ—তোমরা যে জীবের গতি অশ্রুত বলিতেছ, ইহাই অসিদ্ধ; কেননা, সেই ছান্দোগ্যেতেই ইষ্ট-পূর্ত্তকারীদিগের চন্দ্রের দিকে গতি প্রতীত হইতেছে। যথা—'য ইমে গ্রামে…ধূমমভিসংবিশন্তি' অর্থাৎ এই যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তকে দানকে ধর্ম্ম মনে করিয়া উপাসনা করে, তাহারা ধূমপথে প্রবেশ করে' ইত্যাদি ও 'আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা' ইত্যন্ত-বাক্য

দ্বারা। অর্থাৎ পরে আকাশ হইতে চন্দ্রে গমন করিয়া ঐ জীব সোম-রাজ হয়। তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে—ইষ্টাপূর্ত্তকারিগণের চন্দ্রপ্রাপ্তির পর সোমরাজ সংজ্ঞা হয়; আবার ইহাও প্রতীত হইতেছে যে, দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ যে শ্রদ্ধাকে আহুতি দিয়া থাকেন, এই শ্রদ্ধা আহুতির ফলে সোমরাজ হইয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে, ঐ উভয় শ্রুতির অর্থ একই; অতএব শ্রদ্ধা-শরীরযুক্ত ব্যক্তিই সোম-শরীরযুক্ত হয়, ইহা পর্য্যবসিত হইতেছে। শরীর জীবের একমাত্র আশ্রয়, ইহা স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় সোম-রাজাখ্য শরীরবাচক শ্রদ্ধাদি-শব্দ জীবেই তাৎপর্য্য। এইজন্য সিদ্ধান্ত হইতেছে—পঞ্চভূত-পরিষ্বক্ত হইয়া জীব পরলোকে গমন করে ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অশ্রুতত্বাদিতি। তদ্বাচকস্য সোমরাজাখ্যশরীরবাচিনঃ ॥৬॥

টীকানুবাদ—অশ্রুতত্বাদিত্যাদি সূত্রে 'তদ্বাচকস্য শব্দস্য' ইতি তদ্বাচক অর্থাৎ সোমরাজাখ্য শরীরবাচক সোমরাজ শব্দের ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন যে, শ্রুতিতে জলের গমনের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু জলের সহিত জীবও গমন করে, এ-কথা উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং জলের সহিত জীবও গমন করে, ইহা স্বীকার না করা হউক; এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে নিরাস করিতেছেন যে, ইষ্টাপূর্ত্তানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির চন্দ্রলোকগমনের কথা শ্রুতিতেই প্রতীত হইতেছে।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসংবিশন্তি" (৫।১০।৩) অর্থাৎ যাহারা গ্রামে বাস করে এবং যজ্ঞ, কূপাদি-প্রতিষ্ঠা দান ধর্ম্মবুদ্ধিতে করে, তাহারা মৃত্যুর পর ধূমপথে প্রবেশ করে। তাহার পরই উক্ত হইয়াছে যে, "আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা" (৫।১০।৪) অর্থাৎ পরে আকাশ হইতে চন্দ্রে গমনপূর্ব্বক ঐ জীব সোমরাজ হয়, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, ইষ্টাপূর্ত্তকারিগণের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির পর সোমরাজ-সংজ্ঞা লাভ হয়। দ্যুলোক-অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দিয়া থাকেন এবং

তাহার ফলে সোমরাজ হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, উভয় শ্রুতিই এক বিষয়কে লক্ষ্য করিতেছেন।—উহা একার্থবোধক, অতএব সোমরাজাখ্য শরীরবাচক শ্রদ্ধাদি-শব্দ জীবকে লক্ষ্য করে। এইজন্য পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হইয়াই জীব পরলোক গমন করে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥" (ভাঃ ১১।২১।৩৩)
তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।৩২।৩)

শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥" (গীঃ ৯।২০) ॥৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বেষ সোমরাজো দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি সোমরাজশব্দিতস্য দেবভক্ষ্যত্বশ্রবণাৎ ন স জীবঃ শক্যো বক্তুম্। তস্য ভক্ষয়িতুমশক্যত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে,—শ্রুতিতে আছে—'এষ সোমরাজো···ভক্ষয়ন্তি' ইতি, এই সোমরাজ দেবতাদিগের অন্ন (ভক্ষ্য), দেবগণ সেই সোমরাজকে ভক্ষণ করেন অতএব সোমরাজ-শব্দের বাচ্য-পদার্থ দেবগণের ভক্ষ্য, ইহা শ্রুত হওয়ায় জীবকে তো সোমরাজ-শব্দে শব্দিত বলিতে পারা যায় না; কারণ জীব চিৎস্বরূপ, তাহা ভক্ষণের অযোগ্য, এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। ন স ইতি। সোমরাজ ইতি বাচ্যো জীবো ভবতীতি বক্তুং ন শক্যম্। তস্য চিদ্রূপস্য দেবৈর্ভক্ষণাসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্ন ইত্যাদি ভাষ্যে। 'ন স জীবঃ শক্যো বক্তুম্' সোমরাজ ইহার বাচ্য-অর্থ জীব, ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ 'তং দেবা ভক্ষয়ন্তি' ইহার দ্বারা নির্দ্ধারিত দেবতা কর্ত্তৃক ভক্ষণীয়ত্ব—চিৎস্বরূপ জীবাত্মায় সম্ভব নহে,—এই অর্থ।

সূত্রম্—ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—'বা' অর্থাৎ এই আশঙ্কা করিতে পার না। সোমরাজ-শব্দে শব্দিত (বাচ্য) জীবকে যে দেবতাদিগের ভক্ষ্য বলা হইয়াছে, উহা গৌণ প্রয়োগ, অন্নের মত সোমরাজ ভোগহেতু অর্থাৎ দেবতাদিগের সেবক—এই তাহার অর্থ। ইহার কারণ 'অনাত্মবিত্ত্বাৎ'—ঐ কর্ম্মী জীবগণ আত্মবিৎ অর্থাৎ হরিভক্ত নহে, কাজেই দেবগণের সেবক হয়, হরিভক্ত কিন্তু পরমপদ লাভ করেন। 'তথাহি দর্শয়তি' শ্রুতিও সেইরূপ বলিতেছেন অর্থাৎ শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞের দেব-সেবকতা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বেতি শঙ্কাহানৌ। সোমরাজশব্দিতস্য জীবস্য দেবান্নত্বং ভাক্তম্। অন্নবৎ তদ্‌ভোগহেতুত্বাদুপচরিতমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বং তৎসেবকত্বাৎ। তচ্চানাত্মবিত্ত্বাৎ। শ্রুতিরপ্যনাত্মজ্ঞস্য দেবসেবকতাং দর্শয়তি। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্" ইতি বৃহদারণ্যকে। অয়ং ভাবঃ। অন্নবদ্ভক্ষণাসম্ভবাৎ তদ্বদ্‌ভোগসাধনত্বাচ্চ জীবস্য দেবান্নত্বং তত্রোপচর্য্যতে। "বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশাম্" ইত্যৌপচারিকপ্রয়োগদর্শনাচ্চ। মুখ্যত্বে তু জ্যোতিষ্টোমাদিবিধিবৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। দেবাশ্চেচ্চন্দ্রলোকগতং ভক্ষয়েয়ুঃ কিমর্থং জনস্তত্র গচ্ছেৎ, কিমর্থং বা তৎপ্রাপকং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রয়াসং কুর্য্যাদিতি। তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি সিদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'বা' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কানিরাসার্থ। সোমরাজ-শব্দের বাচ্য জীব দেবতাদিগের অন্ন—এই উক্তি গৌণ-অর্থে

প্রযুক্ত অর্থাৎ অন্নের মত দেবতাদিগের ভোগসাধক এই গৌণী লক্ষণা-লভ্য অর্থ। ভোগহেতুত্বও দেবতাদিগের সেবক বলিয়া। সেই দেব-সেবকতাও আত্মজ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন। শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞের দেব-সেবকতা প্রকাশ করিতেছেন, যথা 'অথ যোঽন্যাং দেবতাম্···সপশুরেব দেবানাম্'। বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি পরমেশ্বর-ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহার এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান থাকে না যে, ঐ উপাস্য দেবতা অন্য এবং উপাসক-আমিও অন্য, সুতরাং সে কর্ম্মজড়, তত্ত্বজ্ঞ নহে; যেমন পশু সেই প্রকারই সে দেবসেবক। ইহার অভিপ্রায় এই—জীবের অন্নের মত ভক্ষণীয়ত্ব সম্ভব নহে কিন্তু জীব অন্নের মত ভোগের সাধক, এ-জন্য তাহাকে দেবান্ন বলা হইতেছে, গৌণী লক্ষণা দ্বারা। লাক্ষণিক প্রয়োগও সেইরূপ দেখা যাইতেছে—যথা 'বিশোঽন্নং রাজ্ঞাম্ পশবোঽন্নং বিশাম্' অর্থাৎ প্রজাবর্গ রাজাদিগের অন্ন (ভোগসাধক) প্রজাদিগের পশুসমূহ অন্ন ইত্যাদি। যদি ভক্ষণের ও অন্নশব্দের মুখ্য অর্থ ধরা হইত, তবে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়িত। যদি দেবগণ চন্দ্রলোকগতজীবকে বাস্তবিক ভক্ষণ করিত, তবে কি জন্য লোকে (যজ্ঞ করিয়া) তথায় যাইবে? আর কি জন্যই বা চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি-সাধন জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের প্রয়াস স্বীকার করিবে? অতএব ইহাই নির্ণীত হইল যে, জলসংযুক্ত হইয়া (জলকে আশ্রয় করিয়া জীব পরলোকে গমন করে॥ ৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভাক্তমিতি। ভাক্তং গৌণম্। তৎসেবকত্বাৎ তদ্‌ভৃত্যত্বাৎ। তচ্চেতি তৎসেবকত্বমিত্যর্থঃ। অথেতি। যঃ কর্ম্মজড়ো দেবতামন্যাং স্ববৃত্ত্য-হেতুং কর্ম্মমার্গমাত্রতয়োপকারিণীং মত্বোপাস্তে ন স বেদ নাসৌ তত্ত্বজ্ঞঃ। যথা পশুরিতি। পশুর্যথা লোকাদুপাত্তজীবিকস্তস্য সংসেবয়া নিত্যং ক্লিশ্যতি তথা দেবোপকৃতো দেবসেবক ইত্যর্থঃ। দেবাঃ খলু অপূর্ণাস্তৎসেবাভিকা-ঙ্ক্ষিণস্তজ্‌জ্ঞানং প্রতিবধ্নন্তি। হরিস্তু পূর্ণত্বাৎ পরিনিস্পৃহোঽপি সৌহার্দ্দাদেব স্ব-স্বরূপং স্বপদঞ্চোপলম্ভয়তি। "ত্বদ্ভক্তাশ্চ তে তব ফলমিচ্ছন্তি ন তু ত্বত্তোঽন্যৎ" ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। কর্ম্মজড়োঽত্র বিনিন্দ্যতে। তস্মাত্ত-দায়ত্তধীস্থৈর্য্যার্থমেতৎ। স্ববিলক্ষণতয়া তু শ্রীহরিরুপাস্য ইতি শ্রুতেরেবাহ —"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদিনা। তস্মাদর্থান্তরকল্পনং ন চারু॥৭॥

টীকানুবাদ—ভাক্তং বা ইত্যাদি সূত্রে। ভাক্তং—অর্থাৎ গৌণ অর্থ। তৎসেবকত্বাৎ—তাহাদের (দেবগণের) সেবকত্ব-নিবন্ধন অর্থাৎ ভৃত্যত্ব বশতঃ। 'তচ্চানাত্মবিত্বাৎ' ইতি তচ্চ অর্থাৎ সেই সেবকত্ব আত্মজ্ঞানের অভাবহেতু। 'অথ যোঽন্যাং...দেবানামিতি'। ইহার অর্থ—যে কর্ম্মপরতন্ত্র ব্যক্তি নিজ জীবিকার হেতু না হইলেও কেবল কর্ম্মপথরূপে উপকারসাধক মনে করিয়া অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, ঐ ব্যক্তি তত্ত্ববিদ্ নহে। যথা পশুরিত্যাদি—গো প্রভৃতি পশু যেমন মানুষের নিকট হইতে জীবিকা লাভ করিয়া সেই জীবিকাদাতার প্রাণপণে সেবা দ্বারা নিত্য কষ্টভোগ করে, সেইরূপ দেবতা দ্বারা উপকৃত হইয়া চন্দ্রলোকগত জীব দেবতার সেবক হয়, ইহাই অর্থ। তত্ত্বজ্ঞ শ্রীহরিসেবক ও তত্ত্বজ্ঞানহীন দেবসেবকের প্রভেদ এই—দেবতারা স্বয়ং অপূর্ণ, এ-জন্য জীবের সেবা আকাঙ্ক্ষা করে ও জীবের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীহরি স্বয়ং পূর্ণকাম, এ-জন্য জীবের নিকট কামনাশূন্য হইয়াই জীবে স্নেহবশতঃ নিজ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ ও স্ববৈকুণ্ঠ-পদ জীবকে প্রদান করিয়া থাকেন। স্মৃতিবাক্যে আছে,—হে ভগবন্! তোমার ভক্তগণ তোমাকেই লাভরূপ ফল কামনা করে, তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা শ্রুতিস্মৃতি উভয়ত্র প্রসিদ্ধ আছে। এখানে কর্ম্মজড় (অতত্ত্বজ্ঞ)কে নিন্দা করা হইতেছে। অতএব সেই শ্রীহরিতে বুদ্ধিনিবেশ করিয়া তাহারই স্থিরতা-সাধনের জন্য এইটি উক্ত হইল জানিবে। জীব হইতে বিলক্ষণ গুণবত্তারূপে শ্রীহরি উপাসনীয়—ইহা শ্রুতিই বলিতেছেন—শ্রীহরিকে জীব-বিলক্ষণ পরমাত্মা ও প্রেরক মনে করিয়া উপাসনা করিবে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। অতএব অর্থান্তর কল্পনা সমীচীন নহে। ৭।

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে কেহ যদি আশঙ্কা করেন যে, ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।" (ছাঃ ৫।১০।৪)। অর্থাৎ সোমরাজ দেবতাদিগের অন্ন, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করে। অতএব সোমরাজ দেবগণের ভক্ষ্য হইলে, উহাকে জীব বলা যায় না, কারণ জীব নিত্য চেতন বস্তু, সে দেবগণের ভক্ষ্য-সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা নিরসনের জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবের ভক্ষ্যত্বের কথা 'ভাক্ত' অর্থাৎ গৌণভাবে বলা হইয়াছে তাৎপর্য্য এই—উহা অন্নের মত দেবগণের ভোগ-সাধক।

আর সেই ভোগসাধকত্বও জীবগণের দেবসেবকত্ব-বিচারেই বলা হইয়াছে। যখন জীবগণের আত্মজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ নিজ স্বরূপজ্ঞানের অভাবে কৃষ্ণবিমুখ হয়, তখনই তাহারা দেবসেবক হইয়া থাকে। শ্রুতিও সেই আত্মজ্ঞানহীন জীবকেই দেবসেবক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক -উপনিষদে পাওয়া যায়,—"যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং" (বৃঃ ১।৪।১০) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, উপাস্য দেবতা যে অন্য এবং নিজের স্বরূপ ভিন্ন কিন্তু তত্ত্ব কি ? তাহা জানে না, সে উপাস্য দেবতার পশু। যেহেতু অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ভগবদুপাসনা ও দেবোপাসনার তারতম্য বোধ থাকে না।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নিঋর্তেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥" (ভাঃ১০।৮৭।২৭)

অর্থাৎ যাঁহারা নিখিল জীবের অধিষ্ঠান-জ্ঞানে আপনার সেবা করেন, তাঁহারাই নিঃশঙ্কভাবে মৃত্যুর মস্তকে পদস্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, যাহারা ভক্তিশূন্য, তাহারা পণ্ডিত হইলেও, আপনি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বর্গাদি-ফলে শ্রুতি-বচনসমূহ দ্বারা পশুগণের ন্যায় তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গেই আবদ্ধ করিয়া থাকেন। যাঁহারা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, তাঁহারাই নিজেকে ও অপরকে পবিত্র করিয়া থাকেন; অন্য কেহ সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না।

আরও পাওয়া যায়,—

"তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥" (ভাঃ১০।৮৯।১৪)

স্কন্দপুরাণেও আছে,—

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্" ॥ ৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—"অথ য ইমে গ্রাম" ইত্যাদিনা কেবল-কর্ম্মিণাং ধূমাদিমার্গেণ স্বর্গপ্রাপ্তিমভিধায় তদন্তে পুনরাবৃত্তিঃ পঠ্যতে তত্রৈব ছান্দোগ্যে—"যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তত" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। স্বর্গাদবরোহন্নিরনুশয়ঃ সানুশয়ো বেতি। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেত্যুক্তেঃ "প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য" ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ নিরনুশয়োঽবরোহতীতি। সম্পাতঃ কর্ম্ম সম্পতন্ত্যনেন স্বর্গমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। অনুশয়ো ভুক্তশিষ্টং কর্ম্ম। অনুশেতে কর্ত্তারং ফল-ভোগায়েতি ব্যুৎপত্তেঃ। তচ্চ কৃৎস্নফলভোগে সতি নাবশিষ্যতে। এবং প্রাপ্তে পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে' ইত্যাদি দ্বারা বলা হইয়াছে—যাহারা কেবল কর্ম্মী, তাহাদের মৃত্যুর পর ধূমাদি পথে গতি হইয়া স্বর্গ প্রাপ্তি হয়; ইহা বলিয়া স্বর্গভোগের পর পুনরায় ইহলোকে আগমন ঘটে, ইহা সেই ছান্দোগ্যেই পঠিত হইতেছে; যথা—'যাবৎ সম্পাতম্' ইত্যাদি...পুনর্নিবর্ত্তত' ইতি—যতদিন পর্য্যন্ত সম্পাত অর্থাৎ কর্ম্ম থাকে তাবৎকাল তথায় বাস করিয়া পরে এই পথেই আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসে। এই বিষয়ে সংশয় এই—স্বর্গ হইতে অবতরণকালে জীব কর্ম্মহীন হইয়া আসে? অথবা ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—শ্রুতিতে 'যাবৎসম্পাতমুষিত্বা' অর্থাৎ যতদিন কর্ম্ম আছে ততদিন বাস করিয়া, এই কথা উক্ত থাকায় এবং 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' সেই কর্ম্মের অবসান প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি বর্ণিত হওয়ায় কর্ম্মহীন হইয়াই ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে; ইহাই বলিব। সম্পাত-শব্দের অর্থ কর্ম্ম, যেহেতু যাহার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা স্বর্গ-সাধনকে বুঝাইতেছে। অনুশয়-শব্দের অর্থ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম, কারণ তাহার ব্যুৎপত্তি—যে কর্ম্ম ফলভোগের জন্য কর্ত্তার অনুসরণ করে, সেই কর্ম্মের সমগ্র

ফল ভোগ হইলে আর অবশিষ্ট থাকিবে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রাপাং কর্ম্মসমবেতানাং পঞ্চমহোমে সতি পুরুষরূপত্বেন পরিণামশ্রুতিং হেতুমালম্ব্যাম্ভির্যু্ক্তস্য পুরুষস্যাগমনং যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। স্বর্গাদবরোহতস্তস্য কর্ম্মাভাবেণ তৎসমবেতানাম্ অপাং চাভাবাদিত্যাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। ভুক্ত্বা ততোঽবরোহতঃ কর্ম্মাভাবেণ তদ্ধেতুকশ্চ শূকরাদিযোনিলাভোঽভাবাৎ। কর্ম্মফলেষু ন বৈরাগ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং তদুপলম্ভককর্ম্মশেষসত্ত্বাৎ তেষু তদ্‌যুক্তমিতি সিদ্ধান্তে ফলম্। এতদভিপ্রায়েণ ন্যায়মাহ—অথ য ইত্যাদিনা। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ। সম্পাতশব্দার্থঞ্চ ব্যাচষ্টে সম্পাত ইত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব-অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মীদের জলের পঞ্চমী আহুতি হইলে জলের পুরুষরূপে পরিণাম; এইরূপ শ্রুতিকে হেতুরূপে অবলম্বন করিয়া জলযুক্ত হইয়া পুরুষের ইহলোকে অবতরণ হয়, এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, স্বর্গ হইতে অবতরণকারীর কোন কর্ম্ম থাকে না; সুতরাং পুরুষ-সমবেত জলও থাকে না—এই আক্ষেপই এই অধিকরণারম্ভের সঙ্গতি। পূর্ব্বপক্ষীর উক্তির ফল স্বর্গভোগের পর তাহা হইতে অবতরণকারী জীবের কর্ম্ম না থাকিলে কর্ম্মজনিত শূকরাদি যোনি লাভ হইতে পারে না, সে জন্য কর্ম্মফলে বৈরাগ্যও অসঙ্গত। সিদ্ধান্তপক্ষীর অভিপ্রায়—সেই শূকরাদি যোনি-প্রাপক কর্ম্মশেষ থাকায় সেই কর্ম্মফলে বৈরাগ্য যুক্তিযুক্ত; এই অভিপ্রায়েই এই অধিকরণ বলিতেছেন—'অথ য ইমে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। গ্রন্থার্থ স্পষ্ট। সম্পাত ইত্যাদি দ্বারা সম্পাত-শব্দের অর্থ বিবৃত করিতেছেন।

কৃতাত্যয়াধিকরণম্

সূত্রম্—কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—ফলোন্মুখ কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইলে পর অবশিষ্ট কর্ম্ম

লইয়াই জীব ফিরিয়া আসে, যেহেতু ইহলোকে প্রাণিবিশেষে বিভিন্ন ভোগ দৃষ্ট হইতেছে এবং শ্রুতি-স্মৃতিও তাহা বলিতেছেন ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চন্দ্রলোকে সুখভোগায় যৎ কর্ম্ম কৃতং তস্যেষ্টাদেস্তত্র ভোগেনাত্যয়ে ক্ষয়ে সতি তদ্ভোগক্ষয়জাতশোকানল-বিলীনভোগদেহোঽনুশয়বানবরোহতি। কুতঃ ? দৃষ্টেতি। "যে তদ্ ইহ রমণীয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইতি তত্রৈব দর্শনাৎ। রমণীয়চরণা রমণীয়কর্ম্মাণঃ। ভুক্তশিষ্টপক্বসুকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অভ্যাসোঽভ্যাগন্তারঃ অভ্যাপূর্ব্বা-দসেঃ ক্বিপি রূপম্। হ স্ফুটম্। যদ্ যদা তদেত্যর্থাৎ। "ইহ পুনর্ভবে তে উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্ত" ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ সানুশয়োঽবরোহতি। যাবৎসম্পাতম্ ইত্যাদিবাক্যন্তু ফলার্পণ-প্রবৃত্তকর্ম্মবিশেষপরমিত্যবিরোধঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চন্দ্রলোকে সুখভোগের জন্য যে 'ইষ্টাপূর্ত্ত করা' হইয়াছিল, সেই চন্দ্রলোকে যাইয়া ভোগ দ্বারা সেই ইষ্টাপূর্ত্তের পুণ্য ক্ষয় হইলে পর সেই ভোগক্ষয়-জনিত দুঃখানলে দগ্ধ—বিলীন ভোগদেহ হইয়া জীব অবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া আবার ইহলোকে অবতরণ করে। ইহার প্রমাণ কি ? তাহা বলিতেছেন —'দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্' ইতি—প্রত্যক্ষ দর্শন হেতু ও স্মৃতিবাক্য হেতু। শ্রুতিবাক্য যথা,—ইহলোকে যাহারা উত্তম কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারা রমণীয় জন্মলাভ করে যেমন ব্রাহ্মণ-জন্ম, অথবা ক্ষত্রিয়-জন্ম, কিংবা বৈশ্যজন্ম কিন্তু যখন তাহারা ইহলোকে নিরন্তর নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করে তখন তাহারা নিন্দনীয় যোনি প্রাপ্ত হয়,—যেমন কুক্কুর যোনি অথবা শূকর যোনি কিংবা চণ্ডাল যোনি ; ইহা সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদে দৃষ্ট হইতেছে—'রমণীয়চরণাঃ' উৎকৃষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠায়ী অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট পরিপক্বসুকৃতশালী। অভ্যাসঃ—অনুষ্ঠায়ী, অভি ও আ উপসর্গ পূর্ব্বক অস্

ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন অভ্যাস্ শব্দের প্রথমা বহুবচনে নিষ্পন্ন 'অভ্যাসঃ' এই পদটি। শ্রুতিগত 'হ' শব্দের অর্থ স্ফুটভাবে। যদ্ অর্থাৎ যখন, তদ্ অর্থাৎ তখন ইহা ঐ অর্থ হইতে লভ্য। ইহ লোকে পুনরায় জন্মকালে তাহারা সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের অবশিষ্ট কর্ম্মবশতঃ কর্ম্মফল ভোগ করে, এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। অতএব অবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া জীবের পতন হয়—ইহা সিদ্ধ হইল। 'যাবৎসম্পাতম্' বাক্যের অর্থ ফলদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মবিশেষ-অনুসারে। সুতরাং কোন অসামঞ্জস্য নাই ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কৃতাত্যয় ইতি। তচ্চ সম্পাতশব্দিতং কর্ম্ম, সূত্রস্থং দৃষ্টপদমেব ব্যাচষ্টে লোকে জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচভোগদর্শনাৎ সানুশয়ঃ স্বর্গাৎ পততীতরথা তদ্ভোগস্যাকস্মিকতাপত্তিরিতি। ইহ পুনরিতি শ্রীভাগবতে। উভয়েতি পুণ্যপাপশেষাভ্যামিত্যর্থঃ। যাবদিত্যাদিবাক্যার্থং সঙ্গময়তি যাবদিতি ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—কৃতাত্যয় ইত্যাদি সূত্রে। সূত্রস্থ কৃত-শব্দের অর্থ সম্পাত-শব্দবাচ্য কর্ম্ম। সূত্রস্থ 'দৃষ্ট' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—জীব অনুশয়বান্ হইয়া ইহলোকে যে অবরোহণ করে, তাহার কারণ ইহ জগতেই দেখা যায়, জন্ম দ্বারাই প্রত্যেক প্রাণিগত ভালমন্দ ভোগ হইতেছে, তাহা না মানিলে ঐ বিচিত্র ভোগ অকারণ হইয়া পড়ে। "ইহ পুনর্ভবে' ইত্যাদি বাক্যটি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত। তদন্তর্গত 'উভয়শেষাভ্যাম্' ইহার অর্থ অবশিষ্ট পুণ্য ও পাপবশতঃ। 'যাবৎসম্পাতম্' ইত্যাদি বাক্যের বিরোধ পরিহার করিয়া সামঞ্জস্য দেখাইতেছেন—যাবৎ ইত্যাদি দ্বারা ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি (ছাঃ ৫।১০।৩) আবার পাওয়া যায়, "তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইহার তাৎপর্য্য ইষ্টাপূর্ত্ত ও দান ইত্যাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পরে ধূমাদি অভিমানিনী দেবতা আশ্রয় করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করে এবং তথায় পুণ্যফল ভোগের পর তথা হইতে পৃথিবীতে ঐ পথে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যের এই উক্তিতে একটি সংশয় হয় যে, কর্ম্মাবলম্বী জীব স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিজ কর্ম্ম সমাপন করিয়া পুনরাবৃত্তি লাভ করে? অথবা ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত পুনরাবর্ত্তন করে? ছান্দোগ্যে পাওয়া যায় যে, 'যাবৎসম্পাতমুষিত্বা" অর্থাৎ ফলোন্মুখ কর্ম্ম যতদিন থাকে, ততদিন সেখানে বাস করিয়া ফিরিয়া আসে, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী বলেন—কর্ম্মফল পূর্ণভাবে ভোগের পর কর্ম্মহীন হইয়া ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ফলোন্মুখ কৃতকর্ম্ম ভোগের দ্বারা শেষ হইলে, অনুশয়বান্ অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ কর্ম্মের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহা লোকের বিভিন্ন ভাবে জন্মের ও কর্ম্মফলভোগের দ্বারা দৃষ্ট হয়, যাহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেও অবগত হওয়া যায়।

এ-বিষয়ে শ্রুতিতে পাই,—

'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা...যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা ॥' (ছাঃ ৫।১০।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥" (ভাঃ ১১।১০।২৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥" (গীঃ ৯।২১)

আরও পাই,—

'যাবৎ স্যাদ্‌গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥' (ভাঃ ১১।১০।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্ বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারা-

ধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরিগতোঽপি।" (ভাঃ ৫।১৪।৪১) অর্থাৎ এই প্রকারে প্রাণিগণ কর্ম্মবল্লীকে আশ্রয় পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করে এবং নরকরূপ আপদ হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হয় বটে, কিন্তু পুণ্য-ক্ষয় হইলে তাহাদিগকেও পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮) ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অবরোহে প্রকারবিশেষং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—কি প্রকারে জীব স্বর্গ হইতে অবরোহণ করে, তাহাই দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—যে প্রকারে চন্দ্রলোকে গমন হয়, তাহার বিপরীতভাবে সেইপথে পতন হয় ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চন্দ্রাদবরোহন্ননুশয়ী যথেতমবরোহত্যনেবঞ্চ। যথেতং যথাগতম্। অনেবং তদ্বিপর্য্যয়েণ। ধূমাকাশয়োরবরোহেঽপি সংকীর্ত্তনাদযথেতমিতি প্রতীয়তে। রাত্র্যাদ্যসংকীর্ত্তনাদভ্রাদ্যুপসংখ্যা-নাচ্চানেবং চেতি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকারী জীব কর্ম্মশেষ লইয়া যে প্রকারে গমন করিয়াছিল অর্থাৎ উঠিয়াছিল—যেমন ধূম ধরিয়া আকাশে, আকাশ ধরিয়া চন্দ্রলোকে গিয়াছিল; ইহার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ চন্দ্রলোক

হইতে আকাশে, তথা হইতে ধূমে, ধূম হইতে বৃষ্টি-সাহায্যে আগমন করে। আরোহণকার্য্যে ধূম ও আকাশের কথন থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যথা গমন হইয়াছিল। কিন্তু পতনশ্রুতিতে রাত্রি প্রভৃতির অনুল্লেখ এবং মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতির উল্লেখহেতু 'অনেবংবিধ' তাহার বিপরীত প্রকারে বুঝিতে হইবে ॥৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—যথেতমিতি। উপসংখ্যানাৎ সংগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—'যথেতম্' ইত্যাদি সূত্রে 'উপসংখ্যানাৎ' ইহার অর্থ উপলক্ষণ অর্থাৎ সংগ্রহহেতু ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কর্ম্মাবলম্বী জীব কি প্রকারে স্বর্গ হইতে অবরোহণ করে, তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, 'যথা ইতং' অর্থাৎ যে পথে স্বর্গে গমন করে, সেই পথে বিপরীতভাবে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে; 'অনেবং চ' অর্থাৎ কখন কখন অন্যথাও হইয়া থাকে। অবরোহণকালে ধূম ও আকাশের কথা উল্লিখিত থাকায় পূর্ব্বের ন্যায় উপলব্ধ হইলেও গমনে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় এবং প্রত্যাগমনে মেঘাদির উল্লেখ থাকায় বিপরীত প্রকারও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥" (গীঃ ৮।২৫) ॥৯॥

সূত্রম্—চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ॥১০॥

সূত্রার্থ—কর্ম্মাচরণ হইতে বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মাবশেষ হইতে নহে, এই যদি বল, তাহা নহে, যেহেতু কার্ষ্ণাজিনি ঋষি বলেন—'রমণীয়-চরণাঃ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তচরণ-শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষণ অর্থাৎ গ্রাহক ॥১০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু স্বর্গাৎ প্রচ্যুতোঽনুশয়াদ্‌যোনিং প্রাপ্নোতীতি ন যুজ্যতে। রমণীয়চরণা ইত্যাদিশ্রুত্যা চরণাৎ তদাপত্ত্যভিধানাৎ। ন চানুশয়চরণশব্দয়োরৈকার্থ্যম্। "যথাকারী যথাচারী

তথা ভবতি” ইতি বৃহদারণ্যকে তয়োর্ভিন্নার্থত্বোক্তেঃ। কর্ম্মশেষোঽনুশয়শ্চরণং ত্বাচার ইতি চেন্নায়ং দোষঃ। যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুতয়া শাস্ত্রার্থপ্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া জীব কর্ম্মাবশেষ বশতঃ বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা তো যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু ‘রমণীয়চরণাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা কর্ম্মাচরণ হইতে যোনি-প্রাপ্তির কথন হইয়াছে। আর অনুশয় ও চরণ-শব্দ একপর্য্যায়ও নহে, যেহেতু ‘যথাকারী যথাচারী ভবতি’ যেমন কাজ করে, যেমন আচরণকারী হয়, সেইরূপ জন্মলাভ করে, এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে চরণ ও অনুশয়ের পৃথক্ অর্থে উক্তি আছে; অতএব কর্ম্মশেষের নাম অনুশয় আর আচরণের নাম আচার—এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, ইহা দোষাবহ নহে। যেহেতু শ্রুতিতে যে চরণশব্দ শ্রুত হইয়াছে, ইহা অনুশয়েরও সংগ্রাহক অর্থাৎ বোধক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি মনে করেন। যুক্তি এই—কর্ম্মমাত্রই সমস্ত কার্য্যের হেতুরূপে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ—ইহাই ভাবার্থ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—চরণাদিতি। তদাপত্তীতি যোন্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। যথেতি। যথা কর্ম্ম করোতি যথাচারং করোতি তথা ভবতীত্যর্থঃ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—চরণাদিতি সূত্রে ‘তদাপত্ত্যভিধানাৎ’ তদাপত্তি অর্থাৎ যোনি লাভ হয় ইহা কথনহেতু। যথাকারী ইত্যাদি—যেমন কর্ম্ম করে, যেমন আচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জন্মলাভ করে॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্বর্গভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা পরবর্ত্তী জন্ম লাভ করিয়া থাকে। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যে উল্লিখিত আছে,—

‘তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ···চণ্ডালযোনিং বা।’ (ছাঃ ৫।১০।৭) অর্থাৎ যাহাদের উৎকৃষ্ট আচরণ, তাহারা ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, আর যাহাদের আচরণ নিন্দনীয়, তাহারা কুকুরাদি যোনি লাভ করে।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, স্বর্গভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, এ-কথা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ আচার-অনুসারেই দেহ ধারণ হয়, ভুক্তাবশেষ কর্ম্ম-অনুসারে নহে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যে 'চরণ'-শব্দ শ্রুত হয়, উহা অনুশয়েরও বোধক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি ঋষির অভিমত। সুতরাং কর্ম্মের শেষকে 'অনুশয়' এবং আচরণকে 'চরণ' বলিয়া একার্থক বুঝিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্ত তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥" (ভাঃ ৩।৩০।৩৪)

অর্থাৎ সেই নরকভোগের পর কুক্কুর-শৃগালাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ হয়, তখন আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে॥ ১০॥

সূত্রম্—আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ॥ ১১॥

সূত্রার্থ—আপত্তি এই, যদি বল, কর্ম্ম যদি সমস্ত বস্তু সিদ্ধির কারণ হয়, তবে আচার বিফল, আচার বিফল হইলে আচারের (সদাচারের) বিধানও ব্যর্থ, ইহাও বলিতে পার না, কারণ কর্ম্মও আচারকে অপেক্ষা করে॥ ১১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননু কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুত্বে বৈফল্যমাচারস্য ততশ্চ তদ্বিধির্ব্যর্থ ইতি চেন্ন। কুতঃ? কর্ম্মণোঽপ্যাচারসাপেক্ষত্বাৎ। ন হি সদাচারবিহীনঃ কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে। "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্য-মনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তথা চ সাচারস্য কর্ম্মণঃ ফল-হেতুত্বাৎ তয়া কর্ম্মোপলক্ষ্যতে। ইতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—যদি কর্ম্মই সমস্ত বিষয়সিদ্ধির কারণ হয় অর্থাৎ যাহা কিছু হয় সমস্ত কর্ম্মাধীন, তবে আচার কি জন্য ? আচার বিফল, তাহাতে আচারের বিধানও বিফল, এই কথাও বলিতে পার না, কি কারণে ? উত্তর—কর্ম্মও (যজ্ঞাদি) আচারসাপেক্ষ। দেখা যায়—সদাচারবিহীন ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী নহে। স্মৃতিও তাহা বলিতেছেন—'সন্ধ্যাহীনোঽশুচিরিত্যাদি' যে সন্ধ্যানুষ্ঠানহীন, সে সর্ব্বদাই অশুচি, সকল কর্ম্মে সে অনধিকারী ইত্যাদি অতএব আচার-সমন্বিত কর্ম্মের ফল-সিদ্ধির হেতুতানিবন্ধন 'রমণীয়চরণাঃ' এই শ্রুতিদ্বারা কর্ম্মেরও উপলক্ষণ জানিবে, ইহা কার্ষ্ণাজিনির মত ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আনর্থক্যমিতি। নম্বনুশয়োপলক্ষণার্থা চরণশ্রুতিরিতি ন সঙ্গচ্ছতে সদাচারদুরাচারাত্মকস্য কর্ম্মণ এব সদসদ্‌যোনিহেতুত্বসম্ভবাৎ অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণঃ তদ্ধেতুত্বে চরণস্য বৈয়র্থ্যাদিতি চেন্ন। ইষ্টাদিকর্ম্মণাং চরণাখ্যাচারনির্বর্ত্ত্যত্বেন চরণাপেক্ষত্বাৎ তত্র চরণস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তয়েতি চরণশ্রুত্যা ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—আনর্থক্যমিত্যাদি সূত্রে প্রশ্ন এই—চরণশ্রুতি অনুশয়ের সংগ্রাহক, এ-কথা সঙ্গত নহে ; কেননা, সদাচার ও নিন্দিতাচারস্বরূপ কর্ম্মই ভালমন্দ যোনি লাভের হেতু হইতে পারে, তথাপি অনুশয়াখ্য কর্ম্মকে সদসদ্‌ যোনি লাভের কারণ বলিলে সদাচারের বৈয়র্থ্য হয়, এই যদি বল, তাহাও ঠিক নহে। যেহেতু, ইষ্টাপূর্ত্তাদি আচরণ নামক সদাচার হইতে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অতএব কর্ম্ম সদাচারসাপেক্ষ ; সেজন্য সদাচারেরও সাফল্য আছে। 'তয়া—রমণীয়চরণাঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যদি বল, সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির হেতুরূপে কর্ম্মকে স্বীকার করিলে আচার অনর্থক এবং আচারের বিধিও নিষ্ফল,—না, তাহা বলিতে পার না, কারণ কর্ম্ম আচারের অধীন। সদাচার-বিবর্জ্জিত ব্যক্তি কোন শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মের অধিকারী হয় না। যেহেতু মনু-স্মৃতিতে পাওয়া যায়,—সন্ধ্যাবিহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা অশুচি সুতরাং সকল কর্ম্মেই অনধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান্ শুচিঃ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্ জপন্" (ভাঃ ১১।১৭।২৬)

অর্থাৎ শুচি, একাগ্রচিত্ত ও মৌনী হইয়া প্রাতঃ ও সায়ং দুই সন্ধ্যা জপ করিবে এবং অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণের পূজা করিবেন।

আরও পাই,—

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥
সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্।
সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥"
(ভাঃ ৭।১২।১-২)॥ ১১ ॥

সূত্রম্—সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ॥ ১২॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্ব মত নিরাসার্থ 'তু' শব্দ। শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট 'রমণীয়চরণাঃ' ইহাতে ধৃত চরণ-শব্দের অর্থ সুকৃত ও দুষ্কৃত (পুণ্য ও পাপ), ইহা বাদরি মুনি মনে করেন॥ ১২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ পূর্ব্বমতনিরাসায়। চরণশব্দেন সুকৃতদুষ্কৃতে এব বাচ্যে ইতি বাদরির্মন্যতে। পুণ্যং কর্ম্মাচরতীত্যাদৌ কর্ম্মণি চরতেঃ প্রয়োগাৎ। মুখ্যে সংভবতি লক্ষণা ন যুক্তা। চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্মেতি অনর্থান্তরম্। আচারোঽপি কর্ম্মবিশেষ এব। তথাপি ভেদোক্তিঃ কুরুপাণ্ডবন্যায়েন। ইদং স্বমতমিত্যেবশব্দঃ। তথা চ চরণশব্দেন কর্ম্মবিশেষোক্তেঃ সানুশয়োঽবরোহতীতি সিদ্ধম্॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বমত খণ্ডনের জন্য। শ্রুত্যুক্ত 'চরণ'-শব্দের অভিধেয় অর্থ পুণ্য ও পাপকার্য্য, ইহা বাদরি মনে

করেন। ইহার প্রমাণ—'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' ইত্যাদি বাক্যে আচরণ-শব্দ কর্ম্ম (ক্রিয়া) অর্থে প্রয়োগ আছে, মুখ্য-অর্থ সম্ভব হইলে তথায় লক্ষণা উচিত নহে। চরণ, অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম এক পর্য্যায়ভুক্ত। 'চরণস্ত্বাচারং' এই কথায় পূর্ব্বপক্ষী যে চরণকে আচার বলিয়াছেন, তাহাও কর্ম্ম-বিশেষই। তথাপি যে বিভিন্নরূপে উক্তি যেমন কর্ম্মাচরন্তি ইত্যাদি বাক্য তাহাও কুরু-পাণ্ডবন্যায়ে অর্থাৎ পাণ্ডবরা কুরুবংশীয়ত্ব-নিবন্ধন কুরু হইলেও ভেদোক্তি সামান্য-বিশেষভাবে সঙ্গত। ইহা সূত্রকারের স্বমত; ইহা সূত্রোক্ত 'এব' শব্দদ্বারা সূচিত হইল। সিদ্ধান্ত এই—চরণ-শব্দের দ্বারা কর্ম্মবিশেষ কথিত হওয়ায় ইষ্টাদি (যাগাদি) কর্ম্মকারিগণ চন্দ্রলোকে গেলে যখন তাহা হইতে পতন হয় তখন তাহারা কর্ম্মশেষ লইয়া অবরোহণ করে। ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বস্তুতঃ কর্ম্মচরণয়োর্ন ভেদ ইত্যাহ সুকৃতেতি। পুণ্যং কর্ম্মেতি। ইষ্টাদিকারিণি ধর্ম্মং চরত্যেষ মহাত্মেতি তয়োরভেদপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ। অনর্থান্তরমিতি। এক এবার্থ ইত্যর্থঃ। তথা চেতি। ইষ্টাদিকৃতাং চন্দ্রগতানাং তস্মাদবরোহতায়ামনুশয়োঽস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম ও চরণের কোন প্রভেদ নাই—ইহাই সুকৃত-দুষ্কৃত ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন। 'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' ইতি—ইষ্টাপূর্ত্তকারী ব্যক্তিতে 'ধর্ম্মং চরত্যেষ মহাত্মা' এই মহাত্মা ধর্ম্ম চরণ (আচরণ) করিতেছেন ইত্যাদিতে চরণ ও ধর্ম্মের অভেদরূপে উল্লেখ আছে, এই জন্য। 'অনর্থান্তরমিতি'—অর্থাৎ একই অর্থ। তথা চেতি—ইষ্টাপূর্ত্তকারিগণ মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে যাইবার পর তাহা হইতে পতনে কর্ম্মশেষ থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বাদরি মুনির মতে 'চরণ'-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বুঝাইয়া থাকে।

ভাষ্যকার বলেন, 'তু' শব্দটি এখানে পূর্ব্বমতের নিরাসার্থ। 'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' বলায় কর্ম্মেই চর-ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যেস্থলে মুখ্যার্থের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে লক্ষণা করা যুক্তিযুক্ত নহে। চরণ, অনুষ্ঠান ও

কর্ম্ম অর্থান্তর নহে। আচারও কর্ম্মবিশেষই। পাণ্ডবগণ কুরুবংশীয় হইলেও যেমন কুরু ও পাণ্ডব-শব্দ পৃথগ্‌ভাবে বলা হয়, এ-স্থলেও সেইরূপ বলা হইয়াছে। সূত্রকার 'এব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহা নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। চরণ-শব্দে কর্ম্মবিশেষের উল্লেখের দ্বারা অনুশয়বশে জীবের অবরোহণ সিদ্ধ হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥" (ভাঃ ৩।৩২।৩)

অর্থাৎ উহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা তাহার বুদ্ধি আক্রান্ত হয় এবং পিতৃপুরুষ ও দেবগণের উপাসনাব্রত ধারণ করিয়া থাকে; মৃত্যুর পর ঐ পুরুষ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সোমরস পান করে। কিন্তু পুনরায় সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয়।

আরও পাই,—

"যেন যাবান্ যথাঽধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ।
স এব তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥"
(ভাঃ ৬।১।৪৫) ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রং গত্বা সানুশয়াস্তস্মাদবরোহন্তীত্যুক্তম্। ইদানীমনিষ্টাদিকারিণাং পাপিনামারোহাবরোহৌ পরীক্ষ্যেতে। "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনা" ইতি ঈশাবাস্যে পঠ্যতে। অত্র পাপিনশ্চন্দ্রলোকং গচ্ছন্ত্যুত যমলোকমিতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্ম করে, তাহারা চন্দ্রলোকে গিয়া আবার অবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া তাহা হইতে ইহলোকে নামিয়া আসে। এক্ষণে যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্ম

না করে, সেই সকল পাপীদের আরোহণ ও অবরোহণের বিষয় পরীক্ষিত হইতেছে। ঈশোপনিষদে পঠিত হয় যে, 'অসূর্য্যা নাম তে লোকা...চাত্মহনো জনাঃ' শ্রীহরির উপাসনা-বিমুখ লোকই অসুর বলিয়া অভিহিত, তাহাদের গন্তব্য স্থানের নাম অসূর্য্য-লোক অর্থাৎ আসুর, ইহা অন্ধতামসে আচ্ছন্ন, যাহারা আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মবিদ্ নহে, তাহারা সেই সব লোকে মৃত্যুর পর গমন করিয়া থাকে। এই উক্তিতে সন্দেহ এই—পাপকারী ব্যক্তিরা চন্দ্রলোকে যায়? অথবা যমলোকে গমন করে? এইরূপ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষ-সম্মত সূত্র করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইষ্টাদিকৃত এব চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি এতদাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। পাপিনাং শুভেন যথা গতিরপি নেতি সিদ্ধান্তোক্তে-র্বৈরাগ্যদার্ঢ্যকরণাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ। ইষ্টাদিকৃতামন্যেষাঞ্চ চন্দ্রগত্যবিশেষাদি-ষ্টাদ্যনুষ্ঠানং ব্যর্থমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলম্, অনিষ্টাদিকৃতাং চন্দ্রগত্যভাবাৎ তদ্গ-তয়ে সার্থকং তদিতি সিদ্ধান্তে ফলং বোধ্যম্। অসূর্য্যা ইতি। অসুরা-ণামিমে অসূর্য্যা লোকাঃ স্থানানি ইদমর্থং যচ্ছান্দসম্ অসুরস্য স্বম্ ইতি সূত্রাৎ। শ্রীহরিবিমুখা হ্যসুরাঃ। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়" ইত্যাগ্নেয়বিষ্ণুধর্ম্মবচনাৎ। অন্ধেন তমসাবৃতা অজ্ঞানেন বৃতাঃ। প্রেত্য মৃত্বা। আত্মহনঃ আত্মাপহ্নবকর্ত্তারো বহির্ম্মুখা ইত্যর্থঃ। অত্রেতি। পাপিনঃ চন্দ্রং গত্বা ততো যমং গচ্ছন্ত্যুত যমমেবেত্যর্থঃ ইতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ——ইষ্টপূর্ত্তাদি-কারিগণই চন্দ্রলোকে যায়, আক্ষেপ পূর্ব্বক এই—সমাধান হওয়ায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। পাপীদিগের শুভকর্ম্ম দ্বারা গতির মত গতি হয় না, এই সিদ্ধান্ত-বাক্যের বৈরাগ্য-দৃঢ়তাসম্পাদকতা-হেতু এই পাদের সঙ্গতিও জ্ঞাতব্য। পূর্ব্বপক্ষবাদীদের মতে ইষ্টপূর্ত্তাদিকারী ও তদ্‌ভিন্ন ব্যক্তিদেরও যখন নির্ব্বিশেষে চন্দ্রে গতি হয়, তখন ইষ্টাদি অনুষ্ঠান ব্যর্থ। আর সিদ্ধান্ত-পক্ষীর মতে ইষ্টাদি না করিলে তাহাদের চন্দ্রলোকে গতি হয় না; সুতরাং তথায় গতির জন্য ইষ্টাদি কর্ত্তব্য এইটি সিদ্ধান্ত জ্ঞাতব্য। অসূর্য্যা ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—'অসুরাণাম্ ইমে লোকাঃ' যাহারা আসুরী

প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাদের মৃত্যুর পর এইগুলি গন্তব্য স্থান, এজন্য অসূর্য্য পদটি 'অসুরস্যস্বম্' এই সূত্রানুসারে বৈদিকনিয়মে অসুর-শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। যাহারা শ্রীহরিবিমুখ তাহাদিগকে অসুর বলা হয়। অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে কথিত আছে যে, 'দ্বৌ ভূতসর্গে ৗ লোকেঽস্মিন্... আসুরস্তদ্বিপর্য্যয় ইতি' ইহ জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে একটি দৈব, অপরটি আসুর-নামে অভিহিত। যিনি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ, তিনি দৈব, আর যে তাহা নহে, সে আসুর। 'অন্ধেন তমসাবৃতাঃ' অজ্ঞানাচ্ছন্ন। প্রেত্য—মৃত্যুর পর। আত্মহনঃ—আত্মার অপলাপকারী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরহিত বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিসম্পন্ন—ইহাই অর্থ। 'অত্র পাপিনঃ' ইত্যাদি পাপিগণ চন্দ্রলোকে গিয়া তাহার পর যমলোকে যায়? কিংবা সোজা-সুজি যমলোকে গমন করে? এই সংশয়—

অনিষ্টাদিকার্য্যধিকরণম্

সূত্রম্—অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্॥ ১৩॥

সূত্রার্থ—ইষ্টপূর্ত্তকারীদের মত যাহারা ইষ্টাদিকারী নহে সে সব ব্যক্তিদেরও চন্দ্রলোকে গমন হয়, ইহা শ্রুত আছে॥ ১৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইষ্টাদিকৃতামিবানিষ্টাদিকৃতামপি চন্দ্রে গমনং শ্রুতম্। "যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইতি কৌষীতক্যুপনিষদি সর্ব্বেষামবিশেষেণ গতিশ্রবণাৎ তেঽপি তং গচ্ছন্তীতি। এবং সত্যুক্তবাক্যং দুরাচারনিবৃত্তিপরতয়া নেয়ম্। নন্বু পুণ্যবতাং পাপিনাঞ্চ সমানং ফলম্। মৈবম্। পাপিনাং তত্র ভোগাভাবাৎ॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীরা বলেন,—ইষ্টপূর্ত্তাদি-সৎক্রিয়াকারীদের মত ইষ্টাদি-ক্রিয়ারহিতদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত আছে যথা 'যে বৈ

কে চ অস্মাল্লোকাৎ প্রযান্তি...গচ্ছন্তি' কৌষীতকী উপনিষদে বর্ণিত আছে, যে কোনও জীব এই মর্ত্ত্যভূমি হইতে চলিয়া যায়, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে। অতএব সকল প্রাণীরই নির্বিশেষে চন্দ্রলোকে গতি শ্রুত থাকায় অনিষ্টকারীরাও চন্দ্রে গমন করে। এইরূপ হইলে 'অসূর্য্যা নাম তে লোকা ইত্যাদি' দোষ-শ্রুতিপর বাক্যকে দুরাচার হইতে নিবৃত্তিবোধক-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বল, এই হইলে পুণ্যবান্ ও পাপীদের সমান ফলই হইল, এরূপ বলিতে পার না, যেহেতু পাপীদের চন্দ্রলোকে কোনও ভোগ হয় না ; ইহাই বিশেষত্ব ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনিষ্টাদীতি। সর্ব্বেষামিতি। মৃতমাত্রাণামিতি পূর্ব্ব-পক্ষেঽর্থঃ সিদ্ধান্তে তু যে ইষ্টাদিকৃতস্তেষাং সর্ব্বেষামিত্যর্থো বোধ্যঃ। তেঽপি তমিতি। তে পাপিনঃ চন্দ্রলোকমিতি। তত্র হেতুঃ পাপিনামিতি। পাপিনশ্চন্দ্রে গতিমাত্রং কৃত্বা ততোঽবরুহ্য নরকে নিপতন্তি নতু তত্র সুখং ভুঞ্জত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—অনিষ্টাদীত্যাদি সূত্রে 'সর্বেষামবিশেষেণ গতি শ্রবণাদিতি' ভাষ্যের পূর্ব্বপক্ষীদের মতে মৃত ব্যক্তিমাত্রের, কিন্তু সিদ্ধান্তীদের মতে 'সর্ব্বেষাম্' অর্থাৎ যাহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি সৎক্রিয়া করে, তাহাদেরই—এই অর্থ বোদ্ধব্য। তেঽপি তমিত্যাদি তেঽপি—সেই পাপীরাও, তম্—চন্দ্রলোকে। সে বিষয়ে হেতু এই—'পাপিনাং তত্র ভোগাভাবাৎ' অর্থাৎ পাপীরা চন্দ্রলোকে গমনমাত্র করিয়া তাহা হইতে নামে এবং নরকে নিপতিত হয়, চন্দ্রলোকে সুখ ভোগ করে না ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ইষ্ট, পূর্ত্ত, দানাদি-অনুষ্ঠানকারী জনগণের চন্দ্রলোকে গমন এবং তথায় পুণ্যফল ভোগান্তে ভোগাবশেষ কর্ম্ম লইয়া মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল পুণ্য কর্ম্মের অননুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদিগের কিরূপ গতি হয়, তাহাই বিচারিত হইতেছে।

ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়,—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা...গচ্ছন্তি

জনাঃ।" (ঈশ—৩) অর্থাৎ যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ-ত্যাগান্তে আসুরভাবপ্রাপ্ত লোকসকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই) প্রাপ্ত হয়।

আবার কৌষীতকী উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২) অর্থাৎ যাহারাই পৃথিবী হইতে গমন করে, সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।

এ-স্থলে একটি সংশয় হয় যে, পাপীলোকদিগের চন্দ্রলোকে গতি হয়? কিংবা সোজাসুজি যমলোকে গতি হয়? এইরূপ সংশয় নিরসনের জন্যই সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন যে, কৌষীতকী উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ইষ্টাদি-কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়াও সকলেই মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে যায়।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন, পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহ দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কারণ পাপী ও পুণ্যবানের সমান ফল প্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ পাপীদিগের চন্দ্রলোকে কোন ভোগের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ॥" (ভাঃ ৭।১৫।১৬)

অর্থাৎ সন্তুষ্ট, চেষ্টাশূন্য, আত্মারাম ব্যক্তি যে সুখ প্রাপ্ত হয়, বিষয়াদি-লোভে অর্থভোগ্য বস্তুর আশায় ইতস্ততঃ ধাবমান ব্যক্তির সে সুখ কোথায়? ॥ ১৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

সূত্রম্—সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতি-দর্শনাৎ ॥১৪॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বপক্ষীর মত ঠিক নহে, কারণ—ইষ্টকর্ম্মাদি-রহিত ব্যক্তিদিগের যমপুরে গমন হয় এবং তথায় যমদণ্ড ভোগের পর পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্ম হইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের আরোহণ ও অবরোহণ হইয়া থাকে; ইহাতে প্রমাণ কি? 'তদ্গতিদর্শনাৎ' যেহেতু শ্রুতিতে সেই গতি দেখা যাইতেছে, যথা—'ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্... আপদ্যতে মে" ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। ইতরেষাম-নিষ্টাদিকৃতাং সংযমনে যমপুরে গমনম্। তত্র যমদণ্ডমনুভূয় পুনরিহাগমনঞ্চ স্যাৎ। এবম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ। কুতঃ? তদিতি। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ-পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে" ॥ ইতি কঠবল্ল্যাং যমলোকতদ্দণ্ডপ্রাপ্তিশ্রবণা-দিত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের অভিপ্রায়ে। 'ইতরেষাম্' অর্থাৎ ইষ্টাদিকারিভিন্ন ব্যক্তিদের, সংযমনে—যমপুরে গমন হয়। তথায় যমদণ্ড ভোগ করিয়া পুনরায় ইহলোকে আগমন হয়। এই প্রকার তাহাদের আরোহণ ও অবরোহণ হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ কি? 'ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্' ইত্যাদি কঠোপনিষদের এক বল্লীতে বলা আছে। সাম্পরায় অর্থাৎ হরিলোক বিষ্ণুধাম, তাহা প্রাপ্তির উপায় সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি সাম্পরায় পদার্থ অজ্ঞব্যক্তির সম্ভব হয় না, কারণ সে মূঢ় এবং প্রমাদী অর্থাৎ বিষয়াসক্ত। শুধু তাহাই নহে, সে মনে করে, এই মনুষ্যলোকমাত্রই আছে, এতদ্ভিন্ন পরলোক বলিয়া কিছুই নাই; এ-জন্য সেই মূঢ় পুনঃপুনঃ আমার (যমের) বশবর্ত্তী হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে উহাদের যমলোকে গতি ও যমদণ্ড ভোগ হয় ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সংযমনে ইতি। নেতি। সম্পরায়ো হরিলোকস্তদুপায়ঃ সৎকর্ম্মজ্ঞানাদিঃ সাম্পরায়ঃ স বালমজ্ঞং প্রতি ন ভাতি। মূঢ়ং ছন্নদৃষ্টিম্। অতএব প্রমাদ্যন্তং বিষয়াসক্তম্। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু বিপরীতদর্শী চ স ইত্যাহ—অয়ং মন্তবনাধারভূতো লোকোঽস্তি ন তু পর ইতি মানী। অতস্তদনুগুণং পাপমাচরন্ পুনঃপুনরুৎপত্তিমৃত্যুযোগে যমস্য মে বশমাপদ্যত ইতি নচিকেতসং প্রত্যুক্তিঃ॥ ১৪॥

টীকানুবাদ—সংযমনে ইত্যাদি সূত্রে। 'ন সাম্পরায়ঃ ইত্যাদি'—হরিলোককে সম্পরায় বলে, তাহার প্রাপ্তির উপায় সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতিকে 'সাম্পরায়' বলা হয়। মূর্খের কাছে ঐ সাম্পরায় প্রকাশ পায় না, কারণ সে অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন দৃষ্টি, এ-জন্য বিষয়াসক্ত। কেবল ইহাই মাত্র নহে, কিন্তু সে বিপরীতজ্ঞানসম্পন্ন। সে মনে করে, এই মনুষ্যলোক যাহা আমার উৎপত্তির আশ্রয়, এতদ্‌ভিন্ন অন্য পরলোক বলিয়া কিছু নাই, এই অভিমানবশতঃ সে ইহলোকের অনুরূপ পাপ আচরণ করিয়া বারবার উৎপত্তি ও মৃত্যুলাভবশতঃ আমার অর্থাৎ যমের বশে আসে, এই কথা নচিকেতাকে যম বলিয়াছেন॥ ১৪॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষীয়। এক্ষণে সেই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস পূর্ব্বক সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ইষ্টাদি-কর্ম্মের অনমুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অর্থাৎ পাপীরা সংযমনী নামক যমপুরীতে গমন করিয়া তথায় দণ্ডভোগের পর পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে, এইরূপে পাপীব্যক্তিদিগের আরোহণ ও অবরোহণের উল্লেখ শ্রুতিতে দেখা যায়।

কঠ-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"

(কঠ ১।২।৬)

অর্থাৎ প্রমাদগ্রস্ত ও বিত্তমোহাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকপ্রাপ্তির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সাধন বা আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না। ঐ অবিবেকী

ব্যক্তিগণ কেবল এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ব্যতীত আর পরলোক নাই, এই প্রকার ধারণায় পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশীভূত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্॥
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ।" (৩।৩০।৩৩-৩৪) ॥১৪॥

সূত্রম্—স্মরন্তি চ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও মুনিগণ স্মরণ করিয়া থাকেন যে, পাপীদের যমলোকে গমন ও দণ্ডভোগ হয় ॥ ১৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ। পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্"॥ ইত্যাদৌ, "সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্" ইত্যাদিষু চ পাপিনাং যমবশ্যতাং মুনয়ঃ স্মরন্তীতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মৃত্যুর পর পাপী ব্যক্তিকে যমদূত অন্ধকারাবৃত অতি ক্লেশময় পথে লইয়া যাইতে থাকিলে সে পথে সেই সেই স্থানে পরিশ্রান্ত হইয়া পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়, আবার উঠে, এইরূপে যমালয়ে নীত হয়। ইত্যাদি বাক্যে এবং অন্যান্য বাক্যেও আছে—হে ভগবন্! ইহারা সকলে যমের অধীন হয়, অতএব পাপীরা যে যমের বশ্য হয়, ইহা মুনিরা মনে করেন ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মরন্তীতি। তত্র তত্রেত্যাদি দ্বয়ং শ্রীভাগবতে ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—স্মরন্তি চ এই সূত্রে 'তত্র তত্র পতন্' এবং 'সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি' ইত্যাদি বাক্য দুইটি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্মৃতিশাস্ত্রেও পাপীদিগের নরকগমনের কথা পাওয়া যায়; তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা॥" (ভাঃ ৩।৩০।২০)

অর্থাৎ যমদূতদ্বয় মৃত গৃহব্রত ব্যক্তিগণকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে আবৃত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং রাজ পুরুষেরা যেরূপ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৩০।২১-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৮)॥ ১৫॥

সূত্রম্—অপি সপ্ত॥ ১৬॥

সূত্রার্থ—রৌরবাদি সাতটি নরকও মহাভারতে শ্রুত হয়॥ ১৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নির্বৈতরণী তথা। কুম্ভীপাক ইতি প্রোক্তান্যনিত্যনরকাণি তু॥ তামিস্রশ্চান্ধতামিস্রো দ্বৌ নিত্যৌ সংপ্রকীর্ত্তিতৌ। ইতি সপ্ত প্রধানানি বলীয়স্তূত্তরোত্তরম্" ইতি ভারতে। পাপিনাং ফলভোগভূমিত্বেন সপ্ত নরকাণি স্মর্য্যন্তে। তানি তে যান্তীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ পঞ্চমান্তস্মৃতানি পরাণি গৃহ্যন্তে॥ ১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—রৌরব, মহারৌরব, বহ্নি, বৈতরণী ও কুম্ভীপাক এই

পাঁচটি নরক অনিত্য এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই দুইটি নিত্য নরক, এই সাতটি নরকের মধ্যে পর পর নরক অতীব দুঃখময়, এজন্য অতীব প্রবল। এই কথা মহাভারতে আছে। ইহার অর্থ পাপীদের পাপফল-ভোগের জন্য এই সাতটি নরকভূমি স্মৃত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা যায়। সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দের অর্থ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের শেষে বর্ণিত নরকগুলি জানিবে ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপীতি। অপিশব্দাদিতি। পঞ্চমস্কন্ধান্তেঽষ্টাবিংশতি-র্নরকা বর্ণ্যন্তে। তেষু পরাণি রৌরবাদিসপ্তকেতরাণি গ্রাহ্যাণীত্যর্থঃ ॥১৬॥

টীকানুবাদ—'অপি চ সপ্ত' এই সূত্রে অপিশব্দাদিত্যাদি ভাষ্যের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের শেষভাগে বর্ণিত আরও আঠাইশটি নরক জানিবে, তাহাদের মধ্যে রৌরবাদি সাতটি ভিন্ন একুইশটি নরক ধর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার সপ্তবিধ নরকের কথা উল্লেখ করিতেছেন।

রৌরব, মহারৌরব, বহ্নি, বৈতরণী ও কুম্ভীপাক—এই পাঁচটি অনিত্য এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামক দুইটি নিত্য নরকের কথা শ্রীমহাভারতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। অথ তাংস্তে রাজন্ নামরূপ-লক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামঃ। তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং শূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তশূর্মির্বজ্রকণ্টক-শাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবী-চিরয়ঃপানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকো-ঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ ॥"

(ভাঃ ৫।২৬।৭)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"তামিস্রাদয়ঃ একবিংশতির্নরকাঃ; মতান্তরেণ পূর্ব্বৈর্মিলিতানষ্টাবিংশতি-মাহ—কিঞ্চেতি।" ॥ ১৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নম্বেবমীশ্বরকর্ত্তৃকসর্ব্বনিয়মনোক্তিবাধস্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন এই—যদি যমাদি কর্ত্তৃক প্রাণীদের দণ্ড স্বীকার করা হয়, তবে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সকলের নিয়মন হয়, এই উক্তির বিরোধ হইল ; তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বিতি। এবং স্মরন্তীতি সূত্রোক্তে যমাদি-কর্ত্তৃকে প্রাণিদণ্ডে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নমু ইত্যাদি 'এবং' অর্থাৎ 'স্মরন্তি' এই সূত্র দ্বারা কথিত যমাদি কর্ত্তৃক প্রাণিদণ্ড স্বীকৃত হইলে —

সূত্রম্—তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—যম প্রভৃতি দণ্ড-বিধায়িগণেতেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মন ব্যাপার থাকায় কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চোঽবধারণে। তেষু যমাদিষু দণ্ডকর্ত্তৃষ্বীশ্বর-কর্ত্তৃকনিয়মনরূপাদ্ব্যাপারাত্তদুক্তেরবাধ ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরপ্রযুক্তাঃ খলু যমাদয়ঃ পাপিনো দণ্ডয়ন্তীতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি অবধারণ-(নিশ্চয়) অর্থে প্রযুক্ত। সেই যম প্রভৃতি দণ্ডদাতাদের মধ্যেও ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়মনরূপ ব্যাপার থাকায় 'স্মরন্তি' সূত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যমাদি কর্ত্তৃক দণ্ডোক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্ব-নিয়মনোক্তির কোনও বাধা নাই, এই অর্থ। যেহেতু পুরাণগুলিতে প্রসিদ্ধ আছে যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যমাদি দণ্ডদাতৃগণ পাপীদিগকে দণ্ড দিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তত্রাপীতি স্ফুটার্থম্ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—তত্রাপি ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্য সুস্পষ্ট ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যমই যদি সকল প্রাণীর দণ্ডবিধান-কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ামকত্ব শক্তির বাধা ঘটে ; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যমাদির দণ্ড-বিধান-ক্ষমতা ঈশ্বরের অধীনেই হইয়া থাকে। সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ামকত্বে কোন বাধা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্ব-পুরুষৈর্জন্তুষূপরতেষু, যথাকর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিতভগবচ্ছাসনঃ সগণো দণ্ডং ধারয়তি।" (ভাঃ ৫।২৬।৬)

অর্থাৎ ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যম সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর (তাঁহার দূতগণের দ্বারা) তাঁহার অধিকার মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে দোষেরই বিচার পূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন।

আরও পাই,—

"গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্ম্ম-নিবন্ধনম্।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ॥" (ভাঃ ১০।৪৫।৪৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যমরাজ! আপনি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নিজ কর্ম্ম-নিবন্ধন যমপুরে আনীত গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করুন॥ ১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ পাপিনামপি যমদণ্ডানন্তরং চন্দ্রা-রোহঃ স্যাৎ। "যে বৈ কে চাস্মাৎ" ইত্যাদৌ সর্ব্বশব্দাদিত্যাক্ষেপ-নিরাসায়াহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—তাহা হইলে পাপীদিগেরও যমদণ্ড-ভোগের পর চন্দ্রলোকে গমন হউক, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত 'যে বৈ কে চাস্মাল্লো-কাৎ প্রযান্তি' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সর্ব্ব-শব্দ হইতে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, এই আক্ষেপ নিরাসের জন্য বলিতেছেন—

সূত্রম্—বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—না, তাহা নহে, পাপীদের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু দেবযান-প্রাপ্তিতে জ্ঞান ও পিতৃযান-প্রাপ্তিতে কর্ম্ম কারণ, ইহাই প্রকরণে বলা হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাদাক্ষেপনিবৃত্তিঃ। নেত্যাকৃষ্যম্। পাপিনাং চন্দ্রাপ্তির্নৈবোপপদ্যতে। কুতঃ? দেবযানপিতৃযানয়োঃ প্রতিপত্তৌ বিদ্যাকর্ম্মণোরেব প্রকৃতত্বাৎ। ছান্দোগ্যে "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ" ইত্যাদিনা বিদ্যয়া দেবযানঃ পন্থাঃ প্রাপ্যঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। "অথ য ইমে গ্রামে" ইত্যাদিনা তু কর্ম্মণা পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রাপ্য ইতি। এবং সতি স সর্ব্বশব্দোঽধিকৃতাপেক্ষো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ হইতে ঐ আক্ষেপের নিরাস জানিবে। এখানে 'ন' এই পদটি পরসূত্র হইতে আকর্ষণীয়। তাহাতে সমুদায়ার্থ এই —পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন একেবারেই উপপন্ন হয় না। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু দেবযান ও পিতৃযান-গতিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মকে যথাক্রমে কারণ বলিয়া প্রক্রান্ত আছে। যথা—ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তদ্ য ইত্থং বিদুঃ' যাহারা এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়, তাহাদের দেবযানে গতি হয় ইত্যাদি বাক্যদ্বারা 'বিদ্যাবলে দেবযান-পন্থা প্রাপ্য হয়, ইহা কীর্ত্তিত হইতেছে, আবার—'অথ য ইমে গ্রামে' আর যাহারা গ্রামে গ্রামে পূর্ত্ত (জলাশয়) খনন করিয়া দেয়, ইত্যাদি দ্বারা পিতৃযান কর্ম্মীদের প্রাপ্য-পথ বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপ হইলে পূর্ব্ব-শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বশব্দটি সেই সেই অধিকারীদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত, সকলের পক্ষে নহে, ইহাই সঙ্গত ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিদ্যেতি। নেত্যাকৃষ্যমিতি। পরসূত্রাদিতি বোধ্যম্। স ইতি। যে বৈ কে চেতি বাক্যস্থ ইত্যর্থঃ। অধিকৃতাপেক্ষঃ যে চন্দ্রলোক-প্রাপকে কর্ম্মণ্যধিকৃতাস্তৎসর্ব্বাপেক্ষীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—'বিদ্যেতি সূত্রের' নেত্যাকৃষ্যমিত্যাদি ভাষ্যের অর্থ পর সূত্রে

কথিত 'ন' পদটি এই সূত্রে আকর্ষণীয়। 'স সর্ব্বশব্দোঽধিকৃতাপেক্ষ ইতি' সঃ—পূর্ব্বোক্ত 'যে বৈ কেচন' ইত্যাদি বাক্যস্থ এই অর্থ। অধিকৃতাপেক্ষঃ—অর্থাৎ যাহারা চন্দ্রলোক-প্রাপক কর্ম্মে নিরত, তাহারাই সর্ব্ব-শব্দের দ্বারা বোধ্য ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কৌষীতকী-উপনিষদে পাওয়া যায়,—"যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২) অর্থাৎ যে কেহ এই লোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে। এই কথায়—পাপিগণও যম-সদনে দণ্ডভোগের পর চন্দ্রলোকে যাইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা নিরসনকল্পে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,—না, পাপীদিগের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হইতে পারে না; কারণ বিদ্যা দ্বারা দেবযান এবং কর্ম্মের দ্বারা পিতৃযান-প্রাপ্তির কথা প্রকরণে উল্লিখিত আছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে···তৎ পুরুষো-ঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥ (ছাঃ ৫।১০।১-২)

"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে···তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।" (ছাঃ ৫।১০।৩-৫)

সেই ছান্দোগ্যে আরও পাওয়া যায়,—

"অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত ॥ (ছাঃ ৫।১০।৮)

অর্থাৎ যাহারা দেবযান বা পিতৃযান এই দুইটি পথের কোন পথেই গমন করে না, তাহারা নিত্য আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইটি তৃতীয় পথ। সুতরাং এ-জন্যই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না। অতএব সংসারগতি নিন্দনীয়।

"এই সূত্রের শ্রীরামানুজ ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—বিদ্যা ও কর্ম্মের বিভিন্ন ফলের নিমিত্ত দেবযান ও পিতৃযান পথে গমন করিতে হয়। দেবযান-পথের

সহিত বিদ্যার উল্লেখ এবং পিতৃযান-পথের সহিত কর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ…শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ॥" শ্লোকসমূহ আলোচ্য। (গীঃ ৮।২৪-২৬)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ॥"
(ভাঃ ৩।৩০।৩০)

"অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥"
(ভাঃ ৩।৩০।৩৪) ॥ ১৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু চন্দ্রগত্যভাবে পাপিনামিহ দেহোপলম্ভো ন স্যাৎ। তদ্ধেতোঃ পঞ্চমাহুতেরসম্ভবাৎ। তস্যাশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ। অতো দেহোপলম্ভায় সর্ব্বেষাং চন্দ্রগতিরাবশ্যকীতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—যদি পাপীদের চন্দ্রলোকে গতি না হয়, তবে তাহাদের মনুষ্য-জগতে দেহ-গ্রহণ হইবে না, কারণ দেহগ্রহণের হেতু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমী আহুতি তাহাদের হওয়া অসম্ভব, পঞ্চমী আহুতি চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, অতএব দেহলাভের জন্য মৃত সকল জীবেরই চন্দ্রগতি অবশ্যম্ভাবিনী এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

সূত্রম্—ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—তৃতীয় স্থানে দেহলাভের জন্য পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা নাই। কারণ কি? 'তথোপলব্ধেঃ' শ্রুতিতে সেই প্রকার প্রতীত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় তৎপূর্ব্বকপঞ্চমা-

হুত্যপেক্ষা নাস্তি। কুতঃ? তথেতি—শ্রুতৌ তথা প্রত্যয়াৎ। অয়-মর্থঃ। তত্রৈব “যথাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত” ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরে শ্রূয়তে। “অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদা-বৃত্তীনি ভূতানি জীবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্। তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত” ইতি। যানি ভূতান্যুক্তয়োঃ দেবযান-পিতৃযানয়োঃ পথোর্মধ্যে কতরেণ চ ন কেনাপি পথা ন গচ্ছন্তি তানীমানি ক্ষুদ্রাণি দংশমশককীটাদীন্যসকৃদাবৃত্তীনি জায়স্ব ম্রিয়-স্বেতি ভবন্তি। পুনঃপুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। এতত্তৃতীয়ং স্থানমিতি। দংশাদিদেহাঃ পাপকর্ম্মাণঃ কথ্যন্তে। স্থানত্বং স্থান-সম্বন্ধাৎ। তৃতীয়ত্বন্তু পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টব্রহ্মলোকদ্যুলোকাপেক্ষয়া। ততশ্চ যে বিদ্যয়া দেবযানে পথি নাধিকৃতা নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে তেষামেব ক্ষুদ্রজন্তূনাং দংশমশকাদ্যসকৃদাবৃত্তীনাং তৃতীয়ঃ পন্থাস্তে-নাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইতি তেষাং দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেণ তল্লোকাসংপূর্ত্যুক্তেস্তৃতীয়ে স্থানে দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতির্নাপে-ক্ষ্যেতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তৃতীয় স্থানে দেহ-লাভের জন্য চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা নাই, কি হেতু? তাহা বলিতেছেন—‘তথোপ-লব্ধেঃ’—যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। কথাটি এই —শ্বেতকেতুর প্রতি প্রবাহণ রাজা প্রশ্ন করিলেন, বহু মৃতলোকে চন্দ্র-লোক পূর্ণ হইয়া যায় না কেন? তাহা তুমি কি জান? এই প্রশ্নের উত্তরে অসমর্থ শ্বেতকেতুর পিতা গৌতমের প্রতি প্রবাহণ বলিলেন, দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের মধ্যে যে কোনও একটি পথে এই সব ক্ষুদ্র প্রাণী বার বার আসে না; তাহারা কেবল জন্মায়, মরে, বাঁচিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের তৃতীয় স্থান। সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। যে সকল প্রাণী উক্ত দেবযান ও পিতৃযান ইহাদের মধ্যে কোন পথেই গমন করে না, সেই এই ক্ষুদ্র প্রাণিগণ যেমন—ডাঁশ, মাছি, মশা, কীট প্রভৃতি ইহারা পুনঃপুনঃ আসে অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ করে; ইহাই তৃতীয়

স্থান। দংশমশকাদির দেহসকল পাপকর্ম্মের পরিণাম বলিয়া কথিত হয়। ঐ গতিকে তৃতীয়স্থান বলিবার হেতু—ঐ ভাবে স্থিতিনিবন্ধন তাহার নাম স্থান এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মলোক ও স্বর্গলোক ধরিয়া উহা তৃতীয় বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—যে সকল প্রাণী ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা দেবযান পথে যাইতে অধিকারী নহে এবং কর্ম্মদ্বারা পিতৃযান পথেও যাইতে অনধিকারী, সেই সব দংশমশকাদি ক্ষুদ্র জন্তু-দেহধারীদের অর্থাৎ বার-বার আগমনকারীদের তৃতীয় পন্থা উহাই, সেজন্য ঐ চন্দ্রলোক পরলোকগত জীব দ্বারা পূর্ণ হয় না; তাহার কারণ—তাহাদের স্বর্গলোকে আরোহণ বা তথা হইতে অবরোহণই হয় না, এই কারণে চন্দ্রলোকের অসম্পূর্ত্তি বলায় তৃতীয় স্থানে-স্থিত প্রাণীদের দেহ-ধারণের জন্য পঞ্চমী আহুতি অপেক্ষিত নহে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। যথাসাবিতি। শ্বেতকেতুং প্রতি প্রবাহণস্য প্রশ্নঃ। বহুভির্ম্ৃতৈর্জনৈশ্চন্দ্রলোকঃ কথং ন সম্পূর্য্যতে তৎ ত্বং বেত্থেতি তস্যার্থঃ। অথৈতয়োরিতি তৎপিতরং গৌতমং প্রতি প্রবাহণস্যোত্তরম্। অস্যার্থঃ। এতয়োঃ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথোর্মার্গসাধনয়োঃ কতরেণ চনান্য-তরেণ বিদ্যয়া কর্ম্মণা বা যেঽন্যতরস্মিন্ পথি নাধিকৃতাস্তেষাং পাপিনাং ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবৃত্তিজন্মমরণবাহুল্যযুক্তস্তৃতীয়ঃ পন্থা ইতি ন তেষাং চন্দ্র-প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। জায়স্বেতি ম্রিয়স্বেতিভবন্তি পুনঃপুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। সমুচ্চয়েঽন্যতরস্যামিতি সূত্রাৎ লোট্। তত্র হি সামান্যার্থস্য ধাতোরনু প্রয়োগঃ। সংসরন্তীতি তস্যার্থঃ। ভাষ্যে পুনঃপুনরিত্যুক্তিস্তু প্রতিদেহাপেক্ষয়েতি বোধ্যম্। তৃতীয়ং স্থানমিতি। মার্গদ্বয়োপক্রমাৎ তৃতীয়মার্গ ইত্যেকে। কিঞ্চ ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবিতি বাক্যং তস্যাং সত্যামপাং পুরুষাকার-তাং প্রতিপাদয়তি ন পঞ্চম্যামাহুতৌ তাং প্রতিষেধতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। তথা চন্দ্রং গতানামেবাহুতিসংখ্যানিয়মোঽন্যেষাং তু বিনৈব তমদ্ভিরেব দেহারম্ভ ইতি ন নিয়মস্তাদরঃ ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'ন' তৃতীয়ে ইত্যাদি সূত্রের 'যথাসৌ' ইত্যাদি ভাষ্য। শ্বেতকেতুর প্রতি নৃপতি প্রবাহণ প্রশ্ন করিলেন, বল দেখি, চন্দ্রলোকগত বহু

মৃত প্রাণী দ্বারা চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না কেন? তাহা তুমি কি জান? ইহাই যথাসৌ ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ। অথৈতয়োরিত্যাদি—পরে শ্বেতকেতুর পিতা গৌতমের প্রতি প্রবাহণের উত্তর। ইহার অর্থ—দেবযান ও পিতৃযানের সাধনীভূত উপায় ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্ম, তাহাদের মধ্যে কোনটি অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা যাহারা ঐ দুই পথের একটিতেও অধিকারী নহে, সেই সকল প্রাণীদের বারবার জন্ম ও মৃত্যুযুক্ত ক্ষুদ্র জন্তু-স্বরূপ তৃতীয় পথ, এইজন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। 'জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে' ইহার পরিবর্ত্তে 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' এই প্রয়োগ হইবার হেতু পাণিনীয় সূত্র 'সমুচ্চয়েঽন্যতরস্যাম্' ক্রিয়া সমভিহার অর্থাৎ পৌনঃপুন্য ও অতিশয় বুঝাইলে ধাতুমাত্রের বিকল্পে সকল পুরুষে সকল কালে সকল বচনে লোটের মধ্যম পুরুষের একবচন হয়; যেমন মাঘ কবির প্রয়োগ—'পুরীমবস্কন্দ লুনীহি-নন্দনং মুষাণ রত্নানি হরামরাঙ্গণাঃ' ইত্যাদি। এই লোট্ প্রয়োগে সামান্যার্থ-বাচী ধাতুর (যেমন এখানে ভূ ধাতুর) অনুপ্রয়োগ হয়। সুতরাং 'ভবন্তি' ইহার অর্থ—সংসরন্তি(আসা যাওয়া করে) ভাষ্যে 'পুনঃপুনঃ' এই উক্তির হেতু প্রতি দেহকে উদ্দেশ করিয়া, ইহা জানিবে। তৃতীয়ং স্থানমিতি কেহ বলেন—দুইটি পথের ব্যতিরিক্ত তৃতীয় পথ। কিঞ্চেত্যাদি বাক্যোক্ত 'পঞ্চম্যামাহুতৌ'—এই বাক্যটির তাৎপর্য্য—পঞ্চমী আহুতি হইলে জল পুরুষাকার পাওয়াইয়া দেয়। নতুবা পঞ্চমী আহুতি না হইলে পুরুষাকারতার প্রতিষেধ করিতেছে না, ইহা হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। সেই প্রকার চন্দ্রলোকে যাহারা যায়, তাহাদেরই আহুতি সংখ্যার ব্যবস্থা, অপরের পক্ষে চন্দ্রলোকে গমন ব্যতীতই জলদ্বারা দেহোৎপত্তি অতএব উক্ত নিয়মের কোন অপেক্ষা নাই॥ ১৯॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি আশঙ্কা করেন যে, পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গতি আবশ্যক; কারণ তথায় গমনপূর্ব্বক পঞ্চমী আহুতি প্রাপ্ত হইলে সকলের দেহ গ্রহণ হইয়া থাকে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তৃতীয় স্থানে দেহলাভের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক পঞ্চমাহুতির আবশ্যকতা নাই; শ্রুতিতে এইরূপই উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ বুঝিতে পারা যায়।

ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে যে, "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ" (ছাঃ ৫।১০।৮)

যাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই গমন করে না, তাহারা নিত্য আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রবাহণ রাজা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—চন্দ্রলোকগত বহু মৃত ব্যক্তি দ্বারা চন্দ্রলোক পূর্ণ হইয়া যায় না কেন? তদুত্তরে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, দেবযান ও পিতৃযান—এই উভয় পথের কোন পথেই দংশমশকাদি দেহধারী ক্ষুদ্র প্রাণিগণের গতি হয় না, তাহারা পুনঃপুনঃ এখানেই জন্মে, মরে ও বাঁচে। এই স্থানকেই তৃতীয় স্থান বলা হয়। দংশমশকাদি-জন্ম পাপেরই ফল। উহা এই তৃতীয় স্থানে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দেহারম্ভের জন্য সকল মৃতেরই চন্দ্রলোকে গমন ও তথায় পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্ বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ॥" (ভাঃ-৪।২৯।২৯)

অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃতা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী; কখনও বা নপুংসক, কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও বা তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে; কর্ম্ম ও গুণানুসারেই জন্ম হইয়া থাকে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে পাই,—

"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্।
উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্॥"

(ভাঃ ৪।২৯।৩০-৩১)॥ ১৯॥

সূত্রম্—স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়—পুণ্যকর্ম্মকারী দ্রোণাচার্য্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিরও আহুতিসংখ্যা অপেক্ষা না করিয়াই দেহোৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—লোকে পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নাদীনামাহুতিসংখ্যানপেক্ষো দেহারম্ভঃ স্মর্য্যতে। অপি চেতি কিঞ্চিদন্যদুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—লৌকিক বৃত্তান্তেও দেখা যাইতেছে—পুণ্যকর্ম্মকারী দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিরও পঞ্চমীআহুতি-ক্রমে জল হইতে অন্নোৎপত্তি, তাহা হইতে স্ত্রী-পুরুষ-সাধ্য দেহারম্ভ না হইয়া যজ্ঞ বেদীতেই দেহোৎপত্তি হইল। সূত্রোক্ত 'অপিচ' এই পদদ্বয়ের অর্থ আরও কিছু বলা হইতেছে ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্মর্য্যতে ইতি। লোকে ইতি। আহুতিসংখ্যানপেক্ষ ইত্যর্থঃ। দ্রোণাদীনামেকা যোষিদাহুতির্নাস্তি। ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাং পুরুষাহুতিশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—'স্মর্য্যতে' এই সূত্রের 'লোকে' ইত্যাদি ভাষ্য—আহুতি-পঞ্চমসংখ্যা পূর্ণ না হইয়াই দেহোৎপত্তি হইয়াছিল যথা—দ্রোণাদির যোষিদগ্নি-ব্যতীতই পুরুষের শুক্রাহুতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিরও পুরুষাহুতি-ব্যতীত কেবল স্ত্রী শোণিতে উৎপত্তি ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পাঁচটি আহুতির পর মনুষ্যদেহ প্রাপ্তির কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু পাঁচটি আহুতি না হইলে যে মনুষ্য দেহ হইতে পারে না, তাহা বলা হয় নাই। বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, স্মৃতিতেও এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

এই সংসারে পুণ্যকর্ম্মকারী দ্রোণাচার্য্য, ধৃষ্টদ্যুম্নাদিরও দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা করিতে হয় নাই। যেমন দ্রোণের জন্মের

পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে শুক্রআহুতি হয় নাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতিরও জন্মের পূর্ব্বে স্ত্রী এবং পুরুষরূপ দুইটি অগ্নিতে আহুতি হয় নাই। অতএব সকল ক্ষেত্রে পাঁচটি আহুতির প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাঃ পাঞ্চালকা ইমে॥" (ভাঃ ৯।২২।৩)

কৌশিকঃ কুশাৎ জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। (বজ্রসূচিকোপনিষদ্)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে॥" (ভাঃ ৩।১২।২৭) ॥২০॥

সূত্রম্—দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—শুধু ইহাই নহে, সেই সকল প্রাণীদের তিনটি মাত্র বীজ দেখিতেও পাওয়া যায় ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" ইতি। তত্রৈব বিনৈবাহুতিসংখ্যামুদ্ভিজ্জস্বেদজয়োর্ভূতয়োর্জন্মশ্রবণাচ্চ তদনপেক্ষোঽপি সঃ। তথা চ যেষাং চন্দ্রারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষামেব তস্যাং সত্যাং তদারম্ভোঽন্যেষাং তু বিনৈব তামদ্ভিরেব স স্যাৎ প্রতিষেধকাভাবাদিতি॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই এই প্রাণিবর্গের তিনটিই বীজ হইয়া থাকে, যথা—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। তাহাদের মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রাণীদের আহুতিসংখ্যাব্যতিরেকেই জন্ম শ্রুত হইতেছে; অতএব আহুতি-সংখ্যা অপেক্ষা না করিয়াও দেহারম্ভ হইয়া থাকে। আর এক কথা, যাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ সম্ভব হয়, তাহাদেরই পক্ষে পঞ্চমী আহুতি হইলে দেহোৎপত্তি হয় কিন্তু অন্য প্রাণীদের পক্ষে পঞ্চমী আহুতি ব্যতীতই দেহারম্ভ হইবে। যেহেতু এ-বিষয়ে প্রতিষেধক কোনও প্রমাণ নাই ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শনাদিতি। তেষামিতি। জীবজং জরায়ুজং জ্ঞেয়ম্। জরায়ুজং মনুষ্যাদি। অণ্ডজং পক্ষিসর্পাদি। স্বেদজং যূকাদি। উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদি। অন্ত্যয়োঃ স্ত্রীপুরুষসংযোগং বিনৈব উৎপত্তিদর্শনাৎ নাদরণীয়স্তন্নিয়মঃ। বিনৈবেতি। তৎসংখ্যাদরনৈরপেক্ষ্যেণেত্যর্থঃ। তদিতি। আহুতিসংখ্যানিয়মনিরপেক্ষঃ সঃ দেহারম্ভ ইত্যর্থঃ। তথা চ যেষামিতি। পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচস ইতি নৃদেহহেতুতয়াহুতিসংখ্যা নিগদ্যতে ন তু দংশাদিদেহহেতুতয়া পুরুষশব্দস্য নৃজাতিবাচিত্বাদিতি বোধ্যম্। কিন্তু পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বং কীর্ত্ত্যতে। ন পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসাং সত্ত্বং নিষিধ্যতে। বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাপত্তেরিত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তমেব সুষ্ঠু ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—'দর্শনাচ্চ' এই সূত্রে 'তেষাং খল্বেষাং' ইত্যাদি ভাষ্য। জীবজ বীজ জরায়ুজকে জানিবে। মনুষ্য প্রভৃতি দেহ জরায়ুজ। পক্ষী' সর্প প্রভৃতি অণ্ডজ। যূক (উকুন, ছারপোকা প্রভৃতি) স্বেদজ। বৃক্ষলতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই দুই প্রাণীর স্ত্রীপুরুষসংযোগ ব্যতিরেকেই উৎপত্তি হয়, দেখা যাইতেছে। অতএব আহুতি-নিয়ম আদরণীয় নহে। 'বিনৈবাহুতিসংখ্যামিতি'—সেই আহুতি-সংখ্যার অবশ্য গ্রহণীয়তা না মানিয়াই—এই অর্থ। 'তদনপেক্ষোঽপি সঃ' আহুতি-সংখ্যানিরপেক্ষ সেই দেহারম্ভ—এই অর্থ। 'তথাচ যেষাং চন্দ্রারোহাবরোহৌ' ইতি পঞ্চমী আহুতি (যোষিদগ্নিতে পুরুষ-শুক্রাহুতি) সম্পন্ন হইলে জল (শুক্রশোণিত) পুরুষবচস অর্থাৎ পুরুষাভিধেয় হয়; ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল, আহুতি-সংখ্যা কেবল মনুষ্যদেহারম্ভেরই হেতু। অতএব তথায় আহুতি-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট, নতুবা দংশমশকাদি দেহের কারণরূপে নহে, যেহেতু পুরুষবচস এই পদের পুরুষ শব্দটি মনুষ্যজাতির বাচক জ্ঞাতব্য। আর এক কথা, পঞ্চমী আহুতিতে জলের পুরুষবাচিত্ব বলা হইতেছে। তদ্‌ভিন্ন পঞ্চমী আহুতিতে জলের সত্তা নিষিদ্ধ হইতেছে না। তাহা করিলে বাক্যের দ্ব্যর্থতা অর্থাৎ বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। অতএব আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাই সমীচীন ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিগণের স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ব্যতীতই জন্ম দৃষ্ট হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি॥" (ছাঃ ৬।৩।১)

মূল কথা,—যাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও অবরোহণ করিতে হয়, তাহাদিগেরই পঞ্চমাহুতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যের পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকে শুদ্ধ জল-যোগে দেহলাভ ঘটে। শ্রুতিতে ইহার নিষেধ দৃষ্ট হয় না সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কথাই স্বীকার্য্য।

"প্রজাপতীন্ মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধ্রাহসুরগুহ্যকান্॥

দ্বিবিধাশ্চতুর্ব্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ॥"
(ভাঃ ২।১০।৩৭-৩৯)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"দ্বিবিধা স্থাবর-জঙ্গমরূপেণ, চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপেণ। ত্রিবিধাশ্চ জলস্থলনভৌকোরূপেণ, যেঽন্যে তানপি ধত্তে ইতি।" ॥২১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু স্বেদজো ন শ্রূয়তে ত্রীণ্যেবেতি বচনাদিতি চেত্তত্র সমাদধাতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—'ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি' এই শ্রুতিতে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ—এই তিন প্রকার বীজই শ্রুত হইতেছে, তথায় স্বেদজ বীজের তো উল্লেখ নাই ; এই যদি বল, তাহার সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—'উদ্ভিজ্জ' এই তৃতীয়-শব্দ দ্বারা সংশোক-জাত প্রাণীর অর্থাৎ স্বেদজেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—উদ্ভিজ্জমিতি তৃতীয়শব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপ্যবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ। উভয়োরপি ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভ-

বত্বস্য সাম্যাৎ। লোকে ভেদোক্তিস্তু জঙ্গমত্বাত্ত্ববান্তরভেদমাদায়। তস্মাদনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্নাস্তীতি সিদ্ধম্॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ—উদ্ভিজ্জ—এই তৃতীয়-শব্দ দ্বারা সংশোকজাত অর্থাৎ স্বেদজ প্রাণীরও সংগ্রহ করা হইল। কেননা, উদ্ভিজ্জ প্রাণী ও স্বেদজ প্রাণী উভয়ই ভূমি ও জলের উদ্ভেদ হইতে জন্মায় সুতরাং উভয়ের তুল্যতা আছে। তবে যে লৌকিক ব্যবহারে পৃথগ্‌ভাবে উভয়ের উল্লেখ হয়, তাহার কারণ বৃক্ষ-গুল্মাদি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উদ্গত হয় ও স্থাবর, এ-জন্য তাহারা উদ্ভিজ্জ নামে প্রসিদ্ধ, আর যূক প্রভৃতি প্রাণিগণ গতিশীল, এই স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্বরূপ অবান্তরভেদবশতঃ উভয়ের পৃথগ্‌রূপে ব্যবহার। অতএব এতাবতা প্রবন্ধেন সিদ্ধান্ত এই—ইষ্টাদি কর্ম্মকারী ব্যতীত প্রাণীদের চন্দ্রলোকে গমন হয় না॥ ২২॥

সূক্ষ্মা টীকা—উক্তশ্রুতৌ ভূতানাং চাতুর্ব্বিধ্যং সাধয়িতুমুপক্রমতে তৃতীয়েতি। ঐতরেয়কে তত্র স্ফুটং তদুক্তং বোধ্যম্। উভয়োরপীতি। বৃক্ষাদিকং ভূমিমুদ্ভিদ্য জায়তে যূকাদিকন্তু জলমুদ্ভিদ্যেতি দ্বয়োরবয়বার্থে বিশেষাভাবাৎ তেন স ইত্যর্থঃ। তেন চাতুর্ব্বিধ্যসিদ্ধিঃ। স্থাবরজঙ্গমত্বাভ্যাং ভেদস্য দুর্ব্বারত্বাৎ॥ ২২॥

টীকানুবাদ—"ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি' এই শ্রুতিতে উক্ত বীজের ত্রিত্বসংখ্যাকে চারি প্রকারে পরিণত করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন— তৃতীয়েত্যাদি সূত্রদ্বারা। ঐতরেয়ক-উপনিষদে বীজ-প্রকরণে স্পষ্টভাবেই চতুর্ব্বিধত্ব বর্ণিত হইয়াছে জানিবে। 'উভয়োরপি' ইত্যাদি বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি ভূমি ভেদ করিয়া জন্মায়, আর যূক, মৎকুণ (ছারপোকা), বৃশ্চিকাদি প্রাণী জল উদ্ভেদ করিয়া জন্মে, তবে ঐ দ্বিবিধ প্রাণীর 'উদ্ভিজ্জ' শব্দের অবয়ব উদ্‌শব্দের অর্থগত বিশেষত্বের অভাববশতঃ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জস্বরূপ—এই অর্থ। 'তেন চাতুর্ব্বিধ্যসিদ্ধিরিতি' যেহেতু স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্ব—এই দুই অবান্তর ভেদের দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইবেই॥ ২২॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে ত্রিবিধ

বীজের উল্লেখ আছে, স্বেদজের কথা শুনা যায় না। তাহার সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তৃতীয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ-শব্দের দ্বারা সংশোকজাত প্রাণী অর্থাৎ স্বেদজের উল্লেখও জানিতে হইবে।

ভাষ্যকার বলেন,—স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—উভয়ই জল ও ভূমি হইতে জন্মায় বলিয়া উভয়ের সাম্য আছে। লৌকিক ব্যবহারে প্রভেদের তাৎপর্য্য এই যে, একটি স্থাবর এবং অন্যটি জঙ্গম। মূলকথা—ইষ্টাদি-কর্ম্মকারী ভিন্ন প্রাণীর চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তির্য্যঙ্মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্।
বদ নঃ সর্গসংবূ্যহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্॥" (ভাঃ ৩।৭।২৭)

অর্থাৎ পশু, দেবতা, মনুষ্য, সরীসৃপ, পক্ষী এবং জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ—এ-সকলের সৃষ্টি-বিভাগ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ॥ ২২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইষ্টাদিকৃতঃ সূক্ষ্মভূতযুক্তাঃ সানুশয়াশ্চাবরোহন্তীতি দর্শিতম্। তৎপ্রকারস্তু "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" ইতি। যথেতমনেবঞ্চোক্তস্তত্রৈব। ইহাবরোহতায়ামাকাশাদিভাবঃ প্রতীয়তে। স কিং তাদাত্ম্যাপত্তিরুত সাদৃশ্যাপত্তিরিতি বিষয়ে সাদৃশ্যাপত্তিপক্ষে লক্ষণাপ্রসঙ্গাত্তাদাত্ম্যাপত্তিরেবাসাবিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইষ্টাদিকারী কর্ম্মিগণ সূক্ষ্ম আকাশাদিভূত লইয়া ও ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম-সমভিব্যাহারে চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করে, ইহা ইতঃপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রকার কিরূপ? তাহা বলিতেছেন—'অথৈতমেবাধ্বানং···মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতীতি' ভোক্তব্য কর্ম্ম-সমাপ্তির পর যেমনভাবে আকাশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, অবরোহণ-কালে তাহার বিপরীতভাবে যথা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয় পরে আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূমে পরিণত হয়, ধূম পরিণতির পর অভ্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম জলভরা মেঘ হয়, তাদৃশ মেঘ হইবার পর

জল-বর্ষণকারী নিবিড় মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। 'অনেবম্' ইহারই উপলক্ষণ 'যথেতম্' ইত্যাদি বাক্যটি ইহা সেই স্থলেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে সংশয় হইতেছে,—এই অবরোহণ-ব্যাপারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূমরূপতা যে প্রতীত হইতেছে, ইহা কি আকাশাদিস্বরূপ-প্রাপ্তি? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, অতএব স্বরূপপ্রাপ্তিই স্বীকার্য্য; এই পূর্ব্বপক্ষীয় মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রৈতৎ তৃতীয়ং স্থানমিত্যত্র স্থান-শব্দেন স্থানী দংশাদিদেহঃ প্রাণিনিকরো লক্ষিতঃ। স্থানদ্বয়োপক্রমাৎ তেন তৃতীয়মার্গো বা লক্ষিতঃ। ইমৌ দ্বৌ বিপ্রাবিত্যুপক্রম্যায়ং তৃতীয় ইত্যত্রো-পক্রান্তসজাতীয়স্তৃতীয়ো দৃষ্টঃ। ইহ ত্বাকাশাদিশব্দানামবরোহতায়ামাকাশা-দিসাদৃশ্যে লক্ষণা মাস্ত শ্রুতিমুখ্যার্থব্যাহতিপ্রসঙ্গাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গ-ত্যারভ্যতে ইষ্টাদিকৃত ইত্যাদিনা। পূর্ব্বপক্ষে মুখ্যার্থসিদ্ধিঃ সিদ্ধান্তে তু গৌণার্থত্বং ফলমিতি বোধ্যম্। অথৈতমিতি। অথ ভোক্তব্যকর্ম্মসমাপ্ত্যন-ন্তরম্। অধ্বানমাহ যথেতমিতি। অনেবমিত্যস্যোপলক্ষণমেতৎ। যাঃ খলু আপশ্চন্দ্রলোকে দেহমারেভিরে তাস্তৎকর্ম্মসমাপ্তাবাকাশমাগত্য তৎসমা যদা ভবন্তি তদা তাভির্য্যুক্তোঽনুশয্যাকাশসমো ভবতীত্যাহাকাশমিতি। এবমগ্রে-ঽপি যোজ্যম্। বায়ুর্ভূত্বা বায়ুসমো ভূত্বেত্যাদি। ধূমো মেঘোপাদানম্। অভ্রমম্বুভৃৎ সূক্ষ্মঃ। মেঘোঽম্বুমুঙ্ নিবিড়ঃ। স আকাশাদিভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে 'এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্' ইহা তৃতীয় স্থান—এই উক্তিতে যে স্থান-শব্দটি আছে, তাহা স্থানী অর্থাৎ স্থানাশ্রয়ী দংশমশকাদি দেহধারী প্রাণিসমূহ লক্ষিত। অথবা উপক্রমে দেবযান ও পিতৃযান—এই দুইটি পথের উল্লেখ থাকায় এই তৃতীয় স্থান-শব্দটি তৃতীয় পথকে লক্ষণা দ্বারা বুঝাইল। যেমন 'এই দুইটি ব্রাহ্মণ'—এই কথা বলিবার পর, 'অয়ং তৃতীয়ঃ' ইনি তৃতীয় ব্যক্তি এই উক্তিতে বুঝায় যে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের-সজাতীয় এই তৃতীয়, এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছে। এই অবরোহণ-প্রকরণোক্ত আকাশাদি-শব্দ যদি আকাশাদি সদৃশ পদার্থকে বলা হয়,

তবে লক্ষণা হইয়া পড়ে; অতএব তাহা না হউক, কেননা তাহা হইলে শ্রুতির মুখ্যার্থের ভঙ্গ হয়, অতএব প্রত্যুদাহরণ-(বিপরীত উদাহরণ) রূপ সঙ্গতি ধরিয়া সূত্রারম্ভ হইতেছে—'ইষ্টাদিকৃতঃ' ইত্যাদি দ্বারা। পূর্ব্ব-পক্ষীর মতে অর্থাৎ তদ্রূপতা অর্থ-স্বীকারে শ্রুতির মুখ্যার্থতা বজায় থাকে, ইহাই ফল। সিদ্ধান্তীর পক্ষে গৌণার্থতা—এই ফল। 'অথৈতম্' ইত্যাদি ভাষ্য, তাহার অর্থ এইরূপ—অথ—ভোক্তব্য কর্ম্মক্ষয়ের পর। 'যথেতম্' ইত্যাদি দ্বারা অবরোহণ পথ বলিতেছেন। পূর্ব্বে যে 'অনেবম্' কথাটি বলা হইয়াছে, শুধু উহাই নহে, 'আকাশাদ্বায়ুং' ইত্যাদিও বক্তব্য। যে জল চন্দ্রলোকে গত জীবের দেহ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জল সেই দেহারম্ভক কর্ম্মক্ষয়ের পর আকাশে নামিয়া যখন আকাশতুল্য হয়, তখন সেই জলযুক্ত জীব অবশিষ্ট কর্ম্মবশে আকাশসম হয়, ইহাই 'আকাশ-মিত্যাদি' দ্বারা বলিতেছেন। এইরূপ 'বায়ুর্ভবতি' ইত্যাদি বাক্যেও যোজনীয়। বায়ুর্ভূত্বা—ইহার অর্থ বায়ুসম হইয়া। ধূমো ভবতি এখানে ধূমশব্দের অর্থ মেঘের উপাদান ধূম। অভ্র ও মেঘ এই দুই শব্দের অর্থগত পার্থক্য এই যে, সূক্ষ্ম জলপূর্ণ মেঘ অভ্র-শব্দবাচ্য, জলবর্ষণকারী নিবিড় মেঘ। সঃ—সেই আকাশাদি সাদৃশ্যে পরিণাম—

তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্

সূত্রম্—তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—সেই আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তিই মনে করা উচিত, কারণ তাহাই যুক্তিযুক্ত হয় ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তৎসাদৃশ্যাপত্তিরূপঃ স মন্তব্যঃ। কুতঃ? উপপত্তেঃ। চন্দ্রলোকে যদম্ময়ং বপুরারব্ধং ভোগায় তৎ কিল চণ্ডকরকরবৃন্দেন তুষারখণ্ডমিব ভোগক্ষয়ে ক্ষণজেন শোকাগ্নিনা

বিলীয়মানং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশতুল্যং ভবতি ততো বায়োর্বশমেতি ততো ধূমাদিভিঃ সংপৃচ্যতে ইত্যেবোপপদ্যতে। অন্যস্যান্যভাবাযোগাত্তত্ত্বেঽবরোহাসম্ভবাচ্চ॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—ঐ আকাশাদি ভাব আকাশাদির সমানরূপতার স্বরূপ মনে করিতে হইবে। কারণ—'উপপত্তেঃ' ইহাতেই সঙ্গতি হয়। যেহেতু চন্দ্রলোকগত জীবের যে জলময় শরীর ভোগের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রচণ্ড-কিরণ সূর্য্যের কিরণসমূহ-সম্পর্কে তুষার খণ্ডের মত ভোগাবসান হইলে ক্ষণকালীন শোকানল দ্বারা বিলীন হইয়া যায় এবং অতি সূক্ষ্মতা-নিবন্ধন আকাশতুল্য হয়, পরে বায়ুর বশে আসে, তদনন্তর ধূমাদির সহিত সংপৃক্ত (মিলিত) হয়; এইরূপ অর্থ হইলেই যুক্তিযুক্ত হয়, নতুবা তাদ্রূপ্যাপত্তি স্বীকার করিলে দুইটি বিভিন্ন বস্তুর একরূপতা অসম্ভব এবং তদ্রূপ হইলে জড় আকাশাদির অবরোহণও হইতে পারে না॥ ২৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। তত্ত্বে ইতি। অনুশয়িনঃ আকাশাদিরূপত্বে সতি ততোঽবরোহো ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। ক্ষীরস্য দধিভাবো দৃশ্যতে ক্ষীরকালে দধ্নোঽভাবঃ। ইহ তু প্রাগ্‌বিদ্যমানাকাশাদিভাবোঽনুশয়িনো দুরুপপাদ ইত্যাদিযুক্তিবশাদেব শ্রুতের্গৌণার্থকতা স্বীকার্য্যা। ততশ্চানুশয়িনস্তদ্ভাবস্তৎসম্বন্ধমাত্রমেব সম্বন্ধশ্চ সাদৃশ্যাদন্যো ন সংভবেদতস্তদেব সঃ॥ ২৩॥

টীকানুবাদ—'তৎ স্বাভাব্যাদিত্যাদি' সূত্রে 'তত্ত্বেঽবরোহাসম্ভবাচ্চ' ইতি ভাষ্যে তত্ত্বে—অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মযুক্ত জীবের আকাশাদিরূপে পরিণতি বলিলে চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ সম্ভব হয় না। কেননা, দুগ্ধের দধিত্ব দেখা যায়। কিন্তু দুগ্ধকালে দধির অভাব অর্থাৎ এখানে কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান আকাশাদিরূপতা অনুশয়ী জীবের যুক্তি-বহির্ভূত ইত্যাদি যুক্তিবশতঃই ঐ শ্রুতির গৌণার্থকতা অগত্যা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই—অনুশয়ী জীবের যে আকাশাদিরূপতা তাহার অর্থ—আকাশাদির সহিত সম্বন্ধ এই অর্থে, সম্বন্ধও এখানে সাদৃশ্য ভিন্ন অন্য কোনরূপ সম্ভব নহে, এজন্য আকাশাদিভাব অর্থাৎ আকাশাদি-সম্বন্ধ ইহাই বলিতে হইবে॥ ২৩॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে, যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবাওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৫-৬)। জীব চন্দ্রমণ্ডলে সুখভোগ করিবার পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত যখন অবরোহণ করে, তখন যে পথে গিয়াছিল, সেই পথে পুনরায় ফিরিয়া আসে,—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম প্রাপ্ত হয়, ধূম হইয়া অভ্র, অভ্র হইয়া মেঘ এবং মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।"

এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, জীব কি আকাশ-বায়ু প্রভৃতির সহিত এক হইয়া যায়? না, তাহাদের অনুরূপ অবস্থা অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, সাদৃশ্য-প্রাপ্তি বলিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং স্বরূপ-প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে।

এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সাদৃশ্যাপত্তিই সুসঙ্গত; কারণ উহাই উপপন্ন হয়।

এ-সম্বন্ধে ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।১) ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—আকাশাদিপ্রবর্ষণান্তাদবরোহো বিলম্বেন ত্বরয়া বেতি সংশয়ে নিয়মহেত্বভাবাদ্বিলম্বেনেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টি পর্য্যন্ত ব্যাপারে যে জীবের চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ হয়, তাহা কি বিলম্বে? অথবা ত্বরায়? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—যখন কোনও বিশেষ নিয়ামক শাস্ত্র নাই, তখন বিলম্বেই অবরোহণ হয়; এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রাকাশাদিপ্রবর্ষণান্তেষু পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যানন্তরং পরপরসাদৃশ্যমিত্যুক্তম্। তদুপজীব্য পরো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্তত ইত্যুপজীব্যোপজীবকভাবসঙ্গত্যাহ আকাশাদিম্বিতি। কিমনুশয়ী পূর্ব্বসাদৃশ্যেন চিরং স্থিত্বা পরসাদৃশ্যং ভজত্যুতাচিরেণেতি সন্দেহে নিয়ামকশাস্ত্রাভাবাদনিয়মেন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আকাশাদি বৃষ্টি পর্য্যন্ত ব্যাপারে পূর্ব্বপূর্ব্ব বস্তুর সাদৃশ্য লাভের পর পরপর বস্তুর সাদৃশ্য হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে। অতএব উপজীব্য-উপজীবক ভাবরূপসঙ্গতি-অনুসারে বলিতেছেন—'আকাশাদি প্রবর্ষণান্তাদিতি' ইহার তাৎপর্য্য—ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া জীব কি পূর্ব্ব সাদৃশ্য লইয়া দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকিয়া পরবর্ত্তী বস্তুর সাদৃশ্য ভোগ করে? অথবা অচিরে? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিশেষ নিয়ামকশাস্ত্র যখন নাই তখন অনিয়মেই হইবে; এই মতের উপর সিদ্ধান্তীর মত নাতিচিরেণ ইত্যাদি—

নাতিচিরাধিকরণম্

সূত্রম্—নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—আকাশাদি বৃষ্টি পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাদৃশ্য প্রাপ্তির পর পরপর সাদৃশ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইলে অতিবিলম্বে অবরোহণ হয় না কিন্তু শীঘ্রই হইয়া থাকে; তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আকাশাদিতো নাতিচিরেণাবরোহঃ। কুতঃ? বিশেষাৎ। পরত্র ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তাবতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি বিশেষোক্তেরিত্যর্থঃ তলোপশ্ছান্দসঃ। দুর্নিষ্প্রপতরং দুঃখনিষ্ক্রমণমিত্যর্থঃ। ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ দুঃখনির্গমোক্ত্যাকাশাদিপ্রাপ্তৌ ত্বরয়া নির্গমো বোধ্যতে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আকাশাদি হইতে বিলম্বে অবরোহণ নহে, কিন্তু ত্বরায় হয়। কি হেতু? যেহেতু বিশেষ নিয়ামক শাস্ত্র আছে—যথা তাহার পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি ভাবপ্রাপ্তি হইলে শ্রুতিতে বলা আছে—'অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্' এই ব্রীহ্যাদিভাব লাভের পর চিরস্থিতি বশতঃ অতিকষ্টে তাহা হইতে নির্গম হয়, এই বিশেষ উক্তিহেতু ইহাই অর্থ, 'নিষ্প্রপততরম্' না হইয়া 'নিষ্প্রপতরম্' হইবার হেতু বৈদিক প্রয়োগ জন্য—তকার লুপ্ত হইয়াছে। দুর্নিষ্প্রপততরম্ ইহার অর্থ দুঃখে নির্গমন। অতএব ব্রীহ্যাদিদশা-প্রাপ্তির পর তথা হইতে দুঃখে নির্গম কথিত হওয়ায় বুঝাইতেছে—আকাশাদি সাদৃশ্য প্রাপ্তি-বিষয়ে ত্বরায় সেই সকল হইতে নির্গম হয়॥ ২৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—নাতিচিরেণেতি। অতিচিরেণ বিলম্বেন নাবরোহঃ কিন্তু ত্বরয়ৈবেত্যর্থঃ। জীবোহল্পমল্পকালমাকাশাদিষু বর্ষান্তেষু সাদৃশ্যেন স্থিত্বা ধারয়া ভুবমাবিশতীতি যাবৎ। অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি শ্রুতৌ ব্রীহ্যাদিষু চিরস্থিতিরূপবিশেষাবগমাৎ। অতোহস্মাদ্‌ব্রীহ্যাদিভাবাদিত্যর্থঃ। ভূপ্রবেশানন্তরং জীবস্য ব্রীহ্যাদিষু প্রবেশমুক্ত্বা তেভ্যো নির্গমসময়ে তেষু চিরাবস্থিতিস্তস্য প্রতীয়তে। তথা চাকাশাদিষু চ চিরস্থিত্যচিরস্থিতী এব জীবস্য সুখদুঃখে ভবতঃ। তদা স্থূলদেহাভাবেন মুখ্যয়োস্তয়োরসম্ভবাৎ। তস্মাদ্‌ব্রীহ্যাদিপ্রবেশাৎ প্রাগল্পকালমেব তৎসাদৃশ্যেনাবস্থিতিরিতি সিদ্ধ্যতি॥২৪॥

টীকানুবাদ—'নাতিচিরেণ' ইত্যাদি সূত্রের অর্থ—অতিচিরে অর্থাৎ বিলম্বে অবরোহণ হয় না, কিন্তু অতি দ্রুতই হয়। বক্তব্য এই—জীব অল্পকাল আকাশাদি বর্ষণ পর্য্যন্ত ভাবসাদৃশ্যে থাকিবার পর জলধারাযোগে ভূমিতে প্রবেশ করে। 'অতো বৈ খলু নিষ্প্রপতরম্' এই শ্রুতিতে ব্রীহি প্রভৃতি শস্যভাব প্রাপ্তির পর তদ্ভাবে বহুদিন স্থিতি হয়, এই বিশেষ অবগত হওয়ায় ঐরূপ বলা হইয়াছে। শ্রুতিস্থ 'অতঃ' পদের অর্থ এই ব্রীহ্যাদি অবস্থা হইতে। ইহাতে বলিতেছেন—ভূমিতে প্রবেশের পর ব্রীহি প্রভৃতির মধ্যে জীবের প্রবেশ হয়, তাহা হইতে প্রতীত হইতেছে—তথা হইতে নির্গমনকালে সেই ব্রীহি প্রভৃতির মধ্যে বহুকাল অবস্থিতি জীবের হইয়া থাকে। সুতরাং আকাশাদিভাবে চির-স্থিতি ও অচির-স্থিতিই সুখ-

দুঃখের কারণ হইতেছে, যেহেতু তখন স্থূল দেহ থাকে না অতএব মুখ্য সেই সুখদুঃখ হওয়া অসম্ভব, এইজন্য বলা হইতেছে—ব্রীহি প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে অল্পকালই সেই আকাশাদি সাদৃশ্য লইয়া জীবের অবস্থান হয় ; ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক বলেন যে, ছান্দোগ্য-বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রে যে জীবের কর্ম্মাবশেষ লইয়া আকাশাদি বর্ষণান্তভাবে অবরোহণ প্রকার কথিত হইয়াছে, তাহাতে নিয়ামকশাস্ত্রের অভাববশতঃ এই অবরোহণ বিলম্বেই ঘটিয়া থাকে বলিতে হইবে, তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, আকাশাদি হইতে অবরোহণ বিলম্বে ঘটে না ; কারণ এ-বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ছান্দোগ্যের ৫।১০।৬ শ্রুতি দ্রষ্টব্য। আকাশাদি হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে শস্য পর্য্যন্ত অবস্থা পরিবর্ত্তনে বিলম্ব হয় না কিন্তু শস্য হইতে অপরের দেহে শুক্ররূপে পরিণত হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে, ইহার উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেই পাওয়া যায়। "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি" (ছাঃ ৫।১০।৬)। অতএব শস্য ভাব হইতে জীবদেহে শুক্ররূপে পরিণত হওয়া খুবই কঠিন ; এই ব্রীহ্যাদি দশা প্রাপ্তির পর তথা হইতে দুঃখে নির্গমের কথা কথিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন সহজে ও শীঘ্রই হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥" (ভাঃ ৩।৩১।৪৩)

অর্থাৎ জীব উপাধিস্বরূপ লিঙ্গ শরীর সহ একলোক হইতে অন্যলোকে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে, তথাপি আবার সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"উপহিতস্য জীবস্যাপি গমনং সম্ভাবিতং তত্র ভুঞ্জান এব ভোগমসমাপ্য-ন্নেব পুনর্মর্ত্ত্যলোকম্ আগত্য কর্ম্মাণি কুরুতে।" ॥ ২৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রবর্ষণানন্তরং "ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্তে" ইতি তত্রৈব শ্রূয়তে। ইহ সংশয়ঃ—ব্রীহ্যাদিষ্বনুশয়িনাং মুখ্যং জন্মোত সংশ্লেষমাত্রমিতি। জায়ন্ত ইত্যুক্তের্মুখ্যং জন্মেতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই প্রকরণেই শ্রুতি বলিতেছেন—বৃষ্টিভাব প্রাপ্তির পর সেই জীবগণ ধান্য, যব, ওষধি ও বৃক্ষাদি এবং তিল, মাষকলাই প্রভৃতিরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ইহাতে সংশয় এই—অনুশয়ী জীবগণের ব্রীহ্যাদিরূপে কি মুখ্য জন্ম? অথবা সংযোগমাত্র? পূর্ব্বপক্ষীর মতে মুখ্য জন্ম, যেহেতু 'জায়ন্তে' পদ শ্রুত হইতেছে—

অবতরণিকা-ভাষ্য টীকা—তস্মিন্নেবাবরোহেঽনুশয়িনাং বর্ষধারয়া ভূপ্রবেশানন্তরং জন্ম শ্রূয়তে ইত্যাহ ত ইহ ব্রীহীত্যাদি। তেঽনুশয়িনঃ। জীবানাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মশ্রুতির্মুখ্যার্থা ভবত্যুতান্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রং তেষাং জন্মেতি গৌণার্থা সেতি সন্দেহে পূর্ব্ববৎ দুর্নিষ্প্রপতরশ্রুতেঃ প্রাগুক্তযুক্তিসামর্থ্যাচ্চিরাবস্থানেঽস্তু লক্ষণা। প্রকৃতে তু ক্ষীরদধিভাবেনাবাদিভির্ভূতৈঃ পরিষ্বক্তানাং জীবানামবাদিদ্বারা ব্রীহ্যাদিভাবেন মুখ্যমেব জন্ম সম্ভবেদতো ব্রীহ্যাদিস্থাবরদেহেষু সুখদুঃখভাজো জীবা ইতি প্রত্যুদাহরণাৎ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই অবরোহণ ব্যাপারে অনুশয়ী জীবদিগের বৃষ্টিধারাযোগে ভূমিতে প্রবেশের পর জন্ম হয়, এই কথা 'ত ইহ' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য বলিতেছেন। তে—ইহার অর্থ—অনুশয়িগণ; এক্ষণে সংশয় এই—জীবগণের ব্রীহি-প্রভৃতিভাবে যে জন্মবার্ত্তা শ্রুত হইতেছে, উহা কি মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত? অথবা অন্য কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদিতে তাহাদের সংযোগ এই গৌণজন্মরূপ গৌণার্থ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—পূর্ব্বের মত 'দুর্নিষ্প্রপতর'-শ্রুতি থাকায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে এ-অবস্থায় গৌণ অর্থই হওয়া উচিত অর্থাৎ চিরাবস্থানই হউক, অতএব লক্ষণাই স্বীকার্য্য; কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে ক্ষীর-দধিন্যায়ে অর্থাৎ দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে যেরূপ দুগ্ধের সত্তা থাকে না, সেইরূপ

জলাদিভূতের সহিত মিলিত জীবগণের জল প্রভৃতি-সাহায্যে ব্রীহ্যাদিশস্য-ভাবে পরিণতি হয়, পৃথক্‌সত্তা নাই, এই মুখ্যার্থক জন্মই সম্ভবপর; অতএব ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবর দেহে জীবগণ সুখদুঃখ-ভোগকারী হয়, এই প্রত্যুদাহরণ লইয়া পূর্ব্বপক্ষমত প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্

সূত্রম্—অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অন্য অর্থাৎ জীবভোক্তৃত্বরূপেযেব্রীহি-প্রভৃতিদেহকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাতে ঐ জীবগণের সংশ্লেষমাত্রই হওয়া যুক্তিযুক্ত, তদ্‌ভিন্ন অনুশয়ী জীবগণ ভোগের জন্য সেই দেহের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে না। কি কারণে? 'পূর্ব্ববদভিলাপাৎ'—যেহেতু পূর্ব্বের মত ব্রীহ্যাদিভাবের উক্তি আছে ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্যৈর্জীবৈর্ভোক্তৃতয়াধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব স্যাৎ। ন তু তে ভোগায় তত্র উৎপদ্যন্তে। কুতঃ? পূর্ব্বেতি। আকাশাদিভাববদ্‌ব্রীহ্যাদিভাবস্যাপ্যুক্তেরিত্যর্থঃ। যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ভোগহেতুঃ কর্ম্ম নাভিলপ্যতে তথা ব্রীহ্যাদিভাবেঽপি। যত্র তু ভোগোঽভিমতস্তত্র 'রমণীয়চরণা' ইত্যাদিনা তদভিলপ্যতে। তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রমেব তৎ, ন তু মুখ্যং জন্মেতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্য—জীব যে ব্রীহ্যাদি-দেহে ভোক্তৃরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহার মধ্যে অনুশয়ী জীবগণের সংশ্লেষমাত্রই হইতে পারে কিন্তু তাহারা সেই ব্রীহ্যাদির মধ্যে ভোগের জন্য উৎপন্ন হয় না। কারণ—এই আকাশাদি-ভাবের মত ব্রীহ্যাদিভাব-লাভের উক্তি আছে। অর্থাৎ যেমন আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টি পর্য্যন্ত ভাবসমূহে ভোগহেতু কোন কর্ম্ম শ্রুত হইতেছে না, সেইরূপ ব্রীহ্যাদিভাবেও কোন সুখদুঃখ-ভোগের হেতুভূত কর্ম্ম শ্রুত হয় না। যে অবস্থায় ভোগ অভিপ্রেত, সেই অবস্থাতে ভোগের কথা পূর্ব্বোক্ত 'রমণীয় চরণাঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে। অতএব জন্ম বলিতে সংশ্লেষ (সম্বন্ধ) মাত্র, মুখ্য জন্ম নহে। ২৫ ।

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যাধিষ্ঠিত ইতি। যেষাং ব্রীহ্যাদিদেহযোগ্যানি কর্ম্মাণ্যভূবন্ তে জীবাস্তদ্দেহান্ প্রাপ্য তেষু তৎকর্ম্মপরিপাকং ভুঞ্জতে। যে তু স্বর্গাদবরূঢ়াস্তে খলু তেষু সংযোগমাত্রং লভন্তে ন তু ভোগং, ব্রাহ্মণাদিষু দেহেষু তেষাং ভোগাভিধানাদিত্যর্থঃ। সূত্রে পূর্ব্ববদিতি পদং দ্ব্যর্থকম্। পূর্ব্ববৎ যথাকাশাদিষু সংসর্গমাত্রং তদ্বৎ। পুনঃ পূর্ব্ববৎ আকাশাদিভাবে যথা ভোগহেতুকর্ম্মাভাবোঽভিলপ্যতে তথা ব্রীহ্যাদিভাবেঽপীত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। জায়ন্ত ইতি শ্রুতিঃ সংসর্গমাত্রে লাক্ষণিকীতি ন মুখ্যার্থা সেত্যর্থঃ। তদিতি। কর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—'অন্যাধিষ্ঠিতে' ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য—যে সকল জীবের ব্রীহ্যাদি দেহপ্রাপ্তির কারণীভূত উপযুক্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে, সেই সব জীবই ব্রীহ্যাদি দেহলাভ করিয়া সেই সব দেহে কর্ম্মফল ভোগ করে। কিন্তু যাহারা স্বর্গ হইতে নামিয়াছে, তাহারা সেই সব ব্রীহ্যাদিভাবে সংশ্লেষ-(সংযোগ) মাত্র লাভ করে, তদ্ভিন্ন তাহাদের তথায় ভোগ হয় না। যেহেতু ব্রাহ্মণাদিদেহে তাহাদের ভোগ বর্ণিত আছে,—ইহাই তাৎপর্য্য। সূত্রে যে 'পূর্ব্ববৎ' পদটি আছে, ইহার অর্থ দুইটি। প্রথম অর্থ—যেমন আকাশাদিভাবে সংসর্গমাত্র সেইরূপ। দ্বিতীয় অর্থ—আকাশাদিভাবে যেমন ভোগজনক কর্ম্মের অভাব কথিত আছে, সেইরূপ ব্রীহ্যাদিভাবেও ভোগহেতু কর্ম্মাভাব বর্ণিত আছে। 'তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রমেব' ইতি অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত 'জায়ন্তে' এই পদটির মুখ্য অর্থ না ধরিয়া গৌণ অর্থ সংশ্লেষমাত্রই গ্রাহ্য। তৎ—ইহার সহিত 'কর্ম্ম' এই পদটির যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ সেই সংশ্লেষ-ক্রিয়াই জন্ম, মুখ্য জন্ম নহে ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি সংশয় দেখা যাইতেছে যে,—কর্ম্মাবশেষ লইয়া যে জীব চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আকাশাদিক্রমে বৃষ্টিভাব প্রাপ্ত হইয়া ধান্য, যবাদি শস্যরূপে জন্ম লাভ করে, তাহা কি মুখ্যজন্ম ? অথবা সংশ্লেষমাত্র ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, 'জায়ন্তে' পদ থাকায় উহা মুখ্য জন্মই হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, অন্য জীব দ্বারা ভোক্তৃত্বরূপে অধিষ্ঠিত ধান্যযবাদি দেহে জীবের অবস্থান পূর্ব্ববৎ

সংশ্লেষমাত্র। কারণ শস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি আছে, শস্য-অবস্থা সম্বন্ধেও সেইরূপ উক্তি, অর্থাৎ আকাশ হইতে বৃষ্টিভাব পর্য্যন্ত ভোগের জন্য যেরূপ কোন কর্ম্ম শ্রুত হয় না, সেইরূপ ব্রীহ্যাদি ভাবেও কোন সুখ-দুঃখ ভোগের হেতুভূত কর্ম্মের কথা শ্রুত হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণংতব
পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২০)

অর্থাৎ শাস্ত্রসকল স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নরাদি-বিভিন্ন শরীরে কার্য্যকারণরূপ আবরণশূন্য দশায় বর্ত্তমান জীবকে সর্ব্বশক্তিধর পরিপূর্ণস্বরূপ আপনারই তটস্থাখ্য-বিভিন্নাংশ ও কার্য্যতুল্য বলিয়া থাকেন; মনীষিগণ এতাদৃশ জীবতত্ত্ব আলোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্ম্মসমূহের সমর্পণক্ষেত্রস্বরূপ ভবদীয় সংসারভয়-নিবর্ত্তক পাদমূলের উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ২৫॥

সূত্রম্—অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ॥ ২৬॥

সূত্রার্থ—'অশুদ্ধম্'—ভোগজনক পাপ কর্ম্ম আছে, 'ইতি চেৎ'—এই যদি বল, 'ন' তাহা নহে, যেহেতু 'শব্দাৎ' অর্থাৎ প্রমাণ আছে, অগ্নিষোমীয় পশু-হিংসা বিধান আছে, উহা পাপজনক নহে॥ ২৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নন্বন্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহে অনুশয়িনাং সংশ্লেষমাত্রমেব ন তু ভোগার্থং জন্ম, ভোগহেতোঃ কর্ম্মণোঽভাবাদিত্যুক্তিবযুক্তা তদ্ধেতোঃ সত্ত্বাৎ। তথাহি স্বর্গাদিফলকমিষ্টাদি-কর্ম্মৈবাশুদ্ধম্ অগ্নীষোমীয়াদিপশুহিংসামিশ্রত্বাৎ। হিংসা তু পাপমেব। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি প্রতিষেধাৎ। ততশ্চ পুণ্যাংশঃ স্বর্গং দত্তে পাপাংশস্তু ব্রীহ্যাদিভাবমিতি। "শরীরজৈঃ

কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নর" ইতি স্মৃতেশ্চ। অতো ব্রীহ্যাদিষু মুখ্যং জন্মেতি চেন্ন। কুতঃ ? শব্দাৎ। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদিবেদবাক্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ ধর্ম্মত্বাধর্ম্মত্বয়োর্বৈদৈকগম্যত্বাদ্-বেদেনৈব হিংসানুগ্রহাত্মকস্যেষ্টাদের্ধর্ম্মত্বাবধারণান্নাশুদ্ধং তদিতি। ন চ 'মা হিংস্যাদ্' ইতি নিষেধাৎ পাপং হিংসেতি বাচ্যম্, উৎসর্গো হি সঃ। অগ্নীষোমীয়মিতি ত্বপবাদঃ। উৎসর্গাপবাদয়োর্ব্যবস্থিতবিষয়ত্বাৎ ন কিঞ্চিচ্চোদ্যমস্তি। তস্মাদ্ব্রীহ্যাদিভিঃ সংশ্লেষমাত্রং জন্মেতি ॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি—সিদ্ধান্তী যে বলিয়াছে—অন্য জীব-কর্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদিদেহে অনুশয়ীদিগের সংশ্লেষমাত্র হয় নতুবা ভোগের জন্য ব্রীহ্যাদিরূপে জন্ম হয় না, তাহার কারণ ভোগজনক কর্ম্ম তাহাদের নাই, এই উক্তি যুক্তিহীন। যেহেতু ভোগজনক কর্ম্ম তাহাদের আছে। কিরূপে ? তাহা দেখাইতেছি,—ইষ্টাদিকর্ম্ম স্বর্গাদি-ফলজনক; কিন্তু তাহা তো অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত, যেহেতু অগ্নীষোমীয় পশুযাগে পশুহিংসা থাকায় উহা পাপমিশ্রিত। হিংসাকে পাপ বলিতেই হইবে। যেহেতু 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' 'কোন প্রাণীকেই হত্যা করিবে না' এই জীবহিংসা-নিষেধ শ্রুতি বলিতেছেন। তাহা হইলে সেই যাগকারীর পুণ্য-অংশ স্বর্গজনক এবং পাপ-অংশ ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির কারণ। স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ আছে যথা—'শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ' জীব শারীরিক পাপকর্ম্মের ফলে স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবর বস্তুতে তাহাদের মুখ্য জন্মই হয়; এই যদি বল, তাহাও নহে, কি কারণে ? যেহেতু বেদ-বাক্য সেইরূপ বলিতেছেন, যথা—'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' অগ্নীষোমীয় পশুযাগে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পশু আলভন করিবে। তাহা হইলে কোন্‌টি ধর্ম্ম ও কোন্‌টি অধর্ম্ম—তদ্বিষয়ে যখন বেদই একমাত্র প্রমাণ, তখন বেদই যজ্ঞাদিকে হিংসা-রূপ-অঙ্গসমন্বিত বলায় ঐ হিংসার ধর্ম্ম্যতা আছে অতএব উহা অশুদ্ধ নহে যাহার ফলে কর্ম্মীর ব্রীহ্যাদি জন্ম হইবে। যদি বল, 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' এই শ্রুতিবাক্যে হিংসার নিষেধ থাকায় উহা পাপই, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু 'মা হিংস্যাৎ' এই বাক্যটি সামান্য বিধি, আর 'অগ্নীষোমীয়ম্' ইত্যাদি বাক্য অপবাদ-

বিধি, উৎসর্গ ও অপবাদবিধির মধ্যে অপবাদবিধিই প্রবল, বিষয়ভেদে উহাদের বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে যথা জীবহিংসা নিষেধবিধি যজ্ঞিয় পশু-হিংসা ব্যতীতস্থলে (স্বভোগে) প্রযোজ্য। এ-জন্য কিছুই আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—ব্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লেষমাত্র হয়, তদ্রূপে জন্ম হয় না॥ ২৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভোগজনকং কর্ম্মাশঙ্ক্য নিরস্যতি অশুদ্ধমিতি। তদ্ধেতোরিতি। ব্রীহ্যাদিদেহেষু দুঃখভোগহেতোঃ পশুহিংসাত্মকস্য পাপকর্ম্মণঃ সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। শরীরজৈরিতি মনুঃ। ন চেতি। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি বাক্যং যজ্ঞেতরপশুহিংসাং নিষেধয়তি। অগ্নীষোমীয়মিতি তু যজ্ঞে তদ্ধিংসাং বিধত্তে। ইতি বিষয়ভেদঃ॥ ২৬॥

টীকানুবাদ—ভোগজনক কর্ম্ম আছে, ইহা আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন করিতেছেন—'অশুদ্ধমিতিচেন্ন' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা। ব্রীহি প্রভৃতি দেহে দুঃখ-ভোগের হেতুভূত পশুহিংসারূপ পাপকর্ম্মের সত্তাহেতু—এইজন্য, এই তাহার অভিপ্রায়। 'শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি মনুর উক্তি। 'ন চ মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' ইত্যাদি বাক্যটি যজ্ঞভিন্ন অন্যত্র পশুহত্যার নিষেধক। আর 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' এই বাক্যটি যজ্ঞে পশুহিংসার বিধায়ক, সুতরাং বিষয়ভেদ থাকায় বিরোধ নাই॥ ২৬॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, বৈদিক কর্ম্মের মধ্যেও পাপ মিশ্রিত থাকে, যেমন অগ্নীষোমীয় পশুযাগে পশু-হিংসা থাকায় উহা পাপমিশ্রিত হয়। ইষ্টকর্ম্মকারী জীবের ঐরূপ ভোগ-জনক কর্ম্ম থাকে, অর্থাৎ যজ্ঞের পুণ্যাংশ স্বর্গজনক এবং পশু-হিংসারূপ পাপাংশ ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির কারণ। সূত্রকার এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনমুখে বর্ত্তমান সূত্রে তাহা নিরসন করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৈদিক কর্ম্মে পাপসত্তাবাদ ঠিক নহে, কারণ শাস্ত্র-প্রমাণ আছে অর্থাৎ ঐরূপ পশুহিংসার বিধান শাস্ত্রে আছে।

যদিও শাস্ত্রে পশুহিংসা নিষিদ্ধ। কিন্তু যজ্ঞে পশুবধের বিধান আছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥" (ভাঃ ১১।৫।১১)

অর্থাৎ জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া এ-বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যকতা নাই। পরন্তু যদি এ-সকল কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণী নামক যাগ দ্বারাই মদ্যপানের বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং এ-সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বোতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।

এই শ্লোকের "বিবৃতি"তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"পার্থিব বিচারে ইন্দ্রিয়তর্পণ, পরহিংসা দ্বারা নিজদেহপোষণ ও আত্মবঞ্চনরূপ আসবপান হরিবিমুখ জনগণের একমাত্র কৃত্য। তাহাদের সেই অসৎপ্রবৃত্তির দমনের নিমিত্তই বিবাহবিধি, যজ্ঞাদিতে পশুবধাদির ব্যবস্থা ও সৌত্রামণী যাগে আসবপানের ব্যবস্থা থাকিলেও তাদৃশ কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করিয়া ঐরূপ কার্য্য করিবার যে বিধান, তাহার তাৎপর্য্য দেখিতে গেলে নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য বলিয়া জানা যায়। মানবশাস্ত্রে কথিত—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য" ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'ইতোঽপীতি' এই কারণেও সংশ্লেষমাত্র বক্তব্য, ব্রীহ্যাদিদেহ-প্রাপ্তি নহে, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—ব্রীহি প্রভৃতি ভাবের পর, 'রেতঃসিগ্‌যোগঃ'—রেতঃসেচনকারীর সম্বন্ধ সেই প্রকরণেই শ্রুত আছে, যথা 'যো যো অন্নমত্তি…তদ্ভূয়এব ভবতি' ॥২৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অথ ব্রীহ্যাদিভাবানন্তরম্ অনুশয়িনো রেতঃসিগ্ যোগস্তত্রৈব শ্রূয়তে। "যো যো অন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্‌ভূয় এব ভবতি"ইতি। ন চ তস্য মুখ্যং রেতঃসিগ্‌রূপত্বম্। অন্যস্যান্যরূপত্বাসম্ভবাৎ। তত্ত্বে দেহাপ্ত্যযোগাচ্চ। তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রং তৎস্বীকার্য্যম্। এবং সতি ব্রীহ্যাদাবপি তদেবাস্তু বৈরূপ্যে হেত্বভাবাৎ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রীহ্যাদি ভাবপ্রাপ্তির পর অনুশয়ী জীবের রেতঃসেচনকারিত্বসম্বন্ধ সেই প্রকরণে শ্রুত হইতেছে, যথা—'যো যো অন্নমত্তি' ইত্যাদি যে যে অন্ন ভোজন করে, যে রেতঃ পাত করে, সে তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, যাহার শুক্রদ্বারা অনুশয়ী জীব দেহপ্রাপ্ত হয়, তিনিই রেতঃসিক্ কথিত হন অতএব ঐ ব্রীহ্যাদি ভাবাপন্ন অনুশয়ী জীবের রেতঃসেচনকারিত্ব মুখ্যার্থ হইতে পারে না। কেননা, অন্যের অন্যরূপতা অসম্ভব। এবং অনুশয়ী জীবের রেতঃসেচনকারিত্ব হইলে দেহপ্রাপ্তি সম্ভব হইত না, অতএব জন্ম-শব্দের অর্থ সংশ্লেষমাত্র স্বীকার্য্য। এইরূপ হইলে ব্রীহ্যাদিভাবে জন্ম সংশ্লেষরূপই হউক, যেহেতু মুখ্য জন্ম হইলে বিভিন্নরূপতা-প্রাপ্তিতে কোনও হেতু নাই ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—রেতঃসিগিতি। যো রেত ইতি। অনুশয়ী ব্রীহ্যাদ্যন্নদ্বারা পুরুষং প্রবিষ্টঃ তদ্‌ভূয় এব ভবতি তদ্ভাবমেব গচ্ছতীত্যর্থঃ। ন চ তস্যেতি। যস্য শুক্রেণানুশয়ী দেহং ভজতি স পুমান্ রেতঃসিক্ নিগদিতঃ। যদ্যনুশয়ী রেতঃসিগ্‌রূপঃ স্যাৎ তর্হি ততোঽন্যো দেহং ভজন্ ন দৃশ্যেত ইত্যর্থঃ। তত্ত্বে রেতঃসিগ্‌রূপত্বে। তদেব সংশ্লেষমাত্রম্। বৈরূপ্যে মুখ্যজন্মবত্ত্বে ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—রেতঃসিক্ ইত্যাদি সূত্রের 'যো রেত ইতি' ভাষ্যে ধৃত শ্রুতির অর্থ অনুশয়ী জীব ব্রীহি প্রভৃতি অন্নকে ধরিয়া পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পর পুরুষভাব প্রাপ্ত হয়। 'ন চ তস্যেতি' ইহার অর্থ যাহার শুক্রদ্বারা অনুশয়ী জীব দেহপ্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষ রেতঃসিক্ বলিয়া কথিত। কিন্তু যদি অনুশয়ী জীব রেতঃসিক্ পুরুষ হইত, তবে

তাহা হইতে অন্য ব্যক্তি দেহ গ্রহণ করে, ইহা দেখা যাইত না; যে রেতঃসেচনকারী সেই দেহ-গ্রহণকারী বলিলে দেহপ্রাপ্তি সম্ভব হইত না। তদেব—সংযোগমাত্রই স্বীকার্য্য। বৈরূপ্যে—মুখ্য জন্ম-স্বীকারে কোনই হেতু নাই, অতএব উহা স্বীকার্য্য নহে ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়-ভাবে বুঝাইতেছেন। শস্য হইবার পর যে প্রাণী সেই শস্য ভোজন করিয়া শুক্র ত্যাগ করে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী জীব সেই প্রাণীর ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং—ব্রীহ্যাদি ভাবাপন্ন অনুশয়ী জীবের রেতঃ-সেচনকারিত্ব মুখ্য হইতে পারে না, কারণ পদার্থের পদার্থান্তর পরিগ্রহ সম্ভব নহে।অতএবউহা সংশ্লেষমাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।১)

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যেও পাই—

"ইতশ্চ ঔপচারিকং ব্রীহ্যাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহ্যাদিভাব-বচনানন্তরং "যো যো অন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৬) ইতি রেতঃসিগ্ভাবোঽনুশয়িনাং শ্রূয়মাণো যথা তদ্‌যোগমাত্রম্ প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপীত্যর্থঃ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে পাই—

"স্বর্গাদবাগ্‌গতশ্চাপি মাতুরেবোদরং ব্রজেদিতি বচনাদ্ য এব গৃহী ভবতি যো বা রেতঃ সিঞ্চতি তমেবানুপ্রবিশতীতি শ্রুতিঃ কথমিত্যত আহ ততো রেতসি চাসবান্ প্রবিশত্যথ মাতরমথ প্রসূয়তে স কর্ম্ম কুরুত ইতি কৌষারব্যশ্রুতেঃ। পিতরমেব প্রথমতো বিশতি মাতুঃ প্রাপ্তেঃ পশ্চাদপি ভাব্যত্বাৎ ॥"

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভাষ্যে পাই—

"যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি সিগ্ভাববদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি ॥ ২৭ ॥

সূত্রম্—যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—'যোনেঃ'—পিতৃ শরীর হইতে মাতৃযোনিতে প্রবেশ করিয়া, অনুশয়ী জীব অবশিষ্ট কর্ম্মফলভোগের জন্য 'শরীরম্'—দেহ গ্রহণ করে ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ল্যব্লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। পিতৃশরীরাৎ মাতৃযোনিং প্রবিশ্য দেহমাপ্নোত্যনুশয়ফলভোগায় "তদ্য ইহ রমণীয়-চরণা" ইত্যাদেঃ। তস্মাদাকাশাদিপ্রাপ্তিরিব ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তিরিতি সিদ্ধম্। ইত্থঞ্চ দুঃখসারে সংসারে বিরজ্য হরিরেবানন্দময়ো ধ্যেয়ঃ সুধিয়েতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'যোনেঃ' এই পদে 'প্রবিশ্য' এই ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত উহ্য ক্রিয়ার কর্ম্মে 'ল্যব্লোপে' পঞ্চমী ইহার অর্থ—পিতৃ শরীর হইতে মাতৃ-যোনিতে প্রবেশ করিয়া দেহ গ্রহণ করে, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফল-ভোগের জন্য। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ' ইত্যাদি যাঁহারা উত্তম কর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা; অতএব সিদ্ধান্ত এই—চন্দ্রলোক

হইতে অবরোহণকালে অনুশয়ী জীবের আকাশাদি প্রাপ্তির ন্যায় ব্রীহ্যাদি ভাব প্রাপ্তি হয়। তবেই দেখা যাইতেছে—এইরূপ দুঃখ-বহুল সংসারে বিরক্ত হইয়া সুধী ব্যক্তির আনন্দময় শ্রীহরিকেই একমাত্র ধ্যান করা উচিত, ইহাই সূচিত হইল ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নন্ব সর্ব্বত্রানুশয়িনঃ সংসর্গমাত্রেঽঙ্গীকৃতে কুত্রাপি মুখ্যং জন্ম ন স্যাৎ। ততশ্চ রমণীয়াং যোনিমিত্যাদিশ্রুতের্মুখ্যার্থক্ষতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ তত্রাহ যোনেরিতি। পিতৃশরীরাদিত্যনন্তরং রেতোদ্বারৈবেতি শেষঃ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণাদিযোনিষ্বেব মুখ্যং জন্ম আকাশাদিষু ব্রীহ্যন্তেষু তু সংযোগমাত্রমিতি নির্ণয়ঃ। অথ ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানে বিবিধযাতনাভাজনে দেহে বিরজ্য পরমদয়ালৌ বিচিত্রগুণরত্নাকরে সর্ব্বেশ্বরে পুরুষোত্তমে স্বামিনি তৃষ্ণা যুক্তেতি পদার্থং ব্যঞ্জয়ন্নাহ ইত্থঞ্চেতি ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—প্রশ্ন—যদি সকল ভাবেতেই অনুশয়ী জীবের সংসর্গমাত্র স্বীকার করা হয়, তবে কোনও ভাবে মুখ্য জন্ম হয় না। তাহা হইলে 'রমণীয়াং যোনিম্' রমণীয়যোনি (জন্ম) প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি শ্রুতির মুখ্যার্থ বাধ হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যোনেঃ শরীরম্' ভাষ্যোক্ত 'পিতৃশরীরাৎ' এই পদের পর 'রেতোদ্বারৈব' ইহা নিবেশ্য অর্থাৎ শুক্রকে আশ্রয় করিয়া মাতৃযোনিতে প্রবেশ করে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—ব্রাহ্মণাদি জন্মই মুখ্য জন্ম, আর আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রীহি প্রভৃতি শস্য পর্য্যন্ত জন্মে সংশ্লেষমাত্র। সিদ্ধান্ত করিতেছেন—অতএব ঘটীযন্ত্র (কূপ হইতে জলোত্তোলন যন্ত্র) যেমন উঠানামা করে সেইরূপ জীবের কেবল আবৃত্তি হইতে থাকিলে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপূর্ণ দেহে বিরক্ত হইয়া পরম দয়ালু, বিচিত্র-

গুণরত্নাকর সর্ব্বেশ্বর স্বামী পুরুষোত্তমেই জীবের প্রেম হওয়া উচিত, ইহাই ব্যঞ্জিত করিয়া বলিতেছেন—ইত্থঞ্চ ইত্যাদি ভাষ্য ॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে পুনরায় শরীর-উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, কর্ম্মানুশয়ী জীব পিতৃশরীর হইতে মাতৃযোনিতে প্রবেশ পূর্ব্বক মুখ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন সুখদুঃখ ভোগ করে। এইভাবে শরীর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আকাশ, বায়ু প্রভৃতির সহিত সংযোগ হয় মাত্র, জন্ম নহে। সে সময় সুখদুঃখ ভোগ হয় না।।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কললস্ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥" (ভাঃ ৩।৩১।২)

অর্থাৎ পুরুষের রেতঃকণা স্ত্রীর গর্ভমধ্যে পতিত হইলে একরাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া কলল (গেঁজলা) হয়। পঞ্চরাত্রিতে বুদ্‌বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরী ফলের মত কঠিন মাংস অথবা অণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্ব বলেন,—

"নানাবিধা গর্ভবৃদ্ধিঃ কর্ম্মভেদাত্তবিষ্যতি।
অতো নানাবিধং গ্রন্থে গর্ভসংস্থানমুচ্যতে ॥"(ইতি ষাড়্গুণ্যে)

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যে পাই—

"যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব সুখদুঃখোপভোগসম্ভাবাৎ। ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্‌যোগমাত্রমেবেত্যর্থঃ ॥"

শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে পাই—

"যোনিমাশ্রিত্য শরীরী ভবতি।"

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে পাওয়া যায়—

"দেহং গর্ভস্থিতং ক্বাপি প্রবিশেৎ স্বর্গতো গত ইতি বচনাৎ পশ্চাদেব প্রবিশতীত্যত আহ। পিতুঃ শরীরান্মাতৃযোনিমনুপ্রবিশ্য তত এব শরীরং প্রাপ্নোতি দিবঃ স্থাস্নূন্ গচ্ছতি স্থাস্নুভ্যঃ পিতরং পিতুর্ম্মাতরং মাতুঃ শরীরং শরীরেণ জায়ত ইতি সংমিতং অথাসম্মিতং স্থাস্নুভ্যো জায়তে পিতুর্ম্মাতুরন্তরে বা গর্ভে বা বহির্ব্বেতি পৌষ্যায়ণশ্রুতেঃ। স্থাবরাণি দিবঃ প্রাপ্তঃ স্থাবরেভ্যশ্চ পুরুষম্। পুরুষাৎ স্ত্রিয়মাপন্নস্ততো দেহং যথাক্রমম্। দেহেন জায়তে জন্তুরিতি সামান্যতো জনিঃ। বিশেষজননং চাপি প্রোচ্যমানং নিবোধ মে। স্থাস্নুষথাপি পুরুষে প্রমদায়ামথাপি বা। গর্ভে বা বহিরেবাথ ক্বচিৎ স্থানান্তরেষু চেতি ব্রাহ্মে॥ ২৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

বিত্তির্বিরক্তিশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ পুরো
যস্যাঃ পরানন্দতনোর্বিতিষ্ঠতে।
সিদ্ধিশ্চ সেবাবসরং প্রতীক্ষতে
ভক্তিঃ পরেশস্য পুনাতু সা জগৎ॥ ১॥

অনুবাদ—যে পরমানন্দস্বরূপা ভক্তির অগ্রে জ্ঞান ও বৈরাগ্য কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকে এবং সিদ্ধিও সেবাবসর প্রতীক্ষা করে, সেই পরমেশ্বর-বিষয়ক ভক্তি জগৎকে পবিত্র করুন॥ ১॥

মঙ্গলাচরণ-টীকা—অথ দ্বিচত্বারিংশৎসূত্রকং সপ্তদশাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাচিখ্যাসুর্ভক্তিতো বিশ্বমঙ্গলাশংসনং মঙ্গলমাচরতি বিত্তিরিতি। তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া। ইতি স্মৃতেঃ। সিদ্ধিশ্চেতি। সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী। নিত্যঞ্চ পরমানন্দো ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ। ইতি স্মৃতেঃ। পরানন্দতনোরিতি অগ্রে সংরাধনাধিকরণে ব্যক্তীভাবি॥ ১॥

মঙ্গলাচরণের টীকানুবাদ—অতঃপর বিয়াল্লিশটি সূত্রময় সপ্তদশ অধিকরণাত্মক দ্বিতীয় পাদ ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভাষ্যকার ভক্তি হইতে বিশ্বমঙ্গলের আশাসূচক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'বিত্তির্বিরক্তিশ্চ' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। ভক্তি হইতে যে বিশ্বের মঙ্গল হয়, এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে যথা—'তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়' ইত্যাদি। সেই পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাযুক্ত মুনিগণ গুরুমুখে শ্রবণানন্তর গৃহীত জ্ঞানবৈরাগ্যসমন্বিত ভক্তি দ্বারা নিজের হৃদয়স্থ

মধ্যে সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন। 'সিদ্ধিশ্চ সেবাসময়ং প্রতীক্ষতে' ইত্যাদি। সিদ্ধি-বিষয়েও স্মৃতিবাক্য এই যে, অতি আশ্চর্য্যজনক সিদ্ধিগুলি এবং শাশ্বতী ভুক্তি (ভোগ) ও মুক্তি এবং নিত্য পরমানন্দলাভ শ্রীগোবিন্দ-ভক্তি হইতে উদিত হয়। ভক্তি যে পরমানন্দময়ী, ইহা পরে সংরাধনাধিকরণে ব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে। প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণোভক্ত্যর্হত্বায় স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপো মহিমা তদাবির্ভাবাণামৈক্যম্ আত্মমূর্ত্তিত্বং ভজদ্ভেদঃ প্রত্যক্ত্বং তথাপি ভক্ত্যেকগ্রাহ্যত্বমুভয়াবভাসিত্বং পরানন্দত্বং ভাবানুসারি-প্রকাশত্বং সর্ব্বপরত্বং সর্ব্বদাতৃত্বং চেতি গুণনিচয়ো নিরূপ্যতে। ভক্তীচ্ছুঃ খলু তত্তৎসংপ্রতীতৌ তস্যাং প্রবর্ত্ততে, নেতরথা। তত্রাদৌ স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বমুচ্যতে। তদিতরস্য তৎকর্ত্তৃত্বে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-বাধাৎ। কিঞ্চিৎকর্ত্তরি তস্মিন্ ভক্তির্নোস্তবেদতস্তৎকর্ত্তৃতয়া তন্মহিমা প্রদর্শ্যতে। বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দাম্মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশন্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশন্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে স হি কর্ত্তা" ইতি। তত্রেয়ং স্বাপ্নিকী রথাদিসৃষ্টির্জীবকর্ত্তৃকা পরমাত্ম-কর্ত্তৃকা বেতি সংশয়ে জীবকর্ত্তৃকা স্যাৎ। তস্যাপি প্রজাপতিবাক্যে সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রবণাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর এই দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের হেতুভূত সাধনভক্তি নিরূপিত হইতেছে। সাধনলভ্য ব্রহ্ম যে ভক্তির যোগ্য, ইহা প্রতিপাদনের জন্য তাঁহার স্বপ্নাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপ মহিমা, সেই পরমেশ্বরের আত্মভূত অবতার সমুদয়ের তাঁহার সহিত ঐক্য —অভেদ, তাঁহাদের আত্মমূর্ত্তিতা, ভজনকারীদের উপাস্যের সহিত ভেদ অর্থাৎ দ্বৈতবাদ এবং ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব, তাহা সত্ত্বেও তিনি একমাত্র ভক্তি-

গ্রাহ্য, উভয়-প্রকাশক অর্থাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে স্ফুরণশক্তিমান্, পরমানন্দময়, ভাবানুসারে আত্ম-প্রকাশক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদাতা,—এই গুণসমূহ এই পাদে নিরূপিত হইতেছে। যেহেতু ভক্তিকামী ব্যক্তি ভগবানের উক্ত গুণ সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহাতে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাঁহার ভক্ত হয়, অন্যথা নহে। ঐ সকল গুণের মধ্যে প্রথমতঃ তাঁহার স্বপ্নাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, কেননা, যদি ব্রহ্ম-ভিন্ন অপরের সেই স্বপ্নাদি-কর্ত্তৃত্ব থাকে, তবে ব্রহ্মের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-শ্রুতি বাধিত হয়। আবার কিছু কর্ত্তৃত্ব মানিলে তাঁহাতে ভক্তি না হইতেও পারে, এইজন্য স্বপ্নাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃতাদ্বারা তাঁহার মহিমা প্রদর্শিত হইতেছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে শ্রুত হয়—'ন তত্র রথা ন রথযোগা…স কর্ত্তেতি'। স্বপ্নদশায় রথ নাই, অশ্বাদি বাহন নাই, রথ চলিবার পথও নাই, অথচ রথ, অশ্বাদি, বাহন ও পথ তখন তিনি সৃষ্টি করেন। তখন স্বরূপসুখ নাই, বৈষয়িক সুখ নাই, উত্তম শব্দাদিবিষয়-ভোগজনিত সুখও নাই, কিন্তু তিনি তখন ঐ আনন্দ, বৈষয়িক সুখ বা তদনুভূতির আনন্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তখন গৃহ বা ক্ষুদ্র সরোবর নাই, পুষ্করিণী নাই, নদী নাই, অথচ গৃহ বা ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করিতেছেন। তিনিই এই সমুদায়ের কর্ত্তা। ইহাতে সংশয় হইতেছে,—এই সকল স্বাপ্নিক সৃষ্টি কি জীব করে? না পরমেশ্বর করেন? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, জীবকর্ত্তৃকই ঐ সকল সৃষ্টি হইবে, কারণ প্রজাপতির বাক্যে সেই জীবকেও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বপাদার্থেন স্বদেহপর্য্যন্তে জগতি দোষদৃষ্ট্যা বৈরাগ্যে সিদ্ধে স্বামিনি হরাবনুরঞ্জকানাং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদীনাং গুণানাং দ্বিতীয়েন পাদেন নিরূপণাদনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বন্যায়েনাস্য ন্যায়স্য সঙ্গতিস্তু প্রত্যুদাহরণরূপা বোধ্যা। যোনেঃ শরীরমিতি সূত্রে মাতৃগর্ত্তং প্রবিশ্যানুশয়ী লব্ধদেহস্তস্মান্নিঃসরতি। দশমেঽহ্নি পিত্রাহিতং দেবদত্তাদিনাম ভজতীতি। নামরূপযোগরূপা জাগরসৃষ্টিরিয়ং সংজ্ঞামূর্ত্তীত্যুপক্রমাদস্য পারমেশ্বরী। রথাদিরূপা স্বাপ্নসৃষ্টির্জৈবী স্যাৎ তস্যা জীববাসনাবিজৃম্ভিতত্বাদিতি। পাদার্থান্ সূচয়তি অথেত্যাদিনা। তদাবির্ভাবাণাং তদাত্মভূতানামবতারাণামিত্যর্থঃ। উভয়েতি। ভেদাভাবেঽপি বিশেষবলাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবেন

স্ফুরণমিত্যর্থঃ। ভক্তীচ্ছুরিতি। শ্রীহরেঃ সর্ব্বকর্ত্ত্বাদীন্ গুণান্ সংপ্রতীত্য তদ্ভক্তৌ জনঃ প্রবর্ত্ততে তেষাং তত্রানুরঞ্জকত্বাৎ। ইতরথা নৈর্গুণ্যপ্রতীতৌ তত্র বিরজ্যেত নির্গুণস্য তৌচ্ছ্যাৎ। তদিতরস্য জীবস্য কালস্য চেত্যর্থঃ। ন তত্রেতি। রথযোগাঃ অশ্বাদয়ঃ। আনন্দাঃ স্বরূপসুখানি। মুদো বৈষয়িকসুখানি। প্রমুদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজানি সুখানি। বেশন্তাঃ গৃহাঃ ক্ষুদ্রসরাংসি বা। পুষ্করিণ্যঃ সরাংসি। স্রবন্ত্যো নদ্যঃ। উত্তরত্রোভয়োর্দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা জ্ঞেয়া। তত্রেয়মিত্যাদি। তস্য জীবস্যাপি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বপাদে বর্ণিত বিষয় দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, নিজ দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতেই দোষ আছে, তদনুসারে সেই সমুদায়ে বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে প্রভু সেই শ্রীহরিতে ভক্তির জনক তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদি গুণের এই দ্বিতীয় পাদে নিরূপণহেতু পূর্ব্ব পাদার্থ ও এই দ্বিতীয় পাদার্থ এই উভয়ের কার্য্যকারণভাবরূপ সঙ্গতি হইল। আর পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রত্যুদাহরণাত্মক জানিবে। পূর্ব্বপাদের শেষে 'যোনেঃ শরীরম্' এই সূত্রে বলা হইয়াছে অনুশয়ী জীব মাতৃগর্ভের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় দেহ লাভ করে এবং পরে তাহা হইতে নিঃসৃত হয়। জন্ম হইবার পর দশমদিনে পিতা তাহার দেবদত্তাদি নাম রাখে। সেই নামভাগী সে হয়। তাহা হইলেই নাম ও আকৃতি যোগরূপ জাগরসৃষ্টি সংজ্ঞামূর্ত্তি নামে অভিহিত, এইরূপ উপক্রমে বলায় ঐ সৃষ্টি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হউক ; কিন্তু স্বপ্নদশায় যে রথাদি সৃষ্টি হয়, উহা জৈবী অর্থাৎ জীব কর্ত্তৃক হইবে, কেননা, জীবের জাগ্রৎকালীন অনুভূত বস্তুর সংস্কারবশেই উহা ঘটিয়া থাকে। অতঃপর এই দ্বিতীয় পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সূচনা করিতেছেন—'অথাস্মিন্' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'তদাবির্ভাবাণামৈক্যম্' ইতি—অর্থাৎ তাঁহার আত্মভূত মৎস্যাদি অবতারগুলির তাঁহার সহিত ঐক্য। 'উভয়াবভাসিত্বম্' ইতি ভেদ না থাকিলেও পরস্পরভেদক বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ উভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে প্রকাশ ; ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। 'ভক্তীচ্ছুঃ খলু' ইতি অর্থাৎ শ্রীহরির সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদি গুণসমুদায় প্রতীত হইলে তাঁহার উপর ভক্তিতে জীবের প্রবৃত্তি হয়, কারণ ঐ গুণগুলিই তাঁহার প্রতি ভক্তির আকর্ষক। ইতরথা অর্থাৎ যদি তাঁহাকে ঐ সকল গুণহীন বলিয়া বুঝা যাইত, তবে তাঁহাতে বৈরাগ্য

আসিত অর্থাৎ তদ্‌ভক্তিতে উদাসীন হইত কারণ যাঁহার কোন গুণ নাই, তিনি তুচ্ছ। তদিতরস্য তৎকর্ত্তৃত্বে ইতি—তদিতরের অর্থাৎ জীব বা কালের কর্ত্তৃত্ব মানিলে। ন তত্রেতি শ্রুতির অর্থ—সেই স্বপ্নে বাস্তব রথ নাই, রথযোগ অর্থাৎ রথ-বাহক অশ্বাদি নাই, আনন্দ-স্বরূপসুখ, মুদ্—বৈষয়িক সুখ, প্রমুদ্—উত্তম ভোগ্যবস্তুর ভোগজনিত সুখ। বেশন্ত—গৃহ অথবা ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী—সরোবর, স্রবন্তী—নদী। ন তত্র রথা রথযোগা ইত্যাদি বাক্যের পরবাক্যে পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্তঃ এই দুই পদে দ্বিতীয়া অর্থে প্রথমা বিভক্তি জানিবে। তত্রেয়মিত্যাদি— তত্র প্রজাপতিবাক্যে। তস্যাপি—জীবেরও।

সন্ধ্যাধিকরণম্

সূত্রম্—সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—'সন্ধ্যে' অর্থাৎ স্বপ্নে, শ্রুতি সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সুখ-বাহনাদি-সৃষ্টি বলিতেছেন ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সন্ধ্যং স্বপ্নঃ "সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্"ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। জাগরসুষুপ্তিমধ্যভবত্বাচ্চ। তত্র যা রথাদিসৃষ্টিঃ সা পরমাত্মকৃতৈব। কুতঃ? হি যতঃ "স হি কর্ত্তা" ইতি শ্রুতিরেব স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিং তৎকৃতামাহ। অয়ং ভাবঃ। অল্পাল্পকর্ম্মানুসারিফলভোগায় স্বপ্নদ্রষ্টৃপুংমাত্রানুভাব্যাংস্তাবন্মাত্রসময়ান্ রথাদীন্ পরমাত্মা সৃজতি তস্মাৎ স হি কর্ত্তেতি সত্যসঙ্কল্পস্যাচিন্ত্যশক্তেস্তাদৃশকর্ত্তৃত্বং সম্ভবত্যেবেত্যর্থঃ। স্বপ্নান্তমিত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চেতি। জৈবী সত্যসঙ্কল্পতা তু মোক্ষে স্যাদতো ন তয়া স্বপ্নসৃষ্টিঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সন্ধ্য' শব্দের অর্থ স্বপ্ন, কারণ সেই বৃহদারণ্যকেই শ্রুত হয় যে, 'সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্' স্বপ্নাখ্য তৃতীয় দশাই সন্ধ্য এবং জাগ্রদ্দশা ও সুষুপ্তিদশার সন্ধিতে অর্থাৎ মধ্যে জাত হইয়া থাকে এই

কারণেও। সেই স্বপ্নে বা সন্ধ্যেতে যে রথ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহা পরমেশ্বর-কর্ত্তৃকই। কারণ কি? যেহেতু তিনিই কর্ত্তা, এই শ্রুতিই স্বপ্নাবস্থায় রথাদি সৃষ্টি তাঁহা কর্ত্তৃক বলিতেছেন। কথাটি এই—অল্প অল্প কর্ম্মানুসারে ফলভোগের জন্য স্বপ্নদ্রষ্টা জীবমাত্রের উপভোগ্য সেই পরিমিত সময়ে রথাদি পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই জন্য সেই পরমেশ্বরই রথাদি-সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা বলা হইতেছে। ইহার প্রমাণও এই,—যেহেতু তিনি সত্যসঙ্কল্প ও অচিন্তনীয় শক্তিমান্, তাঁহারই এই রথাদি-সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব, অন্যের পক্ষে নহে; ইহাই তাৎপর্য্য। তদ্‌ভিন্ন 'স্বপ্নান্তম্' ইত্যাদির অন্য শ্রুতি হইতেও উহা অবগত হওয়া যায়। জীবের সত্যসঙ্কল্পতা মুক্তির পর হইতে পারে, সংসারিদশায় নহে, অতএব জীব হইতে নিদ্রাবস্থায় রথাদি-সৃষ্টি জৈবী সত্যসঙ্কল্পতা দ্বারা হইতে পারে না ॥১॥

সূক্ষ্মা টীকা—সন্ধ্যে ইতি। বুৎপত্ত্যাপি সন্ধ্যাশব্দঃ স্বপ্নাভিধায়ীত্যাহ। জাগরেতি। তৎকৃতাং পরমাত্মনির্ম্মিতাম্। নন্বীদৃক্‌সৃষ্টৌ কথং পরমাত্মনঃ প্রবৃত্তিরিতি চেৎ তত্রাহাল্পেতি। যে হ্যল্পমল্পং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি ফলং তু রথারোহণাদিজন্যানন্দরূপং মহদিচ্ছন্তি তান্ কারুণিকো হরিঃ স্বনির্ম্মিতৈ রথাদ্যৈস্তৎসুখং স্বপ্নেঽনুভাবয়তি জাগ্রৎসিদ্ধরথাদিহেতুককর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎ-সাহয়ন্নিত্যর্থঃ। স্বপ্নান্তমিতি ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—'সন্ধ্যে' ইত্যাদি সূত্রে। সন্ধ্য-শব্দ সন্ধিতে উৎপন্ন—এই ব্যুৎপত্তিবলেও স্বপ্নার্থবাচক—এই কথা বলিতেছেন 'জাগরসুষুপ্তিমধ্য-ভবত্বাৎ।' 'রথাদিসৃষ্টিং তৎকৃতামিতি'। তৎকৃতাম্—পরমেশ্বর-নির্ম্মিত। যদি বল, এইরূপ স্বপ্নকালীন রথাদিসৃষ্টিতে ভগবানের প্রবৃত্তি হইল কেন? সে বিষয়ে উত্তর দিতেছেন—'অল্পাল্পকর্ম্মানুসারি-ফলভোগায়' ইত্যাদি—। তাৎপর্য্য এই—যাহারা অতি অল্পমাত্রায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে, অথচ তাহার ফলরূপে রথারোহণ প্রভৃতি জন্য অতিশয় আনন্দ ভোগ করিতে চায়, পরমকরুণাময় শ্রীহরি তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় স্বশক্তিবলে নির্ম্মিত রথাদি দ্বারা স্বপ্নে সেই সুখ অতিশয়িতভাবে ভোগ করান, ইহার ফলে জাগ্রদ্দশায় সিদ্ধ রথাদিরোহণের হেতুভূত কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। 'স্বপ্নান্তম্' ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা পরে হইবে ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগজননী সাধন-ভক্তির বিষয় কথিত হইতেছে। ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলাচরণে ভক্তিদেবীর মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক জগৎ-রক্ষাকল্পে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং অবতরণিকাভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ করিতে হইলে জীবের ভগবদ্বিষয়ক কতিপয় গুণ বা মহিমা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার, কারণ শ্রীভগবানের গুণ-প্রতীতির দ্বারাই ভক্তিকামী ব্যক্তি ভক্তিপথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই গুণপরম্পরা এই পাদে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—শ্রীভগবানের স্বপ্নাদি-সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপ মহিমা, তদীয় আবির্ভাব-সমূহের তাঁহার সহিত একত্ব—অভিন্নতা, আত্মমূর্ত্তিত্ব, ভজনকারীদিগের তাঁহা হইতে ভেদ, শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব, শ্রীভগবানের একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্যতা, তাঁহার ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে স্ফুরণ, পরমানন্দময়ত্ব, ভক্তের ভাবানুসারে আত্মপ্রকাশকত্ব, সর্ব্বোত্তমত্ব, সর্ব্বদাতৃত্ব প্রভৃতি।

এতৎপ্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীভগবানের স্বপ্নাদি সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি" ইত্যাদি (বৃঃ ৪।৩।১০)

এ-স্থলে স্বাপ্নিকী রথাদিসৃষ্টি জীব কর্ত্তৃক ? অথবা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ? এইরূপ সংশয়ে—পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, স্বপ্নসম্বন্ধীয় রথাদিসৃষ্টি—ইহা জীব কর্ত্তৃকই সম্ভব, কারণ জীবের সত্যসঙ্কল্পতা গুণ শ্রুত হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, স্বাপ্নিকী সৃষ্টি ঈশ্বর কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়।

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বেএব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্।" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯)

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত সর্ব্বসংবাদিনীতে পরমাত্মসন্দর্ভীয় বিচারে পাই,—

"তদেবং জাগ্রৎসৃষ্টির্যথেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবাজ্ঞানমাত্রকল্পিতা তদ্বৎ স্বপ্নসৃষ্টিরপি ভবেদিতীশ্বরবাদিনামনুমানম্।" অর্থাৎ জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন ঈশ্বরকৃত,

জীবের অজ্ঞানমাত্র কল্পিত নহে। স্বপ্নসৃষ্টিও সেইরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হয়। ইহাই ঈশ্বরবাদিগণের অনুমান।

সন্ধ্য-শব্দের অর্থ স্বপ্ন—ইহা জাগর ও সুষুপ্তি—এই উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে 'সন্ধ্য' বলা হয়। এই অবস্থায় যে রথাদির সৃষ্টি দেখা যায়, তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি সন্ততম্।
উভয়ঞ্চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্॥
যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ॥"

(ভাঃ ৬।১৬।৫২-৫৪)

"ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥
জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ…স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ॥
স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ…প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥
সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো…প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥"

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং…শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ॥" মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১—৭) দ্রষ্টব্য॥ ১॥

সূত্রম—নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্ত্রাদয়শ্চ॥ ২॥

সূত্রার্থ—যেহেতু কঠোপনিষদ্‌বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন—পরমাত্মাই স্বপ্নকালীন কাম্যবস্তু সৃষ্টি করেন। শ্রুত্যুক্ত 'কাম'-শব্দের দ্বারা পুত্ত্রাদিও লক্ষ্য॥২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যত একে কঠাঃ পরমাত্মানমেব স্বাপ্নিকানাং কামানাং নির্ম্মাতারমামনন্তি। "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ" ইতি। এষু জীবেষু তে চ কামাঃ পুত্রাদয় এব ন ত্বিচ্ছামাত্রম্। "সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" ইতি তেষামেব কামশব্দেন প্রকৃতত্বাৎ। "এতস্মাদেব পুত্রো জায়তে। এতস্মাদ্‌ভ্রাতা। এতস্মাদ্ভার্য্যা। যদেনং স্বপ্নে নাভিহন্তি" ইতি স্মৃত্যন্তরাচ্চ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু কোন কোন কঠোপনিষদধ্যেতা পরমেশ্বরকেই স্বপ্নদৃষ্ট কামগুলির নির্ম্মাতা বলিয়া থাকেন। সেই শ্রুতি এই—'য এষু সুপ্তেষু...নির্ম্মিমাণঃ"। যিনি এই প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিলে জাগিয়া থাকেন, সেই পুরুষ তখন একটি কাম্যবস্তু নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। এই সকল জীবেতে সেই কাম বলিতে পুত্রাদিই জানিবে, কেবল ইচ্ছা নহে। তাহার প্রমাণ শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্ব্বান্ কামান্' ইত্যাদি। "এতস্মাদ্ ভার্য্যা এতস্মাদ্ ভ্রাতা ইত্যন্ত" গোপবন শ্রুতি। ইহার অর্থ—শ্রীভগবানের কাছে ইচ্ছামত সমস্ত কাম প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্র যাচ্ঞা কর, সুতরাং কাম-শব্দের দ্বারা পুত্রপৌত্রাদির প্রক্রম (উল্লেখ) করা হইয়াছে। এতস্মাদিত্যাদি—ইঁহারই দয়ায় পুত্র জন্মায়, ইঁহা হইতেই ভ্রাতা হয়, ইঁহা হইতেই ভার্য্যা হয়। যে পুত্রাদি পদার্থ নিদ্রিত জীবের সহিত নিজেকে মিলিত করে, এই অন্য স্মৃতিবাক্য হইতেও কাম-শব্দের অর্থ পুত্রাদি অবগত হওয়া যাইতেছে ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নির্ম্মাতারমিতি। তে চ কামাঃ পুত্রাদয় এবেতি। কাম্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। এতস্মাদিতি গোপবনশ্রুতিঃ। পরেশাদেব পুত্রাদির্জায়তে। যদেনমিতি। যঃ পুত্রাদিরর্থঃ এনং শয়ানং জীবং স্বপ্নে-নাভিহন্তি সংবধ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—'নির্ম্মাতারম্' ইত্যাদি সূত্রে। "তে চ কামাঃ পুত্রাদয় এব" ইত্যাদি ভাষ্য—কাম-শব্দের ব্যুৎপত্তি—যে সব বস্তু কামিত অর্থাৎ প্রার্থিত

হইয়া থাকে, এই হিসাবে কাম-শব্দের অর্থ পুত্রাদি। 'এতস্মাদেব পুত্রো জায়তে' ইত্যাদি গোপবন শ্রুতি। এতস্মাৎ—এই পরমেশ্বর হইতেই পুত্রাদি জন্মায়। যদেনমিত্যাদি—যৎ—যে পুত্রাদি বস্তু, এনং—এই নিদ্রিত পুরুষকে, স্বপ্নেন—স্বপ্নের সহিত, অভিহন্তি—সম্বন্ধযুক্ত করে অর্থাৎ স্বপ্নদশায় উপস্থিত হয় ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কঠ-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ' ইত্যাদি (কঃ ২।২।৮)

অর্থাৎ যে পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুপ্ত জীবগণে কাম্যমান অর্থাৎ স্বাপ্নিক-পদার্থ-সমূহ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং জাগ্রত থাকেন, প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকেই শোকরহিত ব্রহ্ম এবং অনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

এতদ্দ্বারা ঈশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তুর নির্ম্মাতা ও পুত্র প্রভৃতি দ্রব্যেরও নির্ম্মাতা বলিয়া শ্রুত হয়। সুতরাং জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নও পারমেশ্বরী সৃষ্টি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥" (ভাঃ ৭।৭।২৫)

অর্থাৎ বুদ্ধির ত্রিবিধ বৃত্তি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ; সেই তিনটি বৃত্তিকেই যাঁহার দ্বারা জীব অনুভব করে, তিনিই নিয়ন্তা, পরমপুরুষ পরমাত্মা ॥ ২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বাপ্নিকপদার্থনির্ম্মাতুর্ভগবতঃ করণমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—স্বপ্নকালীন রথাদি পদার্থ-নির্ম্মাণকারী ভগবানের সৃষ্টির করণকারক পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্থ স্বপ্নে রথাদয়ো বাসনাবশাদেব জীবেন ভ্রান্ত্যা দৃশ্যন্তে শুক্তিরজতাদয় ইব জাগরে। ন চ তে তাত্ত্বিকাঃ। যেনে-

শ্বরসৃষ্টতা তেষাং বাচ্যা। কিঞ্চ দেশকালানৌচিত্যাদপি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতাস্তে বোধ্যাঃ। ন হি রথাদীনামুচিতো দেশঃ স্বপ্নেঽস্তি নাড়ীপ্রবিষ্টমনোজাতত্বাৎ। স্বপ্নস্য নাপ্যুচিতঃ কালঃ ঘটিকামাত্রস্থিতে স্বপ্নেঽহর্গণসাধ্যানাং দর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রাতিভাসিকাস্তে ন ত্বীশ্বরসৃষ্টা ইত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—স্বপ্নে যে রথাদি পদার্থ দৃষ্ট হয় ঐগুলি জাগ্রৎকালীন অনুভূত পদার্থের সংস্কার-বশতঃই জীব ভ্রমে পড়িয়া দেখিয়া থাকে, যেমন জাগ্রদ্ দশায় শুক্তিতে রজত দর্শন করে, অতএব সেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি বাস্তব নহে। যদি বাস্তব হইত, তবে তাহাদের ঈশ্বরসৃষ্টতা বলা যাইতে পারিত। আরও এক কথা—ঐ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি যে ভ্রম-বিলসিত, তাহা দেশ, কালের অসামঞ্জস্য-নিবন্ধনও বুঝিতে হইবে। দেখ, রথাদি বিচরণের উচিত দেশ (স্থান) স্বপ্নে নাই, যেহেতু ঐ দেশ পুরীতৎ নাড়ীতে প্রবিষ্ট মন হইতে কল্পিত। আবার স্বপ্ন রথাদি বিচরণের যোগ্য কালও নহে, কেননা, স্বপ্ন হয়তো এক ঘণ্টামাত্র ব্যাপিয়া থাকে, আর স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি বিচরণ বহুদিন সাধ্য। অতএব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি প্রাতিভাসিক—মিথ্যাকল্পিত, ঈশ্বর সৃষ্ট নহে; এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—মায়ামাত্রন্তু কাৎর্স্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—স্বাপ্নিক রথাদি-সৃষ্টিতে অতর্কণীয়া মায়াই করণ জানিবে। তদ্‌ভিন্ন পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও বিরিঞ্চ প্রভৃতি নহে। কারণ কি? সকলের কাছে ঐ বস্তুগুলি তো অনুভূতির বিষয় হয় না, কেবল স্বপ্নদ্রষ্টাই সেগুলি অনুভব করে, এই কারণে ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বপ্নসৃষ্টাবতর্ক্যা মায়ৈব করণম্। ন তু পঞ্চীকৃতানি ভূতানি চতুর্ম্মুখাদয়শ্চ। কুতঃ? কাৎর্স্নেনেত্যাদেঃ সর্ব্বানুভাব্যতয়াঽনভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পরমাত্মকৃতা স্বপ্ন-সৃষ্টিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্বপ্নসৃষ্টির উপকরণ ঈশ্বরের অতর্কণীয়—তর্কাতীত মায়াই। কিন্তু পঞ্চীকৃত আকাশাদিভূত ও চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) প্রভৃতি নহে। কি জন্য? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু স্বাপ্নিক পদার্থগুলি সমগ্রভাবে অর্থাৎ সকল প্রাণীতে অনুভূয়মান হইয়া প্রকাশ পায় না; এই জন্য। অতএব স্বপ্নসৃষ্টি পরমেশ্বর-কৃতই, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মায়ামাত্রমিতি। অতর্ক্যা ইত্যনেন যুক্তের্ব্যুদাসঃ। তথা চ দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী হরিশক্তিরল্পেঽপি দেশাদৌ দীর্ঘং দেশাদিং সমাবেশয়তীতি। রথাদীনামীশ্বরসৃষ্টত্বেঽপি ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি। সর্ব্বানুভাব্যতয়েতি। পঞ্চীকৃতানি ভূতান্যুপাদায় চতুর্ম্মুখাদিভির্নির্ম্মিতা রথাদয়ঃ সর্ব্বৈরনুভূয়ন্তে। মায়য়ৈব স্বপ্নে শ্রীহরিণা নির্ম্মিতাস্তে তু স্বপ্নদ্রষ্টৃভিরেবাস্বপ্নাদনুভূয়ন্তে ন তু সর্ব্বৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকানুবাদ—'মায়ামাত্রন্তু' ইত্যাদি সূত্রে। অতর্ক্যা ইত্যাদি ভাষ্য অতর্ক্যা, যাহা তর্কের অগোচর, ইহা দ্বারা যুক্তির খণ্ডন করা হইল। অর্থাৎ অঘটন-ঘটনপটীয়সী শ্রীহরির শক্তি স্বপ্নকালে স্বল্প পরিসরকেও দীর্ঘদেশ ও স্বল্পকালকেও দীর্ঘকালে পরিণত করেন; অতএব তৎকালে রথাদি ঈশ্বর-সৃষ্ট হইলেও অসঙ্গতি নাই। সর্ব্বানুভাব্যতয়ানভিব্যক্তেঃ—পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক লইয়া ব্রহ্মা বা অন্য প্রজাপতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইলে ঐ রথাদি সকলে দেখিতে পাইত কিন্তু তাহা যেহেতু দেখে না, অতএব মায়া দ্বারাই শ্রীহরি কর্ত্তৃক স্বপ্নে নির্ম্মিত সেই রথাদি কেবল স্বপ্ন-দ্রষ্টারাই যাবৎ স্বপ্ন থাকে তাবৎকাল অনুভব করে, সকলে কিন্তু নহে; ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, যেহেতু স্বপ্নে রথাদি-সৃষ্টি বাস্তব নহে, সেইহেতু উহাকে ঈশ্বরকৃত বলা যায় না। আর দেশ ও কালের অসামঞ্জস্যবশতঃও স্বপ্নদৃষ্টবস্তুগুলিকে ভ্রমবিলসিত ও মিথ্যাকল্পিত মনে হয়; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার স্বাপ্নিক পদার্থের নির্ম্মাতা শ্রীভগবানেরতন্নির্ম্মাণ-বিষয়ে উপকরণ-সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, সকলের কাছে অনভিব্যক্ত-স্বরূপ বলিয়া অতর্ক্য-মায়াশক্তিই

করণস্বরূপা, অর্থাৎ স্বাপ্নিকী সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ ঈশ্বরের মায়া। পরমাত্মার অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির বিলাসেই স্বাপ্নিকী সৃষ্টি হইয়া থাকে—

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ॥" (ভাঃ ২।১০।৪৬)

অর্থাৎ (কারণ) পরমেশ্বরের (স্ব-স্বরূপে) এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব নাই; শ্রুতি প্রভৃতি তাদৃশ প্রাকৃতসৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থই উহা অনুবাদ করেন মাত্র, তাৎপর্য্য তাহা নয়; কেননা (বহিরঙ্গা) মায়া (তাহার প্রভু) পরমেশ্বরে সেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন॥ ৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সা সত্যোত মিথ্যেতি বিষয়ে বোধোত্তরং বাধাৎ মিথ্যেতি প্রাপ্তৌ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, সেই রথাদি সৃষ্টি সত্য? না মিথ্যা? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষীর মত এই—জাগরণের পর যখন ঐ রথাদি থাকে না, তখন উহা মিথ্যাই; এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের মীমাংসায় সূত্রকার বলিতেছেন—

সূচকাধিকরণম্

সূত্রম্—সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ॥ ৪॥

সূত্রার্থ—যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ পাপপুণ্যের ও মন্ত্রাদির সূচক অতএব উহা সত্য। উহা যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সূচক, ইহার প্রমাণ কি? উত্তর—শ্রুতেঃ—যেহেতু শ্রুতি তাহা বলিতেছেন এবং স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন॥ ৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—হি যতঃ স্বাপ্নঃ পদার্থঃ শুভাশুভয়োর্মন্ত্রাদেশ্চ সূচকোঽতঃ সত্যঃ স্বপ্নসর্গঃ। কুতস্তৎসূচকত্বং? শ্রুতেঃ। "যদা

কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শন” ইতি ছান্দোগ্যাৎ। “অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি” ইতি কৌষীতকীব্রাহ্মণাচ্চ। তদ্বিদঃ স্বপ্নজ্ঞাশ্চ স্বপ্নং শুভাদিসূচকমাচক্ষতে। স্বপ্নে গজারোহণং শুভস্য, খরারোহণন্ত্বশুভস্য সূচকমিত্যাদি। “আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরঃ। তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিক” ইতি স্বপ্নে স্তোত্রলাভং স্মরন্তি। এবঞ্চ ভাবি-সত্যার্থসূচকত্বে কচিন্মন্ত্রৌষধাদিপ্রাপ্তিদর্শনেন সূচকসত্যত্বে চ সিদ্ধে সত্যতাপ্রত্যয়াৎ সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্টকর্ত্তৃকহননশ্রবণাচ্চ। জাগৎসৃষ্টিরিব সত্যা স্বপ্নসৃষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জীবকৃত পাপপুণ্যের ও মন্ত্রাদির সূচক, অতএব স্বপ্নসৃষ্টি মিথ্যা নহে, সত্য। ইহার কারণ কি? শ্রুতিই তাহার সূচক। যখন কাম্যকর্ম্মে স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করে, তখন বুঝিতে হইবে কর্ম্মের সমৃদ্ধি আছে, স্বপ্নই তাহার নিদর্শন অর্থাৎ পরিচায়ক, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। আবার কৌষীতকী উপনিষদ্-ধৃত ব্রাহ্মণবাক্যও আছে—যদি স্বপ্নে কোন ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে দর্শন করে, তবে সে ইহাকে হত্যা করে। স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন। স্বপ্নে হস্তীতে আরোহণ ভাবী শুভের সূচক আর গর্দ্দভারোহণ অশুভের জ্ঞাপক ইত্যাদি উক্ত আছে। আবার রামকবচে কথিত আছে, যথা—স্বপ্নে হর যেমন মন্ত্রবিৎ বিশ্বামিত্রকে রক্ষামন্ত্র আদেশ করিয়াছিলেন তিনি (বিশ্বামিত্র) তাহাই প্রাতে জাগরিত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র-সম্বন্ধে সূচনা হইল। এইরূপে ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার সূচকতা-বিষয়ে দেখা যায়—কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নে মন্ত্রপ্রাপ্তি ও ঔষধপ্রাপ্তি হয়। অতএব সূচক—স্বপ্নের সত্যতা সিদ্ধ হওয়ায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সত্যতা প্রতীতিহেতু এবং সাক্ষাৎ স্বপ্নে দৃষ্টব্যক্তি কর্ত্তৃক হত্যাও শ্রুত হওয়ায় জাগ্রৎকালীন বৃত্তান্তের মত স্বাপ্নবৃত্তান্তও সত্য বলিতে হইবে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বাপ্নিকরথাদীশ্বরসৃষ্টৈর্মিথ্যাত্বমাশঙ্ক্য সমাধেরাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। সূচকশ্চেতি। যদেতি। স্ত্রিয়ং শুক্লাম্বরধরাং শুক্লগন্ধানুলেপনামিতি বোধ্যম্। সমৃদ্ধিং সম্পত্তিম্। এবমেব বৃহস্পতিনা প্রোক্তত্বাৎ। শুক্লাম্বরধরা নারী শুক্লগন্ধানুলেপনা। অবগূহতি যং স্বপ্নে লক্ষ্মীং তস্য বিনির্দ্দিশেদিতি। অথেতি। স স্বপ্নদৃষ্টঃ কৃষ্ণদন্তাদিলক্ষণঃ পুরুষ এনং স্বপ্নদ্রষ্টারং জনং হন্তি মারয়তীত্যর্থঃ। এবমুক্তং বৃহস্পতিনা। করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ। হন্ততো ভগ্নদন্তশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দিশেদিতি। আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্। বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নেষ্বগম্যাগমনঞ্চ ধন্যমিতি। খরোষ্ট্রমেষমহিষীরথযুক্তং যদা ভবেৎ। তত্রস্থঞ্চ বিবুধ্যেত মৃত্যুং তস্য বিনির্দ্দিশেদিতি চৈবমাদি। তদ্বিদ ইতি। স্বপ্নজ্ঞাঃ স্বপ্নফলজ্ঞা বৃহস্পতিপ্রভৃতয় ইত্যর্থঃ। শুভস্য ধন্যতায়াঃ। অশুভস্য মরণস্য। এতৎ সর্ব্বং বৃহস্পত্যুক্তে স্বপ্নাধ্যায়ে দ্রষ্টব্যম্। আদিষ্টবানিতি। বুধশ্চাসৌ কৌশিকশ্চ বুধকৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ। সূত্রার্থং নিগময়ত্যেবঞ্চেতি। ভাবী যঃ সত্যোঽর্থঃ সম্পত্তিলাভাদিঃ তস্য সূচকঃ স্বপ্ন ইতি তৎসূচ্যার্থস্য সত্যত্বং প্রতীয়তে। জাগরোপদিষ্টস্যেব স্বপ্নোপদিষ্টস্যাপি স্তোত্রাদেল র্ভিদর্শনাৎ জাগরবৎ স্বপ্নোঽপি সত্য ইতি সূচকসত্যত্বঞ্চ প্রতীয়তে। তস্মাৎ স্বপ্নসৃষ্টিঃ সত্যৈব স্বীকার্য্যা। কথমন্যথা স্বপ্নদৃষ্টেন কৃষ্ণদন্তেন পুরুষেণ স্বপ্নদ্রষ্টুঃ সাক্ষাদ্ধননং শ্রাব্যেত যদি স্বপ্নদৃষ্টঃ স মৃষা স্যাৎ। ন হি কশ্চিৎ খপুষ্পৈঃ শেখরী দৃষ্টঃ ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—স্বপ্নকালীন দৃষ্ট রথ হইতে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ঈশ্বরকর্ত্তৃক স্বপ্নসৃষ্টি-উক্তি মিথ্যা, এই আশঙ্কার সমাধান হওয়ায় ইহা আক্ষেপসঙ্গতি। সূচকশ্চেত্যাদি সূত্র—ছান্দোগ্যে আছে—যখন কাম্যকর্ম্মের ফলরূপে স্বপ্নদশায় এইরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে যে শুক্লবস্ত্র-পরিধায়িনী, শুক্লগন্ধচর্চ্চিতা, তখন সমৃদ্ধি অর্থাৎ সম্পত্তি বা সুসময় জানিবে। বৃহস্পতিও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—যখন শুক্লাম্বরধরা শুক্লগন্ধানুলিপ্তা নারী স্বপ্নে পুরুষকে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিবে, তখন সেই স্বপ্নদ্রষ্টার সমৃদ্ধি জানিবে। অথেত্যাদি সঃ—সেই স্বপ্নদৃষ্ট কৃষ্ণকায় কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট পুরুষ এই স্বপ্নদর্শনকারী পুরুষকে হত্যা করে। বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছেন—অতি দীর্ঘকায়

—কুৎসিতাকার, মুণ্ডিতমস্তক, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, হস্তে ভগ্নদন্তধারী পুরুষ স্বপ্নে দৃষ্ট হইলে সেই দ্রষ্টার মৃত্যু জানিবে। আরও দেখ—গো, বৃষ ও হস্তীতে আরোহণ, অট্টালিকায়, পর্ব্বতাগ্রে ও বনস্পতিতে আরোহণ শুভ-সূচক। আর গাত্রে বিষ্ঠালেপন, রোদন, মৃত ব্যক্তি দর্শন কিংবা অগম্যা স্ত্রী গমন হইলে উহাও ধন্য বা শুভসূচক। কিন্তু গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মেষ, মহিষীযুক্ত রথে নিজেকে আরূঢ় দেখিয়া স্বপ্নভাঙ্গিলে তাহার মৃত্যু অবধারণ করিবে। এইরূপ আরও শুভাশুভ-সূচক বাক্য আছে। তদ্বিদঃ অর্থাৎ যাঁহারা স্বপ্নফল জানেন—সেই বৃহস্পতিপ্রমুখ ব্যক্তিগণ। শুভ-শব্দের অর্থ সৌভাগ্য, অশুভের অর্থ মৃত্যু। এই সমুদয় বৃহস্পতিকথিত স্বপ্নাধ্যায়ে অনুসন্ধেয়। আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে ইত্যাদি—বুধ—পণ্ডিত এমন কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র। অতঃপর এই সূত্রার্থের সিদ্ধান্ত করিতেছেন—এবঞ্চেত্যাদি বাক্যদ্বারা। ভাবী যে সত্য বৃত্তান্ত সম্পত্তিলাভ প্রভৃতি, তাহার সূচনা করে স্বপ্ন; এইরূপে সূচনীয় বস্তুর সত্যতা অবগত হওয়া যাইতেছে। জাগ্রদ্দশায় উপদিষ্ট বস্তুর যেরূপ সত্যতা সেইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট স্তোত্রাদির লাভ দৃষ্ট হওয়ায় জাগ্রতের মত স্বপ্নও সত্য, এইরূপে সূচকের সত্যতা প্রতীত হইতেছে। অতএব ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বপ্নসৃষ্টি সত্যই মানিতে হইবে। তাহা না হইলে স্বপ্নদৃষ্ট কৃষ্ণদন্ত-পুরুষ কর্ত্তৃক স্বপ্নদ্রষ্টার সাক্ষাদ্ভাবে হত্যা শ্রুত হইবে কেন? যদি স্বপ্নদৃষ্ট সেই ব্যক্তি মিথ্যাই হয়, তবে উহা হয় কেন? কোন ব্যক্তিকে আকাশ-কুসুম মাল্য পরিধায়ী তো দেখা যায় না॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—স্বপ্ন সত্য? কিংবা মিথ্যা?—এইরূপ সংশয়ের নিরসনকল্পে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক বলিয়া এবং শ্রৌতপ্রমাণেও উহার সত্যতার উল্লেখ আছে বলিয়া স্বপ্নকে সত্যই বলিতে হইবে।

এই সূত্রে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, স্বপ্ন ভাবি-সত্যসূচক; কখন কখন স্বপ্নে ঔষধ ও মন্ত্রাদিও পাওয়া যায়। ইহার দ্বারাও স্বপ্নের সত্য-সূচকতা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বপ্নে প্রেত-পরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ॥" (ভাঃ ১০।৪২।৩০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪।৩৫) ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যত্তু বোধোত্তরং বাধান্মিথ্যেত্যুক্তং তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—তবে যে আপত্তি করা হইয়াছে যে, স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর বাধ হয়, অতএব মিথ্যা, সে-বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে স্বাপ্নিক রথাদি তিরোহিত হয়, তদ্‌ভিন্ন শুক্তি-রজতের মত তাহার বাধ নহে, যেহেতু ঐ জীবের সেই পরমেশ্বর হইতেই সংসার-বন্ধন অথবা মুক্তি হইয়া থাকে ; অতএব বন্ধন ও মুক্তি-কর্ত্তার স্বপ্নসৃষ্টি ও তাহার পরিহার করা বিচিত্র নহে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরস্যেশ্বরস্যাভিধ্যানাৎ সংঙ্কল্পাত্তিরোহিতং স্বাপ্নিকং রথাদি ন তু শুক্তিরজতবত্তস্য বাধঃ। হি যতোঽস্য জীবস্য ততঃ পরেশাদেব বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরিত্যাদি শ্রুতেঃ। বন্ধমোক্ষকর্ত্তুঃ স্বপ্নতৎপরিহারকর্ত্তৃত্বং ন চিত্রমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তস্যাপি তস্মাদেবাবির্ভাবতিরোভাবৌ মন্তব্যৌ। "স্বপ্নাদিবুদ্ধিকর্ত্তা চ তিরস্কর্ত্তা স এব তু। তদিচ্ছয়া যতো হ্যস্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিষ্ঠিতৌ" ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ সত্যা স্বপ্নসৃষ্টিরৈশ্বরীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি তিরোহিত হয়, কিন্তু শুক্তি-রজতাদির মত তাহার বাধ হয় না। কারণ এই, যেহেতু এই

জীবের সেই পরমেশ্বর হইতেই বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে,—শ্রুতিতে সেইরূপই আছে যথা,—ভগবান্ সংসারের বন্ধন, মোক্ষ ও স্থিতির কারণ। অভিপ্রায় এই—যিনি জীবের বন্ধন ও মুক্তির কর্ত্তা, তিনিই যে জীবের স্বাপ্নিক রথাদির সৃষ্টি ও তাহার পরিহার-কর্ত্তা, ইহা আর বিচিত্র কি? তাহা হইলে স্বপ্নসৃষ্টিরও সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি ও তিরোধান মনে করিতে হইবে। এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা—যিনি স্বাপ্নবস্তুর জ্ঞাপন-কর্ত্তা ও তিরোধানকর্ত্তা তাঁহারই ইচ্ছায় যেহেতু জীবের বন্ধন ও মোক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—স্বপ্নসৃষ্টি সত্য ও ঈশ্বরকর্ত্তৃকই হয় ॥৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—বাধং সমাধত্তে পরেতি। তস্যাপি স্বপ্নসর্গস্যাপি। স্বপ্না-দীতি কৌর্ম্মে। স এব ঈশ্বর এব। অস্য জীবস্য ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বাধের সমাধান করিতেছেন—পরাভিধ্যানাদি-ত্যাদি। ততশ্চ তস্যাপি 'তস্মাদেবেত্যাদি' তস্যাপি—স্বাপ্নসৃষ্ট বস্তুরও। স্বপ্না-দিবুদ্ধিকর্ত্তাচেত্যাদি বাক্যটি কূর্ম্মপুরাণোক্ত। স এব তু—সেই পরমেশ্বরই। 'তদিচ্ছয়া ততো হ্যস্য ইতি' অস্য—জীবের ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন যে, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে যেহেতু স্বাপ্নিক পদার্থ তিরোহিত হয়, সুতরাং স্বপ্ন মিথ্যা; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে যেমন স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই স্বাপ্নিক বিষয়ের তিরোধান হয়, কিন্তু শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় নহে; যেহেতু পরমেশ্বরই জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্তা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাতে জীবের কোন সামর্থ্য নাই। যদি বল, জীবের কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহা গৌণী। স্বপ্নসৃষ্টিও জাগরবৎ সত্য ও পারমেশ্বরী।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় বিচারে আচার্য্য শ্রীরামানুজের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—"স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্যপাপানুগুণং ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ তত্তৎকালাবসানাঃ তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথাচ স্বপ্নবিষয়া শ্রুতিঃ—

"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি। অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ

সৃজতে (বৃঃ আঃ ৬।৩।১০) ইত্যারভ্য "স হি কর্ত্তা" (বৃঃ আঃ ৬।৩।১০) ইত্যন্তা। যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থান্ ঈশ্বরঃ সৃজতি। স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসঙ্কল্পস্যাশ্চর্য্যশক্তেস্তাদৃশং কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।"

'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।'
(কঠ ২।২।৮)

ইতি চ। সূত্রকারোঽপি 'মায়ামাত্রন্তু কাৎর্স্ন্যেন' (ব্রঃ সূ ৩।২।৩) ইত্যাদিনা জীবস্য কাৎর্স্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব সত্যসঙ্কল্পশক্তিবিলাসমাত্রমিদং স্বাপ্নিকবস্তু জাতমিতি ব্যাচষ্টে। 'তস্মিন্ লোকাঃ' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অপবরকাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমনরাজ্যাভিষেকশিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্যপাপফলভূতাঃ শয়ানদেহস্বরূপসংস্থানং দেহান্তরসৃষ্ট্যোপপদ্যন্তে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্ব্বৃতাত্মনঃ॥"
(ভাঃ ৩।২৬।৬-৭)॥ ৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ জাগরকর্ত্তৃত্বমীশ্বরস্যৈবেত্যুচ্যতে। কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে। "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ইতি। তত্র জীবস্য শ্রূয়মাণো জাগরঃ পরেশকর্ত্তৃকো ন বেতি সংশয়ে কালাদ্যধীনত্বদর্শনান্নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর ঈশ্বরেরই জাগরণে কর্ত্তৃত্ব বলা হইতেছে—কঠোপনিষদে পঠিত হয় যে, যাঁহার দ্বারা স্বপ্নান্ত অর্থাৎ স্বপ্ন-মধ্যদৃষ্টবস্তু ও জাগরণান্ত অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অবস্থা—এই দুইটিই জীব দর্শন করে, সেই মহান্ বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরকে মনন করিলে জীব আর শোক-গ্রস্ত হয় না। এখানে শ্রুত জীবের যে জাগরণ, তাহা কি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ? অথবা জীবকর্ত্তৃক ? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন জাগরণ কালাদির অধীন, তখন জীব কর্ত্তৃকই উহা বলিব। এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্বপ্নাবস্থাং পরেশকর্ত্তৃকাম্ অভিধায়াবস্থা-প্রসঙ্গাজ্জাগরাদ্যবস্থাত্রয়মপি তৎকর্ত্তৃকমভিধীয়ত ইতি প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। কঠ-বল্ল্যামিতি। স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যম্। তত্র দৃশ্যমর্থম্। যেনেশ্বরেণ। স্ফুটমন্যৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্বপ্নাবস্থা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হয়, ইহা বলিয়া অবস্থাবর্ণনপ্রসঙ্গে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাই যে সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক, ইহা বলিতেছেন ; ইহা দ্বারা প্রসঙ্গসঙ্গতি দেখান হইতেছে। কঠোপনিষদের একবল্লীতে আছে—'স্বপ্নান্তং' ইত্যাদি। স্বপ্নান্ত—স্বপ্নের মধ্যকালীন বৃত্তান্ত অর্থাৎ সে সময় দৃশ্য পদার্থ। যেনানুপশ্যতি—যেন—যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক। অন্যান্য ভাষ্যার্থ স্পষ্ট—

দেহযোগাধিকরণম্

সূত্রম্—দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—দেহসম্বন্ধবশতঃ যে জাগরণ হয়, তাহাও পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—দেহযোগেন বা যো জাগরঃ সঃ পরেশাদেব স্বপ্নান্তমিত্যাদিশ্রুতেঃ কালাদের্জাড্যাচ্চ। সুষুপ্তিমূর্চ্ছয়োরপ্যবস্থয়োঃ স্থিতিরীশ্বরকর্ত্তৃকৈবেত্যপিশব্দেন সমুচ্চিতম্। তস্যৈব সর্ব্বকর্ত্তৃকত্ব-শ্রবণাৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অথবা দেহসম্বন্ধে অর্থাৎ দেহসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া যে জাগরণ হয়, তাহাও পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, যেহেতু 'স্বপ্নান্তম্' ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ; তদ্‌ভিন্ন কাল প্রভৃতি জড় বস্তু, তাহারা জাগরণাদির কারণ হইতে পারে না। আর সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদশারও সৃষ্টি ঈশ্বর কর্ত্তৃকই, ইহা সূত্রস্থ 'অপি' শব্দদ্বারা সমুচ্চিত হইল। যেহেতু পরমেশ্বরেরই সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে ॥৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—দেহযোগাদিতি তং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। তস্যৈব সর্ব্বেতি। স এব সর্ব্বমসৃজদ্ যদিদং কিঞ্চেতি পরেশস্যৈব সর্ব্বস্রষ্টৃত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—দেহযোগাদিত্যাদি সূত্রস্থ 'দেহযোগাৎ' পদে পঞ্চমী—'দেহযোগং প্রাপ্য' দেহসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ ল্যব্‌লোপে কর্ম্মকারকে পঞ্চমী। তস্যৈব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেতি—'স এব সর্ব্বমসৃজদ্ যদিদং কিঞ্চেতি' শ্রুতি বলিতেছেন—এই জগতে পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু আছে, তিনিই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপে ঈশ্বরের সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব শ্রুত হওয়ায় ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি সংশয় করেন যে, কঠবল্লীতে পাওয়া যায়,—"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি...ধীরো ন শোচতি॥" এ-স্থলে সংশয়— শ্রূয়মাণ জীবের জাগরণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক? অথবা জীব কর্ত্তৃক? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে—জাগরণ যখন জীবদেহের ও কালের অধীন, তখন জীব কর্ত্তৃকই হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবের দেহসম্বন্ধনিবন্ধন যে জাগরণ, তাহা পরমেশ্বর হইতেই ঘটিয়া থাকে। এ-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কঠশ্রুতিই প্রমাণ। কারণ কালাদি জড় বস্তু, তাহারা জাগরণাদির হেতু হইতে পারে না। পরমেশ্বরই সকল বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহাই শ্রুতিতে আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> **"জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং**
> **ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।**
> **লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং**
> **প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে॥"** (ভাঃ ১০।৭০।৩৯)

অর্থাৎ হে ভগবন্! জীবগণ চিরকাল অনর্থকারী এক শরীর হইতে শরীরান্তরে সংসরণ অর্থাৎ বিচরণ করিতেছে, পরন্তু এই শরীর হইতে মুক্তিলাভের উপায় অবগত নহে। আপনি তাহাদের বিমুক্তির জন্য লীলাবতার সমূহ দ্বারা স্বকীয় যশোরূপ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া থাকেন ; সেই আপনাতে প্রপন্ন হইতেছি ॥ ৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সুষুপ্তিস্থানং চিন্ত্যতে। তত্রৈতাঃ সুষুপ্তিবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ। "আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি" ইতি ছান্দোগ্যে। "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেত" ইতি "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত" ইতি চ বৃহদারণ্যকে। এবমন্যত্র চ। ইহ আকাশশব্দো ব্রহ্মবাচকঃ। অত্র নাড্যঃ পুরীতদ্ ব্রহ্ম চ সুষুপ্ত্যাধারতয়া শ্রূয়ন্তে। কিমেষাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বীক্ষায়াং তুল্যার্থানাং মিথোঽনপেক্ষাদর্শনাৎ "তুল্যার্থাস্তু বিকল্পেরন্" ইতি ন্যায়াচ্চ বিকল্পঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সুষুপ্তির আশ্রয় বিচারিত হইতেছে—সে-বিষয়ে অর্থাৎ সুষুপ্তির বিষয়গুলি-সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতি আছে, যথা ছান্দোগ্যে—যথা 'আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি' সুষুপ্তিকালে জীব এই সকল নাড়ীতে গত হয়। আবার বৃহদারণ্যকে আছে—যথা 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে'। এই সকল নাড়ী সাহায্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরীতৎ নামক নাড়ীতে শয়ন করে (নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে)। এই যে অন্তর্হৃদয় আকাশ কথিত হয়, তাহাতে জীব শয়ন করে। এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও কথিত আছে। এখানে আকাশ-শব্দ ব্রহ্ম-বাচক। এখানে নাড়ীগুলি, পুরীতৎ এবং ব্রহ্ম সুষুপ্তির আধাররূপে শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে সংশয় এই যে,—শ্রুতিতে শ্রুত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম সুষুপ্তির আশ্রয়—ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি সুষুপ্তির আশ্রয় ? অথবা সকলগুলিই ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তুল্যার্থক শব্দসমূহের পরস্পর-অপেক্ষা থাকিতে দেখা যায় না আর তুল্যার্থক শব্দগুলি বিকল্পের বিষয় হইবে, এই ন্যায়বশতঃও এখানে বিকল্পই হইবে ; এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পরেশকর্ত্তৃকা সুষুপ্তিশ্চিন্তিতা। তামাশ্রিত্য তদাধারশ্চিন্ত্যত ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। আস্বিতি নাড়ীম্বিতি ভাবঃ। সুপ্তো গতঃ। তাভিরিতি নাড়ীভিঃ। প্রত্যবসৃপ্য গতো ভূত্বা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পরমেশ্বর কর্তৃক সুষুপ্তি হয়, ইহা বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই সুষুপ্তির আধার বিচারিত হইতেছে—এই ভাবে আশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। আসু তদা নাড়ীষু ইত্যাদি আসু—নাড়ীগুলির মধ্যে—এই ভাবার্থ। সুপ্তঃ—অর্থাৎ নাড়ীতে গত। তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্যেতি—তাভিঃ—নাড়ীগুলি দ্বারা। প্রত্যবসৃপ্য—গত হইয়া।

তদভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ॥ ৭॥

সূত্রার্থ—সেই জাগরণ ও স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি ; তাহা নাড়ীতে, পুরীততে ও ব্রহ্মে সমুচ্চিত হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি সেই সমুদায়কে সুষুপ্তির আশ্রয় বলিয়াছেন॥ ৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চকারঃ পুরীতৎসমুচ্চয়ার্থঃ। তয়োর্জাগর-স্বপ্নয়োরভাবস্তদভাবঃ সুষুপ্তিরিত্যর্থঃ। সা নাড়ীষু পুরীতত্যাত্মনি চ ব্রহ্মণি সমুচ্চিতা ভবতি। কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ। তেষাং সর্ব্বেষাং সুষুপ্তিস্থানত্বশ্রবণাৎ। বিকল্পে হ্যেষাং পক্ষে বাধঃ স্যাৎ। নাড়ীনাং প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ সমুচ্চয়ো দৃশ্যতে। "তাসু তদা ভবতি। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি"ইতি। ন চোক্তন্যায়াদ্বিকল্পঃ, তুল্যার্থতাভাবাৎ। তথা হি যথা দ্বারেণ প্রবিশ্য প্রাসাদে পর্য্যঙ্কে শেতে তথা দ্বারভূতাভির্নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরী-তদ্বর্ত্তিনি ব্রহ্মণীতি প্রকারভেদান্নাড্যাদীনাং সমুচ্চয় এবেতি। তস্মাদ্-ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুপ্তিস্থানম্। পুরীতত্তু হৃদয়পুণ্ডরীকাবরকমুচ্যতে॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত চকার পুরীততেরও সংগ্রহার্থ। তদভাবঃ—জাগরণ ও স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তিদশা; নাড়ী সমুদয়ে, পুরীততে ও ব্রহ্মে সমুদয়েই সমুচ্চিত থাকে অর্থাৎ ঐ সকলই সুষুপ্তির আশ্রয়, এক একটি নহে। কি কারণে? যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে। সেই সমুদয়ই সুষুপ্তি-স্থান শ্রুত আছে। বিকল্পপক্ষ লইলে শ্রুতিবোধিত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্মের বাধ হইবে। নাড়ী সমুদয়ের ও প্রাণ অর্থাৎ ব্রহ্মের সুষুপ্তির আশ্রয়ত্ব দেখা যায়, যথা—যখন নিদ্রিত জীব কোনও স্বপ্ন দেখে না তখন সে নাড়ীগুলির মধ্যে থাকে। আর এই প্রাণেতেই লীন হয়। যদি বল, উক্ত যুক্তি-অনুসারে বিকল্প বলিব, তাহাও নহে; কারণ উহারা তুল্যার্থক নহে, অর্থাৎ উহারা তুল্য কার্য্য করিতেছে না। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন কেহ প্রথমে দ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করে পরে পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, সেইরূপ দ্বার-স্থানীয় নাড়ীর সাহায্যে পুরীততে প্রবেশ করে, পরে পুরীততে স্থিত ব্রহ্মে অবস্থান করে, এইরূপ প্রকার ভেদ (ক্রমিক কার্য্যভেদ) থাকায় নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম তিনটিই সুষুপ্তির আশ্রয় হয়, এক একটি নহে। অতএব ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থান, নাড়ী প্রভৃতি সাধন। হৃৎপুণ্ডরীকের আবরণকারীকে পুরীতৎ বলে ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদভাব ইতি। তেষাং নাড়ীপুরীতদ্ব্রহ্মণাম্। প্রাণে পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্। একধা ভবতি লীয়ত ইত্যর্থঃ। ন চেতি। উক্তন্যায়াত্তুল্যার্থাস্তু বিকল্পেরন্নিত্যস্মাৎ ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—তদভাব ইত্যাদি সূত্রে। তেষাং সর্ব্বেষামিত্যাদি ভাষ্য—তেষাং—নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্মের। প্রাণে অর্থাৎ পরমাত্মায়। প্রাণ শব্দের অর্থ যে পরমাত্মা ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একধা ভবতি—একরূপ হয় অর্থাৎ তথায় লীন হয়। ন চোক্তন্যায়াদিতি—উক্ত ন্যায়—'তুল্যার্থাস্তু বিকল্পেরন্' এই ন্যায়ানুসারে ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে—"তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি।" (ছাঃ ৮।৬।৩) অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় জীব নাড়ীতে থাকে। আবার কোন স্মৃতিতে

পাওয়া যায়,—"তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে ইতি য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ২।১।১৭) অর্থাৎ কোথায়ও বলা আছে—জীব সুষুপ্তির সময় পুরীতৎএ থাকে। আবার বৃহদারণ্যকে পাই,—হৃদয়াকাশে থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকে।

৭২ হাজার নাড়ী হৃদয় হইতে শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হৃদয়ের বেষ্টনকারীর নাম পুরীতৎ। এই যে বলা হইয়াছে—নাড়ীতে সুপ্ত হয়, আবার ঐ নাড়ীর সাহায্যে পুরীততে সুপ্ত হয়, আবার অন্তরস্থ হৃদয়াকাশে শয়ন করে। এ-স্থলে নাড়ী, পুরীতৎ এবং ব্রহ্ম এই তিনকেই সুষুপ্তির আধার বলিয়া শ্রুত হয়। সংশয় এই যে,—এই তিনটিই সুষুপ্তির আশ্রয়? অথবা কোন একটি? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—তুল্যার্থ শব্দ সকলের পরস্পর অপেক্ষা দেখা যায় না এবং তুল্যার্থে বিকল্পই গ্রাহ্য; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সুষুপ্তি দশা নাড়ী সমূহে, পুরীততে এবং ব্রহ্মে তিনটিতেই সমুচ্চিত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

মূল কথা এই যে—প্রথমে নাড়ীর সাহায্যে পুরীততে প্রবেশ করে এবং অবশেষে হৃদয়স্থিত ব্রহ্মে অবস্থান করে। ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুষুপ্তি-স্থান, অন্যগুলি দ্বার বা উপায় মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
> ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
> স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
> স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩২) ॥ ৭ ॥

সূত্রম্—অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান এবং নাড়ী প্রভৃতি কেবল দ্বার-স্বরূপ, এইজন্য 'অস্মাৎ' এই ব্রহ্ম হইতেই সুষুপ্তির পর জাগরণ হয়॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যতো ব্রহ্মৈব সুপ্তিস্থানং নাড্যাদীনাস্তু দ্বারমাত্রতাঽতোঽস্মাদ্ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব স্বাপোত্তরং প্রবোধঃ শ্রূয়তে ছান্দোগ্যে। "সতশ্চাগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" ইতি। বিকল্পে তু কদাচিন্নাড়ীভ্যঃ কদাচিৎ পুরীততঃ কদাচিচ্চ ব্রহ্মণঃ স শ্রূয়েত। ন চ তথাস্তি। তস্মাদ্ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু ব্রহ্মই মুখ্য সুষুপ্তিস্থান, নাড়ী প্রভৃতি তথায় প্রবেশদ্বারমাত্র, এইজন্য এই ব্রহ্ম হইতেই সুষুপ্তির পর জীবের জাগরণ হয়,—এইরূপ ছান্দোগ্যে শ্রুত হয়, যথা—'সতশ্চাগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে' ইতি সদ্ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্থাৎ জাগরিত হইয়া জীব আর মনে করে না যে সে সৎ হইতে আসিয়াছে। যদি বিকল্প-পক্ষ গৃহীত হইত, তবে শ্রুতি বলিতেন—কখনও নাড়ী সমুদয় হইতে, কখনও পুরীতৎ হইতে, কখনও ব্রহ্ম হইতে সেই সুষুপ্তি হয়, এইরূপ শ্রুত হইত, কিন্তু সেরূপ তো শ্রুতি নাই, অতএব ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত ইতি। সতো ব্রহ্মণঃ। সঃ স্বপ্নঃ ॥ ৮ ॥

টীকানুবাদ—অত ইত্যাদি সূত্রে—সত আগচ্ছামহে ইত্যাদি ভাষ্য—সতঃ—ব্রহ্ম হইতে। স শ্রূয়েত ইতি—সঃ—সেই স্বপ্ন অর্থাৎ সুষুপ্তি ॥ ৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মই যে সাক্ষাৎ সুষুপ্তি-স্থান, তাহা সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে আরও দৃঢ় করিয়া বুঝাইতেছেন যে, অতএব এই ব্রহ্ম হইতেই সুষুপ্তির পর জাগরণ হয়। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যের প্রমাণ ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥" (ভাঃ ২।১।১৮)

"সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ।
মরীচিমিশ্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোঽহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥"

(ভাঃ ১।৬।৩১) ॥ ৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ "সতশ্চাগত্য ন বিদুরিতি" অত্র বিচারান্তরম্। সুপ্ত এবোত্তিষ্ঠেদুতান্য এবেতি সংশয়ে ব্রহ্মসম্পন্নস্য প্রাচীনদেহাদিসম্বন্ধাসম্ভবাৎ অন্য এবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর 'সৎ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া জীবসমূহ জাগ্রদ্দশায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করে না ইত্যাদি উক্তিতে অন্য বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। সেই সুপ্তই কি উঠে? অথবা অন্য ব্যক্তি? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—সুপ্ত ব্যক্তিই নহে, ইহা অন্য জীব, যেহেতু সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মগত হইলে পূর্ব্বদেহ-সম্বন্ধ তাহার থাকিতে পারে না, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্বাপোত্তরং পরেশাজ্জীবস্যোত্থানোক্ত্যা স এব সুপ্তিস্থানমিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। সুপ্তাদিতরস্যোত্থানসম্ভবেন সুপ্তস্য নাড্যাদ্যব-স্থানত্বেঽপ্যবিরোধাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যখন নিদ্রার পর পরমেশ্বর হইতে জীবের উত্থান কথিত হইতেছে, তখন সেই পরমেশ্বরই সুষুপ্তিস্থান—এই উক্তি কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু সুপ্ত-ভিন্ন ব্যক্তিরই ব্রহ্ম হইতে উত্থান সম্ভব। যদি বল, নাড়ী প্রভৃতিতে অবস্থানোক্তির বিরোধ, তাহাও নহে, এই সূত্রে ঐ আপত্তির সমাধান হেতু ইহা আক্ষেপসঙ্গতি—

সূত্রম্—স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—না, অন্য জীব নহে, সেই সুষুপ্ত জীবই উঠে, যেহেতু কর্ম্ম, অনুস্মরণ, শ্রৌত শব্দ ও বিধি ইহাতে আছে ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাক্ষেপায়। সুপ্ত এবোত্তিষ্ঠতি নান্যঃ। কুতঃ? কর্ম্মাদিভ্যঃ। সুপ্তেঃ প্রাগনুষ্ঠিতশেষলৌকিককর্ম্ম-সমাপনং কর্ম্মশব্দার্থঃ। অনুস্মৃতিঃ "যোঽহং সুপ্তঃ স এব প্রতিবুদ্ধোঽ-স্মি" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা। শব্দ 'স্তু ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা

বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্-যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি” ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। ব্যাঘ্রাদয়ো জীবাঃ স্বপ্তেঃ প্রাগ্ যদ্‌যচ্ছরীরং প্রাপ্তাস্ত এব প্রতিবুদ্ধাস্তত্তদেবাপ্নুবন্তীতি তস্যার্থঃ। বিধিশ্চ “আত্মানমেব লোকমুপাসীত” ইতি বৃহদারণ্যকদৃষ্টো মোক্ষ-বিষয়ঃ। সোঽপি সুপ্তস্য মুক্তত্বেঽনর্থকঃ স্যাৎ। অয়ং ভাবঃ। যথা লবণাম্বুপূর্ণঃ পিহিতমুখঃ কুম্ভো গঙ্গায়াং নিক্ষিপ্তঃ পুনরুদ্ধ্রিয়তে, তথা বাসনাবৃতো জীবঃ সুপ্তো বিরতসমস্তকরণো বিশ্রামস্থানং ব্রহ্ম সম্পদ্যাপি পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি। ন চ নির্ব্বাসনবত্তৎসারূপ্যমুপৈতি। তদেতচ্চ কর্ম্মাদিভ্যোঽবগতমিতি ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিরাসার্থ। যে সুপ্ত হইয়াছিল সেই উত্থিত হয়, অন্য জীব নহে ; কি কারণে ? যেহেতু এ-বিষয়ে কর্ম্মাদিই কারণ, সুপ্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশিষ্ট লৌকিক কর্ম্ম সেই সমাপন করে, ইহাই সূত্রোক্ত কর্ম্ম-শব্দের অর্থ। অনুস্মৃতি অর্থাৎ যে আমি ঘুমাইয়াছিলাম, সেই আমি জাগরিত হইয়াছি এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সেই সুপ্তোত্থিত জীবেরই হয় ; এ-বিষয়ে শ্রুতিও আছে, ব্যাঘ্র হউক, অথবা সিংহ, বৃক (নেকড়ে বাঘ), বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, মশক যে কোনও দেহ সুপ্তির পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিল সুষুপ্তির পর সেই শরীরই তাহারা প্রাপ্ত হয়, ইহাও একটি কারণ। তদ্‌ভিন্ন বৃহদারণ্যকে উপাসনা বিধিও দৃষ্ট আছে,—যথা ‘আত্মানমেব লোকমুপাসীত’ আত্মতত্ত্বেরই ধ্যান করিবে, ইহাতে মুক্তির পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যদি সুপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তি হেতু মুক্তই হইয়া থাকে, তবে এই বিধিবাক্য নিষ্প্রয়োজন। ভাবার্থ এই—যেমন একটি কলসকে লবণ জলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদিত করতঃ গঙ্গাজলে ফেলিয়া পরে তাহা হইতে তোলা হয়, সেইরূপ সংস্কারসমূহে পূর্ণ জীব সুপ্তিকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়-কার্য্য হইতে বিরত হইয়া বিশ্রামস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেও পুনরায় ভোগের জন্য ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়। তদ্‌ভিন্ন বাসনাহীনের মত ব্রহ্ম-সারূপ্য প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত কথা তাহার কর্ম্মাদি হইতে অবগত হওয়া যায়॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স এবেতি। কর্ম্মেতি। দিনৈকসাধ্যস্য কর্ম্মণোঽর্দ্ধং কৃত্বা সুপ্তো জনঃ পুনরুত্থায়াবশিষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ দৃষ্টঃ। উত্থিতস্য সুপ্তাদিতরত্বেঽবশিষ্টং তৎ স ন সমাপয়েদিত্যর্থঃ। শিষ্টং স্ফুটার্থম্। অয়মিতি। তৎসারূপ্যং ব্রহ্মসাম্যম্ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—'স এবেতি' সূত্রে—কর্ম্মাদিভ্য ইত্যাদি ভাষ্য—একটি সম্পূর্ণ দিন-সাধ্য একটি কর্ম্মের অর্দ্ধেক করিয়া কোন লোক নিদ্রিত হইলে পরে উত্থানের পর পুনরায় তাহাকে অসমাপ্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে দেখা গিয়াছে, যদি ঐ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুপ্ত হইতে বিভিন্ন হয়, তবে অবশিষ্ট কর্ম্ম সে সমাপন করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। অবশিষ্ট ভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট। অয়ং ভাব ইত্যাদি ভাষ্যে তৎসারূপ্যং—ব্রহ্মসাম্য ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সুষুপ্তির আশ্রয় সদ্ বস্তু ব্রহ্ম; জাগরণকালে তাঁহা হইতে আসিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না বলায়, এই শ্রুতিতে বিচারান্তর উপস্থিত হইতেছে যে, এ কি সেই সুপ্তই উত্থিত হয়? অথবা অন্য কেহ উত্থিত হয়? এইরূপ সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, ব্রহ্মসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাচীন দেহ-সম্বন্ধের অভাববশতঃ অন্য কেহ উত্থিত হইয়া থাকে; এইরূপ মত নিরসনার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন,—না, সুপ্তব্যক্তিই উত্থিত হয়, অন্যে নহে; কারণ কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শ্রুতি ও বিধি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যকৃত শ্রীভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"সুষুপ্তির পূর্ব্বে জীব যে কর্ম্ম করে, সুষুপ্তির পরও সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে দেখা যায়। সুষুপ্তি হইলেই যদি ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া মোক্ষ লাভ হইত, তাহা হইলে মোক্ষ লাভের জন্য শাস্ত্রে এত বিধি নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইত না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।
সংছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ-
জ্ঞানাসিনা ভজতমাঽখিলসংশয়াধিম্ ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩৩)

"স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥" (ভাঃ ৩।২২।৩৬) ॥ ৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রসঙ্গাদিদং চিন্ত্যতে। মূর্চ্ছায়াং ব্রহ্মণি সংপ্রাপ্তিরর্দ্ধপ্রাপ্তির্বা জীবস্যেতি সংশয়ে তস্যাঃ সুপ্তিবিশেষত্বাত্তদ্বৎ সংপ্রাপ্তিরেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে ইহা বিচারিত হইতেছে। মূর্চ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে সম্পূর্ণপ্রাপ্তি? অথবা অর্দ্ধপ্রাপ্তি? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—মূর্চ্ছাও একপ্রকার সুপ্তিবিশেষ, অতএব সুষুপ্তির মত মূর্চ্ছায় জীবের পূর্ণ ব্রহ্মসংপ্রাপ্তি, ইহাই বলিব; ইহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—মূর্চ্ছাপি হরিসৃষ্টেতি চিন্তিতং তামাশ্রিত্য ন্যায়স্য প্রবৃত্তেরাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। প্রসঙ্গাদিতি। তস্যাঃ মূর্চ্ছায়াঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—মূর্চ্ছাও শ্রীহরি কর্তৃক সৃষ্ট, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে সেই মূর্চ্ছাকে আশ্রয় করিয়া এই অধিকরণ প্রবৃত্ত হওয়ায় আশ্রয়াশ্রয়িভাব-নামক সঙ্গতি। প্রসঙ্গাদিদং চিন্ত্যতে ইতি তস্যাঃ—সেই মূর্চ্ছার—

মুগ্ধাধিকরণম্

সূত্রম্—মুগ্ধেঽর্দ্ধসংপ্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—জীব মূর্চ্ছিত হইলে তাহার তখন ব্রহ্মে অর্দ্ধপ্রাপ্তি হয়। যেহেতু তখন তাহার দুঃখ-সম্বন্ধ থাকে ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মুগ্ধে মূর্চ্ছিতে সতি পুরুষে তস্য ব্রহ্মণ্যর্দ্ধ-প্রাপ্তির্ভবতি। কুতঃ? পরিশেষাৎ। দুঃখানুসন্ধানাৎ ন সুপ্তিবৎ তৎসংপ্রাপ্তিঃ। বিষয়াদর্শনাজ্জাগরাদিবন্নাপ্রাপ্তিঃ। কিন্তু পারিশে-

স্যাদর্দ্ধপ্রাপ্তিরেবেত্যর্থঃ। "হৃদয়স্থাৎ পরাজ্জীবো দূরস্থো জাগ্রদেষ্যতি। সমীপস্থস্তথা স্বপ্নং স্বপিত্যস্মিল্লয়ং ব্রজন্। অত এবং ত্রয়োঽবস্থা মোহস্তু পরিশেষতঃ। অর্দ্ধপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ো দুঃখমাত্রং প্রতি স্মৃতেঃ" ইতি হি স্মৃতিঃ। দূরস্থোঽক্ষিস্থঃ সমীপস্থঃ কণ্ঠস্থঃ। নন্নু দেহস্থস্য জীবস্য তিস্রোঽবস্থাঃ শ্রূয়স্তে। জাগরঃ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি। নাতোঽন্যা কচিদীক্ষ্যতে। তস্মান্মূর্চ্ছা নাম পৃথগবস্থা নাস্তীতি তিসৃণামন্য-তমৈব সেতি চেন্ন অন্যত্বাৎ। তথা হি। ন তাবজ্জাগরো মূর্চ্ছা ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াবীক্ষণাৎ। নাপি স্বপ্নঃ নিঃসংজ্ঞত্বাৎ। ন চ সুপ্তিঃ মুখপ্রসাদনিষ্কম্পত্বাদ্যভাবাৎ। তস্মাদবস্থান্তরমেব পরিশেষাদব-সীয়তে। সা চেয়ং লোকে বৈদ্যকে চ প্রসিদ্ধেতি। তথা চ জাগরস্বপ্নাদিনিখিলকর্ত্তৃত্বরূপো যস্য মহিমা স হরিরেব সেব্য ইতি প্রকরণাভিপ্রায়ঃ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মুগ্ধ অর্থাৎ পুরুষ মূর্চ্ছিত হইলে তাহার তৎকালে ব্রহ্মে অর্দ্ধপ্রাপ্তি হয়। কারণ কি? তখন তাহার দুঃখ-সম্বন্ধ থাকে, সুষুপ্তির মত মূর্চ্ছায় জীবের ব্রহ্মে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি হইলে দুঃখ-সম্বন্ধ থাকিত না, আবার তখন জাগ্রদ্দশার মত জাগতিক পদার্থ দর্শনও হয় না অতএব ব্রহ্মের অপ্রাপ্তিও বলা যায় না। সুতরাং পরিশেষে অর্দ্ধপ্রাপ্তিই বলিতে হয়—এই তাৎপর্য্য। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্য এই—হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর হইতে জীব জাগ্রদ্দশায় অনেক দূরে আসিবে। আর যখন ব্রহ্মের সমীপে থাকে, তখন স্বপ্ন অনুভব করে, সুষুপ্তি হইলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব এইরূপে জীবের তিনটি অবস্থা, কিন্তু মূর্চ্ছা পরিশেষে অর্দ্ধলয়াবস্থা; কেননা, তখন দুঃখমাত্রই অনুভূত হয়, এইরূপ স্মৃতি আছে। দূরস্থ শব্দের অর্থ চক্ষুঃস্থিত, সমীপস্থ—কণ্ঠস্থিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে—দেহস্থিত জীবের তিনটি অবস্থাই শ্রুত হয় যথা জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন অবস্থাই কোন জায়গায় দৃষ্ট হয় না, অতএব মূর্চ্ছা নামে স্বতন্ত্র অবস্থাই নাই, উহা ঐ তিনটির অন্তর্গত। এই যদি বল, তাহা নহে, মূর্চ্ছা ঐ তিন অবস্থা হইতে পৃথগ্ভূত। কিরূপে? দেখ, মূর্চ্ছা জাগরণ হইতে পারে না, কারণ জাগরণের মত

তখন কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। আবায় নিদ্রাস্বরূপও নহে যেহেতু নিদ্রাকালে জীবের সংজ্ঞা (চৈতন্য) থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, স্বষুপ্তিও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বষুপ্তির মত তখন মুখের প্রসন্নতা ও নিষ্পন্দতার অভাব হয়, অতএব পরিশেষে উহা ঐ তিন অবস্থা হইতে অন্য একপ্রকার অবস্থা। এই অবস্থা লৌকিক ব্যবহারে ও বৈদ্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অতএব সিদ্ধান্ত এই,—যাঁহার মহিমা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি কর্তৃত্ব, সেই শ্রীহরিই উপাস্য ; ইহাই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—মুগ্ধে ইতি। হৃদয়স্থাদিতি বারাহে। পরাৎ পরেশাৎ। ন চ স্বপ্তিরিতি। স্বপ্তো হি প্রসন্নবদনো নিষ্কম্পো মুদ্রিতনেত্রশ্চলৎপ্রাণশ্চ দৃষ্টঃ। মুগ্ধস্তু ভয়ঙ্করবদনঃ কম্পমানো নিশ্চলোন্মীলিতনেত্রো নিশ্চলপ্রাণশ্চ দৃশ্যত ইতি ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—মুগ্ধে ইত্যাদি সূত্রে 'হৃদয়স্থাৎ পরাজ্জীবো' ইত্যাদি ভাষ্য-ধৃত শ্লোকটি বরাহপুরাণোক্ত। পরাৎ—পরমেশ্বর হইতে। ন চ স্বপ্তিঃ, মুখ প্রসাদেত্যাদি—স্বষুপ্ত ব্যক্তির মুখ বেশ প্রসন্ন থাকে, সে কম্পহীন হয় এবং মুদ্রিত চক্ষুঃ থাকে তাহার প্রাণকে তখন চলিতে দেখা গিয়াছে ; কিন্তু মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মুখ অতি ভীষণ হয়, সে কাঁপিতে থাকে, চক্ষুঃ তাহার উন্মীলিত অথচ নিশ্চল, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিও নিশ্চল হয় দেখা যায়, অতএব উভয়ের ঐক্য হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পূর্ণ ? অথবা অর্দ্ধেক ? তাহাই বিচারিত হইতেছে। এ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—মূর্চ্ছায়ও স্বপ্তিবিশেষত্ব-নিবন্ধন পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনাই আছে ; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মূর্চ্ছাবস্থায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্দ্ধমাত্র। উক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়-অদর্শন নিমিত্ত উহা জাগর বলিয়া গণ্য হয় না। সংজ্ঞার অভাবহেতু স্বপ্নও নহে, মুখ প্রসাদের অভাবে উহা স্বষুপ্তিও নহে। মূর্চ্ছা—এই অবস্থাত্রয়ের অন্য। উহাতে ব্রহ্মে অর্দ্ধপ্রাপ্তি মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥" (ভাঃ৩।৩১।৬)

অর্থাৎ সেই জরায়ুর মধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমি-সকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া, ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং নিখিলনিয়ামকতয়া ভগবতো মহিমা দর্শিতঃ। ইদানীং বহুধাবভাতোঽপ্যৈক্যং স্বস্মিন্ন ত্যজতীত্যবিচিন্ত্যস্বরূপতা তস্য দর্শ্যতে। যদ্যপি "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" ইত্যাদিনোক্তমেতৎ তথাপি যুগপদ্বহুভাবেন ভেদপ্রতীতৌ ন সমাহিতমতোঽত্রাচিন্ত্যত্বেন তৎসমর্থনম্। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রুতম্। তত্র সংশয়ঃ। নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতানি ভগবতো বহূনি রূপাণি মিথো ভিন্নানি ন বেতি। স্থানভেদেন স্থানিনোঽপি ভেদাদ্ভিন্নানি তানি। ন হি মিথো বিলক্ষণসংস্থানগুণাদীনি বস্তূন্যভেদং লব্ধুমর্হন্তি। একোঽপি সন্নিতি তু সামান্যাভিপ্রায়ং ভাবি। ততশ্চ বস্তুতো ভিন্নেষু বহুষনেকেশ্বরতাপত্তিস্তস্যাঞ্চ সত্যাং বহুবিষয়া ভক্তিরেকস্যাসম্ভাবিনীত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্বনিয়ন্তৃ-স্বরূপে মহিমা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে তিনি জগতে বহুরূপে প্রকাশ পাইলেও স্বরূপে ঐক্য ত্যাগ করেন না, এইরূপ তাঁহার অচিন্তনীয় মহিমা বর্ণিত হইতেছে। যদিও পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দেখান হইয়াছে যে, মৎস্যাদি অবতার সূর্য্য, চন্দ্র প্রদীপাদির মত অংশী শ্রীহরি হইতে বিভিন্ন নহেন। আবার এখানে তাহার প্রসঙ্গ কেন? তাহা হইলেও এককালে বহুরূপে ভেদপ্রতীতি কিরূপে হইবে? এ-বিষয়ে আপত্তির সমাধান করা হয় নাই, অতএব এখানে অচিন্তনীয়তাহেতু সেই সব আক্ষেপের সমাধান দ্বারা উহা সমর্থিত হইল। শ্রুতিতে আছে—'তিনি এক হইয়াও বহুভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন' ইত্যাদি। ইহাতে সংশয় এই—নানাবিধ স্থানে স্থিত শ্রীভগবানের বহুরূপ পরস্পর ভিন্ন কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—স্থানী এক হইলেও স্থানভেদে যখন তাহার ভেদ হয়, তখন সেই বহুরূপ পরস্পর ভিন্ন। যুক্তি এই—পরস্পর বিলক্ষণ আশ্রয়, অবয়ব সংস্থান (গঠন) ও

গুণ প্রভৃতি সম্পন্ন বস্তুগুলি কখনও অভেদস্বরূপ লাভ করিতে পারে না। তবে যে বলা আছে—'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' ইহার উপপত্তি কি হইবে? তাহার উত্তর এই—জাতিকে আশ্রয় করিয়া বহুব্যক্তি একরূপ হইয়া থাকে—ইহা সামান্যাভিপ্রায়ে হইবে। বাস্তবপক্ষে পদার্থগুলি ভিন্ন ও বহু, অতএব অনেক ঈশ্বর হইয়া পড়ে, তাহাতে ক্ষতি এই—এক উপাসকের বহু ঈশ্বরে ভক্তি অসম্ভব; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নিখিলকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরো ভজনীয় ইত্যুক্তং তন্ন সিধ্যতি, ঈশ্বরবহুত্বাৎ বহুবিষয়া ভক্তিরেকেন দুষ্করেত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। এবং নিখিলেত্যাদি। বহুধাবভাতোঽপি ভগবানিতি জ্ঞেয়ম্। স্বস্মিন্নাত্মনি। এতদিতি। বহুধা ভানে সত্যপ্যৈক্যমিত্যর্থঃ। স্থানভেদেনেতি। যদ্যপি ধাম্নাং ন স্বরূপতো ভেদোঽস্তি তথাপি বিশেষবিভাতং বাস্তবং ভেদকার্য্যমস্তীতি তদাদায় পূর্ব্বপক্ষ ইত্যর্থঃ। ন সমাহিতং সমাধানং ন কৃতমিত্যর্থঃ। একোঽপি সন্নিতি। তথাপ্যেকত্বং জাত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি এই,—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, নিখিল বিশ্বের কর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন ঈশ্বর ভজনীয়, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু বহু পদার্থের ঈশ্বর-স্বরূপতাহেতু ঈশ্বর এক নহেন, তিনি বহু, বহুর উপর ভক্তি একের পক্ষে দুঃসাধ্য—এই আপত্তির সমাধানহেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি। 'এবং নিখিলনিয়ামকতয়া ইত্যাদি' ভাষ্য—বহুরূপে ভগবান্ প্রকাশিত, ইহা তাৎপর্য্য। 'স্বস্মিন্ ন ত্যজতি'—স্বস্মিন্—স্বরূপে, উক্তমেতৎ ইত্যাদি—তাহার অর্থ—তিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইলেও এক। স্থানভেদেন স্থানিনোঽপি ইত্যাদি যদিও সূর্য্য, চন্দ্র, প্রদীপাদি তেজের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তাহা হইলেও তাহাদের বিশেষভাবে প্রকাশ ধরিয়া বাস্তব ভেদকার্য্য আছে মানিতে হইবে, সেই ধরিয়াই পূর্ব্বপক্ষীর উক্তি। 'ন সমাহিতং' অর্থাৎ সমাধান করা হয় নাই। 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' ইত্যাদি—তেজসমুদায় বিশেষভাবে পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ পাইলেও তেজস্ত্ব জাতি ধরিয়া উহাদের একত্ব এই অভিপ্রায়।

উভয়লিঙ্গাধিকরণম্

সূত্রম্—ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ—'পরস্য'—পরমেশ্বরের স্বরূপ, 'স্থানতোঽপি'—স্থানভেদেও, 'ন উভয়লিঙ্গম্' উভয়স্বরূপ নহে অর্থাৎ স্থানভেদেও স্থানী—বিশেষ্য এক হওয়ায় বিভিন্ন হয় না ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরস্য ভগবতঃ স্বরূপং স্থানতোঽপি নোভয়লিঙ্গমুভয়লক্ষণম্। স্থানভেদেঽপি স্থানি বিশেষ্যং ন ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ। হি যস্মাদেকমেব স্বরূপমচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপৎ সর্ব্বত্রাবভাত্যেকোঽপি সন্নিতিশ্রুতেঃ। স্থানানি ভগবদাবির্ভাবাস্পদানি তদ্বিবিধলীলাশ্রয়ভূতানি সংব্যোমশব্দিতানি। বিবিধভাববন্তো ভক্তাশ্চ। তেষু সর্ব্বেষ্বেকমেব স্বরূপং বিভাতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীভগবান্ পরমেশ্বরের স্বরূপ স্থান-হিসাবেও উভয় প্রকার নহে অর্থাৎ স্বরূপতঃ নির্বিশেষ স্থানতঃ সবিশেষ লক্ষণ নহে; স্থান—বিশেষণ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থানী—বিশেষ্য ভিন্ন হয় না, যেমন দেশভেদেও ঘট একই হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। যেহেতু একই ভগবানের স্বরূপ স্বীয় অচিন্তনীয় শক্তিবশতঃ এককালে সকল স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এক হইয়াও তিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন—এই শ্রুতি বাক্যই তাহার প্রমাণ। স্থান বলিতে ভগবানের আবির্ভাবের স্থান, যেগুলি তাঁহার নানাপ্রকার লীলার আধারভূত সংব্যোম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত এবং শান্ত-দাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভাববিশিষ্ট ভক্তগণও তাহাই অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাব স্থান। ঐ সকলের মধ্যে তাঁহার একই স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। বিবিধভাবাঃ শান্তদাস্যাদয়স্তদ্বন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—'ন স্থানতোঽপি' ইত্যাদি সূত্রে বিবিধ ভাববন্ত ইত্যাদি ভাষ্যে—বিবিধ ভাব অর্থাৎ শান্ত-দাস্য প্রভৃতি অবস্থা, তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ বিবিধ ভাববান্ ভক্তগণও তাঁহার আবির্ভাবস্থান ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এইরূপে শ্রীভগবানের নিখিল নিয়ামকতারূপ মহিমা প্রদর্শিত হইবার পর এক্ষণে স্বরূপে এক হইয়াও বহুবিধরূপে প্রকাশিত হইবার কারণ অবিচিন্ত্যশক্তি-মহিমা প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইলেও বহুরূপে—যুগপৎ এককালে ভেদ-প্রতীতি যে হয়, তাহা অচিন্তনীয় শক্তিবশতঃই হয়—এইরূপ সমাধান করা হয় নাই, তাহাই সমর্থিত হইতেছে।

শ্রুতি-কথিত "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি বাক্যে সংশয় এই যে, পরমেশ্বর নানাস্থানে নানাবিধরূপে অবস্থিত হইলে, উহার সেই নানা রূপ এক ? অথবা ভিন্ন ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—স্থানভেদে সেই নানা রূপ পরস্পর ভিন্নই হইবে। আরও বলেন—ঈশ্বরের যদি বহুত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে একজন নিষ্ঠাবান্ উপাসকের পক্ষে বহু ঈশ্বরকে ভক্তি করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের স্থানভেদেও স্বরূপ একই ; উভয়প্রকার নহে।

বিশেষণ বহু হইলেও বিশেষ্য একই থাকে ; শ্রীভগবানের ইহাই অচিন্তনীয় শক্তির পরিচয় যে, তিনি একই কালে বহু স্থানে বা সকল স্থানে বহু রূপে প্রকাশ পাইয়াও স্বরূপে অদ্বিতীয়ই থাকেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই সূত্রের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় লক্ষণ হইতে পারে না, উপাধিযোগেও হয় না, উপনিষদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বিশেষরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

কেহ যদি মনে করেন যে, ব্রহ্ম যখন জীবের শরীরে সর্ব্বদাই অবস্থান করেন, তখন স্বপ্ন, মূর্চ্ছাদি অবস্থায় জীবের যে দুঃখ বা দোষ হয়, তাহা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মকে এই সকল দোষ স্পর্শ করে না। যদিও ব্রহ্ম জীবের সহিত এক দেহেই অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলেও সর্ব্বত্র অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিতে ব্রহ্মকে উভয় লিঙ্গ যুক্ত বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি লিঙ্গ এই যে, তাঁহার

কোনও দোষ নাই, আর একটি লিঙ্গ হইতেছে,—তিনি সকল কল্যাণগুণের আধার।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে ভগবৎ-সন্দর্ভীয় বিচারে নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডনার্থ এই সূত্র উদ্ধার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, এই অধিকরণে সকল বাক্যগুলিই সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে আরও লিখিয়াছেন,—'স্থান' বলিতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের স্থান, সংব্যোম-শব্দে তাঁহার নানাবিধ লীলার আশ্রয়স্থান এবং শান্ত, দাস্য প্রভৃতি বিবিধভাব-বিশিষ্ট ভক্তগণও বোধিত হইয়া থাকেন ঐ সকলস্থলে শ্রীভগবান্ এক স্বরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥" (ভাঃ ১০।৬৯।২)

শ্রীলঘুভাগবতামৃতেও পাই,—

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও পাই,—

"একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য-প্রকাশ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১।৬৯-৭০)

"একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১।৭৬)॥ ১১॥

সূত্রম্—ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—যদি বল, তিনি বহুরূপে অবভাত (প্রকাশিত) হইলেও তাত্ত্বিকত্ব প্রযুক্ত (বাস্তবরূপে) ভেদ ও অভেদ প্রতীত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সমাধান তো যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু শ্রুতিতে সমস্ত-রূপেও ব্রহ্মের ঐক্য বোধিত আছে, ভেদবোধক বাক্য নাই ॥ ১২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বহুধাবভাতস্যাপি তাত্ত্বিকত্বেন ভেদাভেদ-প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বোক্তং ন যুক্তমিতি চেন্ন। কুতঃ? প্রতীত্যাদেঃ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি চ বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রহ্মা-পূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যনুশাসনম্" ইতি বৃহদারণ্যকে সর্ব্বেষাং রূপাণামৈক্যোক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, বহুরূপে প্রকাশমানেরও বাস্তবরূপে ভেদ ও অভেদ থাকায় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাও বলা যায় না; কেননা, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—সেইরূপই শ্রুতিতে পাওয়া যায়। যথা বৃহদারণ্যকে—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ···অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিতি' ইন্দ্র—পরমেশ্বর, মায়াভিঃ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই ত্রিবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট নিত্য স্বরূপশক্তিযুক্ত এ-জন্য বহুরূপে প্রতীত হন, যেহেতু ভগবান্ অচিন্তনীয় স্বরূপশক্তিমান্, এইজন্য তাঁহার সহস্র বিষ্ণুরূপ যুক্তিযুক্ত। এই পরমেশ্বর এক হইয়াও সঙ্কল্পমাত্রে অনেক বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন। এখানে ইন্দ্রশব্দে হরি, হরি বলিতে অশ্বভ্রম করিও না, এই ইন্দ্র বলিতে পরমেশ্বরই প্রসিদ্ধ। তিনি একই; তাঁহার শত, দশ অশ্ব যুক্ত আছে এই ইন্দ্রই সেই সব অশ্ব ইনিই সহস্র, বহু, অনন্তরূপে—তিনি দ্বারকায় প্রতি মহিষীগৃহে একরূপেই প্রতিভাত হইয়াছেন। সেই সমস্তরূপ এক ব্রহ্মই, তিনি বিভু, অপূর্ব্ব (জন্য নহেন), অনপর (অদ্বিতীয়), অনন্তর (ভেদহীন), অবাহ্য (তাঁহার বাহিরে কিছু নাই), আত্মা (ব্যাপক) এবং সর্ব্বজ্ঞানময়। ইহাই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপদেশ জানিবে। কারণ এইভাবে বৃহদারণ্যকে সমস্তরূপের ঐক্যই কথিত হইয়াছে, অতএব তাঁহার ভেদ নাই ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন ভেদাদিতীতি। পূর্ব্বোক্তং ন যুক্তম্। কুতঃ? ভেদাদিতি চেন্ন। কুতঃ? প্রত্যেকমিত্যাদেরিতি যোজ্যম্। বহুধাবভাতস্যাপীতি। অপিশব্দাদৈক্যস্য চেত্যর্থঃ। ইন্দ্র ইতি। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ। মায়াভিরিতি। হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিদিত্যেবং ত্রিবৃত্তিকয়া স্বরূপশক্ত্যা পরয়েত্যর্থঃ। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুক্তঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টুকোষে জ্ঞানপর্য্যায়াচ্চ। যুক্তা হ্যস্য হরয় ইতি। হি যতোঽসাবচিন্ত্যস্বরূপশক্তিরতোঽস্যৈকস্যৈব ইন্দ্রস্য শতাদশ হরয়ঃ। সহস্রং বিষ্ণুরূপাঃ প্রকাশাঃ যুজ্যন্তে। শক্ররথস্যাশ্বভ্রান্তিং নিবারয়িতুমাহ অয়ং বা ইতি। অয়মিন্দ্রঃ পরমেশ্বরো বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা এক এবানেকহরয়ো বিষ্ণবঃ সঙ্কল্পমাত্রাদেবাবির্ভবন্তি। তদুদাহরণত্বেনাহ অয়ং বৈ ইতি। অয়মেবেন্দ্রো দশাবতারা মীনাদিরূপতয়া ভবতি। অয়মেব বহূনি সহস্রাণি রূপাণি ভবতীতি দ্বারবত্যাং প্রতিমন্দিরমৈক্যরূপেণ সংস্থিতেঃ। বিধিমোহনে যাবদ্বৎসপবৎসরূপপ্রাকট্যাদ্বা। সংখ্যাপরিচ্ছেদং প্রাপ্তং নিবারয়তি অনন্তানি চেতি। রূপাণীতিশেষঃ। বহুত্বেন প্রাপ্তং ভেদং নিবারয়তি তদেতদ্ব্রহ্মেতি। তৎ সর্ব্বরূপমেকং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। বিভুত্বমাহাপূর্ব্বমিত্যাদি। জ্ঞানৈকরস্যমাহ সর্ব্বানুভূতিরিতি। নখরচিকুরাদিরূপং সর্ব্বং জ্ঞানধাতুরিত্যর্থঃ। অথবা সার্ব্বজ্ঞ্যমাহ সর্ব্বানুভূতিরিতি ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'ন ভেদাদিত্যাদি' সূত্রে, পূর্ব্বোক্তং ন যুক্তমিত্যাদি ভাষ্য, পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কি কারণে? যেহেতু মৎস্যাদি অবতারের ভেদ আছে—এই যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন, তাহার প্রতিবাদরূপে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—না, তাহা বলিতে পার না, কারণ কি? প্রতীত্যাদেঃ,—প্রত্যেকের মধ্যে তাঁহার সত্তা বশতঃ। 'প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ' ইহা যোজনীয় অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যে তাঁহার সত্তা বশতঃ। বহুধাবভাতস্যাপি ইত্যাদি ভাষ্যস্থ অপি শব্দের অর্থ ঐক্য থাকিলেও 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—ইন্দ্রঃ—পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম। মায়াভিঃ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিদ্ এই ত্রিবিধ বৃত্তিবিশিষ্টা পরা—স্বরূপশক্তি দ্বারা যুক্ত, মায়া-নাম্নী স্বরূপভূত নিত্যশক্তি যুক্ত; শ্রুতিতে আছে—

এইজন্য পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকে মায়াময়, নিত্য, পুরুষ বলিয়া থাকেন। মায়া শব্দের অর্থ জ্ঞান, যেহেতু নিরুক্তকার যাস্ক নিঘণ্টুতে মায়া, বয়ুন, জ্ঞান ইত্যাদি শব্দ এক পর্য্যায়ের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তা হস্য হরয়ঃ ইত্যাদির অর্থ—যেহেতু ঐ পরমেশ্বর অচিন্তনীয় স্বরূপশক্তিমান্ এইজন্য একই সেই ইন্দ্রের সহস্র হরি যুক্ত অর্থাৎ সহস্র বিষ্ণুরূপ-প্রকাশ যুক্তিযুক্ত। এই হরি বলিতে ইন্দ্ররথের সহস্র অশ্ব—এ-ভ্রম কর্ত্তব্য নহে; তাই বলিতেছেন—অয়মিন্দ্রঃ—অর্থাৎ এই ইন্দ্র পরমেশ্বর, বৈ—প্রসিদ্ধ বা নিশ্চিত যে একই অনেক হরি অর্থাৎ বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্র হইতে আবির্ভূত হন। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছেন—অয়ং বৈ দশচ সহস্রাণিচেত্যাদি এই ইন্দ্রই দশাবতার মৎস্যাদিরূপে প্রকাশ পান। ইনিই বহু সহস্ররূপ হন, যেহেতু দ্বারকাধামে ষোড়শ সহস্র মহিষীর প্রতি গৃহে এককালে একরূপে অবস্থান করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মবিমোহনে যত বৎস-পালক ও যত গোবৎস, তাহাদের রূপ যেহেতু প্রকটিত করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া তাঁহার রূপ-প্রকটন কেবল সহস্রাদিতে সীমাবদ্ধ নহে, ইহাই দেখাইতেছেন—অনন্তানি চেতি—অর্থাৎ অসংখ্য তাঁহার রূপ। অতঃপর তাঁহার বহুত্বহেতু আশঙ্কিত ভেদ নিরাকৃত হইতেছে—'তদেতদ্ ব্রহ্মেতি' সেই এই সমস্তরূপ এক ব্রহ্মই—এই অর্থ। অপূর্ব্বমিত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার বিভুত্ব দেখান হইতেছে। তিনি যে কেবল জ্ঞানৈকরস, তাহা সর্ব্বানুভূতি-পদে কথিত হইতেছে। তবে যে নখ, কেশ প্রভৃতি রূপ তাহা জ্ঞানোপাদানক—এই অর্থ, অথবা সর্ব্বানুভূতি-শব্দে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বলা হইতেছে॥ ১২॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন, এই বাক্যে তাত্ত্বিকত্ব-নিবন্ধন ভেদ ও অভেদ প্রাপ্ত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত কেবল অভেদ উক্তি যুক্তিযুক্ত হয় না, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে সকল রূপের অভেদত্বই কথিত হইয়াছে, ভেদসূচক বাক্য নাই। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—পরমেশ্বর তাঁহার নিত্য স্বরূপশক্তিযুক্ত বলিয়া বহুরূপে প্রতীত হন। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি বৃঃ আঃ শ্রুতি ২।৫।১৯ দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই সূত্রেরও নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

কেহ যদি মনে করেন যে, দেব, মনুষ্যাদি শরীরভেদে ব্রহ্মও সুখাদি ভোগ করেন, কারণ তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহা নহে অর্থাৎ এই বিচার ঠিক নহে ; কারণ প্রত্যেক শরীরের মধ্যে তিনি অমৃতরূপে অবস্থান করেন, সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত সুখ-দুঃখের স্পর্শ হইতে পারে না ; এই কথা শ্রুতিতেই পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি চমৎকার উদাহরণও দিয়াছেন যে, কোন বস্তুই সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক নহে। এক বস্তুই এক ব্যক্তিকে সুখ দেয় আবার অন্যকে দুঃখ দিয়া থাকে। যেমন দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়,—রমণীর রূপ তাহার স্বামীকে সুখ দিলেও সপত্নীকে দুঃখ দিয়াই থাকে। কর্ম্ম-ফলে জীব কোন বস্তুর সংস্পর্শে সুখ বা দুঃখ লাভ করে। ব্রহ্ম কর্ম্ম-ফলের অধীন নহেন, সুতরাং কোন বস্তু তাঁহার সুখের বা দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

আচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে ভগবৎ-সন্দর্ভীয় বিচারে এই সূত্রটি ও পরবর্ত্তী সূত্রটি ভেদত্রয়-বিচারপ্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৩) ॥ ১২ ॥

সূত্রম্—অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—অপি চ—আর এক কথা, কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ বলেন, তিনি অমাত্র—পরিমাণ ও সংখ্যাহীন, আবার অনন্তপরিমাণ। এইরূপে অভেদে ওঅনন্তরূপে বিভিন্ন উক্তি করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপি চেতি কিঞ্চেত্যর্থঃ। "অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ" ইত্যেকে শাখিন এবমভেদেনানন্তরূপত্বেন চৈনং পঠন্তি। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ। অনন্তমাত্রোঽসংখ্যেয়স্বাংশঃ। "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত" ইতি স্মৃতেশ্চ। অয়ং ভাবঃ। যথৈক এব বৈদূর্য্যমণির্দ্রষ্টৃভেদাদ্রূপভেদান্ দধানোঽপি যথা বাভিনেতা নটঃ স্বস্থিতান্ ভাবান্ প্রকটয়ন্ বহুধাবভাতোঽপ্যৈক্যং স্বস্মিন্ন বিমুঞ্চতি এবং ধ্যাতৃভাবভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চানেকতয়া প্রতীতোঽপি হরিঃ স্বরূপৈক্যং স্বস্মিন্ন মুঞ্চতি। "মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ"। "যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ। বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতোর্দ্দিব্যগতির্যথা নট" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। মণিরত্র বৈদূর্য্যঃ। নটোঽভিনেতা। তথাচৈকস্যৈব সতোঽবিচিন্ত্যশক্তের্বিরুদ্ধগুণাশ্রয়স্য যুগপদ্বহুধাবভাসোঽপি তস্মিন্ বিরুদ্ধধীবিষয়ো গুণ এবেতি তস্মিন্নেকস্মিন্নেবাবিচিন্ত্যশক্তিকে সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিরুপপন্নেতি ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অপি চ শব্দের অর্থ আর এক কথা। তিনি অমাত্র ও অনন্তমাত্র, এইরূপে তাঁহাকে অভেদে ও অনন্তরূপে—দুই প্রকারে কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ বলিয়া থাকেন। অমাত্র-শব্দের অর্থ—নিজ অংশভেদশূন্য, অর্থাৎ স্বগতভেদ রহিত কথাটি এই—ভেদ তিন প্রকার দেখা যায়, সজাতীয়-ভেদ, বিজাতীয়-ভেদ ও স্বগত-ভেদ; তন্মধ্যে সজাতীয়ভেদ যেমন নীলঘট পীতঘট হইতে ভিন্ন, বিজাতীয় ভেদ যেমন ঘট পট হইতে ভিন্ন, স্বগতভেদ যেমন অবয়ব হইতে অবয়বীর ভেদ, এই ত্রিবিধ ভেদ শ্রীহরিতে নাই। আবার তিনি অনন্তমাত্র—অসংখ্য তাঁহার অংশ। এ-বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, এক বিষ্ণু অনন্ত হন কিরূপে? তাহার নিরাসার্থ স্মৃতিবাক্যে দেখাইতেছেন—'এক এব পরো বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি পরমেশ্বর বিষ্ণু—তিনি সর্ব্বত্রই একরূপে বর্ত্তমান, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার নাই। অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্য

মহিমাবশে তাঁহার একই রূপ প্রতি চক্ষুতে সূর্য্যের মত বহু রূপে প্রতীত হয়। ইহার ভাবার্থ এই—যেমন একই বৈদূর্য্যমণি দর্শকভেদে রূপভেদ ধরিয়া বহুপ্রকারে প্রতিভাত হইলেও, কিংবা যেমন একই অভিনয়-প্রদর্শক নট নিজগত ভাবসমূহ প্রকাশ করিয়া বহুরূপে অবভাত হইলেও উহাদের স্বগত-ভেদ নাই, ঐক্যই আছে; সেইরূপ ধ্যানকারিগণের ভাবভেদে ও কার্য্যভেদে অনেকরূপে শ্রীহরি প্রতিভাত হইলেও স্বরূপের ঐক্য তিনি কখনও ত্যাগ করেন না। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—যেমন বৈদূর্য্য-মণি ভাগে ভাগে নীলপীত প্রভৃতি বর্ণযুক্ত হইয়া রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার শ্রীহরি ধ্যাতার ধ্যানভেদে নানা রূপ ধারণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—স্বরূপতঃ যাহা অব্যক্ত চিন্ময় প্রত্যগ্‌চৈতন্যরূপ সর্ব্বপ্রসিদ্ধ, তাঁহার যে শরীর দীপ্তি, অলঙ্কার ও অস্ত্রাদিদ্বারা শোভিত হইয়া প্রকাশ পায় সেই-ভাবে তিনি প্রথমে যে নিজ স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, আবার সেই শরীরেই কিন্তু অন্য শরীরে বা অন্য বেশে নহে, সেই শ্রীহরি পিতামাতার প্রত্যক্ষতঃ বামনাকৃতি ব্রাহ্মণকুমার হইলেন; যেমন অলৌকিক দিব্যরূপধারী নট দেখিতে দেখিতে অন্যরূপ হয়—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য তাহার প্রমাণ। মণির্যথা ইত্যাদি শ্লোকোক্ত মণি—বৈদূর্য্যমণি। নট—অভিনেতা, অতএব সিদ্ধান্ত এই—একই অচিন্তনীয় শক্তিসম্পন্ন, বিরুদ্ধ-গুণাধার শ্রীহরি এককালে বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও তাঁহাতে যে বিরুদ্ধ-গুণ বুদ্ধির বিষয়ী-ভূত হয়, ইহা তাঁহার গুণই, এইজন্য এক স্বরূপ, অচিন্তনীয় শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বে-শ্বর সেই শ্রীহরিতে ভক্তি যুক্তিযুক্ত ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উক্তার্থং দ্রঢ়য়িতুমাহাপি চেতি। এক এবেতি মাৎস্যে। সূর্য্যবদিত্যত্র প্রতিচক্ষুরিতি প্রভয়েতি চ বোধ্যম্। যদাহ ভীষ্মঃ। 'তমি-মমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ প্রতি দৃশমিব নৈক-ধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি। স্বস্থিতানাত্মনিষ্ঠান্। স্বরূ-পৈক্যং স্বস্মিন্নাত্মনি রূপাভেদম্। মণির্যথেতি বৈষ্ণবতন্ত্রে। যত্তদিতি শ্রীভাগবতে। অব্যক্তচিৎ প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপং তৎ প্রসিদ্ধং যদ্বপুর্ভাতির্বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তং প্রকটং যথা স্যাৎ তথা হরিরধারয়ৎ প্রকাশিতবান্ তেনৈব বপুষা ন তু

বপুরন্তরেণ বেশান্তরেণ বা স হরির্বামনো বটুর্বভূবেত্যন্বয়ঃ। দিব্যগতিরলৌকিকঃ স্বর্গী নটো যথেতি দৃষ্টান্তঃ। পিত্রোরদিতিকশ্যপয়োঃ সংপশ্যতোঃ সতোরিতি সংকল্পমাত্রেণৈব তদৈব তথাভিব্যক্তিরিত্যদ্ভুতো রসো ব্যঞ্জিতঃ ॥১৩॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—অপিচ ইত্যাদি। ভাষ্যোক্ত এক এবেত্যাদি শ্লোকটি মৎস্য-পুরাণোক্ত। সূর্য্যবৎ—ইহাতে প্রতিচক্ষুঃ ও প্রভয়া এই দুইটি পদ যোজনীয়। সুতরাং সমুদায়ার্থ—যেমন সূর্য্য প্রত্যেক মনুষ্যের চক্ষুতে প্রভা দ্বারা ভিন্নরূপে প্রতীত হন, সেইরূপ। এই কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভীষ্ম বলিতেছেন—আমি সেই নিত্যপুরুষ, যিনি প্রত্যেক জীবের দৃষ্টিতে একই সূর্য্যের মত বহুরূপে প্রতি-ভাত হন, জীবের স্বকর্ম্মবশতঃ বিবিধ সৃষ্ট প্রতি হৃদয়ে প্রত্যগাত্মরূপে অধিষ্ঠিত সেই শ্রীহরিকে ভেদজ্ঞান ও মোহমুক্ত হইয়া আশ্রয় লইয়াছি। নটঃ স্বস্থিতান্ ভাবান্ ইতি—ভাষ্য—নট যেমন স্বস্থিতান্—আত্মনিষ্ঠ অবস্থাগুলিকে দেখায়। হরিঃ স্বরূপৈক্যং ন মুঞ্চতি ইতি স্বরূপৈক্যং নিজের স্বরূপগত অভিন্নরূপ—একরূপ ত্যাগ করেন না। মণির্যথা বিভাগেন ইত্যাদি শ্লোকটি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত। যত্তদ্বপুর্ভাতি ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের। ইহার অর্থ—অব্যক্ত চিন্ময় প্রত্যক্ চৈতন্য-স্বরূপ, তৎ—সেই প্রসিদ্ধ যে শরীর, দীপ্তি, বিভূষণ, অস্ত্র প্রভৃতি যোগে শোভিত হয়, আর যে রূপ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকটভাবে হরি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শরীর লইয়াই, অন্য শরীর বা অন্যবেশ লইয়া নহে, শ্রীহরি পিতামাতার প্রত্যক্ষে দেখিতে দেখিতে বামনাকৃতি—ব্রাহ্মণকুমার হইয়াছেন—এইরূপ উক্ত শ্লোকের অন্বয়। দিব্যগতিঃ—অলৌকিক অর্থাৎ স্বর্গীয় নট যেমন রূপ ধরে, ইহা বিভিন্ন রূপ-ধারণে দৃষ্টান্ত। পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ—পিতা মাতা কশ্যপ ও অদিতির প্রত্যক্ষেই অর্থাৎ তাঁহারা দেখিতে থাকিলে। ইহার দ্বারা বলা হইল যে, শ্রীভগবান্ সঙ্কল্পমাত্রেই তখনই সেই বামন বটুরূপে অভিব্যক্ত হইলেন। এই অভিব্যক্তির দ্বারা অদ্ভুত-নামক রস প্রকাশিত হইল ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয়কে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, কোন কোন বেদশাখা-অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকে অমাত্র ও অনেকমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অমাত্র অর্থাৎ স্বাংশভেদশূন্য এবং অনেকমাত্র অর্থে অসংখ্য স্বাংশ-বিশিষ্ট। মূলকথা—তাঁহার স্বাংশতত্ত্বে কোন ভেদ নাই এবং স্বাংশতত্ত্ব অসংখ্য। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-রচিত সর্ব্বসংবাদিনীর অন্তর্গত ভগবৎ-সন্দর্ভীয় বিচারের মধ্যে পাই,—

"ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১২) অতএব "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যেকে পঠন্তি। তদেতদপ্যাহ—"অপি চৈবমেকে" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩) ইতি।

ন চ "শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥" (ভাঃ ১১।১৯।১৭)

ইত্যত্র শ্রীভাগবত এব ভেদমাত্রং শ্রুত্যসম্মতমিত্যুচ্যতে ইতি বাচ্যম্; বিকল্প শব্দস্য সংশয়ার্থত্বাৎ তত্র বিরাগশ্চ বস্তুনিষ্ঠাপেক্ষয়েতি মূল এব বক্ষ্যতে।

তদেবং স্বগতভেদে ত্বপরিহার্য্যে স্বর্ণরত্নাদিঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্ত্বন্তর-প্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্।

তৎস্বরূপবস্ত্বন্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োঽপি ভেদঃ।

ন চাব্যক্তগত জাড্যদুঃখাদিভির্ব্বিজাতীয়ো ভেদঃ,—অব্যক্তস্যাপি তচ্ছক্তি-রূপত্বাৎ। অথবা নৈয়ায়িকানাং "জ্যোতিরভাব এব যথা তমঃ" তথাঙ্গী-কৃত্য তাদৃশচিন্তানুভাবমায়াকৃত চিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণা-ভাবমাত্র শরীরত্বেন নির্ণেতব্যত্বাদিতি। ন চাভাবেনৈব তর্হি বিজাতীয়োঽসৌ ভেদ আপতিত ইতি বক্তব্যম্ কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরিহার্য্যত্বাৎ।

এবঞ্চ নিষেধ-শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ ব্রহ্মণি যো দ্বৈতাভাবঃ সাধ্যতে স চাবৃত্ত্যাপ্যপরিহার্য্য ইতি। পুনস্তদাপাতভিয়া ভাবেনৈবাদ্বৈতং মন্যামহে ইতি বদতাং ভাবদ্বৈতমপ্যবসীয়তে। তেনাভাবেন ভাবরূপব্রহ্মণো যদ্ দ্বৈতমস্তি, তস্য ভাবরূপস্যৈব সাক্ষাদবশিষ্টত্বাৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চস্যাভাবোঽপি

মিথ্যেত্যত্রাপি তদ্বৎ তত্রাপি মিথ্যৈবাবশিষ্যতে। অভাবস্তু ন বস্তুতিরিক্ত ইতি পক্ষোঽপি ন সম্যগবগম্যতে।

যদা চ ভূতলং এব ঘটাভাবঃ স্যাৎ তদা তত্র পুনর্ঘটস্য সংসর্গো ন স্যাদেব। তদেবং পূর্ব্বযুক্তিভিরিত্থং চাপরিহার্য্যায়াং ভেদবৃত্তৌ স্বগতভেদবৃত্তিস্তস্মিন্নস্ত্যেব। নন্থ নির্ভেদেঽপি তস্মিন্নিত্যং স্বগতভেদপ্রতীতিরপি মিথ্যৈবাস্তু শুক্তিরজতবদনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। মৈবম্। প্রাক্তনযুক্তিভির্ব্বিজ্ঞানাদিভেদানাং স্বরূপাদপরিহরণীয়ত্বাৎ। অবিদ্যা-তৎকার্য্যাপোহাবশিষ্ট—তাদৃশস্বরূপেঽপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বে সর্ব্বত্র নাশাপত্তেঃ। ন চ যত্র নির্ব্বক্তুমশক্যত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্বমিতি ব্যাপ্তিরস্তি, ব্রহ্মণ্যব্যাপ্তেঃ। "অনিরুক্তেঽনিলয়ে" (তৈঃ উঃ ২।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। লোকেঽপি মিথোবিরোধিগুণধারিত্বেনৈব যুক্ত্যসিদ্ধত্বাদনির্ব্বচনীয়—ত্রিদোষঘ্নৈকব্যক্ত্যোষধিদ্রব্যাদিদর্শনেন—ব্যভিচারঃ।

অতএব অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইত্যুক্তম্।

তস্মাত্তত্ত্বদচিন্ত্যস্য ভাবতয়া মিথোবিরোধিধর্ম্মবদেব তত্তত্ত্বমিত্যুচ্যতাম্। তত্র তস্য তাদৃশত্বাজ্ঞানে বৈদ্যকবিধ্যেকানুগততন্নিষেধকানুভবঃ প্রমাণম্। প্রস্তুতস্যাপি বেদৈকানুগতবিদ্বদনুভব এব প্রমাণম্। তথাচ পৈঙ্গীশ্রুতিঃ।

"যো বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোঽমনুরমনুর্বাগবাগিন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরমাত্মা" ইতি।

অতএব শ্রুত্যন্তরম্,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইতি (কঠ ২।৯) এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—

"যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তি-নিলয়ে মানানি নো মানিনাং নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি" ইতি।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ—

"বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একঞ্চানৈকভেদগম্।

দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্” ইতি ॥ তদেবমতর্ক্যত্বাত্তর্কমূলা খণ্ডনবিদ্যা নাস্মিন্ প্রযোক্তব্যেত্যভিহিতম্।

অতত্রবোক্তং হংসগুহ্যস্তবকে—

“যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে ॥” ইতি (ভাঃ ৬।৪।২৬)

যুক্তঞ্চ পরস্পরবিরোধিশক্তিগণাশ্রয়ত্বম্,—জগতি দৃষ্টশ্রুতানাং পরস্পরবিরোধিনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং যুগপদেকাশ্রয়ত্বাৎ। বিদ্বদনুভবশ্চাগ্রে বহুশো দর্শনীয়ঃ।

অতস্তস্মিন্ তাদৃশশক্তয়ঃ সন্ত্যেব। কিন্তু তস্মিংস্তাসামভিব্যক্ত্যুপলব্ধৌ প্রাচুর্য্যেণ “ভগবৎ”-সংজ্ঞা। তদনুপলব্ধৌ প্রাচুর্য্যেণ “ব্রহ্ম”-সংজ্ঞেতি বিশেষঃ।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

“প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৫৩)

ইত্যত্রপ্রত্যস্তমিতেত্যেবোক্তম্—‘অস্ত’ শব্দস্যাদর্শনমাত্রার্থত্বাৎ। তস্মাদ্দ্বৈতাদ্বৈতাদিশ্রুতীনাং তস্মিংস্তত্তৎপ্রাধান্যেন প্রবৃত্তিরিতি।”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যত্তদ্বপুর্ভাতি-বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সম্পশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ ॥
(ভাঃ ৮।১৮।১২)

“তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥”
(ভাঃ ৪।১৭।৩৩)

শ্রীবরাহপুরাণেও পাই,—

"বিরুদ্ধশক্তয়ো যস্য নিত্যা যুগপদেব চ।
তস্মৈ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে ॥"

বর্ত্তমান সূত্রেও আচার্য্য শ্রীশঙ্কর কেবলাদ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

"বেদের এক শাখায় উল্লেখ আছে যে, একই দেহে যদিও জীব ও ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও জীব সুখাদি কর্ম্মফল ভোগ করে কিন্তু ব্রহ্ম নিজ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন না। এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডকের "দ্বা-সুপর্ণা" শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।"

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ…একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৬) ॥১৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাত্মবিগ্রহত্বং ভগবতঃ প্রতিপাদ্যতে। বিগ্রহস্যাত্মনো ভেদে সত্যাত্মোপসর্জনে তস্মিন্ ভক্তিরপ্যুপসর্জনীভাবমাসীদিতি চেন্ন চৈবমস্তি। তত্রৈব তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ। তথাহি। "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে"। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" ইত্যাদিকমথর্ব্বশিরসি শ্রূয়তে। তত্র ব্রহ্ম বিগ্রহবন্ন বেতি সংশয়ে সচ্চিদানন্দো রূপং যস্যেতি বহুব্রীহ্যাশ্রয়ণাদ্বিষ্ণোর্মূর্ত্তিরিত্যাদিব্যপদেশাচ্চ বিগ্রহবত্তদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবানের আত্মাই বিগ্রহ, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি তাঁহার বিগ্রহ ও আত্মার (স্বরূপের) ভেদ থাকে, তবেই তাঁহার স্বরূপ উপসর্জ্জন (গৌণ) হইত অর্থাৎ আত্মবিশিষ্ট বিগ্রহে ভক্তি উপসর্জ্জনভাবে থাকিত, ইহা যদি বলা হয়, এইরূপ নহে, কারণ সেই বিগ্রহেই ভক্তিকে প্রধানভাবে অনুভব করা হয়। ইহা অথর্ব্বশিরা

নামক বেদের ব্রাহ্মণ শ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, যথা—সচ্চিদানন্দরূপায় ইত্যাদি। যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্থাৎ বিনা ক্লেশে কর্ম্মকারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে (প্রণাম), সেই এক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দকে (শরণ লইতেছি) ইত্যাদি বাক্য। এক্ষণে ইহাতে সংশয় এই—ব্রহ্ম স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহ? অথবা বিগ্রহধারী? তাহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শব্দে বহুব্রীহি সমাস আশ্রিত হওয়ায় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যাঁহার এইরূপ সমাসবাক্য হওয়ায় এবং বিষ্ণুর মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রয়োগ থাকায় ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট—ইহাই বলিব, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—একস্যাপি হরের্বহুধা বিভানং প্রাগুক্তম্। তদস্বচিন্ত্যশক্ত্যা তত্র তৎসম্ভবাৎ। আত্মবিগ্রহত্বস্তু মাস্তু যুক্ত্যানুভবেন চ তত্ত্বস্য তত্র বাধাদিতি প্রত্যুদাহরণং সঙ্গতিঃ। ভক্তিঃ খলু প্রধানে মূর্ত্তেঽভ্যুদিয়াৎ। ন ত্বপ্রধানে অমূর্ত্তে প্রধানেঽপ্যাত্মনি তস্যা নাভ্যুদয়ঃ তস্যামূর্ত্তত্বাৎ। ন চ মূর্ত্তেঽপি বিগ্রহে তস্যাপ্রাধান্যাদিত্যাক্ষেপস্বরূপম্। অথেত্যাদি। অথর্ব্বশিরসীত্যুক্তেরত্রোপগায়ঃ। তত্রৈব বিগ্রহে। তস্যা ভক্তেঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, একই শ্রীহরির বহুভাবে প্রকাশ। ইহা সম্ভব হইতে পারে—যেহেতু অচিন্তনীয় শক্তিবশতঃ তাঁহাতে তাহা সম্ভব, কিন্তু আত্মা—স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহ, এই উক্তি অসম্ভব; কেননা, যুক্তিতে ও অনুভূতিতে আত্মবিগ্রহত্ব তাঁহাতে বাধিত হইতেছে। এই প্রত্যুদাহরণ অর্থাৎ আপত্তি-সঙ্গতি। যুক্তি এই—ভক্তি অর্থাৎ ভজন-ব্যাপার উহা যিনি মূর্ত্তবিগ্রহ অর্থাৎ প্রধান তাঁহাতেই উদিত হইতে পারে, তদ্‌ভিন্ন অপ্রধানে বা মূর্ত্তিহীনে হয় না, আবার তাঁহার স্বরূপ প্রধান হইলেও তাঁহাতে ভক্তির উদয় হয় না, যেহেতু শ্রীভগবানের সেই স্বরূপ অমূর্ত্ত। আবার মূর্ত্তবিগ্রহেও ভক্তি জন্মিতে পারে না, যেহেতু উহা অপ্রধান—ইহাই আক্ষেপের স্বরূপ। অথেত্যাদি ভাষ্যে—'অথর্ব্বশিরসি' এই উক্তির এখানে পরিচয়। তত্রৈব—তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ ইতি—তত্রৈব—সেই বিগ্রহেই, তস্যাঃ—ভক্তির।

অরূপবদধিকরণম্

সূত্রম্—অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট নহেন, এজন্য তাঁহাকে অরূপবৎ বলা হয়, ইহার অর্থ—তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ। কারণ—তৎপ্রধানত্বাৎ—সেই রূপই তাঁহার আত্মা ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্——রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ। যুক্তিনিরাসার্থমেবশব্দঃ। কুতঃ? তদিতি। তস্য রূপস্যৈব প্রধানত্বাদাত্মত্বাৎ। বিভুত্বজ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্ত্বাদি-ধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—রূপ অর্থাৎ বিগ্রহ তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম নহেন, ইহা অরূপবৎ শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে, ইহার অর্থ—তিনি স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহ। সূত্রোক্ত 'এব' শব্দ পূর্ব্বোক্ত যুক্তির খণ্ডনার্থ। কারণ কি? তৎপ্রধানত্বাৎ—যেহেতু রূপই প্রধান তাঁহাই তাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মের যে বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, প্রত্যগাত্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম, তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম ধর্ম্মী এই—আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মবিগ্রহ পৃথক্ পদার্থ নহেন ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অরূপবদিতি। রূপমিতি। যুক্তীতি। বিষ্ণোর্ম্মূর্ত্তিরিতি সম্বন্ধষষ্ঠ্যা ভেদঃ স্ফুরতীতি যা যুক্তিস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থঃ। সত্তা সতীত্যাদাবি-বাভেদকার্য্যস্ফূর্ত্তেরনুভবান্ন তয়া ভেদঃ শ্রদ্ধেয় ইত্যাশয়ঃ। রূপস্যৈব শ্রীবিগ্রহস্যৈব ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—অরূপবদিতি সূত্রে, রূপং বিগ্রহ ইত্যাদিভাষ্যে যুক্তিনিরাসার্থ-মিতি। তাহার অর্থ—তোমরা যে যুক্তি দেখাইয়াছ—'বিষ্ণোর্ম্মূর্ত্তিঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে বিষ্ণুপদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী থাকায় উহা উভয়ের ভেদজ্ঞাপক, সেই যুক্তির নিরাসার্থ—এই তাহার অর্থ। অভিপ্রায় এই—'সত্তা সতী' ইত্যাদি বাক্যে যেমন উভয়ের অভিন্নতা প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ এখানেও স্বরূপ ও বিগ্রহের

অভেদ, অতএব উক্ত যুক্তিতে ভেদ মানা যায় না। তস্য রূপস্যৈবেতি—রূপস্য—শ্রীবিগ্রহেরই ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, একই পরমেশ্বর অচিন্ত্য-শক্তিবলে একরূপ হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন। প্রাকৃত দৃষ্টান্তেও যখন দেখা যায়, বৈদূর্য্যমণি যেমন দ্রষ্টৃভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াও এবং অভিনেতা নট যেমন বিভিন্নভাব প্রকাশ করিয়াও স্বরূপতঃ একই থাকিতে পারে, তখন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের পক্ষে নানা রূপ প্রকাশসত্ত্বে নিজ স্বরূপের একতা পরিত্যাগ না করা, অসম্ভব নহে। এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, অচিন্ত্যশক্তিবলে শ্রীহরির সেইরূপ আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইলেও তাঁহার স্বরূপই বিগ্রহ অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ, এ-কথা মানা যায় না। পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তির সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ংই শ্রীবিগ্রহ। যেহেতু তাঁহার আত্মা বা স্বরূপই শ্রীবিগ্রহ।

শ্রীমন্মধ্বানুগ শ্রীজয়তীর্থের টীকার মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

শ্রীভগবানের প্রাকৃত রূপ নাই বলিয়াই তাঁহাকে 'অরূপবৎ' বলা হয়। তাঁহার প্রাকৃত রূপ স্বীকার করিলে অনিত্যত্ব হেতু তাঁহাতে ভক্তি হইতে পারে না। প্রথমতঃ তিনি রূপবান্ কি না? এইরূপ সন্দেহ হইলে, যদি বলা যায়, তিনি রূপবান্, তাহা হইলে যজ্ঞদত্তাদির ন্যায় তিনিও অনিত্য হইয়া পড়েন এবং 'অরূপ ও অব্যয়' শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয়। কাজেই তাঁহাতে ভক্তি হইতে পারে না। আবার তিনি রূপহীন, ইহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে "ঈশ্বর অদ্বিতীয় রুক্মবর্ণ" ইত্যাদি শ্রুতিও বাধিত হয়। শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাওয়া যায়—"প্রকৃত্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন তদুত্তমত্বাম্নৈব রূপবদ্ব্রহ্ম—হি শব্দাৎ" অস্থূলমনণু (বৃঃ আঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। "ভৌতিকানীহ রূপাণি ভূতেভ্যোঽহসৌ পরো যতঃ। অরূপবানতঃ প্রোক্তঃ ক্ব তদব্যক্ততঃ পরঃ ॥" ইতি চ—মাৎস্যে।

শ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন,—

> "নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
> 'প্রাকৃত' নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

আরও পাই,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে' বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহ ন স্ত্রিলোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্, হ বিশ্বমূর্ত্তৌ॥" (ভাঃ ৮।৬।৯)

অর্থাৎ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতঃ, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা সর্ব্বদা আপনার এই শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, অহো! বিশ্বমুর্ত্তি আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের সকলকেই দেখিতে পাইতেছি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"ব্রহ্মাভিপ্রেতি নিত্যত্ববিভুত্বভগবত্তনোরিতি কারিকা তন্মূর্ত্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বঞ্চোপপাদয়তি রূপমিত্যত্রাবতারিকা চ শ্রীস্বামিপাদানামত্র দৃশ্যা।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত বর্ণন-প্রসঙ্গেও পাই,—

"এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ' যদি, তবে সর্ব্বলোক শুনে॥
কৃষ্ণ কহে,—'প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি'।
বিপ্র বলে—প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥
হাসিঞা গোপাল কহে,—শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।৯৪-৯৭)॥ ১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু চিন্ত্যমানেন জ্ঞানানন্দেন পরমাত্মবস্তুনা জড়দুঃখরূপত্বেন তদ্বিরুদ্ধা প্রকৃতির্নিবর্ত্তেতৈব তাদৃশি ব্রহ্মণি বিগ্রহত্বং সূত্রকৃতা কথমভ্যুপেয়তে ইতি চেত্তত্রাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—শ্রীভগবানের স্বরূপ—জ্ঞান-আনন্দময়, ইহা চিন্তা করিলেই তাহার দ্বারা তদ্বিরুদ্ধ জড়দুঃখময়ী প্রকৃতি নিবৃত্ত হইবে, তবে আবার জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব সূত্রকার কেন স্বীকার করিতেছেন—এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। তদ্বিরুদ্ধা তাদৃগ্‌ব্রহ্মস্বরূপবিরুদ্ধা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্ব ইতি। তদ্বিরুদ্ধা প্রকৃতির্নিবর্ত্তেত ইতি তদ্‌বিরুদ্ধা জ্ঞানানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপের বিরুদ্ধ। প্রকৃতি। (যেহেতু জড় ও দুঃখময়ী)।

সূত্রম্—প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্॥ ১৫॥

সূত্রার্থ—না, ভগবানের রূপ স্বীকার করিতেই হয়, যেহেতু যেমন প্রকাশময় সূর্য্যের বিগ্রহত্ব ধ্যানের উপায় বলিয়া মানিতে হয়, উহা ব্যর্থ নহে; সেইপ্রকার ধ্যানের উপযোগিত্ব-নিবন্ধন তাঁহাকে অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহকে মানিতে হয়॥ ১৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কানিরাসায় চ-শব্দঃ। সপ্তম্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। প্রকাশৈকরূপেঽপি রবৌ বিগ্রহত্বস্য যথা ধ্যানহেতুত্বাদবৈয়র্থ্যং তথা জ্ঞানানন্দৈকরসেঽপি ব্রহ্মণি তস্য তন্মন্তব্যম্। তদ্ধেতুত্বাদেব। ইতরথা ধ্যানানুপপত্তিঃ। "ধ্যায়তি কান্তং বিরহিণী" ইত্যাদৌ বিগ্রহবিষয়ং তদ্দৃষ্টম্॥ ১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। 'প্রকাশবৎ' শব্দে যে বতিচ্ প্রত্যয় আছে, উহা সপ্তম্যর্থে বতিচ্ প্রত্যয়, অতএব

প্রকাশবৎ শব্দের অর্থ—একমাত্র প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যেতে যেরূপ ধ্যানোপযোগিত্বহেতু বিগ্রহত্ব স্বীকার ব্যর্থ নয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মেও সেই বিগ্রহত্ব ধ্যানোপায়হেতু ব্যর্থ নহে, ইহা জানিবে। তাহা না স্বীকার করিলে, ধ্যানই সঙ্গত হয় না। 'ধ্যায়তি কান্তং বিরহিণী' বিরহিণী রমণী পতিকে ধ্যান করে বলিলে পতির মূর্ত্তিকে ধ্যান করে, ইহা যেমন দেখা যায়, এইজন্য ধ্যান বিগ্রহকে অধিকার করিয়াই সম্ভব হয় ॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকাশবদিতি। তস্যেতি। তস্য বিগ্রহত্বস্য। তদবৈয়র্থ্যং মন্তব্যমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বাদ্ধ্যানহেতুত্বাদ্বিগ্রহত্বস্য। তদিতি। তদ্ধ্যানম্। দৃষ্টং প্রতীতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকানুবাদ—প্রকাশবদিতি সূত্রে 'ব্রহ্মণি তস্য তন্মন্তব্যম্' এই ভাষ্যে তস্য বিগ্রহত্বের, তৎ—ব্যর্থতার অভাব অর্থাৎ সার্থক্য জানিবে। তদ্ধেতুত্বাদিতি—বিগ্রহ ধ্যানের উপায়—এইজন্য। বিগ্রহবিষয়ং তদ্দৃষ্টমিতি তৎ—সেই ধ্যান, দৃষ্টম্—অর্থাৎ প্রতীত হয় ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, জ্ঞানানন্দময় পরমাত্মবস্তুর চিন্তার দ্বারাই তো তদ্বিরুদ্ধ জড়দুঃখময়ী প্রকৃতি নিবৃত্ত হইবে, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মে সূত্রকার কেন বিগ্রহত্ব স্বীকার করিতেছেন? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব-স্বীকার ব্যর্থ নহে। ভাষ্যকার বলেন যে, সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাঁহার ধ্যানের নিমিত্ত যেমন তাঁহার বিগ্রহত্ব সঙ্গত হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানার্থ স্বরূপের বিগ্রহত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্তই। তাঁহাকে বিগ্রহ স্বীকার না করিলে তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা হইতেই পারে না।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় আনন্দবল্লী ১।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, অবিদ্যাদি নিখিল দোষরাহিত্য প্রভৃতি বোধক শ্রুতি বাক্য সমূহেরও প্রামাণ্যবশতঃ ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গই অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" (মুঃ ১।৩) "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৩।১) "সুবর্ণজ্যোতিঃ" (তৈঃ উঃ ৩।১০।৬) ইত্যাদি শ্রুতীনাঞ্চ ন বৈয়র্থ্যং বিলক্ষণরূপত্বাৎ। যথা চক্ষুরাদি-প্রকাশে বিদ্যমানেঽপি বৈলক্ষণ্যাদপ্রকাশাদিব্যবহারঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥" (ভাঃ ১০।৩।২৪) ॥ ১৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে যত্তত্র প্রমাণমস্তীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—তাই বলিয়া ধ্যানের জন্য অসদ্‌বস্তুর কল্পনা করা হইতেছে না। যেহেতু সে-বিষয়ে প্রমাণ আছে, এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ন চেতি। তত্ত্বং বিগ্রহত্বম্। তত্র ব্রহ্মণি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ন চেতি, তত্ত্বং—অর্থাৎ বিগ্রহ স্বরূপত্ব, তত্র—সেই ব্রহ্মে।

সূত্রম্—আহ চ তন্মাত্রম্॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—তন্মাত্রম্—সেই বিগ্রহকেই শ্রুতি যেহেতু পরমাত্মস্বরূপ বলিতেছেন, অতএব বিগ্রহ প্রমাণসিদ্ধ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অবধৃতৌ মাত্রশব্দঃ। তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রূয়তে। "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্" ইতি। অত্র পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্ম্মা বিগ্রহ এব ঈশ্বর ইতি বিস্ফুটম্। "দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্র দেহাদ্ভিন্নো দেহীত্যেবং ভিদেশ্বরবস্তুনি নাস্তি। কিন্তু দেহ এব দেহীতি লব্ধম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'মাত্র' শব্দের অর্থ অবধারণ, অর্থাৎ সেই বিগ্রহই পরমাত্মার স্বরূপ। সেই বিগ্রহকেই যেহেতু পরমাত্মরূপে শ্রুতি বলিতেছেন, অতএব উহা প্রমাণসিদ্ধ; ইহাই তাৎপর্য্য। অথর্ব্বশিরা উপনিষদেতেই শ্রুত হয়—'সৎপুণ্ডরীকনয়নং...বনমালিনমীশ্বরম্'। প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীকের মত তাঁহার চক্ষুঃ, মেঘের মত নীলকান্তি, বিদ্যুতের ন্যায় পীত বস্ত্র, দুই হস্ত, তিনি মৌনমুদ্রাসম্পন্ন, বনমালী, ঈশ্বর। এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পুণ্ডরীক-নয়নত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সবিগ্রহই পরমেশ্বর। স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ বলিতেছেন—যদি বল, ঈশ্বর বিগ্রহ, আর শ্রুতিতে বিগ্রহী বলিতেছেন, ইহার উপপত্তি কি? তাহাতে বলিতেছেন—দেহ-দেহিভেদ ঈশ্বরে নাই অর্থাৎ প্রাকৃতে দেহ হইতে দেহী বিভিন্ন, এই ভেদ ঈশ্বরতত্ত্বে নাই; কিন্তু ঈশ্বরের দেহই দেহী অর্থাৎ স্বরূপই বিগ্রহ—ইহা পাওয়া গেল ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আহেতি। অবধৃতাবিতি। 'মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে' ইত্যমরঃ। তত্রৈবাথর্ব্বশিরসি। দ্বিভুজমিতি। এবমুক্তং তৈত্তিরীয়কে। দশহস্তাঙ্গুলয়ো দশপদ্যা দ্বাবূরূ দ্বৌ বাহূ আত্মৈব পঞ্চবিংশক ইতি। রহস্যা-ম্নায়ে চ। পাণিভ্যাং শ্রিয়ং সংবহতীত্যাদিনা। শ্রীসাত্বতে চ। বরদাভয়-দেনৈব শঙ্খচক্রাঙ্কিতেন চ। ত্রৈলোক্যধৃতিদক্ষেণ যুক্তঃ পাণিদ্বয়েন স ইতি। ভারদ্বাজে চ। দ্বিবাহ্বোশ্চক্রধৃক্পাণির্দক্ষিণঃ শঙ্খভৃৎ পরঃ। উপবিষ্টস্তু মোক্ষার্থে হ্যুত্থিতো বিশ্বসিদ্ধয় ইতি। এবমন্যত্র চ বহুতরম্। এবং চতু-র্ভুজাষ্টভুজদ্বাদশভুজানি রূপাণি স্মর্য্যন্তে। তেষু দ্বিভুজস্যাতিচারুত্বাৎ পারম্যম্। ন তু তেভ্যো বস্তুন্যত্বমস্তীতি কথিতমানন্দাখ্যসংহিতায়াম্। স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মং চৈব চতুর্ভুজম্। পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতত্ত্রয়ং

যজেদিতি। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ংভগবতি নিখিলগুণপ্রাকট্যাচ্ছাতিশয়িতং তৎ। যত্তু, পরমে ব্যোম্নি নিত্যোদিতং চতুর্ভুজং রূপং পরং দ্বিভুজাদিকং তু শান্তোদিতমপরমিতি কেচিদাহুস্তৎ কিল তদ্রূপশ্রদ্ধাজাড্যাদেব। তথা সতি পূর্ণমদ ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ, সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মন ইত্যাদি স্মৃতয়শ্চ ব্যাকুপ্যেরন্। পরন্তু দ্বিভুজমিতি কণ্ঠোক্তিবিরোধশ্চ মায়িসিদ্ধান্তস্পর্শশ্চ স্যাদিতি শ্রুতৌ বিগ্রহস্যৈব পরমাত্মত্বমর্থং যোজয়তি। অত্র পুণ্ডরীকেতি। দেহদেহীতি পাদ্মে। কিন্তু দেহ এবেতি বিগ্রহ এবাত্মেতি প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—আহেতি সূত্রে 'অবধৃতৌ মাত্রশব্দ' ইতি ভাষ্যে, মাত্র-শব্দের অর্থ সমগ্রতা ও অবধারণ অমরকোষ তাহাই বলিয়াছেন,—মাত্রং ইত্যাদি। তত্রৈব শ্রূয়তে ইতি তত্র—অথর্ব্বশিরা শ্রুতিতে। দ্বিভুজমিত্যাদি এবমুক্তমিতি তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে এইরূপ বলা আছে। রহস্যাম্নায় গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে, যথা—'পাণিভ্যাং শ্রিয়ং সংবহতি' দুই হস্তে শ্রী (লক্ষ্মী ও পৃথিবী) গ্রহণ করিতেছেন ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীসাত্বতেও বলা আছে—তাঁহার দুই হস্ত, তন্মধ্যে এক হস্ত বরদ, অন্য হস্ত অভয়দায়ী, শঙ্খ ও চক্রযুক্ত, এইরূপে তাঁহার ত্রিভুবন-ধারণে দক্ষ দুইটি হস্ত। ভারদ্বাজ গ্রন্থেও আছে—তাঁহার দুই বাহুর মধ্যে দক্ষিণটি চক্রধারী ও বামটি শঙ্খযুক্ত, তিনি জীবকে মুক্তি দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছেন ও বিশ্বসিদ্ধির জন্য উদ্যত। এইরূপ বাক্য অন্য বহুগ্রন্থে আছে। এই প্রকার কোথায়ও চতুর্ভুজ, অন্যত্র অষ্টভুজ ও দ্বাদশ ভুজযুক্ত রূপ স্মৃত হয়। সেই সমস্ত রূপের মধ্যে দ্বিভুজ রূপটিই অতি মনোরম বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাই বলিয়া ঐ দ্বিভুজরূপ ঐ সকল রূপ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। আনন্দ সংহিতায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'স্থূলমষ্টভুজমিত্যাদি'—বিষ্ণুর অষ্টভুজযুক্ত রূপ স্থূলরূপ, চতুর্ভুজরূপ সূক্ষ্ম, কিন্তু দ্বিভুজরূপ সর্ব্বোত্তম, অতএব এই তিন রূপেরই উপাসনা করিবে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্, (অংশ বা অবতার নহে) যেহেতু নিখিল ঐশ্বরিক গুণ তাঁহাতে প্রকটিত, এইজন্য সর্ব্বাতিশায়ী। তবে যে কেহ কেহ বলেন—চতুর্ভুজরূপ পরমব্যোমে নিত্য উদিত সুতরাং শ্রেষ্ঠ, আর দ্বিভুজাদিরূপ কিন্তু শান্তোদিত অতএব

চতুর্ভুজ রূপ হইতে অনুত্তম। এই কথা কিন্তু ভক্ত বিশেষের চতুর্ভুজরূপে শ্রদ্ধাবিহ্বলতা-নিবন্ধন উক্তি। নতুবা 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' ইত্যাদি শ্রুতি ও সেই পরমাত্মার সমস্ত দেহই নিত্যোদিত ও সনাতন ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যগুলি বিরুদ্ধ হইত। অধিকন্তু তাঁহাতে 'দ্বিভুজমিত্যাদি' অথর্ব্বশিরার উক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে এবং মায়াবাদীর (কেবলাদ্বৈতবাদীর) সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে ; এই সব কারণে শ্রুতিতে বিগ্রহেরই পরমাত্মরূপতা বা স্বরূপ অর্থ সূত্রকার যোজনা করিতেছেন। অত্র দেহাদভিন্নো দেহীতি—অত্র এই 'পুণ্ডরীকনয়নং' ইত্যাদি বচনে। দেহদেহীতি শ্লোকটি পদ্মপুরাণোক্ত। কিন্তু দেহ এবেতি—বিগ্রহই আত্মা অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন যে, ধ্যানের জন্য যখন ব্রহ্মের বিগ্রহ স্বীকার করা হয়, তখন উহা কাল্পনিক অর্থাৎ অসত্যই হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, বিগ্রহ-স্বীকার মিথ্যা-কল্পনা নহে ; কারণ শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—এইরূপ প্রমাণ আছে ; সুতরাং ঐ বিগ্রহ-স্বীকার প্রমাণ-সিদ্ধ বাস্তব বস্তু। ভাষ্যকার এ-বিষয়ে ভাষ্যে গোপালতাপনী শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন এবং তদীয় টীকায়ও বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। তিনি সর্ব্ব-শেষ স্মৃতির বচন উল্লেখ পূর্ব্বক ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানে দেহ-দেহি ভেদ নাই, অতএব তাঁহার দেহই দেহী অর্থাৎ তাঁহার দেহ এবং স্বরূপ অভিন্ন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ বলায় শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের প্রকাশ-স্বরূপতাই মাত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু সত্যসংকল্পাদি বাক্যান্তরের দ্বারা অবগত ধর্ম্মকে বারণ করিতেছেন না। ইহার পরই "নেতি নেতি" নিষেধ-ধর্ম্মের বিষয় বলা হইবে।

শ্রীমন্মধ্ব-ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

ব্রহ্মরূপের বৈলক্ষণ্য নিরূপিত হইতেছে—চতুর্ব্বেদশিখাতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, অজর, পুরাণ, অদ্বিতীয়, সনাতন এবং বহুপ্রকারে

দৃশ্যমান। যে ধীরগণ সেই ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ লাভ হয়, কিন্তু অপরের তাহা হয় না। ইহার দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাতিরিক্ত, অতএব তাঁহার রূপাদিসত্ত্বে কোন দোষই আসিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতঃ॥" (ভাঃ ১০।২৮।১৫)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়মনন্তমপরিচ্ছিন্নং সনাতনং শশ্বৎ সিদ্ধম্। যৎ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ গুণাপায়ে গুণাতীতত্বে সতি পশ্যন্তি। বৃন্দাবনস্যাপি ব্রহ্মানন্দস্বরূপত্বেনৈতাদৃশত্বেঽপি মায়াবিভূতিমধ্যবর্ত্তিত্বেনৈব মাধুর্য্যাধিক্যম্। যথা দীপজ্যোতিষস্তমোমধ্যবর্ত্তিত্বেন। অতএব তমসঃ পরং ন তু তমোমধ্যবর্ত্তি-সত্যজ্ঞানাদিরূপং জ্যোতির্দর্শয়ামাস। কিঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপতোঽপি বিচিত্রলীলাময়ং ভগবৎস্বরূপমতিমধুরং শুকদেবাদিভক্তাত্মারামানুভবাদবসীয়তে। তচ্চ ভগবদ্বপুঃ সর্ব্বব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নং ষড়্‌বিকাররহিতমপ্যপ্রাকৃতজন্মাস্তিত্ববৃদ্ধ্যাদি-সহিতং তরঙ্গাদিদোষশূন্যমপি ক্ষুৎপিপাসাপ্রস্বেদভয়মোহসাংগ্রামিক শস্ত্রঘাতাদিসহিতমতর্ক্যানন্তশক্তিত্বাদেব যথা তথৈব "পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্" ইতি ভগবদুক্তে "বৃন্দাবনমপি ব্রহ্মদৃষ্টানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপক-মপি পরিচ্ছিন্নম্। স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাম্বুধ" ইত্যাগমাদিবাক্যাৎ তরঙ্গাদিদোষরহিতমপি ক্ষুৎপিপাসাজন্মজরাচ্ছেদভেদাদিমন্মনুষ্যপশুখগনগাদিক-মপি নিত্যমেবেত্যনন্তচমৎকারাশ্রয়ম্" ইতি॥ ১৬॥

সূত্রম্—দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে॥ ১৭॥

সূত্রার্থ—শ্রুতিও বিগ্রহের আত্মত্ব ও আত্মার বিগ্রহরূপত্ব দেখাইতেছেন, স্মৃতি-বাক্য দ্বারাও তাহাই স্মৃত হইতেছে॥ ১৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ" ইতি তত্রৈবোত্তরত্র পঠিতা শ্রুতিঃ পরমা-

আনমেব বিগ্রহং দর্শয়তি। গোপালশব্দঃ খলু পরমকমনীয়পাদ-মুখাদিসংনিবেশিন্যভ্রশ্যামে সর্ব্বেশে বস্তুনি মুখ্যঃ। পূর্ব্বত্র "গোপ-বেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং তদিহ শ্লোকা ভবন্তি। সৎ-পুণ্ডরীকনয়নম্" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। স্মর্য্যতে চাত্মৈব বিগ্রহ ইতি। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" ইত্যাদিভিঃ। অথো শব্দঃ কাৎর্স্ন্যে। সূত্রাভ্যাং ব্যতিহারো দর্শিতঃ। বিগ্রহ এবাত্মা আত্মৈব বিগ্রহ ইতি। তথা চ শ্রুত্যাদিগম্যেঽবিচিন্ত্যেঽর্থে তর্কানবতারাদা-ত্মবিগ্রহত্বং সিদ্ধম্। তেন পরৈব তত্র ভক্তিঃ স্যাদিতি। বিজ্ঞানা-নন্দস্যাত্মনো মূর্ত্তত্বমলৌকিকবস্তুত্বাৎ শ্রুতিমাত্রাৎ প্রতিপত্তব্যম্। তন্মূর্ত্তত্বং খলু ভক্তিভাবিতেন হৃদা গ্রাহ্যং গান্ধর্ব্ববাসিতেন শ্রোত্রেণ রাগমূর্ত্তত্বমিব। অন্যথা বিজ্ঞানঘনানন্দঘনেতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। তদেবং প্রত্যক্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈব। তস্মিন্নন্যথা বিভানং তু মায়য়ৈব ভবতি। "এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ! সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি" ইতি স্মৃতেঃ। নশ্যেয়মদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রকৃতির অতীত শ্রীগোপাল যদি সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধই হন, তবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে অথর্ব্ব-শিরা উপনিষদে পরে পঠিত শ্রুতি পরমেশ্বরকেই বিগ্রহরূপে দেখাইতেছেন—'গোপালশব্দঃ খলু' ইত্যাদি গোপালশব্দের মুখ্য অর্থ—'যিনি পরম সুন্দর চরণমুখাদিসন্নিবেশবিশিষ্ট নবনীরদশ্যামলাঙ্গ অথচ সর্ব্বনিয়ন্তা এক অদ্বিতীয় বস্তু'। পূর্ব্বে এইরূপ উক্তি আছে—'তিনি গোপবেশধারী, মেঘাভ, তরুণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত'। অতএব এ-বিষয়ে এই সকল শ্লোক পঠিত হয়, যেহেতু 'সৎপুণ্ডরীকনয়নম্' ইত্যাদি শ্রুত হয় এবং স্মৃতও হয় পরমাত্মাই বিগ্রহ। 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ'—এই সকল উক্তি দ্বারাও তাহা বুঝাইতেছে। সূত্রোক্ত 'অথো' শব্দটি কাৎর্স্ন্য-অর্থে। এই সূত্রের মধ্যে দুইটি সূত্র আছে, একটি 'দর্শয়তি চ' অপরটি 'অথো অপি স্মর্য্যতে'।

ইহাদের দ্বারা পরস্পর ব্যতিহার অর্থাৎ বিনিময় দেখাইয়াছেন, তাৎপর্য্য এই—বিগ্রহই পরমেশ্বর, আবার যিনি পরমেশ্বর, তিনিই বিগ্রহ ; উভয়ের পার্থক্য নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই—শ্রুতি প্রভৃতির দ্বারা বোধ্য-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই, যিনি অচিন্তনীয় পদার্থ, তাঁহাতে তর্কের অবকাশ না থাকায় আত্মার বিগ্রহত্ব ও বিগ্রহের আত্মত্ব ইহা সিদ্ধ। অতএব তাঁহাতেই পরা ভক্তি করণীয়। যদি বল, পরমাত্মা বিজ্ঞানানন্দময়, তাঁহার মূর্ত্তিমত্ত্ব উক্তি কিরূপে যুক্তিযুক্ত? তাহার সমাধান এই—অলৌকিক বস্তু বলিয়া শ্রুতিমাত্রের উক্তিহেতু উহা সঙ্গত। তিনি মূর্ত্তিমান্ ইহার অনুভূতি কিরূপে হয়? তাহাও বলিতেছেন—গান্ধর্ববিদ্যায় বাসিত কর্ণ দ্বারা যেমন রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি উপলব্ধ হয়, সেইপ্রকার ভক্তি দ্বারা ভাবিত হৃদয় দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি গৃহীত হয়; তাহা স্বীকার না করিলে 'বিজ্ঞানঘনা, মূর্ত্ত বিজ্ঞানরূপা, আনন্দঘনা, মূর্ত্তানন্দরূপা মূর্ত্তিঃ' ইত্যাদি শ্রুতির অবশিষ্টোক্তির অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে, (যেহেতু তথায় আনন্দঘনমূর্ত্তি, বিজ্ঞানঘনমূর্ত্তিই কথিত হইয়াছে) প্রত্যক্ত্বাদি ধর্ম্মগুলি শ্রীবিগ্রহেরই। তবে যে সেই বিগ্রহে অন্যথা অর্থাৎ দৃশ্যত্বাদি প্রতীতি হয়, তাহা কিন্তু শ্রীভগবানের মায়া দ্বারাই সাধিত হয়। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে শ্রীভগবান্ নারদকে বলিতেছেন—যেমন অন্যবস্তু রূপবিশিষ্ট, এই জন্য দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ এই ভগবান্‌ও দৃষ্টিগোচর হইবেন, ইহা তুমি মনে করিও না, কারণ এই দৃশ্যত্ব ও অদৃশ্যত্ব-বিষয়ে আমার ইচ্ছাই হেতু, তাহাই স্বমুখে তিনি বলিতেছেন, আমি ইচ্ছা করিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হই, আমি যে জগতের নিয়ন্তা, গুরু। তবে যে নারদ! তুমি আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার মায়ার কার্য্য। ইহা আমার সৃষ্ট মায়া। তথাপি তুমি সমস্ত ভূতগুণসমন্বিত আমাকে যে অনুভব করিতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়াই, নতুবা সে রূপ অনুভূতিতে আনিবার তুমি অযোগ্য (অসমর্থ)। এই ভারতীয় স্মৃতিবাক্যও অদৃশ্য শ্রীবিগ্রহ শ্রীভগবানের দৃশ্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ। ঐ বাক্যান্তর্গত 'নশ্যেয়ম্' পদের অর্থ—অদৃশ্য হইতে পারি ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শয়তীতি। সাক্ষাদিতি। প্রকৃতিপরত্বমস্য সাক্ষান্নিত্য-সিদ্ধমেব ন তু সাধনকৃতমিত্যর্থঃ। ঈশ্বর ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। তেনেতি। তত্র বিগ্রহে ব্রহ্মণি। অন্যথেতি। বিজ্ঞানঘনা মূর্ত্তবিজ্ঞানরূপা

আনন্দঘনা মূর্ত্তানন্দরূপা মূর্ত্তিঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতিশেষঃ। বিজ্ঞানানন্দস্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তত্বাভাবে শ্রুতের্মুখ্যার্থো বাধিতঃ স্যাৎ। মূর্ত্তৌ ঘন ইতি পাণিনিরাহ। মূর্ত্তৌ কাঠিন্যেঽর্থেঽভিধেয়ে হন্তেরপ্ প্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশো ভাবে স্যাদিতি সূত্রার্থঃ। উদাহরণঞ্চ। দধিঘনঃ সৈন্ধবঘন ইতি। নন্থ ভাবে প্রত্যয়াদেশয়োরভিধানান্মূর্ত্তং দধীত্যাদি কথং প্রতীম ইতি চেৎ সত্যম্। ধর্ম্মশব্দেন ধর্ম্মী লক্ষ্যত ইতি। এবমেব সঙ্গমিতং দীক্ষিতৈঃ। প্রকৃতে সান্দ্রত্ববিশিষ্টবিজ্ঞানানন্দত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যাগতম্। তত্রাহুঃ। অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃভাবেন গঙ্গাদিতীর্থবদেকস্যৈব ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যেণ প্রকাশঃ। তত্র অধিষ্ঠানরূপং গঙ্গাদি দ্রববদসান্দ্রং জ্ঞানরূপম্। অধিষ্ঠাতৃরূপং তু গঙ্গাদি দেবতাবৎ সান্দ্রং মূর্ত্তমিতি তদিদং সুধীভির্বিভাব্যমিতি। তস্মিন্নিতি। অন্যথা বিভানং দৃশ্যত্বাদিপ্রতীতিঃ। তত্র হেতুরেতত্ত্বয়েতি মোক্ষধর্ম্মে। অস্যার্থঃ যথান্যো রূপবানিতি হেতোর্দৃশ্যেত তথায়মপীত্যেতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ম্। ইহ স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যতামভিধায় নিজরূপস্য প্রত্যক্‌চৈতন্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। তস্য দর্শনেঽদর্শনে চ মদিচ্ছৈব হেতুরিত্যাহ ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়মদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ। নশ অদর্শনে ইতি ধাতুপাঠাৎ। অত্র স্বাতন্ত্র্যং বিশ্ববৈলক্ষণ্যং চ হেতুরিত্যাহ ঈশোঽহমিতি। তথাপি মাং সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি প্রত্যেষি এষা মায়ৈব ময়া সৃষ্টা। মন্মায়য়ৈব তথা ভানমিতি। অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ। বিষ্ণোঽস্যগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে। অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেষ সুরেষ্বপি। মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চনেতি স্কান্দাচ্চ। এতেন মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মেত্যাদি বিপরীতোক্তির্ভীষ্মাদীনাং ব্যাখ্যাতা। তেষাং তদানীম্ অসুরৈরাবেশাৎ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'দর্শয়তি' ইত্যাদি সূত্রে সাক্ষাদিত্যাদি ভাষ্যে—এই পরমেশ্বরের প্রকৃতির অতীতত্ব সাক্ষাৎ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধই; ইহা সাধন দ্বারা লব্ধ নহে। 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি ব্রহ্মসংহিতান্তর্গত। তেন পরৈব তত্র ভক্তিঃ ইতি—তত্র—অর্থাৎ সেই শ্রীবিগ্রহ ব্রহ্মে। অন্যথা বিজ্ঞানঘনানন্দঘনেতি—'বিজ্ঞানঘনা, মূর্ত্তবিজ্ঞানরূপা আনন্দঘনা মূর্ত্তানন্দরূপা মূর্ত্তিঃ, সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' এই অংশটি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অবশিষ্টাংশ।

অন্যথা অর্থাৎ যদি বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মের মূর্ত্তত্ব মানা না যায়, তবে শ্রুতির মুখ্যার্থ বাধ হয়। এ-বিষয়ে পাণিনীয়ানুশাসন দেখাইতেছেন—পাণিনি বলিতেছেন—'মূর্ত্তৌ ঘনঃ' এই সূত্রে। তাহার অর্থ—মূর্ত্তি অর্থাৎ কাঠিন্য অর্থ বাচ্য হইলে হন্ ধাতুর অপ্ প্রত্যয় হয় ও হন্ ধাতুর স্থানে 'ঘন' আদেশ হয়। ইহার উদাহরণ দধিঘনঃ দধির কাঠিন্য, সৈন্ধবঘনঃ—সৈন্ধবের কাঠিন্য। প্রশ্ন হইতেছে—ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় ও হন্ ধাতুর স্থানে ঘনাদেশ বিহিত হওয়ায় মূর্ত্তং দধি—কঠিন দধি ইত্যাদি প্রতীতি কিরূপে করিব? এই যদি বল, বলিতে পার, কিন্তু ঐ সকল প্রয়োগে ধর্ম্মকে ধর্ম্মিরূপে লক্ষণা করিয়া উপপত্তি করা হয়। ভট্টোজি দীক্ষিত (পাণিনির ভাষ্যকার) এইরূপই সঙ্গতি দেখাইয়াছেন। প্রকৃতস্থলে আনন্দ বিজ্ঞানঘন প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সান্দ্রত্ববিশিষ্ট বিজ্ঞান ও সান্দ্রত্ববিশিষ্ট আনন্দ ধরিয়া মূর্ত্তি অর্থ আসিয়াছে। সে বিষয়ে প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন—গঙ্গাদি শব্দ যেমন অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ও অধিষ্ঠাতৃভাবে দুইরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই ব্রহ্মের দ্বিরূপে প্রকাশ, কথাটি এই—অধিষ্ঠানরূপে স্থিত গঙ্গাদি দ্রবাত্মক অর্থাৎ অসান্দ্র (অনিবিড়) ইহা জ্ঞানস্বরূপ আর অধিষ্ঠাতৃরূপিণী গঙ্গাদি দেবতা-বিশিষ্ট সান্দ্রমূর্ত্ত, ইহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। তস্মিন্নন্যথা বিভানং ইতি—অন্যথা বিভানং দৃশ্যত্বাদি প্রত্যয়। সে বিষয়ে হেতু কি? তাহা দেখাইতেছেন—'এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়মিত্যাদি··· জ্ঞাতুমর্হসি ইত্যন্ত বাক্যগুলি মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে ধৃত। ইহার অর্থ এই—যেমন অপর কোন পদার্থ রূপবান্ (রূপ-বিশিষ্ট) এই নিমিত্ত দর্শনের যোগ্য হইতে পারে, সেইরূপ এই পরমাত্মাও রূপবান্ হইলে দৃশ্য হইবেন, ইহা তুমি মনে করিও না। এই বাক্যে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, তিনি নিজে রূপবান্ হইলেও অদৃশ্য, এই বলিয়া স্বীয়রূপের প্রত্যক্ চৈতন্যতা, তাঁহার দর্শনে ও অদর্শনে তাঁহার ইচ্ছাই একমাত্র হেতু, এই কথা 'ইচ্ছন্মুহূর্ত্তাদিত্যাদি' বাক্য বলিতেছেন; 'নশ্যেয়ম্' এই পদের অর্থ অদৃশ্য হইতে পারি। নশ্যেয়ম্ পদটি অদর্শনার্থক নশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'নশ্ অদর্শনে' এইরূপ ধাতুগণে ধরা আছে। শ্রীভগবানের এই দৃশ্যাদৃশ্যত্ব-বিষয়ে হেতু—তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্ববিলক্ষণতা, তাহাই ঈশোঽহমিত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। 'যন্মাং পশ্যসি নারদ' তবুও যে আমাকে তুমি দেখিতেছ, এই সর্ব্বভূতাত্মক ও সর্ব্বগুণযুক্তকে অনুভূতি করা, ইহা আমার সৃষ্ট মায়াই অর্থাৎ

আমার মায়ার প্রভাবেই তোমার এই অনুভূতি হইতেছে। স্কন্দপুরাণেও বর্ণিত আছে—অসঙ্গশ্চেত্যাদি বিষ্ণু দেহাদি-সম্পর্কহীন, অব্যয় (অপরিণামী) বাণদ্বারা অভেদ্য, নিগ্রহের অযোগ্য, অশোষণীয় স্বরূপ, তথাপি তাঁহাকে যে বিদ্ধ, রক্তলিপ্ত ও বদ্ধ দেখা যাইতেছে, ইহা তাঁহার লীলা, তিনি দেবতাদের মধ্যেও অসুরগণকে মুগ্ধ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মনুষ্য-মধ্যে তাহাদিগকে মায়াদৃষ্টি দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ক্রীড়া করেন, কিন্তু মুক্তপুরুষের মধ্যে কখনও তাঁহার মায়ার ক্রীড়া নাই। এই প্রবন্ধ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভীষ্মের উক্তিও ব্যাখ্যাত হইল। তথায় আছে যে—মম নিশিতশরৈরিত্যাদি। ভীষ্ম বলিতেছেন—কবচ পরিহিত হইলেও আমার তীক্ষ্ণবাণপুঞ্জ দ্বারা যাঁহার শরীর-চর্ম্ম ভিদ্যমান, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার মন নিবিষ্ট হউক। এইরূপ ভীষ্মাদির বিপরীত উক্তি অর্থাৎ যিনি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অনিগ্রাহ্য, তাঁহার প্রতি এই বিপরীত উক্তির মীমাংসা তৎকালে ভীষ্মাদির মধ্যে আসুরভাবের আবেশবশতঃ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণের দ্বারাই যে শ্রীভগবানের স্বরূপবিগ্রহত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাই বলিতেছেন। এ-স্থলে একটি সূত্রের মধ্যে দুইটি সূত্রের পরস্পর বিনিময় দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ বিগ্রহই পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরই বিগ্রহ, ইহাতে কোন ভেদ নাই। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণ-সিদ্ধ-বিষয়ে তর্ক করা চলে না। ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণ ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্যে পাই,—

"দর্শয়তি চ বেদান্তগণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরস্তনিখিলদোষত্বঞ্চ
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৬।৭।৮)

'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।' (মুণ্ডক ১।১।৯)

'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ'
'স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ' (তৈত্তিরীয় আঃ ৮।৪)
'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'
'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'
(তৈত্তিরীয় আঃ ৯।১)
'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।' (শ্বেঃ ৬।১৯)
স্মর্য্যতে চ—
'যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্।' (গীঃ ১০।৩)
'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (গীঃ ১০।৪২)
'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥' (গীঃ ৯।১০)
'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥' (গীঃ ১৫।১৭)
'সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান।
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনোঽনাদিমান্ বশী।
ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ
নিরবদ্যঃ পরপ্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৪৭-৪৯)

ইত্যাদি। অতঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতস্যাপি ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গাৎ তত্তৎস্থান প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশন্তি॥"

শ্রীমন্মধ্ব-ভাষ্যেও পাই,—

"দর্শয়তি চানন্দস্বরূপত্বং তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতীতি। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্। চিন্তয়ীত যতির্নিত্যং জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ" ইতি চ মাৎস্যে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাওয়া যায়,—

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়।
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩-৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ' ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ, চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২১-১২২)

আরও পাই,—

" 'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দ-রূপ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম—নাম—দেহ—স্বরূপে 'বিভেদ' ॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১-১৩৫) ॥ ১৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ ভজদ্ভ্যো ভজনীয়স্য ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ইতরথা স্বাভেদাবভাসে স্বস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধেরনুদয়াদ্ভক্তির্নোপজায়েত। যদ্যপি জীবান্যত্বং বহুকৃত্বঃ প্রতিপাদিতং তথাপি প্রতিবিম্বশাস্ত্রবিভ্রান্তঃ কশ্চিত্তদভেদমাচক্ষীত তৎপরিহারায় বিধান্তরমেতৎ। "বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্য সদৃশা জলে। এবমেবাত্মকা লোকে পরাত্মসদৃশা মতা" ইত্যাদি শ্রূয়তে। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। আনন্দচিন্মূর্ত্তিঃ পরমাত্মা পূর্ব্বং নিরূপিতঃ। স এব কিং কয়াচিদ-

বস্থয়া জীবঃ কিংবা জীবাদন্যোঽসাবিতি। কিং প্রাপ্তং ? **স এব জীব** ইতি। অস্যৈবাবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতস্য জীবরূপত্বাৎ। প্রতিবিম্বো হি বিম্বান্নার্থান্তরম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তথা নিশ্চয়াৎ। অত উক্তম্। "দর্পণাভিহিতা দৃষ্টিঃ পরাবৃত্য স্বমাননম্। ব্যাপ্নুবত্যাভিমুখ্যেন ব্যত্যস্তং দর্শয়েন্মুখম্"ইতি। তস্মাৎ পরমাত্মৈবাবিদ্যাযোগাজ্জীব ইতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ভজনকারী (ভক্তগণ) হইতে ভজনীয় শ্রীভগবানের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি কেবলাদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া ভজনীয় শ্রীহরির সহিত জীবের অভেদ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর—এইরূপ নিজেতে প্রতীতি করা হয়, তবে নিজেতে আরাধ্যত্ব বুদ্ধির অনুদয়হেতু ভক্তি জন্মিতে পারে না। যদিও পরমাত্মার সহিত জীবের ভেদ বহুবারই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রতিবিম্ববাদে বিভ্রান্ত হইয়া কোন কোন অজ্ঞব্যক্তি জীব-ব্রহ্মের অভেদ বলিতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই ভ্রান্তবুদ্ধির খণ্ডনার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। শ্রুতিতে আছে—যেমন সূর্য্যসদৃশ বহু সূর্য্যপ্রতিবিম্ব জলে দেখা যায়, এইরূপ পরমাত্মসদৃশ অনেক পরমাত্ম-প্রতিবিম্ব ইহলোকে দৃষ্ট হয়, এই শ্রুতিবাক্যে সংশয় এই যে, পূর্ব্বে আনন্দ-চিন্ময়স্বরূপ বলিয়া যে পরমাত্মা নিরূপিত হইয়াছেন, তিনিই কি কোন এক অবস্থায় পড়িয়া জীব হন ? অথবা জীব হইতে ভিন্ন ঐ পরমাত্মা ? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষীর মতে পাইতেছি যে, সেই পরমাত্মাই জীব, যেহেতু এই পরমাত্মাই অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন, কারণ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা তাহাই অবগত হওয়া যায়। কথাটি এই—বিম্ব থাকিলেই প্রতিবিম্বের সত্তা এই অন্বয় এবং বিম্ব না থাকিলে প্রতিবিম্বের সত্তা নাই এই ব্যতিরেক দ্বারা বিম্ব-প্রতিবিম্বের ঐক্য নির্ণীত হইয়াছে। এইজন্য কথিত আছে—দর্পণে নিপাতিত দৃষ্টি তথা হইতে ফিরাইয়া লইলে নিজ আশ্রয় মুখকেই ব্যাপ্ত করে। আবার দর্পণাভিমুখে নিপতিত হইলে সেই মুখকে বিপরীত আকারে দেখায়। অতএব যখন দেখা যাইতেছে—প্রতিবিম্বিত দৃষ্টি ও বিম্বস্বরূপ (পারমার্থিক) দৃষ্টি একই

হইয়া ভিন্ন কার্য্য করে, সেইরূপ পরমাত্মা দর্পণস্থানীয় অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবভাবে বিভিন্ন কার্য্যকারী হয়, বস্তুতঃপক্ষে উভয়ের ঐক্য। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর এই সিদ্ধান্ত—পরমাত্মাই অবিদ্যা-সম্পর্কবশতঃ জীবরূপে অভিহিত হয়, সূত্রকার এই মতের খণ্ডন করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বং বিগ্রহে ব্রহ্মণি জীবেন ভক্তিঃ কার্য্যে-ত্যুক্তম্। তন্ন সম্ভবেজ্জীবব্রহ্মণোরনন্যত্বাৎ। ভক্তিঃ খল্বারাধনা। সা চ স্বস্মাদুৎকৃষ্টেঽন্যস্মিন্ দৃষ্টা ন তু স্বস্মিন্নেবেত্যাক্ষিপ্য সমাধেঃ পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অথ ভজন্ত্যা ইতি। স্বাভেদাবভাসে ইতি। অহমেবেশ্বরোঽস্মীতি স্বভানে সতীত্যর্থঃ। বহব ইতি। সূর্য্যস্য প্রতিকৃতয়ঃ সূর্য্যকাস্তস্য প্রতিবিম্বা ইত্যর্থঃ। ইবে প্রতিকৃতাবিতি সূত্রাং কন্। এবমাত্মকা ইত্যেতচ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-চন্দ্রবদিতি শ্রুতিরাদিপদাৎ। অসৌ পরমাত্মা। পৃচ্ছতি কিমিতি। অন্বয়েতি। সতি বিম্বে প্রতিবিম্বঃ অসতি তস্মিন্ ন স ইতি তয়োরভেদনির্ণয়াদিত্যর্থঃ। প্রতি-বিধত্তে নিরস্যতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিগ্রহস্বরূপ ব্রহ্মে (পরমেশ্বরে) জীবের ভক্তি কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা তো সম্ভব হইতেছে না, কারণ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ভক্তি শব্দের অর্থ আরাধনা—সেবা, তাহা নিজ হইতে উৎকৃষ্ট আর একটি বস্তুর উপর হয় দেখা যায়, কিন্তু নিজের উপর হয় না, এই আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান হেতু এখানে পূর্ব্বের মত আক্ষেপসঙ্গতি জানিবে। অথ ভজন্ত্যা ইত্যাদি। স্বাভেদাবভাসে ইতি নিজের ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতীতি হইলে অর্থাৎ 'আমিই ঈশ্বর হইতেছি'—এইরূপ নিজের অভেদ প্রতীতি হইলে। বহবঃ সূর্য্যকা ইত্যাদি 'সূর্য্যকাঃ' পদের অর্থ সূর্য্যের প্রতিবিম্বগুলি, ইব শব্দ প্রতিকৃতি—প্রতিবিম্ব অর্থে কন্ প্রত্যয় হয়। 'ইবে প্রতিকৃতৌ' এই সূত্রানুসারে সূর্য্য শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'এবমাত্মকাঃ' ইহাও ব্যাখ্যাতব্য অর্থাৎ আত্মন্ শব্দের উত্তর প্রতিকৃতি অর্থে কন্ প্রত্যয় ধর্ত্তব্য। ইত্যাদি শ্রূয়তে ইতি এই আদি-পদগ্রাহ্য শ্রুতি আর একটি যথা, 'এক এব হি ভূতাত্মা…জলচন্দ্রবৎ', একই জীবাত্মা প্রতি প্রাণীতে অবস্থিত, এক হইলেও জলে যেমন চন্দ্রপ্রতিবিম্ব

একরূপে ও বহুরূপে প্রতিভাত হয় সেইরূপ আশ্রয়ভেদে বহুরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। জীবাদন্যোঽসৌ ইতি অসৌ—ঐ পরমাত্মা। কিং প্রাপ্তং ইতি ইহা প্রশ্ন করিতেছেন, কি বুঝিয়াছ? অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিতি অন্বয়-ব্যতিরেক পদের অর্থ—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা ইহার নাম অন্বয়, তদসত্ত্বে তদসত্তা ইহা ব্যতিরেক, বিম্ব থাকিলে প্রতিবিম্ব হয়, তাহা না থাকিলে উহা হয় না, এইভাবে উভয়ের অভেদ নির্ণয় হেতু এই অর্থ। প্রতিবিধত্তে—পূর্ব্বপক্ষীর মত নিরাস করিতেছেন।

অতএব চোপমাধিকরণম্

সূত্রম্—অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, উভয় এক পদার্থ নহে—এইজন্য, সূর্য্যকাদিবৎ বলিয়া সূর্য্য-প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য বর্ণনা সঙ্গত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যস্মাৎ পরমাত্মনোঽন্যো জীবোঽতএব সূর্য্য-কাদিবদিতি তস্যোপমা শ্রূয়তে! ন হ্যভেদে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ। তথা সতি বহ্নিচ্ছায়য়া দাহঃ খড়্গাভাসেন ছেদশ্চ স্যাৎ। ন চ তস্মিন্ সাদৃশ্যং তস্য ভেদতন্ত্রত্বাৎ। চকারোঽন্যান্ ভেদহেতূন্ সমু-চ্চিনোতি। তস্মাজ্জীববিলক্ষণঃ পরমাত্মেতি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু পরমাত্মা হইতে জীব ভিন্ন, এইজন্যই সূর্য্যকাদি-বৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্বসদৃশ এই উক্তিতে জীব ও পরমাত্মার উপমা অর্থাৎ সাদৃশ্য শ্রুত হইতেছে। উভয় অভিন্ন হইলে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব সম্ভব হয় না, যদি তাহা হইত, তবে অগ্নির ছায়া দ্বারা দাহ ও খড়্গের প্রতিবিম্ব দ্বারা ছেদন হইত, কিন্তু তাহা হয় না। আবার অভেদ হইলে সাদৃশ্যও সম্ভব হয় না। যেহেতু 'তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্' ইহা সাদৃশ্যের লক্ষণ, তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া তত্রস্থ প্রচুর ধর্ম্ম থাকার

নাম সাদৃশ্য, সুতরাং ইহা ভেদঘটিত। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি আরও প্রভেদের হেতুর সংগ্রাহক। অতএব সিদ্ধান্ত এই—জীব হইতে পরমাত্মা পৃথক্-ধর্ম্মা অর্থাৎ বিভিন্ন ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত এবেতি। তস্য জীবস্য। খড়্গাভাসেনাসিচ্ছায়য়া। তস্মিন্নভেদে। তস্য সাদৃশ্যস্য ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—অতএবেতি সূত্রে। তস্যোপমা শ্রূয়তে ইতি, তস্য—জীবের অর্থাৎ সূর্য্য-প্রতিবিম্বের সহিত জীবের উপমা, খড়্গাভাসেন—অর্থাৎ তরবারির ছায়া দ্বারা। তস্মিন্—অভেদ হইলে। তস্য ভেদতন্ত্রত্বাৎ—তস্য—সাদৃশ্যের ॥১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রীভগবানের স্বরূপই শ্রীবিগ্রহ, ইহা প্রতিপাদিত হওয়ার পর শ্রীভগবান্ হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদন-মানসে ভিন্ন প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। শ্রীভগবান্ উপাস্য ও জীব উপাসক; ইহাদের পরস্পর ভেদ অস্বীকার করিলে শ্রীভগবানে আরাধ্য বুদ্ধির উদয় না হওয়ায় বা নিজেতে ঈশ্বর আমি—এইরূপ বুদ্ধি হওয়ায় ভক্তির উৎপত্তি হইতে পারে না। যদিও সূত্রকার পূর্ব্বে বহু সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি যদি প্রতিবিম্ববাদে-বিভ্রান্ত কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বোধ করেন, এই আশঙ্কায় ঐ প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডনার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। প্রতিবিম্ববাদিগণ বলেন যে, পরমাত্মাই অবিদ্যাবশতঃ প্রতি-বিম্বিত হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হন, বস্তুতঃ জীব তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন, এ-বিষয়ে তাঁহারা জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব-দৃষ্টান্ত এবং দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব-দৃষ্টান্ত উদাহরণ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতবাদ নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমানে বলিতেছেন যে, যেহেতু পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন, সেই জন্যই সূর্য্যকাদিবৎ-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবের উপমা অর্থাৎ সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার কয়েকটি অকাট্য যুক্তি দ্বারা এই মত খণ্ডন করিতেছেন যে, অভিন্ন বস্তুতে বিম্ব ও প্রতি-বিম্বভাব সম্ভব নহে; যদি সেরূপ সম্ভব হইত, তাহা হইলে অগ্নির ছায়ার দ্বারা দহন-কার্য্য হইত এবং খড়্গের ছায়ার দ্বারা ছেদন-কার্য্য সম্ভব হইত কিন্তু তাহা হয় না। দ্বিতীয়তঃ অভেদস্থলে সাদৃশ্যও সম্ভব হইতে পারে না।

কারণ, সাদৃশ্যের লক্ষণে পাওয়া যায়—একবস্তু হইতে অপর বস্তু ভিন্ন হইয়া তাহাতে অবস্থিত প্রচুর ধর্ম্ম থাকার নামই সাদৃশ্য; সুতরাং ইহা ভেদ-ঘটিত। সূত্রের এই 'চ' শব্দটিও ভেদের নির্দ্ধারক অন্যান্য হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥" (ভাঃ ১১।১৮।৩২)

অর্থাৎ এক চন্দ্রই যেরূপ বিভিন্ন জলাশয়ে বিবিধরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্ম-মধ্যে অন্তর্য্যামি-সূত্রে বহুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং দেহ সকলও এক আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে।

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

"বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত বস্তুর সাদৃশ্য-দর্শনে বস্তুর সহিত সমজ্ঞান বা আকরবস্তুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। যে চিন্ময়-ধর্ম্ম পরমাত্মায় অবস্থিত, বিভিন্ন আধারে জীবগণের মধ্যে সেই চৈতন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিলে অনুভূতিরহিত পশুর ন্যায় অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়া যাইবে। সুতরাং চেতনময় বস্তুর বিরোধ আচরণ করিবে না। বুদ্ধিমান্ সকল চেতন-পদার্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে জীবহিংসাদি পাপে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।"

আরও পাই,—

"এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ॥" (ভাঃ ১০।৫৪।৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ॥" (ভাঃ ১১।২২।১১)

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"যাঁহারা পুরুষ ও পুরুষোত্তমের অভেদ কল্পনা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানে প্রকৃতির গুণমাত্র বুঝিতে পারেন না। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের (২।৩।২১) "স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ" সূত্রের বিচার লক্ষ্য করিয়া জীবের অণুত্ব ধারণা করেন না, তজ্জন্যই তাঁহারা ভগবান্ ও ভক্ত—উভয়কে এক পর্য্যায়ে

গণনা করিতে গিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ কল্পনা করেন। তাদৃশী কল্পনার কোন মূল্য নাই। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আপনার স্বরূপবোধে অসমর্থ হইয়া—নিজের অল্পতা-মাত্র কেবল বদ্ধাবস্থার কথা, মুক্তাবস্থায় পূর্ণতা হইয়া পড়ে—এরূপ বৃথা কল্পনা করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে জীব বা পুরুষ বিভু-চৈতন্যের অণুমাত্র।"

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে পরমাত্ম-সন্দর্ভীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

"অথ দ্বিতীয় মতে—চৈতন্যস্যাবিদ্যাপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরশ্চৈতন্যাভাসো জীবঃ। স চ স চ মিথ্যেতি রজ্জুঃ সর্প ইতিবদ্বাধায়াং সামানাধিকরণ্যং; নিষেধপ্রধানা এব শ্রুতয়ঃ শুদ্ধসমর্পিকা ইতি তাসামেব মহাবাক্যত্বম্।"

শ্রীল জীবপাদ এই স্থলে মায়াবাদিগণের মতত্রয় খণ্ডন করিতে গিয়া প্রতিবিম্ববাদকেও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপতঃ দুই একটি কথার মর্ম্ম কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

মায়াবাদিগণের মতে ব্রহ্মের রূপ নাই, সুতরাং যাহার রূপ নাই, তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভাবনা কোথায়? উপাধিরও কোন রূপ না থাকায় তাহারও প্রতিবিম্বত্বের অত্যন্ত অসম্ভবত্ব। আবার মুখাদির দৃশ্য-প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা মুখ নহে, উহা অপর একব্যক্তি। এখানে জীবেশ্বররূপ প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব-প্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টাই বা কে? দৃশ্যত্বেই বা জড়ত্ব কেন হইবে না? এই সকল অনুপপত্তি আছে বলিয়া প্রতিবিম্ববাদ তুচ্ছ? প্রতিবিম্বে নিজের উপাধির কল্পনা এবং তাহার নাশের নিমিত্ত তুচ্ছভাব না দেখাইলে এই দোষ হয় যে, জীবের প্রামাণ্য-জ্ঞানের দ্বারাও সেই উপাধিরূপ অবিদ্যা নাশ হয় না। সেই প্রতিবিম্বিত বস্তুর উপাধি নাশের কথা দূরে থাকুক, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পৃথক্ অধিষ্ঠানে থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ ভেদ উপলব্ধি হয় এবং তাহাতে প্রতিবিম্বের ক্ষোভে বিম্বের ক্ষোভ দেখা যায়। বিম্বের বিপরীত দিকেই প্রতিবিম্বের উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দর্শন না হইলে স্বচ্ছ পদার্থে কেবল ঐ আভাস—জ্যোতিই দৃষ্ট হয়। কেবল স্বচ্ছবস্তুতে সংযুক্ত দৃষ্টিহেতু তাহা হইতে উদ্গত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এ-স্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত প্রকৃত বিম্বের যোগ নাই। এবংবিধাবস্থায় প্রতিবিম্বের বিম্বত্বাভাবে বিম্বনাশে আভাসনাশের ন্যায় মোক্ষের প্রসঙ্গ আসে। ইহাতেও প্রতিবিম্ব-

বাদ দুষ্ট। আরও—ঈশ্বর নিত্য বিদ্যাময় আর জীব অনাদিকাল হইতেই 'আমি জানি না' এইরূপ অভিমানযুক্ত অবিদ্যোপহিত।

ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাংশ-সম্বন্ধ কল্পনায়ও যুক্তির অভাবে ঈশ্বরাকার প্রতিবিম্বের উপপত্তি হয় না। এমতাবস্থায় জীব ও ঈশ্বরের যদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও বৃহদারণ্যকে যে সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব শ্রুতি আছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়। দুগ্ধ ও জলের ন্যায় পরস্পর মিশ্রিত উপাধিদ্বয়-বিচারে প্রতিবিম্বের একত্বই আসিয়া পড়ে। আবার যদি ঈশ্বরকে অবিদ্যার প্রতিবিম্ব না বলিয়া মায়ার প্রতিবিম্ব বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তির অভাব ও মায়াবশীকরণত্ব গুণের অভাবহেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভাব হইয়া পড়ে। আরও জলে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যেরূপ জলের সঞ্চালনে সঞ্চালিত ও জলের স্থৈর্য্যে স্থির হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকেও উপাধির বশ হইয়া তচ্চেষ্টানুগত হইতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর না হইয়া মায়ার বশীভূত হইয়া পড়েন। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রুতিপুরাণাদি প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপৈশ্বর্য্যের মায়িকতামাত্র স্বীকারে তাঁহার নিন্দাজনিত দুর্ব্বার, অনির্ব্বচনীয় কোটি কোটি মহাপাতক উপস্থিত হয়।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

যেহেতু পরব্রহ্ম নানাবিধ স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থান প্রযুক্ত দোষভাগী হন না, সেই হেতু জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থিত হইয়াও নির্দ্দোষ থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়॥ ১৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বস্তু তয়োপময়া জীবপরয়োর্ভেদঃ। কিন্তু চিদাভাসত্বং জীবস্য ততঃ প্রাপ্তম্। যথাম্বুনি সূর্য্যস্যাভাসঃ সূর্য্যক উচ্যতে তথাবিদ্যায়াং পরস্যাভাসো জীব ইতি। এতন্নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—সূর্য্যকাদি উপমাদ্বারা জীব ও পরমেশ্বরের পার্থক্য হউক; কিন্তু জীবের চিদাভাসত্ব সেই উপমা

হইতে তো পাওয়া গিয়াছে, কিরূপে? তাহা বলিতেছি—যেমন জলে সূর্য্যের আভাসকে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলা হয়, সেই প্রকার অবিদ্যাতে পরমাত্মার আভাস জীব হইবে। জীবের এই চিদাভাসত্ববাদ সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। তত উপমাতঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নমু ইত্যাদি জীবস্ত, ততঃ প্রাপ্তমিতি —ততঃ—উপমা হইতে।

অম্বুবদগ্রহণাধিকরণম্

সূত্রম্—অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্॥ ১৯॥

সূত্রার্থ—সূর্য্যাদিবিম্বের বহু দূরে অবস্থিত জলাদি উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ সূর্য্যাদির আভাস গৃহীত হয়, কিন্তু অবিদ্যাতে পরমাত্মার আভাস গৃহীত হইতে পারে না; যেহেতু পরমাত্মা পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণবিশিষ্ট নহেন, তিনি বিভু, অবিদ্যারূপ উপাধি দূরেও নাই যেহেতু অবিদ্যা তাঁহার শক্তিবিশেষ॥ ১৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুরবধারণে। ষষ্ঠ্যন্তাৎ সপ্তম্যন্তাদ্বা বতিঃ। অম্বুবদ্বিম্ববিপ্রকৃষ্টস্যোপাধেরগ্রহণান্ন তথাত্বম্। পরমাত্মনো বিভুত্বেন তদ্বিদূরপদার্থাপ্রসিদ্ধেরুপমেয়কোটেরুপমানকোটিতুল্যত্বং নেত্যর্থঃ। বিম্ববিদূরে জলাদ্যুপাধৌ পরিচ্ছিন্নস্য সূর্য্যাদেরাভাসো গৃহ্যতে নৈবং পরমাত্মনঃ তস্যাপরিচ্ছেদাৎ। অতো ন তথাত্বমিতি বা, পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ভবতি। "অলোহিতমচ্ছায়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। কিন্তু তদ্বচ্চেতন এব সঃ। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইত্থঞ্চাকাশদৃষ্টান্তোহপি নিরস্তঃ। তদ্গতপরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশস্যৈব তত্তয়া প্রতীতিরবৈত্বুষী। ইতরথা দিগাদেরপি তদাপত্তিঃ।

ন চাত্র শব্দোঽপি দৃষ্টান্তঃ, বৈধর্ম্ম্যাৎ। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি অবধারণার্থ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ। অম্বু-বৎ পদে বতি প্রত্যয়টি ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত বা সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত অম্বুশব্দের উত্তর হইয়াছে ; ইহার অর্থ—অম্বুর (জলের) মত অথবা অম্বুতে বিম্ব হইতে দূরবর্ত্তী উপাধির (প্রতিমূর্ত্তির) গ্রহণের মত অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাস—প্রতিবিম্ব (চিদাভাস) গৃহীত হয় না, সুতরাং জীবের চিদাভাসত্ব বলা যায় না। যুক্তি এই—পরমাত্মা বিভু (বিশ্বব্যাপক), অতএব তাঁহার দূরবর্ত্তী কোন পদার্থ না থাকায়, অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন উপমেয় জীবকোটি ও ব্রহ্মকোটির সহিত উপমান সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্বের সাম্য নাই ; ইহাই তাৎপর্য্য। জলাদি উপাধি বিম্বীভূত সূর্য্যের অতিদূরে বর্ত্তমান, তাহাতে পরিচ্ছিন্নপরিমাণ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না ; যেহেতু পরমাত্মা, অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, অতএব জীব চিদাভাস নহে, অথবা পরমাত্মার প্রতিবিম্বও নহে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—'অলোহিতমচ্ছায়ম্' পরমাত্মা লোহিত বর্ণ নহে, ছায়াবিশিষ্টও নহে ; তবে জীব কি স্বরূপ? পরমাত্মার মত চেতনস্বরূপই ; শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন—তিনি (পরমাত্মা) চেতন (জীব) সমূহের চৈতন্যসম্পাদক, তিনি সমস্ত নিত্য বস্তুর নিত্যতার হেতু। এই প্রকারে আকাশ-দৃষ্টান্তও জীবে খণ্ডিত হইল। কি প্রকারে? তাহা বলিতেছেন—জলাদিতে যে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, উহা আকাশবর্ত্তী সূর্য্যাদি পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃ-অংশেরই প্রতিবিম্বের প্রতীতি হয়, অপরিচ্ছিন্ন আকাশের নহে। অতএব ঐ প্রতিবিম্বরূপে আকাশের প্রতীতি অজ্ঞতাপ্রসূত। তাহা না হইলে রূপশূন্য দিক্, বায়ু প্রভৃতিরও প্রতিবিম্বপাত হউক। রূপশূন্য ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব—এইরূপ শব্দ-দৃষ্টান্তও সঙ্গত হইতেছে না, কারণ প্রতিবিম্ববাদ ও প্রতিধ্বনিবাদের বৈষম্য আছে অর্থাৎ প্রতিধ্বনি ও প্রতিবিম্ব এক নহে। অতএব বিষ্ণুর প্রতিবিম্ব জীব নহে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অম্বুবদিতি। উপমেয়কোটের্ব্রহ্মজীবলক্ষণস্য উপমানকোটি-তুল্যত্বং সূর্য্যতৎপ্রতিবিম্বসমত্বং নেত্যর্থঃ। তথা চ বিষমনিদর্শনতাদোষ ইতি। বিম্ববিদূরে ইত্যাদি। আভাসঃ প্রতিবিম্বঃ। তত্র হেতুরলোহিত-মিতি। অচ্ছায়ং প্রতিবিম্বরহিতম্। ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্ব-মনাতপ ইতি নানার্থবর্গঃ। তদ্বৎ পরমাত্মবৎ। ইত্থঞ্চেতি। বিভোঃ প্রতি-বিম্বাসম্ভবনিরূপণেনেত্যর্থঃ। নন্বাকাশস্য প্রতিবিম্বং প্রতীম ইতি চেত্তত্রাহ তদ্গতেতি। আকাশবর্ত্তিনঃ সূর্য্যাদিজ্যোতিরংশস্যৈব তৎপ্রতিবিম্বতয়া প্রতীতির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্যাভাসঃ। অন্যথা দিগ্বা-তয়োস্তদাপত্তিঃ। নন্থ যথা নীরূপস্য ধ্বনেঃ প্রতিধ্বনিস্তথা নীরূপস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্বীকার্য্য ইতি চেত্তত্রাহ ন চেতি। তত্র হেতুর্বৈধর্ম্ম্যাদিতি। প্রতিবিম্বং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তত্র প্রতিধ্বনিমুদাহরন্ বিষমদৃষ্টান্তী ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯॥

টীকানুবাদ—অম্বুবদিত্যাদি সূত্রে। 'অম্বুবৎ' বলিতে উপমান-উপমেয়-ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে উপমেয় অংশ—জীব ও ব্রহ্মস্বরূপ, উপমান অংশ—সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্ব—এই উভয়াংশের সাম্য নাই; অতএব দৃষ্টান্ত-বৈষম্য, ইহা একটি দোষ। বিম্ববিদূরে, জলাদ্যুপাধৌ ইত্যাদি আভাসো গৃহ্যতে—আভাসঃ—প্রতিবিম্ব। জীব যে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহে, এ-বিষয়ে হেতু—'অলোহিতমচ্ছায়মিত্যাদি' শ্রুতিবাক্য। 'অচ্ছায়ম্' শব্দের অর্থ—প্রতিবিম্বহীন। অমরকোষ অভিধানে নানার্থবর্গে ছায়া-শব্দের অর্থ অনেক—যথা ছায়ানাম্নী সূর্য্যের স্ত্রী, কান্তি, প্রতিবিম্ব ও আতপাভাব। তদ্বচ্চেতন এব সঃ ইতি—তদ্বৎ—পরমাত্মার মত। ইত্থঞ্চা-কাশদৃষ্টান্তোঽপীতি—ইত্থঞ্চ এইরূপে অর্থাৎ জীব বিভুর প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, এই নিরূপণ দ্বারা। প্রশ্ন হইতেছে—জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব না হউক, আকাশের প্রতিবিম্ব মনে করিব, এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্গতপরিচ্ছিন্নজ্যোতিরিত্যাদি'—আকাশবর্ত্তী সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ-অংশই আকাশের প্রতিবিম্বরূপে প্রতীত হয়, সুতরাং ঐ প্রতীতি ভ্রমাত্মক, ইহাই তাৎপর্য্য। আরও এক কথা—আকাশের রূপাভাব বশতঃ তাহার প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না। যদি রূপহীনেরও প্রতিবিম্বপাত বলা হয়, তবে দিক্ ও বায়ুরও প্রতিবিম্ব হউক। পুনশ্চ প্রশ্ন—যদি বল, যেমন রূপহীন ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়, সেইরূপ নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিব,

সে বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছেন—'ন চাত্র শব্দোঽপীতি' শব্দও এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, সে বিষয়ে হেতু দেখাইতেছেন—'বৈধর্ম্ম্যাৎ'—পরস্পরের সাম্য নাই অর্থাৎ প্রতিবিম্ববাদ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিধ্বনিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখকারী ব্যক্তি বিষম-দৃষ্টান্তাবলম্বী হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আর একটি সংশয় উত্থাপন করিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত উপমা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিরূপিত হউক, কিন্তু জীবের চিদাভাসত্ব অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বত্ব তো বলা যাইতে পারে। যেমন জলে প্রতিফলিত সূর্য্যের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বকে সূর্য্য বলা হয়, সেইরূপ অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাসকেই জীব বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই জীবের চিদাভাসত্ববাদ খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, অম্বু অর্থাৎ জলের মত অর্থাৎ জলে বিম্ব হইতে দূরস্থ উপাধির গ্রহণের ন্যায় অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাস গৃহীত হইতে পারে না।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকার যুক্তি দেখাইতেছেন যে, জল হইতে সূর্য্য অতিশয় দূরবর্ত্তী, তাহাতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাস পড়িতে পারে না, কারণ পরমাত্মা বিভু—বিশ্বব্যাপক অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন এবং তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী কোন পদার্থ আছে, এরূপ প্রসিদ্ধিও নাই; বরং তিনি সর্ব্বত্র আছেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। অতএব উপমান ও উপমেয়ের সাম্য নাই। বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪২)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥" (গীঃ ৬।২৯)

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-রচিত 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থেও পাওয়া যায়,—

"প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ ॥ (৪।৮)

"প্রথমতঃ—ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন তাঁহার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্বরূপ ভেদ কখনও হইতে পারে না; যেমন, জাগতিক দৃষ্টান্ত—সর্ব্বব্যাপী আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না—আকাশে উদিত সাকার গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কেরই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে বায়ু, কাল, দিক্ প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব হইতে পারিত। অতএব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্ম অবিষয়, সুতরাং নির্গুণ। নির্গুণ অবিষয়ের কিরূপে পরিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইতে পারে? আকাশ জাত-দ্রব্য বলিয়া পরিণাম-বিশিষ্ট; জাতদ্রব্যের ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম জাত-দ্রব্য নহে, সুতরাং ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ নিরাকৃত হইল। পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে টঙ্ক-(প্রস্তর-ভেদন-অস্ত্র) ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় বিকারী বলা হয়; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, তাঁহার পরিচ্ছেদরূপ ভেদ হইতে পারে না। অতএব প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ—এই উভয় মতবাদই দূষিত।"—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজও বলেন, জল ও দর্পণাদি-পাত্রে যেরূপ সূর্য্য ও মুখাদির প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপভাবে দৃষ্ট হন না। কেন না, ভ্রান্তিবশতঃই জলাদি পাত্র-মধ্যে সূর্য্যাদিকে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা তন্মধ্যে অবস্থিত নহে।

আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন,—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের তুলনা করা উচিত নহে, উভয়স্থলে একরূপ নহে। সূর্য্য ও জল ভিন্ন দেশে অবস্থিত, এজন্য সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলের উপর পড়িতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পড়িতে পারে না॥ ১৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ শাস্ত্রং সঙ্গময়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষী প্রতিবিম্ব-বোধক শাস্ত্রের সঙ্গতি দেখাইতেছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি প্রতিপাদন করিতেছেন।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবং তর্হি প্রতিবিম্বশাস্ত্রস্য কা গতিঃ। তচ্চ বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বদিত্যাদি যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মেত্যাদি কাঠকাদিবাক্যঞ্চ। তত্রাহ অথেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যদি জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব না হয়, তবে প্রতিবিম্ব-বোধক শাস্ত্র-বাক্যের উপপত্তি কি? সেই বাক্যটি এই—'বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বদিত্যাদি'। সেই প্রকার কাঠক শ্রুতিবাক্যও আছে—'যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা' ইত্যাদি 'অজোঽয়মাত্মা' ইত্যন্ত। যেমন এই জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্য জলভেদ করিয়া একাই তথায় প্রতিফলিত হইয়া জলাদি উপাধি দ্বারা বহু প্রকারে ভিন্নরূপ কৃত হন, দেবসমাজে বহু বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, এই নিত্য পরমাত্মা সেইরূপ জীবভাবে বহু হন। ইত্যাদি কাঠক প্রভৃতির বাক্য আছে, ইহাদের গতি কি হইবে? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের হ্রাস দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত সূর্য্যে বৃদ্ধি, অতএব এই বৃদ্ধি ও হ্রাস-ধর্ম্মযোগিত্ব মুখ্যবৃত্তি (অভিধাখ্যশক্তি) দ্বারা সাধিত নহে, কিন্তু গৌণী লক্ষণাদ্বারা জানিবে। কারণ কি?—'অন্তর্ভাবাৎ' এই অংশে অর্থাৎ বৃদ্ধি-হ্রাস-অংশেই প্রতিবিম্ব-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যহেতু। এই বৃদ্ধি-হ্রাসাদি-কৃত সাধর্ম্ম্য লইয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য স্বীকার করিলেই—'তদুভয়সামঞ্জস্যাৎ'—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের (উপমান-উপমেয়ের) সঙ্গতি থাকে ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রতিবিম্বশাস্ত্রেণ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নায়ং দৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে কিন্তু গুণবৃত্ত্যৈব বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্। সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ। কুতঃ? অন্তর্ভাবাৎ। এতস্মিন্নেবাংশে শাস্ত্রতাৎপর্য্যপরিসমাপ্তেরিত্যর্থঃ। এবং সত্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ। উপমানোপমেয়য়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্য

মুখ্যস্য নিরাসাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমাদায় প্রকৃতে তদ্‌ভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। তচ্চেত্থং বোধ্যম্। সূর্য্যো হি বৃদ্ধিভাক্, জলাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তৎপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকাস্তদ্ধ্রাসভাজো জলাদ্যুপাধিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্ত্যেবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তদংশকা জীবাস্ত্বণবঃ প্রকৃতিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চেতি। তস্মাদিয়মুপমা তদ্ভিন্নত্বতদধীনত্বতৎসাদৃশ্যৈরেব ধর্ম্মৈঃ সিদ্ধা। ন তূপাধিপ্রতিফলিতরূপাভাসত্বেন ধর্ম্মেণেতি। অতএব নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীব ইত্যাহ পৈঙ্গিশ্রুতিঃ। "সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেঃ" ইতি ॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ—'বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বদিত্যাদি' প্রতিবিম্ববাদ-বাক্য দ্বারা ঐ সূর্য্যকাদিদৃষ্টান্ত মুখ্য বৃত্তিদ্বারা প্রযুক্ত হইতেছে না, কিন্তু গৌণী লক্ষণাদ্বারাই বৃদ্ধি ও হ্রাসভাগিত্বরূপ উভয়ের সাদৃশ্য ধরিয়া। ইহা উপাধিধর্ম্মের যোগাযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ এবং স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যেরও উপলক্ষণ অর্থাৎ এই দুইটি ধরিয়াও সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। কি হেতু ইহা বলা হইল? তাহা বলিতেছেন—'অন্তর্ভাবাৎ' এই বৃদ্ধি ও হ্রাসভাগিত্বরূপ সাধর্ম্ম্য-অংশেই প্রতিবিম্ববোধক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য; ইহা অর্থ। এইরূপ হইলে উভয়ের অর্থাৎ উপমান-উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য সঙ্গত হয়। কথাটি এই—'অম্বুবদগ্রহণাত্তু' ইত্যাদি পূর্ব্বসূত্রে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তানুসারে বোধিত জীব-ব্রহ্মের মুখ্য বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব নিরাকৃত হইয়াছে; অথচ কথিত বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ কিছু সাধর্ম্ম্য লইয়া তদ্‌ভাব বর্ণিত হইতেছে। সেই সাধর্ম্ম্যটি এই প্রকার জ্ঞাতব্য। যেমন সূর্য্য বৃদ্ধিভাক্ অর্থাৎ স্বরূপতঃ প্রকাণ্ড দেহ হইয়া জলাদির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলেও জলাদির ধর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত হয় না, স্বতন্ত্রই থাকে, আর তাহার প্রতিবিম্ব সূর্য্যমূর্ত্তিগুলি সূর্য্যের আকৃতির অনেক হ্রাসভাগী হয় ও জলাদি-উপাধির কম্পাদি ধর্ম্মযুক্ত ও উপাধির অধীন হয়, এই প্রকার পরমাত্মা বিভুপরিমাণ, প্রকৃতির ধর্ম্ম উৎপত্তিনাশাদির সহিত সম্পর্কহীন ও স্বতন্ত্র; আর সেই পরমাত্মার অংশ জীবচৈতন্যগুলি কিন্তু

অণুপরিমাণ, প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি-ধর্ম্মযোগী এবং পরাধীন অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন কর্ম্মফলায়ত্ত হইয়া থাকে। অতএব এই যে উপমা, তাহার উপপত্তি বিম্ব হইতে প্রতিবিম্বের ভিন্নত্ব, বিম্বাধীনত্ব ও বিম্বসাদৃশ্যরূপ ধর্ম্মদ্বারাই জানিবে, তদ্‌ভিন্ন উপাধি জলাদিতে ও অবিদ্যাতে প্রতিফলিত রূপাভাসস্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা নহে। অতএব জীব নিরুপাধি প্রতিবিম্বস্বরূপ, এই কথা পৈঙ্গীশ্রুতি বলিতেছেন—প্রতিবিম্ব দুই প্রকার, সোপাধি ও নিরুপাধি, তন্মধ্যে জীব ঈশ্বরের নিরুপাধি প্রতিবিম্ব, যেমন ইন্দ্রধনুঃ সূর্য্যের নিরুপাধি প্রতিবিম্ব ॥২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—বৃদ্ধীতি। অয়ং সূর্য্যকাদিবদিত্যেষঃ। উপলক্ষণমিতি। উপাধিধর্ম্মযোগাযোগয়োঃ স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যয়োশ্চেদমুপলক্ষণমিত্যর্থঃ। এতস্মিন্নিতি। বৃদ্ধিহ্রাসাদিভাক্ত্বংশে ইত্যর্থঃ। এবং সতীতি। বৃদ্ধিহ্রাসাদিকৃতেন সাধর্ম্ম্যেণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যসমাপনে সতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সঙ্গতের্গৌণবৃত্ত্যৈব শাস্ত্রপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। উক্তার্থং বিশদয়িতুমাহ অয়মিত্যাদি। সোপাধিরিতি। ঈশস্যানুপাধিঃ প্রতিবিম্বো জীব ইত্যন্বয়ঃ। বারাহে চৈবমুক্তম্—"দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ। প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ। প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ। প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চ" ইতি। স্বরূপাংশকো মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ ॥২০॥

টীকানুবাদ—বৃদ্ধি ইত্যাদি সূত্রে 'অয়ং দৃষ্টান্ত' ইতি 'অয়ম্'—সূর্য্যপ্রতিবিম্বাদির মত। 'উপলক্ষণমেতৎ'ইতি উপাধির যোগ ও অযোগ, স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যেরও ইহা প্রতিপাদক, ইহা অর্থ। 'এতস্মিন্নেবাংশ'ইতি এতস্মিন্ —অর্থাৎ বৃদ্ধি-হ্রাসভাগিত্বরূপ অংশে। 'এবং সত্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ'ইতি—এবং এইরূপে অর্থাৎ বৃদ্ধি-হ্রাসাদি রূপ সাধর্ম্ম্য দ্বারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য সিদ্ধান্তিত হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক পদার্থদ্বয়ের সঙ্গতি হয়, সুতরাং গৌণীলক্ষণা দ্বারাই শাস্ত্রারম্ভ—ইহাই অর্থ। উক্ত অর্থ বিশদ করিবার জন্য 'অয়ং ভাবঃ' ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। 'সোপাধিরনুপাধিশ্চেতি, জীব ঈশ্বরের উপাধিশূন্য প্রতিবিম্ব এই অন্বয়। বরাহপুরাণেও এইরূপ কথিত আছে—'দ্বিরূপাবংশকৌ' ইত্যাদি—সেই পরমেশ্বর বিভু শ্রীহরির দুইপ্রকার অংশ আছে; একটি প্রতিবিম্বাংশ, অন্যটি স্বরূপাংশ; তন্মধ্যে প্রতিবিম্বাংশ জীব, আর স্বরূপাংশ মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার বলিয়া বর্ণিত হয়। প্রভেদ এই—প্রতিবিম্ব-অংশে সাম্য

অল্পমাত্র, অপরগুলি তাঁহার স্বরূপাংশ, ইহাতে পূর্ণ বৈভব। স্বরূপাংশ বলিতে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার জ্ঞাতব্য ॥২০॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে প্রতিবিম্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রের সঙ্গতি দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বপক্ষীর মত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, মুখ্যবৃত্তি দ্বারা প্রতিবিম্ব-শাস্ত্রে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ হয় নাই, গৌণবৃত্তিতেই প্রয়োগ হইয়াছে। বৃদ্ধি-হ্রাস-অংশেই উহার তাৎপর্য্য। সেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিলেই উপমান ও উপমেয়ের সাধর্ম্ম্যরূপ সঙ্গতি হইয়া থাকে।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পাই যে, সূর্য্য বৃদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু, সুতরাং জলাদি উপাধির ধর্ম্মের সহিত অসম্পৃক্ত, বিশেষতঃ মূল সূর্য্য স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্য হ্রাসবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র এবং পরতন্ত্র; সেইজন্য উপাধির সহিত যুক্ত হয়, অর্থাৎ জলের কম্পনাদিতে তাহারও কম্পনাদি হয়, মূল সূর্য্যের কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপ পরমাত্মা বিভু বলিয়া প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত হন না; বিশেষতঃ তিনি স্বতন্ত্র। কিন্তু পরমাত্মার অংশ-ভূত জীব অণুচৈতন্য বলিয়া প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হয়। কারণ সে পরতন্ত্র। অতএব তদ্ভিন্নত্ব, তদধীনত্ব প্রভৃতি সাদৃশ্য দ্বারা ঐরূপ উপমা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
> দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥" (ভাঃ ৩।৭।১১)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন,—

"যথা জলে ইতি—তৎকৃতঃ জলোপাধিকৃতঃ কম্পাদিশ্চন্দ্রস্য প্রতীয়তে বস্তুতস্তু ন স চন্দ্রস্য কিন্তু জলস্যৈব। অয়মর্থঃ—জলে যশ্চন্দ্রো দৃশ্যতে স হি চন্দ্রমণ্ডলস্য কিরণপুঞ্জ এব ন তু চন্দ্রঃ। তথাহি চন্দ্রসূর্য্যাদিকিরণঃ জলস্থবৃক্ষভিত্তিপাষাণাদিষু প্রসর্পন্নপি তেষু মধ্যে যৎ স্বচ্ছং তত্র লোকৈঃ স প্রতিবিম্বতয়োচ্যতে। চন্দ্রো হি মুখনাসিকাহস্তপাদাদি-ভূষণবাহনাদি-পরিকরবিশিষ্টত্বেনৈব তত্রত্য জনৈরনুভূয়তে। স হি ভগবদ্দৃষ্টান্তঃ। স এব স্ব-স্বরূপভূতকিরণপুঞ্জ-ব্যাপ্তস্তু কিঞ্চিদন্তিকস্থৈঃ কিঞ্চিদ্দূরস্থৈশ্চ কিঞ্চিদ্বিশেষত্বেন নির্ব্বিশেষ-ত্বেন চানুভূয়মানঃ ক্রমেণ পরমাত্মদৃষ্টান্তো ব্রহ্মদৃষ্টান্তশ্চ জ্ঞেয়ঃ, তদ্বহির্ভূতকিরণ-

পুঞ্জস্তু মণ্ডলাকারসমষ্টিজীবদৃষ্টান্তঃ তৎপ্রতিবিম্বো জলে দৃশ্যতে। স প্রতিবিম্বত্বেন প্রতীয়তে মাত্রং ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্বস্তত্র জলেঽপি কিরণপুঞ্জস্য সত্যস্যৈব দৃশ্যমানত্বাদতঃ স এব জলোপাধিবর্ত্তী জলধর্ম্মৈঃ কম্পাদিভির্যথান্বিতস্তথৈবান্তঃকরণধর্ম্মৈঃ শোক-মোহাদিভিরন্বিতো জীবস্তদধ্যাসাৎ তদিতস্ততঃ প্রসৃমরাঃ কিরণাস্তু ব্যষ্টিজীবদৃষ্টান্তা জ্ঞেয়া ইতি" ॥ ২০ ॥

সূত্রম্—দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—বিবক্ষিত সাধর্ম্ম্যাংশ লইয়া লৌকিক প্রয়োগও দেখা যায়, এই হেতুও সঙ্গতি আছে ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সিংহো দেবদত্ত ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগা বিবক্ষিত-সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য লোকে প্রবৃত্তা দৃশ্যন্তে। তস্মাচ্চ গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা শাস্ত্রসঙ্গতিরিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সিংহো দেবদত্তঃ' বলিলে সর্ব্বাংশে দেবদত্তে সিংহের সাদৃশ্য না থাকিলেও বিবক্ষিত তেজস্বিত্বরূপ সাধর্ম্ম্য লইয়া উপমানোপমেয়-ভাব লৌকিক প্রয়োগে দৃষ্ট হয়। অতএব গৌণীবৃত্তি ধরিয়া শাস্ত্রসঙ্গতি, ইহাই অভিপ্রায় ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন চাপ্রযুক্তত্বং দোষ ইত্যাহ দর্শনাচ্চেতি। দার্শনিকৈ-রালঙ্কারিকৈশ্চ গৌর্ব্বাহীকঃ সিংহো মাণবক ইত্যাদিকং বিবক্ষিতগুণযোগেনৈব প্রযুজ্যতে তথাত্রাপীতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—ন চেতি—ইহার (বিবক্ষিত অংশ ধরিয়া প্রয়োগের) অভাবরূপ অপ্রযুক্তত্ব দোষ নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর মত সূত্রকার 'দর্শনাচ্চ' সূত্রে দেখাইতেছেন—দার্শনিকগণ ও আলঙ্কারিকগণ 'গৌর্ব্বাহীকঃ' এই হালিকটি গরু, 'সিংহো মাণবকঃ' এই ব্রাহ্মণবটুটি সিংহ, ইত্যাদি প্রয়োগ বিবক্ষিত ধর্ম্ম ধরিয়াই যেমন করেন, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও জানিবে, অতএব কিছুই দোষাবহ নহে ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় লইয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে লৌকিক দৃষ্টান্তেও সাধর্ম্ম্যাংশে যে সঙ্গতি আছে, তাহা বলিলেন।

লোকে যেমন বলে, 'দেবদত্ত সিংহ' এ-কথায় দেবদত্ত সর্ব্বাংশে সিংহ-সদৃশ না হইলেও তেজস্বিতারূপ সাধর্ম্ম্যাংশেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেইরূপ এ-স্থলেও গৌণবৃত্তি দ্বারাই শাস্ত্রসঙ্গতি বুঝিতে হইবে॥ ২১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু নৈতদুপপদ্যতে পরমাত্মবচ্চেতনো জীব ইতি কিন্তু তদাভাস এব সঃ। বৃহদারণ্যকে দ্বে বাবেত্যাদিনা তদন্যবস্তুমাত্রপ্রতিষেধাৎ। তথাহি "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইত্যুপক্রম্য দ্বৈরাশ্যেন বিভক্তানি পঞ্চভূতানি ব্রহ্মণো রূপত্বেন পরামৃশ্য "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ" ইত্যনেন পুনঃ পুরুষশব্দোদিতস্য তস্য মাহারজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বেদমাম্নায়তে। "অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদিতি। নেত্যন্যৎ পরমস্তি। অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" ইতি। অস্যার্থঃ—অথ সপ্রপঞ্চমূর্ত্তামূর্ত্তাদিনিরূপণানন্তরং যস্মাৎ তৎপরিজ্ঞানান্নিরতিশয়ং শ্রেয়ো নাস্তি অতো নেতি নেতীত্যাদেশঃ। নেতি নেতীত্যুপদেশ্যমানং ব্রহ্মৈব বোধ্যমিত্যর্থঃ। তত্র বাসনারাশিভূতরাশ্যোর্জড়চেতনয়োর্বা তদন্যয়োঃ প্রতিষেধায় বীপ্সা। আদেশার্থমেবাহ ন হীতি। এতস্মাদ্ব্রহ্মণোহন্যন্ন হ্যস্তীতি নেতীত্যুচ্যতে। ননু প্রপঞ্চবদ্ব্রহ্মাপি ন স্যাৎ। নেত্যাহ। অন্যদদৃশ্যাৎ প্রপঞ্চাদ্বিলক্ষণং পরং সর্ব্বভ্রমাবধিভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মস্বরূপমস্তীতি। তথাচ। নেতীতি ব্রহ্মান্যবস্তুমাত্রনিষেধাত্তস্মাদ্ভিন্নস্তদ্বচ্চেতনশ্চ জীব ইতি নোপযুক্তা ভণিতিরপি তু ব্রহ্মৈবাবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতং জীবরূপমিতি যুজ্যতে। যত্তু জীবপরৌ দ্বাবাত্মানৌ ভবতঃ তয়োর্ভেদে কারণমণুত্ববিভুত্বাদি ধর্ম্ম-

জাতমিত্যুক্তং তৎ কিল ঘটাকাশ-মহাকাশগতমল্পত্ববিভুত্বাদিকমিব তয়োর্ভেদায় নালং কল্পিতত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই—তোমরা যে বলিতেছ, জীব পরমাত্মার মত চেতন বস্তু, ইহাতো যুক্তিযুক্ত হইতেছে না, তবে কি ? জীব পরমাত্মার আভাস—প্রতিবিম্ব অর্থাৎ জীব চিদাভাসই ; যেহেতু বৃহদারণ্য-কোপনিষদে 'দ্বে বাব' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মভিন্ন বস্তুমাত্রের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে—'দ্বে বাব' ইত্যাদি মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ ইত্যন্ত ব্রহ্মের দুইটি রূপ ; তন্মধ্যে একটি মূর্ত্ত—চাক্ষুষ রূপ, অপরটি অমূর্ত্ত—অচাক্ষুষ রূপ, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পঞ্চভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ গুলিকে ব্রহ্মের রূপ মনে করিয়া বলিয়াছেন—সেই এই পরম পুরুষের (পরমাত্মার) রূপ যেমন দিব্য হরিদ্রা দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র, অথবা যেমন পাণ্ডু ও হরিৎ (সবুজ) বর্ণ মেষাদিলোমজাত বস্ত্র এবং যেমন অত্যন্ত রক্ত-বর্ণ ইন্দ্রগোপ নামক কীট বিশেষ, অথবা যেমন শুক্ল পদ্ম, একবার উদিতা বিদ্যুত্তা অর্থাৎ বিদ্যুতের প্রকাশন—এইগুলিই এই পুরুষের শ্রী অর্থাৎ রূপ—ইহা যে জানে, ইহা দ্বারা পুরুষ-শব্দবাচ্য পরমেশ্বরের মাহারজনাদি রূপ বর্ণন করিয়া এই কথা বলিতেছেন, 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' অথ—সপ্রপঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তাদি রূপ নিরূপণের পর যেহেতু সে সব পরিজ্ঞান হইতে নিরতিশয় শ্রেয়োলাভ হয় না, অতএব, 'নেতি নেত্যাদেশঃ' ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া উপদিশ্যমান (অবশিষ্যমাণ পদার্থই) ব্রহ্ম, 'ন হ্যেতস্মাৎ পরমস্তি' ইহা হইতে অন্য দ্বিতীয় কিছুই নাই। অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্ ইতি—তাঁহার নাম সত্যের সত্য অর্থাৎ প্রাণই সত্য, তাহাদের সত্যাংশ এই ব্রহ্ম। এই শ্রুতির অর্থ—অথাত আদেশো নেতি নেতি—অথ অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিত মূর্ত্ত-অমূর্ত্তাদি রূপ নিরূপণের পর, অতঃ—যেহেতু সেই রূপ-পরিজ্ঞান হইতে নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) শ্রেয়ঃ হয় না, এইজন্য, 'নেতি নেত্যাদেশঃ'—নেতি নেতি দ্বারা উপদিশ্যমান (উপদেশের বিষয়ীভূত) বস্তুই ব্রহ্ম জানিবে। ইহা ঐ শ্রুতির অর্থ। তথায় বাসনারাশি ও ভূতরাশি অথবা জড় ও চেতন এই দুই পদার্থের অন্য পদার্থদ্বয়ের প্রতিষেধের জন্য, 'নেতি নেতি' বীপ্সা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইত্যাদেশঃ—আদেশ শব্দের অর্থ বলিতেছেন—এই ব্রহ্ম হইতে

অন্য কোনও বস্তু নাই, ইহা প্রথম নেতিদ্বারা বলিতেছেন। যদি বল, প্রপঞ্চের মত ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব না থাকুক, ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'নেতি' না, তাহা নহে, কারণ দৃশ্যমান বিশ্ব প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্‌ভূত) ব্রহ্ম, ইহা সমস্ত বস্তুভ্রমের অবধি অর্থাৎ যে অধিষ্ঠানের উপর, ভ্রম হইতেছে, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া পদার্থ আছে। পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন নেতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মভিন্ন বস্তুমাত্রের নিষেধ, অথচ সেইরূপ চেতন জীব, এইকথা যুক্তিযুক্ত নহে, তবে কি? ব্রহ্মই অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত জীবরূপ আভাস, ইহাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। তবে যে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, জীব ও পরমাত্মা এই দুইটি আত্মা, ইহাদের পরস্পর ভেদক ধর্ম্ম—পরমেশ্বরের বিভুত্ব ও জীবের অণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ—ইহার সঙ্গতি কি হইবে? তাহাও বলিতেছি—ঘটাকাশ ও মহাকাশের অল্পত্ব ও বিভুত্ব যেমন কল্পিত ভেদক, যথার্থ ভেদকারণ নহে, সেইরূপ বিভুত্ব ও অণুত্ব জীব-ব্রহ্মের ভেদ-বোধনে সমর্থ হইবে, ইহা ঠিক নহে, যেহেতু উহা কল্পিত। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—আশঙ্কতে নম্বিতি। তদাভাসশ্চিদাভাসঃ। দ্বে বাবেতি। বাবেতি নিপাতসমুদায়ো নিরর্থকঃ। তেজোঽবন্নাত্মকং ভূতত্রয়ং স্থূলাবয়বং চাক্ষুষং মূর্ত্তং বিয়দ্বায়ুরূপং ভূতদ্বয়ং সূক্ষ্মাবয়বমচাক্ষুষমমূর্ত্তম্। উপলক্ষণমেতৎ ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাম্। এবং প্রাকৃতং রূপং সুবর্ণ্যাখ্যাপ্রাকৃতমাহ যথেতি। মহারজনী দিব্যা হরিদ্রা তয়া রক্তং মাহারজনম্। বাসো বস্ত্রম্। পাণ্ড্বাবিকং পাণ্ডু হরিতঞ্চ তদাবিকমূর্ণাভবঞ্চেতি। তথা ইন্দ্রগোপোঽত্যরুণঃ কীটবিশেষঃ। পুণ্ডরীকং শুক্লং কমলম্। সকৃদেকদৈবোদিতা বিদ্যুৎ সৌদামিনী এতানি মাহারজনাদীনি বাসাংসি যদ্বাসসাং কথঞ্চিদুপমানানি ভবন্তীত্যুক্তং যথা শব্দাৎ। তত্র মাহারজনোপমানমুপমেয়স্য কৌঙ্কুমত্বং বোধয়তি। সর্ব্বাণি তানি দিব্যানি। কটকমুকুটাদীনাং কৌস্তুভহারস্রজাং চোপলক্ষণানীতি সিদ্ধান্তগতোঽর্থো ব্যাখ্যাতঃ। পূর্ব্বপক্ষার্থস্তু ভাষ্যকৃদ্ভিরেব বিবৃতোঽস্তি। তত্র তস্য হৈতস্য পুরুষস্যেত্যত্র তু তস্য কারণাত্মকলিঙ্গশরীররূপস্য হিরণ্যগর্ভস্য পুরুষস্য বাসনাময়ানি স্বাপ্নরূপাণি মাহারজনাদিশব্দৈর্বোধ্যানীতি ব্যাখ্যেয়ম্। অথাত ইত্যাদেঃ পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। সিদ্ধান্তার্থশ্চ

ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ। পূর্ব্বপক্ষে আদেশবাক্যার্থমাহ অস্যার্থ ইতি। তদন্বয়ো- র্ব্রহ্মভিন্নয়োঃ। আদেশার্থমেবাহেত্যত্র শ্রুতিরিতি বোধ্যম্। ন হীতি। এত- স্মাদ্ব্রহ্মণোহন্যভূতরাশ্যাদিরূপং বস্তু ন হ্যস্তীতি প্রথমনেতিনা যদুক্তং তদেব পুনর্দৃঢ়তার্থং দ্বিতীয়নেতিনা গদ্যত ইত্যর্থঃ। ননু মিথো বিরুদ্ধৈরণুত্ববিভু- ত্বাদ্যৈর্নিত্যৈর্ধর্ম্মৈর্জীবেশয়োঃ পুরা ভেদোহভিহিতঃ স কথং ত্বয়া বিস্মৃত ইতি চেত্তত্রাহ যদ্বিতি। তয়োরিতি। জীবেশ্বরয়োরিত্যর্থঃ। ভেদায় ভেদং প্রতিপাদয়িতুং নালং ন সমর্থমিত্যর্থঃ। এবং প্রাপ্তে নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ননু ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন—'তদাভাস এবেতি' তদাভাসঃ—চিদাভাস জীব। দ্বে বাবেত্যাদি শ্রুতির অর্থ—বাব এই যুগ্ম নিপাতের কোন অর্থ নাই। মূর্ত্তরূপ অর্থাৎ অগ্নি, জল ও অন্নস্বরূপ তিনটি ভূত, যাহা স্থূলাবয়ব—চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপ। আর অমূর্ত্তরূপ আকাশ-বায়ুস্বরূপ দুইটি ভূত, যাহা সূক্ষ্মাবয়ব—চক্ষুঃ-গ্রাহ্য নহে, তাহাই। ইহাই শুধু ব্রহ্মের রূপ নহে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার রূপ জানিবে। এই প্রাকৃত রূপ বিশদভাবে বর্ণন করিয়া অতঃপর অপ্রাকৃত (বাস্তব) রূপ বলিতেছেন—যথেত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যথা মাহারজনং—মহারজনী—দিব্য হরিদ্রা, তাহার দ্বারা রঞ্জিত, বাসঃ—বস্ত্র। পাণ্ড্বাবিকম্—পাণ্ডু—হরিতবর্ণ, —এইরূপ মেষাদিলোমজাত বস্ত্র। সেইপ্রকার ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ অত্যধিক রক্তবর্ণ একজাতীয় কীট। পুণ্ডরীকং—শ্বেতপদ্ম। সকৃদ্বিদ্যুত্তং—সকৃৎ— একবারমাত্রই আবির্ভূত বিদ্যুতের—অর্থাৎ সৌদামিনীর প্রকাশ। এইসকল মাহারজনাদি বস্ত্র এবং যাহা বস্ত্রের উপমান হইতে পারে, তাহাও। ইহা যথা শব্দের দ্বারা কথিত হইল। তন্মধ্যে মাহারজন বস্ত্র এই উপমান-পদটি উপমেয় বস্তুর কুঙ্কুমরঞ্জিতত্ব বুঝাইতেছে। এই সমস্ত বস্ত্র দিব্য জানিবে। শুধু ইহাই নহে, কটক (হস্তাভরণ), মুকুট প্রভৃতি এবং কৌস্তভহার, বনমালাও ধর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা সিদ্ধান্তপক্ষে উক্ত শ্রুতির অর্থ ব্যাখ্যাত হইল। আর পূর্ব্বপক্ষিসম্মত অর্থ ভাষ্যকার কর্ত্তৃক বিবৃত আছে। সে-পক্ষে 'তত্র হৈতস্য পুরুষস্য' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর্গত 'তস্য' পদের অর্থ কারণস্বরূপ লিঙ্গশরীরধারী হিরণ্যগর্ভ পুরুষের স্বপ্ন (নিদ্রা) কালীন সংস্কারময় রূপগুলিকে মাহারজ- নাদি শব্দের দ্বারা জ্ঞেয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহা 'অথাত

আদেশো নেতি নেতি' এই শ্রুতির পূর্ব্বপক্ষসম্মত অর্থ। সিদ্ধান্তপক্ষীয় অর্থ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বপক্ষে আদেশবাক্যার্থ বলিতেছেন, অস্যার্থঃ—ইহা দ্বারা। 'তদন্যয়োঃ প্রতিষেধায়েতি'—তদন্যয়োঃ—ব্রহ্মভিন্ন জড় ও চেতনের। অথাত আদেশ ইহার অন্তর্গত আদেশ শব্দের অর্থ, আহ—অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন—ইহা জ্ঞাতব্য। নহীতি—এই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভূতরাশি বাসনা-রাশি প্রভৃতি বস্তু নাই—এই অর্থ প্রথম 'নেতি' দ্বারা বোধিত হইল। এই উক্তিকেই আবার দৃঢ় করিবার জন্য দ্বিতীয় 'নেতি' শব্দ দ্বারা কথিত হইতেছে ; ইহাই নেতি নেতি বাক্যের অর্থ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—ইতঃপূর্ব্বে অণুত্ব-বিভুত্ব প্রভৃতি নিত্য বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা জীব ও পরমাত্মার ভেদ তো নিরূপিত হইয়াছে, তাহা তুমি ভুলিলে কেন? এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—'যস্তু জীবপরৌ দ্বাবাত্মানৌ' ইত্যাদি। তয়োর্ভেদায় নালম্—তয়োঃ—অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার। ভেদায়—ভেদ প্রতিপাদন করিতে নালম্—সমর্থ নহে, এই অর্থ। এবং প্রাপ্তে ইতি—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মত সিদ্ধান্তী সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন—প্রকৃতেত্যাদি সূত্রে—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—দ্বে বাব ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মূর্ত্ত, অমূর্ত্তাদি যে সকল রূপ প্রক্রান্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মের ইয়ত্তা যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ; তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের বাস্তবরূপ অথাতো ইত্যাদি শ্রুতি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, ঐ সকল মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপের প্রতিষেধের পর সেই ব্রহ্মের প্রচুর সত্য-নামাদি রূপ শ্রুতি বলিতেছেন ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন হ্যেষা শ্রুতির্নির্ব্বিশেষমেকমেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়ন্তী তদন্যদ্বস্তুমাত্রং প্রতিষেধতি। কিং তর্হি রূপবিশিষ্টং তদ্-ব্রুবন্তী প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি। দ্বে বাবেত্যাদিনা। যানি

রূপাণি মূর্ত্তামূর্ত্তাদীনি প্রকৃতানি তৈর্যদ্ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিয়ত্তা তৎ প্রত্যাখ্যাতি ন তু প্রকৃতানি রূপাণীতি। ততঃ প্রতিষেধানন্তরং ভূয়ঃ প্রচুরং তস্য সত্যনামাদিকং রূপং ব্রবীতি চ। ততশ্চায়মা-দেশবাক্যার্থঃ। অথ মূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরম্ যস্মাদপরিমিত-রূপং ব্রহ্ম অতো নেতি নেতীত্যাদেশঃ। ইতি শব্দস্য সমাপ্ত্যর্থকত্বাৎ। ইতি ন পূর্ব্বোক্তমূর্ত্তাদিলক্ষণমিয়ত্তাবদেব ব্রহ্মণো রূপং নেত্যর্থঃ। কিংতু নেতি স সত্যনামাদিকমনিয়দ্রূপমস্তীতি। এতমর্থং শ্রুতিরেব ব্যাচষ্টে। ন হ্যেতস্মাদিত্যাদিনা। অস্যার্থঃ। এতস্মান্মূর্ত্তাদিলক্ষণা-দ্রূপাৎ পরমন্যৎ সত্যনামাদিরূপম্ ইতি ইয়দেব ন বাচ্যম্। কিং তর্হি। নেতি। তেন রূপান্তরাণামুপলক্ষণাদনিয়দেব তদ্বাচ্য-মিত্যর্থঃ। তদেব দিক্‌প্রদর্শনার্থমাহ। অথ নামধেয়মিতি। সত্যস্য সত্যমিতি। যন্নাম তচ্চ ব্রহ্মণো রূপং ব্রবীতি। তস্য নিরুক্তিঃ প্রাণো বৈ সত্যমিতি। প্রাণাঃ প্রাণিনঃ। রূপাণ্যত্র বিশেষাঃ। ইহ হি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানন্তবিশেষণবৈশিষ্ট্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে। ন তু তদন্যৎ বস্তুমাত্রং প্রতিষিধ্যতে। তত্র মূর্ত্তামূর্ত্তানি রূপাণি প্রাকৃতানি। মাহারজনাদীনি ত্বপ্রাকৃতানীতি বোধ্যম্। প্রাণশব্দি-তানাং জীবানাং সত্যশব্দবাচ্যত্বম্। খাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবাত্মক-পরিণামাভাবাৎ তেভ্যোঽপি ব্রহ্মণোঽপি সত্যত্বং তদ্বজ্জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশাত্মকস্য পরিণামস্য তস্মিন্নভাবাৎ। তস্মান্নিত্যচৈতন্যাত্মকো জীবস্তদ্বিলক্ষণোঽনন্তকল্যাণগুণগণঃ পরমাত্মেত্যুপপন্না তস্মিন্ ভক্তি-রিতি। ইহ রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিমতে সতি মাহারজনাদিসদৃশং রূপমলোকসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্যা উন্মত্তপ্রলপি-তাপত্তিঃ। সূত্রকারোঽপ্যেতাবত্ত্বমিতি প্রযুঞ্জানোঽসমীক্ষ্যকারিতায়ৈ কল্প্যেত। এতদ্রূপং প্রতিষেধতীত্যেব সূত্রয়েৎ। তস্মাদ্‌যথোক্তমেব সাধীয়ঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অথাত আদেশ ইত্যাদি শ্রুতি একমাত্র নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্মকে বুঝাইয়া তদ্‌ভিন্ন অন্য বস্তুমাত্রের প্রতিষেধ করিতেছেন না, তবে কি? রূপবিশিষ্ট ব্রহ্মকে বলিতে গিয়া কেবল প্রক্রান্ত মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপকেই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন 'দ্বে বাব' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা। যে সকল মূর্ত্ত-অমূর্ত্তাদি রূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহাদের দ্বারা ব্রহ্মের যে সীমা নির্দ্ধারিত করিবে, তাহারই অর্থাৎ এতাবত্ত্বেরই (ইয়ত্তার) প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তদ্‌ভিন্ন ব্রহ্মের বাস্তব রূপগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, সূত্রার্থ যথা, ততঃ—সেই প্রতিষেধের পর ভূয়ঃ—প্রচুর, সেই ব্রহ্মের সত্য নামাদি রূপ আছে, তাহা বলিতেছেন, তাহা হইলে 'অয়মাদেশঃ' এই বাক্যার্থ দাঁড়াইল—অথ—মূর্ত্তাদিরূপ নিরূপণের পর, অতঃ—যেহেতু ব্রহ্ম অপরিমিত রূপসম্পন্ন, এইজন্য 'নেতি নেতি' কেবল ইহা নয়, ইহা নয়, এই উপদেশ। ইতি শব্দের অর্থ সমাপ্তি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তাদি লক্ষণ যে রূপ, ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে; কিন্তু সত্যনামাদিরূপ এতাবন্মাত্রও নহে, ইহা দ্বিতীয় 'নেতি' দ্বারা বোধিত হইল। এই অর্থই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতেছেন—'ন হ্যেতস্মাৎ' ইত্যাদি দ্বারা, ইহার অর্থ—এতস্মাৎ—এই মূর্ত্তামূর্ত্তাদি রূপ হইতে আরও সত্য-নামাদিরূপ আছে, ইহাও পর্য্যাপ্ত, ইহা বলিও না, তবে কি? নেতি অর্থাৎ সত্য নামক রূপ দ্বারা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্ব-করুণাময়ত্ব প্রভৃতি রূপ বোধিত হওয়ায় কেবল সত্যনামরূপই বক্তব্য নহে। তাহাই দিগ্‌দর্শনার্থ বলিতেছেন—অথ নামধেয়ম্ ইতি—যেমন সত্যস্য সত্যম্' তিনি সত্যের সত্য; এই সত্য নাম তাঁহার একটি রূপ। যদি বল, নাম ও রূপ এক কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, যন্নামেতি—যাহা নাম, তাহাই ব্রহ্মের রূপ প্রকাশ করিতেছে। সত্য শব্দের নিরুক্তি শ্রুতি দেখাইয়াছেন—যথা প্রাণো বৈ সত্যম্—প্রাণই সত্য পদার্থ। প্রাণ-শব্দের অর্থ প্রাণী সমুদয়। রূপ-শব্দের অর্থ এখানে বিশেষ। এই সূত্রে প্রাকৃত (প্রকৃতিসম্ভূত) অপ্রাকৃত (স্বতঃসিদ্ধ) অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। তদ্‌ভিন্ন ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্র প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না। তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতরূপ পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তামূর্ত্তগুলি। আর মাহারজনাদি রূপ অপ্রাকৃত জানিবে। প্রাণ-শব্দে অভিহিত জীবাত্মাগুলি সত্য-শব্দের বাচ্য অর্থ। তিনি সত্যেরও সত্য—ইহার অর্থ আকাশাদি পদার্থের যেমন স্বরূপের অন্যথাভাবাত্মক পরিণাম আছে, ব্রহ্মের তাহা নাই, এইজন্য সেই জীব-

সমুদয়রূপ নিত্য পদার্থগুলি হইতেও ব্রহ্মের সত্যত্ব, আবার জীবের যেমন জ্ঞান-সঙ্কোচ ও জ্ঞান-বিকাশাত্মক পরিণাম আছে, ব্রহ্মে সেই পরিণামেরও অভাব আছে অতএব নিত্য চৈতন্যস্বরূপ জীব আর তাহা হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মা অনন্ত কল্যাণগুণরাশি-পূর্ণ, সুতরাং তাঁহাতে ভক্তি যুক্তিযুক্তই। এই বিষয়ে ভাষ্যকার নিজস্ব মত দেখাইতেছেন, ব্রহ্মে রূপমাত্র নিষেধই যদি শ্রুতির অভিমত হয়, তবে ব্রহ্মের মাহারজন বস্ত্রাদি সদৃশ অলৌকিক-রূপ নিজে উল্লেখ করিয়া তাহার আবার নিষেধ করায় শ্রুতির উন্মত্ত-প্রলাপের প্রসক্তি হইয়া পড়িত। আর সূত্রকারও 'এতাবত্ত্বম্' ইহা প্রয়োগ করিয়া নিজের অসমীক্ষ্যকারিতায় পরিণত হইতেন। কেননা 'এতদ্রূপং প্রতিষেধতি' এইরূপ সূত্র রচনাই তিনি করিতেন, অতএব আমরা যেমন ব্যাখ্যা করিয়াছি, উহাই সমীচীন ॥ ২২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকৃতেতি। ন হ্যেষেতি। এষা অথাত আদেশ ইত্যাদ্যা। তদ্ ব্রহ্ম। নত্বিতি। প্রকৃতানি রূপাণি ন প্রত্যাখ্যাতীত্যর্থঃ। ততশ্চেতি। অয়মুচ্যমানঃ সিদ্ধান্তগতো বাক্যার্থঃ। ইতিশব্দস্য সমাপ্ত্যর্থকত্বাদিতি। ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকাশাদিসমাপ্তিষ্বিতি নানার্থবর্গঃ। মূর্ত্তাদিলক্ষণাদিত্যত্রাদিপদাদ-মূর্ত্তাদিসঙ্কদ্বিত্যুক্তান্তং রূপং গ্রাহ্যম্। তেনেতি। তেন সত্যনাম্না রূপেণ, রূপান্তরাণাং সত্যসঙ্কল্পত্বসার্ব্বজ্ঞ্যকারুণ্যাদীনাং নিত্যানন্তবিভূতীনাং চোপ-লক্ষণাৎ সংগ্রহাদিত্যর্থঃ। রূপাণ্যত্রেতি। রূপ্যতে বিশিষ্যতে এভিরিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। প্রাকৃতাপ্রাকৃতে রূপে বিভজতি তত্রেতি। খাদিবৎ বিয়দাদিবৎ। তেভ্যো জীবেভ্যঃ। তদ্বৎ জীববৎ। সপ্তম্যন্তাদ্বতিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি। তস্মাদিতি। তদ্বিলক্ষণো বিভুত্বাদিনা। অলোকসিদ্ধং দিব্যম্। পুনরিতি। প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরমিতি হি ন্যায়ঃ। মলিনং হি নিরস্যং ন তু দিব্যম্। সূত্রকারোঽপীতি। ন চ কশ্চিদ্বৈদিকম্মন্যঃ সর্ব্ববৈদিকগুরাবীশ্বরে তস্মিন্ তাং সম্ভাবয়িতুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকানুবাদ—'প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি' ইত্যাদি সূত্রে 'ন হ্যেষা শ্রুতিরিতি' ভাষ্যে —এষা 'অথাত আদেশ' ইত্যাদি শ্রুতি 'তদ্ ব্রুবন্তী' ইতি—তদ্—ব্রহ্ম। 'ন তু প্রকৃতানীতি'—অর্থাৎ প্রকৃতরূপ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন না, কারণ তাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। ততশ্চায়মাদেশ বাক্যার্থ ইতি অয়ম্—অর্থাৎ কথ্যমান

সিদ্ধান্তপক্ষীয় বাক্যার্থ এইরূপ। 'নেতি' ইহার অন্তর্গত ইতি শব্দ এখানে সমাপ্তি-অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তামূর্ত্তাদিস্বরূপ রূপই সীমাবদ্ধ নহে। ইতি শব্দ যে সমাপ্তি-অর্থবোধক, তাহার প্রমাণ অমরকোষে নানার্থবর্গ, ইতীত্যাদি —হেতু, প্রকরণ, প্রকাশ, আদিপদগ্রাহ্য প্রকার ও সমাপ্তি-অর্থের ইতি শব্দ-বাচক। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তাদিলক্ষণাৎ—এখানে আদি-পদগ্রাহ্য অমূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সকৃদ্‌বিদ্যুত্তম্ এই পর্য্যন্ত যত রূপ বলা হইয়াছে, উহা গ্রহণীয়। 'তেন রূপান্তরাণামুপলক্ষণাৎ' তেন—সেই সত্য নামক রূপ-শব্দটি সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, কারুণ্য প্রভৃতি নিত্য অনন্ত বিভূতির সংগ্রাহক। 'রূপাণ্যত্র বিশেষাঃ' ইতি রূপশব্দটি বিশেষ অর্থ বুঝাইবার হেতু যেগুলি দ্বারা বিশেষিত হয়, এই ব্যুৎপত্তি। অতঃপর প্রাকৃত-অপ্রাকৃত রূপ বিভাগ করিতেছেন—'তত্র মূর্ত্তামূর্ত্তানি' ইতি, খাদিবৎ স্বরূপান্যথেতি—খাদিবৎ—আকাশাদির মত। 'তেভ্যোঽপি ব্রহ্মণোঽপি সত্যত্বমিতি' তেভ্যঃ—জীবসমুদয় হইতেও। তদ্বজ্‌জ্ঞানসঙ্কোচেতি—তদ্বৎ—জীবের মত। তদ্বৎপদটি তস্মিন্ (জীবে) ইব এই সপ্তম্যর্থে বতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন। তস্মিন্নভাবাৎ ইতি তস্মিন্—সেই ব্রহ্মে। তস্মান্নিত্যচৈতন্যেতি—তদ্‌বিলক্ষণ—বিভুত্বাদিহেতু জীব হইতে ব্রহ্ম পৃথক্। রূপমলোকসিদ্ধমিতি—অলোকসিদ্ধম্—দিব্য। পুনর্নিষেধকারিণ্যাঃ ইতি এ-বিষয়ে একটি লৌকিক উদাহরণ দেখাইতেছেন —কর্দ্দম মাখিয়া তাহা ধৌত করা অপেক্ষা তাহা দূর হইতে স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ। যুক্তি এই, যখন মাহারজনাদি রূপ দিব্য, তখন তাহা নিরাস করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ যাহা মলিন, তাহাই নিরাস করিবার যোগ্য। সূত্রকারোঽপীত্যাদি—ইহার অভিপ্রায় এই—নিজেকে বেদজ্ঞমানী এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি সমস্ত বৈদিকদিগের গুরু, অধীশ্বর—সেই সূত্রকারে অসমীক্ষ্যকারিতার কল্পনা করিতে পারেন ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এস্থলে পুনরায় আশঙ্কা উত্থাপিত হইতেছে যে, জীবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন চেতন বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না; জীব চিদাভাসমাত্র। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" (বৃঃ ২।৩।১) অর্থাৎ ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত-ভেদে দুইটি রূপ আছে। মূর্ত্ত অর্থে চাক্ষুষ রূপ এবং অমূর্ত্ত-শব্দে অচাক্ষুষ রূপ। ব্রহ্মের দুইটি রূপকে মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থির ও চঞ্চল এবং সৎ

বিশেষণীয় ও ত্যদ্ সর্ব্বদাপরোক্ষ অব্যক্ত বলা হয়। পরে আবার ঐ শ্রুতিতে আছে—"অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্। (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬) অর্থাৎ অনন্তর 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই, ব্রহ্মের পর আর কিছুই নাই, সত্যের সত্যই তাঁহার নাম—এরূপ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাণ সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম প্রাণেরও সত্য।

এই শ্রুতির অর্থে পূর্ব্বপক্ষী বলিতে প্রয়াস করেন যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থ যখন নাই, তখন ব্রহ্ম-ভিন্ন তাঁহার ন্যায় চেতন জীব আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না, পরন্তু ব্রহ্মই অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ হন, ইহাই যুক্তিযুক্ত। তবে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-ভেদে দুইটি আত্মার বিষয় শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের পরস্পর ভেদসূচক অণুত্ব ও বিভুত্ব কথিত হয়, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় অল্পত্ব ও বিভুত্বের কল্পিত ভেদ-মাত্র। এতদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হয় না।

পূর্ব্বপক্ষীর এই মত খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মেতর বস্তুর প্রত্যাখ্যান করেন নাই পরন্তু রূপবিশিষ্ট সেই ব্রহ্মকে বলিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাবিত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বিবিধ রূপোল্লেখে রূপের ইয়ত্তা অর্থাৎ সীমা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন মাত্র, বস্তুতঃ প্রকৃত রূপের প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই, কারণ প্রতিষেধের পরও পুনরায় অধিকরূপে তাঁহার সত্যনামাদি রূপ বলিয়াছেন।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। মূলকথা এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্তাদি রূপ নিরূপণের পর ব্রহ্মের অপরিমিত রূপ বর্ণনের জন্যই 'নেতি নেতি'—ইহা নয়, ইহা নয়,—এই উপদেশ। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত অনন্ত বিশেষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ইহাতে ব্রহ্মেতর বস্তুমাত্রের প্রতিষেধ হয় নাই। 'সত্যের সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় জীব 'সত্য' শব্দবাচ্য এবং তাহা অপেক্ষাও ব্রহ্মের অতিশয় সত্যত্ব। কারণ জীবের জ্ঞানের সঙ্কোচ-অবস্থা আছে অর্থাৎ মায়াবশ-যোগ্যতা আছে কিন্তু ব্রহ্মের সেরূপ নাই

অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বদা নিগু´ণ ও মায়াতীত। অতএব জীব নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, তাহা হইতে বিলক্ষণ অনন্তকল্যাণগুণময় পরমাত্মা, তাঁহাকে ভক্তি করাই জীবের কর্ত্তব্য। পরমাত্মায় ভক্তিহীন হইলেই জীবের অধোগতি ঘটে। আর একটি কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মের নাম-রূপমাত্রই যদি নিষেধ করা শ্রুতির তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে মাহারজনবস্ত্রাদি-রূপ অলৌকিক অর্থাৎ দিব্য রূপের উপদেশ করিয়া, তাহার নিরাকরণে শ্রুতির উন্মত্তের প্রলাপাপত্তি আসিত এবং সূত্রকারও 'এতাবত্ত্ব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া অসমীক্ষ্যকারিতা দোষে দূষিত হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে 'এতদ্রূপং প্রতিষেধতি' সূত্র রচনাই ঠিক হইত। যদি নিষেধার্থক কেবল প্রতিষেধক বাক্যের প্রয়োগই সূত্রকারের যুক্তিযুক্ত হয় তবে গুণের ইয়ত্তার নিষেধ হইত না। অতএব ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সমীচীন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—শ্রুতিতে 'নেতি নেতি' বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত-বিশেষত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ তাহা হইলে ভ্রান্তের জল্পনার ন্যায় হইয়া পড়ে। কেন-না, প্রমাণান্তরের দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সকল বিষয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্ম্মরূপে উপদেশ দিয়া পুনরায় তাহার নিষেধ উন্মত্তগণই করিয়া থাকে। সুতরাং এখানে ব্রহ্মের বিশেষ-গুণের উল্লেখকে অনুবাদও বলা যায় না। অতএব সে সকলের উপদেশই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঐ শ্রুতিতে সে সমুদয়ের নিষেধ হইতে পারে না। যেহেতু এই প্রকার, সেই হেতু ইহাই বলিতে হইবে যে, উক্ত বাক্যটি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবত্ত্বেরই প্রতিষেধ করিতেছে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাতে যে ব্রহ্মের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাব প্রতীত হইয়াছিল, 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহারই নিষেধ হইতেছে। বিশেষতঃ নিষেধের পরও ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি যখন প্রকাশ করিতেছেন, তখন সেই কারণেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধই কেবল প্রতিষিদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে ভগবৎ-সন্দর্ভের বিচারে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের অনন্তরূপত্বের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন,

তাহার মর্ম্মেও পাই,—"শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনন্তরূপাত্মকই কিন্তু শ্রুত্যন্তরে রূপসমূহের এতাদৃশত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্ট হয়, যথা বৃহদারণ্যক—(২।৩।১) "মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ইহা উপক্রম করিয়া পুরুষ শব্দোদিত অমূর্ত্তরূপের মাহারজনাদি রূপসমূহ বর্ণন করিয়া তদনন্তর "অথাত আদেশো" (বৃঃ ২।৩।৬)। এখানে সমাপ্তি-অর্থে ইয়ত্তা বাচক ইতি শব্দে প্রস্তাবিত রূপের এতাবত্ত্ব নিষেধ করিতেছেন। পুনরায় সেই শ্রুতি স্বয়ংই উপসংহারে বলিয়াছেন—"ন হ্যেতস্মাৎ" "নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইত্যাদি আদেশ অর্থাৎ উপদেশ বাক্য 'ব্যাচক্ষাণাঃ'—বলিবার অভিপ্রায়ে ইহা হইতেও অন্য পরম রূপসমূহ আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, সুতরাং ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। এই মূর্ত্ত লক্ষণ রূপ হইতে অমূর্ত্তলক্ষণ রূপ সম্ভবপর নহে। তবে কিনা, ইহা হইতেও অন্য পরম রূপ আছে, ইহাই আদেশের ফলিতার্থ।

'নেতি নেতি' বাক্যের দ্বারা প্রাকৃতরূপের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, আবার 'অন্যৎ পরমস্তি' এই আদেশবাক্যের দ্বারা অন্য পরম রূপের বিষয় বলা হইয়াছে।

এ-স্থলে রূপমাত্রের নিষেধই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে মাহারজনাদি সদৃশ দিব্যরূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া পুনরায় উহার নিষেধ করা শ্রুতির পক্ষে প্রলাপোক্তির ন্যায় হইত এবং 'এতাবত্ত্ব' পদের প্রয়োগ দ্বারা সূত্রকারেরও অসমীক্ষ্যকারিতারই পরিচয় হইয়া পড়িত। 'এই রূপের নিষেধ করা হইল' এই বাক্যের সূচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্য কোন রূপের বিষয় বলা হইয়াছে বা হইবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥" (ভাঃ ১০।২৭।১১)

অর্থাৎ দেব, আপনি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান বলিয়া সর্ব্বরূপ, সকলের মূলকারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।

"এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥" (ভাঃ ১।৩।৩০)

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"ভগবান্ জড়রূপ-রহিত। তিনি অবিমিশ্র চিন্ময় বস্তু। তিনি জীবাত্মার সহিত মায়াগুণ দ্বারা এই ভোগ্য জগৎ রচনা করিয়া তাহাতে বদ্ধজীবকে আসক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অনাসক্ত হইয়া জড় জগতের সহিত কোন সম্বন্ধে আসক্তিবিশিষ্ট হন না। "মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ" গুণমায়ার সহিত জীবমায়ার সম্বন্ধ। মায়াধীশ গুণজাত জগতে আবদ্ধ হন না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি', করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪০-১৪১)॥ ২২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ প্রত্যগ্রূপত্বং প্রতিপাদ্যতে। অন্যথা ঘটাদিবৎ সর্ব্বসৌলভ্যে ভক্তিস্তস্মিন্ ন স্যাৎ। তথাহি সচ্চিদানন্দরূপায়েত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র বিগ্রহাত্মকং পরং ব্রহ্ম গ্রাহ্যং প্রত্যগ্বেতি সংশয়ে সুরাসুরমনুষ্যপ্রত্যক্ষত্বাদ্গ্রাহ্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ঈশ্বর যে প্রত্যগ্রূপ অর্থাৎ প্রতি-বস্তুর মধ্যে স্থিত বিভু, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—যদি তিনি প্রত্যগ্রূপী অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক না হইতেন, তবে ঘটাদির মত সর্ব্বসুলভ তাঁহাতে ভক্তি জন্মিতে পারিত না, অতএব তিনি প্রত্যগাত্মা এবং তাহাতে ভক্তি সঙ্গত। এ-বিষয়ে শ্রুতিও আছে—'সচ্চিদানন্দরূপায় ইত্যাদি'—তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। এই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংশয় এই, শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম কি বিগ্রহাত্মক পরব্রহ্ম গ্রহণীয়? অথবা প্রত্যগাত্মা? এই সংশয়ের নিরাসার্থ

পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন,—দেব, দানব, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌জাতির প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মই গ্রাহ্য। এই মতের নিরাকরণার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বস্তু হরিঃ কল্যাণানন্তগুণস্তথাপি তত্র ভক্তির্নোদ্ভবেত্তস্য সৌলভ্যাৎ। ন খলু রত্নসানৌ সুরাণাং ভক্তিরস্তি তস্য তৎসুলভত্বাদিত্যাক্ষিপ্য চিন্তামণিবদতিদুর্ল্লভত্বাত্তত্র স্পৃহালক্ষণা ভক্তিরুদয়েদেবেতি সমাধানাদাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। প্রত্যগ্‌রূপত্বমিতি। প্রতি স্বমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মতত্ত্বম্। স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশমানমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। সুরাসুরেতি। প্রাকট্যাবসর ইতি বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন—আচ্ছা, শ্রীহরি কল্যাণ ও অশেষগুণসম্পন্ন হউন, তাহা হইলেও তাঁহাতে ভক্তি হওয়া সঙ্গত নহে; যেহেতু তিনি সুলভ। দৃষ্টান্ত এই—হেমাদ্রি (সুমেরুর) রত্নময় সানুতে অবস্থিত দেবগণের তো রত্নসানুর উপর আকর্ষণ হয় না যেহেতু ঐ রত্নসানু তাঁহাদিগের সুলভ, এই আপত্তি করিয়া সমাধান হইয়াছে—চিন্তামণির মত সেই শ্রীহরি অতি দুর্ল্লভ, অতএব তাঁহাতে স্পৃহাত্মক ভক্তির উদয় সঙ্গতই। এইরূপ এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। অথেত্যাদি ভাষ্যার্থ প্রত্যগ্‌রূপত্বমিতি—প্রত্যক্ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যিনি প্রত্যেকেতেই নিজকে প্রকাশ করেন অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। সুরাসুরেতি—এই সকল স্থানে তাঁহার প্রাকট্য।

তদব্যক্তাধিকরণম্

সূত্রম্—তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—সেই ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ অব্যক্ত, প্রত্যগাত্মা-স্বরূপ—ইহা সিদ্ধান্ত ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তদ্‌ব্রহ্ম স্বতোঽব্যক্তং প্রত্যগেব, হি যস্মাৎ

"ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" ইতি কঠ-শ্রুতিস্তথাহ। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইতি শ্রুত্যন্তরঞ্চ। "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্" ইতি স্মৃতিশ্চ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ব্রহ্ম স্বরূপতঃই অব্যক্ত প্রত্যক্রূপীই, যেহেতু ইঁহার রূপ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। ইঁহাকে কেহই চক্ষুর্দ্বারা দেখে না, কঠোপনিষদ্-ধৃত শ্রুতি সেই কথা বলিতেছেন। এবং অন্য শ্রুতিতেও আছে—তিনি অজ্ঞেয় প্রত্যগাত্মা, যেহেতু কাহারও দ্বারা তিনি জ্ঞাত হন না। ভগবদ্ গীতাতেও কথিত হইতেছে—পরমাত্মা অব্যক্ত অক্ষর, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ পরমা গতি বলেন ॥ ২৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। অগৃহ্য ইতি বৃহদারণ্যকে। অগ্রাহ্যঃ প্রত্যঙ্-ভিত্যর্থঃ। অব্যক্ত ইতি শ্রীগীতাসু ॥ ২৩ ॥

টীকানুবাদ—অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ইহা বৃহদারণ্যকে ধৃত শ্রুতি। অগৃহ্য পদের অর্থ প্রত্যক্-আত্মা। 'অব্যক্তোঽক্ষর' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীগীতায় উক্ত ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর ব্রহ্মের প্রত্যগ্রূপ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপকত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। কারণ তাহা না হইলে সর্ব্বসুলভ বস্তুতে কাহারও ভক্তি হয় না। যেমন সুমেরুর রত্নময় সানুদেশে অবস্থিত দেবগণের তাহাতে ভক্তি অর্থাৎ টান দেখা যায় না, যেহেতু উহা তাহাদের সুলভ। কাজেই চিন্তামণি যেমন দুর্ল্লভ ভগবান্ শ্রীহরিও সেইরূপ দুর্ল্লভ বস্তু অতএব তাঁহাতে ভক্তি হওয়াই উচিত। এক্ষণে এ-বিষয়ে সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি-বর্ণিত সেই পরব্রহ্ম কি বিগ্রহবিশিষ্ট? অথবা প্রত্যগাত্মস্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক? এইরূপ সংশয়ের স্থলে হয়তো পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসা করিবেন যে, বিগ্রহবান্ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ দেব, অসুর ও মনুষ্য সকলের পক্ষেই বিগ্রহ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সেই ব্রহ্মবস্তুকে শ্রুতি অব্যক্ত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপকই বলিয়াছেন।

কঠশ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্" (কঠ ২।৩।৯)

বৃহদারণ্যকেও পাই,—"স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"

(বৃঃ ৪।৪।২২)

শ্রীগীতাতেও আছে—"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।"

(গীঃ ৮।২১)

শ্রীমদ্ভাগবতে মনুর বাক্যেও পাই,—

"অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥"

(ভাঃ ৪।১১।২৩)

"ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥"

(ভাঃ ৪।১১।৩০) ॥ ২৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ প্রতীচোঽপি তস্য জ্ঞানভক্তিলভ্যত্বং দর্শয়তি। সর্ব্বথা দৌর্লভ্যে নৈরাশ্যেন ভক্তেরনুদয়ঃ। তথাহি শ্রূয়তে কৈবল্যোপনিষদি। "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি" ইতি। অত্র শ্রদ্ধালুর্ভক্তিমান্ হরিং ধ্যায়ন্ প্রাপ্নোতীতি প্রতীয়তে। ইহ মানসেন প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যো হরিরুত চক্ষুরাদিনা বেতি বীক্ষায়াং মনসৈবেদমাপ্তব্যং মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি সাবধারণাদ্‌বৃহদারণ্যকবাক্যান্মানসেনৈব তেন গ্রাহ্য ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই প্রত্যক্ আত্মাও যে জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা লভ্য তাহা দেখাইতেছেন। যদি একেবারেই তিনি দুর্লভ হইতেন, তবে নৈরাশ্যবশতঃ তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইত না। সেই কথা কৈবল্যোপনিষদে শ্রুত হইতেছে। 'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি' লোকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান যোগ দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করে, ইহাতে প্রতীত

হইতেছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল, যিনি ভক্তিমান্, তিনি শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হন। এক্ষণে সংশয় হইতেছে—শ্রীহরি কি মানস প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা প্রত্যক্ষ হন? অথবা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ অবধারণসহকৃত (ইতরব্যাবৃত্তি করিয়া) যাহা বলিতেছেন—মনদ্বারাই এই ব্রহ্ম পাইতে পারিবে, মন দ্বারাই তিনি দ্রষ্টব্য, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, তিনি মানস প্রত্যক্ষেরই গোচর, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্থ গুণবদ্বস্তুনি দৃষ্টে শ্রুতে চ স্পৃহা সমুদিয়াৎ। ব্রহ্মণস্তু প্রত্যক্ত্বেনাদৃষ্টাশ্রুতত্বান্ন তত্র তৎসমুদয় ইত্যাক্ষিপ্য তস্য প্রত্যক্ত্বে সত্যেব ভক্তিদৃশ্যত্বাদিপ্রতিপাদনেন স স্যাদেবেতি সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। সর্ব্বথেতি। শুদ্ধৈরপীন্দ্রিয়ৈরগ্রাহ্যত্বে সতীত্যর্থঃ। শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাসঃ। ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা। ধ্যানঞ্চাবিচ্ছিন্নতৈলধারা-বদ্ব্রহ্মবিষয়কং চিন্তনম্। যোগশব্দস্ত্রিষু সম্বন্ধনীয়ঃ। অবৈতি সাক্ষাৎকরোতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন এই,—লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, যাহা গুণবিশিষ্ট বস্তু তাহা দৃষ্ট হইলে অথবা শ্রুত হইলে তাহাকে পাইতে লালসা উদিত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম প্রত্যক্স্বরূপ, তিনি দৃষ্টও নহেন, শ্রুতও নহেন; তবে তাঁহার উপর স্পৃহার উদয় হইবে কিরূপে? এই আপত্তির পর সমাধান হইতেছে, ব্রহ্ম প্রত্যক্ হইলেও তাঁহাতে ভক্তি দৃশ্যতা আছে ইত্যাদি প্রতিপাদন দ্বারা, তাঁহাতে স্পৃহার উদয় হইবেই, এইরূপ আক্ষেপ ও সমাধান থাকায় এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। অথেত্যাদি ভাষ্য—সর্ব্বথা দৌর্লভ্যে ইতি সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি অজ্ঞেয় হইলেও। শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাৎ ইতি—শ্রদ্ধা—দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি—শ্রবণ-মনন প্রভৃতি, ধ্যান—অবিচ্ছিন্ন-ধারায় পতিত তৈলের মত ব্রহ্মবিষয়ক নিরন্তর চিন্তা। ইহাদের প্রত্যেকটির যোগে অর্থাৎ সম্বন্ধ হইলে। যোগ শব্দটি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান তিনটিতে সম্বন্ধ। অবৈতি—অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতি করে—

সংরাধনাধিকরণম্

সূত্রম্—অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—'অপি'—এই পূর্ব্বপক্ষীর মত নিন্দনীয়, 'সংরাধনে'—যথাযথভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইলে, তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হন। যেহেতু 'প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপিরত্র গর্হায়াম্। গর্হিতোঽয়ং পূর্ব্বপক্ষঃ। সংরাধনে সম্যগ্ভক্তৌ সত্যাং চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি। কুতঃ? প্রত্যক্ষেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" ইতি কাঠকে। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান" ইতি মুণ্ডকে চ বিদ্বদ্-ভক্তদৃশ্যত্বশ্রবণাৎ। "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন! জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" ইত্যাদি-স্মরণাচ্চ। তস্মাৎ সম্যগ্ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ শ্রীহরিরিতি সিদ্ধম্। চক্ষুরাদীনি তু তয়া ভাবিতানি। অতস্তৈঃ স বেদ্যঃ। এবং সতি এবকারোঽযোগব্যবচ্ছেদী ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দটি নিন্দা-অর্থে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-মত নিন্দিত। সম্যক্প্রকার ভক্তি সাধিত হইলেই চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঐ প্রত্যগাত্মা গ্রহণযোগ্য হন। প্রমাণ? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য দ্বারা। যথা কাঠকশ্রুতি—'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ' ইত্যাদি—ব্রহ্মা ঈশ্বরস্বয়ম্ভু জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ বিষয়প্রবণ করিয়া সৃষ্টিই তাহাদের হিংসা, ইহার

অনুমাপক লিঙ্গ এই—সেইজন্য জীব বিষয়াসক্ত হইয়া অন্তরাত্মাকে (ঈশ্বরকে) দর্শন করে না। ইহাতে মনে করিও না মুক্তির অভাব; যেহেতু কোন কোন বিবেকী পুরুষ অমৃতত্বলাভের কামনায় সৎসঙ্গবলে প্রাপ্ত হরিভক্তিদ্বারা সেই প্রত্যগাত্মা শ্রীহরিকে বহির্মুখবৃত্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ-বৃত্তি সম্পন্ন করিয়া দর্শন করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদেও আছে—শাস্ত্রজ্ঞানের বৈশদ্যবলে অর্থাৎ বিশদতায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইবার পর তাহার ফলে প্রত্যগাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে প্রত্যক্ষ করে। এখানে বিদ্বান্ ভক্তের দৃশ্যতা শ্রুত হওয়ায় তিনি প্রত্যক্ষ-বিষয়ীভূত হন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। স্মৃতি-বাক্যও আছে—গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, বেদাধ্যয়ন দ্বারা, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা, দান দ্বারা, অথবা যজ্ঞ দ্বারা এই নরাকৃতি, চতুর্ভুজ, তোমার সখা, দেবকীপুত্র আমি দর্শনের অযোগ্য, তুমি আমাকে যেমন দর্শন করিয়াছ। তবে অপরের জানিবার উপায় কি? তাহাতে বলিতেছেন,—হে শত্রুনিসূদন অর্জ্জুন! একমাত্র একনিষ্ঠা অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই আমি মানস প্রত্যক্ষের ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেরও প্রাপ্তির যোগ্য হই। অতএব সিদ্ধান্ত এই—সম্যগ্ ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে যে বলা হইয়াছে—'মনসৈব' একমাত্র মনদ্বারাই তিনি বেদ্য; তাহার উপায় কি? তাহাতে বলিতেছেন—'মনসৈব' এই এব শব্দটি এখানে অযোগব্যবচ্ছেদার্থ—অর্থাৎ তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাহা নহে, মন দ্বারা পাওয়া যায়। যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সেই ভক্তি দ্বারা ভাবিত হয়, তাহা হইলে সেই চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাও জ্ঞেয় হন। এইরূপ অর্থ করিলে 'এব'-শব্দের কোন অসঙ্গতি নাই ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপীতি। পরাঞ্চীত্যস্যার্থঃ। স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ জীবানাং খানীন্দ্রিয়াণি পরাঞ্চি বিষয়াভিমুখানি ব্যতৃণৎ বিহিংসিতবান্। বিষয়-প্রাবণ্যেন সৃষ্টিরেব তেষাং হিংসেত্যর্থঃ। তথা সর্জ্জনে গমকমাহ তস্মা-দিতি। ইন্দ্রিয়াণাং পরাক্ত্বাদেব পরাঙ্ বিষয়াসক্তো জীবোঽন্তরাত্মানমীশ্বরং ন পশ্যতি। সুপাং সুলুগিত্যমো লুক্। তর্হ্যনির্মুক্তিপ্রসঙ্গস্তত্রাহ কশ্চিদিতি। ধীরঃ সৎপ্রসঙ্গলব্ধয়া হরিভক্তিরূপয়া ধিয়া বিশিষ্টঃ ধিয়মীরয়তি রাতি বেতি-ব্যুৎপত্তেঃ। আবৃত্তচক্ষুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অমৃতত্বমিচ্ছন্ কাময়মানঃ। প্রত্যগাত্মানং

হরিমৈক্ষৎ পশ্যতি স্মেত্যর্থঃ। জ্ঞানপ্রসাদেন শাস্ত্রজ্ঞানবৈশদ্যেন। তং হরিম্। অত্র শ্রুত্যন্তরাণি চ। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ইতি। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতীতি চৈবমাদীনি। নাহমিতি শ্রীগীতাসু। এবংবিধো নরাকৃতিশ্চতুর্ভুজস্তৎসখো দেবকীসূনুরহং বেদাদিভির্দ্রষ্টুং ন শক্যঃ। তত্র বেদৈরধ্যয়নাদিবিষয়ৈস্তপোদানযজ্ঞৈশ্চ ভক্তিরিক্তৈরিতি বোধ্যম্। তর্হি কেন দৃষ্টঃ স্যাঃ ইতি চেত্তত্রাহ ভক্ত্যেতি। অনন্যয়া মদেকান্তয়া। জ্ঞাতুং মানসপ্রত্যক্ষং কর্ত্তুম্ দ্রষ্টুং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষং কর্ত্তুং প্রবেষ্টুমাশ্লেষ্টুঞ্চ। তত্ত্বেনেতি ত্রিষু যোজ্যম্। ইদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ-পরমেব ন তু বিশ্বরূপপরমিতি শ্রীগীতাভূষণভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টব্যম্। এবং সতীতি। মনসৈবেত্যাদাবেবকারো মানসপ্রত্যক্ষত্বস্যাযোগং ব্যবচ্ছিনত্তি ন তু চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষত্বস্য যোগঞ্চেত্যর্থঃ ॥২৪॥

টীকানুবাদ—অপীত্যাদি সূত্রে। পরাঞ্চি খানি ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ যথা, স্বয়ম্ভূঃ—ঈশ্বর (ব্রহ্মা), জীবসমূহের খানি—ইন্দ্রিয়গুলিকে, পরাঞ্চি—বিষয়াভিমুখ করিয়া, ব্যতৃণৎ—হিংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে বিষয়প্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হত্যা করিয়াছেন। এরূপে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? তাহাই বলিতেছেন—তস্মাদিতি সেইজন্য অর্থাৎ বিষয়াভিমুখ হওয়ার জন্যই বিষয়াসক্ত জীব অন্তরাত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। এখানে অন্তরাত্মন্ পদে দ্বিতীয়া বিভক্তির সুপাংসুলুক্ ডাচ্ ইত্যাদি পাণিনীয় বৈদিক সূত্রানুসারে লোপ জানিবে। আপত্তি এই,—যদি কেহই ঈশ্বরকে দর্শন না করে, তবে মুক্তির কথা তো লুপ্ত হইয়া পড়িল? তাহা নহে, 'কশ্চিৎধীরঃ' —কোন ধীর ব্যক্তি অর্থাৎ যে ধী অর্থাৎ বুদ্ধিকে চালনা করে, সে দর্শন করে; কে সে? সৎসঙ্গবশতঃ লব্ধ-হরিভক্তি-সমন্বিত যে ব্যক্তি, এই অর্থ হইল—যিনি বুদ্ধিকে ভক্তির দ্বারা চালনা করেন অথবা বুদ্ধিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া গ্রহণ করেন, এই ব্যুৎপত্তি বলে। আবৃত্তচক্ষুঃ—অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয়, অমৃতত্বমিচ্ছন্—মুক্তির অভিলাষী, প্রত্যগাত্মানম্—প্রত্যগাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানপ্রসাদেনেতি—শাস্ত্রজ্ঞানের বিশদতা জন্মিলে, তং—সেই শ্রীহরিকে। এ-বিষয়ে আরও অনেক শ্রুতি আছে, যথা—কেবল আনন্দস্বরূপ,

জরাহীন, চিরন্তন পুরাণপুরুষ, যিনি এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান, নিজ শরীর-মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপর কাহারও নহে। ধীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানবলে সেই আনন্দরস-অমৃতরূপে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ আরও শ্রুতিসমূহ আছে। নাহমিত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীভগবদ্গীতায়-ধৃত। ইহাদের অর্থ—এবংবিধঃ—এই প্রকার আমি অর্থাৎ নরাকৃতি, অথচ চতুর্হস্ত, অর্জ্জুন! তোমার সখা, দেবকীগর্ভজাত, তাদৃশ আমাকে বেদাধ্যয়নাদি উপায় দ্বারা এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারা যদি ঐগুলি ভক্তিশূন্য হয়, তবে তাহাদের দ্বারা জ্ঞাতব্য নহে, ইহাই বোধ্য। তবে তুমি কাহার দ্বারা দৃশ্য হইবে? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়েতি' অনন্যয়া'—মদেকনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা, জ্ঞাতুং—মানস প্রত্যক্ষ করিতে, দ্রষ্টুং—চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিতে, প্রবেষ্টুঞ্চ—আমার ধামে প্রবেশ পূর্ব্বক আশ্লেষ করিতে পারে, কিন্তু ঐ জ্ঞান, দর্শন ও সংশ্লেষ করা যথার্থভাবে হইবে, ইহা তিনটিতেই যোজনীয়। গীতার এই পদ্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণরূপকে আশ্রয় করিয়াই, ভগবানের বিশ্বরূপ তাৎপর্য্যে নহে। এ-কথা শ্রীগীতাভূষণভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য। এবং সতি এবকার ইত্যাদি। এমতাবস্থায় 'মনসৈব ইদমাপ্তব্যং মনসৈবেদং-দ্রষ্টব্যমিত্যাদি' শ্রুতিধৃত, 'এব'শব্দের অর্থ স্বাযোগ-ব্যবচ্ছেদার্থে, অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদার্থে নহে অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষদ্বারা যে তিনি জ্ঞাত হন না, তাহা নহে, ইহাই স্বাযোগব্যবচ্ছেদ, তদ্ভিন্ন চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব নিরাকরণরূপ অন্য যোগব্যবচ্ছেদ-অর্থে নহে ॥২৪॥

সিদ্ধান্তকণা—পরব্রহ্ম ব্যাপক হইলেও তিনি যে জ্ঞান-ভক্তির দ্বারা লভ্য, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি সর্ব্বথা দুর্ল্লভ হইলে নৈরাশ্য-বশতঃ তাহাতে ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, গুণযুক্ত বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে তাহা পাইবার স্পৃহা উদিত হয়। কিন্তু যদি আক্ষেপ হয় যে, ব্রহ্ম বস্তু যখন ব্যাপক অর্থাৎ অব্যক্ত, তাঁহাকে দেখাও যায় না, তাঁহার বিষয় শ্রুতও হয় না, তখন তাঁহাকে পাওয়ার বাসনা কেন হইবে? তদুত্তরে পাওয়া যায় যে, তিনি ভক্তিগম্য—ইহার প্রতি-

পাদন হইলেই পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপের সমাধান হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্তিযোগে শ্রীহরিকে ধ্যান করিলে তাঁহাকে পাইতে পারেন, কিন্তু এখানে সংশয় এই যে, এই প্রাপ্তি কি মানস? বা চাক্ষুষ? কারণ কোন শ্রুতির মতে তিনি মানস প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষকে গর্হণ পূর্ব্বক সংশয় নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সম্যক্ ভক্তির ফলে পরব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। ইহা শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ-সিদ্ধ।

কঠ-উপনিষদে পাই,—

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

(কঠ ২।১।১)

মুণ্ডকেও পাই,—

"তদ্ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" (২।২।৮)

শ্রীগীতাতেও আছে,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীঃ ১১।৫৪)

শ্রীগীতার ৮।২২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর এই গীতোক্ত শ্লোকের ভাষ্য একান্ত দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥" (ভাঃ ১১।১২।৮)

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্" (ভাঃ ১১।১৪।২১)

"তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্" (ভাঃ ৮।৩।২১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন,—

"আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগো ভক্ত্যাখ্যস্তেন গম্যং"

"তদ্দর্শনেনাগতসাধ্বসঃ ক্ষিতাববন্দতাঙ্গং বিনময্য দণ্ডবৎ।
দৃগ্ভ্যাং প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্ভকশ্চুম্বন্নিবাস্যেন ভুজৈরিবাশ্লিষন্॥"

(ভাঃ ৪।৯।৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ পঃ)
"ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥" (ঐ ২০ পঃ) ॥২৪॥

সূত্রম্—প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—অগ্নির মত স্থূলতা ও সূক্ষ্মতারূপ বিশেষ ধর্ম্ম তাঁহার যেহেতু নাই, এজন্য তদ্ দৃষ্টান্তে সূক্ষ্মরূপে তিনি অদৃশ্য ও স্থূলরূপে তিনি দৃশ্য, এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে। প্রকাশো বহ্নিঃ স যথা সূক্ষ্মরূপেণাব্যক্তঃ স্থূলরূপেণ তু দৃশ্যতে এবমীশ্বর ইতি চেন্ন। কুতঃ? অগ্নিবৎ সৌক্ষ্ম্যস্থৌল্যবিশেষাভাবাৎ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" ইতি শ্রুতেঃ। "স্থূলসূক্ষ্মবিশেষোঽত্র ন কশ্চিৎ পরমেশ্বরে। সর্ব্বত্রৈব প্রকাশোঽসৌ সর্ব্বরূপেষ্বজো যত" ইতি স্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে 'ন' পদটি ১৯শ সূত্র হইতে অনুবৃত্ত। ইহার অর্থ—যদি বল, প্রকাশ অর্থাৎ অগ্নি যেমন সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত (অপ্রকাশ) কিন্তু স্থূলরূপে দৃশ্য হন, সেইরূপ ঈশ্বর সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত, স্থূল (জগদাদি)রূপে দৃশ্য, ইহা বলিতে পার না, কেননা, অগ্নির মত তাঁহার সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা—এই প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম নাই। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি অণু পরিমাণ নহেন আবার স্থূলও নহেন, হ্রস্বাকৃতিও নহেন। স্মৃতিও বলিতেছেন—এই পরমেশ্বরে স্থূল, সূক্ষ্ম এইরূপ কোনও বিশেষ ধর্ম্ম নাই, উনি সর্ব্বত্র সকল পদার্থের মধ্যেই প্রকাশ আছেন, যেহেতু তিনি নিত্যপুরুষ একস্বভাব ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকাশবদিতি। নেত্যনুবর্ত্তত ইতি অম্বুবৎ সূত্রাৎ মণ্ডূককল্পত্যেতি বোধ্যম্। স্থূলসূক্ষ্মেতি গারুড়ে ॥ ২৫ ॥

টীকানুবাদ—প্রকাশবদিতি সূত্রে। নেত্যনুবর্ত্ততে ভাষ্য—মণ্ডুকপ্লুতি-ন্যায়ে অর্থাৎ ভেক যেমন এক স্থান হইতে লাফাইয়া অন্যত্র গমন করে সেইরূপ, 'অম্বুবৎ ন' ইত্যাদি সূত্র হইতে 'ন' পদটির এই সূত্রে অনুবৃত্তি জানিবে। 'স্থূলসূক্ষ্মবিশেষোঽত্র' ইত্যাদি শ্লোকটি গরুড়পুরাণোক্ত ॥২৫॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন যে, পরব্রহ্ম অগ্নির ন্যায় স্থূলরূপে দৃশ্য এবং সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত; ইহা খণ্ডনার্থ বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, অগ্নির ন্যায় যখন ব্রহ্মের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ-বিশেষতা নাই, তখন ইহা বলিতে পারা যায় না।

শ্রুতিতে তাঁহাকে অস্থূল, অনণু ও অহ্রস্ব বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥"

(ভাঃ ২।২।৩৫-৩৬)

"সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্ ॥" (ভাঃ ৭।৮।১৭) ॥ ২৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু সম্যগ্‌ভক্ত্যা সাক্ষাৎকৃতিরনুপপন্না। তদ্বৎস্বপি তদদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, সম্যগ্ ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়, এই উক্তি অযৌক্তিক, কেননা, যাঁহারা সেই সম্যগ্ ভক্তিমান্, তাঁহাদের মধ্যেও তো তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শন দেখা যায় না, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। তদ্বৎস্বপি সম্যগ্ভক্তিবিশিষ্টেষ্বপি জনেষু ভগবৎসাক্ষাৎকারাবীক্ষণাদিত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্বিতি ভাষ্যে—তদ্বৎস্বপি—সম্যগ ভক্তিবিশিষ্ট লোকসমূহের মধ্যেও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার দেখা যায় না, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

সূত্রম্—প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—তাঁহার ধ্যান-জনিত অর্চ্চনাদি করিতে করিতে তিনি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় চ-শব্দঃ। তদ্ধ্যাননির্ম্মিতে কর্ম্মণ্যর্চ্চনাদিকেঽভ্যাসাত্তৎপ্রকাশো ভবেদেব। "ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বদ্" ইতি ব্রহ্মোপনিষদাদিষু তথা দর্শনাৎ। অভ্যাসেন স্নেহতামাপদ্যতে। ততো দর্শনম্। "ন তমারাধয়িত্বাপি কশ্চিদ্ব্যক্তীকরিষ্যতি। নিত্যাব্যক্তো যতো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ" ইত্যত্র তু স্নেহনিহীনমারাধনং বোধ্যম্ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দ উক্ত আশঙ্কার নিরাসার্থ। কর্ম্মণি অর্থাৎ তাঁহার ধ্যান দ্বারা রচিত অর্চ্চনাদি কার্য্যের অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার প্রকাশ হয়ই। যেহেতু ব্রহ্মোপনিষদ্ প্রভৃতিতে সেইরূপ কথা দৃষ্ট হয়। যথা ধ্যানের মন্থন হইতে ভগবৎ পরিচর্য্যা জন্মে, সেই পরিচর্য্যার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইতে ভক্ত গুপ্তের মত—অপরের অসাক্ষাতে দেব পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। এ-বিষয়ে যুক্তি এই—অভ্যাসের ফলে প্রেমের উদয় হয়, তাহার পর দর্শন হয়। তবে যে উক্ত হইয়াছে যে, আরাধনা করিয়াও তাঁহাকে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে না, তাহার কারণ তিনি নিত্য অব্যক্ত, সনাতন, শাশ্বত পরমপুরুষ। কথাটি এই—প্রেমহীন আরাধনা দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এইরূপ সঙ্গতি জানিবে ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রকাশশ্চেতি। তদ্ধ্যানেতি। মানসিকেঽর্চ্চনাদাবভ্যাস আবৃত্তিস্ততস্তৎপ্রকাশস্তদ্দর্শনলক্ষণঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণং ধ্যানেতি। ধ্যানস্য যন্নির্ম্মথনং পরিচর্য্যাদিরূপতাপত্তিস্তদভ্যাসাদিত্যর্থঃ। নিগূঢ়বদিতি। স এব পশ্যতি ন তু সন্নিহিতোঽপ্যতাদৃগিত্যর্থঃ। মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইতি পুরাণান্তরে সপরিকরয়াপি সাধনভক্ত্যা ন দর্শনং কিন্তু স্নেহরূপয়ৈব তয়েত্যাহ। অভ্যাসেনেতি। ন তমিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। স্নেহনিহীনমিতি। ইদমারাধানং স্বর্গাদ্যর্থং বোধ্যম্ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—প্রকাশশ্চেতি সূত্রে। তদ্ধ্যাননির্ম্মিতে ইত্যাদি ভাষ্যে ইহার অর্থ—মানসিক অর্চ্চন প্রভৃতির পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হইলে পরে তাঁহার সাক্ষাৎকাররূপ প্রকাশ হয়। সে-বিষয়ে প্রমাণ এই—ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদিত্যাদি—অর্থাৎ ধ্যানের যে নির্ম্মথন অর্থাৎ পরিচর্য্যাদিরূপে পরিণতি, তাহার অভ্যাস হইতে। 'পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ' ইতি সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে পান, তদ্‌ভিন্ন নিকটে অবস্থিত হইয়াও যে সেই ধ্যান-জনিত পরিচর্য্যায় রত নহে, সে দেখিতে পায় না। অন্য পুরাণে বলা আছে—আড়ম্বর সহকারে সাধন-ভক্তি করিলেও তাঁহার দর্শন হয় না কিন্তু একমাত্র প্রেমাত্মিকা ভক্তি দ্বারাই হয়। এইজন্য কথিত হইয়াছে,—মানস-উপচার দ্বারা তাঁহাকে প্রেমভরে পরিচর্য্যা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি সেই অবাঙ্‌মনসগোচর শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 'অভ্যাসেন স্নেহতামাপদ্যতে' ইতি। ন তমারাধয়িত্বাপি ইত্যাদি শ্লোকটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত। স্নেহনিহীনমিতি—স্নেহহীন আরাধনার ফল স্বর্গাদি জানিবে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন, সম্যগ্ ভক্তির দ্বারা যে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয়, এ-কথা বলা যায় না; কারণ সেরূপ ভক্তিমান্ অনেকের ভগবদ্দর্শনের অভাব দেখা যায়; এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের ধ্যানযুক্ত অর্চ্চনাদি কর্ম্মের অভ্যাস হইতে শ্রীভগবানের প্রকাশ হইয়া থাকে।

ধ্যানের সম্যক্ অভ্যাসের ফলে গুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ অন্যের অসাক্ষাতে পরব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করেন, ইহা শ্রুতি-সম্মত। ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

তবে সাধনভক্তি যজন করিতে করিতে প্রেমভক্তির উদয় হইলে তাঁহার দর্শন ঘটে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, তাঁহার আরাধনা করিয়াও কেহ তাঁহার সাক্ষাৎকার পান নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে আরাধনা প্রেম-বিহীন। তদ্রূপ আরাধনার ফলে স্বর্গাদি-ফল লাভ হইয়া থাকে।

ভক্তিমাহাত্ম্য-সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাই,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" (৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন) অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥" (ভাঃ ১।৭।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাই,—

"তস্মিন্নির্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্॥
ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ॥" (ভাঃ ১।৬।১৬-১৭)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ।
ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ॥
নিষ্ঠারুচিরথাসক্তিরতিঃ প্রেমাথদর্শনম্।
হরের্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥"

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নামে লৈলে পায় প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ)
"'অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৭ পঃ)

শ্রীমন্মধ্বভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

যদি ব্রহ্ম সর্ব্বথাই অব্যক্ত হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তির প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম অব্যক্ত হইলেও তাঁহাতে শ্রবণাদি ভক্তির অভ্যাস হইতে তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও আছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু প্রত্যঙ্ডীশ্বরস্তস্য পুনরভিব্যক্তিরিতি ইদমভিধানং বিরুদ্ধম্। সাক্ষাৎকারসাধনোক্তিবৈয়র্থ্যাৎ প্রত্যক্ত্ব-প্রহাণাচ্চেতি চেত্তত্রাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই,—ঈশ্বর যদি প্রত্যক্‌স্বরূপ হন, তবে তাঁহার অভিব্যক্তি, এই কথাই তো পরস্পর বিরুদ্ধ। তাঁহার সাক্ষাৎকারের সাধননির্দ্দেশ যেহেতু আছে এবং যেহেতু তাহাতে তাঁহার প্রত্যক্‌রূপত্বের হানি হয়, অতএব ঐ অভিব্যক্তি বিরুদ্ধ, এই যদি বল, তাহাতে উত্তর করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। সাধ্যদ্বয়ে হেতুদ্বয়ং ক্রমাদ্ যোজ্যম্। প্রতীচাপি ভগবতেত্যাদি। অত্র প্রত্যক্‌পরেশস্বরূপশক্তিবৃত্তি-ত্বাত্তক্তেরপি তদ্বৎ প্রত্যক্ত্বেন ভাব্যম্। ততঃ কথং তস্যা মুমুক্ষুজনকরণগ্রাহ্যত্ব-মিতি চেচ্ছঙ্ক্যেত তর্হি তাদৃগপি সা তন্নিষ্ঠবিশেষমহিম্না তদ্ভিন্নতয়াবভাতা সৎপ্রসঙ্গানুগতাতর্ক্যতদিচ্ছয়া তপ্তায়ঃপিণ্ডন্যায়েন তৎকরণান্যাত্মসাৎ কৃত্বা তেষু তং প্রকাশয়তীতি দ্বিবিধবাক্যবলাচ্ছক্যতেঽভিধাতুমিতি সন্তোষ্টব্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ঈশ্বর প্রত্যক্‌স্বরূপ হইতে পারেন না, এই একটি সাধ্য অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর প্রমাণ দ্বারা সাধনীয়, আর একটি সাধনীয় যে সেই প্রত্যগাত্মার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। তাহাতে দুইটি হেতু যথাক্রমে যোজনীয় অর্থাৎ প্রত্যক্‌রূপী হইতে পারেন না, ইহার হেতু তাহা হইলে সাক্ষাৎকারের উপায় কথন ব্যর্থ, আর অভিব্যক্তির অভাবপক্ষে হেতু—তাহা হইলে প্রত্যক্ত্বের হানি হয়। ভাষ্যে কথিত 'প্রতীচাপি

ভগবতেত্যাদি' বাক্যের তাৎপর্য্য এখানে বুঝিতে হইবে। যেহেতু প্রত্যক্ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তির বৃত্তিতে ভক্তি বর্ত্তমান, সুতরাং সেই ভক্তিরও পরমেশ্বরের মত প্রত্যক্ত্ব (ব্যাপকত্ব)। ইহাতে আশংকা হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে সেই শক্তি মুক্তিকামী লোকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ভক্তিপ্রত্যক্স্বরূপা হইলেও সেই ভগবন্নিষ্ঠ-বিশেষমহিমাবশতঃ প্রত্যক্শক্তি হইতে প্রত্যগ্ভক্তি ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া সাধুসঙ্গানুসারিণী হয়, অতর্কণীয় তাঁহার ইচ্ছায় অথবা তপ্ত-লৌহ-পিণ্ডন্যায়ে অর্থাৎ যেমন অগ্নি সন্তপ্ত লৌহপিণ্ডকে অগ্নি হইতে পৃথক্ করিতে হইলে অগ্নিসন্তাপের কারণ অগ্নিকে পৃথক্ করিতে হয়, সেইরূপ শ্রীহরিভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবৎকর্ত্তৃক আত্মসাৎকৃত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সেই প্রত্যগাত্মাস্বরূপকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দুইপ্রকার বাক্য-বলে প্রত্যগাত্মার অভিব্যক্তি ও সাধনানুষ্ঠানের উক্তি অবিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এইভাবে সুধীগণ সন্তোষ লাভ করিবেন।

সূত্রম্—অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ—এইজন্য অর্থাৎ তিনি প্রত্যগ্আত্মা এবং ধ্যানকারীর প্রত্যক্ষ-বিষয় অর্থাৎ তিনি যে ভক্তের দৃশ্য. ইহার প্রমাণ থাকায় সেই অনন্ত অসীম প্রত্যগাত্মা হইয়াও শ্রীভগবান্ ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভক্তের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকট করেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতঃ প্রত্যক্ত্বে ধ্যাতৃগোচরত্বে চ প্রমাণলাভাদনন্তেনাপরিচ্ছিন্নেন প্রতীচাপি ভগবতা ভক্তিপ্রসন্নেন স্বভক্তেষু স্বস্বরূপমভিব্যজ্যতে নিজাচিন্ত্যকৃপাশক্তিযোগাদিতি স্বীকার্য্যম্। ইদং কুতস্তত্রাহ তথেতি। "বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইত্যথর্ব্বশ্রুতিলিঙ্গাদিত্যর্থঃ। কৃপয়ৈব ভজৎসু ব্যক্তিঃ। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্" ইতি স্মৃতেঃ। স্বয়ঞ্চাপ্যেতদ্ব্যঞ্জিতম্। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাম-

বুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্" ইতি। প্রেম্ণা গোচরেঽপি প্রত্যক্ত্বং ন হীয়তে। তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। প্রেমনিহীনেষু ত্বাভাসরূপেণৈব ব্যক্তিঃ। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" ইতি তদুক্তেঃ। অতএব পরমানন্দাদিরূপস্য তস্য দারুণত্বাদিনাবভাসঃ। তথা চ প্রেমেতরকরণাগ্রাহ্যত্বমেব প্রত্যক্ত্বম্॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ—অতএব শ্রীভগবান্ প্রত্যক্‌রূপী ও ধ্যানকারীর প্রত্যক্ষ-বিষয় হন, এ-বিষয়ে প্রমাণ পাওয়ায় অনন্ত—অর্থাৎ পরিসীমাহীন প্রত্যগাত্মাও ভক্তিপ্রসন্ন হইয়া নিজভক্তদের মধ্যে নিজ স্বরূপ স্বকীয় অচিন্তনীয় কৃপা-শক্তিযোগে অভিব্যক্ত করেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা কি প্রমাণে বলিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তথাহি লিঙ্গম্—যেহেতু সেইরূপ শ্রৌত প্রমাণ আছে। যথা অথর্ব্বশ্রুতি—বিজ্ঞানমূর্ত্তি, আনন্দমূর্ত্তি শ্রীহরি সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিযোগে বর্ত্তমান হন—ইহাই তাহার অর্থ। ভজনকারীদের মধ্যে কৃপাবশেই তাঁহার প্রকাশ। স্মৃতিবাক্যও সেইরূপ আছে, যথা—নিত্য অব্যক্ত হইয়াও ভগবান্ তাঁহার অচিন্তনীয় অসাধারণ করুণাবশে ভক্তের দৃষ্টিগোচর হন। নতুবা কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বনিয়ন্তা, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মাকে দর্শন করিবে? শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ংও এই কথা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্ন-মিত্যাদি' অব্যক্ত স্বরূপ আমাকে মূর্খেরা ব্যক্তিত্বাপন্ন মনে করে অর্থাৎ আমাকে মনুষ্য মনে করে কিন্তু তাহারা জানে না যে পরব্রহ্ম আমি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য, এই তত্ত্ব জানে না, সেই তত্ত্ব হইতেছে—আমি মায়া ও মায়িকবস্তু হইতে অতীত, অতএব নিত্য এবং অতি স্পৃহণীয়। যদি বল, প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু কিরূপে প্রত্যক্‌স্বরূপ হইবে? ইহাতে কোনও অসঙ্গতি নাই, ইহাই বলিতেছেন,—প্রেমবশে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহার প্রত্যক্ত্বের কোন হানি হয় না, যেহেতু উহা তাঁহার স্বরূপশক্তির কার্য্য, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। কিন্তু প্রেমহীন ব্যক্তিতে যে তাঁহার প্রকাশ, তাহা আভাসরূপই বুঝিতে হইবে। সে কথা ভগবান্ স্বমুখেই বলিয়াছেন, আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সকলের নিকট প্রকাশ হই না।

এই কারণেই পরমানন্দরূপী শ্রীহরি অতি দারুণাদিরূপেও প্রকাশ হন। সিদ্ধান্ত এই, প্রত্যক্স্বরূপ বলিতে প্রেমভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অগ্রাহ্য জানিবে ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অত ইতি। ইদমিতি। বিজ্ঞানঘনেত্যাদিকং ব্যাখ্যাতং প্রাক্। সচ্চিদানন্দৈকরসে পরাখ্যস্বরূপশক্তিবৃত্তীভূতহ্লাদিন্যাদিসারাত্মকে ইত্যর্থঃ। তিষ্ঠতি প্রকাশতে। কৃপয়ৈবেতি। ব্যক্তিঃ প্রকাশঃ। নিত্যাব্যক্ত ইতি নারায়ণাধ্যাত্মে। নিজশক্তিতোঽবিচিন্ত্যাসাধারণকারুণ্যাৎ। নারায়ণীয়ভীষ্মবাক্যঞ্চৈবম্। প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ। সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিদিতি। তমুপরিচরবসুং প্রতি স্বমিতি শেষঃ। অগ্রে বস্বাদিবাক্যঞ্চ। ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতীতি। স্বয়ঞ্চেতি। ভগবতাপি স্বগীতাস্বেতৎ প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মৎস্বরূপযাথাত্ম্যানভিজ্ঞা জনাঃ। অব্যক্তমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যমাত্মবিগ্রহং মাং ব্যক্তিমাপন্নস্তদ্গ্রাহ্যং মনুষ্যং মন্যন্তে জানন্তি। মম পরব্রহ্মণো ভাবমগ্রাহ্যত্বে সত্যেব ভক্তিগ্রাহ্যত্বরূপস্বভাবমজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশং মায়াদিতঃ পরম্। অতোঽব্যয়ং নিত্যম্। অনুত্তমমতিশ্লাঘ্যম্। নন্বু মুমুক্ষুকরণৈর্গৃহ্যমাণস্য কথং প্রত্যক্ত্বং শ্রদ্দধ্মহে ইতি চেত্তত্রাহ প্রেম্ণেতি। প্রেম্ণা গোচরোঽপি পরেশঃ প্রত্যঙেব। তস্য তৎস্বরূপশক্তিবৃত্তেস্তদভেদাৎ। ন হি চক্ষুঃপ্রকাশগ্রাহ্যস্য রবেরপ্রকাশত্বমস্তি। ননু প্রাকট্যাবসরে সর্ব্বেষাং তদ্দর্শনং তত্তেষামব্যক্তমানিনাং কথমিতি চেত্তত্রাহ নাহমিতি। অতএবেতি তদ্বিমুখেষ্বসুরেষু তদাবিষ্টেষু চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকানুবাদ—অত ইত্যাদি সূত্রে, ইদং কুতঃ ইত্যাদি ভাষ্য—বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সচ্চিদানন্দৈকরসে ইতি —পরা সংজ্ঞক স্বরূপশক্তির বৃত্তীভূত যে হ্লাদিনী-সংবিদাদি, তাহার সারভূত ভক্তিরসে তিনি তিষ্ঠতি অর্থাৎ প্রকাশ পান। ভজৎসু ব্যক্তিঃ—ভজনকারীদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত হন। 'নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্' ইত্যাদি শ্লোকটি নারায়ণাধ্যাত্ম-উপনিষদে আছে। নিজশক্তিতঃ অর্থাৎ অচিন্তনীয়, অসাধারণ করুণাবশে। নারায়ণসম্বন্ধে ভীষ্মবাক্যও এইরূপ যথা—উপরিচর বসুর প্রতি প্রীত হইয়া দেবাদিদেব শাশ্বতপুরুষ শ্রীভগবান্ তাহাকে নিজ

স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য কোন পুরুষের তিনি দৃশ্য নহেন। এই শ্লোকান্তর্গত 'তম্' পদের অর্থ—উপরিচর বসুর প্রতি, 'দর্শয়ামাস' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'স্বম্' ইহা অধ্যাহার্য্য। ইহার পরে বসু প্রভৃতির বাক্যও আছে, যথা—হে বৃহস্পতে! তুমি বা আমরা আমাদের কাহারও কর্ত্তৃক তিনি দর্শনের যোগ্য নহেন, তবে তিনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহার দর্শন পাইবার যোগ্য। 'স্বয়ঞ্চাপ্যেতদ্ব্যঞ্জিতম্' ইতি অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ও স্ববর্ণিত গীতাগ্রন্থে স্বয়ং ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নমিত্যাদি' অব্যক্তম্ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে আমি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অগ্রাহ্য, সেই আত্মবিগ্রহ আমাকে মূঢ়ব্যক্তিগণ মনে করে, আমি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহারা পরব্রহ্ম আমার ভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য হইয়াও কেবল ভক্তিগ্রাহ্য স্বরূপ, ইহা না জানিয়া ঐরূপ মনে করে; সেই তত্ত্বটি কিরূপ? তাহা বলিতেছেন, উহা পর অর্থাৎ মায়া ও মায়িক কার্য্যের অতীত, অতএব নিত্য এবং অতিস্পৃহণীয়। যদি বল, মুমুক্ষুব্যক্তিগণ যাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাকে প্রত্যক্‌স্বরূপ (অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ) বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'প্রেম্না গোচরত্বেঽপি প্রত্যক্‌ত্বং ন হীয়তে' প্রেমবশে পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহার প্রত্যক্‌ত্বের হানি হয় না। যেহেতু প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তির একটি বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং তাহা হইতে তিনি অভিন্ন। দৃষ্টান্ত এই—চক্ষুর প্রকাশ দ্বারা গ্রহণীয় সূর্য্য কি অপ্রকাশ হন? তাহা হন না। প্রশ্ন এই, যদি তিনি প্রকটই হন তবে সেইরূপ প্রকটন-সময়ে সকলেরই সেই স্বরূপ দর্শন হউক; কেবল অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তনপরদিগেরই কেন তিনি প্রত্যক্ষ হন? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য' ইত্যাদি। অতএব 'পরমানন্দাদিরূপস্যেতি' মর্ম্মার্থ এই—যাহারা ভগবদ্ বিমুখ সেই অসুরদের এবং আসুরিক ভাবাপন্নব্যক্তিদের নিকট তিনি প্রকট হন না ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ স্বরূপ হইয়া কি প্রকারে অন্যের নিকট নিজেকে অভিব্যক্ত করিবেন? ব্যাপক স্বরূপের অভিব্যক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্যাপক স্বরূপ এবং ধ্যানগোচর স্বরূপ

হইয়াও তিনি ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া ভক্তের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক স্বরূপের কোন হানি হয় না। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তার পরিচয়। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে। ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

মাঠর শ্রুতিতেও পাই,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

নারায়ণাধ্যাত্মবিদ্যাতেও পাই,—"নারায়ণ সর্ব্বদা অব্যক্ত হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না।"

শ্রীগীতায়ও স্বয়ং ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—"নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অব্যয়, অপ্রাকৃত স্বরূপ ও জন্মলীলাদি জানিতে না পারিয়া প্রপঞ্চাতীত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যাদি-শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করে।"

প্রেমময় শ্রীভগবান্ প্রেমের দ্বারা নিজেকে অভিব্যক্ত করিলে তাঁহার ব্যাপকত্বের হানি হয় না। কারণ প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ। প্রেমহীন ব্যক্তির নিকট যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন না, তাহাও স্বমুখে তিনি গীতায় বলিয়াছেন—"আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকট হই না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষা-
দ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)

শ্রীপরীক্ষিৎও বলিয়াছেন—

"নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥" (ভাঃ ১০।৮।৪৬)

শ্রীশুকবাক্যেও পাই,—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"

(ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)॥ ২৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বরূপাদ্‌গুণানামভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ভেদে হি তস্মাত্তেষাং গৌণ্যাত্তদ্ভক্তেরপি তৎ স্যান্ন চৈবমস্তি তেষু তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। তত্র সংশয়ঃ। ভজনীয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দো জ্ঞানানন্দি বেতি। দ্বিবিধবাক্যদৃষ্টেরনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর তাঁহার স্বরূপ হইতে গুণ সমূহের অভেদ নিরূপিত হইতেছে। যুক্তি এই—যদি গুণ হইতে ভগবৎ-স্বরূপের ভেদ থাকিত, তবে সেই স্বরূপ হইতে গুণের অপ্রাধান্য হেতু অর্থাৎ গুণী হইতে গুণের ভেদহেতু তাঁহার ভক্তিও অপ্রধান হইত, কিন্তু তাহা তো হয় না, যেহেতু গুণে ভক্তি প্রধানভাবে বিরাজমান দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যদি পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরত্ব, করুণা প্রভৃতি গুণ না থাকিত তবে কেহই তাঁহাকে ভজন করিত না, অতএব গুণই মুখ্যরূপে ধ্যেয় দেখা যায়। এক্ষণে সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়বস্তুর অবতারণা করিতেছেন। শ্রুতিবাক্য আছে—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'—বিজ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ এই শ্রুতিতে গুণকে গুণি-স্বরূপে বলা হইতেছে, আবার 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' যিনি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন, সত্যসঙ্কল্প এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান ও সত্যসঙ্কল্প ধর্ম্মকে গুণরূপে বলা হইয়াছে। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ জানিলে, ইহাতে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর স্পষ্ট ভেদ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে সংশয় এই,—**ভজনীয় ব্রহ্ম কি জ্ঞানানন্দস্বরূপ? অথবা জ্ঞানানন্দী? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন দ্বিবিধ বাক্যই শ্রুত হইতেছে, তখন নিশ্চয় করা যায় না; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—**

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। পূর্ব্বত্র ভক্তিব্যঙ্গ্যত্বং পরমাত্মনো নিরূপিতম্। তদুক্তযুক্তেরস্তু, গুণাত্মকত্বং তু মাস্তু গুণানাং তস্মাদ্ভেদানুভবাস্তথোক্তেশ্চেতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। অত্রৈবমাক্ষেপঃ। ক ভক্তিরাত্মনি তদ্‌গুণেষু বা নাদ্যঃ গুণানেবোদ্দিশ্য তস্যাঃ প্রতীতেঃ নান্ত্যঃ আত্মোপসৃষ্টেষু তেষু তদনুদয়াদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ সৈব সঙ্গতিঃ। অথ স্বরূপাদিতি। ভেদে হীতি। তস্মাৎ স্বরূপাত্তেষাং গুণানাং গৌণ্যান্নিহীনত্বাত্তত্তক্তেগু‍ণবিষয়কভক্তেরপি তদ্‌গৌণ্যং স্যাদিত্যর্থঃ। ওমিতি চেত্তত্রাহ ন চৈবমিতি। তেম্বিতি। গুণেষ্বেব ভক্তেঃ প্রধানতয়ানুভবাৎ যদি সার্ব্বৈশ্বর্য্যসার্ব্বজ্ঞ্যকারুণ্যাদয়ো গুণা ন স্যুঃ তর্হি ন কোঽপি তং ভজেদিতি তদ্‌গুণানাং মুখ্যতয়া ধ্যেয়ত্বস্য স্ফুরণাদিতি যাবৎ। তস্মাদ্‌গুণগুণিনোরদ্বৈতেন ভক্তিঃ কার্য্যেতি সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়িতুং বিষয়বাক্যমুদাহরতি বিজ্ঞানমিত্যাদি। ভজনীয়মিতি। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশানন্দাত্মকং স্বপ্রকাশানন্দধর্ম্মকং বেত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মকে ভক্তি-ব্যঙ্গ্য (ভক্তি-দ্বারা প্রকাশ্য) বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা উক্ত যুক্তি অনুসারে স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্রহ্ম গুণস্বরূপ না হউন, কেননা, ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি গুণরাশির গুণী সেই ব্রহ্ম হইতে ভেদই অনুভূত হইতেছে এবং সেইরূপ উক্তিও আছে যথা 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিত্যাদি' এইরূপ প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি এই অধিকরণে জানিবে। ইহাতে এইরূপ আক্ষেপ (প্রশ্ন বা সংশয়) হইতেছে, ভক্তি কাহাতে করণীয়? পরমাত্মায়? অথবা তাহার গুণে? ইহার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তি করণীয়, ইহা বলিতে পার না; কারণ ভক্তি হয় গুণ লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ ভক্তি যাহা প্রতীত হয়, তাহাতে দেখা যায় গুণেরই বর্ণন। আবার দ্বিতীয়টি অর্থাৎ গুণের উপর ভক্তি ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু আত্মা বিশেষ্য, গুণ বিশেষণ, সুতরাং গুণ অপ্রধান, তাহাতে ভক্তির উদয় হইতে পারে না; এই আক্ষেপের পর তাহার সমাধানহেতু আক্ষেপসঙ্গতিই এখানে গ্রাহ্য। অথ স্বরূপাদিত্যাদি ভাষ্যভেদে হি তস্মাত্তেষামিত্যাদি ভাষ্যের ব্যাখ্যা—তস্মাৎ—স্বরূপ হইতে, তেষাং—গুণগুলির, গৌণ্যাৎ—অপ্রধানত্বহেতু, হেয়ত্বহেতু গুণ-বিষয়ক ভক্তিও অপ্রধান হয়, ইহা তাৎপর্য্য। যদি বল, গুণ-ভক্তি অপ্রধান হয়

হউক, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ন চৈবমিতি—এইরূপ হয় না, কেননা, গুণের উপরই ভক্তি প্রধানরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, যদি ভগবানের সার্ব্বৈশ্বর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বাধিপত্য, সর্ব্বজ্ঞতা, পরমকারুণিকত্ব—এই সকল গুণ না থাকিত, তবে কেহই তাঁহাকে ভজন করিত না, অতএব তাঁহার গুণরাশিরই প্রধানভাবে ধ্যেয়তা প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং গুণ ও গুণীর অভেদে ভক্তিই করণীয়,—এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার জন্য এই অধিকরণে বিষয়বাক্য তুলিতেছেন—বিজ্ঞানমিত্যাদি। 'ভজনীয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দো জ্ঞানানন্দি বা' ইতি অর্থাৎ ব্রহ্ম কি স্বরূপতঃ প্রকাশানন্দ স্বরূপ? অথবা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশানন্দ ধর্ম্মবিশিষ্ট?—এই সংশয়।

অহি-কুণ্ডলাধিকরণম্

সূত্রম্—উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দময়ত্ব স্বরূপ ধর্ম্মিভাবে ও জ্ঞানানন্দ ধর্ম্মভাবে —এই উভয়ভাবে উল্লেখ হেতু 'তু' কেবল শ্রুতিদ্বারাই উহা বুঝাইতেছে। দৃষ্টান্ত —'অহিকুণ্ডলবৎ'—যেমন অহিকুণ্ডল বলিলে অহিই কুণ্ডল হইলেও কুণ্ডল যেমন তাহার বিশেষণ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দ বিশেষণ ॥২৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানানন্দো ধর্ম্ম-ত্বেন মন্তব্যঃ অহিকুণ্ডলবৎ। কুণ্ডলাত্মনোঽপ্যহের্যথা কুণ্ডলং বিশেষ-ণত্বেন মন্যতে তদ্বৎ। কুত এতৎ? তত্রাহ উভয়েতি। উক্তশ্রুতি-ষূভয়াভিধানাদিত্যর্থঃ। তু-শব্দেন শ্রুত্যেকগম্যতা দর্শিতা। অবি-চিন্ত্যত্বাদিত্থং ভাতি। ন চ দ্বিবিধবাক্যোপলম্ভাৎ পাক্ষিকং স্বরূপং, ন বা স্বগতভেদবদিতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইলেও জ্ঞানানন্দকে তাঁহার ধর্ম্মরূপে (বিশেষণরূপে) মনে করিতে হইবে। যেমন অহিকুণ্ডল শব্দটি ধর্ম্মিবোধক অথচ ধর্ম্মবোধক। অর্থাৎ কুণ্ডলস্বরূপ হইলেও সর্পের কুণ্ডলকে যেমন বিশেষণরূপে মনে

করা হয়, সেই প্রকার। ইহা কোন্ প্রমাণে বলা হইতেছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'উভয়ব্যপদেশাৎ' যেহেতু উক্ত বিষয়ে শ্রুতি দ্বিবিধই বলিয়াছেন। সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি দ্বারা উহার শ্রুতিমাত্র-বোধ্যতা দেখাইয়াছেন কারণ অচিন্তনীয় শক্তিমত্তাহেতু এইরূপে অর্থাৎ জ্ঞানানন্দস্বরূপে ও জ্ঞানানন্দবিশিষ্টরূপে তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যদি বল, দ্বিবিধ শ্রুতিই যখন রহিয়াছে তখন তাহার তাৎপর্য্য—কদাচিৎ ব্রহ্ম নির্গুণ, আর কদাচিৎ তিনি সগুণ, এ-কথা বলা যায় না এবং এইরূপ স্বগত-ভেদবিশিষ্ট ব্রহ্ম, ইহাও বলা যায় না ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উভয়েতি। অহীতি। অহেঃ সংস্থিতিবিশেষঃ কুণ্ডলম্। তদ্‌যথা ততো নাতিরিচ্যতে তথা বিগ্রহাদাত্মনঃ সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদিকমিতি। অবিচিন্ত্যত্বাদবিচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ তদ্রূপবিশেষযোগাদিতি যাবৎ। ইত্থমিতি। তাদৃশস্বরূপত্বেন তাদৃশগুণবত্ত্বেন চেত্যর্থঃ। পাক্ষিকমিতি। ক্বচিন্নির্গুণং ক্বচিৎ সগুণং চেত্যর্থঃ। অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম খলু দ্বিরূপং দৃষ্টম্। ষোড়শিযোগাযোগাভ্যামতিরাত্রবৎ ব্রহ্ম তু পরিনিষ্পন্নমেকবিধমিতি ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—উভয়ব্যপদেশাদিত্যাদি সূত্রে অহিকুণ্ডলবদিতি ভাষ্যে অহির অবয়ব-সংস্থানবিশেষ কুণ্ডল, তাহা যেমন অহি হইতে বিভিন্ন নহে, (অবয়বাবয়বী অভিন্ন এই মতে) সেইরূপ পরমেশ্বরের বিগ্রহ হইতে সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদি (সর্ব্বেশ্বরত্ব) গুণও অভিন্ন, তাহার হেতু তিনি অচিন্তনীয় শক্তিশালী, উক্ত প্রকার বিশেষযোগবশতঃ—ইহা তাৎপর্য্য। ইত্থমিত্যাদি কোথায়ও জ্ঞানানন্দ স্বরূপে আবার কখনও জ্ঞানানন্দ গুণবিশিষ্টস্বরূপে ব্রহ্ম প্রকাশ পান। তাই বলিয়া দ্বিবিধ শ্রুতি পাওয়ায় স্বরূপ তাঁহার পাক্ষিক অর্থাৎ যখন নির্গুণ তখন তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপ আবার যখন সগুণ তখন জ্ঞানানন্দ বিশিষ্ট তিনি, এইরূপ বলা চলে না; কারণ তাহাতে স্বগত ভেদ হইয়া যায় কিন্তু ব্রহ্ম ত্রিবিধভেদহীন (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদহীন)। কথাটি এই—অনুষ্ঠান-সাধ্য কর্ম্ম দুইপ্রকার হইতে পারে—যেমন অতিরাত্র-যাগ ষোড়শি (সোমপাত্র বিশেষ) বিশিষ্ট, আবার ষোড়শিগ্রহণাভাববিশিষ্ট, উহারা অসিদ্ধ বস্তু কিন্তু ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু একবিধই ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শ্রীভগবানের স্বরূপ যে তাঁহার গুণের সহিত

অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উহাদের ভেদ-বিচার উপস্থিত হইলে ভক্তিও গৌণী হইয়া পড়ে, কিন্তু ভক্তি কখনও গৌণী হইতে পারে না, যেহেতু ভক্তির প্রাধান্য সর্ব্বদাই অনুভূত হইয়া থাকে।

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) আবার মুণ্ডকে আছে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯) ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে গুণস্বরূপ ও গুণিস্বরূপ উভয়রূপেই বলিয়াছেন। এ-স্থলে সংশয় উপস্থিত হয় যে, ভজনীয় ব্রহ্ম কি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ? অথবা তিনি জ্ঞানানন্দী? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, দ্বিবিধ বাক্য যখন পাওয়া যায় তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দকে ধর্ম্মরূপে বুঝিতে হইবে। কারণ শ্রুতি উভয়রূপেই বর্ণন করিয়াছেন। অহিকুণ্ডলই এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল। সর্প কুণ্ডলযুক্ত হইলেও যেমন অহিরূপে অভিন্ন এবং কুণ্ডলরূপে ভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপও হন আবার জ্ঞান-আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণও বলা হয়। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-মহিমায় উভয়ই সম্ভব।

শ্রীমন্মধ্ব-ভাষ্যে পাই,—

"স্বরূপেণানন্দাদিনা কথমানন্দত্বাদিরিত্যত উচ্যতে। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ (তৈত্তিরীয়—২।৪।১)। অথৈষ এব পরমাত্মানন্দ ইত্যুভয়ব্যপদেশাৎ অহিকুণ্ডলবদেব যুজ্যতে যথাহিঃ কুণ্ডলী কুণ্ডলঞ্চ 'তু' শব্দাৎ কেবলশ্রুতিগম্যত্বং প্রদর্শয়তি।"

শ্রীজীবপাদ তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয় বিচারের মধ্যে এই সূত্রের শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসারিণী ব্যাখ্যা-অবলম্বনে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মেও পাই,—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ উঃ ২।১।১) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুঃ উঃ ১।১।৯) 'এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ'(বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈঃ উঃ ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের জ্ঞানাদিত্ব এবং জ্ঞানাদিমত্ত্ব —উভয়ই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। সূত্রস্থ 'তু' শব্দে ইহাই নির্দ্ধারণ করিতেছে যে, শ্রুতিই এস্থলে প্রমাণ। সুতরাং শ্রীভগবানে গুণ-গুণীর ভেদ ও অভেদ নির্দ্দেশক লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যপদেশহেতু অহিকুণ্ডল উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। যেরূপ অহি বলিলে কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু উহার ফণা, কুণ্ডল প্রভৃতি

যারা ভেদ প্রতীতি ঘটে, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের স্তবে পাই,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥" (ভাঃ ১০।২।২৬)

শ্রীউদ্ধবের বাক্যেও পাই,—

"তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
নির্ব্বিণ্ণধীরহম্ হে বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে॥" (ভাঃ ১১।৭।১৮)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্‌ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" (ভাঃ ৩।৯।১১)॥ ২৮॥

সূত্রম্—প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ॥ ২৯॥

সূত্রার্থ—অথবা প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য যেমন প্রকাশের আশ্রয়ও হন সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, এজন্য তাঁহাকে প্রকাশাশ্রয় নির্ণয় করা হয়॥ ২৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ব্রহ্মণস্তেজস্ত্বাচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তস্য নির্ণয়ঃ স্যাৎ। প্রকাশাত্মা রবির্যথা প্রকাশাশ্রয়ো ভবত্যেবং জ্ঞানাত্মা হরির্জ্ঞানাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাবিরোধিতিমিরবিরোধি চ বস্তু তেজঃ কথ্যতে॥ ২৯॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্ম তেজঃস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া প্রকাশাশ্রয়বৎ-মতও তাঁহার নির্ধারণ হইতে পারে, অর্থাৎ যেমন সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশের আশ্রয় বলিয়া অবধারিত হন, এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ শ্রীহরি জ্ঞানের

আশ্রয়রূপে কথিত হন। তেজঃশব্দের অর্থ যে বস্তু অবিদ্যার বিরোধী এবং অন্ধকারের বিরোধী (প্রতিপক্ষ) তাহাই অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দৃষ্টান্তান্তরমাহ প্রকাশেতি ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—এ-বিষয়ে অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—প্রকাশাশ্রয়-বদ্বা ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এস্থলে সূত্রকার অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন যে, প্রকাশ-স্বরূপ সূর্য্য যেমন প্রকাশের আশ্রয়, সেইরূপ জ্ঞানাত্মা শ্রীহরিও জ্ঞানের আশ্রয়। ব্রহ্ম তেজস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ঐভাবে নির্ণয় করা হয়। অবিদ্যার বিরোধী ও অন্ধকারের বিরোধী বস্তুকেই তেজ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভাষ্যেও পাই,—

"যথাদিত্যস্য প্রকাশত্বং প্রকাশিত্বঞ্চ এবং বা দৃষ্টান্তান্তেজোরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ ॥"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও পাওয়া যায়,—

"অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা,—প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদা-শ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ। অথচ ভেদ-ব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৩।৪০) ॥ ২৯ ॥

সূত্রম্—পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—'অথবা পূর্ব্বঃ কালঃ' এ-কথা বলিলে যেমন একটা ব্যাপক কালকে খণ্ড করিয়া বলা হয় অর্থাৎ এখানে যেমন ব্যবচ্ছেদক (বিভাজক) পূর্ব্বশব্দটি ব্যবচ্ছেদ্য কাল হইতে অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ অর্থ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী উভয়স্বরূপই মনে করিবে ॥ ৩০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা পূর্ব্বঃ কাল ইত্যেক এবাবচ্ছেদ্যোঽবচ্ছেদকশ্চ প্রতীয়তে তদ্বজ্জ্ঞানানন্দোঽর্থো ধর্ম্মো ধর্ম্মী চ প্রত্যেতব্যঃ, আনন্দেন ত্বভিন্নেন ব্যবহারঃ প্রকাশবৎ। পূর্ব্ববদ্বা যথা কালঃ স্বাবচ্ছেদকতাং ব্রজেদিতি যথোত্তরং দৃষ্টান্তাঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন 'পূর্ব্বঃ কালঃ' পূর্ব্ববর্ত্তীকাল এ-কথায়, একই কাল অবচ্ছেদ্য (বিভাজ্য) ও অবচ্ছেদক (বিভাজক) উভয়ই কাল প্রতীত হয়, সেই প্রকার জ্ঞান ও আনন্দ বস্তুটি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী উভয়ই জ্ঞাতব্য। এ-বিষয়ে স্মৃতি-বাক্য দেখাইতেছেন, যথা—'আনন্দেন ত্বভিন্নেন' ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দের সহিত অভিন্ন হইয়াও সেই আনন্দের সহিত যে ব্যবহার তাহা যেমন প্রকাশের মত অথবা যেমন পূর্ব্বকাল বলিলে একই অখণ্ডকাল নিজের অবচ্ছেদকতাকে প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ এখানেও জানিবে। উত্তরোত্তর দৃষ্টান্তগুলি সূক্ষ্ম ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যদৃষ্টান্তমাহ পূর্ব্ববদিতি। সূত্রদ্বয়ভাষ্যং সপ্রমাণং কর্ত্তুং স্মৃতিমুদাহরতি আনন্দেনেতি ব্রাহ্মে ॥ ৩০ ॥

টীকানুবাদ—এ-বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন 'পূর্ব্ববদ্বা' ইতি। উত্তরোত্তর দুইটি ভাষ্যকে প্রমাণসিদ্ধ করিবার জন্য স্মৃতিবাক্য দেখাইতেছেন, —আনন্দেন ত্বভিন্নেন ইত্যাদি ইহা ব্রহ্মপুরাণে আছে ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়াও ধর্ম্মী ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা কাল-দৃষ্টান্তের দ্বারাও সূত্রকার বুঝাইতেছেন। দৃষ্টান্তগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীতে অভিন্নত্ব বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার স্বীয় টীকায় স্মৃতির প্রমাণও উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে ভগবৎ-সন্দর্ভের বিচারে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মেও জানা যায়,—সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাঁহার যেরূপ স্ব-পর-প্রকাশকশক্তি প্রতীত হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরও স্ব-পর-জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তি উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥
স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥"

(ভাঃ ১০।২৭।১০-১১) ॥ ৩০ ॥

সূত্রম্—প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম-সম্বন্ধে গুণগুণি-ভেদজ্ঞানের নিষেধও আছে ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চোঽবধারণে। "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি" ইতি কঠশ্রুতৌ। "নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ-আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকরপাদ-মুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা" ইত্যাদিস্মৃতৌ চ। গুণগুণিভেদনিষেধাৎ স্বরূপাৎ গুণা ন ভিদ্যন্তে। অতএব জ্ঞানা-দীনাং ধর্ম্মাণাং ভগবচ্ছব্দবাচ্যতা স্মর্য্যতে। "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ" ইতি। তথাচৈকস্যৈব দ্বেধা ভণিতিরম্বুবীচিবৎ বিশেষাদ্ভবতি। এবং রসাবস্থস্য তস্য রসানন্দশ্চ স্বোল্লাসবপুরভ্যুপেয়ঃ। নিত্যৈশ্চৈষ কর্ম্মনিত্যত্ববিনির্ণয়াৎ। বিশেষস্তু ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবেঽপি ভেদ-কার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদের্ব্যবহারস্য নির্ব্বর্ত্তকঃ। অন্যথা সত্তা সতী কালঃ সর্ব্বদাস্তি দেশঃ সর্ব্বত্রেত্যাদ্যবাধিতব্যবহারানুপপত্তিঃ। ন চ সত্তা সতীত্যাদিবুদ্ধির্ভ্রমঃ "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদিবদবাধাৎ। ন চারোপঃ সিংহো দেবদত্তো নেতিবৎ সত্তা সতী নেতি কদাপ্যব্যবহারাৎ। ন চ সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি স্বভাবাদেব তদ্ব্যবহারঃ। তস্যৈবাত্র

তচ্ছব্দেনোক্তেঃ। তৎসিদ্ধিস্তর্থাপত্তের্যথোদকমিতি বাক্যবলাচ্চ বোধ্যা। ইহ ভগবদ্‌গুণানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি ভেদপ্রতিনিধেস্তস্যাপ্যভাবে গুণগুণিভাবো গুণবহুত্বে যুজ্যতে। স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্ব্বাহকশ্চেতি নানবস্থা। তথাত্বন্তু তস্য ধর্ম্মিগ্রাহকমানসিদ্ধম্॥ ৩১॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে অর্থাৎ অপরের ব্যাবৃত্তি করিয়া দিতেছে—যথা কঠোপনিষদে—একমাত্র মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে পাইতে পারা যাইবে। ব্রহ্ম-ভিন্ন নানা কিছুই নাই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মে স্বরূপের ও গুণগণের পরস্পর ভেদ দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুর মুখে পতিত হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু লাভ করে, যেমন পর্ব্বত সমূহের উপর বৃষ্টিপাত হইলে সেই জল দুর্গের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ব্রহ্মগুণকে পৃথক্‌বস্তু বলিয়া যে দর্শন করে, সে জন্মমৃত্যু লাভ করে। আবার স্মৃতিবাক্যেও আছে যথা—নির্দ্দোষ ও পূর্ণ গুণ যাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ স্বরূপ, শরীর ও গুণ যাঁহার চেতন স্বরূপ, তিনি আত্মতন্ত্র অর্থাৎ নিরপেক্ষ, সেই স্বপ্রকাশ সুখাত্মা শ্রীহরি আনন্দময় হস্ত, পাদ, মুখ, উদরাদি বিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে ভেদশূন্য, ইহাতে গুণ ও গুণীর ভেদ নিষেধ-হেতু বুঝাইতেছে যে, স্বরূপ হইতে গুণ ভিন্ন নহে। এইজন্য জ্ঞানাদি ধর্ম্মকে ভগবচ্ছব্দের বাচ্য বলা আছে, যথা—বিষ্ণুপুরাণে—পাপ, জরা প্রভৃতি হেয় দোষ ব্যতীত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ এই সমস্তই অশেষে ভগবৎ-শব্দের বাচ্য। ভেদ না থাকিলেও কোন বিশেষ কারণে একবস্তুর গুণগুণিভাব প্রতীতি দুইভাবে হয়, অম্বুবীচির মত অর্থাৎ যেমন জলজাত তরঙ্গ জল হইতে ভিন্ন না হইলেও জলের তরঙ্গ নামে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ গুণ ও গুণী এক হইলেও বিশেষ ধর্ম্মে অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠধর্ম্মত্বহেতু ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্ম রসাবস্থাপন্ন হওয়ায় তাহার রসানন্দময় বিগ্রহ নিজ উল্লাসময় স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তদীয় ধর্ম্ম সকল নিত্য বলিয়াও ঐ রসানন্দ বিগ্রহও নিত্য। তবে যে ভেদ প্রতীতি হয়, উহার প্রতিনিধি বিশেষ অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠতারূপবৈশিষ্ট্যহেতু। ঐ বিশেষই ভেদ না থাকিলেও ভেদকার্য্য

ধর্ম্মধর্ম্মিভাব প্রভৃতি ব্যবহারের নিষ্পাদক হইতেছে। যদি বিশেষকে ভেদাভাবেও ভেদ কার্য্যের ব্যবহারের নিষ্পাদক না বল, তবে সত্তা সতী—সত্তা সর্ব্বদা আছে, কাল সব সময় আছে, দেশ সর্ব্বত্র আছে ইত্যাদি বিদ্বজ্জনব্যবহার ভেদাভাবেও ভেদ ব্যবহার হয় কেন? রাহুর মস্তক ইত্যাদি প্রতীতির মত সত্তা সতী ইত্যাদি প্রতীতি ভ্রমাত্মক নহে, কারণ যেমন 'ঘটঃ সন্' ঘট সত্তাবান্ ইত্যাদি প্রতীতি অবাধেই হয়। আবার সিংহো দেবদত্তঃ এই বাক্যে দেবদত্তের উপর আরোপিত সিংহত্ববলে সিংহ দেবদত্ত হয় না, এইরূপও নহে যেহেতু 'সত্তা সতী ন' সত্তা সৎ নয় এ ব্যবহার কথনই হয় না। অন্য সত্তাদির অভাবেও স্বভাব বশতঃই ঐরূপ ব্যবহার হয়, এ-কথাও বলিতে পার না; যেহেতু সেই স্বভাবকেই বিশেষ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষসিদ্ধি অর্থাপত্তি প্রমাণ ও যথোদকমিত্যাদি বলেই স্বীকার্য্য, কিংবা অম্বুবীচির মত ভেদপ্রতীতি পুরঃসর। 'যথোদকমিত্যাদি' বাক্যে ভগবানের গুণ বলিয়া সেই গুণের সহিত গুণী—ভগবানের ভেদ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। ভেদপ্রতিনিধি স্বরূপ সেই বিশেষেরও অভাব হইলে যেখানে বহুগুণ আছে, তথায় গুণগুণিভাব সঙ্গত হয় না, সেই বিশেষ বস্তুস্বরূপে অভিন্ন হইলেও নিজের নির্ব্বাহক, অতএব উহাতে অনবস্থা দোষ নাই। বিশেষের বস্তুর সহিত অভিন্নত্ব ও স্বনির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মীর অনুমাপক, ইহা প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রতিষেধাদিতি। য ইহেতি। ইহ ব্রহ্মণি যো নানেব পশ্যতি স্বরূপস্য গুণগণস্য মিথো ভেদমেব জানাতি স মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুমাপ্নোতি পুনঃ পুনর্জন্মমরণপ্রবাহং বিন্দতি ন কদাচিদপি বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। যথোদকমিতি। পর্ব্বতেষু বৃষ্টমুদকং যথা দুর্গে নিম্নস্থানে বিধাবতি এবং ধর্ম্মান্ গুণান্ পরমাত্মনঃ পৃথগ্ ভিন্নান্ পশ্যন্ বিজানন্ জনস্তান্ প্রসিদ্ধান্ জন্মমৃত্যুন্ বিধাবতি বিন্দতীত্যর্থঃ। ননু সজাতীয়ো বিজাতীয়শ্চ ভেদো মাস্তু স্বগতভেদস্তু স্বীকার্য্য ইতি যে প্রাহুস্তান্নিরাকর্ত্তুং নারদপঞ্চরাত্রবচনম্ উদাহরতি নির্দোষেতি। নির্দোষঃ পূর্ণশ্চ গুণো বিগ্রহো যস্য সঃ। বিগ্রহগুণয়োর্জাড্যং ব্যাবর্ত্তয়িতুং নিশ্চেতনেতি। শরীরং গুণাশ্চ চেতনাত্মকমিত্যর্থঃ। নন্বাত্মা বিগ্রহো গুণাশ্চেতি ত্রয়াণাং প্রত্যয়াৎ স্বগতভেদো

দুর্নিবার ইতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবে চ বিভাতেঽপি স্বগতভেদশূন্যঃ পরমাত্মেতি। সজাতীয়াদিভেদয়োর্গন্ধোঽপি নেত্যর্থঃ। চিন্মাত্রত্বং প্রাপ্তং নিরস্যন্নাহ আনন্দমাত্রেতি। তথা চ স্বপ্রকাশ-সুখাত্মা হরির্নানাবিশেষবিশিষ্টোঽপি ভেদশূন্য ইত্যর্থঃ। গুণগুণিনোরভেদে লিঙ্গান্তরমাহ অতএবেত্যাদি। জ্ঞানেতি শ্রীবৈষ্ণবে। বিনা হেয়ৈরিতি। তে চাত্র পাপজরাদয়ো হেয়া ধর্ম্মা বোধ্যাঃ। তত্রৈবানন্তকল্যাণগুণাত্মকো-ঽসাবিতি চ বাক্যং মৃগ্যম্। তথা ভেদ এব সতি গুণগুণিভাবপ্রতীতিং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি তথাচেত্যাদিনা। বিশেষাৎ পরমাত্মনিষ্ঠাদ্ধর্ম্মাৎ। নিত্যশ্চৈব ইতি। এষ রসানন্দঃ। তত্র হেতুঃ কর্ম্মেতি। এতচ্চ সর্ব্বাভেদাদন্যত্র দ্রষ্টব্যম্। নমু রাহোঃ শির ইতিবদ্ভ্রান্তিরেব তদ্ভাবপ্রতীতিরস্তু বিশেষ-হেতুকা সেতি কিমর্থমাগ্রহ ইতি চেত্তত্রাহ অন্যথেতি। আদিনা ভেদো ভিন্নঃ ইত্যাদিগ্রহবিশেষহেতুকতয়া বস্তুতস্তদ্ভাবপ্রতীতেরস্বীকারে সত্তা সতী-ত্যাদিবিদ্বৎপ্রতীতেরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ন চেত্যাদি। তস্যৈব স্বভাবস্য এব। তচ্ছব্দেন বিশেষশব্দেন। তৎসিদ্ধির্বিশেষসিদ্ধিঃ। ইহ যথোদকমিত্যাদিবাক্যে। তস্যাপি বিশেষস্য। স চ বিশেষঃ। তথাত্বস্থিতি। তস্য বিশেষস্য। তথাত্বং বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্ব্বাহকত্বং চেত্যর্থঃ। যেনৈবং ধর্ম্মানিত্যাদিপ্রমাণেন নির্ভেদে ব্রহ্মণি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবোজ্জৃম্ভকো বিশেষো ধর্ম্মী সিদ্ধ্যতি। তেনৈব তস্য বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্ব্বাহকত্বং চ স্বস্য তাদৃশে তদ্ভাবোজ্জৃম্ভকমচিন্ত্যত্বং সিধ্যতি। যথা কার্য্যলিঙ্গকেনানুমানেনেশ্বরো বিশ্বকর্ত্তৃতয়া সিদ্ধ্যতি। তৎকর্ত্তৃত্বনির্ব্বাহকং জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নাদিকং চ তস্য তেনৈব সিধ্যতি। তথেদং দ্রষ্টব্যম্। বিশেষস্য বস্তুভিন্নত্বেঽনবস্থা স্যাদতর্ক্যত্বেন বিনা নির্ভেদে তস্মিন্নুভয়োজ্জৃম্ভকতা ন সিধ্যেৎ ॥ ৩১ ॥

টীকানুবাদ—'প্রতিষেধাদিতি' সূত্রে, 'য ইহ নানেব পশ্যতি' ইত্যাদি ভাষ্য, ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে স্বরূপের ও গুণগণের পরস্পর ভেদজ্ঞান করে, সে মৃত্যুর পর আবার মৃত্যু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু ধারা ভোগ করে, তাহা হইতে কখনও মুক্ত হয় না। 'যথোদকং দুর্গে-বৃষ্টমিত্যাদি' শ্রুতির অর্থ—পর্ব্বতে বৃষ্টি-পতিত জল যেমন নিম্নদিকে ধাবিত হয়, এই প্রকার ভগবানের সমস্ত গুণকে যে পরমাত্মা হইতে

পৃথগ্‌ভূত দেখে, সে সেই প্রসিদ্ধ জন্মমৃত্যু সমুদয় ভোগ করে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,—ব্রহ্মে সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ না থাকুক, স্বগত ভেদ তো মানিতেই হয়—এই আপত্তি যাহারা করে, তাহাদের মত নিরাসের জন্য নারদ-পঞ্চরাত্রের বাক্য উদাহৃত করিতেছেন—'নির্দ্দোষেত্যাদি'। নির্দ্দোষ ও পূর্ণ গুণ যাঁহার বিগ্রহ। অতঃপর তাঁহার বিগ্রহ ও গুণ যে অচেতন নহে, তাহাই বলিতেছেন—'নিশ্চেতনাত্মকশরীর-গুণৈশ্চহীনঃ' ইতি অর্থাৎ তাঁহার শরীর ও গুণ চেতন স্বরূপ। যদি বল, আত্মা, (স্বরূপ), বিগ্রহ ও গুণ এই তিনটির পৃথক্ প্রতীতি হেতু ব্রহ্মের স্বগত ভেদ তো অনিবার্য্য, তদুত্তরে বলিতেছেন—'সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা'। দেহদেহিভাব ও গুণগুণিভাব প্রতীত হইলেও পরমাত্মা স্বগতভেদ-শূন্য—ইহাই বিশেষ, তাঁহাতে যে সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়-ভেদের লেশমাত্রও নাই, ইহা আর বক্তব্য কি? অতঃপর কেবল চিন্মাত্র স্বরূপকেও নিরাসপূর্ব্বক বলিতেছেন—'আনন্দমাত্রেতি'। ইহার অর্থ—স্বপ্রকাশ আনন্দময় শ্রীহরি নানাবিশেষ-বিশিষ্ট হইলেও স্বগতভেদশূন্য; গুণগুণীর অভেদহেতু ইহা সঙ্গত। এ-বিষয়ে আরও একটি সাধক (হেতু) দেখাইতেছেন—অতএব জ্ঞানাদীনাং ধর্ম্মাণামিত্যাদি জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্মের ভগবচ্ছব্দের বাচ্যতা অর্থও স্মৃত হয়। যথা 'জ্ঞানশক্তি' ইত্যাদি ইহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত। বিনা হেয়ৈরিতি, হেয় কি? পাপ, জরা প্রভৃতি পরি-ত্যাজ্য ধর্ম্মগুলিই এখানে হেয় শব্দের দ্বারা বোধ্য। বিষ্ণুপুরাণে সেইস্থলেই 'অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ' শ্রীহরি অসীম কল্যাণগুণস্বরূপই এই বাক্যও অন্বেষণীয়। সেই প্রকার ভেদ সত্ত্বেই গুণগুণিভাবপ্রতীতি হয়, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—তথাচেত্যাদি বাক্য দ্বারা, একেরই দুই প্রকারে (গুণ-গুণিভাবে) প্রতীতি হয় অম্বুবীচির মত, তাহাও ভগবদ্বিষয়ে বিশেষত্ব অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে। 'নিত্যশ্চৈষ কর্ম্মনিত্যত্ববিনির্ণয়াৎ' ইতি এষঃ—এই রসানন্দ। সে-বিষয়ে হেতু 'কর্ম্মনিত্যত্ববিনির্ণয়াৎ' তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ লীলা নিত্য বলিয়া নির্ণীত আছে। এই সর্ব্বপ্রকার অভেদ ভিন্নস্থলে জ্ঞাতব্য। আপত্তি এই—'রাহোঃ শিরঃ' ইত্যাদি প্রতীতির মত এই গুণগুণিভাব-প্রতীতিও ভ্রমাত্মক বলিব এবং তাহাও বিশেষ বশতঃই এ-জন্য এই অভেদে ভেদ সাধনার্থ এত প্রয়াস কেন? এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অন্যথা সতীতি…দেশঃ সর্ব্বত্রাস্তীত্যাদি, এই ইত্যাদি পদের আদিপদ গ্রাহ্য 'ভেদো ভিন্নঃ' ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষ যখন হয়, তখন বস্তুতঃ উহাদের সত্তার অর্থাৎ স্বরূপের অস্বীকার হইলে সত্তা সতী, কালঃ সর্ব্বদাস্তি ইত্যাদি বিদ্বজ্জন-প্রতীতি অসিদ্ধ হইয়া পড়ে—ইহাই তাৎপর্য্য। ন চ সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি ইত্যাদি—তস্যৈব তচ্ছব্দেনোক্তেরিতি—তস্য—স্বভাবেরই তচ্ছব্দেনোক্তেঃ—বিশেষ শব্দের দ্বারা। তৎসিদ্ধিস্তু—সেই বিশেষ সিদ্ধি কিন্তু। 'ইহ ভগবদ্‌গুণা-নভিধায়' ইত্যাদি ইহ 'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে। তস্যাপ্যভাবে ইতি তস্য—সেই বিশেষের। স চ বস্তুভিন্ন ইতি—স চ—সেই বিশেষ। তথাত্বস্তু তস্য ইতি তথাত্বং—বস্তু হইতে অভেদ ও বিশেষ নির্ব্বাহকত্ব। 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুপ্রধাবতি' এই প্রমাণ দ্বারা ত্রিবিধ ভেদরহিত ব্রহ্মে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী উভয় ভাবের প্রকাশক বিশেষরূপ ধর্ম্মী সিদ্ধ হইতেছে সেই প্রমাণ দ্বারাই বিশেষের বিশেষী বস্তু হইতে অভিন্নত্ব এবং স্বনির্ব্বাহকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মে বিশেষের ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের উদ্ভাবক অচিন্তনীয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এ-বিষয়ে অনুমান প্রমাণ দেখাইতেছেন—যেমন কার্য্যলিঙ্গক অনুমান দ্বারা জগৎ কর্ত্তৃত্বরূপে ঈশ্বর-সিদ্ধি অর্থাৎ ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ, যদ্ যৎ কার্য্যং তত্তৎ কর্ত্তৃজন্যং যথা ঘটঃ, এইরূপ অনুমান দ্বারা ইতরবাধ সহকারে কার্য্যত্বহেতুদ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতেছেন, আবার ঈশ্বরের বিশ্বকর্ত্তৃত্ব রূপবিশেষ নির্ব্বাহক (নিত্য) জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতিও সেই কার্য্যত্ব-লিঙ্গক অনুমান দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ ঈশ্বরঃ জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবান্ জগৎ কর্ত্তৃত্বাৎ—এই অনুমান দ্বারা জগৎ কর্ত্তৃত্বহেতুক জ্ঞানেচ্ছাদিরও সিদ্ধি হইতেছে, সেই প্রকার এই বিশেষের সিদ্ধিও ঐ কার্য্যলিঙ্গক অনুমান দ্বারা জ্ঞাতব্য। যদি বিশেষকে অতর্কণীয় না বলা হয় তবে ভেদহীন ব্রহ্মে গুণগুণিভাবরূপ উভয়বিধত্বই সিদ্ধ হয় না॥ ৩১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রীভগবানের গুণগুণিভেদ-বিচার সর্ব্বত্র সকল শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ-জন্য শ্রীভগবানের গুণসমূহও ভগবৎশব্দবাচ্য। শ্রীভগবানের সহিত তদীয় গুণের ভেদ-দর্শনকারীর যে অধোগতি হয়, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—শ্রীভগবান্ দোষস্পর্শশূন্য, পরিপূর্ণ কল্যাণগুণময় বিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, তাঁহার বিগ্রহ ও গুণ সকলই চিন্ময়; আনন্দ-

ময়ই তাঁহার করচরণাদি অবয়ব। তিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-রহিত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত॥
ব্রহ্মাদি রহু, সহস্রবদনে অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত॥
তেঁহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল-মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩-৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৩।৪০ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

"ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ, চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২২)

(লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খ ১২৮ অঙ্কে ধৃত কৌর্ম্ম-বচন)

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

কালসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"অপূর্ণ-গুণরূপাস্তু সম্পূর্ণ-গুণরূপকম্।
ভজন্তি পরমং ব্রহ্ম দেবাস্ত্রিগুণবর্জ্জিতম্॥" ॥ ৩১ ॥

শ্রীহরি পরমানন্দস্বরূপ

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইদানীং পরানন্দাদিত্বং শ্রীহরের্নিরূপ্যতে। জীবানন্দাদিসাম্যে তত্র ভক্তেরনুদয়ঃ। তথাহি ধর্ম্মবোধকানি বাক্যানি বিষয়ঃ। ব্রাহ্ম্যমানন্দাদি জৈবানন্দাদের্বিলক্ষণং ন বেতি সন্দেহে লৌকিকানন্দাদিপদবাচ্যত্বাদবিলক্ষণং তৎ। ন হি ঘটপদবাচ্যং ঘটবিলক্ষণং স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এক্ষণে শ্রীহরির পরমানন্দরূপতা বিচার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। যদি বল, ব্রহ্মানন্দের জীবানন্দাদির সহিত সাম্য হইলে পরমেশ্বরে ভক্তির উদয় হয় না; কিরূপে? তাহা দেখাইতেছি,—শ্রীভগবানের গুণবোধক বাক্যগুলি বিষয়, তাহাতে সংশয়—ব্রহ্মানন্দাদি জৈবানন্দ প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র কিনা? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, স্বতন্ত্র নহে; কারণ আনন্দ-পদের বাচ্য উভয়ই আনন্দ; লৌকিক আনন্দের নামও আনন্দ আবার ব্রহ্মানন্দের নামও আনন্দ। দেখ, ঘট শব্দের বাচ্য ঘট, সে ঘট হইতে কখনও পৃথক্ পদার্থ হয় না; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইদানীমিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অস্তু স্বাত্মকবিগ্রহগুণকশ্চিদানন্দো হরিস্তথাপি ন স জীবেন ভজনীয়ঃ। ভক্তৌ প্রবর্ত্তকস্য তস্যাপি তাদৃশত্বেন শ্রবণাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ইদানীমিত্যাদি ভাষ্যে—এই অধিকরণেও পূর্ব্বের মত আক্ষেপসঙ্গতি। কিরূপে তাহা দেখাইতেছেন—প্রথমতঃ আক্ষেপ হইতেছে,—বেশ, শ্রীহরি চিদানন্দস্বরূপ হউন এবং তাঁহার বিগ্রহ ও গুণও তাঁহার স্ব-স্বরূপ হউক, তাহা হইলেও তিনি জীব কর্ত্তৃক ভজনীয় নহেন ; কারণ ? ভক্তির প্রবৃত্তি জন্মায় যে ব্রহ্মানন্দ, তাহার জীবানন্দ হইতে প্রভেদ নাই অর্থাৎ জীবানন্দও ব্রহ্মানন্দের মত বলিয়া শ্রুত হইতেছে, এই আক্ষেপের সূত্রকার সমাধান করায় আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হইতেছে—

পরাধিকরণম্

সূত্রম্—পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—জৈব আনন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ জাতিতে (স্বরূপতঃ)ও পরিমাণতঃ উৎকৃষ্ট, কেননা, ব্রহ্মসম্বন্ধে বিধৃতি গুণ, উন্মান অর্থাৎ অবাঙ্মনসগোচরত্ব, সম্বন্ধ অর্থাৎ অন্য বৈষয়িক আনন্দের ব্রহ্মানন্দাধীনত্বরূপ সম্বন্ধ এবং ভেদের উল্লেখ আছে ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো জৈবানন্দাদেব্র্রহ্মানন্দাদি পরং জাত্যা পরিমাণেন চোৎকৃষ্টম্। কুতঃ ? সেত্বিত্যাদেঃ। এষ সেতুর্বিধৃতির্য এষ আনন্দঃ পরস্যেতি সেতুত্বস্য ব্যপদেশাৎ। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত" ইত্যুন্মানস্য, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি সম্বন্ধস্য। অন্যজ্জ্ঞানন্তু জীবানামন্যজ্জ্ঞানং পরস্য চ। "নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়ত" ইতি ভেদস্য চ। ন হি সেতুত্বাদিকং লৌকিকানন্দাদাবস্তি ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃ—এই জৈবানন্দ (লৌকিকানন্দ) প্রভৃতি হইতে এই ব্রহ্মানন্দ, পরম্—উৎকৃষ্ট, কিসে ? জাতিতে ও পরিমাণেতে। কারণ কি ? 'সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ'—যেহেতু এই যে ব্রহ্মানন্দ ইনি সকলের সেতু

অর্থাৎ ধারক ; এখানে ব্রহ্মানন্দের সেতুত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' যাঁহা হইতে বাক্য অর্থাৎ ভাষা মনের সহিত ফিরিয়া আসে, সেই অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম, ইহাতে ব্রহ্মের অসাধারণ পরিমাণের ব্যপদেশ হইয়াছে, অপরও কারণ আছে—সম্বন্ধ যথা 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অংশ লইয়া অন্য সমস্ত প্রাণী স্থিতিলাভ করিতেছে, এই বাক্যে ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধ (উপজীবিত্ব) অন্য আনন্দে (জীবে) বলা হইতেছে। আবার স্মৃতি-বাক্যেও উভয়ের ভেদ কথিত আছে—যথা অন্যজ্‌জ্ঞানন্তু ইত্যাদি—জীবসাধারণের জ্ঞান আর পরমেশ্বরের জ্ঞান উভয় বিভিন্ন, কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, যাহা নিত্য, আনন্দময় ও অপরিণামী, অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পূর্ণ বলিয়া কথিত হন। এখানে উভয়ের ভেদেরও উল্লেখ আছে। এই বর্ণিত সেতুত্ব, উৎকৃষ্ট পরিমাণ, সম্বন্ধ লৌকিক আনন্দাদিতে নাই ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরমিতি। জাত্যেতি। গুড়ান্মধ্বিব জাত্যা বিন্দুতঃ সিন্ধুরিব পরিমাণেন চোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। এতস্যৈবেতি। আনন্দস্য শ্রীহরেরিত্যর্থঃ। অন্যজ্‌জ্ঞানমিতি। জ্ঞানস্যানন্দত্বেন বিশেষণং তস্য তদভেদং বোধয়তি ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—'পরমিতীত্যাদি' সূত্রে জাত্যা পরিমাণেন চেত্যাদি ভাষ্যে—জাতিহিসাবে ব্রহ্মানন্দ জীবানন্দাদি হইতে উৎকৃষ্ট, যেমন গুড় হইতে মধু উৎকৃষ্ট—সুস্বাদু—অতি মধুর, আবার পরিমাণেও উৎকৃষ্ট যেমন জলবিন্দু হইতে সিন্ধু (সমুদ্র)। এতস্যৈবানন্দস্যেত্যাদি—আনন্দস্য—অর্থাৎ আনন্দময় শ্রীহরির। অন্যজ্‌জ্ঞানন্তু জীবানামিত্যাদি। এখানে জ্ঞানকে যে আনন্দরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের সহিত আনন্দের অভেদ বুঝাইতেছে ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শ্রীহরির পরমানন্দরূপতা নিরূপিত হইতেছে। যদি বলা হয়, জীবের আনন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের সাম্য হইলে ব্রহ্মে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। এ-স্থলে শ্রীভগবানের ধর্ম্মবোধক বাক্য সকলই বিষয়, তাহাতে সংশয় এই যে, ব্রহ্মানন্দ জীবানন্দ হইতে

বিলক্ষণ কি না ? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত যে, উভয়স্থলেই যখন আনন্দ পদ ব্যবহৃত, তখন আনন্দ-পদবাচ্য আনন্দ সবই এক, অর্থাৎ কোন বিলক্ষণতা নাই। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলেন যে, ঘট বলিলে যেমন ঘটকেই বুঝায়, তাহা ব্যতীত অন্য পদার্থ বুঝায় না, সেইরূপ আনন্দপদবাচ্য সকলই এক আনন্দকেই বুঝাইবে।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদের ব্যপদেশ অর্থাৎ বোধক বাক্যসমূহ হইতে জৈবানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দের পরমত্বই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"ন চানন্দাদিত্বাল্লোকানন্দাদিবৎ এষ সেতুর্ব্বিধৃতির্য এষ আনন্দঃ পরস্যৈষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্যেতি সেতুত্বম্ উচ্যতে। যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যুন্মানত্বম্। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি সম্বন্ধঃ। অন্যজ্ জ্ঞানন্ত জীবানামন্যজ্ জ্ঞানং পরস্য চ। নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়ত ইতি ভেদঃ। অতোঽলৌকিকত্বাৎ পরমেব ব্রহ্মানন্দাদিকম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥" (ভাঃ ১০।২৯।৩৩)

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৩)

এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের ১।১।১২ সূত্রের সিদ্ধান্তকণাও দ্রষ্টব্য। ॥ ৩২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু ঘটপদবাচ্যং ঘটবিলক্ষণং নেত্যুক্তং তত্রাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন এই—ঘটপদবাচ্য বস্তু তো ঘট হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা যে পূর্ব্বে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

সূত্রম্—সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—না, ঐ শঙ্কা করিও না, সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ জাতি ধরিয়া ঐক্যবুদ্ধি হয়, তাই বলিয়া ব্যক্তির ঐক্য নাই ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। যথৈক এব ঘটশব্দো নানাবিধেষু ঘটেষু ঘটত্বসামান্যমাদায় বর্ত্ততে তথানন্দাদিশব্দোঽপ্যানন্দত্বাদিসামান্যমাদায় লৌকিকালৌকিকেষ্বানন্দাদিষ্বিতি নৈতাবতা ব্যক্তিসাদৃশ্যং সর্ব্বথা। অতএব "পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ। ন যোগবান্ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোক্ষ্যতি" ইতি জীবজ্ঞানাৎ পরং যজ্জ্ঞানং তন্ময় ইত্যুক্তম্॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। অর্থাৎ যেমন একই ঘটশব্দ শুক্ল-রক্ত-পীতাদি সকল ঘটেই প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ আনন্দ প্রভৃতি শব্দও আনন্দত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মানুসারে লৌকিক, অলৌকিক সকল আনন্দাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাই বলিয়া (ইহাদ্বারা) সর্ব্বপ্রকারে ব্যক্তির সাদৃশ্য প্রতিপাদিত হইল না। এই ব্যক্তিদের দুই আনন্দ, ব্যক্তির পরস্পর সাদৃশ্য নাই বলিয়াই বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি সঙ্গত হইতেছে, যথা পরজ্ঞানময় ইত্যাদি—ওহে মহারাজ! শ্রীহরি পরজ্ঞানস্বরূপ, তিনি কোন সময়েই মিথ্যাভূত অনিত্য নাম, জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হন না, পূর্ব্বে কখনও হন নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবেন না। পরজ্ঞান-শব্দের অর্থ জীবজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, তৎ-স্বরূপ তিনি, এই কথা এখানে বলা হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সামান্যাদিতি। অতএবেতি। পরজ্ঞানেতি শ্রীবৈষ্ণবে।

অসম্ভিরিত্যুক্তে সম্ভিস্তু যোগবানিত্যাদি কমায়াতি। তদিদং পীঠকে ভূরি দ্রষ্টব্যম্। বিভুর্হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকানুবাদ—সামান্যাদিতি সূত্রে অতএব ইত্যাদি ভাষ্যে—'পরজ্ঞান-ময়োঽসদ্ভিঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত। ইহাতে অসদ্ভিঃ—এই পদটি নাম জাত্যাদির বিশেষণ, ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে—সত্যভূত নিত্য নামাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। ইহা ভাষ্যপীঠকে প্রচুর দেখিতে পাইবে। বিভুঃ—অর্থাৎ শ্রীহরি (বিশ্বব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত নহে) ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছে—ঘট পদবাচ্য পদার্থ ঘট হইতে বিলক্ষণ নহে, তাহার উত্তর সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে দিতেছেন যে, সামান্যাৎ অর্থাৎ সাধারণ জাতি ধরিয়া উহা বলা হইয়া থাকে। যেমন এক ঘট-শব্দে বিভিন্ন প্রকার ঘটকে বুঝাইয়া থাকে, সেই প্রকার আনন্দ-শব্দে লৌকিক ও অলৌকিক সকল আনন্দকে সাধারণভাবে বুঝাইলেও ব্যক্তিগত সাদৃশ্য উহাতে সর্ব্বথা বুঝায় না। সুতরাং জীবজ্ঞান হইতে পরমেশ্বরের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্য অবগত হইতে পারিলে, লৌকিক ও অলৌকিক আনন্দের পার্থক্যও জানিতে পারা যাইবে।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"দর্শনাদেব চান্যানন্দাদীনাম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যং ব্যপদেশ্যং মুখ্যং জ্ঞান-মোজো বলমিতি ব্রহ্মণঃ, তস্মাদ্ ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাই,—

"স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈ-
স্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৪)

অর্থাৎ হে প্রভো! সর্ব্ববিধ রসের (আনন্দের) একমাত্র আকরস্থানীয় পরমাত্মরূপী পরমানন্দময়, শরণ্য আপনার চরণপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ

করিতে পারেন, তাঁহাকে আনন্দলাভের আশায় প্রাকৃত স্বজন, সুত, কলত্র, দেহ, গেহ, ধন, রত্ন, ক্ষেত্র, বিত্ত, শারীরিক বল এবং হস্তী অশ্ব, রথাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। এই পরমার্থ-তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, অতএব মৈথুনরতিরূপ মায়াসুখরত মানবগণকে স্বভাবতঃ বিনশ্বর ও গত-সার সংসারে কিছুতেই আনন্দ দিতে পারে না অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহারা প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্নু জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্বিলক্ষণং চেদ্ধর্ম্মিভূতং ব্রহ্ম তর্হি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যুপদেশঃ কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে,—যদি জীব ও জড় পৃথিব্যাদিস্বরূপ প্রপঞ্চ হইতে ধর্ম্মীভূত ব্রহ্ম পৃথক্ হয়, তবে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ সমস্তই ব্রহ্ম, ইহা নিঃসন্দেহ, যেহেতু বিশ্ব তাহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে লীন ও তাঁহার দ্বারা স্থিতিমান্—এইভাবে তাঁহাকে শমদমাদি-সম্পন্ন হইয়া উপাসনা করিবে। এই সকলের সহিত অভেদবোধক বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—আশঙ্ক্য পরিহরতি নন্বিতি। ইত্যুপদেশঃ সর্ব্বাভেদবোধকং বাক্যমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—'নন্ন' ইত্যাদি বাক্যে 'উপাসীতেত্যুপদেশঃ' ইতি উপদেশঃ অর্থাৎ সকলের সহিত ব্রহ্মের অভেদবোধক বাক্য।

সূত্রম্—বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—যদি ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ হয়, তবে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি কি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—ঐ

সর্ব্বস্বরূপত্ব উল্লেখ সকল বস্তুতে তদীয়ত্বজ্ঞানের জন্য। যেমন ভগবানের পাদস্বরূপে বিশ্বের ব্যপদেশ হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সোঽয়মুপদেশো বুদ্ধ্যর্থঃ। সর্ব্বত্র তদীয়ত্ব-জ্ঞানার্থঃ পাদবৎ। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইত্যত্র যথা বিশ্বস্য ভগবৎপাদত্বোপদেশস্তদ্বৎ। এবং হি দ্বেষনিহীনং মনস্তৎপ্রবণং ভবতি। ন চৈবং রাগপ্রাপ্তির্নিহীনত্ববুদ্ধের্বাধকত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই উপদেশ—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য—সকল পদার্থেই তদীয়ত্বজ্ঞানের জন্য অর্থাৎ সমস্তই তাঁহার—এই জ্ঞানের জন্য। দৃষ্টান্ত—পাদবৎ—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' এই শ্রুতিতে যেমন সমস্ত ভূতকে তাঁহার পাদস্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য—সমস্তই তৎ-সম্বন্ধীয়, সেইরূপ 'সর্ব্বং খল্বিদং' ইত্যাদি বাক্যে সমস্তই ভগবৎ-সম্বন্ধীয়, এই তাৎপর্য্য। এইরূপ জ্ঞাত হইলে দ্বেষবিহীন মন তদুন্মুখ হয়। যদি বল, সকল বস্তুতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বত্র আসক্তিও হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ মায়াবৈভবে অপকর্ষত্ব-বুদ্ধি তাহার প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ সকল বস্তুতে দ্বেষের অভাবজ্ঞান যেহেতু নাই, অতএব সর্ব্বত্র রাগ হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বুদ্ধ্যর্থ ইতি। এবং হীতি। সর্ব্বত্র তদীয়ত্বে জ্ঞাতে ন কোঽপি দ্বেষস্য বিষয়োঽস্তি। ততো দ্বেষশূন্যং মনো ভগবত্যনুরজ্যতীত্যর্থঃ। ন চৈবমিতি। ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞাতে দ্বেষ এব তত্র নিবর্ত্ততে। নম্বু রাগোঽপি তত্র স্যাৎ তন্মায়াবৈভবত্বেনাপকর্ষস্যাপি স্ফূর্ত্তেঃ। তথা চাস্তি ভক্তিপ্রযোজকঃ। স্বস্মাদ্ভগবতি মহানুৎকর্ষ ইতি ভজনীয়ঃ সঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকানুবাদ—বুদ্ধ্যর্থ ইত্যাদি সূত্রে, এবং হি দ্বেষনিহীনমিত্যাদি ভাষ্যে, ইহার তাৎপর্য্য—যদি সব বস্তুকে তাঁহারই বলিয়া বুঝি, তবে আর কেহই দ্বেষের পাত্র থাকে না, তাহার ফলে সর্ব্বত্র দ্বেষ-শূন্য মন শ্রীভগবানে অনুরক্ত হয়। 'ন চৈবং রাগপ্রাপ্তি'রিতি যাহার উপর তদীয়ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ জ্ঞাত

হয়, তাহাতে দ্বেষ চলিয়াই যায়। রাগ বা আসক্তি তাহাতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের মায়ার বৈভবরূপে তাহাতে অপকর্ষেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে, অপকর্ষ-বোধ জন্মিলে তাহাতে আর প্রেমের উদয় হয় না। অতএব ভগবানের উপর ভক্তির অসাধারণ হেতু হইতেছে যে, নিজ হইতে তাঁহার মহান্ উৎকর্ষ ; এই কারণে তিনি ভজনের পাত্র ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষবাদী আর একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন যে, যদি ধর্ম্মীভূত ব্রহ্ম জীব ও জড়াত্মক এই প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ হন, তাহা হইলে 'এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত অভেদ-বোধক বাক্যের সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে ? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য—সকল বস্তুতেই তদীয়ত্ব-জ্ঞানের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শ্রীভগবানের পাদ বলিলে যেমন, তদীয় সম্বন্ধ বুঝা যায়, সেইরূপ উক্ত বাক্যও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিচারে জানিতে হইবে।

সমস্ত বস্তুতে ভগবৎ-সম্বন্ধীয়ত্ববোধ থাকিলে কোথায়ও দ্বেষ-ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। এবং দ্বেষহীন মন সহজে ভগবৎপ্রবণতা-লাভে সমর্থ হয়। সকল বস্তুতে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইলেও প্রাপঞ্চিক বস্তুতে কখনও অনুরাগ হইবে না, কারণ ঐ সকল শ্রীভগবানের মায়া-বৈভব জানিয়া উহার অপকর্ষই উপলব্ধ হয় এবং শ্রীভগবানের পরম উৎকর্ষের অনুভবে তাঁহাকেই একমাত্র ভজনীয় জ্ঞানে তাঁহার ভজনে রত হইতে পারা যায়।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অপ্রসিদ্ধস্য কথমানন্দ ইত্যাদি ব্যপদেশ ইত্যতো বক্তি জীবেশ্বরসম্বন্ধ-জ্ঞাপনার্থমপ্রসিদ্ধোঽপি পাদো যথা পাদশব্দেন ব্যপদিশ্যতে "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইতি তথা "অলৌকিকোঽপি জ্ঞানাদিস্তচ্ছব্দাদেব ভণ্যতে। জ্ঞাপ-নার্থায় লোকস্য যথা রাজেব দেবরাড়িতি পাদ্মে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥" (ভাঃ ২।৬।১৬)
"সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥
পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি-মূর্দ্ধসু ॥"
(ভাঃ ২।৬।১৮-১৯) ॥ ৩৪ ॥

ভক্তির বৈচিত্র্যে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বৈচিত্র্য

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ ভক্তিবৈচিত্র্যায় ভজনীয়স্য শ্রীহরের্ভানবৈচিত্র্যং নিরূপ্যতে। ইতরথা ভক্তিবৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ। ভানবৈচিত্র্যন্তু স্থানানাদিত্বাদনাদিসিদ্ধম্। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য ন স্থানতোঽপীত্যাদিনানাস্থানেষু স্থানীভূতমেকং ব্রহ্ম প্রকাশত ইত্যুক্তম্। অথ তেষু তৎপ্রকাশস্য তারতম্যং স্যান্ন বেতি বীক্ষায়াং বস্ত্বৈক্যাৎ সমানশব্দবুদ্ধিবোধ্যত্বাচ্চ নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ভক্তির বৈচিত্র্যের জন্য ভজনীয় শ্রীহরির ভক্তের নিকট বিচিত্রভাবে প্রকাশ হয়, ইহাই নিরূপিত হইতেছে। যদি শ্রীভগবানের ভক্তের মধ্যে বিচিত্রভাবে প্রকাশ না হইত, তবে ভক্তির বৈচিত্র্যও হইত না। এই যে ভানের বৈচিত্র্য—ইহা প্রকাশের স্থান অনাদি, এজন্য অনাদিসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন—এই শ্রুত্যর্থ-বলে বুঝাইতেছে যে, স্থান-অনুসারে তাঁহার বহুরূপে প্রকাশ নহে, কিন্তু ভেদ হইলেও স্থানবশে অর্থাৎ নানাস্থানেও স্থানীভূত এক ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এই কথা বলা হইয়াছে। এখানে সন্দেহ এই—সেই সকল স্থানে তাঁহার প্রকাশের তারতম্য আছে কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—না, যখন স্থানী বস্তু এক এবং একই বুদ্ধিদ্বারা

বেন্ত, তখন প্রকাশের তারতম্য নাই ; এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বস্তুৎকৃষ্টানন্দাদিহ´রিস্তথাপি ন স ভজনীয়ো- বৈচিত্র্যাভাবাৎ। বিচিত্রো হি মনঃ সমাকর্ষতি নাবিচিত্র ইত্যাক্ষিপ্য সমা- ধেরিহ প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। অথ ভক্তীত্যাদি স্ফুটার্থম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—বেশ, শ্রীহরি সর্ব্বোৎ- কৃষ্ট, আনন্দময় ও জ্ঞানাদিস্বরূপ, তাহা হইলেও তিনি ভজনীয় কেন হইবেন ? কেননা, তাঁহার প্রকাশের কোন বৈচিত্র্য নাই। জগতে বিচিত্র বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, বিচিত্র না হইলে তাহা চিত্তাকর্ষক হয় না। এই আক্ষেপের পর সমাধান হওয়ায় এই অধিকরণেও আক্ষেপসঙ্গতি পূর্ব্বাধিকরণের মত জানিবে। অথ ভক্তিবৈচিত্র্যায়েত্যাদি অবতরণিকাভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট—

স্থানবিশেষাধিকরণম্

সূত্রম্—স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—দীপাদি প্রকাশক দ্রব্যের যেমন আধারভেদে প্রকাশ-তারতম্য, সেইরূপ ব্রহ্ম এক স্বরূপ হইলেও ভক্তভেদে, প্রাকট্যস্থানভেদে এবং ধাম- বিশেষে উহাদের বৈশিষ্ট্য-নিবন্ধন শ্রীভগবানের প্রাকট্যের তারতম্য আছে ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপং তথাপি তৎপ্রাকট্য- স্থানানাং তেষাং ধাম্নাং ভক্তানাঞ্চ বিশেষাদৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যব্যক্ততাচ্ছা- ন্তিদাস্যসখ্যাদিব্যক্ততাচ্চ তারতম্যাত্তৎপ্রাকট্যমপি তারতম্যভাক্ স্যাৎ প্রকাশাদিবৎ। যথা প্রকাশো দৈপঃ স্ফাটিকেষু কৌরুবিন্দেষু চ মন্দিরেষু চাকচিক্যারুণ্যাভ্যাং তারতম্যভাক্ যথা চৈকবিধোহপি

শব্দঃ কম্বুমৃদঙ্গবংশপ্রভৃতিষু মন্দ্রত্বমধুরত্বাদিবিশেষভাক্ তদ্বদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যস্মিন্ স্থানে ভগবতঃ পারমৈশ্বর্য্যাবিষ্কারস্তত্র তস্য ভক্তির্বিধিনা প্রবর্ত্ততে তয়া তীব্রঃ প্রকাশঃ স্ফাটিকনিকেতদীপবৎ যত্র সত্যপি পারমৈশ্বর্য্যে মাধুর্য্যাবিষ্কারস্তত্র খলু রুচ্যা প্রবর্ত্ততে তয়া মধুরঃ প্রকাশঃ কৌরুবিন্দনিকেতদীপবদিতি ধাম্নাং তচ্চিন্তকানাং ভক্তেশ্চ দ্বৈবিধ্যং সাধিতম্ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যদিও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই, তাহা হইলেও তাঁহার প্রকাশ-স্থানের অর্থাৎ ধামের ও ভক্তদিগের ভাবের বিশেষত্বহেতু এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের অভিব্যক্তিজনিত, ভক্তদিগের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি ভাবকৃত তারতম্যহেতু তাঁহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়, যেমন দীপাদির প্রকাশ আধারভেদে তারতম্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন দীপ স্ফটিকাধারে থাকিলে তাহার প্রকাশ চাকচিক্যবিশিষ্ট হয় এবং পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত গৃহমধ্যে দীপ অরুণপ্রকাশ হয়, এইরূপে দীপ প্রকাশের তারতম্য, অথবা যেমন ধ্বন্যাত্মকশব্দ এক হইলেও শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বংশী প্রভৃতিতে উৎপন্ন হইয়া কোথায়ও গম্ভীর, কোথায়ও মধুরাদি বিশেষরূপে শ্রুত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকটতার তারতম্য জানিবে। কথাটি এই—যেস্থানে ভগবানের পরম ঐশ্বর্য্যের আবিষ্কার, তথায় তাঁহার উপর ভক্তের ভক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই ভক্তি হেতু তাঁহার তীব্র প্রকাশ জানিবে; যেমন স্ফটিকাধারে দীপের তীব্রপ্রকাশ। আবার যেখানে পারমৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও মাধুর্য্যের আবিষ্কার, তথায় ভক্তি রুচি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাদৃশী ভক্তি দ্বারা তাঁহার মধুর প্রকাশ হয় যেমন পদ্মরাগমণি-গৃহে দীপের প্রকাশ। এইরূপে প্রকটস্থানের ও ভগবচ্চিন্তকের ভক্তির দ্বিবিধত্ব সাধিত হইল ॥ ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্থানেতি। শান্তিদাস্যেতি। আদিশব্দাৎ বাৎসল্যস্য কান্তাভাবস্য পরিগ্রহঃ। দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি প্রকাশেতি। কৌরুবিন্দেম্বিতি। পদ্মরাগরচিতেষু হিঙ্গুললিপ্তেম্বিতি বা। কুরুবিন্দস্তু মুস্তায়াং কুল্মাষব্রীহিভেদয়োঃ। হিঙ্গুলে পদ্মরাগে চ মুকুলে চ সমীরিত ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। যস্মিন্নিতি পরব্যোমাদৌ। যত্রেতি শ্রীগোলোকাদৌ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—স্থানবিশেষাদিত্যাদি সূত্রে, শান্ত-দাস্য-সখ্যাদিকৃতাচ্চ ইতি ভাষ্যে—আদিপদ গ্রাহ্য বাৎসল্য, কান্তাভাব (প্রণয়িনীভাব)। দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত অর্থ বিশদ করিতেছেন—প্রকাশাদিবৎ—এই পদ দ্বারা। কৌরুবিন্দেষু চ মন্দিরেষু ইতি—পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত গৃহমধ্যে, অথবা হিঙ্গুলরস-লিপ্ত গৃহে। কুরুবিন্দ শব্দের অর্থ বহুবিধ—বিশ্বকোষে প্রদর্শিত আছে, যথা—কুরুবিন্দ মুস্তা (মুতা) অর্থে, কুল্মাষ (ভূষি) অর্থে, ধান্যবিশেষ অর্থে, হিঙ্গুল, পদ্মরাগমণি ও কোরক অর্থে কথিত আছে। যস্মিন্ স্থানে ভগবত ইতি—যস্মিন্ পরম-ব্যোম প্রভৃতিতে। যত্র সত্যপি পারমৈশ্বর্য্যে ইতি যত্র—শ্রীগোলোকধাম প্রভৃতিতে ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে ভক্তির বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ভজনীয় শ্রীহরির প্রকাশ-বৈচিত্র্যের কথা নিরূপিত হইতেছে। প্রকাশ-বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে ভক্তির বৈচিত্র্য উপপন্ন হয় না। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—'যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন', এই শ্রুতিবলেই জানা যায় যে, নানাস্থানে সেই স্থানীভূত এক ব্রহ্মই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, ঐ সকল নানারূপে প্রকাশের মধ্যে প্রকাশের কোন তারতম্য আছে কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন বস্তু এক এবং একই বুদ্ধির দ্বারা বেদ্য, তখন প্রকাশের কোন তারতম্য নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, দীপাদি প্রকাশক দ্রব্যের ন্যায় ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ হইলেও স্থান অর্থাৎ ধাম এবং ভক্তজন-বিশেষে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ বশতঃ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবের তারতম্য-ভেদে প্রকাশেরও তারতম্য হয়। যেখানে শ্রীভগবানের পারমৈশ্বর্য্যের আবিষ্কার, যেমন পরমব্যোম তথায় ভক্তি বিধি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, আর যেখানে পারমৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও মাধুর্য্যের আবিষ্কার, সেখানে রুচির দ্বারা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরব্যোমাদিতে ঐশ্বর্য্যলীলা এবং শ্রীগোলোকাদিতে মাধুর্য্যলীলা। এইরূপে ধামের ও ভক্তের ভক্তির দ্বিবিধত্ব সাধিত হয়।

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে পাই,—

"পরানন্দমাত্রত্বং কথং ব্রহ্মাদ্যানন্দাদীনাং বিশেষ ইত্যত উচ্যতে যথাদিত্যস্য দর্পণাদিস্থানবিশেষাৎ প্রতিবিম্ববিশেষঃ এবং মানুষাদেরপি। ব্রহ্মাদিগুণবৈশেষ্যাদানন্দঃ পরমস্য চ। প্রতিবিম্বত্বমায়াতি মধ্যোচ্চাদিবিশেষত ইতি চ বারাহে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)
"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥" (ভাঃ ১০।৪৪।১৩)
"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥" (ভাঃ ৩।৯।১১)

নারায়ণব্যূহস্তবেও কথিত আছে—

"পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ প্রকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৮৩-১৮৫)

"শান্তভক্ত—নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত—মাতা, পিতা, যত গুরুজন॥
মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর॥
গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে 'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৮৯-১৯৩)

" 'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তার অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬৪-১৬৫)॥ ৩৫॥

সূত্রম্—উপপত্তেশ্চ॥ ৩৬॥

সূত্রার্থ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে শ্রুতিবাক্যও যুক্তিযুক্ত হয়॥ ৩৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবং সতি যথা ক্রতুরিত্যাদি বাক্যমুপপদ্যতে নান্যথা। তথা চৈকস্য ভানতারতম্যং স্থানতারতম্যাদ্ যুক্তম্॥ ৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপ হইলে 'যথাক্রতুঃ' ইত্যাদি যেমন কর্ম্ম সেইরূপ ফল ইত্যাদি বাক্যও সঙ্গত হয়, নতুবা নহে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—একই ব্রহ্মের যে প্রকাশতারতম্য, তাহা স্থানতারতম্যে হইয়া থাকে, ইহা যুক্তিযুক্ত॥ ৩৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপপত্তেশ্চেত্যাদি স্ফুটার্থম্॥ ৩৬॥

টীকানুবাদ—উপপত্তেশ্চ ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কর্ম্মের তারতম্যে যেমন ফলের তারতম্য ঘটে, সেইরূপ ভক্তের ভক্তির তারতম্যে শ্রীভগবানেরও প্রকাশের তারতম্য দেখা যায়।

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে পাই,—

"ঐশ্বর্য্যাৎ পরমাদ্বিষ্ণোর্ভক্ত্যাদীনামনাদিতঃ। ব্রহ্মাদীনাং সুপপন্না হ্যানন্দাদের্ব্বিচিত্রতা" ইতি পাদ্মে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥" (ভাঃ ১০।৫৯।২৫)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও পাই,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥" (গীঃ ৪।১১) ॥৩৬॥

শ্রীভগবৎস্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ ভগবতঃ সর্ব্বপরত্বমুচ্যতে। ততোঽন্যস্য পরত্বে তত্র ভক্তির্নোদ্ভবেৎ। তথাহি শ্বেতাশ্বতরৈর্বেদাহমেতমিত্যাদিনা সর্ব্বতো বরিষ্ঠং ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপ্য ততো যদুত্তরতরমিত্যাদিনা তস্মাদপি পরং বস্ত্বস্তীতি দর্শিতম্। তত্র সংশয়ঃ। উপাস্যাদ্ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বস্তি ন বেতি। শব্দস্বারস্যাদস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইতেছে। যুক্তি এই—যদি তাঁহা হইতে অপর কেহ শ্রেষ্ঠতর থাকিত, তবে ভগবানে ভক্তি উদিত হইত না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রুত হইতেছে—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' আমি এই পরম-পুরুষকে উপাসনা করি, যিনি চিরন্তন, জ্যোতির্ময়, অবিদ্যার অতীত। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়া তাহা হইতে যাহা উৎকৃষ্টতর ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট বস্তু আছে, ইহা দেখাইয়াছেন। সেই বাক্যে সংশয় এই—উপাস্য ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্টতর বস্তু আছে কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—হাঁ, নিশ্চয় আছে, নতুবা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ঐরূপ বাক্য থাকিবে কেন? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। অত্রাপি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। অস্তু পরমানন্দে শ্রীহরৌ ভক্তের্বিবিধবৈচিত্রী তথাপি তত্ত্ববিদাং তস্মিন্ ভক্তের-নুদয়ঃ। তস্মাদন্যস্যোৎকৃষ্টস্য তত্ত্বস্য শাস্ত্রে প্রত্যয়াৎ। সর্ব্বোৎকৃষ্টং হি তত্ত্বং তত্ত্ববিদ্ভির্ভজনীয়মিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। ততোঽন্যস্যেতি। শ্রীভগবতোঽন্যস্য বস্তুনঃ শ্রৈষ্ঠ্যে প্রতীতে সতি তত্র ভগবতি ভক্তির্নোদয়েতেত্যর্থঃ। তত্রেত্যাদি। পরং শ্রেষ্ঠম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেত্যাদি ভাষ্যে—এই অধি-করণেও পূর্ব্ব সূত্রের মত আক্ষেপসঙ্গতি। কি প্রকার? তাহা দেখাইতেছেন—পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরিতে ভক্তির বিবিধ বিচিত্রতা হয়, হউক, তাহা হইলেও যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইতে দেখা যায় না, ইহাতে বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ হইতে উৎকৃষ্টতরতত্ত্ব প্রতীত হইতেছে, যেহেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বই তত্ত্বজ্ঞানীরা ভজন করিবেন, এই আক্ষেপের পর তাহার সমাধান করা হইয়াছে। ততোঽন্যস্য পরত্বে ইত্যাদি শ্রীভগবান্ হইতে অন্য বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীত হইলে তাহাতেই ভক্তি জন্মিবে, শ্রীভগবানে উদিত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। তত্র সংশয় ইতি—পরং বস্তু ইতি—পর—শ্রেষ্ঠ বস্তু।

অন্যপ্রতিষেধাধিকরণম্

সূত্রম্——তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ—'তথা'—পরব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। প্রমাণ কি? 'অন্যপ্রতিষেধাৎ' যেহেতু তাঁহা হইতে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতি দ্বারা নিষিদ্ধ আছে ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তথা ব্রহ্মৈব সর্ব্বস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ। কুতঃ? অন্যেতি। "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" ইতি। তৈরেব তদন্যস্য শ্রেষ্ঠস্য নিরাকরণাৎ। অয়মর্থঃ। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি মহাপুরুষজ্ঞানমমৃতস্য পন্থাস্ততো নান্যোঽস্তীত্যুপদিশ্য তৎপ্রতিপাদনায় যস্মাৎ পরং নাপরমস্তীত্যাদিনা তস্যৈব পরতরত্বং তদন্যস্য তদসম্ভবং চোপপাদ্য "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং যত্র তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি" ইতি প্রাগুক্তমেব নিগময়ন্তি ন তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠং বস্ত্বস্তীতি বদন্তি। তথা সতি তেষাং মৃষাভাষিতাপত্তেঃ। এবঞ্চ স্বয়মাহ। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" ইতি ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—তথা অর্থাৎ পরব্রহ্মই সকল বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে অন্য কিছু শ্রেষ্ঠতর বস্তু নাই। কি প্রমাণ? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ই তদ্‌ভিন্ন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন—যথা 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি' ইত্যাদি—যাঁহা হইতে অপর কোন বস্তুই শ্রেষ্ঠ নাই, যাঁহা হইতে অণুতর অথবা বৃহত্তর বস্তু কিছু নাই। ইহার ভাবার্থ এই—'বেদাহমেতং পুরুষমিত্যাদি…নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ইত্যন্ত শ্রুতির অর্থ—আমি এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জ্যোতির্ময়, তমোঽতীত পুরুষকে জানিতেছি। তাঁহাকে যে জানে, সে এই জগৎ হইতে মুক্ত হয়, মহাপুরুষজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও মুক্তির পথ নাই, ইহাতে মহাপুরুষজ্ঞানকে অমৃতত্বের (মুক্তির) উপায়, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই—এই উপদেশ করিয়া তাহাকে যুক্তিযুক্ত করিবার জন্য পরে শ্রুতিই বলিলেন—

'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি' ইত্যাদি বাক্য। ইহার দ্বারা সেই মহাপুরুষেরই শ্রেষ্ঠতরত্ব, তদ্‌ভিন্ন অপর বস্তুর পরতরত্ব অসম্ভব, ইহাও বুঝাইয়া 'ততো যদুত্তরতরম্…দুঃখমেবাপি যন্তি'—যেহেতু মহাপুরুষ-জ্ঞান হইতে অন্য কিছু মুক্তি লাভের কারণ নাই এবং যেহেতু সেই মহাপুরুষ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই, সেই কারণে যাহারা তাঁহার সেই উত্তরতর অনাময় রূপ অবগত হইতে পারে, তাহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যথা দুঃখই ভোগ করে। এই শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই করিতেছেন, তদ্‌ব্যতীত অর্থাৎ সেই মহাপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, ইহা বলিতেছেন না। যদি তাহাই বক্তব্য হইত, তবে সেই সকল বাক্যের মিথ্যাবাদিত্বের আপত্তি হইত। আর এই কথা, শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই শ্রীগীতাগ্রন্থে বলিতেছেন—মত্তঃ ইতি ওহে ধনঞ্জয়! আমা হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য কোন বস্তু নাই ॥ ৩৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তথেতি। তৈরেবেতি শ্বেতাশ্বতরৈরেব। ব্রহ্মান্যৎ শ্রেষ্ঠং বস্তু নাস্তীতি প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। ততো নান্যোঽস্তীতি মহাপুরুষ-জ্ঞানাদন্যোঽমৃতস্য মুক্তেঃ পন্থা নাস্তীত্যুপদিশ্যেত্যর্থঃ। তস্যৈব মহা-পুরুষস্যৈব। পরতরত্বং শ্রেষ্ঠত্বম্। উত্তরতরত্বং তদেব। স্বার্থে তরপ্। 'উত্তরং প্রতিবাক্যে স্যাদূর্দ্ধোদীচ্যৌ তু' ইতি বিশ্বঃ। তদন্যস্যেতি। মহা-পুরুষেতরস্য বস্তুনস্তদসম্ভবং পরতরত্বাযোগমুপপাদ্য সিদ্ধং বিধায়েত্যর্থঃ। তত ইতি। যস্মান্মহাপুরুষজ্ঞানাদন্যদমৃতকারণং নাস্তি যস্মাচ্চ মহাপুরুষা-দন্যৎ পরং বস্তু নাস্তি তস্মাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। তথাচ স্বেতরসর্ব্বপ্রধান-ত্বাদ্ভজনীয়ো হরিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ—তথেত্যাদি সূত্রে, তৈরেবেত্যাদি ভাষ্যে—তৈঃ—শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। ততো নান্যোঽস্তীত্যুপদিশ্য ইতি ততঃ—মহাপুরুষ জ্ঞান হইতে অন্য কোন মুক্তির পথ নাই—এই উপদেশ করিয়া, এই অর্থ। তস্যৈব পরতরত্বমিতি তস্যৈব—সেই মহাপুরুষেরই, পরতরত্বম্—শ্রেষ্ঠত্ব, তদেব—তাহাই—তিনিই উত্তরতর—অর্থাৎ উত্তর, স্বার্থে তরপ্ প্রত্যয়। উত্তর শব্দের অর্থ বিশ্বকোষে প্রত্যুত্তর অর্থে, উৎকৃষ্ট অর্থে, উত্তরদিক্ অর্থে কথিত হইয়াছে। তদন্যস্য তদসম্ভবঞ্চ ইতি তদন্যস্য—মহাপুরুষ-ভিন্ন বস্তুর পরতরত্ব হয় না, ইহা সিদ্ধ করিয়া,

এই অর্থ। ততো যদুত্তরতরমিতি ততঃ—(সেইহেতু) যেহেতু মহাপুরুষ-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু মুক্তির পথ নাই এবং যেহেতু মহাপুরুষ হইতে অন্য কিছু শ্রেষ্ঠবস্তু নাই, সেই কারণে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—যেহেতু শ্রীহরি স্বভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তু হইতে প্রধান, সেই জন্য তিনিই ভজনীয়॥ ৩৭॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি আপত্তি করেন যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে আছে,—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ (শ্বেঃ ৩।৮-১০) এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় যে 'যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্' বাক্যে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দেখাইয়াছেন, সুতরাং সংশয় হয় যে, উপাস্য ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্টতর কোন বস্তু আছেন কি না? পূর্ব্বপক্ষীর মত যে, শব্দস্বারস্য বশতঃ আছেনই বলিতে হয়, নতুবা ঐরূপ শব্দ বলিলেন কেন? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উপাস্য ব্রহ্ম শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে উৎকৃষ্টতর কোন বস্তু নাই। কারণ শ্রুতি সমূহ উপাস্য ব্রহ্ম হইতে অন্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিরাকরণই করিয়াছেন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যে ইহাই পাই যে, যাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই, এই মহাপুরুষের জ্ঞানই একমাত্র মুক্তির পথ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, এই সকল বাক্যে পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া যে শ্রুতি পুনরায় 'যদুত্তরতরং' বাক্য বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, যাঁহারা তাঁহাকে উত্তরতর ও অনাময় বলিয়া জানিতে পারেন অর্থাৎ উপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীহরি হইতে অনাময় রূপ আর কেহ নাই বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন; অন্যথা দুঃখই অনিবার্য্য। এতদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন বস্তুর কথা বলেন নাই, বরং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন যে, উপাস্য

সেই ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছুই নাই। অন্য শ্রেষ্ঠতরের কথা বলিলে বেদবাক্য-সকলে মিথ্যাভাষণের আপত্তি আসে। এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন, ওহে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু নাই, এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবদুক্তিও মিথ্যা হইয়া পড়ে।

নাভির যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ংই নিজের অদ্বিতীয়ত্ব বর্ণন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ" (ভাঃ ৫।৩।১৭)

শ্বেতাশ্বতরে আরও উল্লিখিত আছে,—

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেঃ ৬।৮)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো" (গীঃ ১১।৪৩)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (গীঃ ৭।৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)
"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ)

ব্রহ্মসংহিতায়ও পাই—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" (৫।১) ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপক

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথোপাস্যসান্নিধ্যং বক্তুং তস্য ব্যাপ্তির্নিরূপ্যতে। অন্যথাঽসন্নিহিতে তস্মিন্নুৎসাহাস্তক্তেঃ শৈথিল্যং স্যাৎ।

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র ধ্যেয়োহরিঃ পরিচ্ছিন্নো ব্যাপকো বেতি সংশয়ে মধ্যমাকারতয়ানুভবাৎ প্রপঞ্চান্যস্য তস্য তদ্ব্যাবৃত্তত্বাবশ্যম্ভাবাচ্চ পরিচ্ছিন্ন ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর উপাস্য শ্রীহরির ভক্তসান্নিধ্য বলিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, নতুবা তিনি সন্নিহিত (নিকটবর্ত্তী) না থাকিলে ভক্তের উৎসাহ জন্মে না, তাহাতে ভক্তি শিথিল হইয়া যায়। শ্রুতি আছে—একই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপক, স্তবনীয় (ভজনীয়) এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে—ঈড্য অর্থাৎ ধ্যেয়-শ্রীহরি পরিচ্ছিন্নপরিমাণ? অথবা সর্ব্বব্যাপক? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তিনি পরিচ্ছিন্নপরিমাণ যেহেতু তাঁহাকে মধ্যমপরিমাণরূপে অনুভূতি করা হয় এবং যেহেতু তিনি প্রপঞ্চ হইতে পৃথগ্‌ভূত অতএব প্রপঞ্চব্যাবৃত্ত অবশ্যই হইবেন, এই কারণে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্নপরিমাণ বলিব। কথাটি এই—যাহা যাহা হইতে ব্যাবৃত্ত তাহা তদতিরিক্ত স্থানে বর্ত্তমান হইবেই, যেমন গোত্বব্যাবৃত্ত অশ্বত্ব, গোত্বের অভাবাধিকরণে অশ্বত্ব বর্ত্তমান, সেইরূপ এখানেও প্রপঞ্চাতিরিক্ত স্থানে তাঁহার বর্ত্তমানতা থাকিলে প্রপঞ্চব্যাবৃত্ত তিনি হইতেন, কিন্তু প্রপঞ্চাতিরিক্ত স্থান কই? অতএব ব্যাবৃত্তত্ব শব্দের অর্থ অমিশ্রত্ব অবশ্যই বলিতে হয় অর্থাৎ সেই প্রপঞ্চের সহিত তাঁহার নিঃসম্পর্ক কোথায়? কিন্তু পরিচ্ছিন্নপরিমাণ হইলে উহা সম্ভব। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথোপাস্যস্যেত্যাদি। অস্তু পূর্ব্বপূর্ব্বোক্তগুণকো হরিস্তথাপি তস্মিন্ ভক্তির্নোৎপত্তুমর্হতি তস্যাতিদূরত্বাৎ। সন্নিহিতং হি তাদৃশগুণকং লব্ধং জনস্তং ভজেৎ। অতিদূরাত্তস্মাদুদাসীতেত্যাক্ষিপ্য সমাধেঃ প্রাগ্বদিহ সঙ্গতিঃ। ভক্তেরিতি। তদিচ্ছায়া ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চান্যস্যেতি। জড়-চেতনাৎ প্রপঞ্চাদ্ভিন্নো হরিরুপাস্যো লভ্যশ্চ সিদ্ধান্তিতঃ। তস্য তদ্ব্যাবৃত্তত্বং নাম তদমিশ্রত্বমবশ্যং মন্তব্যম্। অন্যথা ততো ব্যাবৃত্তেরভাবঃ। তথাচ প্রপঞ্চদেশত্বাভাবাৎ পরিচ্ছিন্নঃ স ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথোপাস্যস্যেত্যাদি ভাষ্যে। বেশ, হউন, শ্রীহরি পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণিত গুণসম্পন্ন, তথাপি তাঁহাতে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ—তিনি অতিদূরবর্ত্তী। দেখা যায়—যে বস্তু নিকট-বর্ত্তী এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন, লোকে তাঁহাকেই পাইবার জন্য তো ভজন করে, অতিদূরবর্ত্তী হইলে তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়াই থাকিবে, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান হেতু এই অধিকরণেও পূর্ব্ব অধিকরণের মত আক্ষেপসঙ্গতি। ভক্তেঃ শৈথিল্যং স্যাদিতি। ভক্তেঃ অর্থাৎ তদ্বিষয়ক ইচ্ছার। প্রপঞ্চান্যস্য তস্য তদ্ব্যাবৃত্তত্বাবশ্যম্ভাবাদিতি। জড় পৃথিব্যাদি ও চেতন জীবাত্মক প্রপঞ্চ হইতে পৃথগ্ভূত শ্রীহরি উপাসনীয় ও লভ্য, ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সেই শ্রীহরি প্রপঞ্চ-ব্যাবৃত্ত, ইহার অর্থ প্রপঞ্চের সহিত অমিশ্রিত, ইহা বলিতেই হইবে, তাহা না বলিলে ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয় না, তাহা যদি হইল, তবে প্রপঞ্চ-দেশত্বের অভাবে তিনি পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ ইহা বলিতেই হইবে, এই অর্থ।

সর্ব্বগতত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—অনেন—এই পরমপুরুষ মধ্যমাকার হইলেও তাঁহার দ্বারা সর্ব্বব্যাপ্তি অব্যাহত; কারণ কি? আয়ামশব্দাদিভ্যঃ—সর্ব্বব্যাপিত্ববোধক বাক্য ও অচিন্তনীয় শক্তি এবং তদ্‌বোধিকা যুক্তি বশতঃ ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনেন পরেণ পুংসা মধ্যমাকারেণাপি সর্ব্ব-গতত্বমবাপ্তম্। মধ্যমাকার এব সর্ব্বব্যাপীতি। কুতঃ? আয়ামেতি। আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবাচী। আদিশব্দাদবিচিন্ত্যত্বধর্ম্মযোগস্তদ্বো-ধিকা যুক্তিশ্চ। তত্র "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য" ইত্যুত্তর-বাক্যাৎ "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্ত-র্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত" ইতি তৈত্তিরীয়ক-

বাক্যাচ্চ মধ্যমস্যৈব বিভুত্বম্। মধ্যমাকারস্যৈব মম সর্ব্বস্মাৎ পরস্য সর্ব্বব্যাপিত্বমচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশক্তিযোগাদিতি স্বয়মুক্তম্। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইতি। ন চ প্রপঞ্চান্যস্য তৎপ্রদেশবৃত্তেঃ পরিচ্ছেদঃ, বহিরন্তশ্চ ব্যাপ্তিশ্রুতেঃ। অতঃ "তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ" ইতি নিদর্শিতম্। তস্মাদুপাস্যো হরিঃ সর্ব্বগ- ইতি সিদ্ধম্। নিরূপিতং চেত্থং দামোদরচরিতে। তাদৃশস্যাপি তথাত্বে যুক্তিশ্চ পুরাভিহিতা। "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ" ইত্যস্য ব্যাখ্যানে॥৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ—এই পরমপুরুষ মধ্যমাকার হইলেও তাঁহার দ্বারা সর্ব্বব্যাপ্তিবিষয়ে কোন বাধা নাই অর্থাৎ মধ্যমাকার হইয়াই তিনি সর্ব্বব্যাপী। প্রমাণ কি? আয়ামশব্দাদিভ্যঃ—আয়াম-শব্দ ব্যাপ্তিবোধক বাক্য ও আদি-পদগ্রাহ্য অচিন্তনীয়ত্বরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধ এবং তাহার বোধিকা যুক্তি। তন্মধ্যে ব্যাপ্তিবোধক বাক্য যথা 'একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ' এই উত্তর শ্রুতিবাক্য হইতে এবং 'যচ্চ কিঞ্চিজ্ জগৎসর্ব্বং···নারায়ণঃ স্থিতঃ'—যাহা কিছু জগৎ দেখা যাইতেছে অথবা শুনা যাইতেছে তৎসমুদয়কে অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া নারায়ণ আছেন—এই তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে মধ্যমপরিমাণেরই বিভুত্ব। তদ্ ব্যতীত শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তিও আছে—মধ্যমাকার আমিই সর্ব্বোত্তম, আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব অচিন্তনীয় ঈশ্বরীয় শক্তিযোগে। তিনি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—অব্যক্তমূর্ত্তি আমি এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছি, সকল বস্তুই আমাতে অধিষ্ঠিত, কিন্তু আমি সে সমুদয়ে স্থিত নহি। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতবর্গ আমাতে স্থিত নহে। ইহাই আমার ঐশ্বরিক মহিমা দর্শন কর। যদি বল, প্রপঞ্চভিন্ন মধ্যম পরিমাণ সেই পরমেশ্বরের সসীমত্ব হইয়া পড়িল, তাহাও নহে, বাহিরে ও ভিতরে যিনি ব্যাপী বলিয়া শ্রুত হইতেছেন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বব্যাপিত্ব অসঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্বেতাশ্বতরে তিলের মধ্যে তৈল ও দধির মধ্যে ঘৃতবৎ ব্যাপিত্ব

দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—উপাস্য শ্রীহরি সর্ব্বত্রেই আছেন। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের দামোদরচরিতে শুকদেব এই প্রকার ভগবানের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। মধ্যমপরিমাণ হইলেও তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব-বিষয়ে যুক্তিও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদোক্ত 'অর্ভকৌকস্ত্বা'দিত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনেনেতি। যচ্চেতি। জগৎ কার্য্যং প্রপঞ্চরূপং যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ। নারায়ণশব্দো হি রথাঙ্গাদিশোভিতপাণেশ্চতুর্ভুজস্যাতসীকুসুম-শ্যামস্য পুণ্ডরীকাক্ষস্য শ্রীলক্ষ্মীপতের্বিগ্রহভৃতস্যৈব বাচকঃ ন তু তদ্ভিন্নস্য তদধিষ্ঠাতুঃ সত্ত্বানুভূতিরূপস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকস্যাত্মনঃ। তন্মন্ত্রস্থস্য তচ্ছব্দ-রূপস্য তত্রৈবাভিমুখ্যাত্তথা চ বিগ্রহস্যৈব বিভুত্বম্। মধ্যমেত্যাদি। ময়েতি শ্রীগীতাসু। অত্র সর্ব্বাস্পৃষ্টস্য সর্ব্বান্তঃস্থস্য বিগ্রহস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বান্তর্য্যা-মিত্বমচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেবেতি দর্শিতম্। নিদর্শিতং দৃষ্টান্তিতম্। নিরূ-পিতমিতি শ্রীদশমে। যথোক্তং শ্রীশুকেন 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ। তং মত্বা-ত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' ইতি। মত্বা নিশ্চিত্য। এতদ্বলেন 'ময়া ততম্' ইত্যত্র তথা ব্যাখ্যানমিতি চারু। তথাচ তাদৃশগুণকত্বাদ্ধৃদি স্থিতেশ্চ ভজনীয়ত্বং তস্য সিদ্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকানুবাদ—অনেনেত্যাদি সূত্রে, 'যচ্চ কিঞ্চিজ্ জগৎ সর্ব্বমিত্যাদি' জগৎ অর্থাৎ কার্য্য প্রপঞ্চাত্মক যাহা কিছু। 'ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ' ইতি এখানে কথিত নারায়ণ শব্দের অর্থ যিনি শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ, অতসীপুষ্পবৎ নীলকান্তি, শ্বেতপদ্মপলাশলোচন, শ্রীলক্ষ্মীপতি বিগ্রহস্বরূপ। তদ্‌ভিন্ন (তাঁহা ভিন্ন), প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাতা, সত্ত্বানুভূতি-স্বরূপ, সার্ব্বজ্ঞ্য, সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন পরমাত্মার বাচক নহে। যেহেতু সেই মন্ত্রস্থিত তদ্ শব্দের প্রতিপাদ্য রূপের ভক্ত হৃদয়েই প্রাকট্য হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই—শ্রীবিগ্রহই বিভু। মধ্যমাকারস্যৈব বিভুত্ব-মিতি। 'ময়া ততমিদং' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভগবদ্ গীতায় উক্ত। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত অথচ সকলের মধ্যে স্থিত বিগ্রহাত্মক শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব, উহা কেবল অচিন্তনীয় শক্তিস্বরূপ ঐশ্বর্য্য

বশতঃই সঙ্গত হইতেছে। 'সর্পিরিতি নিদর্শিতম্' সর্ব্বব্যাপিত্ব-নিদর্শিতং—দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। 'নিরূপিতং চেত্থমিতি' ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করাও হইয়াছে। যথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'ন চান্তর্ন-বহির্যস্য' ইত্যাদি···ববন্ধ প্রাকৃতং যথা'। যে ভগবানের কিছুই অন্তরে নহে, কিছুই বহিঃস্থিত নহে, যাঁহার পূর্ব্বাপর দেশ নাই, অথচ জগতের পূর্ব্বাংশে, পশ্চিম ভাগে, বাহিরে ও অন্তরে যিনি বর্ত্তমান, যিনি সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক, সেই অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত মনুষ্যাকার পুরুষকে পুত্র ধারণা করিয়া গোপকন্যা যশোদা সাধারণ বালকের মত উলূখলে বন্ধন করিলেন। মত্বা—নিশ্চিত করিয়া অর্থাৎ সাধারণ বালক ইহা ধারণা করিয়া। শ্রীশুকদেবের এই উক্তি বলে 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং' ইত্যাদি শ্লোকের যে সেই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহা সঙ্গতই। অতএব সিদ্ধান্ত—শ্রীভগবান্ সেই অচিন্তনীয় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন ও হৃদয়ের মধ্যে স্থিত, এ-জন্য তাঁহার ভজনীয়তা সঙ্গতই ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—উপাস্যের ভক্তসান্নিধ্য বলিবার জন্য তাঁহার ব্যাপ্তি নিরূপিত হইতেছে। ব্রহ্মবস্তু ব্যাপক না হইলে তাঁহার অসান্নিধ্যহেতু উৎসাহের অভাবে ভক্তির শৈথিল্য আসিবে। সুতরাং শ্রুত্যুক্ত ধ্যেয় ব্রহ্মবস্তু পরিচ্ছিন্ন? অথবা ব্যাপক?—এইরূপ সংশয়ে, তাঁহাকে মধ্যমাকাররূপে অনুভবহেতু প্রপঞ্চাতিরিক্ত তাঁহার প্রপঞ্চ হইতে ব্যাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী বলিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্নই বলিতে হয়,—ইহা পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত। ইহার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরমপুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীহরি মধ্যমাকার হইলেও তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের কোন ব্যাঘাত নাই। কারণ আয়ামাদি-শব্দ অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাক্য তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকাশ করিতেছে। আদি-পদের দ্বারা সেই পরমপুরুষের অবিচিন্ত্যশক্তিধর্ম্মযোগ এবং সর্ব্বব্যাপকত্ববোধিকা যুক্তিও গ্রাহ্য।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকার তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিবিধ শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"
(ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)

অর্থাৎ যাঁহার অন্তর্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক, পূর্ব্বপশ্চাৎ কালের ব্যবধান যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকালেই এক স্বরূপে নিত্য-বর্ত্তমান, যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, সর্ব্ব-ব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের আন্তর ও বাহ্য এবং কার্য্যকারণের অভেদ-বিচারে যিনি জগৎস্বরূপ, সেই অব্যক্ত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অগোচর মনুষ্যা-কৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণকে স্বপুত্র মনে করিয়া যশোদা দেবী সাধারণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন॥ ৩৮॥

শ্রীভগবান্ই সর্ব্বফলদাতা

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সর্ব্বফলদত্বং তস্যোচ্যতে। ইতরথাঽদাতরি কিঞ্চিদ্দাতরি বা তস্মিন্ কার্পণ্যাদ্যুপস্ফুরণেন ভক্তেরনুদয়ঃ স্যাৎ। তথাহি—"পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি" ইতি শ্রুতং বৃহদারণ্যকে। তত্র স্বর্গাদিফলং যাগাদেঃ পরেশাদ্বেতি বীক্ষায়ামন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধের্যাগাদেরেব তৎফলমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর তিনি সর্ব্বফল দান করেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যদি তিনি সর্ব্বফলদাতা না হইতেন অথবা মুষ্টিমেয় যৎকিঞ্চিৎ দান করিতেন তবে তাঁহার কার্পণ্যাদির স্ফুরণ হেতু তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইত না। বৃহদারণ্যকে শ্রুত হয়—তিনি পুণ্য-কারীকে পুণ্যবশে পুণ্যলোকে লইয়া যান, এই শ্রৌত-বিষয়ে সংশয় এই—স্বর্গাদি ফল কি যাগাদি হইতে? অথবা পরমেশ্বর হইতে? পূর্ব্বপক্ষী তাহার সমাধানার্থ বলেন—যাগাদি না করিলে যখন স্বর্গাদি হয় না এবং

যাগাদি করিলে স্বর্গ হয় তখন এই যাগাদি কর্ম্মের সহিত স্বর্গাদি ফলের অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধ থাকায় যাগাদিকেই স্বর্গাদির কারণ বলিব ; এই মতের নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ননূক্তলক্ষণোঽস্তু হরিস্তথাপি ন স ভজনীয়ঃ তস্যাদাতৃত্বাৎ প্রত্যুত ভক্তসর্ব্বস্বাপহর্ত্তৃত্বস্মরণাচ্চেত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ পূর্ব্ববদিহ সঙ্গতির্ভাবিনী। অথ সর্ব্বেত্যাদি। পুণ্যেন যজ্ঞাদিনা শুভকর্ম্মণা। পুণ্যং সুখময়ম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে—বেশ, শ্রীহরি উক্ত গুণসম্পন্ন হউন, তাহা হইলেও তিনি ভজনার্হ নহেন, যেহেতু তিনি ফলদান করেন না, অধিকন্তু ভক্তের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, ইহা স্মৃত হইয়া থাকে, এই আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধানহেতু এই অধিকরণেও পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎ আক্ষেপসঙ্গতি হইবে। সর্ব্বফলপ্রদত্বমিতি। 'পুণ্যেন পুণ্যং লোকমিতি' পুণ্যেন—যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্ম দ্বারা, পুণ্যং লোকম্—আনন্দময় স্বর্গাদি।

সূত্রম্—ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ—এই পরমেশ্বর হইতে, ফলম্—স্বর্গাদি ফল হয়। কারণ কি ? উপপত্তেঃ—কালান্তরে যাগফল দান-কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরেরই উপপন্ন ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বর্গাদিরূপং যাগাদিফলমতঃ পরেশাদেব। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। তস্যৈব নিত্যস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ মহোদারস্য যাগাদিনারাধিতস্য কালান্তরিততত্তৎফলপ্রদত্বমুপপদ্যতে। ন তু জড়স্য ক্ষণধ্বংসিনঃ কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্বর্গাদিরূপ যাগাদি কর্ম্মের ফল এই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে ; কি হেতু ? উপপত্তেঃ—যেহেতু ইহাই যুক্তিযুক্ত। কিরূপে ? তাহা দেখাইতেছেন—কারণ তিনি নিত্যপুরুষ—অক্ষয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি-

মান্, অত্যুদারস্বভাব, তাঁহাকে যাগাদি দ্বারা আরাধনা করিলে তিনি কালান্তরে ভাবী যাগাদিফল—স্বর্গাদি দান করিয়া থাকেন, ইহা যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু কর্ম্ম জড়, ক্ষণ-বিধ্বংসী, তাহার ফল-দাতৃত্ব কিরূপে সম্ভব ? এই তাৎপর্য্য ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ফলমিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকানুবাদ—ফলমিতি সূত্রে, ভাষ্যগ্রন্থার্থ সুস্পষ্ট ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বফলদাতা, তাহাই বলিতেছেন। তিনি যদি সর্ব্বফল-দাতা না হন অথবা কিঞ্চিৎ ফলের দাতা হন, তাহা হইলে তাঁহার কার্পণ্যাদির স্ফুরণে তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। অনেকে আবার ইহাও মনে করিতে পারে যে, শ্রীভগবান্ তো ভক্তের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বফলদাতা বলা যায় কি প্রকারে ? বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—তিনি পুণ্যের দ্বারা পুণ্যলোক অর্থাৎ সুখময় স্থান পাওয়াইয়া দেন। এ-স্থলে একটি সংশয় হইতে পারে যে, এই পুণ্যলোক লাভ কি যাগাদি কর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে ? অথবা পরমেশ্বর হইতে হয় ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর ধারণা—অন্বয় ও ব্যতিরেক-বিচারে যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা যখন ফল লাভ হয় দেখা যায়, তখন সেই কর্ম্মই ফলদাতা।

পূর্ব্বপক্ষীর এই কথার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবান্ই সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, ইহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ তিনিই নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, মহান্, উদার, যাগাদি দ্বারা তিনিই আরাধিত হইয়া কালান্তরে উহার ফলাদি প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম তো জড় ও ক্ষণ-বিধ্বংসী তাহার ফল-দাতৃত্বশক্তি থাকিতেই পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ।
নমস্তে হ্যস্তচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে ॥" (ভাঃ ৬।৯।৩১)

অর্থাৎ দেবগণ বলিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞবীর্য্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি-জন্য স্বর্গাদি ফল প্রদানে সমর্থ এবং যিনি সেই যজ্ঞজনিত স্বর্গাদি ফলের পরিপাক কাল-স্বরূপ এবং যিনি যজ্ঞ-বিনাশক দৈত্যগণের বিনাশার্থ চক্রবিক্ষেপকারীও—এই কারণেই যিনি সুললিত বহুনামধারী, হে ভগবন্! আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যেও পাই,—

"কর্ম্মাপেক্ষত্বাৎ ফলদানস্য তদেব দদাতীতি ন ভাব্যম্। কুতঃ? অত এবেশ্বরাৎ ফলং ভবতি ন হ্যচেতনস্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্যুজ্যতে।"

শ্রীরামানুজ-ভাষ্যেও পাই,—

"স এব হি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরুপাসনে চারাধিত ঐহিকামুষ্মিকভোগজাতং স্ব-স্বরূপাবাপ্তিরূপমপবর্গং চ দাতুমীষ্টে, নহ্যচেতনং কর্ম্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমর্হতি" ॥ ৩৯ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অত্র প্রমাণমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—**শ্রুতত্বাচ্চ** ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—শ্রুতিতেও ব্রহ্মের কর্ম্মফল-প্রদত্ব শ্রুত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্"। "স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদান" ইতি তত্রৈবাভ্যুদয়-ফলপ্রদত্বং শ্রূয়তে। দাতুর্যজমানস্য। রাতিঃ ফলপ্রদম্ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম...অন্নাদো বসুদান' ইতি। বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই দাতা, তিনি যজমানের পরম গতি, তিনিই মহান্, নিত্য, আত্মা, সমস্ত প্রাণীদিগকে খাদ্যাদি দিতেছেন, ধন দিতেছেন, এই

ফল-প্রদাতৃত্ব সেই বৃহদারণ্যকোপনিষদেই শ্রুত হয়। দাতুঃ শব্দের অর্থ যজমানের, রাতিঃ—পদের অর্থ ফলপ্রদ ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শ্রুতত্বাদিতি। বিজ্ঞানমিতি। রাতিরিত্যত্র রা দানে ইত্যস্মাৎ ক্তিন্‌প্রত্যয়ঃ স কর্ত্তরি ন কিন্তু ভাবে ভবতি। তেন দাতৃত্বং লক্ষণীয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। অন্নাদ ইতি। অন্নান্যাসম্যক্ দদাতি প্রাণিভ্য ইতি তথা। বসুদানো ধনপ্রদঃ। অত্রৈতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। একো বহূনাং বিদধাতি যো কামানিত্যাদি শ্রুত্যন্তরং চানুসন্ধেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—শ্রুতত্বাদিতি সূত্রে, বিজ্ঞানমিতি শ্রুতিবাক্যে—রাতিঃ পদের অর্থ দানকর্ত্তা, ইহা দানার্থক 'রা' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন নহে। কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় ব্যাকরণানুশাসনবিরুদ্ধ, অতএব ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন, দাতৃত্ব তাহার অর্থ অতএব দানকর্ত্তা লক্ষণীয় হয়, ব্যাখ্যাকর্ত্তারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। অন্নাদঃ ইতি অন্নানি —খাদ্যসমূহ আ-সম্যক্‌ভাবে দদাতি প্রাণীদিগকে দান করিয়া থাকেন। এই ব্যুৎপত্তিবলে অন্নদাতা অর্থ হইল। বসুদানঃ—এখানেও কর্ত্তরি ল্যুট্ করিয়া ধনপ্রদ অর্থ গ্রাহ্য। এই স্থলে উক্ত শ্রুতির মত অন্য শ্রুতিও প্রমাণ আছে, যথা 'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ' হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। 'একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' যিনি একাকী বহু প্রার্থীর কামনা পূরণ করেন ইত্যাদি অন্য শ্রুতিও অনুসন্ধেয় ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে শ্রীভগবানের সর্ব্বফল-দাতৃত্ব-বিষয়ে প্রমাণ বলিতে গিয়া সূত্রকার বলিতেছেন যে, শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সর্ব্বফলদাতৃত্ব-বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্।" (বৃঃ ৩।৯।২৮)

আরও পাই,—

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ" (বৃঃ ৪।৪।২৪)

কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" (কঃ ২।২।১৩)

তৈত্তিরীয়কেও পাই,—

"এষ হি এব আনন্দয়তি" (আনন্দবল্লী—৭।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
স্বষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহার-তন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥" (ভাঃ ১০।৪৯।২৯)

অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্য-মার্গানুযায়িনী নিজ মায়ায় এই বিশ্ব রচনা করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম ও তৎফলসমূহের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন এবং যাঁহার দুর্জ্ঞেয় ক্রীড়াই এই সংসারচক্রের আবর্ত্তনের একমাত্র কারণ, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি।

আরও পাই,—

"বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥" (ভাঃ ১০।১।৭) ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—মতান্তরমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে অন্য মতও বলিতেছেন—

সূত্রম্—ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—অতঃ এব—এই পরমেশ্বর হইতেই, জৈমিনিঃ ধর্ম্মং মন্যতে—জৈমিনি মুনি মনে করেন ধর্ম্মলাভ হয় ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতঃ পরেশাদেব ধর্ম্মং জৈমিনির্মন্যতে। যস্মাৎ ফলং তৎকর্ম্মৈবেশ্বরাদ্ভবতি। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। তথা চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ম্মণ এব ফলার্পকত্বে সিদ্ধে ন তদীশ্বরস্য স্বীকার্য্যম্। তস্য কর্ম্মজনকত্বেনোপক্ষীণব্যাপারত্বাৎ। নন্বু কর্ম্মণঃ ক্ষণবিনাশিনঃ কালান্তরভাবিফলানুপপত্তিঃ। অভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি চেন্ন। বিনশ্যদপি কর্ম্ম স্বকালমেবাপূর্ব্বমুৎপাদ্য বিনশ্যতি। তদপূর্ব্বং কালান্তরে কর্ম্মানুরূপং ফলং পুরুষায় ভোক্ত্রে দাস্যতীতি কর্ম্মৈব ফলপ্রদমিতি ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই পরমেশ্বর হইতেই ধর্ম্মলাভ জৈমিনি মনে করেন। যে কর্ম্ম হইতে স্বর্গাদিফল হয়, সেই কর্ম্মই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—এই পরমেশ্বরই তাঁহাকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন যাঁহাকে তিনি উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে চাহেন, ইত্যাদি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কর্ম্মেরই ফলার্পকত্ব সিদ্ধ, অতএব জৈমিনির মতে আর ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, শ্রুতিসিদ্ধ তাঁহার কর্ম্মজনকত্ব হেতু সেই কর্ম্মজন্য ফলের প্রতি তাঁহার ব্যাপার অন্যথা সিদ্ধ। যদি বল, কর্ম্ম ক্ষণকালের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে দীর্ঘকাল পরে তাহা ভাবী স্বর্গাদির জনক কিরূপে হইবে? যেহেতু কার্য্যের প্রতি কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিতা নিয়মসিদ্ধ। তদ্‌ভিন্ন অভাব (ধ্বস্তকর্ম্ম) হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। এই যদি বল, তাহা নহে; কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া নাশ পাইবার সময়ই অপূর্ব্ব নামক একটি ব্যাপার জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, সেই অপূর্ব্ব কালান্তরে ভাবী কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোক্তা যজমানকে দান করিবে সুতরাং কর্ম্মই ফলপ্রদ। ইহা জৈমিনির মত ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ধর্ম্মমিতি। ন তদিতি। তৎ ফলার্পকত্বম্। তস্যেশ্বরস্য। নন্বিতি। অভাবাৎ প্রধ্বংসগ্রস্তান্নিরুপাখ্যাৎ কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। বিনশ্যদ-

পীতি। স্বর্গকামো যজেতেতি। স্বর্গহেতুত্বং যাগস্য শ্রুতং তদুপপত্তয়ে বৈদিকৈঃ ক্ষণবিনাশিনো যাগস্যোত্তরাবস্থারূপোঽপূর্ব্বাখ্যো ব্যাপারঃ কল্প্যতে। স চ যজমানে তিষ্ঠন্নন্তে তস্মৈ ফলমর্পয়েদিতি। যাগ এব ফলহেতুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ সর্ব্বসাধারণো হীশ্বরঃ। ন তস্য বিচিত্রফলার্পকত্বমুপপদ্যতে। তথা সতি বৈষম্যাদেঃ প্রসঙ্গাদিতি চ বোধ্যম্ ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—ধর্ম্মমত এবেতি সূত্রে, ন তদীশ্বরস্য স্বীকার্য্যমিতি—তৎ—অর্থাৎ ফলদাতৃত্ব আর ঈশ্বরের স্বীকার্য্য নহে। তস্য কর্ম্মজনকত্বেনেতি—তস্য—ঈশ্বরের। নমু কর্ম্মণঃ ক্ষণবিনাশিন ইত্যাদি—অভাবাদ্ ভাবোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি—অভাবাৎ—অর্থাৎ ধ্বংসগ্রস্ত, শূন্য কর্ম্ম হইতে। বিনশ্যদপি কর্ম্মেতি—শ্রুতি আছে 'স্বর্গকামো যজেত' স্বর্গকামী যাগ করিবে, অতএব যাগের স্বর্গকারণতা শ্রুতিসিদ্ধ, তাহার উপপত্তির জন্য বৈদিকগণ ক্ষণবিনাশী যাগের উত্তরাবস্থারূপ অপূর্ব্ব নামক একটি ব্যাপার কল্পনা করেন, তাহা আমৃত্যু যজমানেই থাকিয়া পরে তাহাকে কর্ম্মফল সমর্পণ করে, অতএব যাগই ফলহেতু—এই তাৎপর্য্য। তদ্‌ভিন্ন জৈমিনি আর একটি যুক্তি দেখান, ঈশ্বর সকলের কাছেই সমান, তাঁহার কোন পক্ষপাতিতা নাই, বিচিত্র কর্ম্মানুসারে বিচিত্র ফলদাতৃত্ব তাঁহার যুক্তিযুক্ত হয় না। তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য, নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে কর্ম্মফল-বিষয়ে জৈমিনির মত বলিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জৈমিনি মনে করেন যে, পরমেশ্বর হইতেই অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই কর্ম্ম বা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

'জৈমিনির মতে' পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মই কর্ম্মফলের দাতা। কৌষীতক্যুপনিষদে পাওয়া যায়,—"স হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমন্বামুন্নেষত্যেষ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি (কৌঃ ৩।৯)। ইহাতে বুঝা যায়—পরমেশ্বরই কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। কিন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা কর্ম্মেরই ফলার্পকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ঈশ্বরের ফল-দাতৃত্ব স্বীকার্য্য নহে। কেহ যদি বলেন যে, কর্ম্ম তো উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং দীর্ঘকাল পরে তাহার ফল কিরূপে দান

করিতে পারে? যুক্তিতেও দেখা যায় অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভব নহে। তদুত্তরে জৈমিনি বলেন যে, কর্ম্ম বিনাশী হইলেও তাহার স্থিতি-কালে অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট উৎপাদন করিয়াই সে (কর্ম্ম) বিনষ্ট হয়, সেই অপূর্ব্বই কালান্তরে ভোক্তা যজমানকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করে, এই জন্য কর্ম্মই ফলপ্রদ। ইহারা আরও বলেন—শ্রুতিতে আছে—"স্বর্গ-কামো যজেত" স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন সুতরাং যজ্ঞরূপ কর্ম্ম হইতেই স্বর্গরূপ ফলের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এ-স্থলে ঈশ্বরের ফল-দাতৃত্বের কল্পনার প্রয়োজন নাই।

এ-স্থলে ইহাও বিচার্য্য যে, যদিও জৈমিনি কর্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বর হইতেই যে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাও কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ফলের হেতু কর্ম্ম জানিলে আবার কর্ম্মের হেতু ঈশ্বর স্বীকার করিলে মূলতঃ কিন্তু ঈশ্বরেরই কর্ম্মফল-দাতৃত্ব প্রকাশ পায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব চ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণ ব্যতিকরে সতি॥" (ভাঃ ১১।১০।৩৪)

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"প্রাকৃত গুণসমূহের ভেদে বদ্ধজীবের বুদ্ধি আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে পুরুষোত্তম বস্তুর অভিজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়। তখন সকল বস্তুর আকর পুরুষোত্তমকে কেহ বা 'কাল' কেহ বা 'আগম', কেহ বা 'স্বভাব', কেহ বা 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে"॥ ৪১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বমতমাহ—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে

শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ বিষয়ে সূত্রকার নিজ মত বলিতেছেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূত্রম্—পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—ভগবান্ বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরকেই ফলদাতা মনে করেন যেহেতু তাঁহার ফলদাতৃত্ব শ্রুতিতে কথিত ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। পূর্ব্বোক্তং পরেশমেব ভগবান্ বাদরায়ণঃ ফলপ্রদং মন্যতে। কুতঃ? হেত্বিতি। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্" ইতি তস্যৈব ফলহেতুত্বব্যপদেশাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণঃ করণত্বেনোপক্ষয়াচ্চ। কর্ম্মসত্তাপি ব্রহ্মায়ত্তা ইত্যুক্তম্। "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ" ইত্যাদৌ। তেন ব্রহ্মৈব কর্ম্মপ্রবর্ত্তকং সিদ্ধম্। যত্তু বিনশ্যদপি কর্ম্মেত্যাদি সমাহিতং তন্মন্দম্। কাষ্ঠলোষ্ট্রবদচেতনস্যাদৃষ্টস্য তত্রাক্ষমত্বাত্তস্যাশ্রবণাচ্চ। নন্বু যজ্ঞস্য দেবার্চ্চনত্বাত্তদর্চ্চিতানাং দেবতানাং ফলার্পকত্বমস্ত্বিতি চেৎ উচ্যতে। পরদেবতয়া প্রযোজ্যাস্তাস্তদর্পয়ন্তীতি স্বীকার্য্যমন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ। অতঃ সৈব তদর্পিকা। এবমেবাহ ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ। "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্। স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" ইতি। এবঞ্চ যাগাদিভিরারাধিতোঽভ্যুদয়ফলং দদাতী-

ত্যুক্তম্। ভক্ত্যা তোষিতস্তু স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বমিতি বক্ষ্যতি পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি। তদিত্থং জন্মমরণাদিদুঃখালয়ত্বরূপপ্রপঞ্চদোষোক্ত্যা নিখিলনির্দ্দোষকীর্ত্তনেন চ নিখিলনিয়ামকত্ববিশুদ্ধচিদ্বিগ্রহত্বাদিপরমাত্মগুণগণনিরূপণেন চ ব্রহ্মতৃষ্ণৈব তদিতরবিতৃষ্ণাপূর্ব্বিকা তৎপ্রাপ্তিহেতুরিতি পাদাভ্যাং দর্শিতং ভবতি ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি জৈমিনি প্রদর্শিত মতের নিরাসার্থ। পূর্ব্বং অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরকেই ভগবান্ বেদব্যাস ফলপ্রদাতা মনে করেন। কি কারণে? হেতুব্যপদেশাৎ—শ্রুতিতে তাঁহারই হেতুত্ব কথিত হইয়াছে, যথা 'পুণ্যেন পুণ্যম্' ইত্যাদি ভগবান্ পুণ্যকারী যজমানকে পুণ্যকর্ম্মবলে পুণ্যলোকে লইয়া যান এবং পাপদ্বারা পাপলোক—নরক তাহাকে প্রদান করেন। আরও যুক্তি এই—কর্ম্ম অনুষ্ঠানমাত্রই নষ্ট হইয়া যায়। যদি অপূর্ব্ব দ্বারা কর্ম্মসত্তা বল, তবে, তাহাও ব্রহ্মাধীন এ-কথা পূর্ব্বেই বলা আছে যথা, দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চ ইত্যাদি শ্লোকে। অতএব ব্রহ্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—ইহা সিদ্ধ। তবে যে জৈমিনি অপূর্ব্ব স্বীকার দ্বারা এই আশঙ্কার সমাধান করিয়াছেন—যথা 'বিনশ্যদপি কর্ম্ম স্বকালমেবাপূর্ব্বমুৎপাদ্য বিনশ্যতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, তাহা অসার ও নিন্দনীয়; যেহেতু কাষ্ঠ, লোষ্ট্র যেমন জড় সেইরূপ অপূর্ব্বও জড়, তাহার ফলদানে যোগ্যতা নাই, তদ্‌ভিন্ন কোনও শ্রুতি অপূর্ব্ব পদার্থ স্বীকার করেন নাই। যদি বল, যজ্ঞ একপ্রকার দেবতার অর্চ্চন, সুতরাং সেই অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট দেবতারা ফলদান করিবেন। তবে বলিতেছি, দেবতারাও পরদেবতা পরমেশ্বরাধীন, তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া দেবতারা কর্ম্মফল অর্পণ করেন, ইহা অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণবাক্য হইতে স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেই পরদেবতাই কর্ম্মফলের সমর্পক, ইহা সিদ্ধ। এই কথা পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—'যো যো যাং যাং...বিহিতান্ হি তান্' ইতি। যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তিকে (দেবতাকে) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনা করিতে চাহে, আমি সেই সেই ভক্তের

সেই শ্রদ্ধাকেই দৃঢ় করিয়া থাকি। সেই ভক্ত সেই অচলা শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তারপর আমার দ্বারাই বিহিত অর্থাৎ সমর্পিত অভীষ্ট কাম্য লাভ করে। ইহাতে প্রতিপাদিত হইল যে, যাগাদি দ্বারা আরাধিত শ্রীহরি অভিপ্রেত ফল দান করেন। এমন কি, তিনি ভক্তি দ্বারা পরিতোষিত হইয়া আত্মপর্য্যন্ত সমস্তই সমর্পণ করেন, এ-কথা পরে বলিবেন—'পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিত্যাদি সূত্রে। অতএব এই প্রকারে তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় এই দুই পাদ দ্বারা দেখান হইল যে, এই প্রপঞ্চ জন্ম-মরণাদি দুঃখের আলয়ত্ব-নিবন্ধন দোষগ্রস্ত এবং শ্রীভগবান্ নিখিল দোষনির্ম্মুক্ত ও নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশুদ্ধ চিদ্‌বিগ্রহস্বরূপ ইত্যাদি পরমেশ্বর-গুণের নিরূপণ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, অপর সমস্ত ইচ্ছা নিবৃত্তি-পূর্ব্বক ব্রহ্মলাভেচ্ছা উৎপন্ন হইলে তাঁহার প্রাপ্তির কারণ হয়॥ ৪২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বমতমাহ পূর্ব্বস্ত্বিতি। পাপেন নিন্দ্যেন কর্ম্মণা। পাপং দুঃখময়ম্। তেন ব্রহ্মৈবেতি। ন তু কর্ম্মাপি ব্রহ্মপ্রবর্ত্তকমিত্যেবকারাৎ। তত্র ফলার্পণে। তস্যাশ্রবণাদিতি। অদৃষ্টে শ্রুতিপ্রমাণালাভাদিত্যর্থঃ। তথাচ নির্ম্মূলং তন্ন স্বীকার্য্যমিতি ভাবঃ। শ্রীহরের্ভক্তসর্ব্বস্বাপহর্ত্তৃত্বং তু পরমপুমর্থে স্বস্মিন্নিবেশার্থং তাদৃশস্বদানার্থং বা ইতি জ্ঞেয়ম্। পরদেবতয়া পরব্রহ্মণা। তা দেবতাঃ। তৎ ফলম্। সৈব পরদেবতৈব। যো য ইতি শ্রীগীতাসু॥ ৪২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

টীকানুবাদ—স্বমতমাহ পূর্ব্বস্ত্বিত্যাদি, পাপেন পাপমিত্যাদি—পাপেন—নিন্দনীয় কর্ম্ম দ্বারা। পাপং—দুঃখময়স্থান। তেন ব্রহ্মৈবেতি—অতএব ব্রহ্মই, এব শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে কর্ম্ম ব্রহ্মের প্রবৃত্তি-কারণ নহে। তস্যাশ্রবণাদিতি—অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টোৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন শ্রৌত প্রমাণ নাই; অতএব অপূর্ব্ব স্বীকার নির্ম্মূলক। তবে যে বলা

হইয়াছে—ভগবান্ ভক্তের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকেন, ইহার তাৎপর্য্য পরমপুরুষার্থস্বরূপ নিজেতে ভক্তের অভিনিবেশের জন্য অথবা ঐ ভক্তে ঐরূপ সর্ব্বগুণাকর নিজকে সমর্পণের জন্য জানিবে। পরদেবতয়া প্রযোজ্যাস্তা ইতি—পরদেবতয়া—পরমাত্মা কর্ত্তৃক। তাঃ—দেবতারা, তদর্পয়ন্তি—তৎ—কর্ম্মফল। অতঃ সৈব ইতি—অতএব, সেই পরদেবতাই। যো যো যাং ইত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোক্ত ॥ ৪২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা——বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরই কর্ম্মফলের দাতা। কারণ শাস্ত্রে সেইরূপ হেতুরই ব্যপদেশ বা উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কর্ম্মের সত্তাও যখন ব্রহ্মাধীন, তখন ব্রহ্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কর্ম্ম অপূর্ব্ব দ্বারা ফল দান করে, এ-কথা অযৌক্তিক; কারণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রাদির ন্যায় অচেতন অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট কি প্রকারে ফল দানে সমর্থ হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ ইহা শাস্ত্রেও নাই। যদি কেহ বলেন যে, যজ্ঞে যে সকল দেবতারা উপাসিত হন, তাঁহারাই ফল দান করিয়া থাকেন, এ-কথা বলা যায় না; কারণ অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে পাওয়া যায়—পরদেবতা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াই তাঁহারা ফল দান করিয়া থাকেন, ফল-দানে তাঁহাদের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্"। (গীঃ ৭।২২)

এ-স্থলে ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ ভক্তির দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে আত্ম-পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন, এ-কথা পরে ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম ও ২য় পাদদ্বয়ে ইহাই শুধু প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই সংসার জন্মমরণাদি দুঃখের আলয় এবং শ্রীভগবান্ নিখিল দোষরহিত ও অপার গুণগণবিশিষ্ট, তাঁহার গুণাদির

নিরূপণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা ব্রহ্ম-লাভের ইচ্ছাই তদিতর সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয় এবং তাহাই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতে যমদূতগণের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম" (ভাঃ ৬।১।৪০)

যমের বাক্যেও পাই,—

"পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্‌যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ॥"

অর্থাৎ যম কহিলেন,—(হে দূতগণ!) তোমরা আমাকেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, তাহা কিন্তু নহে। আমা হইতে, তথা ইন্দ্র-চন্দ্র-প্রমুখ লোকপালক হইতেও শ্রেষ্ঠ একজন অখিল চরাচরের অধীশ্বর আছেন। তাঁহারই অংশভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় এই বিশ্ব তাঁহাতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। বিদ্ধনাস বলীবর্দ্দের ন্যায় লোক সকল তাঁহারই বশবর্ত্তী।

আরও পাই,—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥" (ভাঃ ৬।৩।২৫)

অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনি প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায়

অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবত ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম,—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদিরূপ মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদির দ্বারা বিস্তৃত বহু কষ্টসাধ্য দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিকারী পরমার্থফলপ্রদ শ্রীভগবানের নামগুণকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও পাওয়া যায়,—

> "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
> যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥" (ভাঃ ২।১০।১২) ॥৪২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

পরয়া নিরস্য মায়াং গুণকর্ম্মাদীনি যো ভজতি নিত্যম্।
দেবশ্চৈতন্যতনুর্মনসি মমাসৌ পরিস্ফুরতু কৃষ্ণঃ ॥১॥

অনুবাদ—পরয়েতি—যে দেব অর্থাৎ বিচিত্র অনন্ত গুণরাশি-প্রকাশময় লীলারত শ্রীহরি পরাখ্য স্বরূপশক্তি দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে নিরাস করিয়া সেই স্বাভাবিক স্বরূপশক্তিবশে সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, বাৎসল্যাদি গুণ এবং গোবর্দ্ধনধারণ ও বহুরূপে প্রকটিত হইয়া সকল গোপীর সমকালে আনন্দবিধায়ক রাসোৎসবাদি অলৌকিক কর্ম্ম অর্থাৎ লীলা নিত্য প্রকটিত করিতেছেন, সেই চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়-মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥১॥

মঙ্গলাচরণ-টীকা—ভাসয়ন্ স্বগুণান্ শুদ্ধান্ ভৃত্যস্য হৃদি মে প্রভুঃ।
ব্রজনাথসুতো মোদং দধাতু পুরুষোত্তমঃ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ পাদে বিগ্রহে ব্রহ্মণি ভক্তিরুক্তা ইহ পাদে বিগ্রহব্রহ্মাভিন্ন-গুণবিষয়া সোচ্যত ইত্যনয়োরাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। তত্র ভগবদ্গুণ-নিরূপকমষ্টষষ্টিসূত্রকং ত্রয়স্ত্রিংশদধিকরণাত্মকং তৃতীয়পাদং ব্যাচিখ্যাসুস্তদ্-গুণনিরূপণযোগ্যতাসম্পাদকং হৃদি ভগবৎস্ফুরণাশংসনরূপং মঙ্গলমাচরতি পরয়েতি। যো দেবো বিচিত্রানন্তগুণবিজৃম্ভমাণক্রীড়াপরঃ পরয়া স্বরূপশক্ত্যা মায়াং ত্রিগুণাং প্রকৃতিং নিরস্য তয়ৈব পরয়া গুণান্ সার্ব্বজ্ঞ্যসর্ব্বেশ্বরত্ব-মাধুর্য্যসৌন্দর্য্যবাৎসল্যাদীন্ কর্ম্মাণি চ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণরাসোৎসবাদীন্যলৌকি-কানি ভজতি পরাত্মকান্যেব তানি প্রকটয়তীত্যর্থঃ। ধান্যেন ধনমিতি-

বদ্‌যোজনায়াং তৃতীয়া বোধ্যা। স শ্রীকৃষ্ণো মম মনসি পরিস্ফুরতু প্রকাশতাম্। কীদৃশঃ। চৈতন্যতনুর্জ্ঞানবিগ্রহঃ। পক্ষে স শ্রীকৃষ্ণো দেবশ্চৈতন্যতনুঃ সন্ মম মনসি পরিস্ফুরতু। চৈতন্যনাম্নী তনুর্মূর্ত্তির্যস্য সঃ। গুণাদয়োঽনুকম্পনপ্রভৃতয়ঃ। কর্ম্মাণি চ নবদ্বীপপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদিষু তত্তল্লীলাঃ। মায়াং তৎকার্য্যভূতাং জনানাং দুর্ব্বাসনাম্। নিত্যমিত্যনেনাস্যাবতারস্যাবতারান্তরবন্নিত্যত্বমভিমতম্। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চেত্যাদিবচনাৎ। ভগবত্ত্বং যস্য "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ইত্যাদেঃ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্" ইত্যাদেশ্চ সিদ্ধম্। তথাচ ভগবদ্‌গুণোপাসনা পাদেঽস্মিন্ বর্ণনীয়েতি পাদার্থোঽপি সূচিতঃ ॥১॥

মঙ্গলাচরণের টীকানুবাদ—শ্রীনন্দনন্দন, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু পুরুষোত্তম ভৃত্য আমার হৃদয়মধ্যে নির্দ্দোষ তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্য, সর্ব্বেশ্বরত্ব, কারুণ্যাদিগুণ উদ্ভাসিত করিয়া আনন্দ বিধান করুন। ইহার পূর্ব্বপাদে (দ্বিতীয়ে) বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে,—এই পাদে বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মের অভিন্নবোধে তাঁহার গুণবিষয়ক ভক্তি বলা হইতেছে। অতএব এই পূর্ব্বাপর দুইটি পাদের আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ-সঙ্গতি। এখানে আশ্রয় ব্রহ্ম, আশ্রয়ী গুণ—এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ। সেই এই তৃতীয় পাদে—যাহাতে আটষট্টিটি সূত্র আছে ও তেত্রিশটি অধিকরণ, যাহা শ্রীভগবানের গুণ নিরূপণ করিতেছে তাহাতে এতাদৃশ এই তৃতীয়পাদ ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইয়া ভাষ্যকার হৃদয়-মধ্যে ভগবদ্‌গুণ-নিরূপণের যোগ্যতাসম্পাদক শ্রীভগবানের পরিস্ফুরণ-(প্রকাশ) রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'পরয়া নিরস্য' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। যে দেব অর্থাৎ বিচিত্র, অনন্ত গুণ-বিকাশক ক্রীড়ায় রত, পরা শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে নিরাস করিয়া অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত থাকিয়া সেই শক্তিবলে সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরত্ব, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, বাৎসল্যাদি গুণ ও গোবর্দ্ধনধারণ, রাসলীলা প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ভজন করেন অর্থাৎ পরস্বরূপাত্মক সেই সকল প্রকট করেন। এখানে শঙ্কা হইতেছে—পরয়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তি দ্বারা অর্থ কিরূপে সঙ্গত? কারণ—স্বরূপশক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন 'ধান্যেন ধনবান্' বলিলে ধান্যাভিন্ন ধনবিশিষ্ট অর্থ বুঝায়, সেইরূপ অভেদার্থে তৃতীয়া দ্বারা শক্তি-অভিন্ন ভগবান্ অর্থ বুঝাইবে।

সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়-মধ্যে প্রকট হউন। তিনি কিরূপ ? চৈতন্যতনুঃ—জ্ঞানবিগ্রহ। এখানে টীকাকার চৈতন্য-শব্দের জ্ঞান ও শ্রীগৌরাঙ্গ দুইটি অর্থ ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপক্ষে অর্থ দেখাইতেছেন—পক্ষে ইতি—সেই দেব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আমার হৃদয়ে প্রকাশ পাউন। এ-পক্ষে চৈতন্যতনুঃ-পদের বিগ্রহবাক্য চৈতন্যনাম্নী তনুঃ অর্থাৎ মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ। গুণ-কর্ম্মাদীনি, গুণাদি—জীবে দয়া প্রভৃতি, কর্ম্মাদি—নবদ্বীপ, পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতিতে সেই সেই লীলা প্রকট করেন। মায়াং অর্থাৎ মায়ার কার্য্য জীবগণের সংসারবন্ধহেতু দুর্ব্বাসনা, নিরস্য—দূর করিয়া, নিত্যম্—এই কথা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, অন্যান্য অবতারের মত এই চৈতন্যাবতারও নিত্যসিদ্ধ। এ-বিষয়ে প্রমাণও আছে, যথা—'সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ' সকল অবতারই নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী। এই চৈতন্যদেবের যে ভগবদবতারত্ব, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের উক্তিতে পাওয়া যায়, যথা—গর্গমুনি ব্রজরাজ নন্দকে বলিতেছেন,—এই বালকের তিন বর্ণ হইয়াছিল। এবং একাদশস্কন্ধেও 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' রূপে গৌরই—শ্রীকৃষ্ণরূপ অবতার ইত্যাদি বাক্য হইতে সিদ্ধ হইতেছে। এতাবতা-প্রবন্ধ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, এই পাদে ভগবদ্গুণোপাসনা বর্ণিত হইবে, এইরূপে পাদপ্রতিপাদ্য বিষয়ও কথিত হইল ॥১॥

শ্রীভগবানের গুণোপাসনার বর্ণন

অবতরণিকাভাষ্যম্—ভগবদ্গুণোপাসনাঽস্মিন্ পাদে প্রদর্শ্যতে। ইয়মত্র প্রক্রিয়া। স্বয়ংরূপে পরব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে অনাদি-সিদ্ধানি বিচিত্রাণি রূপাণি বৈদূর্য্যমণাবিব নিত্যাবির্ভূতানি বিভান্তি। তত্তদ্রূপবিশিষ্টোঽসৌ নির্ব্বিশেষশুদ্ধিপূর্ত্তিভাগিতি বিজ্ঞায় তেষ্বেকত-মেন নিজাভীষ্টেন রূপেণ বিশিষ্টো যেনোপাস্যতে তেন তদন্য-তমেন রূপেণ বিশিষ্টে তস্মিন্ পঠিতা গুণাঃ স্বোপাস্যেঽপঠিতাশ্চে-দুপসংহার্য্যা এব। যেন তু মনঃপ্রভৃতীনি বিভূতিরূপাণি ব্রহ্মে-ত্যুপাস্যন্তে তেন শাখান্তরস্থাশ্চ তত্তদুপাসনপ্রকরণপঠিতা এবো-পসংহার্য্যা নেতরে, তদ্রূপমধিকৃত্য তেষাং পাঠাৎ। অপরে ত্বেব-মাহুঃ। ইদমেব পারম্যোপেতং ব্রহ্মাত্মস্থিতাংস্তত্তদ্ভাবান্ অভি-

নেতৃদিব্যনটবৎ প্রকাশ্য তত্তন্নামভাক্ তত্তদ্ধামাবচ্ছেদ এব তত্তদ্-গুণকর্ম্মাণ্যাবিষ্করোতীত্যেকত্র শ্রুতানামন্যত্রোপসংহারঃ সম্ভবতীতি। নন্বেকস্মিন্ প্রকাশে শ্রুতা গুণা অন্যস্মিংশ্চিন্ত্যাঃ কথং স্যুরেকস্যৈব তথাতথাভাবেন প্রাকট্যাৎ। নন্বু মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভোগশান্তিতপঃক্রৌ-র্য্যাদীনাং মিথোবিরোধাদ্বংশশঙ্খারিশরচাপাদের্মীনাদৌ শৃঙ্গপুচ্ছসটা-দংষ্ট্রাদেশ্চ নৃলিঙ্গে বিভাবনে, "যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতি-পদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা" ইতি স্মৃতিব্যাকোপাদ্বিদ্বদনুভবানুপলম্ভাচ্চ নোপসংহারো যুক্ত ইতি চেৎ অত্রোচ্যতে। গুণানামুপসংহার্য্যত্বমুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বম্। একস্মি-ন্নুপাসনে পঠিতানামন্যস্মিন্নপঠিতানাং তেষাং তত্র চিন্তনং সত্ত্বেন ধীমাত্রং বা। আদ্যং সনিষ্ঠানামন্তিমং ত্বৈকান্তিনামিতি যাবৎ। পরস্মিন্ পাদে সনিষ্ঠাদয়স্ত্রিবিধা বিদ্যাধিকারিণো দর্শয়িষ্যন্তে। তেষু প্রায়েণাধিকৃতাঃ সনিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষু রূপেষু সমপ্রীতয়ঃ। তে হি সর্ব্বত্র সর্ব্বান্ গুণানুপসংহরন্তি। ন চৈকস্মিন্নেকবিরুদ্ধগুণ-চিন্তনমসমঞ্জসম্। সময়ভেদেন বৈদূর্য্যমণাবিবৈকত্র তস্মিন্ রূপ-ভেদানাং গ্রহীতুং শক্যত্বাৎ। পরিনিষ্ঠিতা নিরপেক্ষাশ্চোভয়েঽ-প্যেকান্তিনো বিষমপ্রীতয়ঃ। তে হি স্বেষ্টরূপাভিব্যক্তানেব গুণান্ বিচিন্তয়ন্তি পশ্যন্তি চ। তদন্যরূপাভিব্যক্তাংস্তেভ্যোঽন্যাংস্তু তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতানপি ন চিন্তয়ন্তি ন চ পশ্যন্তি। তেষাং তত্রানভি-ব্যক্তেরনভীষ্টত্বাচ্চেতি পরাধিকরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি। যোঽন্যথেতি তু চিন্মাত্রবাদিক্ষেপকম্। কিঞ্চ "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইতি ব্রহ্মগুণানাং মুমুক্ষুমৃগ্যত্বাভিধানাৎ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি গুণবেদিনোঽভয়ফলোক্তেশ্চ সগুণে ব্রহ্মণি শাস্ত্র-তাৎপর্য্যম্। আনুবাদিকা ব্যবহারিকাশ্চ গুণা ইতি তু কল্পনৈব। মানান্তরাপ্রাপ্তানামনুবাদাসম্ভবাৎ ব্যবহারিকপদাদর্শনাচ্চ। "বাচং ধেনুমুপাসীত" ইত্যাদিবদুপাসনায়ৈ গুণাঃ কল্প্যা ইতি চ দুর্ধীরেব। তথা সতি "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যত্রাপি তদাপত্তেঃ। "আনন্দা-

দয়ঃ প্রধানস্য” “ব্যতিহারে বিশিংষন্তি হীতরবৎ”ইত্যত্রানন্দাদের্জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বেঽপি তাত্ত্বিকত্বস্বীকারাচ্চ। নির্গুণবাক্যন্তু প্রাকৃতগুণনিষেধকমিত্যুক্তম্। গুণানাং গুণ্যভেদাভ্যুপগমাচ্চ ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। ধ্যেয়া গুণা দ্বেধা বোধ্যাঃ। অঙ্গিনিষ্ঠত্বাদঙ্গনিষ্ঠত্বাচ্চেতি স্ফুটীভাবি। তত্রাদৌ গুণোপসংহারসিদ্ধয়ে ভগবতঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং নিগদ্যতে। তথাহি নিখিলানি সাধনবাক্যান্যত্র বিষয়ঃ। তত্র স্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্ম বেদ্যমুত সর্ব্বশাখোক্তৈস্তৈরিতি সংশয়ে প্রতিশাখমর্থভেদাৎ স্বশাখোক্তৈস্তৈরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—তৃতীয়াধ্যায়ের এই পাদে শ্রীভগবানের গুণোপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার প্রক্রিয়া এই প্রকার—স্বয়ংরূপ ভগবান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম—তাঁহাতে অনাদিসিদ্ধ বিচিত্র নানা রূপ (যেমন বৈদূর্য্যমণিতে নানা রূপ নিত্য আবির্ভূত হয়, সেইপ্রকার) আবির্ভূত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। সেই সেই রূপবিশিষ্ট ঐ শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষশুদ্ধিপূর্ত্তিশালী (সর্ব্বাধিক বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতাবান্) ইহা জানিয়া যে ভক্ত ভগবানের সেই সকল রূপের মধ্যে নিজ প্রিয় একটি রূপবিশিষ্টভাবে তাঁহাকে উপাসনা করেন, সেইভক্ত ঐ সকল ভগবদ্ রূপরাশির মধ্যে যে কোন একটি রূপবিশিষ্ট নিজের উপাস্য সেই ভগবানে যদি তাহার পঠিত গুণ হয়, উত্তম, নতুবা অপঠিত গুণরাশিও গ্রাহ্য। আর যে ভক্ত নিজ মন প্রভৃতি তাঁহার বিভূতিকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, সেই ভক্ত ভগবানের উপাসনা-প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু অন্য শাখায় অবস্থিত, সেই সকল গুণও ধ্যেয়রূপে গ্রহণ করিবেন, তদ্‌ভিন্ন অন্য গুণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, কারণ সেগুলি শুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণ। ঐগুলি উপাসনার অনুকূল নহে, যেহেতু উপাস্য গুণগুলি উপাসনা-প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। অপর ব্যাখ্যাতৃগণ এইপ্রকার স্বাভিমত প্রকাশ করেন যথা—ইহাই পরব্রহ্মের পরমত্ব অর্থাৎ উৎকর্ষ যে, এই পরব্রহ্মই অভিনয়কারী দিব্য নটের মত নিজ মধ্যে স্থিত সেই সেই ভাবসমূহ প্রকাশ করিয়া সেই সেই নামে অভিহিত হয়েন, আবার সেই সেই ধামাবচ্ছেদে সেই সেই অলৌকিক গুণ-কর্ম্মগুলি আবিষ্কার করেন। এইরূপে একের মধ্যে শ্রুত গুণকর্ম্মের অন্যত্র সঞ্চার সম্ভব হইয়া থাকে। যদি বল, এক প্রকাশের মধ্যে

যে সকল গুণ শ্রুত হয়, তাহা অন্য প্রকাশে কিরূপে চিন্তনীয় হয় ? তাহাও অসঙ্গত নহে ; যেহেতু একেরই সেই সেই ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহাতে আপত্তি এই—যদি তাহাই হয়, তবে মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, শান্তি, তপস্যা, নিষ্ঠুরতাদি গুণগুলির পরস্পর বিরোধহেতু—(যেমন রঘুবীরে মাধুর্য্য, ভোগ, শ্রীকৃষ্ণাবতারে মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ভোগ, নরনারায়ণ মূর্ত্তিতে শান্তি ও তপস্যা, নরসিংহদেহে ক্রূরতা, বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য) এইগুলি একত্র থাকিতে পারে না, যদি তাহাদের একত্র সন্নিবেশ চিন্তা করা হয় (অর্থাৎ যেমন মীন, বরাহ, হংসাদি মূর্ত্তিতে বংশী, শঙ্খ, চক্র, ধনুর্বাণের চিন্তা, নরসিংহ মূর্ত্তিতে শৃঙ্গ, পুচ্ছচিন্তা, দাশরথি-শ্রীকৃষ্ণাদিতে কেশর, দংষ্ট্রা প্রভৃতির ধ্যান) ইহাতে দোষই শ্রুত হয়। যথা যে ব্যক্তি অন্যরূপে বর্ত্তমান, শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীহরির রূপকে বেশান্তরে অথবা অন্য আকারে চিন্তা করে, তাহার কি পাপই না করা হয়। সে আত্মাপহারী চোর। এই স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধহেতু এবং বিদ্বৎসম্প্রদায়ের অনুভূতি-বিরুদ্ধহেতু ঐরূপ সামঞ্জস্য যুক্তিযুক্ত নহে ; এই যদি বল, তাহাতে মীমাংসা করিতেছেন—ভগবদ্ গুণরাশির একে সমন্বয়ের উদ্দেশ্য উপাসনাক্ষেত্রে উপাদেয়ত্ব। এক মূর্ত্তির উপাসনায় পঠিত গুণ কিন্তু অন্য উপাসনায় অপঠিত, ইহাতে প্রশ্ন—তাহাদের সেই উপাসনায় ঐসকল রূপের চিন্তা কি তাত্ত্বিক বোধ ? অথবা ধারণামাত্র ? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ তাত্ত্বিক চিন্তা,—ইহা হইতে পারে না কারণ তাহা সনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র পক্ষটি একান্ত-নিষ্ঠপক্ষে। এ-বিষয়ে মীমাংসা—ইহার পরপাদে অর্থাৎ চতুর্থপাদে সনিষ্ঠ প্রভৃতি ত্রিবিধ বিদ্যাধিকারীর বিষয়ে প্রদর্শিত হইবে। তাহাদের মধ্যে সনিষ্ঠ অধিকারী—যাঁহারা ভগবানের সকলরূপে সমান প্রীতিসম্পন্ন, যেমন ব্রহ্মা প্রভৃতি ইঁহারা সনিষ্ঠ-অধিকারী। ইঁহারা প্রায় সকল অবতারের মধ্যেই সকল গুণের সমন্বয় সাধন করেন। ইহাতে তাঁহাদের এক মূর্ত্তিতে অনেক বিরুদ্ধগুণ চিন্তা দোষাবহ নহে ; তাহার কারণ যেমন বৈদূর্য্যমণিতে সময়-ভেদে বিভিন্নরূপ প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার সেই মূর্ত্তিতে বিভিন্নরূপও গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে। আর দুই প্রকার অধিকারী আছেন,—যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ, ইঁহারা উভয়েই একান্তী অধিকারী ও বিষম প্রীতিসম্পন্ন। কারণ তাঁহারা নিজ অভীষ্ট মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত গুণগুলিরই

ধ্যান করেন ও দর্শন করেন। তদ্‌ভিন্ন অন্য মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত তদন্য গুণগুলি সেই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান, ইহা জ্ঞাত হইলেও ঐ ভক্তগণ ঐ গুণগুলির ধ্যান করেন না, দর্শনও করেন না। তাহার কারণ, সেই গুণগুলি ঐ মূর্ত্তিতে প্রকট নহে এবং ঐ ভক্তের অভীষ্টও নহে, ইহা পরবর্ত্তী অধিকরণে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে। তবে অন্য মূর্ত্তির গুণচিন্তকের দোষ যে শ্রুত হইয়াছে—'যোঽন্যথাস্থিত্যাদিত্যাদি' পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে, তাহার সমাধান এই—যাহারা চিন্মাত্র ব্রহ্মের উপাসক তাহাদের পক্ষে। অতএব তাহাতেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য স্থাপন করিতেছেন—কিঞ্চেত্যাদি গ্রন্থে কিঞ্চ আর এক কথা —'তস্মিন্ যদন্বেষ্টব্যমিতি' সেই দহরাখ্য ব্রহ্মে যে সকল অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ আছে, তাহা অন্তরের মধ্যে সেইগুলি স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতেও আছে, ইহা ধ্যাতব্য ; এই উক্তিতে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য এইরূপ—ব্রহ্মগুণ-সমুদয় মুক্তিকামীদের অন্বেষণীয় অর্থাৎ ধ্যাতব্য, ইহা কথিত থাকায় এবং ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ যে জানে সে কিছুতেই ভীত হয় না, এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা গুণবেত্তার অভয় ফলের উক্তিহেতু সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক 'যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্' এই বাক্যের তাৎপর্য্য জানিবে। এ-বিষয়ে কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন—ব্রহ্মের গুণ দুইপ্রকার—আনুবাদিক ও ব্যাবহারিক অর্থাৎ দেবতা, মহর্ষি, উগ্রপুণ্যবান্ রাজর্ষিদের মধ্যে যে অপহতপাপ্মত্ব (নিষ্পাপত্ব) গুণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদেরই সত্তা শ্রুতি ব্রহ্মে উল্লেখ করিতেছেন, নতুবা ইহারা ব্রহ্মের বাস্তব গুণ নহে ; এইজন্য ইহাদিগকে আনুবাদিক বলা হয়, আর যে সকল গুণ নির্গুণ ব্রহ্মে অনির্ব্বচনীয় মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত পরমেশ্বরে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আরোপিত, এজন্য ব্যাবহারিক ; —এইরূপ কল্পনা স্বকপোলকল্পিত, যেহেতু শব্দাতিরিক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যাহা জ্ঞাত নহে তাহার অনুবাদ হয় না, আর ব্যাবহারিক, ইহাও বলা চলে না ; যেহেতু ব্যবহার-বোধক পদ তো কোথায়ও দেখা যায় না। আর যদি বল, যেমন 'বাচং ধেনুমুপাসীত' বাক্যকে ধেনুবোধে উপাসনা করিবে—এ-কথায় উপাসনার জন্য বাক্যে ধেনুগুণ কল্পনীয় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে গুণ কল্পনীয়, এই চিন্তাও দুষ্ট-চিন্তাই ; কেননা উপাসনার্থ সেইরূপ কল্পনা করিলে 'আত্মেত্যুপাসীত' ব্রহ্মকে আত্মবোধে উপাসনা করিবে—এই শ্রুত্যুক্ত আত্মভাবও কল্পনীয় হউক ; কিন্তু তাহাতো নহে, ব্রহ্মের

আত্মত্ব যে নিত্যসিদ্ধ ; তদ্ভিন্ন কেবলাদ্বৈতবাদীরা এই সূত্রে যে আনন্দাদি ধর্ম্মকে উপাস্য বলিয়াছেন এবং 'ব্যতিহারো বিশিংষন্তীতরবৎ' এই সূত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নরূপে উপাস্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই উভয়ই অসঙ্গত হয় ; কেননা, তথায় উপাস্যতার নির্দ্দেশ থাকিতেও বাস্তবত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তবে যে ব্রহ্মের নির্গুণত্ববোধক বাক্য শ্রুত হয়, উহার তাৎপর্য্য ব্রহ্ম প্রকৃতিসম্ভূত গুণবর্জ্জিত—এই অর্থে ইহা বলা আছে। এতদ্ব্যতীত গুণ-গুণীর অভেদ স্বীকৃত হওয়ায় স্বরূপোপাসনাপেক্ষা গুণোপাসনা গৌণ, এরূপ কল্পনাও চলে না। অতএব উক্ত ব্যাখ্যানে কিছুই আপত্তির বিষয় থাকিতে পারে না। ধ্যেয়গুণ দুই প্রকার জানিবে যথা—অঙ্গিনিষ্ঠ ও অঙ্গনিষ্ঠ। ইহাও পরে প্রস্ফুট হইবে। এইরূপে এই অধিকরণের ভূমিকা রচনার পর প্রথমে সমস্ত গুণের ভগবানে সমন্বয়-সিদ্ধির জন্য তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব নিরূপিত হইতেছে। যথা ভগবদ্ বেদ্যতার অনুকূল সমস্ত সাধনবাক্যগুলি এই অধিকরণের বিষয়। তাহাতে সংশয় হইতেছে—স্বশাখোক্ত সাধনগুলি দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য ? অথবা সর্ব্বশাখোক্ত সাধন দ্বারা ? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলেন,—যখন প্রত্যেক শাখায় কথিত বাক্যসমূহের প্রতিপাদ্য অর্থ বিভিন্ন, তখন স্বশাখোক্ত বাক্য দ্বারাই ব্রহ্ম বেদ্য—এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এতৎপাদার্থবোধবৈশদ্যায় পীঠিকাং তাবদ্রচয়তি ভগবদ্গুণেতি। ইয়মত্রেতি। স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণে। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি স্মরণাৎ। রূপাণীতি রূপং বর্ণঃ সংস্থানযোগশ্চেতি দ্বিবিধানি তানি বোধ্যানি। বিশিষ্ট ইতি পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। উপসংহার্য্যা গ্রাহ্যাঃ। যেন ত্বিতি। যেন প্রতীকোপাসকেন মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদিবাক্যান্মনঃপ্রভৃতি-প্রতীকো ব্রহ্মভাবেনোপাস্যত ইত্যর্থঃ। তত্তদিতি। তত্তৎ প্রতীকোপাসন-গ্রন্থোক্তা ইত্যর্থঃ। নেতরে ইতি। শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠা গুণাস্তেন নোপাস্যাঃ। তদ্রূপং শুদ্ধং ব্রহ্মস্বরূপম্। সঙ্গত্যন্তরমাহ অপরে ত্বিতি। ইদমেব কৃষ্ণ-রূপং রামরূপং বা যৎকিঞ্চিৎ পারম্যোপেতং পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। শ্রুতানাং গুণানাম্। নন্বিতি। মাধুর্য্যভোগৌ রঘুবর্য্যে। মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভোগাঃ শ্রীকৃষ্ণে। শান্তিতপসী নরনারায়ণয়োঃ। ক্রৌর্য্যশৌর্য্যৈশ্বর্য্যাণি তু নৃহরৌ। এষামে-

কত্র বিরোধঃ স্ফুটঃ। এবং স্বভাবভেদেনোদিতানাং গুণানামনুপসংহার্য্যত্ব-মুক্ত্বাকারভেদেনোদিতানাং তদাহ বংশেত্যাদি। মীনবরাহহংসাদিষু বংশাদিভাবনং দাশরথি-কৃষ্ণাদিষু শৃঙ্গাদিভাবনং দোষাবহম্। যোঽন্যথেত্যাদেঃ। ভারতবাক্যমেতৎ। অস্যার্থঃ। যথা হরেঃ রূপং শাস্ত্রে গদিতং ততোঽন্যথা বেশান্তরেণাকারান্তরেণ স্থিতং যো বেত্তি তেন কিং পাপং ন কৃতম্ অপি তু সর্ব্বং কৃতমিত্যর্থঃ। পাপং বক্তুং বিশিনষ্টি চৌরেণেতি। ততো বিরুদ্ধ-ভাবনময়ুক্তমিতি সমাদধদাহ অত্রোচ্যতে ইত্যাদিনা। তেম্বিতি। অধিকৃতাশ্চতুর্ম্মুখাদয়ঃ। প্রায়গ্রহণাত্তদনুযায়িনঃ কেচিদন্যে। সর্ব্বেষু রূপেম্বিতি। বিলক্ষণবর্ণসংস্থানবৎসু সর্ব্বেষু ব্রহ্মাভির্ভাবেম্বিত্যর্থঃ। ন চেতি। একস্মিন্ ব্রহ্মাবির্ভাবে। অসমঞ্জসং বিরুদ্ধম্। রূপভেদানাং বিলক্ষণানাং বর্ণসংস্থানানাম্। তদন্যরূপেতি। তস্মাৎ স্বেষ্টরূপাদন্যৎ রূপং যস্মিন্ তাদৃশে হরাবভিব্যক্তান্ ন তু স্বেষ্টরূপবতি তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেভ্যঃ স্বেষ্টগুণেভ্যোঽন্যান্ তস্মিন্ স্বেষ্টরূপবতি সত্বেনাবগতানপি ন ধ্যায়ন্তি ন চাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ। পরাধিকরণে ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিত্যত্র। অয়মত্র বর্ত্তুলিতার্থো জ্ঞেয়ঃ। স্বর্গী নটো যথাতিশয়িবিদ্যাচাতুর্য্যো ভ্রূনেত্রাদিচেষ্টয়া ব্যঞ্জিতাতিবিলক্ষণাকৃতিঃ স্ব-স্থিতানেব বিচিত্রান্ ভাবান্ প্রদর্শয়তি তথাবিচিন্ত্যশক্তিযোগাদতিসমর্থো বিচিত্রকলানিধির্বৈদূর্য্যবদাত্মনি ব্যঞ্জিত-বিবিধরূপো হরির্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ প্রকটয়তীতি তান্ সর্ব্বাংস্তস্মিন্ সনিষ্ঠা ভক্তাশ্চিন্তয়ন্তি পশ্যন্তি চ। অস্মিন্ হরৌ মদিষ্টরূপিণি মদ্ভাবানুকূলা ধর্ম্মাঃ প্রকটাঃ সন্তি তৈরেব ধ্যাতৈর্ম্মম মোক্ষঃ সেৎস্যতি কিমন্যৈঃ স্বরূপসদ্ভিরপি মদ্ভাবানুকূলৈর্ধর্ম্মৈর্ধ্যাতৈরিতি পরিনিষ্ঠিতাদয়স্তু স্বেষ্টরূপব্যক্তানেব তান্ ধ্যায়ন্তি লভন্তে চ নাপরানিত্যর্থঃ ইতি পরাধিকরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি। যোঽন্যথেত্যাদিবাক্যস্য গতিমাহ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকমাত্মানং যো বিজ্ঞানমাত্রং বেত্তি স নিন্দ্য ইত্যর্থঃ। গুণানাং ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিত্বাত্তদ্ভাবোল্লাসকত্বাচ্চ তদ্বৎ তচ্চিন্তনমাবশ্যকমিতি দর্শিতম্। অতস্তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যং স্থাপয়তি কিঞ্চেতি। তস্মিন্নিতি। দহরাখ্যে ব্রহ্মণি যদপহতপাপ্মত্বাদিগুণবৃন্দমস্তস্তদভিন্নতয়াস্তি তদন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। আনন্দমিতি। ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধিনমানন্দং ধর্ম্মভূতং তদ্বিদ্বান্ জনঃ কুতশ্চন কালকর্ম্মাদের্ন বিভেতি বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র তাৎপর্য্যাভাবে গুণবিষয়াণি সাদরবচাংসি ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। সভাপর্ব্বণি

ভীষ্মঃ—"জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পর্য্যুপাসিতাঃ। তেষাং গুণবতাং শৌরেরহং গুণবতো গুণান্। সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাম্। গুণৈরন্যানতিক্রম্য হরিরর্চ্চ্যতমো মতঃ" ইতি কর্ণপর্ব্বণি চ সঃ "বর্ষাযুতৈর্যস্য গুণা ন শক্যা বক্তুং সমেতৈরপি সর্ব্বলোকৈঃ। মহাত্মনঃ শঙ্খচক্রাসিপাণের্বিষ্ণোর্জিষ্ণোর্বসুদেবাত্মজস্য" ইতি। মাৎস্যে চ—"যথা রত্নানি জলধেরসংখ্যেয়ানি পুত্রক। তথা গুণা হ্যসংখ্যেয়া অনন্তস্য মহাত্মন" ইতি। বারাহে চ—"চতুর্ম্মুখায়ুর্যদি কোঽপি বক্তা ভবেন্নরঃ ক্বাপি বিশুদ্ধচেতাঃ। স তে গুণানামযুতৈকমংশং বদেন্ন বা দেববর প্রসীদ" ইত্যাদীনি। যত্তু কেবলাদ্বৈতিনো বদন্তি আনুবাদিকা ব্যাবহারিকাশ্চ গুণা ইতি। অস্যার্থঃ। দেবেষু মহর্ষিষু পার্থিবেষু চোগ্রপুণ্যেম্বপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণাঃ প্রসিদ্ধাঃ সন্তি, তান্ শ্রুতির্ব্রহ্মণ্যনুবদতি ন তু বস্তুতস্তত্র বিধত্তে। নির্গুণে এব ব্রহ্মণ্যনির্ব্বচনীয়য়া মায়য়া যোগাম্মহদহঙ্কারাদিরচনয়া জগদ্ব্যবহারে প্রবৃত্তে সতি জগদীশ্বরে তস্মিন্ মায়িকাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো গুণা ভবন্ত্যধ্যস্তা ইত্যুভয়থাপ্যবাস্তবাস্তে ইতি। তদিদং পরিহরতি। ইতি তু কল্পনৈবেতি। স্বকপোলকল্পনৈবেয়ং ন তু শাস্ত্রসিদ্ধেত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্মানান্তরেতি। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরেণ প্রাপ্তস্যার্থস্যানুবাদো দৃষ্টঃ। ন চ ব্রহ্মগুণাস্তেন প্রাপ্তাঃ কিন্তূপনিষদৈবাতস্তেষাং নানূদ্যতা শক্যা ভণিতুম্। স্ফুটমন্যৎ। বাচমিতি। বাচি ধেনুত্বকল্পনং নির্গুণে গুণিত্বকল্পনং চিন্তার্থঃ। দুর্ধীরিতি দুষ্টা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ধেনুবদ্বাচ্যপি মনোরথপূরকত্বস্য গুণস্য সত্ত্বাদিত্যাশয়ঃ। তথা সতীতি। উপাসনায়ৈ গুণানাং কল্পিতত্বে সতীত্যর্থঃ। তদাপত্তেরাত্মত্বস্য কল্প্যতাপত্তেরিত্যর্থঃ। আনন্দাদয় ইতি। কেবলাদ্বৈতিভিরেতস্মিন্ সূত্রে আনন্দাদীনাং ধর্ম্মাণামুপাস্যত্বং ভাষিতম্। ব্যতিহারে বিশিংষন্তীতি সূত্রে জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বং ভাষিতম্। তে স চ তাত্ত্বিকা এবেতি স্বীকার্য্যাঃ। তথা চাত্মত্বস্যোপাসনার্থংকল্পিতত্বেন ব্রহ্মণোঽনাত্মত্বম্ আনন্দরূপত্ববিজ্ঞানঘনত্বাদের্গুণগণস্য জীবব্রহ্মাভেদস্য চোপাস্যস্য তাত্ত্বিকত্বাস্বীকারে তস্য দুঃখরূপত্বং জড়রূপত্বঞ্চ জীবাদ্ভিন্নত্বঞ্চোপপদ্যেত। অনিষ্টঞ্চৈতত্তেষামিতি। তস্মাদ্‌গুণবদেব ব্রহ্মোপাস্যমিতি সুষ্ঠু প্রতিজ্ঞাতম্। নহু ব্রহ্মনৈর্গুণ্যবাদিবাক্যানাং কা গতিরিতি চেত্তত্রাহ নির্গুণেতি। এষ আত্মেত্যাদিশ্রুতৌ পাপ্মাদিষট্কং প্রতিষিধ্য সত্যকামাদিদ্বয়স্য বিধানাদিতি ভাবঃ। নহু

স্বরূপোপাসনাপেক্ষয়া গুণোপাসনস্য গৌণ্যমিতি চেত্তত্রাহ গুণানামিতি। কিঞ্চ ধ্যেয়া ইতি। অঙ্গিনিষ্ঠাঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ঃ অঙ্গনিষ্ঠাঃ স্মিতাবলোকাদয়ঃ। ইত্থং পীঠিকা ব্যাখ্যাতা। পূর্ব্বত্র শ্রীহরেরেব সর্ব্বফলদত্বং যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। নিগু´ণস্য তস্য বস্তুতো দাতৃত্বাদিগুণাভাবাদিত্যাক্ষিপ্য তস্যৈব তদ্দাতৃত্বং সর্ব্বেষু বেদেষু তথোদ্গীয়মানত্বাদিতি সমাধানাৎ পূর্ব্বন্যায়েনাস্য ন্যায়স্যাক্ষেপ-লক্ষণা সঙ্গতিঃ। তত্রাদাবিত্যাদি। ভগবতঃ সর্ব্ববেদবোধ্যত্বে সিদ্ধে সর্ব্ব-শাখোক্তানাং ধর্ম্মাণাং তদুপাসনে স্যাদুপসংহার ইতি সর্ব্ববেদবোধ্যতা প্রথমং প্রদর্শ্যতে। তথাহীতি। সাধনবাক্যানি শ্রবণমননাদিপ্রতিপাদকানি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই পাদ-প্রতিপাদ্য অর্থের বোধ-সৌকর্য্যের জন্য প্রথমতঃ ভূমিকা রচনা করিতেছেন, 'ভগবদ্গুণেত্যাদি' বাক্য দ্বারা। 'ইয়মত্র প্রক্রিয়েতি'। স্বয়ংরূপে—স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে, তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধত্ব-বিষয়ে প্রমাণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম—এই বাক্য। বিচিত্রাণি রূপাণীতি—রূপ-শব্দের অর্থ বর্ণ ও অবয়বগঠন। এখানে ঐ দ্বিবিধরূপই জ্ঞাতব্য। রূপেণ বিশিষ্ট ইতি অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে। উপসংহার্য্যাঃ—গ্রহণীয়। যেন ত্বিত্যাদি—যেন—যে প্রতীক উপাসক 'মনো-ব্রহ্মেত্যুপাসীত' মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে, এই শ্রুতিবাক্যানুসারে মনোরূপ মূর্ত্তিকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, ইহাই তাৎপর্য্য। তত্তদুপাসন-প্রকরণপঠিতাঃ অর্থাৎ সেই সেই প্রতীকোপাসনা-গ্রন্থে বর্ণিত। নেতরে ইতি শুদ্ধ (নিষ্কল) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণগুলি তিনি উপাসনা করিবেন না। তদ্রূপ-মধিকৃত্যেতি—তদ্রূপং—শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। অতঃপর অন্যপ্রকার সঙ্গতি দেখাইতেছেন—অপরে তু ইত্যাদি বাক্যে। ইদমেব পারম্যোপেতং ইত্যাদি—ইদম্—এই কৃষ্ণরূপই অথবা রামরূপ, যাহা কিছু হউক, তিনিই পরম ব্রহ্ম। একত্র শ্রুতা শ্রুতানামিতি—একস্থানে শ্রুত গুণরাশির। নমু মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যে-ত্যাদি—মাধুর্য্য ও ভোগগুণ রঘুনাথ রামচন্দ্রে প্রকট, এইরূপ মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ভোগ শ্রীকৃষ্ণে, শমপরায়ণতা ও তপস্যা নরনারায়ণাবতারে, নরসিংহ-মূর্ত্তিতে ক্রূরতা, শৌর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গুণরাশির একত্র সমাবেশ যে বিরুদ্ধ, ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এইরূপে স্বভাবভেদে বর্ণিত গুণরাশির এক মূর্ত্তিতে অগ্রহণীয়ত্ব দেখাইয়া আকারভেদে

কথিত বিভিন্ন গুণের অনুপসংহার্য্যত্ব (অগ্রহণীয়ত্ব) দেখাইতেছেন—বংশেত্যাদি দ্বারা। মীন, বরাহ, হংসাবতারে বংশী প্রভৃতির চিন্তা, দাশরথি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারে শৃঙ্গাদি-চিন্তা দোষজনক; এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন —'যোঽন্যথা সন্তমিত্যাদি' এই বাক্যটি মহাভারতোক্ত। ইহার অর্থ—শাস্ত্রে শ্রীহরির রূপ যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া যদি কেহ অন্যবেশে, অন্য আকারে স্থিত ভগবান্‌কে জ্ঞান করে, তবে সে কি পাপ না করিল? সমস্ত পাপই তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। সেই পাপ যে কি জাতীয়, তাহা বলিবার জন্য বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন—সে আত্মাপহারী চৌর। অতএব বিরুদ্ধ মূর্ত্তি বা গুণ চিন্তা অযুক্ত। ইহার সমাধানকারী বলিতেছেন—অত্রোচ্যতে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। তেষু প্রায়েণাধিকৃতা ইত্যাদি —অধিকৃতাঃ—অধিকারী ব্রহ্মা প্রভৃতি। প্রায়-শব্দের অর্থ তদনুসারী অন্যও কেহ কেহ। সর্ব্বেষু রূপেষু সমপ্রীতয় ইত্যাদি—বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট সকল অবতারই ব্রহ্মের আবির্ভাব—এই বুদ্ধিতে সম-প্রেমযুক্ত। নচৈকস্মিন্নেকেতি—সবই ব্রহ্মের আবির্ভাব হইলে যে কোন একমূর্ত্তিতে বিরুদ্ধগুণ-চিন্তা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। রূপভেদানামিতি—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি গুলির। তদন্যরূপাভিব্যক্তান্ ইতি—নিজ অভীষ্ট দেবতার রূপ ভিন্ন অন্য রূপ যাহাতে আছে, এতাদৃশ শ্রীহরিতে অভিব্যক্ত এই অর্থ, নতুবা যাহারা একান্তী অধিকারী, তাহাদের অভীষ্ট রূপবতী মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত এই অর্থ নহে। এইরূপে সিদ্ধান্ত এই—নিজ অভীষ্ট রূপ-বিশিষ্ট ইষ্টদেবতাতে সেই ইষ্টগুণ-ভিন্ন অন্য গুণ আছে, ইহা জানিলেও তাহাদের ধ্যান করেন না ও তাহাদের দর্শনও লাভ করেন না। পরাধিকরণে ব্যক্তীভবিষ্যতীতি—'নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাৎ' এই সূত্রের অধিকরণে। এই প্রবন্ধটির সমুদিতার্থ—এই জানিবে। যথা, যেমন স্বর্গী (অলৌকিক) নট (অভিনেতা), অতিশয় বিদ্যাচাতুর্য্য-প্রাপ্ত হইয়া ভ্রূনেত্রাদি ভঙ্গী দ্বারা অতি অসাধারণ আকৃতির অভিনয় করিয়া স্বগত ভাবগুলি দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ অচিন্তনীয় শক্তিযোগে অতি সমর্থ, বিবিধ কলাবিদ্যার আকর শ্রীহরি বৈদূর্য্যমণির মত নিজস্বরূপে (আকৃতিতে) বিবিধরূপ অভিব্যক্ত করিয়া বিবিধ গুণ প্রকটিত করিয়া থাকেন। সনিষ্ঠ ব্রহ্মাদি ভক্তগণ সেই সকল গুণ শ্রীহরিতে চিন্তা করেন ও দর্শন করিয়া

থাকেন। আর পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ চিন্তা করেন যে আমার অভিপ্রেত রূপবিশিষ্ট এই শ্রীহরিতে আমার ভাবানুকূল গুণগুলিমাত্র প্রকট হয়, তাহাদের ধ্যান দ্বারাই আমার মুক্তিলাভ হইবে, অন্য (আমার ভাবের প্রতিকূল) ধর্ম্ম তাঁহাতে স্বরূপতঃ থাকিলেও তাহাদের ধ্যানে কি লাভ হইবে? এইভাবে পরিনিষ্ঠিতাদি অধিকারিগণ নিজ অভীষ্ট দেবতাতে অভিব্যক্ত রূপই ধ্যান করেন ও দর্শনও করেন, অন্য গুণের ধ্যান তাঁহারা করেন না—এই কথাই পরবর্ত্তী অধিকরণে ব্যক্ত হইবে। যদি বল, তবে যোঽন্যথা ইত্যাদি বাক্যোক্ত দোষ-শ্রুতির কি সঙ্গতি হইবে? তাহারও মীমাংসা করিতেছেন—ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি নিত্য জ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন পরমাত্মাকে কেবল বিজ্ঞানমাত্র বলিয়া জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি নিন্দনীয়। নিত্যজ্ঞানাদি গুণ স্বরূপানুবন্ধী এবং তচ্চিন্তা প্রেমের উদ্দীপক সুতরাং তদ্ধ্যান আবশ্যক, ইহাই সেইরূপে তাহার ধ্যান দেখান হইয়াছে, এইজন্য তাহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য স্থাপন করিতেছেন—কিঞ্চ তস্মিন্নিতি—তস্মিন্—সেই দহর নামক ব্রহ্মে যে অপহতপাপ্মত্ব (পাপহীনত্ব) প্রভৃতি গুণ-সমূহ হৃদয়মধ্যে দহর ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে বর্ত্তমান, ইহার ধ্যান করিতে হইবে,—ইহাই তাৎপর্য্য। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' ইত্যাদি। ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আনন্দ-গুণ-ধ্যানকারী ব্যক্তি কাল, কর্ম্ম প্রভৃতি কিছু হইতেই ভীত হয় না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। যদি গুণ-ধ্যানপক্ষে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না হয়, তবে গুণ-প্রশংসাসূচক বাক্যগুলি ব্যাহত (ব্যর্থ) হয়। মহাভারতে সভাপর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি বহু জ্ঞান-বৃদ্ধের সেবা করিয়াছি, সেই সকল সমুপস্থিত গুণবান্দিগের নিকট হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাধুসম্মত বহু গুণ শুনিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা—গুণ-সমূহ দ্বারা অপর সকলকে অতিক্রম করায় শ্রীহরিই পরম অর্চ্চনীয়। কর্ণ-পর্ব্বেও সেই ভীষ্ম বলিতেছেন—সর্ব্বলোক সমবেত হইলেও শঙ্খ, চক্র, খড়্গ-পাণি, জয়শীল মহাপুরুষ বসুদেব-পুত্রের গুণরাশি অযুতাযুত বর্ষেও ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মৎস্য পুরাণেও আছে—বৎস! যেমন সমুদ্রের রত্নরাজি সংখ্যার অযোগ্য, সেইরূপ মহাত্মা অনন্তের গুণ অসংখ্য। বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—হে ভগবন্! যদি কোনও বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্য ব্রহ্মার পরমায়ু-পাইয়া কোন সময় তোমার গুণ বলিতে থাকে, তবে তোমার অযুতাযুত

গুণের একাংশও বর্ণন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। হে দেববর! তুমি প্রসন্ন হও। ইত্যাদি বাক্য ভগবানের গুণ-প্রশংসাপর। তবে যে কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ভগবানের কতকগুলি গুণ আনুবাদিক আর কতিপয় গুণ ব্যাবহারিক। ইহার অর্থ—দেবতা, মহর্ষি ও অত্যধিক পুণ্যকারী রাজগণের মধ্যে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণ প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল গুণেরঅনুবাদ— পুনরুল্লেখ শ্রুতি পরব্রহ্মে করিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি ব্রহ্মে বিধান করিতেছেন না। আর ব্যাবহারিক গুণ বলিতে যে গুলি মায়িক অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মেই অনির্ব্বচনীয় মায়াবশে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রাদি রচনা দ্বারা জাগতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত জগদীশ্বরে থাকে, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ নির্গুণ ব্রহ্মে আরোপিত; অতএব এই উভয় প্রকারেও উহারা অবাস্তব। এই মতের খণ্ডন করিতেছেন—ইতি তু কল্পনৈব —ইহা স্বকপোল-কল্পিত কল্পনামাত্র, অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। সে-বিষয়ে হেতু এই—'মানান্তরাপ্রাপ্তানামিত্যাদি'। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর দ্বারা যাহা জ্ঞাত, তাহার কথনের নাম অনুবাদ, কিন্তু ব্রহ্মের গুণ শ্রুতিভিন্ন কোন প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত নহে, কেবল উপনিষদ্বাক্যদ্বারাই শ্রুত, অতএব অনুবাদোক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। অন্য ভাষ্যাংশ পরিস্ফুট। 'বাচং ধেনুমুপাসীত' বাক্যের ধেনুরূপত্ব কল্পনা আর নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণত্ব কল্পনা, এই চিন্তার অর্থ—দুর্ধীরিতি অর্থাৎ এ-জ্ঞান দুষ্টজ্ঞান। যেহেতু বাক্যে ধেনুত্ব কল্পনা হয় না, কারণ বাস্তবপক্ষে কামধেনুর মত মনোরথ-পূরকত্ব বাক্যে আছে, ইহাই বক্তার অভিপ্রায়—তথা সতীত্যাদি—তথা সতি—যদি উপাসনার জন্য ব্রহ্মের গুণ কল্পনা করিতে হয়, তবে, 'আত্মেত্যুপাসীত' এই শ্রুতিলব্ধ আত্মভাবে উপাসনাও কল্পিত বলিতে হয়। কিন্তু তাহা তো নহে, ব্রহ্মের আত্মত্ব বাস্তব। 'আনন্দাদয়' ইতি—কেবলাদ্বৈতবাদীরাও এই সূত্রে আনন্দাদি-ধর্ম্মের উপাস্যতা বলিয়াছেন এবং 'ব্যতিহারো বিশিংষন্তি' ইত্যাদি সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাবে উপাস্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু সেই আনন্দাদি গুণ ও জীবেশ্বরের অভেদ যে তাত্ত্বিক, ইহা তাঁহাদেরও মানিতেই হইবে। তাহা হইলে উপাসনার জন্য ব্রহ্মে আত্মত্ব কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের অনাত্মত্ব হইয়া পড়িল, আবার ব্রহ্মের উপাস্য আনন্দরূপত্ব বিজ্ঞানঘনত্ব প্রভৃতি গুণরাশির এবং উপাস্য জীব-ব্রহ্মাভেদের তাত্ত্বিকত্ব

স্বীকার না করিলে দুঃখরূপত্ব ও জড়রূপত্ব; জীব হইতে ভিন্নত্বই সঙ্গত হয়, কিন্তু ইহা কেবলাদ্বৈতবাদীর অনভিপ্রেত। অতএব প্রতিজ্ঞাত যে গুণবান্ ব্রহ্মই উপাস্য, ইহা সমীচীন। যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্মের নৈর্গুণ্য-প্রতিপাদক (অদ্বৈতবাদীদের) বাক্য নিচয়ের কি উপপত্তি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—নির্গুণবাক্যস্থিত্যাদি—ব্রহ্ম-নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক বাক্য-গুলির তাৎপর্য্য এই যে—'এষ আত্মেত্যুপাসীত' এই শ্রুতিতে যেহেতু পাপ্মাদি ছয়টির প্রতিষেধপূর্ব্বক সত্যকামাদি দুইটির বিধান হইয়াছে অতএব উহা প্রাকৃতিক গুণের অভাববত্ত্ব-অর্থে নির্গুণত্ব-শব্দ প্রযুক্ত। আপত্তি হইতে পারে—তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপোপাসনা অপেক্ষা গুণের উপাসনা তো গৌণ (অপ্রধান) হইয়া পড়িল। এই যদি বল, সে বিষয়ে বলিতেছেন—'গুণানাং গুণ্যভেদাভ্যুপগমাচ্চ' গুণ ও গুণী উভয়কে অভিন্নরূপে স্বীকার করা আছে, এ-জন্য কোন অসঙ্গতি নাই। 'ধ্যেয়া গুণা দ্বেধা বোধ্যা' ইতি ব্রহ্মের ধ্যেয়গুণ কতকগুলি অঙ্গিনিষ্ঠ আর কতিপয় গুণ অঙ্গনিষ্ঠ—এই দুই প্রকার, তন্মধ্যে সার্ব্বজ্ঞ্য, সার্ব্বৈশ্বর্য্য, কারুণ্য প্রভৃতি গুণ অঙ্গিনিষ্ঠ, আর মৃদুহাস্যসহকারে স্নিগ্ধ দর্শন প্রভৃতি গুণ অঙ্গনিষ্ঠ (শরীরগত)। এইরূপে ভাষ্যকার-প্রদর্শিত ভূমিকা ব্যাখ্যাত হইল। প্রথমে পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপ এই—শ্রীহরিরই সর্ব্বফলদাতৃত্ব যে বলা হইয়াছে, উহা অযৌক্তিক; যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীহরির ফলদাতৃত্বগুণের যোগ্যতাই নাই। এই আক্ষেপের সমাধান-কল্পে বলা হইয়াছে, সেই শ্রীহরিরই ফলদাতৃত্ব, যেহেতু সকল বেদে তাহা বর্ণিত হইয়া থাকে; এই সমাধানহেতু পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের আক্ষেপ-নামক সঙ্গতি জানিবে। 'তত্রাদৌ গুণোপসংহারসিদ্ধয়ে' ইত্যাদি—ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্ববেদবোধ্যত্বসিদ্ধ হইলে পর সর্ব্বশাখোক্ত গুণগুলির ভগবদুপাসনায় সমন্বয় সিদ্ধ হইবে, অতএব প্রথমে ভগবানের সর্ব্ববেদবোধ্যতা দেখান হইতেছে। 'তথাহি নিখিলানি সাধন-বাক্যানি' ইতি—সাধনবাক্যানি—শ্রবণ-মননাদি-বিধায়ক বাক্যগুলি।

শ্রীভগবানের গুণোপাসনা বর্ণনার্থ প্রথমে তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম সমস্ত বেদার্থ-নিশ্চয় দ্বারা উৎপাদ্য জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু বিধিবাক্যগুলি ও যুক্তি সকল-শাখাতেই সমান ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহান্তশব্দো নিশ্চয়ার্থঃ। "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ" ইত্যত্র তথা প্রত্যয়াৎ। সর্ব্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্যজ্ঞানং ব্রহ্ম। কুতঃ? চোদনেতি। আদিশব্দাদ্যুক্তির্গৃহ্যতে। "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদিবিধেস্তদুক্তযুক্তেশ্চ সর্ব্বত্র সাম্যাৎ। যথা মাধ্যন্দিনানাং বিধিরেষ দৃষ্টস্তথা কাণ্বানাঞ্চ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়মিত্যাদি সূত্রোক্ত বেদান্তশব্দটি বেদের অন্ত অর্থাৎ নিশ্চয় তাহা হইতে উৎপাদ্য জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম। অন্ত-শব্দ যে নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়, ইহার প্রমাণ কি? তাহা দেখাইতেছেন—'উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ' ভগবদ্-গীতাবাক্য। অতএব 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্' ইহার অর্থ—সমস্ত বেদের নিশ্চয় হইতে উৎপাদ্য জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম। প্রমাণ কি? চোদনাদ্যবিশেষাৎ—যেহেতু বিধিবাক্যগুলি নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে। চোদনাদি—এই আদিশব্দগ্রাহ্য যুক্তিও গৃহীত হইতেছে অর্থাৎ যুক্তিও আছে। সমান বিধিবাক্য ও সমান যুক্তি কি? তাহা দেখাইতেছেন—'আত্মেত্যুপাসীত' ইত্যাদি বিধিবাক্য ও তাহাতে প্রদর্শিত যুক্তি সর্ব্বত্র সমান। অর্থাৎ যেমন মাধ্যন্দিন শাখায় ঐ বিধি দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ কাণ্ব শাখীরও পক্ষে ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্ববেদান্তেতি। ইহান্তেতি। 'অন্তঃস্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োঃ' ইতি হৈমঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়মিত্যাদি সূত্রে, ইহান্ত-শব্দো নিশ্চয়ার্থঃ—এই ভাষ্যে, অন্ত-শব্দের অর্থ—স্বরূপ, নিকট, প্রান্তভাগ, নিশ্চয় ও নাশ ইহা হেমচন্দ্র (কোষকার) বলিয়াছেন। ভাষ্যের অবশিষ্টাংশ স্পষ্টার্থ ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ আরম্ভ হইতেছে। পূর্ব্বপাদে বিগ্রহাত্মক শ্রীব্রহ্মস্বরূপে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, এই পাদে ব্রহ্মবিগ্রহাভিন্ন গুণের বিষয় কথিত হইতেছে, ইহা পরস্পরের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিগ্রহ ও গুণের আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি। ভগবদ্‌গুণ-নিরূপক এই তৃতীয়পাদে তেত্রিশটি অধিকরণে আটষট্টি সংখ্যক সূত্র আছে। ভাষ্যকার ইহা ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ভগবদ্‌গুণনিরূপণের যোগ্যতা-সম্পাদক শ্রীভগবানের হৃদয়ের মধ্যে স্ফূর্ত্তির কামনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতে গিয়া বলিতেছেন—যে অনন্ত-বিচিত্রগুণময় লীলাপর দেব পরাখ্য স্বরূপ-শক্তি দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে নিরাস পূর্ব্বক সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণগণ ও গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি লীলাসমূহ প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন। যিনি শ্রীচৈতন্যনামকতনু ধারণ পূর্ব্বক দয়া গুণ প্রকাশ করতঃ শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীপুরুষোত্তম ধামাদিতে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কৃপাপূর্ব্বক জীবের মায়া অর্থাৎ দুর্ব্বাসনা দূরীভূত করিয়াছেন, সেই নিত্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শ্রীভগবানের গুণ-বর্ণনে শক্তি প্রদান করুন। এইরূপ মঙ্গলাচরণের দ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় যে, গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ একান্ত বিধেয় এবং শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-বর্ণনে কাহারও অধিকার বা সামর্থ্য লাভ হয় না। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু প্রতি পাদের প্রারম্ভেই শিষ্টা-চারমূলক মঙ্গলপ্রদ মঙ্গলাচরণ করিবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

এই পাদে শ্রীভগবানের গুণোপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ—স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে অনাদিসিদ্ধ নিত্যা-বির্ভূত বিচিত্র রূপ সমূহ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই সেই রূপবিশিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ-শুদ্ধি-পূর্ত্তিশালী ইহা জানিয়া যিনি সেই সকল রূপের মধ্যে নিজ অভীষ্ট কোন এক রূপবিশিষ্ট ইষ্টদেবের উপাসনা করেন, তিনি শ্রীভগবানের অনন্তগুণের যে কোন রূপবিশিষ্ট-স্বরূপে পঠিত গুণসমূহ নিজ উপাস্যে অপঠিত হইলেও উহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আর যিনি মন প্রভৃতি তাঁহার বিভূতিকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি কিন্তু শাখান্তরস্থিত তত্তদুপাসনা-প্রকরণে পঠিত গুণ সমূহেরই উপসংহার

করিবেন। শুদ্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণসমূহের তিনি উপাসনা করিবেন না। কারণ ঐ বিশেষ রূপকে অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াই ঐ সকল গুণের পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যাও করেন যে, শ্রীকৃষ্ণরূপ বা শ্রীরামরূপ পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত পরব্রহ্মই। সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অভিনয়কারী দিব্য নটের ন্যায় বিভিন্ন ধামে আত্মস্থিত বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করতঃ তত্তন্নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং সেই সেই গুণ-লীলাদির আবিষ্কার করেন বলিয়াই একস্থানে শ্রুত রূপ-গুণের অন্যত্রও উপসংহার সম্ভব হয়।

এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি এই যে,—মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, শান্তি, তপঃ ও ক্রৌর্য্য প্রভৃতি গুণ সমূহের পরস্পর বিরোধহেতু এবং বংশী, শঙ্খ, চক্র, শর ও চাপাদি বিভিন্ন চিহ্নধারী ভগবানের বিভিন্ন রূপ বশতঃ ঐ রূপ ও গুণগুলির একত্র সন্নিবেশ চিন্তা করা অসম্ভব ও অসঙ্গত, আর তাহা করিতে গেলে তাহাকে স্মৃতি-শাস্ত্র বর্ণিত আত্মাপহারী চৌরতুল্য, সর্ব্বপাপ-ভাগী হইতে হইবে এবং ইহা বিদ্বদনুভবেরও বিরুদ্ধ বলিয়া এইরূপ উপসংহার সামঞ্জস্যহীন ও অযৌক্তিক। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, গুণ সমূহের উপসংহার উপাসনায় উপাদেয় বলিয়াই স্বীকার্য্য। যদি প্রশ্ন হয় যে, এক উপাসনায় পঠিত গুণ সমূহ কিন্তু অন্য উপাসনায় অপঠিত, তাহাদের চিন্তা করা কি সত্তা অর্থাৎ তাত্ত্বিক বোধে? অথবা ধীমাত্র অর্থাৎ ঐ সকল ভাবের ধারণা মাত্র? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হয় যে, উভয়ই সঙ্গত; তবে প্রথমটি সনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে আর দ্বিতীয়টি ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত মীমাংসা চতুর্থপাদে প্রদর্শিত হইবে। তন্মধ্যে সনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তসকল সকল-রূপেই সমান প্রীতিবিশিষ্ট—যেমন ব্রহ্মাদি। তাঁহারা সকল অবতারের মধ্যেই সকল গুণের সমন্বয় করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের এক মূর্ত্তিতে অনেক বিরুদ্ধ গুণের চিন্তা দোষের হয় না; কারণ যেমন বৈদূর্য্যমণিতে কালভেদে বিভিন্নরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ-ভেদে যে আরও দুইপ্রকার ঐকান্তিক ভক্ত আছেন, তাঁহারা কিন্তু বিষমপ্রীতিসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁহারা নিজ অভীষ্ট

দেবতায় আবির্ভূত গুণ সমূহেরই দর্শন ও চিন্তা করিয়া থাকেন। অপরাপর অবতারে অভিব্যক্ত গুণ সমূহ নিজ অভীষ্ট দেবে আছে জানিয়াও সেই সকল গুণের চিন্তা বা দর্শন করেন না। কারণ তাঁহাদের উহা অভীষ্ট নহে। এ-বিষয়ও পরবর্ত্তী অধিকরণে বিবৃত হইবে।

তবে যে শাস্ত্রে অন্য মূর্ত্তির গুণ-চিন্তাকারীর দোষ শ্রুত হয়, তাহার সমাধানে বলা যায়, যাঁহারা চিন্মাত্রবাদী তাঁহাদের পক্ষেই উহা শাস্ত্র-তাৎপর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

কেবলাদ্বৈতবাদীরা আনুবাদিক ও ব্যাবহারিক ভেদে যে দ্বিবিধ গুণ স্বীকার করেন, উহা কাল্পনিক। যাহার প্রত্যক্ষাদি মানান্তর পাওয়া যায় না, তাহার অনুবাদ সম্ভব নহে। আর ব্যাবহারিকও বলা যায় না, যেহেতু ব্যবহারবোধক কোন পদ দেখা যায় না। শাস্ত্রে ঐরূপ মত দৃষ্ট না হওয়ায় উহা স্বকপোল-কল্পিত ও নিতান্ত হেয়। যদি কেহ বলেন যে, শাস্ত্রে আছে—বাক্যকে ধেনুবোধে উপাসনা করিবে, এই কথা দ্বারা উপাসনার জন্য বাক্যে ধেনুর গুণ কল্পনার ন্যায় ব্রহ্মেও গুণ কল্পনা করা যাইতে পারে। উপাসনার জন্য যাঁহারা গুণের কল্পনা করেন, তাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ। ঐরূপ কল্পনা স্বীকার করিতে গেলে শ্রুত্যুক্ত 'ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে' এই স্থলেও কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ আত্মভাবে কল্পনা করা ঠিক নহে।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যে আনন্দাদি ধর্ম্মকে উপাস্য বলিয়াছেন এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদোপাসনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গতই হয়; কারণ সেস্থলে আনন্দময় ব্রহ্মের উপাস্যতায় নির্দ্দেশ থাকিলেও তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার আছে। উহাকে কাল্পনিক গুণের কাল্পনিক উপাসনা বলা হয় নাই। আর নির্গুণ বোধক বাক্য যে প্রাকৃত গুণ নিষেধক, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানে গুণ ও গুণী অভিন্ন হওয়ায় গুণোপাসনায় কিছুই আপত্তির বিষয় থাকিতে পারে না। ধ্যেয়গুণ যে অঙ্গিনিষ্ঠ ও অঙ্গনিষ্ঠ-ভেদে দুই প্রকার, তাহাও পরে ব্যক্ত হইবে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই অধিকরণের ভূমিকা এইভাবে রচনা করিবার পর প্রথমেই শ্রীভগবানে সমস্ত গুণের সমন্বয়-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।

শ্রীভগবানের বেদবেদ্যত্বের অনুকূলেই সমুদয় সাধন-বাক্য এই অধিকরণের বিষয়। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, স্বশাখোক্ত সাধনবাক্যের সাহায্যে ব্রহ্ম বেদ্য ? অথবা সর্ব্বশাখোক্ত সাধনবাক্য-সমূহের দ্বারা বেদ্য ? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, প্রত্যেক শাখায় বর্ণিত বাক্য-সমূহের যখন অর্থভেদ দৃষ্ট হয় তখন স্বশাখোক্ত বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্ম বেদ্য হউন।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সমস্ত বেদার্থ-নিশ্চয়ের দ্বারা উৎপাদ্য জ্ঞানের বিষয়ই ব্রহ্ম, কারণ চোদনা অর্থাৎ বিধিবাক্য-সমূহ ও আদি অর্থাৎ যুক্তিসমূহ, অবিশেষাৎ অর্থাৎ সকল শাখাতেই সমান বলিয়া নিখিল বেদে যে জ্ঞানের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্ম।

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যেও পাই,—

"উপাসনাস্মিন্ পাদে উচ্যতে সর্ব্বপরিজ্ঞানং প্রথমত উচ্যতে অন্তো নির্ণয়ঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিরিতি বচনাৎ। সর্ব্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্যং জ্ঞানং ব্রহ্ম। আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিবিধীনাং তদুক্তযুক্তীনাং চাবিশিষ্টত্বাৎ।"

অন্ত-শব্দের অর্থ নির্ণয়; এ-বিষয়ে শ্রীগীতাতেও পাই,—"উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ" (গীঃ ২।১৬) এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন যে, "যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ"। (শ্বেঃ ২।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বাসুদেবপরা বেদাঃ" (ভাঃ ১।২।২৮)
"ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৪)

আরও পাই,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥"
(ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥" (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ) ॥ ১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু ক্বচিৎ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি ক্বচন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যেবং প্রতিশাখমর্থভেদান্নৈকাধিকারিবিষয়াঃ সর্ব্বশাখাঃ স্যুরিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—বেদের কোন শাখায় ধৃত আছে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইহাতে ব্রহ্মকে বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। আবার অন্য শাখায় বলা হইয়াছে—'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকাম ইত্যাদি ইহাতে ব্রহ্মকে জ্ঞানবান্ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে প্রতিশাখায় অর্থভেদ থাকায় সকল শাখা এক অধিকারি-বিষয়ক হইতে পারে না ; এই যদি বলা হয়, সে-বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—ভেদাদিতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ—ভেদাদিতি চেৎ—যদি প্রতিশাখায় ভেদবশতঃ ঐ আপত্তি করা হয়, তবে 'ন' তাহা সঙ্গত নহে ; 'একস্যামপি'—যেহেতু এক শাখাতেও

যখন সত্যজ্ঞানাদিস্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে তখন ব্রহ্মস্বরূপ-কথন সর্ব্বত্র সমান ॥ ২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নৈবম্। একস্যামপি শাখায়াম্ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যাদিদর্শনাৎ। তথাচ সর্ব্বত্র তৈস্তৈঃ শব্দৈরেকমেব ব্রহ্মস্বরূপমভিহিতম্ অতো ন বিরোধঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—নৈবম্—প্রতিশাখায় ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, যেহেতু যে কোন একটি শাখাতেও ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অবিনাশী স্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ফলে সকল শাখাতেই সেই বিজ্ঞানব্রহ্ম, সর্ব্বজ্ঞব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা একই ব্রহ্মস্বরূপ কথিত হইয়াছে, অতএব কোন বিরোধ নাই। ২ ।

সূক্ষ্মা টীকা—ভেদাদিতি। তথাচ সর্ব্বত্রেতি। ক্বচিৎ স্বরূপপ্রাধান্যেন ক্বচিত্তু বিশেষপ্রাধান্যেনেতি ভাবঃ। ২ ।

টীকানুবাদ—ভেদাদিত্যাদি সূত্রে, তথাচ সর্ব্বত্র তৈস্তৈঃ শব্দৈরিত্যাদি ভাষ্য, অভিপ্রায় এই—কোন শাখায় স্বরূপের প্রাধান্য ধরা হইয়াছে, আবার কুত্রাপি (শাখায়) গুণের প্রাধান্য অনুসারে বিভিন্ন উক্তি হইয়াছে। ২ ।

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বেদের কোন শাখায় ব্রহ্মকে বিজ্ঞানমাত্র, আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে আবার কোন শাখায় তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ বলা হইয়াছে, তাহাতে অর্থভেদ প্রতীয়মান হয়; সুতরাং সকল শাখা এক অধিকারী-বিষয়ক, ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমানসূত্রে বলিতেছেন যে, অর্থভেদবশতঃ অধিকারিভেদ স্বীকার করা যায় না। কারণ যে কোনও এক শাখাতেও সত্যজ্ঞান-আনন্দরূপে ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতেছেন।

এক শাখানিষ্ঠ ব্যক্তিসমূহ যেমন ঐ সকল ভেদের মীমাংসা করিয়া থাকেন, সর্ব্বশাখাগত ভেদেরও সেইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে। সুতরাং

কোন বিরোধ নাই। সকল শাখাতেই সেই একই ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। তবে কোন শাখায় স্বরূপ-প্রাধান্য ধরিয়া আবার কুত্রাপি বিশেষ প্রাধান্য ধরিয়া উক্তি এইমাত্র প্রভেদ।

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যেও পাই,—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদি প্রতিশাখ-মুক্তিভেদান্নৈকাধিকারিবিষয়াঃ সর্ব্বশাখা ইতি চেৎ ন। একস্যামপি শাখায়ামাত্মেত্যেবোপাসীত খং ব্রহ্মেত্যাদিভেদদর্শনাৎ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্ দৃশাম্॥" (ভাঃ ১০।১৩।৫৪)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যে আরও পাই,—

"বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্॥" (ভাঃ ২।৬।৪০)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষ স্বরূপ উপাধিশূন্য বলিয়া বিশুদ্ধ, কর্ত্তৃকর্ম্ম-করণাভাবহেতু কেবল-জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্ব-অন্তরে বিরাজিত বলিয়া প্রত্যক্, ওতপ্রোতভাবে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বলিয়া সম্যগবস্থিত, ব্যাপ্তিরূপী হইয়া সর্ব্বত্র সত্তারূপে স্থিত বলিয়া সত্য, তারতম্যাভাবহেতু পূর্ণ, জন্মাদিবিকার-শূন্য হেতু অনাদি ও অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণের সংসর্গাভাবহেতু নির্গুণ, সর্ব্বকালে একইরূপে অবস্থিত বলিয়া নিত্য, আর তাঁহাতে দ্বিতীয় বস্তুর অভাবহেতু অদ্বয়॥ ২॥

সূত্রম্—স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ॥৩॥

সূত্রার্থ—স্বাধ্যায়স্য—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই শ্রুতির, তথাত্বেন—সর্ব্ব-শাখা-সাধারণ্যরূপে প্রবৃত্তিহেতু, সমগ্রবেদ অধ্যয়নীয়। সমাচারেঽধিকারাচ্চ—শক্তিসত্ত্বে বৈদিক সকল কর্ম্মেই অধিকার বশতঃও ব্রহ্ম বেদ্য॥ ৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি বিধেস্তথাত্বেন সর্ব্বসাধারণ্যেন প্রবৃত্তেঃ "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ। সরহস্যো দ্বিজন্মনা" ইতি স্মৃতেশ্চ। সমাচারে সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি সত্যাং শক্তৌ সর্ব্বেষামধিকারাচ্চ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ—"সর্ব্ববেদোক্তমার্গেণ কর্ম্ম কুর্ব্বীত নিত্যশঃ। আনন্দো হি ফলং যস্মাচ্ছাখাভেদো হ্যশক্তিজঃ। সর্ব্বকর্ম্মকৃতৌ যস্মাদসক্তাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। শাখাভেদং কর্ম্মভেদং ব্যাসস্তস্মাদচীকৢপৎ" ইতি। তথাচ সর্ব্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্ম বেদ্যং সত্যাং শক্তাবিতি স্থিতম্॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' নিজ নিজ বেদ অধ্যয়ন করিবে, এই বিধিবাক্য সর্ব্বশাখিসাধারণভাবে যখন প্রবৃত্ত, তখন সকলের সমগ্র (শাখাসমন্বিত) বেদ অধ্যয়নীয়। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা মনু—'বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা' দ্বিজাতি রহস্যের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিবে। সমাচারে ইতি—তদ্‌ভিন্ন সকল কর্ম্মে শক্তিসত্ত্বে সকলের অধিকারও বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু সর্ব্বশাখোক্ত সাধন দ্বারা ব্রহ্ম বেদ্য। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও এইরূপ বলিতেছেন—সর্ব্ববেদোক্তমার্গেণেত্যাদি সকল বেদোক্ত বিধি-অনুসারে নিত্য (অহরহঃ) বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। যেহেতু ব্রহ্মানন্দই তাহার ফল। শাখাভেদ যে দেখান হইয়াছে, উহা অধিকারীর শক্তির অভাবে ব্যবস্থিত। যেহেতু সকল প্রাণী সকল বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ, সেইজন্য বেদব্যাস শাখাভেদ ও কর্ম্মভেদের বিধান করিয়াছেন। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই—সকল শাখাতে যে যে ব্রহ্মজ্ঞানোপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শক্তি-সত্ত্বে সে সকল দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞেয়॥ ৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বাধ্যায়স্যেতি। স্বাধ্যায়ো বেদঃ সোঽধ্যেতব্য ইতি বিধেরিত্যর্থঃ। বেদ ইতি মনুঃ। সমাচারে সম্যগাচারে সমগ্রে কর্ম্মণীত্যর্থঃ। আনন্দো হীতি চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মানন্দস্যাপি কর্ম্মফলত্বাৎ॥ ৩॥

টীকানুবাদ—স্বাধ্যায়স্যেতি সূত্রে—স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে—এই বিধির সর্ব্বসাধারণভাবে প্রবৃত্তিহেতু। 'বেদঃ কৃৎস্নোঽধি-

গন্তব্যঃ' ইত্যাদি বাক্যটি মনূক্ত। সমাচারে—সম্যক্ অনুষ্ঠানে অর্থাৎ সকল কর্ম্মে। 'আনন্দো হি ফলং যস্মাদিতি', যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ-লাভরূপ ফল জন্মে ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার মানসে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, স্বাধ্যায়ের সর্ব্বসাধারণ্য এবং সম্যক্ আচারে অধিকার বশতঃও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মীমাংসা করিতে হইবে।

বেদ অধ্যয়ন করিবার বিধি সাধারণভাবে সকল শাখাবলম্বীর প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র বেদই অধিগত করিতে হইবে। এ-বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণও আছে, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। আচার সম্বন্ধেও বেদে সেইরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে যে, শক্তি থাকিলে সকলের সকল কর্ম্মে অধিকার। এ-বিষয়েও স্মৃতি-প্রমাণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। অধ্যয়ন বা কর্ম্মের ফল আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ-লাভ। তবে যে শাখাভেদ বা অধিকার-ভেদ দেখা যায়, তাহা কেবল শক্তির অভাবেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে সকল শাখায় বর্ণিত সকল সাধনের দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞেয়।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি সামান্যবিধেঃ হি শব্দাদ্বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ। সরহস্যো দ্বিজন্মনেতি স্মৃতিঃ সর্ব্বং বেদোক্তমার্গেণ কর্ম্ম কুর্ব্বীত নিত্যশঃ। আনন্দো হি ফলং যস্মাচ্ছাখাভেদো হ্যশক্তিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মকৃতৌ যস্মাদশক্তাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। শাখাভেদং কর্ম্মভেদং ব্যাসস্তস্মাদচীকৢপৎ। ইতি সমাচারে সর্ব্বেষামধিকারাচ্চ"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্নেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্।
ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥"

(ভাঃ ১।৪।২৩-২৪)

ব্যাসশিষ্য-প্রশিষ্যাদিক্রমে বেদের বহু শাখাবিস্তারের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।৬।৫৪-৬৬ এবং ১২।৭।১-৭ শ্লোক সমূহেও পাওয়া যায়।

আরও পাই,—

"নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥"

(ভাঃ ২।৫।১৫-১৬) ॥ ৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইহার বিপক্ষে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—সব-নামক হোমের মত সকল বৈদিকের পক্ষেই ব্রহ্মজ্ঞান নিয়মিত ॥ ৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সবাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনপর্য্যন্তা হোমবিশেষাঃ যথাথর্ব্বণিকানামেব নিয়ম্যন্তে তদুক্তৈকাগ্নিসম্বন্ধাৎ এবং ব্রহ্মোপাসনা সার্ব্ববেদ্যানামিতি। সলিলবচ্চেতি পাঠে তু যথা প্রতিবন্ধাভাবে সর্ব্বাণি সলিলানি সমুদ্রং প্রয়ান্তি তথা সর্ব্বাণ্যপি বচাংসি ব্রহ্মাবেদয়ন্তীতি নিয়মঃ শক্ত্যপেক্ষয়া। "যথা নদীনাং সলিলং শক্ত্যা সাগরতাং ব্রজেৎ। এবং সর্ব্বাণি বাক্যানি পুংশক্ত্যা ব্রহ্মবিত্তয়ে" ইতি স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সব-শব্দের অর্থ—সৌর্য্য প্রভৃতি শতৌদন পর্য্যন্ত হোম বিশেষ, এ-গুলি যেমন অথর্ব্ববেদাধ্যায়িমাত্রের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত, সেইরূপ সকল বেদাধ্যায়ীরই ব্রহ্মোপাসনা নিয়মসিদ্ধ, যেহেতু অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ীর ঐ হোম সেই বেদোক্ত একাগ্নিতে করণীয়, এইজন্য উহা

আথর্ব্বণিকদিগের নিয়মানুবন্ধী। কোন কোন গ্রন্থে 'সববচ্চ' স্থলে 'সলিলবচ্চ' এই পাঠ আছে, তাহার অর্থ—যেমন কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সমগ্র জল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সমস্ত বেদবাক্য ব্রহ্মবোধক জানিবে। তবে ব্রহ্মজ্ঞান যে বৈদিক মাত্রের নিয়মিত, তাহা শক্তিসত্ত্বে জ্ঞাতব্য। যেহেতু স্মৃতিবাক্য এইরূপ বলিতেছেন—যথেত্যাদি—যেমন নদী সমূহের জল শক্তি-অনুসারে অর্থাৎ বাধা না পাইলে স্বাভাবিক নিম্নগামিত্বশক্তিতে সাগরে গমন করে, এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য অধিকারী পুরুষের শক্তি-অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী হয় ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সববচ্চেতি। সবাঃ সপ্তহোমাঃ সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনান্তাঃ। তে হি শাখান্তরোক্তত্রেতাগ্ন্যসম্বন্ধাদথর্ব্বোক্তৈকাগ্নিসম্বন্ধাচ্চৈকাগ্নীনামাথর্ব্বণিকানাং যথানুষ্ঠেয়াস্তথা ব্রহ্মোপাসনা সার্ব্ববেদ্যানামিতি দৃষ্টান্তোঽয়ং ব্যতিরেকী বোধ্যঃ। সর্ব্ববেদানধীয়তে সর্ব্ববেদাঃ সর্ব্বাদেঃ সাদেশ্চ লুগ্ বক্তব্য ইতি ঠকো লুক্। তস্মাচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিত্বাৎ স্বার্থে ষ্যঞ্। সর্ব্ববেদাধ্যায়িনামিত্যর্থঃ। সলিলবচ্চেতি তত্ত্ববাদিনাং পাঠঃ। যথা নদীনামিত্যাগ্নেয়বাক্যম্। বাক্যানি বেদবচাংসি ॥ ৪ ॥

টীকানুবাদ—শাখাভেদে অধিকারভেদ স্বীকার করা যায় না, ইহার বিপক্ষে দৃষ্টান্ত আছে—যেমন শাখান্তরীয় ত্রিবিধ অগ্নি না থাকায় এবং আথর্ব্বণিকদিগের একমাত্র অথর্ব্ববেদে বিহিত অগ্নি থাকায় সেই সকল সব নামক হোমগুলি তাঁহাদিগের ঐ অগ্নিতেই সম্পাদনীয় হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মোপাসনা সকল বৈদিকদিগের অনুষ্ঠেয়, ইহাই বিপক্ষে দৃষ্টান্ত জানিবে। 'সার্ব্ববেদ্যানাম্' পদের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—যাঁহারা সকল বেদ অধ্যয়ন করেন, এই অর্থে সর্ব্ববেদ শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয়, পরে 'সর্ব্বাদেঃ সাদেশ্চ লুগ্ বক্তব্যঃ' —সর্ব্ব প্রভৃতি শব্দের অথবা সকারাদি প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত ঠক্ প্রত্যয়ের লুক্ হয়। এই বার্ত্তিকানুসারে ঠক্ প্রত্যয়ের লুক্, অতঃপর চাতুর্বর্ণ্য প্রভৃতির অন্তর্গত বলিয়া স্বার্থে ষ্যঞ্ (ষ, ঞ্, ইৎ) আদি স্বরের বৃদ্ধি। ইহার অর্থ সর্ব্ব বেদের অধ্যয়নকারীদিগের। 'সববৎ' স্থানে 'সলিলবচ্চ' এই পাঠ তত্ত্ববাদীদের। 'যথা নদীনাম্' ইত্যাদি শ্লোকটি অগ্নিপুরাণোক্ত। 'এবং সর্ব্বাণি বাক্যানি' ইতি বাক্যানি বেদবাক্যগুলি ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে ব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া সূত্রকার বলিতেছেন যে, সববৎ অর্থাৎ সব-নামক হোমের ন্যায় সকল বৈদিকের পক্ষেই ঐ নিয়ম জানিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতে সকল বেদেরই বিধি জানিতে হইবে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যথা সর্ব্বং সলিলং সমুদ্রং গচ্ছতি এবং সর্ব্বাণি বচনানি ব্রহ্মজ্ঞানার্থানীতি নিয়মঃ। আগ্নেয়ে চ যথা নদীনাং সলিলং শক্তৌ সাগরগং ভবেৎ। এবং সর্ব্বাণি বাক্যানি পুংশক্ত্যা ব্রহ্মবিত্তয় ইতি।" শ্রীমধ্বভাষ্যে এই সূত্রটি ॥ ওঁ ॥ সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ওঁ ॥ পাঠ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্ম মহর্ষয়ঃ ॥

* * * *

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৩-১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৩-১৪৪)

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥" ॥ ৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বাচনিকমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে শ্রুতি প্রামাণ্যও দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বাচনিকমিতি সর্ব্ববেদবেদ্যত্বমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বাচনিকমিত্যাদি—শ্রীহরির সর্ব্ব-বেদবেদ্যত্ব ইহা বাচনিকও বটে।

সূত্রম্—দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' সকল বেদ যে ব্রহ্মপদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই শ্রুতিও শ্রীহরির সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব দেখাইতেছেন। 'চ' শব্দের অর্থ শক্তিসত্ত্বে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি শ্রুতিঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং শ্রীহরের্দর্শয়তি। চ-শব্দঃ সত্যাং শক্তাবিত্যাহ। তথাচ শক্তৈঃ সর্ব্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্মোপাস্যং, অশক্তৈস্তু স্বশাখোক্তৈস্তৈরিতি সর্ব্ববেদবেদ্যং তৎ। যদ্যপি "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যনেনৈতৎ প্রাগ্বর্ণিতং তথাপ্যত্র গুণোপসংহারোপযোগায় বিধান্তরেণ প্রপঞ্চিতম্। স্থৈর্য্যফলকত্বাচ্চ পৌনরুক্ত্যং ন দোষঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' এই শ্রুতি শ্রীহরির সর্ব্ববেদ-বেদ্যত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের অর্থ—শক্তিসত্ত্বে। তাহা হইলে সূত্রের সমুদায়ার্থ এই—শক্তিযুক্ত ব্যক্তিরা সর্ব্ব শাখা-বর্ণিত সাধন

গুলির অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, আর অশক্ত ব্যক্তিরা স্বশাখা-নির্দ্দিষ্ট সাধন দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। এইরূপে সেই ব্রহ্ম সর্ব্ববেদ-বেদ্য, ইহা সিদ্ধ হইল। যদিও প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদোক্ত 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই সূত্রের দ্বারাই ইহা বিশদভাবে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলেও এখানে পুনরুক্তি সমস্ত গুণেরও ব্রহ্মে সমন্বয়-উপযোগী—এই বুঝাইবার জন্য প্রকারান্তরে উহার বিস্তার করা হইল। যদিও ইহাতে আপাততঃ পুনরুক্তি মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে; স্থিরতা বা দৃঢ়তার উদ্দেশে ঐ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শয়তীতি। যদ্যপীতি। এতৎ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বম্ ॥ ৫ ॥

টীকানুবাদ—'দর্শয়তি চ' এই সূত্রে 'যদ্যপি ইত্যাদি—এতৎ প্রাগ্‌বর্ণিতম্' —এতৎ—সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে বাচনিক প্রমাণ দেখাইতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতেও ঐরূপ বচন আছে। অর্থাৎ কঠ-উপনিষদে পাওয়া যায়,—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (কঠ ১।২।১৫)।

সুতরাং শ্রীহরির সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব সকল শ্রুতিই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তবে চ-শব্দের দ্বারা 'শক্তিসত্ত্বে' বুঝাইতেছেন। অর্থাৎ শক্তি থাকিলে সকল শাখায় বর্ণিত সাধনের দ্বারা উপাসনা করাই বিধি আর শক্তির অভাব ঘটিলে স্বশাখোক্ত সাধনের দ্বারাই পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই—

"সর্ব্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমো হি দেবো জিজ্ঞাস্যোসৌ নাল্পবেদৈঃ প্রসিদ্ধ্যেৎ। তস্মাদেনং সর্ব্ববেদানধীত্য বিচার্য্য চ জ্ঞাতুমিচ্ছেন্মুমুক্ষুরিতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। সর্ব্বান্ বেদান্ সেতিহাসান্ সপুরাণান্ সযুক্তিকান্ সপঞ্চরাত্রান্ বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো ন চান্যথেতি ব্রহ্মতর্কে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥
যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৮৭।১২-১৩) ॥ ৫ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যদর্থং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং সমর্থিতং তমিদানীং গুণোপসংহারং দর্শয়তি। তথাহি—অথর্ব্বশিরঃসু কচিদ্-গোপরূপং তমালশ্যামলং পীতবাসঃ কৌস্তুভপিচ্ছাবতংসং বংশ-কমনীয়ং গোগোপগোপীবিশিষ্টং গোকুলাধিদৈবতং ব্রহ্মস্বরূপং পঠ্যতে। "তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভম্" ইত্যাদিনা। কচিজ্জানকীমণ্ডিতবামভাগং কোদণ্ডকরং দশাস্যাদিরক্ষোঘ্ন-মযোধ্যাধিপং তৎ পঠ্যতে। "প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা-জটাধরঃ। দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধর" ইত্যাদিনা। কচিদতিকরালবক্ত্রং বিত্রাসিতদ্রুহিণাদিকং নৃসিংহবপুস্তৎ পঠ্যতে। তন্মন্ত্রস্থভীষণপদব্যাখ্যানে অথ কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি। "যস্মাদ্যস্য রূপং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভীত্যা পলায়ন্তে স্বয়ং যতঃ কুতশ্চিন্ন বিভেতি"। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" ইত্যনেন। ক্বচি তু ত্রিবিক্রমরূপং পঠ্যতে। "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচক্র-মাণস্ত্রেধোরুগায়" ইতি। অত্র দ্রব্যদেবতাভেদাদ্ যাগভেদবদ্ গুণ-ভেদাদুপাসনানি ভিন্নানীতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ। একস্মি-ন্নুপাসনে শ্রুতা গুণাঃ পরস্মিন্নুপসংহার্য্যা ন বেতি। একত্র

পঠিতৈর্গুণৈর্ব্বিদ্যোপকারকত্বসম্ভবাদিতরত্রোক্তাস্তে নোপসংহার্য্যাঃ ফলানতিরেকাদ্বিরোধাচ্চেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যাহার জন্য শ্রীহরির সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করা হইল, এক্ষণে সেই গুণোপসংহার (গুণসমন্বয়) দেখাইতেছেন—যথা অথর্ব্ব-শিরাগ্রন্থে কোন একস্থানে পঠিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপরূপধারী তমালবৃক্ষের মত শ্যামলকান্তি, পীতাম্বর, বক্ষে কৌস্তভাভরণে ও মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ-ভূষণে ভূষিত, কমনীয় বংশীধারী, গো-গোপ-গোপীপরিবৃত, গোকুলের অধিষ্ঠাতৃদেব, ব্রহ্মস্বরূপ। আবার গোপালোপনিষদে পঠিত হয় যে 'তদুহোবাচ...অভ্রাভম্' ইতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সেই পরব্রহ্মকে গোপবেশধারী নীল জলদকান্তি ইত্যাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আবার কোন স্থলে—শ্রীরামোপনিষদে ব্রহ্ম এইরূপ পঠিত হইয়া থাকেন, যথা—বামভাগস্থিত জানকী দ্বারা তিনি শোভিত, হস্তে ধনুর্ধারী, দশবদন-রাবণাদি রাক্ষসের নিধনকারী, অযোধ্যাধিপতি। তাহার প্রমাণ যথা—প্রকৃত্যা সহিত ইত্যাদি—তিনি প্রকৃতিস্বরূপা সীতাদেবী-সমন্বিত, শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, জটাধারী, দ্বিভুজ, কুণ্ডল ও রত্নমালাভূষিত, ধীর প্রকৃতি, ধনুর্ধারী ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রামরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নৃসিংহোপনিষদে তিনি নরসিংহাকারে বর্ণিত হইতেছেন, যথা—তিনি অতি করাল মুখ, ব্রহ্মাদি দেবগণের ভীতিপ্রদ। তাঁহার উপাসনা-মন্ত্রমধ্যে পঠিত 'নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রম্' এই ভীষণ পদের ব্যাখ্যায় নৃসিংহোপনিষদে প্রশ্ন পূর্ব্বক সমাধান করা হইয়াছে, যথা—অথেতি—আচ্ছা, কি হেতু তিনি ভীষণ ইহা বলিতেছ? তাহার উত্তর—যেহেতু যাঁহার আকৃতি দেখিয়া সকল মনুষ্য, সকল দেবতা, অন্যান্য সমস্ত প্রাণী ভয়ে পলায়ন করে কিন্তু নিজে তিনি কাহা হইতেও ভীত হন না, ইঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, অগ্নি, ইন্দ্রও ইঁহার ভয়ে দৌড়াইতেছে, পঞ্চম সংখ্যক মৃত্যুও ইঁহার ভয়ে ধাবিত হয়। ঋগ্বেদে তাঁহার ত্রিবিক্রমরূপ পঠিত হয়, যথা 'বিষ্ণোর্নু কং...উরুগায়ঃ। কে বিষ্ণুর মহিমা যথাযথভাবে বর্ণন করিতে পারে? যে ব্যক্তি পৃথিবীর ধূলিও গণনা করিয়াছে, সেও বর্ণনা করিতে পারে না। যে বিষ্ণু তিন প্রকার পদক্ষেপ করিয়া নিখিলদেব-সহিত ঊর্দ্ধ-

লোককে অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধ ভাগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তিনি উরুগায় অর্থাৎ সকলের স্তবনীয়। এই প্রকরণে দ্রব্য-দেবতা-ভেদে যাগ-ভেদের মত গুণভেদে উপাসনাগুলিও বিভিন্ন—ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাতে সংশয় এই—এক উপাসনায় শ্রুত গুণগুলি অন্য উপাসনায় গ্রহণীয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—এক উপাসনায় শ্রুত গুণ দ্বারাই যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপকার সম্ভব হইতেছে, তখন অন্যোপাসনায় বর্ণিত গুণগুলি আর তথায় গ্রহণীয় নহে। যেহেতু তাহাতে ফল-বিশেষ নাই এবং পরস্পর বিরোধ আছে; ইহার খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যদর্থমিত্যাদি। পূর্ব্বন্যায়েন সর্ব্ববেদবেদ্যত্বে হরেঃ সিদ্ধে তস্যোপাসনে সর্ব্বে গুণা উপসংহার্য্যাঃ স্যুরিত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবং সঙ্গময়তি যদর্থমিতি। তদু হেতি শ্রীগোপালোপনিষদি। হৈরণ্যো ব্রহ্মা। প্রকৃত্যেতি শ্রীরামোপনিষদি। প্রকৃত্যা সীতয়া। শ্যামো দূর্ব্বাদলবৎ। জটাধর ইতি বনবাসকালিকমেতদ্বোধ্যম্। অথ কস্মাদিতি নৃসিংহোপনিষদি। যস্মাদিতি। যস্য নৃসিংহস্য রূপং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। স্বয়মিতি। নৃসিংহ ইত্যর্থঃ। ভীষা ভীত্যা। বিষ্ণোরিতি। কমিতি ক ইত্যর্থঃ। প্রবোচমিত্যত্রাড়াগমাভাবশ্ছান্দসঃ। বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি কঃ প্রকর্ষেণাবোচদিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবান্যপি রজাংসি বিমমে গণিতবান্ সোঽপি যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচক্রমাণঃ ত্রিবিক্রমং কুর্ব্বন্ উত্তরমূর্দ্ধলোকম্ অস্কম্ভয়ৎ অবষ্টব্ধবান্। কীদৃশং উর্দ্ধলোকম্—সধস্থং নিখিলদেবসহিতং তিষ্ঠন্তীতি স্থা দেবাঃ সহশব্দস্য সধাদেশঃ তৈঃ সহিতং সত্যলোকপর্য্যন্তমূর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ। একস্মিন্নিতি। একশাখোক্তোপাসনে কতিপয়গুণবতি শাখান্তরোক্তাধিকগুণানামুপসংহারঃ কার্য্যো ন বেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'যদর্থমিত্যাদি'—এই অধিকরণে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত হেতুহেতুমদ্ভাব (কার্য্যকারণভাব)-রূপ সঙ্গতি বর্ত্তমান, যেহেতু শ্রীহরির পূর্ব্বাধিকরণ দ্বারা সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব সিদ্ধ হইলে তাঁহার উপাসনায় সকলগুণ গ্রহণীয় হয়, এই সঙ্গতি সমন্বয় করিতেছেন—'যদর্থম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'তদু হোবাচ' ইত্যাদি শ্রুতি শ্রীগোপালোপনিষদে ধৃত। হৈরণ্যঃ—অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যাম ইত্যাদি—প্রকৃত্যা—সীতাদেবীর

সহিত বর্ত্তমান। শ্যামঃ—দূর্ব্বাপত্রের মত শ্যাম বর্ণ। জটাধরঃ—জটাধারী, বনবাসকালে এই জটাধারণ জানিবে, সকল সময়ে নহে। 'অথ কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি' এই শ্রুতিটি নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে। 'যস্মাদ্ যস্য রূপং দৃষ্ট্বেতি' যস্য—যে নৃসিংহ দেবের রূপ দেখিয়া—এই অর্থ। 'স্বয়ং যতঃ কুতশ্চিন্ন বিভেতি' ইত্যাদি স্বয়ং—অর্থাৎ নৃসিংহদেব নিজে। ভীষা—ভয়ে। 'বিষ্ণোর্নু কমিত্যাদি' বিষ্ণুর মহিমাগুলিকে কে প্রকৃষ্টরূপে জানে?—এই অর্থ। এখানে 'কম্' পদটি 'কঃ' কে—এই অর্থে। 'প্রবোচম্' পদে অট্ আগমের অভাব ছান্দস (বৈদিক) এইরূপ বিভক্তিব্যত্যয়ও জানিবে (প্রাবোচৎ স্থলে প্রবোচম্) প্রয়োগ। শ্রুতিটির সমুদায়ার্থ—বিষ্ণুর গুণাবলীকে কে সম্যগ্‌রূপে বলিয়াছে? যে ব্যক্তি পৃথিবীর—ভূমির ধূলিও গণিয়াছে, সেও অক্ষম। কীদৃশ বিষ্ণুর? যে বিষ্ণু তিনভাবে পদক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধলোক আক্রমণ করিয়াছেন, কি প্রকার উর্দ্ধলোক? সধস্থম্—সকল দেব-সহিত। সধস্থ পদের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ এইরূপ,—তিষ্ঠন্তি যাঁহারা স্থিতিশীল, অমর তাঁহারা 'স্থ', তাঁহাদের সহিত এই অর্থে সহ-শব্দের স্থানে 'সধ' আদেশ (বৈদিক); অতএব দেবতাদের সহিত স্থিত সত্যলোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধলোক—এই অর্থ। 'একস্মিন্নুপাসনে' ইত্যাদি, একস্মিন্—এক শাখায় উক্ত উপাসনায় যদি কতিপয় গুণ বর্ণিত থাকে, তবে তাহাতে শাখান্তরে উক্ত অধিক গুণগুলির উপসংহার কর্ত্তব্য কিনা এই সংশয়ে—

উপসংহারাধিকরণম্

সূত্রম্—উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্ বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥৬॥

সূত্রার্থ—সমানে চ—উপাসনা সমান হইলেই, উপসংহারঃ—গুণগুলির অন্যক্ষেত্রে উপসংহার অর্থাৎ সমন্বয় করণীয়; হেতু কি? অর্থাভেদাদ্—অর্থ—ব্রহ্মরূপ উপাস্যের সর্ব্বত্র ঐক্যবশতঃ। দৃষ্টান্ত—বিধিশেষবদ্—যেমন অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের সর্ব্বত্র উপসংহার গ্রহণ হয়, সেইরূপ ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোঽবধারণে। উপাসনে সমানে সতি শুদ্ধব্রহ্মৈকবিষয়ত্বেন তুল্যরূপ এব সত্যেকত্রোক্তানাং গুণানাম্ ইতরত্রোপসংহারঃ কার্য্যঃ। কুতঃ? অর্থাভেদাৎ। অর্থস্য ব্রহ্ম-লক্ষণস্যোপাস্যস্য সর্ব্বত্রাভেদাদৈক্যাৎ। অত্র দৃষ্টান্তো বিধীতি। বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং ক্বচিদুক্তানামন্যত্রানুক্তানাঞ্চ তেষাং যথা ভবেদুপসংহারস্তদেবেদমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্রেতি তদ্বৎ। অথর্ব্বশিরসি "যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে মৎস্যকূর্ম্মাদ্য-বতারা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ" ইতি শ্রীরামচন্দ্রে মৎস্যাদি-রূপত্বমুপসংহৃতম্। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি শ্রীকৃষ্ণে রামাদিত্বম্। "নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ" ইত্যাদ্যা স্মৃতি-রপ্যেবমাহ। ইত্থমন্যত্র চান্যৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি অবধারণ-অর্থে, তাৎপর্য্য এই—সমান হইলেই উপসংহার (গ্রহণ) করা হইবে, নতুবা নহে। উপাসনা সমান হইলে অর্থাৎ এক শুদ্ধ (নিরুপাধি) ব্রহ্মবিষয়কত্ব-নিবন্ধন তুল্য উপাসনা হইলে এক শাখায় উক্ত গুণগুলির অন্য উপাসনাতে গ্রহণ কর্ত্তব্য। কারণ কি? অর্থাভেদাৎ—অর্থের—ব্রহ্মরূপ উপাস্যের সর্ব্বত্র ঐক্যহেতু। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—বিধিশেষবৎ—অগ্নিহোত্র হোমের অঙ্গগুলি যেমন কোথায়ও উক্ত, আবার কোথায়ও অনুক্ত; সেই সমুদায়ের যেমন অগ্নিহোত্র মাত্রেই গ্রাহ্যতা, কারণ সেই এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্র এক, সেইরূপ উপাস্য শ্রীহরি সর্ব্বত্র এক, অতএব তাঁহার সমস্ত গুণের গ্রাহ্যতা। অথর্ব্বশিরাগ্রন্থে কথিত আছে—যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্, আর যে-সকল মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার, সেগুলিও শ্রীরামচন্দ্র। এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়ও তিনি, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম। এই শ্রুতিতে শ্রীরামচন্দ্রে মৎস্যকূর্ম্মাদি-রূপত্বের উপসংহার করা হইয়াছে। 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) এক হইয়াও রামাদি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণে রামাদিরূপের উপসংহার হইয়াছে। স্মৃতিবাক্যগুলিও সেইরূপ বলিতেছেন—যথা 'নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ' তুমিই রাবণের ধ্বংসকারী রাঘব-

শ্রেষ্ঠ তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি। স্মৃতিও এইপ্রকার বলিয়াছেন। গ্রন্থান্তরেও এই জাতীয় বাক্য অনুসন্ধেয় ও গ্রহণীয়॥ ৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপসংহার ইতি। একত্রেতি। যত্রোপাসনে যাবন্তো গুণাঃ পঠিতাস্তাবদ্ভিরেব তৈর্মোক্ষফলসিদ্ধেনে'তরে গুণাস্তত্রোপসংহার্য্যা ইত্যর্থঃ। বিধিশেষেতি। অগ্নিহোত্রস্য সর্ব্বত্রৈক্যাৎ তচ্ছেষাণাং যথোপসংহারস্তথা হরেঃ সর্ব্বত্রৈক্যাত্তদ্গুণানাং স ইত্যর্থঃ। একোঽপীতি। বহুধা শ্রীদাশরথিনৃহরিবরাহাদিরূপেণেত্যর্থঃ। নমস্ত ইতি শ্রীদশমেঽক্রূরোক্তিঃ। ইত্থমিতি। অন্যত্র গ্রন্থাস্তরেষন্যদেবংজাতীয়বচনমন্বেষণীয়ং গ্রাহ্যঞ্চেত্যর্থঃ॥৬॥

টীকানুবাদ—'উপসংহার' ইত্যাদি সূত্রে 'একত্রোক্তানাং গুণানামিত্যাদি' ভাষ্য—অর্থাৎ যে উপাসনায় যতগুলি গুণ পঠিত আছে, সেইগুলির দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি হওয়ায় অন্যান্য গুণের তাহাতে উপসংহার করণীয় নহে। উপাসনা তুল্য হইলেই গুণের উপসংহার হইবে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন —'বিধিশেষবৎ'—যেমন অগ্নিহোত্র-হোম সকল শাখায় একরূপ, সুতরাং তাহার অঙ্গ যাগগুলির সর্ব্বত্র উক্তি না থাকিলেও তাহাদের গ্রহণ সর্ব্বত্র করণীয়, এইরূপ শ্রীহরির সর্ব্বত্র একরূপত্ব হেতু তাঁহার গুণগুলির উপসংহার হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি'—বহুধা অর্থাৎ শ্রীদাশরথি-নৃসিংহ প্রভৃতিরূপে। 'নমস্তে রঘুবর্য্যায়' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অক্রূরের স্তব। 'ইত্থমন্যত্র চান্যৎ' ইতি অন্যত্র গ্রন্থান্তরে 'অন্যৎ' এই জাতীয় বাক্য। অন্বেষণীয় ও গ্রহণীয়॥ ৬॥

সিদ্ধান্তকণা—গুণোপসংহার প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিবার পর পুনরায় সেই গুণোপসংহার সমর্থন করিতেছেন।

সমগ্র বেদ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা কীর্ত্তন করিলেও বিভিন্ন শাস্ত্রে উপাস্য তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ ও গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভাষ্যে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। দ্রব্য ও দেবতা-ভেদে যেরূপ যাগভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এখানেও গুণভেদে উপাসনার ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব এ-স্থলে একটি সংশয় হয় যে—এক উপাসনায় শ্রুত গুণসমূহ অন্য উপাসনায় গ্রহণীয় কিনা ? পূর্ব্বপক্ষীর মত এই যে—একত্র পঠিত গুণের দ্বারা যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপকার সম্ভব, তখন অন্যত্র উক্ত গুণের উপসংহারের আর প্রয়োজন নাই। কারণ তাহাতে বিশেষ ফলও নাই, অধিকন্তু পরস্পর বিরোধ আছে। পূর্ব্বপক্ষীয় এই মতের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—উপাসনা সমান হইলে গুণগুলির উপসংহার কর্ত্তব্য। কারণ ব্রহ্মরূপ উপাস্য সর্ব্বত্র এক। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে, যেমন সর্ব্ববেদোক্ত অগ্নিহোত্র-হোমের অঙ্গগুলি কোথায়ও উক্ত, আবার কোথায়ও অনুক্ত থাকিলেও তাহার উপসংহার কর্ত্তব্য। কারণ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্র এক, সেইরূপ উপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীহরি সর্ব্বত্র এক। অতএব তাঁহার বিভিন্ন উপাসনায় অনুল্লিখিত গুণ সমূহেরও উপসংহার কর্ত্তব্য। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণের স্তবেও বলিয়াছেন,—

"যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥
নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে॥
নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোক-ভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥
নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানব-মোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে॥" (ভাঃ ১০।৪০।১৬-২২)

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন॥
মুঞি বুদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর।
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১।২৫১-২৫৩)॥ ৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বাত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিবাক্যাদন্যথাত্বমুপসংহারস্য প্রতীতমিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—'আত্মেত্যেবোপাসীত' আত্মস্বরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে গুণের উপসংহারাভাবই অবগত হওয়া যায়, এই যদি বল, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

সূত্রম্—অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ৭॥

সূত্রার্থ—যদি বল, শব্দাৎ—'আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বাক্য হইতে, অন্যথাত্বং—গুণের উপসংহারাভাব প্রতীত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ কি? অবিশেষাৎ—যেহেতু তাহাতে কোন বাধক-বিশেষ বচন নাই॥ ৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্যথাত্বং গুণোপসংহারাভাবঃ স চাত্মেত্যেবেতি বাক্যাৎ প্রতীয়তে ইতি চেন্ন। কুতঃ? অবিশেষাৎ। এতে গুণা নোপাস্যা ইতি বিশেষবচনাভাবাৎ। এবং সত্যেবকারোঽপ্যনাত্মত্বমেব নিবর্ত্তয়তি ন তু গুণান্তরাণি। ন হি রাজৈব দৃষ্ট ইত্যুক্তৌ তদীয়ং ছত্রাদি ব্যাবর্ত্ত্যতে। তস্মাদ্‌যথাশক্তি গুণাশ্চিন্ত্যা ইতি সিদ্ধস্তদুপসংহারঃ। ইদমুক্তং ভবতি—পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বৈদূর্য্যবদনাদিসিদ্ধানি বহূনি রূপাণি সন্তি। তত্তদ্রূপবিশিষ্টং তৎ

পূর্ণং শুদ্ধঞ্চ ভবতি। ক্বচিৎ কৃৎস্নান্ গুণান্ প্রকটয়তি ক্বচিত্ত্বকৃৎস্নানিতি তত্ত্ববিৎ তৎসর্ব্বরূপে তস্মিন্ যত্র ক্বাপি পঠিতান্ গুণান্ বিচিন্তয়েদিতি সনিষ্ঠস্য তদুপসংহারো নিরূপিতঃ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্যথাত্বং—অন্যপ্রকার অর্থাৎ গুণের উপসংহারাভাব, ইহা 'আত্মেত্যেবোপাসীত' আত্মাকেই উপাসনা করিবে, এই বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে, এই যদি বল, তাহা নহে; কারণ কি? 'অবিশেষাৎ' —যেহেতু ইহার বাধক কোনও বিশেষ বচন নাই অর্থাৎ গুণ উপাস্য নহে, এইরূপ বিশেষ বচন নাই; অতএব আত্মস্বরূপ-উপাসনার মত গুণও উপাস্য, এই হইলে 'আত্মেত্যেবোপাসীত' এই শ্রুতিতে যে 'এব' শব্দটি আছে তাহার অর্থ অনাত্মবস্তুর উপাসনার নিষেধ, গুণান্তরের নিবৃত্তি নহে। লৌকিক প্রয়োগেও দেখা যায়, যদি কেহ বলে 'রাজাকেই দেখিয়াছি' তবে যেমন তাঁহার সঙ্গে ছত্র-চামরাদির নিষেধ বুঝায় না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—ভগবানের গুণ যথাশক্তি উপাস্য—অতএব গুণের উপসংহার শাস্ত্র-সম্মত। ইহাতে এই কথা বলা হইল যে, পরব্রহ্মে বৈদূর্য্যমণির মত অনাদি-সিদ্ধ বহুরূপ আছে, সেই সেই রূপবিশিষ্ট সেই ব্রহ্ম পূর্ণ ও শুদ্ধই আছেন। তিনি কোন অবতারে সমগ্র গুণই প্রকটিত করেন, আবার কোথায়ও অসম্পূর্ণ কতিপয় গুণ; ইহা তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মে যে কোন-স্থলে বর্ণিত গুণরাশির সত্তা ধ্যান করিবেন—ইহা সনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে গুণোপসংহার সমর্থিত হইল ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যথাত্বমিতি। আত্মেত্যেবেতি। আত্মত্বেনৈবেত্যর্থঃ। ইতি তত্ত্ববিৎ ঈদৃশং তত্ত্বং জানন্। তৎসর্ব্বরূপে তানি সর্ব্বাণি রূপাণি বর্ণসংস্থানানি যস্মিংস্তাদৃশে ॥ ৭ ॥

টীকানুবাদ—'অন্যথাত্বমিত্যাদি' সূত্রে, 'আত্মেত্যেবোপাসীত' ইতি—আত্মেতি—আত্মত্বরূপেই—এই অর্থ। 'ক্বচিত্ত্বকৃৎস্নান্' ইতি—তত্ত্ববিদিতি—তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ যিনি এই তত্ত্ব জানেন। তৎসর্ব্বরূপে তস্মিন্ ইতি—তৎসর্ব্বরূপে —তানি সর্ব্বাণি রূপাণি যস্মিন্ এই বিগ্রহবাক্য; ইহার অর্থ—যাঁহাতে সেই সকল রূপ—বর্ণ ও আকৃতি বর্ত্তমান তাদৃশ পরব্রহ্মে ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রুতিতে 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে' এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে গুণের অনুপসংহার।করার কথা তো নাই।

তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে উপসংহারের অন্যথাত্ব বুঝাইতেছে না; কারণ সে-বিষয়ে কোন বিশেষ বচন নাই। অর্থাৎ গুণোপসংহারের নিষেধসূচক কোন বাক্যই বেদে দৃষ্ট হয় না। আর 'আত্মেত্যেব' কথার মধ্যে 'এব' শব্দটি দ্বারা কেবল অনাত্ম বস্তুরই নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু গুণের নিষেধ নহে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে—যেমন রাজাকেই দেখিয়াছি বলিলে তাহার সঙ্গে ছত্রচামরাদির দর্শন নিষেধ বুঝায় না। সুতরাং যথাশক্তি শ্রীভগবানের গুণসমূহ চিন্তনীয়—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদ্দ্বারা কথিত হইতেছে যে বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ বহুরূপ আছে এবং তিনি সেই সকল রূপবিশিষ্ট হইয়াও পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি কোথায়ও আংশিক গুণ প্রকাশ করেন, আবার কোথায়ও সমগ্র গুণ প্রকাশ করেন।

যেমন শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (ব্রঃ সং ৫।৩৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)

অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ শ্রীভগবানে যে কোন স্থানে উক্ত অর্থাৎ সর্ব্বশাখোক্ত গুণ সমূহই চিন্তা করিবেন, ইহাই সনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে গুণোপসংহার নিরূপিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে পাই,—

"সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।২০-২১) ॥৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈকান্তিনোঽধীতবহুশাখা অপি পরিশীলিতস্বেষ্টোপনিষদস্তদ্ব্যক্তানেব গুণান্ ধ্যায়ন্তি ন তু জ্ঞাতানপ্যন্যানিতি পূর্ব্বাপবাদেনারভ্যতে। ইহ শ্রীগোপালাদিতাপন্যো বিষয়ঃ। তত্রৈবং সন্দেহঃ। একান্ত্যুপাসনে সর্ব্বগুণোপসংহারঃ স্যান্ন বেতি। সম্ভবতি সামর্থ্যে শ্লাঘ্যত্বাৎ স্যাদেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর যাঁহারা একান্তী ভক্ত, তাঁহারা বহু শাখা অধ্যয়ন করিলেও নিজ অভীষ্টদেবতার গুণ-প্রকাশক উপনিষদ্ আলোচনা করিয়া নিজ অভীষ্টদেবতার উপনিষদে কথিত গুণগুলিরই ধ্যান করিয়া থাকেন, তদ্‌ভিন্ন অন্য গুণরাশি জানা থাকিলেও সেগুলির ধ্যান করেন না; ইহাই এই অধিকরণে পূর্ব্বোক্তের অপবাদে আরম্ভ করিতেছেন। এখানে বিষয়—গোপালতাপনী উপনিষদ্‌গুলি। তাহাতে সংশয় এইরূপ—একান্তী ভক্তদিগের উপাসনায় সমস্ত গুণের ধ্যেয়রূপে গ্রহণ হইবে কিনা? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে বলেন, সামর্থ্য থাকিলে কেন গ্রহণ হইবে না; যখন সৎকার্য্য, তখন হওয়াই উচিত; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাদ্‌যথা সনিষ্ঠানাং ব্রহ্মোপাসনমুপসংহৃতসর্ব্বগুণকং তদ্বৎ পরিনিষ্ঠিতাদীনামপি তত্ত্বাদেব তাদৃশমেব তদস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। অথেত্যাদি। পরিশীলিতেতি। কৃষ্ণৈকান্তিভির্গোপালোপনিষৎ পরিশীলিতা রামৈকান্তিভিস্তু রামোপনিষদিত্যেবং নিজোপনিষন্নি-

বিষ্টহৃদয়া ইত্যর্থঃ। তদ্ব্যক্তানিতি স্বেষ্টোপনিষদগাদিতানিত্যর্থঃ। শ্লাঘ্যত্বাৎ সৎকার্য্যত্বাৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—সনিষ্ঠ ভক্তদিগের যেমন ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মোপাসনায় সকল গুণের উপসংহার বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ পরিনিষ্ঠিত ভক্ত ও একান্তী ভক্তদিগেরও অভীষ্টদেবতায় সেই সেই গুণ থাকায় সর্ব্বগুণোপসংহার পূর্ব্বক উপাসনা হউক; এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি-অনুসারে এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। অথেত্যাদি ভাষ্য—পরিশীলিতস্বেষ্টোপনিষদ ইতি—কৃষ্ণৈকান্তী ভক্ত গোপালোপনিষদের চর্চ্চা করিয়াছেন, রামৈকান্তী ভক্ত রামোপনিষদ্। এইভাবে নিজ নিজ উপনিষদে নিবিষ্টহৃদয় ভক্তগণ—ইহাই অর্থ। তদ্ব্যক্তানেবেতি—নিজ অভীষ্ট দেবতার উপনিষদে কথিত গুণগুলিই ধ্যান করেন। শ্লাঘ্যত্বাৎ—অন্যান্যগুণের উপাসনাও সৎকার্য্য—শ্লাঘনীয়, সুতরাং তাহাও কর্ত্তব্য।

ন বা প্রকরণভেদাধিকরণম্

সূত্রম্—ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ—ন বা—নিশ্চয়ই নহে, কারণ প্রকরণ বিভিন্ন, অর্থাৎ একান্ত-নিষ্ঠদিগের ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে, এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ—পর হইতে পর, বর হইতে বরীয়ান্ গুণের যেমন গ্রহণ হয় না ॥ ৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বেতি নিশ্চয়ে। যে যস্মিন্ রূপে একান্তিনস্তে তদন্যরূপব্যক্তান্ গুণান্নোপসংহরন্তি। যথা কৃষ্ণাদিরূপৈকান্তিনো নৃসিংহাদিনিষ্ঠান্ সটাদংষ্ট্রাভীষণত্বাদীন্। যথা চ নৃসিংহাদ্যেকান্তিনঃ কৃষ্ণাদিনিষ্ঠান্ বংশবেত্রচন্দ্রকাদীনিতি। কুতঃ? প্রেতি। **প্রকরণং প্রকৃষ্টক্রিয়া। তদেকতাৎপর্য্যা ভক্তিরিতি যাবৎ। তস্যা ভেদাদ্বিশেষাদিত্যর্থঃ। সনিষ্ঠভক্তেরেকান্তিভক্তির্গাঢ়াবেশাদ্বরীয়সী।**

দৃষ্টান্তমাহ পর ইতি। যথাদিত্যান্তর্বর্ত্তিহিরণ্ময়পুরুষৈকান্তিনঃ স্বোপাস্যে তস্মিন্ পরোবরীয়স্ত্বাদীন্ গুণানুদ্গীথনিষ্ঠানপি নোপসংহরন্তি তদ্বৎ। পরস্মাৎ পরশ্চ বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়ানুদ্গীথস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তদাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'বা' শব্দটি নিশ্চয়ার্থে—অর্থাৎ ন বা—নৈব, না তাহা হইবেই না অর্থাৎ যে সকল ভক্ত যে রূপে একান্তী, তাঁহারা তদ্‌ভিন্ন রূপে প্রকাশিত গুণাবলীর উপাসনা করেন না; যেমন শ্রীকৃষ্ণ-রূপের একান্তিগণ নৃসিংহাদিনিষ্ঠ-দংষ্ট্রা কেশর প্রভৃতি অবয়বের ধ্যান করেন না, আবার যেমন নৃসিংহ-রূপের একান্তী উপাসকগণ কৃষ্ণাদিনিষ্ঠ বংশী, পাচনী, ময়ূরপিচ্ছাদির ধ্যান করেন না। ইহার কারণ কি? প্রকরণভেদাৎ—যেহেতু প্রকরণের অর্থাৎ উপাসনা-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আছে, প্রকৃষ্ট ক্রিয়ার নাম প্রকরণ, অর্থাৎ সেই ইষ্টদেবতাকেই একমনে উপাস্যবোধে আশ্রয় করিয়া থাকা—এইরূপ ভক্তিই প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব আছে। কথাটি এই—সনিষ্ঠ ভক্তি হইতে একান্তিভক্তি গাঢ় অভিনিবেশবশতঃ বরীয়সী। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ' ইতি—যেমন সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের একান্তী ভক্তগণ নিজ উপাস্য সেই পুরুষে উদ্গীথ বেদশাখায় বর্ণিত থাকিলেও পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণের উপাসনা করেন না, সেইরূপ। পরোবরীয়স্ত-শব্দের অর্থ—যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) হইতে পর, বর হইতেও বরীয়ান্, তিনি পরোবরীয়ান্, তাহার ভাব (ধর্ম্ম)—ইতি। পরোবরীয়স্ শব্দের উত্তর ভাবে 'ত্ব' প্রত্যয়। সেই পরোবরীয়স্ত্বাদি ধর্ম্ম যেমন গৃহীত হয় না, সেই প্রকার ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন বেতি। তদন্যরূপেতি। স্বোপাস্যেতররূপবতি ব্রহ্মাবির্ভাবে প্রকটানিত্যর্থঃ। এতদ্বিশদয়ন্নাহ। যথা কৃষ্ণাদীতি। পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি দৃষ্টান্তার্থং বিশদয়তি যথাদিত্যেত্যাদিনা। ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উদ্গীথোপাসনাস্তি। তত্র হিরণ্ময়স্যাকাশস্য চ কারণব্রহ্মণ উদ্গীথশব্দনির্দ্দেশ্যত্বং দৃশ্যতে। আকাশোদ্গীথে পরোবরীয়স্ত্বং গুণঃ কীর্ত্ত্যতে। তস্য গুণস্য হিরণ্ময়োদ্গীথে নোপসংহারঃ তদুপাসকানাং তত্তদ্‌গুণেম্বেকান্তিত্বাৎ। তদ্‌গুণাস্তু হিরণ্যবর্ণত্বপুণ্ডরীকাক্ষত্বাদয়ঃ। তদ্বৎ প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ ॥৮॥

টীকানুবাদ—'ন বেত্যাদি' সূত্রে—তদন্যরূপব্যক্তানিতি ভাষ্য—ইহার অর্থ —নিজ উপাস্য-ভিন্ন অন্য রূপবান্ ব্রহ্মাবির্ভাবে প্রকট। ইহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন, যথা—'কৃষ্ণাদিরূপৈকান্তিন' ইত্যাদি। 'পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ' ইহা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য প্রযুক্ত, তাহা বিশদ করিতেছেন—যথাদিত্যেত্যাদি বাক্য দ্বারা। ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে উদ্গীথোপাসনা বর্ণিত আছে। তথায় উদ্গীথ-শব্দের দ্বারা হিরণ্ময় পুরুষ ও আকাশ এই কারণ-ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, দেখা যায়। তন্মধ্যে আকাশোদ্গীথে পরো-বরীয়স্ত্ব গুণের কীর্ত্তন আছে, কিন্তু সেই গুণের হিরণ্ময়পুরুষোদ্গীথে গ্রহণ নাই; কেননা, হিরণ্ময় পুরুষের যাহারা একান্তী ভক্ত, তাঁহাদের হিরণ্ময় পুরুষগুণেই অনুরাগ হইয়া থাকে। সেই গুণ হইতেছে—হিরণ্যবর্ণত্ব, পুণ্ডরী-কাক্ষত্ব প্রভৃতি। 'নোপসংহরন্তি তদ্বৎ' ইতি—তদ্বৎ অর্থাৎ প্রকৃত-স্থলেও সেইরূপ জ্ঞাতব্য। ৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে বিশেষ বিধি-স্থাপনমানসে প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন যে, একান্ত ভক্তগণ বহুশাখা অধ্যয়ন করিলেও নিজ ইষ্ট-দেবতার গুণ-প্রকাশক উপনিষদ্ সমূহের অনুশীলন করতঃ তাহাতে ব্যক্ত গুণ-গুলিরই ধ্যান করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত জ্ঞাত অন্যগুণের চিন্তা করেন না। কেহ যদি গোপালতাপনী উপনিষৎ সমূহকেই এ-স্থলে বিচারের বিষয় স্থির করিয়া ইহাতে সংশয় করেন যে,—একান্ত ভক্তগণের উপাসনায় সমস্ত গুণের উপসংহার কর্ত্তব্য কিনা? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীর মত—সামর্থ্য থাকিলে শ্লাঘ্য বলিয়া উপসংহার করাই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের নিরাকরণার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—না, তাহা হইতেই পারে না; কারণ ইহাতে প্রকরণ-ভেদ আছে। সনিষ্ঠ ভক্তের উপাসনা হইতে একান্তিগণের উপাসনার বৈশিষ্ট্য আছে। দৃষ্টান্তও আছে যে, আকাশোদ্গীথে বর্ণিত গুণ—পর হইতে পর বা বর হইতে বরীয়ান্ গুণের যেমন হিরণ্ময়-পুরুষোদ্গীথে গ্রহণ হয় না।

বিস্তারিত বর্ণন ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"প্রকরণভেদান্নৈবোপসংহারঃ কার্য্যঃ। পরো বরীয়ঃ সত্ত্বাদিষু তাবত্যৈব হ্যুক্তম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥
ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে॥"

(ভাঃ ১০।২১।৫-৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইঁহো কৃষ্ণ নহে, ইঁহো নারায়ণমূর্ত্তি।
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি॥
"নমো নারায়ণ, দেহ' করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ' মোরে ঘুচাহ বিষাদ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।২৮৬-২৮৮)

আরও পাই,—

"প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ন না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৪৮-১৫১)

আরও পাই,—

"শুনহ, বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম-মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস-প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্রে রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এইমত বারবার কহি দুই জন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥
তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু?
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ,' কৃষ্ণ-ভজন করিমু"॥
এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায়॥
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
'সাধু-দৃঢ়ভক্তি তোমার' কহি' প্রশংসিলুঁ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৩৪-৪৩)

শ্রীমৎ হনুমদ্বাক্যেও পাই,—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ"॥ ৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননূভয়েষাং ব্রহ্মোপাসকাদিসংজ্ঞা সমৈবাত একান্তিভিরপি সনিষ্ঠৈরিব সর্ব্বে গুণাঃ সর্ব্বত্র চিন্ত্যাঃ স্যুঃ যথা বিপ্রসংজ্ঞানাং গায়ত্র্যুপাসনা নির্ব্বিশেষা দৃষ্টেতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন—সনিষ্ঠ ও একান্তী উপাসকের ব্রহ্মোপাসক-সংজ্ঞা তুল্যই, অতএব একান্তীরাও সনিষ্ঠের মত সকল গুণ সর্ব্বাবতারেরই ধ্যান করিবেন; যেমন বিপ্রসংজ্ঞক দ্বিজাতিমাত্রের গায়ত্রী-উপাসনা নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে—এই যদি বল, তাহাতে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। উভয়েষাং সনিষ্ঠানামেকান্তিনাঞ্চ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—উভয়েষাং ব্রহ্মোপাসকাদিসংজ্ঞেতি—উভয়েষাং—উভয়ভক্তের অর্থাৎ সনিষ্ঠ ও একান্তিভক্ত—এই উভয়ের।

সূত্রম্—সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ—'তু' না, সে শঙ্কা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু এক সংজ্ঞাবশতঃ সর্ব্বগুণ-গ্রহণ সকল অবতারে হইবে, এই যে বলিয়াছ, তাহার উত্তর 'নবা প্রকরণ-ভেদাৎ' এই সূত্রেই কথিত আছে ॥ ৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কানিবারকস্তুশব্দঃ। সংজ্ঞৈক্যাৎ সর্ব্বগুণোপসংহারো যুক্ত ইত্যত্র যদুত্তরং তত্তু ন বা প্রকরণভেদাদিত্যনেনৈবোক্তম্। সামান্যসংজ্ঞাপেক্ষয়া বিশেষভূতৈকান্তিতায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যান্ন তৈস্তে সর্ব্বে বিচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ। ইতরথা শ্রৈষ্ঠ্যক্ষতিঃ। রূপবিশেষাভিষক্তচিত্তত্বেন হ্যেকান্তিনঃ সাধারণেভ্যঃ সনিষ্ঠেভ্যো শ্রেষ্ঠা ভবন্তি। ন চ নিখিলগুণানুপসংহর্ত্তুং সনিষ্ঠোঽপি ক্ষমঃ। "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যা" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। সংজ্ঞৈক্যস্য হেতোরন্বয়ব্যভিচারং দর্শয়তি অস্তীতি। প্রমিতভেদেষ্বপি পরোবরীয়ো হিরণ্ময়াদ্যুপাসনেষূদ্গীথোপাসনমিতি সংজ্ঞৈক্যমস্তীত্যর্থঃ। তথা চ সনিষ্ঠাঃ সর্ব্বান্ গুণানুপসংহৃত্যোপাসীরন্নেকান্তিনস্তু গুণবিশেষানিত্যধিকরণাভ্যাং নির্ণীতম্ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষীয় শঙ্কা নিরাকরণার্থ। সংজ্ঞা এক হওয়ায় সকল উপাসকের সকল অবতারেই সর্ব্বপ্রকার গুণের গ্রহণ

যুক্তিযুক্ত, এই আশঙ্কার যে সমীচীন উত্তর, তাহা 'নবা প্রকরণভেদাৎ' এই সূত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ সংজ্ঞা হইতে বিশেষ সংজ্ঞা-ভূত একান্তিসংজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন, তাঁহারা (একান্তীরা) সেই সকল ভগবদ্গুণ-উপাসনা নিজ উপাসনায় করিবেন না। যদি তাহা স্বীকার করা হয়, তবে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয়। ইহার কারণ রূপবিশেষে তাঁহাদের চিত্ত আসক্ত, সুতরাং সাধারণ সনিষ্ঠ ভক্ত হইতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। আর এ-কথাও সত্য যে, সনিষ্ঠ ভক্তগণও ভগবানের নিখিল গুণ জানিতে সমর্থ হন না। তাহা শ্রুতিই বলিয়াছেন— 'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচম্' ইত্যাদি। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে— এই যে ভব (মহাদেব), পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ তাঁহারাও, গুণাতীত শ্রীহরির গুণের পরিসীমা পান নাই ইত্যাদি। আর এক কথা —তোমরা যে সংজ্ঞার ঐক্যরূপ হেতু দেখাইয়াছ, উহা অন্বয়ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট—অর্থাৎ কারণ থাকিলেও যদি কার্য্য না হয়, তবে তাহাকে অন্বয়-ব্যভিচার বলে। এখানে সেই দোষ হইতেছে; ইহা দেখাইতেছেন —'অস্তি তু তদপি' পরিগণিত ভেদসমূদয়ের মধ্যে 'পরোবরীয়োহিরণ্ময়াদ্যু-পাসনেষূদ্গীথোপাসনম্' শ্রুতি এই কথায় হিরণ্ময়াদি উপাসনায় উদ্গীথো-পাসনানিষ্ঠকে পরোবরীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং গুণ-উপাসনার সংজ্ঞার ঐক্য আছে, অথচ হিরণ্ময়পুরুষে একান্তী প্রভৃতির সেই উপাসনা বিহিত নহে। যেহেতু তাহাতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বহানি হয়, এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—সনিষ্ঠ ভক্তগণ সকল অবতারের সকল গুণের উপসংহারপূর্ব্বক ধ্যান করিবেন, আর একান্তিগণ গুণবিশেষগুলি; —এই সিদ্ধান্ত এই অধিকরণ দুইটি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল ॥ ৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সংজ্ঞাত ইতি। সংজ্ঞৈক্যান্নামাভেদাৎ। ন তৈস্তে ইতি। তৈরেকান্তিভিস্তে ভগবদ্গুণাঃ সর্ব্বে স্বোপাসনায়াং তু ন ভাব্যা ইত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ। একান্তিনো দ্বেধা। ফলকামেভ্যোহন্যে হর্য্যেকদৈবতা একে। এষাং পারমার্থিকবস্তৈকনিষ্ঠয়া শ্রৈষ্ঠ্যম্। "চতুর্ব্বিধা মম জনাঃ ফলকামা হি তে স্মৃতাঃ। এষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ চানন্যদেবতা" ইতি স্মৃতেঃ। তেষ্বেব তদেকরূপানুরক্তাঃ পরে তেষাং তত্তীব্রানুরাগেণ তদ্বশীভাবাধিক্যং

পরমং শ্রৈষ্ঠ্যম্। "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ" ইতি। "যৎপাদপাংশুর্বহুজন্ম-কৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ। স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্" ইতি চৈবমাদিস্মরণাৎ। পাদপাংশুরঙ্ঘ্রিরজ-স্তরুদ্যুতির্বেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকানুবাদ—'সংজ্ঞাত' ইত্যাদি সূত্রে সংজ্ঞৈক্যাদিতি নাম (ব্রহ্মোপাসক) এক হওয়ায় এই অর্থ। 'ন তৈস্তে সর্ব্বে বিচিন্ত্যাঃ' ইতি—তৈঃ—সেই একান্তিভক্তগণ কর্তৃক, তে—ভগবদ্গুণ, সর্ব্বে—সমুদয়, ন বিচিন্ত্যাঃ—নিজ অভীষ্ট দেবতার উপাসনায় ধ্যেয় নহে, ইহা অর্থ। কথাটি এই—একান্তী ভক্ত দুই প্রকার, কতিপয় ব্যক্তি ফলকামী আর কেহ কেহ শ্রীহরিকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা বোধে সেবা কামনা করেন, অন্য ফল কামনা করেন না। ইহারা পারমার্থিক বস্তুমাত্রনিষ্ঠ, এ-জন্য শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন —আমার ভক্ত চারি প্রকার, ইহারা সকলেই সকাম, কিন্তু ইহাদের মধ্যে একান্তী ভক্তই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা একমাত্র শ্রীহরিকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহরির এক রূপে অনুরক্ত একান্তীই শ্রেষ্ঠতর, যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে তীব্র প্রেমবশতঃ ভগবানের বশীকারক ভাব অধিক; এজন্য পরম শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, এই গোপিকানন্দন শ্রীহরি এই জগতে যেমন ভক্তের তিনি সুখপ্রাপ্য সেরূপ মনুষ্যমাত্রের অনায়াসলভ্য নহেন, এমন কি, আত্মভূত জ্ঞানীদেরও নহেন। 'যৎ পাদেত্যাদি'—যাঁহার চরণরেণু বহু জন্মের তপস্যা দ্বারাও জিতেন্দ্রিয় যোগিগণও লাভ করিতে পারেন না। তিনি স্বয়ংই যাঁহাদের দৃষ্টির বিষয়ভূত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? ইহা আদিপদের দ্বারা স্মরণীয়। 'পাদপাংশুরজঃ' ইহার অর্থ চরণধূলি ও পাদপের—বৃক্ষের অংশু—কিরণবৎ দ্যুতিসম্পন্ন—এই অর্থও হয় ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি বলেন যে, সনিষ্ঠ এবং একান্তী, উভয়ই ভগবদুপাসক সুতরাং সংজ্ঞা যখন উভয়ের এক, তখন তাহাদের সর্ব্বত্র সকল গুণই ধ্যেয় হউক; যেমন বিপ্র-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত সকল বিপ্রেরই

গায়ত্রীর উপাসনা নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, সেরূপ আশঙ্কা চলিতে পারে না। কারণ সংজ্ঞার ঐক্যবশতঃ সকলের পক্ষে সকল গুণের উপসংহার যুক্তিযুক্ত নহে, এ-কথা পূর্ব্ব সূত্রেই বলা হইয়াছে।

উভয়ের সংজ্ঞা এক বিবেচনায় একান্তিদিগকেও নিজ উপাস্যের উপাসনায় সকল অবতারের সকল গুণ চিন্তা করিতে হইবে বলিলে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের হানি করা হয়। সনিষ্ঠ ভক্ত হইতে একান্তী ভক্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের রূপবিশেষে একান্ত আসক্তচিত্ত। এই জন্যই সনিষ্ঠ ভক্ত হইতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। আরও এক কথা যে, সনিষ্ঠ ভক্তগণও শ্রীভগবানের সকল অবতারের সকল গুণ উপসংহার করিতে সমর্থ হন না। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

'উদ্গীথবিদ্যা' এইরূপ নামের ঐক্যবশতঃ যদি বিদ্যার একত্ব বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ বিধেয়ের ভেদ সত্ত্বেও সংজ্ঞার একত্ব থাকে। যেরূপ নিত্যাগ্নিহোত্রে ও কুণ্ডপায়িগণের অগ্নিহোত্রেও একই অগ্নিহোত্র সংজ্ঞা আছে আবার ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত বহু বিদ্যাতেই একই 'উদ্গীথ' সংজ্ঞা দেখা যায়।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি···এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥"
(ছাঃ ১।১।১-৮)

শ্রীমধ্ব-ভাষ্যেও পাই,—

"সর্ব্ববিদ্যা উক্তা সোঽহং নামবিদেবাস্মি নাত্মবিদিতি বচনাৎ সর্ব্বস্য ব্রহ্মনামত্বাত্তদুপসংহারঃ কার্য্যঃ। "নামত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যানাং গুণানামুপসংহৃতিঃ। কার্য্যে চ ব্রহ্মণি পরে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।" ইতি ব্রহ্মতর্কঃ ইতি চেৎ সত্যম্। উক্তোঽপ্যুপসংহারঃ তৎপ্রমাণমপ্যস্ত্যেব নাম বাত্র তা ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিদ্যাস্তস্মাদেকঃ সর্ব্বগুণৈর্ব্বিচিন্ত্য ইতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতৌ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে পাই,—

"জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ"। (ভাঃ ৭।৬।২৭)

আরও পাই,—

"সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ।" (ভাঃ ৭।৯।১৮)

শ্রীভগবানের গুণ-অনন্ত

"কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ।"
(ভাঃ ১।১৮।১৪) । ৯ ।

শ্রীভগবানের বাল্যাদিগুণের উপসংহার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বাল্যাদীন্ গুণান্ ভগবত্যুপসংহর্ত্তুমারভতে। তাস্বেব "কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নম" ইতি। কৃষ্ণশব্দস্ত তমালত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে রূঢ়িরিতি নামকৌমুদীকারাঃ। "ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দাশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিত" ইতি চৈবমাদিষু বাল্যাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে। স্মর্য্যন্তে চ তথা স্মৃতিষু। তে কিং চিন্ত্যা ন বেতি বীক্ষায়াং তৈর্বিগ্রহে ন্যূনাধিক্যভাবাপত্তেরৈকরস্যশ্রুতিব্যাকোপান্ন চিন্ত্যা ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বাল্যাদিকালীন গুণের ভগবানে ধ্যানের উপদেশার্থ এই অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে। গোপালতাপনী শ্রুতির উপদেশেই আছে—'কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়…নমো নমঃ' দেবকীপুত্র (যশোদা-নন্দন) শ্রীকৃষ্ণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি, যিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক-ব্যাপী সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম। এখানে কথিত কৃষ্ণ-শব্দটি তমাল-শ্যামলকান্তি যশোদাস্তনপায়ী শ্রীহরিতে প্রসিদ্ধ; নামকৌমুদী-গ্রন্থকার এইরূপ বলেন। শ্রীরামতাপনীতে আছে—'ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্…যো মহীস্থিতঃ' এই বিজ্ঞানৈকরস মহাবিষ্ণু শ্রীহরি দশরথপুত্ররূপে রঘুবংশে প্রকট হইলে সমস্ত সম্পৎ স্বয়ং প্রদত্ত হইয়াছিল, যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন ইত্যাদি উপনিষদে বাল্যাদি ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রুত হইতেছে এবং স্মৃতিগ্রন্থেও সেইরূপ স্মৃত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে সংশয়—এই গুণগুলি ধ্যেয় হইবে কিনা? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না ধ্যেয় নহে; যেহেতু তাহা হইলে ভগবদ্বিগ্রহে ন্যূনাধিক্য-ভাব আসিয়া পড়ে এবং শ্রুতিবোধিত একরসত্বেরও বিরোধ হয়। ইহাতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রাকাশোদ্গীথনিষ্ঠং পরোবরীয়স্ত্বং হিরণ্ময়োদ্গীথে তদেকান্তিভিরেুপাস্যমিত্যুক্তম্। তদ্বৎ কিশোরে হরৌ তদ্বাল্যাদি-কমনুপসংহার্য্যমস্তু তেন তস্মিন্নৈকরস্যবিরোধাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ অথেত্যাদি। তাস্বিতি শ্রীগোপালাদিতাপনীষু। কৃষ্ণায়েতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। দেবকী শ্রীনন্দপত্নী বসুদেবপত্নী চ। "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া" ইত্যাদিপুরাণাৎ প্রসিদ্ধেশ্চ তস্যাস্তস্যাশ্চ নন্দনঃ সুতঃ। ননু হরের্যশোদাসুতত্বং ন স্ফুটার্থবিরোধাৎ। মৈবম্। তৎসুতত্বস্যাপি মুনিনা বোধিতত্বাৎ। "নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়-মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরা-সীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কল" ইত্যত্র "যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ" ইত্যত্র চ। তল্লিঙ্গং ক্বচিৎ পাঠঃ। অস্যার্থঃ। বসুদেবপত্নী ইব নন্দপত্নী চ পরং পরমেশ্বর-মেব স্বগর্ভাজ্জাতমবুধ্যত। তদ্বসুদেবাগমনাদিকং ন বেদ। পাঠান্তরে তস্য বসুদেবাগমাদের্লিঙ্গং চিহ্নং নাবুধ্যতেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ পরীত্যাদি। ইত্থঞ্চ "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ" "নন্দস্যাত্মজে" "গোপিকাসুত" ইত্যাদীনি সুপপন্নানি।

"উপগুহ্যাত্মজাম্" ইত্যাদিবদারোপিতসুতত্বশঙ্কাপি নিরস্তা; দেবকীসুতস্ত যশোদাসুতেন সহৈক্যাত্তদৈক্যবতস্তস্য মথুরাদৌ গমনাৎ। স্ফুটার্থে চ ন সন্দেহঃ। তদুভয়সুতত্বং হরেঃ প্রাগপি সিদ্ধম্। তত্বেনাগমাদিষূপাসনবিধানাৎ। ধরাদীনাং সুতপস্তুষ্টব্রহ্মাদিবরহেতুকেন যশোদাদিসাযুজ্যমাত্রেণ তদ্ভাবলাভ ইতি সর্ব্বং স্থিরম্। ওমিতি শ্রীরামতাপন্যাম্। চিন্ময়ে বিজ্ঞানৈকরসেঽস্মিন্ দাশরথে শ্রীরামে জাতে প্রকটে সতি রঘোঃ কুলেঽখিলং সর্ব্বা সম্পৎ রাতি স্বয়ং দত্তা ভবত্যভূদিত্যর্থঃ। মহাবিষ্ণৌ নিখিলব্যাপকে। হরৌ ভক্তাবিদ্যাপহারকে। বাল্যাদয় ইত্যাদিপদাৎ পৌগণ্ডকৈশোরে গ্রাহ্যে তত্র তত্র তয়োরপ্যুক্তেঃ। শ্রূয়ন্ত ইতি দেবকী নন্দন দাশরথ-শব্দাভ্যামধিগম্যন্ত ইত্যর্থঃ। স্মর্য্যন্তে শ্রীভাগবতাদিষু শ্রীরামায়ণাদিষু চ। স্ফুটার্থমন্যৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব-অধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, আকাশোদ্গীথনিষ্ঠ পরোবরীয়স্ত্ব গুণ হিরণ্ময়োদ্গীথে তাঁহার একান্তী ভক্তগণ উপাসনা করিবেন না। সেইরূপ কিশোরবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার বাল্যাদিলীলা উপাস্য না হউক; কেননা, তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার চির একরসত্বের বিরোধ হয়। ইহাই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা বলিতেছেন—অথেত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। তাস্বেব ইতি—তাসু—গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদেই আছে—তন্মধ্যে কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ইত্যাদি শ্রুতি গোপালতাপনীতে বর্ত্তমান। দেবকীনন্দনায়—ইহার অর্থ যশোদার পুত্র, কারণ দেবকী-শব্দের অর্থ—শ্রীনন্দপত্নী ও বসুদেবপত্নী, আদি পুরাণে বর্ণিত আছে—নন্দভার্য্যার দুইটি নাম—একটি যশোদা অপরটি দেবকী; এইজন্য নাম-সাদৃশ্যে তাঁহাদের উভয়ের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, আর প্রসিদ্ধও আছে—ভগবান্ দেবকীরও পুত্র ও যশোদারও পুত্র। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণের তো যশোদা-পুত্রত্ব নহে, যেহেতু তাহাতে লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের সহিত বিরোধ হয়। ইহা বলিও না, গর্গ মুনি নন্দকে বুঝাইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যশোদারও পুত্র—এই কথা। যথা—'নিশীথে তম উদ্ভূতে···পুষ্কলঃ' অর্দ্ধরাত্রে নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্নকালে দেবরূপিণী দেবকীতে সকলের অন্তর্য্যামী শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, যেমন পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ হয়, এখানে দেবকীসম্ভূতত্ব বলা হইয়াছে, আবার যশোদা নন্দপত্নী চ ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ' নন্দপত্নী যশোদাও

জানিলেন, পরমপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন কিন্তু বসুদেবের আগমনাদি বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই কারণ তিনি পরিশ্রান্তা এবং নিদ্রায় (যোগমায়া বশে) লুপ্ত-স্মৃতি। এই বাক্যেও পরমেশ্বরের যশোদাগর্ভ-সম্ভূতত্ব বলা হইতেছে। পাঠান্তরে 'ন তল্লিঙ্গং'। বসুদেবের আগমনাদি চিহ্ন জানিতে পারেন নাই, তাহার কারণ নিদ্রাদ্বারা (যোগমায়া কর্ত্তৃক) অপহৃতস্মৃতি হওয়াতে—ন তল্লিঙ্গং। ইহার এইরূপ ব্যাখ্যানে 'অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ, নন্দস্বাত্মজ উৎপন্নে গোপিকাসুতঃ' নন্দ দেখিলেন যশোদা-গর্ভজাত পুত্র সন্তান। ইত্যাদি বিরুদ্ধ উক্তিগুলিও সুমীমাংসিত হইবে। 'উপগুহ্যাত্মজাম্' ইত্যাদি বাক্যে 'আত্মজাম্' কন্যাকে লইয়া এই অর্থের মত আরোপিত-সুতত্ব এই শঙ্কাও 'নন্দস্বাত্মজে গোপিকাসুতে' এই বাক্যে পরিহৃত হইল। ইহার কারণ, এই দেবকীসুত ও যশোদা-পুত্র একই, সেই ঐক্যবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদিতে গমন হইয়াছিল। ঐরূপ বিশদার্থ ধরিলে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। যেহেতু শ্রীহরি যে যশোদা ও দেবকী উভয়ের পুত্র ইহা পূর্ব্বেও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তত্ত্বানুসারে দেখা যায়—আগমাদিতে অভিন্নরূপে উপাসনার বিধান আছে। যদি বল, যশোদা পুত্রের ধরানাম্নী বসুপত্নীর পুত্রত্ব কিরূপে সঙ্গত হইল? তাহার সমাধান এই, ধরাদির অতি কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মাদির বর হইতে যশোদা প্রভৃতিতে সাযুজ্য-প্রাপ্তিবশতঃ তদ্ভাবলাভ। অতএব আর কোন আপত্তি নাই, সমস্তই সঙ্গত। 'ওম্ চিন্ময়েঽস্মিন্' ইত্যাদি মন্ত্র শ্রীরামতাপনী উপনিষদের অন্তর্গত। চিন্ময়েঽস্মিন্ ইত্যাদির অর্থ—চিন্ময়ে—বিজ্ঞানৈকরস এই দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র জাত—অর্থাৎ প্রকট (আবির্ভূত) হইলে রঘুবংশে সকল প্রকার সম্পৎ স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক দত্ত; ভবতি—অর্থাৎ হইয়াছিল। মহাবিষ্ণৌ—অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক রামচন্দ্র। হরৌ—ভক্তের অবিদ্যানিবারক। এবমাদিষু বাল্যাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা ইতি—বাল্যাদয়ঃ—বাল্য-প্রভৃতি আদি পদে পৌগণ্ড (দশম বর্ষ পর্য্যন্ত) কৈশোর (পঞ্চদশাবধি) বয়স বোদ্ধব্য। সেই সেই বয়সে সেই রাম-কৃষ্ণের ব্রহ্মধর্ম্মের উক্তি আছে, এজন্য। 'ব্রহ্মধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে' ইতি শ্রূয়ন্তে অর্থাৎ দেবকীনন্দন ও দাশরথি-শব্দ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। স্মর্য্যন্তে চ তথেতি স্মর্য্যন্তে শ্রীভাগবতাদিতে ও শ্রীরামায়ণাদিতে। ভাষ্যের অন্য অংশের অর্থ সুস্পষ্ট।

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসাধিকরণম্

সূত্রম্—ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ—শ্রীভগবানের বাল্যাদিতেও ব্যাপ্তিহেতু ন্যূনাধিক্যভাব হয় না, অতএব সমস্তই সুসঙ্গত ॥ ১০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বাল্যাদিধর্ম্মিণস্তস্য ভগবতো ব্যাপ্তের্বিভুত্বাদ্বাল্যাদিনা তদ্ভাবাভাবাৎ সমঞ্জসং তত্র তদিত্যর্থঃ। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদনেন সর্ব্বগতত্বমিত্যাদিনা। ন চৈবং জন্মাখ্যো বিকারঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়ত" ইতি পুরুষসূক্তাৎ। জনিশূন্যস্যৈবাভিব্যক্তিমাত্রং জন্মেতি তদর্থঃ। চকারাৎ "রসো বৈ সঃ" ইতি রসাত্মকত্বশ্রবণাৎ। স্বোপাসকানাং যাদৃশেন রূপেণ লীলারসানুভবস্তাদৃশং রূপমচিন্ত্যয়া শক্ত্যা প্রকটয়তীতি সমুচ্চিতম্। তদুপাসকাশ্চ নিত্যমুক্তাদয়োঽনন্তাঃ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধা বোধ্যাঃ। এক এব নানাবয়াংসি তত্তদুপাসকেষু যুগপদ্ব্যনক্তি। সুরমনুষ্যাসুরেষু দ-শব্দ ইব নানার্থানিত্যন্যে। তথাচ বাল্যাদিমতোঽপি বিভুত্বৈনেকরস্যাচ্চিন্ত্যাস্তত্র বাল্যাদয় ইতি ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীভগবান্ বাল্যাদি সমস্ত অবস্থাসম্পন্ন, তাঁহার বিভুত্ববশতঃ বাল্যাদি বয়স দ্বারা স্বীয় বিগ্রহের ন্যূনাধিক ভাব সম্ভব হয় না, এই তাৎপর্য্য। তত্র তদিত্যর্থঃ ইতি—সেই পরব্রহ্মে, তদ্-বাল্যাদি অবস্থা—এই অর্থ। ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল 'সর্ব্বগতত্বম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। আপত্তি এই—যদি ভগবানের বাল্যাদি ধর্ম্ম স্বীকার করা হয়, তবে তাঁহার জন্ম নামক বিকার স্বীকৃত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহা নহে; 'অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' তিনি স্বরূপতঃ অজ হইয়াও বহুরূপে অবতীর্ণ হন, পুরুষসূক্তের এই উক্তিতে তিনি জন্মবিকার-রহিত, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে বিজায়তে—জন্ম-শব্দের অর্থ উৎপত্তিশূন্য হইয়াও অভিব্যক্তিমাত্র। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের দ্বারা 'রসো বৈ সঃ' এই শ্রুতিবোধিত আনন্দরূপত্ব যেহেতু প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে এই অর্থ সমুচ্চিত হইতেছে—যাদৃশ

রূপ গ্রহণ করিলে নিজ উপাসকগণের লীলারস অনুভূত হয়, তাদৃশ রূপ তিনি অচিন্তনীয় স্বীয়শক্তি-প্রভাবে প্রকটিত করেন। সেই সেই রূপের উপাসকগণও নিত্যমুক্ত প্রভৃতি, ইঁহারা অনন্ত। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সিদ্ধ। শ্রুত্যন্তর্গত 'সূরয়ঃ' পদ দ্বারা ইঁহারা নিত্যমুক্ত জানিবে কারণ যেহেতু তাঁহারা 'সদা পশ্যন্তি' সর্ব্বদাই ভগবদ্-দর্শন করিতেছেন। তত্ত্বটি কি? তাঁহারা অনাদিকাল হইতে সমস্ত অবিদ্যাদি-পঞ্চক্লেশ নিঃশেষভাবে দূর করিয়াছেন। যেহেতু এই উপাসকগণ নিত্যমুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, এইজন্য তাঁহাদিগকে আর ক্লেশাদি আক্রমণ করিতে পারে না। ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধা ইতি, এই আদি পদে 'তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্' এই সকল মুক্তপুরুষ বোদ্ধব্য। কথাটি কি? ইঁহারা সাধনা না করিয়াই নিখিল ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। বিপ্রাসঃ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ, কেবল তাহা নহে, ক্ষত্রিয়াদিও। বিপণ্যবঃ—অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার ছাড়িয়া, জাগৃবাংসঃ—শ্রীহরির সাক্ষাৎ অনুভূতি পাইয়া বিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকেন। নানাবয়াংসি তত্তদুপাসকেষু ইতি—নানাবয়াংসি—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়স। একই তিনি সেই সেই উপাসকের নিকট এককালে অভিব্যক্ত করেন। অপরে ব্যাখ্যা করেন—সুর, মনুষ্য, অসুরের নিকট যেমন প্রজাপতি 'দ' কারাদি তিনটি শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ এক'দ' শব্দে বুঝাইয়াছিলেন অর্থাৎ দেবতা-দিগকে বলিলেন তোমরা দম গ্রহণ কর, মনুষ্যদিগকে দানের উপদেশ দিলেন, অসুরদিগকে দয়ার শিক্ষা দিলেন, এই এক 'দ' শব্দ এককালে যেমন নানা অর্থ প্রকাশ করিতেছে, সেইরূপ। অতএব সিদ্ধান্ত এই—শ্রীভগবান্ বাল্যাদি অবস্থা বিশিষ্ট হইলেও বিভুত্বনিবন্ধন সর্ব্বদা একরূপ, এইজন্য ঐ বাল্যাদি তাঁহাতে চিন্তনীয়॥ ১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্যাপ্তেশ্চেতি। বাল্যাদীতি। তদ্ভাবাভাবাদ্বিগ্রহে ন্যূনা-ধিকভাবাযোগাদিত্যর্থঃ। তত্র বিগ্রহে ব্রহ্মণি। তদ্ বাল্যাদি। তদুপা-সকাশ্চেতি। তথাচ তদ্‌ভোক্তৄণাং নিত্যং সত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণো বিভূতীনাং নারণ্যচন্দ্রিকাত্বপ্রসঙ্গঃ। তদ্বিষ্ণোরিতি গোপালতাপন্যাদৌ দৃষ্টম্। সূরয় এতে নিত্যমুক্তা বোধ্যাঃ সদা পশ্যন্তীত্যুক্তেঃ। তত্ত্বজ্ঞানাদিনির্ধূতনিখিল-ক্লেশত্বং বোধ্যম্। নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদেব ক্লেশাদেরনবকাশঃ। আদিশব্দাত্তদ্বি-

প্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে ইতি শ্রুতিসিদ্ধা মুক্তা গ্রাহ্যাঃ। তত্ত্বঞ্চোপায়নিবৃত্তনিখিলক্লেশত্বং বোধ্যম্। বিপ্রাসো ব্রাহ্মণাঃ। ক্ষত্রিয়াদী-নামুপলক্ষণমেতৎ। বিপণ্যবস্ত্যক্তব্যবহারাঃ। জাগৃবাংসোঽনুভূতহরয় ইত্যর্থঃ। নানাবয়াংসি বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাণি। দ-শব্দ ইবেতি বৃহদারণ্যকে। স্বাভ্যুদয়ং পৃচ্ছতো দেবমনুষ্যাসুরান্ প্রজাপতির্দশাব্দমুপাদিশৎ। স যথা তেষু দম-দান-দয়ারূপানর্থান্ যুগপৎ প্রত্যাপয়ত্তথেত্যর্থঃ। অর্থভেদে শব্দভেদ ইতি ন্যায়াশ্রয়াত্ত নৈতৎ দৃষ্টান্তং সহস্ত ইত্যেকে ইত্যুক্তং বৈদূর্য্য ইব রূপভেদানিতি তু সম্যক্। ননু কিশোরে তস্মিংস্তচ্চিন্তকৈর্বাল্যাদি কথং ভাব্যং বিরোধা-দিতি চেৎ। মৈবম্। ন হি তে তত্র সাক্ষাৎ তৎ পশ্যন্তি কিন্ত্ববিচিন্ত্য-শক্তিকে তস্মিংস্তদ্ভাবগ্রাহ্যং তদস্ত্যেবেতি সত্ত্বেন ধীমাত্রমেব তেষাং ন ত্বন্যদিতি ন কিঞ্চিদসমঞ্জসমিতি ব্যাখ্যাতারঃ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—ব্যাপ্তেশ্চেতি সূত্রে—বাল্যাদিধর্ম্মিণঃ ইত্যাদি ভাষ্যে, বাল্যাদিনা তদ্ভাবাভাবাৎ ইতি তদ্‌ভাবাভাবাৎ—বিগ্রহেতে ন্যূনাধিকভাবের অভাব বশতঃ এই অর্থ। তত্র তদ্—সেই ব্রহ্মে বাল্যাদি অবস্থা। তদুপাসকাশ্চ নিত্যমুক্তাদয়োঽনন্তা ইতি—সিদ্ধান্ত এই, সেই রসানুভবকারীদের নিত্য-সত্তাহেতু ব্রহ্মের বিভূতিগুলি অরণ্যমধ্যে অন্তরান্তরা (ফাঁকে ফাঁকে) প্রকাশমান জ্যোৎস্নার মত নহে। 'তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি' শ্রুতিটি গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে ধৃত দৃষ্ট হয়। 'সূরয়ঃ' এই পদে ইহারা নিত্যমুক্ত, ইহা জ্ঞাতব্য। যেহেতু 'সদা পশ্যন্তি' বলা হইয়াছে। নিত্যমুক্ত শব্দের অর্থ —অনাদিকাল হইতে নিখিল ক্লেশ মুক্ত বুঝিতে হইবে। যুক্তি এই—নিত্য সর্ব্বজ্ঞত্বহেতু ক্লেশাদির প্রসঙ্গই তাঁহাদের নাই। ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধা ইতি, এই আদি-পদগ্রাহ্য শ্রুতি যথা—'তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃ-বাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্' এই শ্রুতিসিদ্ধ মুক্ত পুরুষগণ। ইহার তত্ত্ব এই—উপায় রহিত তাঁহাদের সমস্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ দূরীভূত জানিবে। 'বিপ্রাসঃ'—ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়াদিও বটে। বিপণ্যবঃ—লৌকিক ব্যবহার ছাড়িয়া, জাগৃবাংসঃ—অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকারী। নানা-বয়াংসি যুগপদ্ ইতি—এককালেই বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়স অভিব্যক্ত করেন। 'দ-শব্দ ইব' ইহা বৃহদারণ্যকে আছে। আখ্যায়িকাটি এই প্রকার

—একসময় দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণ প্রজাপতিকে নিজ নিজ মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে 'দ' এই শব্দটির উপদেশ করিলেন অর্থাৎ এই 'দ' শব্দের অর্থ দম—মনের দমন-অর্থ সুরদিগকে বুঝাইলেন, মনুষ্য-দিগকে দান-অর্থ ও অসুরগণকে দয়া-অর্থ বুঝাইলেন, সেইরূপ এককালে শ্রীভগবান্ নিজ উপাসকগণের নিকট সমস্ত বয়স অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। যেহেতু ভিন্ন অর্থ থাকিলেই শব্দভেদ থাকিবে—এই ন্যায়াবলম্বিগণ কিন্তু দ-শব্দের দৃষ্টান্ত মানেন না; এইজন্য অন্যে বা একে ইহা বলা হইয়াছে। অতএব বৈদূর্য্যমণির ন্যায় রূপভেদ-দৃষ্টান্ত যে বলা হইয়াছে, ইহাই সমীচীন। প্রশ্ন এই—কিশোর বয়স্ক শ্রীহরির ধ্যান-কারীরা সেই ভগবানে বাল্যাদি বিরুদ্ধভাব কিরূপে চিন্তা করিবেন? এই যদি বল, তবে এইরূপ বলিও না; ইহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার। সেই বয়সের ধ্যান-কারিগণ শ্রীভগবানে তৎকালে সেই বাল্যাদি অবস্থা সাক্ষাৎ দর্শন করেন না কিন্তু অচিন্তনীয় শক্তিশালী শ্রীভগবানে সেই ভাব দ্বারা গ্রহণীয় বাল্যাদি অবস্থা আছেই, এই সত্তারূপে চিন্তামাত্রই তাঁহাদের হয়, অন্য কিছু নহে, অতএব কিছুই অসঙ্গতি নাই ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শ্রীভগবানের বাল্যাদি-লীলার গুণসমূহের উপ-সংহারার্থ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যশোদার স্তন্যপায়ী তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণমন্ত্রের প্রসিদ্ধ অধিদেব। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি ও বাল্যাদি স্বীকৃত; এবং রামমন্ত্রেও শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ জন্ম ও বাল্যাদি-লীলার বিষয় শ্রুতি ও স্মৃতিতে অবগত হওয়া যায়, ইহাতে একটি সংশয় এই যে, শ্রীভগবানের ঐ-সকল বাল্যাদি ধর্ম্ম চিন্তা করিলে শ্রীভগবৎ স্বরূপের ন্যূনাধিক্য ভাব আসিয়া পড়ে এবং শ্রুতিতে যে শ্রীভগবান্‌কে একরস বলিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধ ঘটে। অতএব উহা চিন্তনীয় না হওয়াই উচিত। পূর্ব্ব-পক্ষীর এই মতের নিরাসার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে,—শ্রীভগবান্ বিভু, সুতরাং তিনি বাল্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও ব্যাপ্তিবশতঃ ন্যূনাধিক্য-ভাব প্রাপ্ত হন না। অতএব সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের জন্মাদি-স্বীকারে যে কোন বিকারের আপত্তি ঘটে না, বাল্যাদিলীলা-প্রকাশে একরস শ্রুতির বিরোধ হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দনত্ব-বিচার, শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণ এবং তদীয় লীলার নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিচার শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যুজ্যতে চোপসংহারোঽনুপসংহারশ্চ যোগ্যতাবিশেষাৎ। গুণৈঃ সর্ব্বৈরুপাস্যোঽসৌ ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ। অন্যৈর্যথাক্রমশ্চৈব মানুষৈঃ কৈশ্চিদেব তু ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"

(ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা এস্থলে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের নিত্যপুত্র—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" (ভাঃ ১০।১৪।১)

শ্রীভগবান্ ভক্তেচ্ছানুরূপ রূপধারী—

"নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥"

(ভাঃ ১০।৫৯।২৫)

শ্রীভগবানের দেহের স্বরূপ—

"দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ-
ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।

অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ ॥" (ভাঃ ১০।৪৮।২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥
বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা—বিলাসবান্ ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ বিভাবলহরী ২৭ শ্লোক)

"পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কিশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে, কিশোরে নিত্যস্থিতি ॥
'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে নারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥
রাত্রিদিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয়শত 'পল' তার মান ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥

এক—দুই—তিন—চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়।
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দমন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৭৬-৩৮৯)॥১০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ননু বাল্যাদিকর্ম্মণামপি ভগবদ্ধর্ম্মত্বান্নিত্যত্বং তেষু তত্তৎপরিকরযোগেন চ ভাব্যমিতি বাচ্যম্। তত্রৈকস্য তৎপরিকরস্য পূর্ব্বোত্তরভাবেণানেককর্ম্মসম্বন্ধোঽভিমতঃ। পূর্ব্বস্য কর্ম্মণো নিত্যত্বে তৎসম্বন্ধিনঃ পরিকরস্যাপি তত্র নিত্যসম্বন্ধো বাচ্যঃ। তমন্তরা তৎস্বরূপাসিদ্ধেঃ। এবং সত্যুত্তরকর্ম্মসম্বন্ধস্তস্য দুরুপপাদঃ। উত্তরস্মিন্ সম্বন্ধে স্বীকৃতে তু পূর্ব্বস্য নিত্যত্বং ব্যাহন্যেত। নিত্যত্বে চোত্তরকর্ম্মসম্বন্ধিনস্তস্যান্যত্বং ভবেৎ। তদিদমনুভবেন শাস্ত্রেণ চ বিরুধ্যতে। তথা কর্ম্ম খলু পূর্ব্বাপরীভূতাংশঃ প্রত্যংশমপ্যারম্ভসমাপ্তিভ্যাং সিধ্যদ্বীক্ষ্যতে। তেন বিনা ন তৎস্বরূপং সিধ্যেৎ। ন চ তেন ক্রমেণ রসানুভবঃ। ততঃ কথং তন্নিত্যত্বম্। চিত্রলিখিতবৎ সদৈকরস্যে হি নিত্যতা প্রতীতা। কিঞ্চ প্রকাশভেদৈরারম্ভে প্রত্যেকং বহুত্বাৎ স্যাদবিচ্ছেদঃ। পৃথগারম্ভাদন্যত্বং তু দুর্নিবারম্। ততশ্চ তদেবেদমিতি প্রতীত্যনুদয়াৎ কথং তন্নিত্যত্বং প্রত্যেতব্যম্। তস্মাৎ কর্ম্মনিত্যত্বমসমাধেয়মিত্যেবং প্রাপ্তে তন্ত্রেণোত্তরমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা এই—বাল্যাদিকালীন কর্ম্মগুলিও যখন ভগবানের ধর্ম্ম, তখন সেগুলিও নিত্য বলিতে হইবে এবং তাহার নির্ব্বাহক পরিজনাদিও তাহাতে থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত বলিতে হয়। তাহা হইলে সেই কর্ম্মসমুদয়ের মধ্যে এক তাহার পরিকর পূর্ব্বেও আছে পরেও আছে বলিতে হয়, যেহেতু নিত্য; ইহাতে তাহাদের অনেক কর্ম্মের সহিত যোগ স্বীকৃত হইল, সে-বিষয়ে যুক্তি এই—পূর্ব্বকর্ম্ম নিত্য হইলে

তন্নির্ব্বাহক পরিজনও নিত্য তাহাতে সম্পৃক্ত, ইহাও অবশ্য বলিতে হয়, তাহা না হইলে কর্ম্মই নিষ্পন্ন হইবে না, এই যদি হয়, তবে উত্তর-কর্ম্মে সেই পরিকরের পরবর্ত্তী কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ অযৌক্তিক হইয়া পড়িল, কেননা, উত্তরকর্ম্ম-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই পূর্ব্বকর্ম্ম আর নিত্য হইল না, আর যদি পূর্ব্বকর্ম্ম নিত্য হয়, তবে উত্তরকর্ম্ম-সম্বন্ধী পরিকর অন্য হইয়া যাইবে—এই প্রকারে পরিকর যোগ দ্বারা কর্ম্মের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ইহা যুক্তি দ্বারাও উপপন্ন করিতেছেন—কর্ম্মমাত্রেরই দুইটি অংশ আছে, একটি পূর্ব্ব অপরটি উত্তর এবং প্রত্যেক অংশই আরম্ভ ও সমাপ্তি দ্বারা সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায়, কারণ আরম্ভ-সমাপ্তি-ব্যতিরেকে কর্ম্মস্বরূপই সিদ্ধ হয় না। অথচ সেই আরম্ভ-সমাপ্তিক্রম ধরিলে সদা এক রসত্বানুভূতিও অসিদ্ধ, অতএব ভগবৎ-কর্ম্মের নিত্যত্ব কিরূপে হইবে? কারণ চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর মত যদি সর্ব্বদা একরসস্বভাব হয়, তবেই তাহা নিত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আর এক কথা, প্রকাশভেদ ধরিয়া যদি আরম্ভ ভেদ ধরা যায়, তবে প্রত্যেক আরম্ভই বহু হওয়ায় অবিচ্ছেদ অর্থাৎ একরসত্ব বজায় থাকে, অতএব পৃথক্ পৃথক্ আরম্ভ হইতে পার্থক্য মানিতেই হইবে, তাহার বারণ কিছুতেই করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে ইহা সেই একই বস্তু—এই প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাঘাত হওয়ায় কেমন করিয়া ভগবৎ-কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রত্যয়যোগ্য হইবে? অতএব ভগবৎ-কর্ম্মের নিত্যত্ব সমাধানের অযোগ্য—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কার উত্তর এক কথায় দিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ননু বাল্যাদিকর্ম্মণাং নিত্যত্বে ক্বচিদুক্তানামন্যত্রোপসংহারঃ স্যাৎ। ন চ তেষাং তদস্তি কর্ম্মত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ। কর্ম্ম ক্রিয়া লীলা চেতি পর্য্যায়শব্দাঃ। আরম্ভ-সমাপ্তিতত্তজ্জনসম্বন্ধবন্তি খলু কর্ম্মাণি প্রতীয়ন্তে। তৎসম্বন্ধং বিনা তেষাং স্বরূপাণি ন স্যুঃ তেন ঘটিতত্বাৎ। আরম্ভসমাপ্তিমতাং হ্যনিত্যত্বমসন্দেহম্। যত্তু প্রত্যেকং কর্ম্মণাং বহুত্বং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ কর্ম্মণোস্তিরোভাবাবির্ভাবৌ চ স্বীকৃত্য ধারাবাহিকতয়া তেষাং নিত্যতাং মন্যন্তে তন্মন্দং প্রত্যেকং তদ্বতাং তেষাং

তেষাং মিথোঽন্যত্বাৎ। তস্মাৎ তয়োস্তৌ বিনাশোৎপাদাবেব ভবেতাম্। যত্তু তদেবেদং কর্ম্মেত্যভেদপ্রতীতেস্তদ্রূপতয়া মিত্যতাং বদন্তি তচ্চ নিরবধানং তদেবেদং মহৌষধং যৎ ত্বয়া পুরোপভুক্তমিতিবৎ তস্যাঃ সাদৃশ্য-বিষয়ত্বাৎ তচ্চোক্তযুক্ত্যা ভেদবিনিশ্চয়াৎ। নম্বারম্ভসমাপ্তী মাস্তাং চিত্রনর্ত্তক-ন্যায়েন তৎকর্ম্মৈবৈকরসমস্তু, তেন নিত্যতেতি চেন্ন। তাভ্যাং বিনা তৎস্বরূপাসিদ্ধেস্তৎক্রমানুভূত্যা রসোদয়াসিদ্ধেশ্চ। কিঞ্চ পূর্ব্বোত্তরয়োস্তয়োস্ত-ত্তজ্জনসম্বন্ধঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধস্তস্যৈকত্রাভ্যুপগমেঽন্যস্য স্বরূপং ন সিধ্যেৎ নিত্যত্বং তু দূরাপাস্তমিত্যেবমাক্ষেপে বিভাতে পরসূত্রব্যাখ্যামবতারয়তি নন্বিত্যাদিনা। নিত্যত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মবৎ। তেষু কর্ম্মসু। তত্র পূর্ব্বকর্ম্মণি। তমস্তরেতি। পরিকরযোগেনৈব কর্ম্মস্বরূপসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। তস্যেতি পূর্ব্বকর্ম্মসম্বন্ধিপরিকরস্য। পূর্ব্বস্যেতি কর্ম্মণঃ। তস্যেতি পরিকরস্য। ইত্থং পরিকরযোগেন কর্ম্মণো নিত্যত্বং ন সিধ্যতীত্যাপাদ্য স্বরূপেণাপি তস্য তন্ন সম্ভবেদিতি প্রতিপাদয়তি তথেত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—যদি ভগবল্লীলা নিত্য হয়, তবে অন্য অবস্থায় উক্ত লীলার উপসংহার (গ্রহণ) হইতে পারে, কিন্তু লীলাই নিত্য নহে; যেহেতু কর্ম্মমাত্রেরই কর্ম্মত্বনিবন্ধন বিনাশ সুনিশ্চিত থাকিবে। যদি বল, কর্ম্ম নশ্বর হইতে পারে, লীলা তাহা হইবে কেন? এ-কথাও ঠিক নহে; যেহেতু কর্ম্ম, ক্রিয়া ও লীলা একই পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। কর্ম্মমাত্রেই দেখা যায়, তাহার আরম্ভ আছে, সমাপ্তি আছে, তাহার নির্ব্বাহক পরিজনও আছে। পরিজন-সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে কর্ম্মের স্বরূপই নিষ্পন্ন হইবে না, যেহেতু ঐ সকল দ্বারা কর্ম্ম ঘটিত হয়। আর ইহাও নিঃসন্দেহ যে, আরম্ভ ও সমাপ্তি থাকিলে বস্তুমাত্রই অনিত্য হয়। তবে যে কেহ কেহ—প্রত্যেক কর্ম্মই বহু এবং পূর্ব্বাপর কর্ম্ম দুইটির উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব এবং বিনাশ অর্থে তিরোভাব ধরিয়া ধারাবাহিকতারূপে কর্ম্মমাত্র নিত্য—এই কথা বলেন তাহা—মন্দ, যুক্তিহীন—যেহেতু প্রত্যেক কর্ম্মে পরিজন বিশেষ আছে এবং সেই সেই পরিজন পরস্পর বিভিন্ন। অতএব সেই দুই কর্ম্মের সেই উৎপত্তি-বিনাশ থাকিবেই। তবে যে কেহ কেহ বলেন—'ইহা সেই কর্ম্ম' এইরূপ অভিন্নরূপে প্রতীত হওয়ায় তদ্রূপতঃ কর্ম্ম

নিত্য, সেই উক্তি, তাঁহাদের প্রমাদহীন নহে অর্থাৎ প্রমত্ত ব্যক্তির উক্তি। কেননা, ঐ অভেদোক্তি 'এই সেই মহৌষধ' যাহা তুমি পূর্ব্বে সেবন করিয়াছ, এই উক্তি যেমন সাদৃশ্য ধরিয়া প্রবৃত্ত হয়, ইহাও সেইরূপ ঔষধ দুইটির মত পূর্ব্বাপর দুইটি কর্ম্মের অভেদজ্ঞান সাদৃশ্য ধরিয়া, আর সাদৃশ্য যে ভেদঘটিত ইহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া যায়। যদি বল, চিত্রাঙ্কিত নর্ত্তকের যেমন নৃত্যকর্ম্মের আরম্ভ ও সমাপ্তি কিছুই নাই সেইরূপ ভগবল্লীলার আরম্ভ ও সমাপ্তি নাই, না থাকুক, অতএব ভগবানের কর্ম্ম সর্ব্বদা একরস (একস্বরূপ) হইবে, সেজন্য উহা (লীলা) নিত্য, তাহা নহে; যেহেতু আরম্ভ-সমাপ্তি ব্যতীত কর্ম্ম সিদ্ধই হয় না। আর যেহেতু কর্ম্মে ক্রম অনুভূত হইতেছে, তখন তদ্ব্যতীত রসোদয়ও হইতে পারে না। আর এক কথা—পূর্ব্বকালীন লীলার ও উত্তরকালীন লীলার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন পরিবারবর্গ-সম্পর্ক সর্ব্বানুভব-সিদ্ধ, সেই পরিজনের এক লীলায় সম্বন্ধ মানিলে অন্য লীলার সিদ্ধিই হইবে না, লীলাদ্বয়ের নিত্যতা তো দূরের কথা। এই প্রকার আক্ষেপ দৃঢ় হইলে তাহার সমাধানার্থ পর সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার অবতারণা করিতেছেন—নন্বিত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'ভগবদ্ধর্ম্মত্বান্নিত্যত্বমিতি', নিত্যত্ব অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবৈশিষ্ট্য। তেষু তত্তৎপরিকরযোগেনেতি—তেষু—কর্ম্মসমূহে, তত্রৈকস্যেতি, তত্র—পূর্ব্বকর্ম্মে, তমন্তরা তৎস্বরূপাসিদ্ধেরিতি অর্থাৎ পরিকরযোগদ্বারাই কর্ম্ম-স্বরূপ সিদ্ধ হয় অন্যথা হয় না এজন্য। উত্তরকর্ম্মসম্বন্ধস্তস্য দুরুপপাদ ইতি তস্য অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মে সম্বন্ধী পরিজনের। পূর্ব্বস্য নিত্যত্বং ব্যাহন্যেতেতি—পূর্ব্বস্য—পূর্ব্বকর্ম্মের, তস্যান্যত্বং ভবেদিতি—তস্য—সেই পরিকরের প্রভেদ হইবে। এই প্রকারে পরিকর-সম্বন্ধ দ্বারা কর্ম্মের নিত্যতা সিদ্ধ হইতেছে না, ইহা আক্ষেপ করিয়া স্বরূপতঃও যে কর্ম্মের নিত্যতা সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'তথেত্যাদি' গ্রন্থ দ্বারা।

শ্রীহরি, তদীয় পরিকর ও লীলা অভেদ ও নিত্য

সর্ব্বাভেদাধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে॥ ১১॥

সূত্রার্থ—এই যে শ্রীহরি ও তাঁহার পরিজন ও কর্ম্মাংশ সমস্তেরই কোন প্রভেদ নাই, এজন্য উত্তরকালীন কর্ম্মেও তাঁহারাই থাকেন। ১১।

গোবিন্দভাষ্যম্—যে হরিতৎপরিকরাস্তৎকর্ম্মাংশা বা পূর্ব্বস্মিন্ কালে কর্ম্মণি বা সন্তি ত এবেমেঽন্যত্রোত্তরস্মিন্ কর্ম্মণি কালে বা স্যুরিতি মন্তব্যম্। কুতঃ? সর্ব্বাভেদাৎ। সর্ব্বেষাং পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিনাং হরিতৎপরিকরপ্রকাশানাং তৎকর্ম্মাংশানাং বা ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। একস্য হরের্ব্বহুত্বম্ "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি", "একানেকস্বরূপায়" ইতি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্। একস্য তৎপরিকরস্য চ তন্মন্তব্যম্। ভূমবিদ্যায়াং মুক্তস্য তদুক্তেঃ। মহিষ্যুদ্বাহাদৌ তথা স্মরণাচ্চ। তুল্যাত্মনাং কর্ম্মণাং কালভেদেনোদিতানামপ্যৈক্যম্। "দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো ন তু দ্বিধা পাকঃ কৃত" ইতি বিদ্বৎপ্রতীতেঃ, "দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দৌ" ইতি শব্দৈক্যবৎ। ইত্থঞ্চ শ্রীহরেস্তজ্জনানাং তদ্ধাম্নাঞ্চ প্রকাশবাহুল্যাত্তদ্বিশেষৈঃ কর্ম্মণামারম্ভাৎ সমাপ্তেশ্চ পৃথগারব্ধানাং তেষামৈক্যাচ্চ স্বরূপনিত্যতে সিদ্ধে। তৎক্রমানুভবহেতুকো বিচিত্ররসোদয়শ্চৈতেনৈব ব্যাখ্যাতঃ। ন চৈতদমূলম্। "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইতি বৃহদারণ্যকাৎ "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ" ইত্যথর্ব্ববাক্যাৎ "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ইত্যাদিভগবদ্বাক্যাচ্চ। ঈদৃক্প্রত্যয়ঃ খলু তৎকৃপয়ৈব। "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ" ইতি তদুক্তেঃ। তস্মান্নিত্যং তৎকর্ম্মেতি। কিঞ্চ স্বরূপেণ চিচ্ছক্ত্যা চ কৃতং কর্ম্ম নিত্যং, তেন প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ কৃতন্ত্বনিত্যম্। তচ্চ স্বর্গাদিকমেবান্যথা লয়োক্তিব্যাকোপঃ॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীহরি, তাঁহার পরিজন অথবা কর্ম্মাংশ যেগুলি পূর্ব্বকালে ও পূর্ব্বকর্ম্মে থাকেন, এই তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে ও পরবর্ত্তী কর্ম্মে থাকিবেন, ইহা মনে করিতে হইবে। কারণ? সর্ব্বাভেদাৎ—সমস্তই এক অর্থাৎ পূর্ব্বোত্তরকাল ও কর্ম্মে বর্ত্তমান শ্রীহরি, তাঁহার পরিজনের প্রকাশ এবং

কর্ম্মাংশগুলি, ইহাদের কোন প্রভেদ নাই। প্রমাণ এই—শ্রীহরি এক হইলেও তাঁহার বহুত্ব প্রকাশ 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পান, এই শ্রুত্যনুসারে সিদ্ধ; আবার 'একানেকস্বরূপায়' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারাও উহা সিদ্ধ। শ্রীহরি এক কিন্তু তাঁহার পরিকর বহু; তাহার প্রমাণ—ভূমবিদ্যার আরাধনার ফলে মুক্ত পুরুষের বহুত্ব বলা আছে, এইজন্য। স্মৃতি হইতেও দেখা যায়,—শ্রীকৃষ্ণের বহু মহিষী-বিবাহাদিতেও এক তত্ত্বের বহুধা প্রকাশ। একরূপ কর্ম্মও ভিন্নকালে বর্ণিত হইলেও তুল্যতানিবন্ধন এক। এ-বিষয়ে লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টান্তরূপে দেখাইতেছেন, যেমন—'দ্বিঃপাকোঽনেন কৃতঃ' এই ব্যক্তি দুইবার পাক করিয়াছে, এ-কথা বলিলে পাকের দ্বিকালীনত্ব বুঝায়, দুইপ্রকার পাক বুঝায় না, সেইপ্রকার কর্ম্ম দুইবার হইয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন কর্ম্ম নহে, ইহা জ্ঞাতব্য। ইহা লৌকিক ব্যবহারে উদাহরণ। শব্দের ঐক্যরূপ দৃষ্টান্তেও পাওয়া যায়, যথা—'দ্বির্গোশব্দোঽনেনোচ্চারিতঃ, ন তু দ্বৌ গোশব্দৌ' এই ব্যক্তি দুইবার গো শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছে কিন্তু দুইটি গো শব্দ উচ্চারিত হয় নাই, এইরূপ কর্ম্মের ঐক্য জানিবে। এই প্রকারে শ্রীহরির, তাঁহার পরিজনবর্গের এবং তাঁহার ধামসমূহের বহুল প্রকাশ থাকায় সেই প্রকাশ-ভেদ ধরিয়া কর্ম্মের আরম্ভ ও সমাপ্তির উপপত্তি হেতু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আরব্ধ হইলেও ঐ সকল প্রকাশের ভেদের অভাবে সর্ব্বদা একরূপত্ব অক্ষুন্নই থাকিতেছে। এজন্য কর্ম্মের ক্রমানুসারে অনুভূতি-জনিত যে বিবিধ আনন্দের উদয় বলা আছে, তাহাও এই কর্ম্মারম্ভ-সমাপ্তির স্বরূপ কথনের দ্বারাই সাধিত হইল। ইহা অমূলক নহে; কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি-প্রামাণ্যে তাহা অবগত হওয়া যায় যথা—'যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ' যাহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভগবানের গুণকর্ম্ম বস্তু তিনকালেই বর্ত্তমান। অথর্ব্বশিরা বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে 'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ' একই শ্রীহরি নিত্যলীলায় অনুরক্ত। শ্রীমদ্গীতাতেও ভগবদ্বাণী আছে—'জন্মেত্যাদি' ওহে অর্জ্জুন! আমার জন্ম, কর্ম্ম এ-সব বস্তু দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত, নিত্য—স্বরূপানুবন্ধী। এই প্রকার জ্ঞান তাঁহার কৃপাতেই জন্মে। যেহেতু তিনিই স্বমুখে বলিয়াছেন—'যাবানহম্···মদনুগ্রহাৎ' যাবান্ অহম্ —আমি যেরূপ, অর্থাৎ মধ্যমাকার হইলেও বিভু, যথা ভাবঃ—সর্ব্বাংশে পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট, যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ—যে যে রূপ—বিগ্রহ,

ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ, অবতারলীলাস্বরূপকর্ম্মবিশিষ্ট, আমার অনুগ্রহে তোমার সেইরূপেই উহাদের তত্ত্ববিজ্ঞান হউক। অতএব তাঁহার কর্ম্ম নিত্য, ইহা সিদ্ধ। আরও এক কথা, নিত্যানিত্য-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে—যাহা স্বরূপানুবন্ধী চিচ্ছক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাই নিত্য, এবং তাঁহার প্রকৃতি ও কালদ্বারা নিষ্পন্ন হইলে উহা অনিত্য। সেই অনিত্য স্বর্গাদিই বলিতে হইবে, তাহা না স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বর্গাদিকেও নিত্য বলিলে শাস্ত্রে প্রলয়োক্তির ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ হয় ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বাভেদাদিতি। পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিনামিতি। পূর্ব্বোত্তর-কর্ম্মসম্বন্ধিনাং পূর্ব্বোত্তরকালবর্ত্তিনাং কর্ম্মাংশানাঞ্চেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—পূর্ব্ব-পূর্ব্বকর্ম্মারম্ভে পরপরকর্ম্মণঃ পরপরকর্ম্মারম্ভে পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মণশ্চ প্রকাশান্তরেষু সত্ত্বাৎ কর্ম্মণাং সদৈকরস্যং সিদ্ধম্। সর্ব্বেষাং প্রকাশানামভেদাচ্চ কর্ম্মণাং নান্যারব্ধত্বম্। ইত্থঞ্চ পৃথগারম্ভাদন্যত্বং দুর্নিবারমিতি নিরস্তম্। তদিতি বহুত্বম্। একস্য কর্ম্মণো বহুরূপত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ তুল্যেতি। সমানাকা-রাণামিত্যর্থঃ। তত্রানুভবং প্রমাণয়তি দ্বিঃ পাক ইতি। তত্র দৃষ্টান্তো দ্বির্গোশব্দোঽয়মিতি। এতেনোৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতিবুদ্ধেরনিত্যত্যেতি বদন্ বেদানিত্যত্ববাদী তার্কিকো নিরস্তঃ। ইত্থঞ্চেতি। তদ্বিশেষৈঃ প্রকাশ-ভেদৈঃ স্বরূপনিত্যত্বে সিদ্ধে ইতি। আরম্ভসমাপ্তিমত্ত্বাৎ স্বরূপং সিদ্ধং পৃথগারব্ধানামপি তেষাং ভেদাভাবাৎ সদৈকরস্যরূপা নিত্যতা চ সিদ্ধেত্যর্থঃ। তৎক্রমেতি। তেষাং কর্ম্মণাং যঃ ক্রমেণানুভবঃ সাক্ষাৎকারঃ তজ্জনিতো যো বিচিত্রস্য বহুবিশেষবিশিষ্টস্য রসস্যোদয়ঃ স চৈতেন কর্ম্মারম্ভসমাপ্তিমত্ত্ব-প্রতিপাদনেন ব্যাখ্যাতঃ সাধিত ইত্যর্থঃ। ন চৈতদিতি। এতৎ কর্ম্ম-নিত্যত্বম্। যদ্গতমিতি ব্রহ্মগতং গুণকর্ম্মরূপং বস্ত্বিত্যর্থঃ। গতভবস্তবিষ্য-চ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকত্বং লব্ধম্। জন্মেতি। "এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন" ইতি বাক্যশেষঃ। মে জন্ম কর্ম্ম চ দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ। তস্যৈবংভূতত্বাভাবে তজ্জ্ঞানেন মোক্ষোক্ত্যনুপপত্তিঃ। ব্রহ্মজ্ঞানমেব মোচকম্। তমেব বিদিত্বে-ত্যাদিশ্রুতেঃ। তজ্জন্মকর্ম্মণোর্ব্রহ্মাভেদাৎ তজ্জ্ঞানেন তদুক্তির্নাসঙ্গতেতি বারাহোক্তিশ্চ—"এবং জন্মানি কর্ম্মাণি নামানি চ বসুন্ধরে। মম দিব্যানি

সঞ্চিন্ত্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ" ইতি। ঈদৃগিতি। প্রত্যয়ো জ্ঞানম্। যাবানিতি। যৎপরিমাণঃ মধ্যমত্বে বিভুত্ববান্। যথাভাবঃ সর্ব্বাংশে পারমার্থিকসত্তাবিশিষ্টঃ। যদ্রূপেতি। স্বরূপানুবন্ধিরূপাদিকঃ। তত্র রূপাণি বিগ্রহা গুণাঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ঃ কর্ম্মাণি জন্মলীলারূপাণীত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। তেন রূপেণ। অন্যথা সর্গাদিকর্ম্মণোঽপি নিত্যত্বস্বীকারে সতি। তস্মাৎ সর্গাদিভিন্নং কর্ম্ম নিত্যমিতি সিদ্ধম্। যে তু কেচিৎ মধ্যাহ্নরবিপ্রভাবচ্ছিৎ-প্রকাশময়ঃ সর্ব্বাত্মভূতঃ পরমাত্মা শ্রুতিতাৎপর্য্যগোচরস্তাদৃশে তস্মিন্ জন্মকর্ম্মরূপবিবিধমালিন্যবিভাবনং দুর্ধীরেব। নন্বু দাশরথ্যাদিরূপে তত্র শ্রুত্যাদি-ভির্বর্ণিতত্বাৎ তত্তদ্বিভূষাপি শ্রদ্ধেয়মিতি চেৎ নৈবমেতৎ প্রাপঞ্চিকমেব তৎ স্বানুসারেণাজ্ঞৈর্নিষ্প্রপঞ্চেঽপি তস্মিন্নর্পিতং শ্রুত্যাদীন্যনুবদন্ত্যপবদন্তি চাস্তে তস্মান্নভোনৈল্যবৎ কল্পিতত্বাদনৃতমেব তত্তন্মন্তব্যমতস্তদ্বাক্যার্থশ্রদ্ধাল্‌নামতত্ত্ব-বিত্ত্বমেব। যস্ত্ব কশ্চিৎ তত্ত্ববিৎ স এব নির্গুণচিদেকরসত্বাবেদিশ্রুতের্জন্মাদি-মালিন্যশূন্যমুক্তলক্ষণমেব তং বিন্দত্যতো বিরক্তেরেব তদ্বিষয়ো ন ত্বনুরক্তে-রিতি জল্পন্তি তে খলু ন কেনাপ্যনুগৃহীতা বোধ্যা। মালিন্যক্লেশাস্পদত্বান্নৃ-দেহেষু তৎ কর্ম্মসু চ বিরক্ত্যা ভবিতব্যং ন তু দেবাদিদেহেষু তৎকর্ম্মসু চ। সত্ত্বপ্রাধান্যেন সত্যসংকল্পতয়া চ তেষু তত্ত্ববিরহাৎ। কিঞ্চ দৈত্যহেতুকদুঃসহক্লেশযোগেন দেবদেহেম্বপি তত্ত্ববিদ্‌বিরজ্যতি ন তু ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়াস্পৃষ্টে সত্যসঙ্কল্পসত্যকামসার্ব্বজ্ঞ্যপারমৈশ্বর্য্যসৌশীল্যকারুণ্যাদিবিচি-ত্রানন্তগুণরত্নালয়েঽপরিচ্ছিন্নচিৎসুখবিগ্রহে বারিবীচিন্যায়েন সোল্লাসাত্মকরসময়-বিচিত্রকর্ম্মণি প্রপত্তিমাত্রেণ সর্ব্বক্লেশহরে স্বপর্য্যন্তনিখিলদাতরি হরাবিত্যুক্তা-ভিপ্রায়িণঃ পৃথগ্‌জনা এব বিদিতাঃ। শ্রীহরিগুণানামানুবাদিকত্বাদি তু পুরা নিরস্তম্। নৈর্গুণ্যবাক্যান্নভোনৈল্যবৎ তত্র তদধ্যস্তমিতি তু বালকোলাহলঃ। অবিষয়ে তদযোগাদ্বাদরায়ণাদিসর্ব্বজ্ঞানুভববিরোধাচ্চ নির্গুণবাক্যস্ত্ব প্রাকৃত-গুণনিষেধকৃদিত্যুক্তম্। যে চ কেচিৎ বৈষ্ণবম্মন্যাঃ কল্পয়ন্তি নিস্তরঙ্গসিন্ধু-রিবানন্দচিন্ময়ো নিত্যোৎকৃষ্টবিশুদ্ধসত্ত্বপুর্নির্বিকারঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকো হরির্ন তস্য জন্মাদি স্বাভাবিকং কিন্তু জনমনোনিবেশায়োপাত্তসত্ত্বো নৃভাবমনুকুর্ব্বন্ ঔপাধিকমেব কদাচিৎ তদাত্মনি বিন্দতীতি ন তত্র তাত্ত্বিকং তদ্বিভাব্যম্। ন চ তত্তৎক্রীড়ানন্দবিরহে স্বস্বরূপে শূন্যতাপত্তিরিতি বাচ্যম্। স্বতো নিত্যা-নন্দে পূর্ণে তদনাপত্তেঃ। ক্রীড়াহেতুকস্যানন্দস্য জন্যত্বেন নিত্যানন্দত্বশ্রুতি-

বাক্যোপাচ্চ ন স তস্মিন্ স্বীকার্য্যঃ। অতএব দাশরথেঃ শৌরেশ্চ গার্হস্থ্যো-দাসীন্যস্মরণমুপপন্নম্। তস্মাদুক্তরূপমেব ভগবত্তত্ত্বমিতি তেঽপ্যপূর্ব্ববৈষ্ণবা ভবন্তি, তত্তদভাবে তত্তদাবেদিশ্রুত্যাদিব্যাকোপাৎ সর্ব্বদেশিকব্যাসাত্মনুভব-বিরোধাচ্চ। পূর্ণত্বং হি তত্তদ্বিচিত্রানন্দকৃতমেব, তস্য চ স্বরূপোল্লাসরূপ-ত্বান্ন জন্যত্বশঙ্কা। কর্ম্মনিত্যত্বনিরূপণাচ্চ তদুল্লাসস্যাপি নিত্যত্বম্। এব-মেবোক্তং তজ্জ্ঞৈঃ। রূপাদিভোগজৈঃ পূর্ত্তির্যা সৌখ্যৈঃ সা স্বতোঽস্তি চেৎ। তথাপি ন্যূনবৈচিত্র্যঃ পরাত্মেতি তবাপতেৎ। স্বতস্তচ্চাপি বৈচিত্র্যং তস্মিন্নস্তীতি চেদ্বদেঃ। মৎকুক্ষাবাগতং ধীমন্ ভবতেতি নিভাল্যতামিতি। তস্য তস্য চ তদৌদাসীন্যস্মরণং জনশিক্ষার্থং লীলারূপমিতি সন্তোষ্টব্যম্। তস্মাৎ কৃৎস্নবাক্যার্থপর্য্যালোচনাক্ষমা তব তেষাং তদ্ব্যবস্থাকল্পনেতি প্রতীতম্। যৎ কিল তদনুকরণবোধকমিব নৃলোকবিড়ম্বনাদিপদাঙ্কিতং ক্বচিদ্বাক্যমস্তি তচ্চ লোকস্থস্য হরেলৌকিককর্ম্মকত্বেন তদপহেলনকত্বাৎ সঙ্গমনীয়মিত্যল-মতিবিস্তরেণ॥ ১১॥

টীকানুবাদ—সর্ব্বাভেদাদিত্যাদি সূত্রে—পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিনামিত্যাদি ভাষ্য—পূর্ব্বাপরকর্ম্মে সম্পৃক্ত এবং পূর্ব্বাপরকালে বর্ত্তমান কর্ম্মাংশগুলির—এই অর্থ। কথাটি এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে পর পর কর্ম্মের বিভিন্নভাবে প্রকাশের মধ্যে সত্তাহেতু এবং পর পর কর্ম্মারম্ভেতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রকাশমধ্যে বর্ত্তমানতা বশতঃ কর্ম্মগুলির সর্ব্বদা একরূপত্ব সিদ্ধ। আর সমস্ত প্রকাশেরও অভিন্নতা-হেতু কর্ম্মগুলির অন্য দ্বারা উৎপত্তি নহে, এই হেতু পূর্ব্বে আশঙ্কিত পৃথক্-আরম্ভবশতঃ কর্ম্মের ভেদ দুর্নিবার যাহা বলা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত হইল। তৎপরিকরস্য চ তন্মন্তব্যম্ ইতি—তৎ—বহুত্ব। একই কর্ম্ম বহু প্রকার কিরূপে হয়? ইহা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন, 'তুল্যাত্মনাং কর্ম্মণামিত্যাদি' তুল্যাত্মনাম্ অর্থাৎ সমানাকার কর্ম্মগুলির। এ-বিষয়ে বিদ্বদ্-বৃন্দের অনুভব প্রমাণরূপে দেখাইতেছেন—'দ্বিঃ পাকঃ' ইত্যাদি। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—দ্বির্গোশব্দোঽয়মিত্যাদি। ইহার দ্বারা 'ক' শব্দ উৎপন্ন হইল এবং 'ক শব্দ' বিনষ্ট হইল এই জ্ঞানহেতু বেদেরও অনিত্যতাবাদী তার্কিক মত খণ্ডিত হইল। 'ইত্থঞ্চ শ্রীহরেস্তজ্জনানামিত্যাদি তদ্বিশেষৈঃ কর্ম্মণামিত্যাদি' তদ্বিশেষৈঃ অর্থাৎ প্রকাশভেদ দ্বারা কর্ম্মাদির স্বরূপের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, এইরূপ

অন্বয়। প্রকাশভেদ দ্বারা আরম্ভ ও সমাপ্তিমত্ত্ব উক্তিহেতু স্বরূপ সিদ্ধ কারণ পৃথক্ আরম্ভ হইলেও কর্ম্মের কোন ভেদ না থাকায় সর্ব্বদা একরূপত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধ। 'তৎক্রমানুভবেতি' সেই কর্ম্মসমুদয়ের ক্রমানুসারে যে অনুভূতি হয়, তাহা হইতেই বিচিত্র অর্থাৎ বহু বিশেষ-বিশিষ্ট রসের উদয় হয়, ইহা এইরূপ কর্ম্মারম্ভ ও কর্ম্মসমাপ্তিমত্ত্ব প্রতিপাদন দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। 'ন চৈতদমূলমিতি' এতৎ—এই কর্ম্মনিত্যত্ব, 'যদ্গতং' ইত্যাদি—যদ্গতং অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক যে গুণকর্ম্মরূপ বস্তু, গত—অতীত, ভবিষ্যৎ—ভাবী ও ভবৎ—বর্ত্তমান—এই তিনটি শব্দ দ্বারা তাহার ত্রৈকালিকত্ব অবগত হওয়া যায়। 'জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যম্' ইত্যাদি—ইহার অবশিষ্টাংশ 'এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন' গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, ওহে অর্জ্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত, নিত্য—স্বরূপানুবন্ধী। যদি তাদৃশ না হয়, তবে সেই ভগবদ্-বিষয়ক জন্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান দ্বারা মুক্তির উক্তি অসঙ্গত হয়। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ,—'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। অতএব এই উক্তি অসঙ্গত নহে; যেহেতু ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম তাঁহার সহিত অভিন্ন। বরাহপুরাণের উক্তিও সেইরূপ আছে, যথা—'এবং জন্মানি কর্ম্মাণি' ইত্যাদি ভগবান্ পৃথিবীকে বলিতেছেন, অয়ি বসুন্ধরে! আমার এইরূপ জন্ম, কর্ম্ম,নাম ও স্বরূপ দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত, ইহা ধ্যান করিলে সকল পাপ হইতে জীব মুক্ত হয়। 'ঈদৃক্ প্রত্যয়ঃ খলু তৎকৃপয়ৈবেতি'—ঈদৃক্ প্রত্যয়ঃ—এই প্রকার জ্ঞান শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই হয়, নতুবা নহে। কি প্রকার জ্ঞান? তাহা বলিতেছেন—'যাবানহম্' ইত্যাদি আমি যেরূপ পরিমাণ সম্পন্ন, অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ অথচ বিভু। যথাভাবঃ—অর্থাৎ সর্ব্বাংশে পারমার্থিকসত্তাবিশিষ্ট। যদ্রূপঃ—অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিরূপাদি সম্পন্ন। রূপাদির মধ্যে রূপ অর্থাৎ বিগ্রহ, গুণ—সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি, কর্ম্ম—জন্ম ও লীলা। 'কিঞ্চ স্বরূপেণ চিচ্ছক্ত্যেত্যাদি'—'তেন প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ কৃতত্ব-নিত্যম্' ইতি—তেন—সেই স্বরূপ কর্ত্তৃক অর্থাৎ চিচ্ছক্তিদ্বারা কৃতকর্ম্ম নিত্য সেইজন্য প্রকৃতি ও কাল দ্বারা কৃতবস্তুমাত্র অনিত্য। যদি তাহা না মান অর্থাৎ সৃষ্টি, লয় প্রভৃতি কর্ম্ম নিত্য বল, তবে প্রলয়োক্তির বিরোধ হয় অতএব সৃষ্টি-প্রভৃতি-ভিন্ন কর্ম্ম নিত্য। ইহা সিদ্ধ হইল। তবে যে কেহ কেহ বলেন,—

পরমাত্মা মধ্যাহ্নকালীন রবির প্রভার মত চিৎপ্রকাশময় ও সকলের আত্মস্বরূপ, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য-বিষয়, কিন্তু তাহা হইলে তাদৃশ পরমাত্মায় জন্ম ও কর্ম্মরূপ বিবিধ মালিন্য চিন্তা করা দুষ্টজ্ঞানই হইয়া পড়িবে। যদি বল, দাশরথি প্রভৃতি বিগ্রহে শ্রুতি প্রভৃতি জন্মকর্ম্মের বর্ণন করায় সেই সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরও বিশ্বাস্য, তাহা নহে, ইহা প্রাকৃতিকই, অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজেদের ধারণানুসারে প্রপঞ্চাতীত পরমাত্মায় ইহা আরোপিত করিয়াছে, আর তাহার পোষক শ্রুতিবাক্যগুলি অনুবাদক, পরে শ্রুতিই তাহার প্রতিবাদও করিতেছেন অতএব বর্ণহীন আকাশের নীলিমার মত উহা কল্পিত হওয়ায় মিথ্যাস্বরূপই মনে করিতে হইবে। অতএব ইঁহাদের বাক্যে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা তত্ত্ববিৎ নহে। যদি কোন তত্ত্ববিদ্ থাকেন তবে তিনিই নির্গুণ, চিদেকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যের অনুসারে জন্মাদি-মালিন্যশূন্য নির্গুণ চিদেকরস ব্রহ্ম জ্ঞান করেন। অতএব রামাদি অবতারের জন্ম-কর্ম্ম বৈরাগ্যের বিষয়, তাহা অনুরাগের বিষয় নহে;—এইরূপ যাঁহারা জল্পনা করেন, তাঁহারা কাহারও দ্বারা সমর্থিত হন না; জানিবে। কেননা, নরদেহে মালিন্য থাকে এজন্য বৈরাগ্য হইতে পারে কিন্তু দেবাদি-দেহে ও তদীয় কর্ম্মে মালিন্য না থাকায় বৈরাগ্য আসিবে কেন? যেহেতু সত্ত্বগুণপ্রাধান্য ও সত্যসঙ্কল্পতা-নিবন্ধন সেই দেবাদি দেহে মালিন্য থাকিতে পারে না। আর এক কথা, দেবাদি দেহেও দৈত্যাদির উৎপীড়ন-ক্লেশহেতু সেই দেহে তত্ত্বজ্ঞানী বিরক্ত হইতে পারেন কিন্তু যে ভগবদবতার ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, সংস্কারাদি সম্পর্ক-শূন্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যকাম, সার্ব্বজ্ঞ্য, পারমৈশ্বর্য্য, সুশীলতা, পরম কারুণিকতাদি বিচিত্র অনন্তগুণের আকর, অপরিচ্ছিন্ন চিৎসুখময় বিগ্রহ এবং যাহা জলের তরঙ্গের ন্যায় উল্লাসময় রসাত্মক বিচিত্র লীলার আস্পদ, সেই অবতারে শরণাগতি-মাত্রেই সর্ব্বক্লেশহরণকারী, এমন কি, ভক্ত-বাৎসল্যে নিজেকে পর্য্যন্ত যিনি দান করেন, এইরূপ শ্রীহরিতে বৈরাগ্য হইবে কেন? অতএব পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়সম্পন্ন বাদিগণ পামরজনের মধ্যেই গণ্য। আর শ্রুতি আনুবাদিক গুণের উল্লেখ করিয়াছেন—এই হরিগুণের আনুবাদিকত্বোক্তি প্রভৃতি পূর্ব্বে খণ্ডিত হইয়াছে। আর ব্রহ্মের নৈর্গুণ্যবাদানুসারে আকাশের নীলিমার মত ব্রহ্মে জন্ম-কর্ম্ম আরোপিত—এই উক্তিও বালকের কোলাহলমাত্র। যদি জন্ম-কর্ম্মের বিষয় পরমেশ্বর না হন,

তবে তাঁহাতে উহা থাকিবে না এবং বাদরায়ণাদি সর্ব্বজ্ঞের অনুভব বিরোধও হইবে। তবে যে ব্রহ্মের নৈর্গুণ্য বাক্য, তাহা প্রাকৃত গুণহীনত্বার্থে, স্বরূপানুবন্ধী গুণ-নিষেধার্থে নহে ; এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যে কতিপয় বৈষ্ণব-ত্বাভিমানী কল্পনা করেন—ভগবান্ শ্রীহরি তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত সর্ব্বদা এক আনন্দ চিৎস্বরূপ, নিত্য সর্ব্বাতিশায়ী বিশুদ্ধ সত্ত্ববপুঃ, নির্ব্বিকার, সত্য-সঙ্কল্পাদি গুণসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার জন্মকর্ম্মাদি স্বাভাবিক নহে, কেবল যাহাতে মনুষ্যের প্রেম জন্মে, সেইজন্য সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-ভাবের অনুকরণ করেন অতএব জন্মাদি তাঁহার ঔপাধিক (মায়িক), কখন কখনও তাহা নিজেতে গ্রহণ করেন, তদ্ভিন্ন বাস্তব জন্মাদি তাঁহার নাই, ইহা জানিবে। যদি বল, তাঁহার লীলানন্দ না থাকিলে তাঁহার স্বরূপ তো শূন্য হইয়া পড়িল, তাহাও নহে ; যেহেতু স্বরূপতঃ নিত্যানন্দ ও পূর্ণ সেই ভগবান্ অতএব ঐ আপত্তি হইতে পারে না। আর ক্রীড়াজনিত আনন্দ অনিত্য, সুতরাং ব্রহ্মের নিত্যানন্দ-শ্রুতির বিরোধ হয় অতএব পরমেশ্বরে তাহা স্বীকার্য্য নহে। এইজন্য দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যে ঔদাসীন্য স্মরণ যুক্তিযুক্ত হইবে সুতরাং উক্ত রূপই ভগবত্তত্ত্ব এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা অপূর্ব্ব বৈষ্ণব, কেননা, যদি যথার্থ ভগবানের জন্মকর্ম্ম না হয়, তবে সেই জন্মাদিবোধক শ্রুতির বিরোধ হইবে এবং সর্ব্বাচার্য্য ব্যাসাদির অনুভবেরও বিরোধ হইবে। যদি বল, ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি স্বীকার করিলে তাঁহার পূর্ণতা কোথায়? তাহাও নহে, পূর্ণতা তাঁহার বিচিত্র আনন্দজনিত। সেই বিচিত্রানন্দও স্বরূপোল্লাস স্বরূপ, সুতরাং জন্য বলিয়া শঙ্কা করা চলে না। আর তাঁহার কর্ম্ম যখন নিত্য বলিয়া নিরূপিত, তখন তাহার উল্লাসও নিত্য।—এইরূপই শ্রীহরিতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন। যথা 'রূপাদিভোগজৈঃ…নিভাল্যতাম্' —রূপাদি ভোগজন্য সুখদ্বারাও যদি তাঁহার স্বতঃ পূর্ণতা থাকে, এই কথা যদি বল, তবে ভগবানের বৈচিত্র্যের ন্যূনতা তোমার উক্তিতে আসিয়া পড়িবে, আর যদি বল, তাঁহাতে স্বতঃ বৈচিত্র্য আছে, তবে হে বুদ্ধিমান্! মনে করিয়া দেখ, তিনি আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব সেই সেই অবতারের সেই সেই বিষয়ে ঔদাসীন্য যে স্মৃত হয় তাহাও লোক শিক্ষার্থ লীলাস্বরূপ, এইভাবে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। অতএব তোমাদের বুদ্ধি সমগ্র

বাক্যার্থ পর্য্যালোচনায় অক্ষম, সেই জন্য তোমাদের এইরূপ অবতারের জন্ম-রূপাদি ব্যবস্থা কল্পনা, ইহা বুঝা গেল। আর যে, কোন কোন স্থলে নৃ-লোক-বিড়ম্বনাদি বাক্য মনুষ্যলোকের অনুকরণ বোধকের ন্যায় প্রযুক্ত আছে, তাহারও সঙ্গতি করিতে হইবে, ইহ লোকে অবস্থিত শ্রীহরির লৌকিক কর্ম্মকারিত্ব-হিসাবে অবহেলাত্মক, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পুনরায় সংশয় হইতেছে যে, শ্রীভগবানের বাল্যাদি কর্ম্ম (লীলা) যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সেগুলিও নিত্য এবং তাহা তত্তৎপরিকরযোগেই নির্ব্বাহ হয়, চিন্তা করিতে হইবে, ইহাই বলিতে হয়। তাহা হইলে সেস্থলে একই পরিকরের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাবের দ্বারা অনেক কর্ম্মসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব কর্ম্ম যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় পরিকরেরও তথায় নিত্যসম্বন্ধই বলিতে হয় কারণ তদ্ব্যতিরেকে তল্লীলার সিদ্ধি হয় না। কিন্তু এইরূপ যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের পরিকরের সহিত পরবর্ত্তী লীলার সম্বন্ধ তো উপপন্ন হয় না। আর যদি পরবর্ত্তী কর্ম্মের সহিত পূর্ব্ব পরিকরের সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। অপর কথা যদি পূর্ব্ব কর্ম্ম নিত্য হয়, তাহা হইলে উত্তর কর্ম্মসম্বন্ধীয় পরিকরের অন্যথাত্ব হইবে। অতএব ইহা—শাস্ত্র ও অনুভব উভয়েরই বিরুদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি এই যে, কর্ম্মের দুইটি অংশ, পূর্ব্ব ও অপর; এবং তাহা আরম্ভ ও সমাপ্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। ঐরূপ ক্রম স্বীকার করিলে রসানুভবও সিদ্ধ হয় না। তাহা হইলে ভগবল্লীলায় নিত্যত্ব কিরূপে হইবে? চিত্রে লিখিত বস্তুর ন্যায় যদি সর্ব্বদা একই স্বভাব হয়, তবে তাহার নিত্যত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। আবার প্রকাশভেদ স্বীকারেও প্রকাশের বহুত্ব হেতু প্রত্যেক আরম্ভেই অবিচ্ছেদ হইবে। পৃথক্ আরম্ভে ভেদ দুর্নিবার। ভেদ হইলে 'তাহাই এই' এইরূপ প্রতীতির অভাব হেতু ভগবল্লীলায় নিত্যত্ব কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে? অতএব ভগবল্লীলায় নিত্যত্বের সিদ্ধান্ত হয় না। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—

শ্রীহরি, তৎপরিকর এবং তাঁহার কর্ম্মাংশ পূর্ব্বকালে বা পূর্ব্বকর্ম্মে যাঁহারা থাকেন, উত্তরকালে বা উত্তর কর্ম্মেও তাঁহারাই থাকেন। কারণ তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন অতএব নিত্য।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু এ-সকল বিষয় শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তদ্ব্যতীত একরূপ কর্ম্ম ভিন্নকালে বর্ণিত হইলেও তুল্যতা-নিবন্ধন এক, ইহাও লৌকিক প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-প্রকাশ।
পূতনা বধাদি করি' মৌষলান্ত-বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ॥
গোলোক, গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৯১-৩৯৫)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"কৃষ্ণের লীলা—নিত্য প্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ জন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত-লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলা ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া, প্রথম ক্ষণান্তে দ্বিতীয় ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথমক্ষণ সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়।

ইহার উদাহরণে সূর্য্যের ভ্রমণমার্গ অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছেন। জীবজ্ঞানে সেই অনন্তলীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র-ভ্রমণ যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, তাদৃশ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড-কৈশোরাদি লীলা নিত্য-কালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণ-লীলার নিত্যপ্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালে নিত্যপ্রাকট্যের নামই 'নিত্যলীলা'; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া. কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা নিত্য; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্ট কালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলামণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয়; অতএব লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যলীলা পরিদৃশ্য হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এ-জন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন; গোলোকের নিত্য-বিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।"

লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৪২৭ সংখ্যায় পাওয়া যায়,—

"তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—

"এইস্থলে প্রতিপক্ষ হইতেছে যে, লীলাটি ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া, আরম্ভ ও পূরণ-দ্বারাই লীলার সিদ্ধি বলা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না, বিশেষতঃ আরম্ভ ও সমাপ্তি-বিশিষ্ট বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা-নিবন্ধন লীলা কি প্রকারে নিত্যা হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, "ভগবান্ বিষ্ণু—এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত" "ভগবান্ বিষ্ণু—এক ও অনেক" ইত্যাদি গোপালতাপনী (গোঃ তাঃ

পৃ: ২০) ও বিষ্ণুপুরাণাদির (বিঃ পুঃ ১।২।৩) প্রমাণ-বাক্যদ্বারা ভগবদাকারের আনন্ত্য, আবার—তিনি "একপ্রকার, তিনপ্রকার" ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বাক্য দ্বারা (ছাঃ উঃ ৬।২৬।২) ভগবৎপার্ষদগণেরও আনন্ত্য, আবার "কৃষ্ণের সেই পরম পদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে—এই ঋঙ্ মন্ত্র দ্বারা (ঋক্ ১।৫৪।৬) ভগবল্লীলাস্থানেরও আনন্ত্য—এই আনন্ত্য-নিবন্ধন লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকারগত ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূরণ-সত্ত্বেও এক-এক-স্থলে সেই সেই লীলাংশ যাবৎকাল পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয়, তাবৎকাল-পর্য্যন্ত অন্যত্র সেই সকল লীলা আরব্ধ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ না ঘটাতেই 'লীলার নিত্যত্ব' সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, লীলার অবিচ্ছেদ ঘটুক, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্ আরম্ভ-হেতু লীলার সমাপ্তিও তো অবশ্যম্ভাবী? তাহার উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও একই রূপবিশিষ্ট লীলাসমূহের ঐক্যই স্বীকৃত; (শঙ্কর-ভাষ্যে ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮, ও গোবিন্দভাষ্যে ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১১) যেমন, 'কোন ব্যক্তি পাক করিয়াছে, পাক করিয়াছে', দুইবার বলা হইলেও একই পাকক্রিয়ার দুইবার অনুষ্ঠান ব্যতীত পাকদ্বয় বুঝা যায় না, অথবা যেমন 'গৌঃ' 'গৌঃ' বলিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ব্যতীত দুইটি গরু বুঝায় না, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্ব্বিধ আকারাদিরও ঐক্য নিবন্ধন, কোন আশঙ্কা নাই। "একমাত্র সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপক এবং ভক্তগণের হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত আছে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।
তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।

ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২১-২২)

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥" (ভাঃ ৮।৩।২১)

বৃহদ্বৈষ্ণবে পাই,—

"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ ॥
মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্ ।
স্বপ্রভু সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥"
(বাসুদেবোপনিষৎ ৬।৫)

"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে ॥
সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নান্যেব কর্ত্তৃতা ।
অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ ॥" (বাসুদেবাধ্যাত্মে)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"এ সব লীলায় কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ৩।৫২)

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"ভগবানের লীলা—অলাতচক্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্না ও অপ্রতিহতা, কর্ম্ম-ফলভোগীর বিকৃত-ধারণোত্থ নশ্বর-কালক্ষোভ্যা ক্রিয়া নহে। শুদ্ধ-সত্ত্ববিগ্রহ নিত্যবস্তুর প্রপঞ্চে শুভাগমন ও প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকাশ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বেদশাস্ত্র অনিত্য জগতে নিত্যলীলারই 'অভ্যুদয়' হয় বলিয়া থাকেন ।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বগুণযুক্তত্বেনোপাসনাদন্যত্রৈব ফলে ব্রহ্মাদয়ো ভবন্তি। "সম্পূর্ণোপাসনাদ্ ব্রহ্মা সম্পূর্ণানন্দনাভবেৎ। ইতরে তু যথাযোগং সম্যগ্ যুক্তো ভবন্তি হি" ইতি পাদ্মে।"

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" (গীঃ ৪।৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"উক্তলক্ষণস্য মজ্জন্মনঃ তথা জন্মানন্তরং মৎকর্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থঃ স্যাদিত্যাহ—জন্মেতি। দিব্যম্ অপ্রাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্য-চরণাঃ 'শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতিসৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকশব্দস্যাপ্রাকৃতত্বমেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ ভগবজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বম্" ॥১১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথেদং বিচারয়তি। বেদান্তেষু পূর্ণা-নন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে। তে সর্ব্বেষু তদুপাসনেষূপসংহার্য্যা ন বেতি বীক্ষায়ামনারভ্যাধীতানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাদারভ্যা-ধীতানামেবোপসংহারঃ। সর্ব্বগুণোপসংহারস্যানিয়মাচ্চ। তস্মান্নোপ সংহার্য্যাস্ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ইহা বিচার করিতেছেন—বেদান্তবাক্যগুলিতে পূর্ণানন্দত্ব, পূর্ণসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম্ম শ্রুত হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় হইতেছে,—সকল ভগবদুপাসনাতে সেই সকল ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণীয় (ধ্যেয়) কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যেগুলি অনারভ্য-অধীত অর্থাৎ বিনা প্রকরণে পঠিত সেগুলির উপসংহারে কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা ত্যাগ করিয়া আরভ্যাধীত ধর্ম্মেরই উপসংহার হইবে, তদ্ভিন্ন যাবদ্গুণের উপসংহারে কোন নিয়মও নাই, অতএব সে সকল আর উপসংহরণীয় নহে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বস্তু বাল্যাদেরুপসংহারঃ বাল্যাদিরূপস্যাপি হরের্বিভুত্বেন বিগ্রহে ন্যূনত্বাত্বনাপত্ত্যা তদেকরসশ্রুত্যবিরোধাৎ। কিন্তু আনন্দাদেগু´ণগণস্য মাস্তু সঃ। তস্য ক্বাচিৎকত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভাতে অথেদমিত্যাদি। আরভ্যেতি। আরভ্য প্রকৃত্য যে ধর্ম্মাঃ অধীতাস্তেষামুত্তরবর্ত্তিন্যুপাসনে স্যাদুপসংহারঃ। পূর্ব্বতোঽনুবৃত্তিসম্ভবাৎ। যে ত্বানন্দাদয়ঃ ক্বাচিৎকাস্তেষাং স ন স্যাৎ। ন বা প্রকরণভেদাদিত্যধিকরণে সর্ব্বগুণোপসংহারস্যাপবাদাচ্চ। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি এই—শ্রীহরির বিভুত্বহেতু বাল্যাদি অবস্থারও গ্রহণ হয় হউক, এবং শ্রীহরির বিভুত্ব হেতু বাল্যাদিরূপেরও উপসংহার সকল-উপাসনায় হয় হউক, তাঁহার বিগ্রহে ন্যূনাধিক্যভাবের প্রসঙ্গ না থাকায় শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বদা একরসত্ব (একরূপত্ব) ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু আনন্দাদি গুণ সমুদয়ের তথায় উপসংহার না হউক, যেহেতু ঐগুলি কাদাচিৎক অর্থাৎ সাময়িক—এই প্রত্যুদাহরণ-(আপত্তি) সঙ্গতি-অনুসারে বক্ষ্যমাণ অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—অথেদমিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। আরভ্যাধীতানামিত্যাদি—আরভ্য অর্থাৎ প্রকরণ ধরিয়া যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম পঠিত হইয়াছে, তাহাদের পরবর্ত্তী উপাসনায় উপসংহার হউক। যেহেতু তাহাদের পূর্ব্ব হইতে অনুবৃত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল আনন্দাদি-ধর্ম্ম কদাচিৎ বর্ণিত, তাহাদের কাদাচিৎকত্ব নিবন্ধন উপসংহার না হউক; এবং 'ন বা প্রকরণভেদাৎ' এই অধিকরণে সর্ব্বগুণের উপসংহারের নিষেধও আছে—এই পূর্ব্বপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

আনন্দাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—প্রধানস্য অর্থাৎ ধর্ম্মী পরমাত্মার যে সকল পূর্ণানন্দ, পূর্ণবোধ ও নিজ আশ্রিত ভক্তে বাৎসল্যাদি-ধর্ম্ম শ্রুত হয়, সেগুলি উপসংহরণীয়—গ্রহণীয়। ১২।

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রধানস্য ধর্ম্মিণঃ পরমাত্মনো যে পূর্ণানন্দ-বোধত্বাশ্রিতবাৎসল্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রূয়স্তে তে সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যাস্তত্তৃষ্ণাহেতুত্বাৎ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রধানের অর্থাৎ ধর্ম্মী পরমাত্মার যে সকল পূর্ণানন্দ, পূর্ণবোধ, আশ্রিত-বাৎসল্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বেদান্তবাক্যে শ্রুত হয় সেগুলির সকল উপাসনায় উপসংহার হইবে, যেহেতু ইহাতে শ্রীভগবানের উপর প্রেমাধিক্য জন্মিবে ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেতি। শেষং পূরয়তি তত্তৃষ্ণেতি। তদনুরাগজনকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য' ইতি সূত্রে। 'তে সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যাঃ' ইতি ভাষ্যে সূত্রকার—'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য' বলিয়া আনন্দাদিরও উপসংহার হইবে বলিলেন; কিন্তু কোন হেতু তাহাতে দেখান নাই। তাই ভাষ্যকার তাহা পূরণ করিয়া দিতেছেন—'তত্তৃষ্ণাহেতুত্বাৎ' এই পদে। ইহার অর্থ—তাঁহার উপর অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়, এইজন্য ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে ইহা বিচার করিতেছেন যে, বেদান্তে ব্রহ্মের পূর্ণানন্দত্ব, পূর্ণসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করা যায়। ইহাতে সংশয় এই যে—ঐ সকল ধর্ম্ম তাঁহার সকল উপাসনাতে গ্রহণীয় হইবে কিনা? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ বিনা প্রকরণে অধীত গুণ সমূহের উপসংহারের প্রমাণাভাবে আরব্ধ অধীত ধর্ম্মেরই উপসংহার করিতে হইবে। বিশেষতঃ সর্ব্বগুণোপসংহারের নিয়মও নাই। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, প্রধানের অর্থাৎ ধর্ম্মীভূত পরমাত্মার পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহ সকল উপাসনায় উপসংহার অর্থাৎ ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কারণ উহাতে ভগবদনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।

যত্তত্র গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥" (ভাঃ ১০।৬৯।৪৫)
"এবং বিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত ॥
য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারে-
শ্চরিতমমৃতকীর্ত্তের্ব্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ।
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৫৮-৫৯)

আরও পাই,—

"কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহংভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥
হি ত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থ-
মানন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্।
কালোপসৃষ্টনিগমাবনআত্তযোগ-
মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম ॥" (ভাঃ ১০।৮৩।৩-৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"সর্ব্বেষাং মুমুক্ষূণাং কিয়ন্নিয়মেনোপাস্যমিত্যাহ—প্রধানফলস্য মোক্ষস্যার্থে আনন্দো জ্ঞানং সদাত্মেত্যুপাস্য এব। "সচ্চিদানন্দ আত্মেতি ব্রহ্মোপাসাদিনিশ্চিতঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ মুমুক্ষূণাং ফলসাম্যাদপক্ষিতেতি ব্রহ্মতর্কে" ॥ ১২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্,—আনন্দময়স্য শ্রীবিষ্ণোঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুতাঃ "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদিনা। তেঽপি সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যা ন বেতি বিষয়ে আনন্দাদীনাং সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যত্বাভিধানাত্তেষামপ্যানন্দত্বাবিশেষাৎ স্যাৎ সর্ব্বত্রোপসংহার ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' প্রিয়ই তাঁহার মস্তক ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আনন্দময় শ্রীহরির প্রিয়শিরস্কত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম শ্রুত হইয়াছে। সে-বিষয়ে সংশয় এই—সেই প্রিয়শিরস্কত্বাদি ধর্ম্মও কি সকল উপাসনায় গ্রহণীয়? অথবা নহে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন আনন্দাদি-ধর্ম্মের সর্ব্বত্র উপসংহরণীয়তা তখন প্রিয়শিরস্কত্বাদি ধর্ম্মেরও উপসংহরণীয়তা হইবে, যেহেতু আনন্দাদি ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোন প্রভেদ নাই। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্মত্বাৎ যথানন্দস্য গুণস্য সর্ব্বত্রোপসংহারঃ পূর্ব্বমুক্তস্তদ্বৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদেরপ্যানন্দত্বাবিশেষাৎ সোঽস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ—আনন্দময়স্যেত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে পক্ষিরূপত্বেন বিরুদ্ধভাবনং ফলং সিদ্ধান্তে তু নিজভাবোপযোগিদিব্যচিদ্রূপবিগ্রহত্বেন ভাবনং তদিতি ভাব্যম্। তেষামপি প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামপি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যেমন আনন্দগুণ শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধী-ধর্ম্ম, এ-জন্য সকল উপাসনায় তাহার উপসংহার পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই প্রকার প্রিয়শিরস্ত্বাদি-ধর্ম্মেরও নির্ব্বিশেষে আনন্দ-রূপতা হেতু উপসংহার হউক; এই দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন—'আনন্দময়স্যেত্যাদি' বাক্য দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর মতে ভগবানের পক্ষিরূপে বিরুদ্ধ-ধ্যান উদ্দেশ্য, আর সিদ্ধান্তি-মতে ভক্তের অবলম্বিত নিজ ভাবের পোষক দিব্য চিদ্রূপ-বিগ্রহরূপে ধ্যান বক্তব্য—ইহা জানিবে। ভাষ্যে 'তেষামপি আনন্দত্বাবিশেষাৎ' ইতি—তেষাম্—প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্ম্মেরও।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥১৩॥

সূত্রার্থ—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ—প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্ম্মের সকল উপাসনায় উপসংহার হইবে না। কারণ প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্ম্ম পক্ষীর পক্ষেই সম্ভব, ভগবান্

শ্রীহরি পুরুষাকার, তিনি পক্ষিরূপী নহেন। এ-বিষয়ে যুক্তি এই—যেহেতু বৃদ্ধি ও হ্রাস আনন্দগত, আনন্দের যদি ভেদ থাকে, তবেই তাহা সম্ভব, শ্রীহরির স্বগতভেদও নাই ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বত্রোপসংহারো ন স্যাৎ। আনন্দময়স্য বিষ্ণোঃ পুরুষবিধস্য পক্ষিরূপত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ তস্মিন্ বাক্যে প্রমোদমোদশব্দাভ্যামানন্দগতাবুপচয়াপচয়ৌ বৃদ্ধিহ্রাসৌ প্রতীতৌ। তৌ চ ভেদে সতি সম্ভবেতাম্। ন চৈবমস্তি। স্বগতভেদস্যাপি প্রত্যাখ্যানাৎ। তস্মান্নোপসংহার্য্যাস্তে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের সর্ব্বত্র অপ্রাপ্তি অর্থাৎ উপসংহার হইবে না, যেহেতু আনন্দময় শ্রীবিষ্ণু পুরুষাকার, পক্ষিরূপী নহেন। তদ্ভিন্ন 'প্রিয়মেব শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত প্রমোদ ও মোদ এই দুইটি শব্দ দ্বারা যথাক্রমে আনন্দগত বৃদ্ধি (উৎকর্ষ) ও হ্রাসের কথা প্রতীত হইতেছে, যদি সেই আনন্দের উৎকর্ষাপকর্ষ ভেদ থাকে তবেই সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আনন্দময় পুরুষের ভেদ কই? কারণ তাঁহার সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নিরাকরণের মত স্বগতভেদও প্রত্যাখ্যাত আছে। অতএব ঐ প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ সর্ব্বত্র উপসংহরণীয় নহে ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রিয়শিরেতি। স্বগতেতি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে তন্নিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকানুবাদ—প্রিয়শিরস্ত্বাদি সূত্রে, স্বগতভেদস্যাপি প্রত্যাখ্যানাৎ ইত্যাদি ভাষ্যে অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্রহ্মের স্বগতভেদ নিরাকরণহেতু—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, আনন্দময় ব্রহ্মের 'প্রিয়শিরস্ত্বাদি' যে সকল ধর্ম্মের কথা শ্রুত হয়, তাহাও কি সকল উপাসনায় গ্রহণীয় হইবে? পূর্ব্বপক্ষীর মত এই যে, যখন আনন্দাদি-ধর্ম্ম সর্ব্বত্র উপসংহরণীয়, তখন প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মেরও উপসংহার করিতে

হইবে। যেহেতু আনন্দাদি ধর্ম্মের সহিত উহার কোন ভেদ নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না, কারণ আনন্দময় শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাকারত্ব-হেতু তাঁহার পক্ষিরূপত্ব বাস্তব নহে। বিশেষতঃ উক্ত স্থলে উল্লিখিত মোদ ও প্রমোদ শব্দের দ্বারা আনন্দের হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রতীত হইতেছে, তাহা ভেদ থাকিলেই সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্ম স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রহিত। অতএব ঐ সকল কাল্পনিক রূপাদির উপসংহার করিতে হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ।
যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্॥" (ভাঃ ২।৯।১৪-১৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"ফলভেদার্থমুপচয়াপচয়য়োর্ভাবান্ন সর্ব্বেষাং প্রিয়শিরস্ত্বাদিগুণানামুপাস্যতা-প্রাপ্তিঃ। "নৈব সর্ব্বে গুণাঃ সর্ব্বৈরূপাস্যামুক্তিভেদতঃ। বিরিঞ্চস্যৈব মন্মুক্তা-বানন্দস্য সুপূর্ণতা"ইতি হি বারাহে "॥১৩॥

সূত্রম্—ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ॥ ১৪॥

সূত্রার্থ—ইতরেতু—কিন্তু অন্য যে সকল বিভুত্ব, চিদানন্দময়ত্ব, জগৎ-

কারণত্বাদি-ধর্ম্ম ব্রহ্মে পঠিত হয় সেগুলি অন্য উপাসনায়ও উপসংহরণীয়, কারণ উপাসনাদ্বয়ের ফল একই ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদিনা সোঽকাময়তেত্যাদিনা ভীষাস্মাদিত্যাদিনা চ তস্মাদ্বাক্যাৎ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ যে প্রিয়শিরস্ত্বাদিভ্য ইতরে বিভুত্বচিৎসুখত্বজগৎকারণত্বপারমৈশ্বর্য্যাদয়স্তস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে তে তূপসংহার্য্যা এব। কুতঃ? অর্থেতি। ফলৈক্যাদিত্যর্থঃ। বেদান্তোদিতৈর্বীর্য্যসংভূতিসর্ব্বসৌহৃদশরণত্বমোচকত্বাদিভিশ্চিন্তিতৈর্গুণৈর্যো মোক্ষলক্ষণোঽর্থস্তস্যৈব এতৈরপি তথাভূতৈঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের বিভুত্ব, চিৎসুখত্ব, 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জগৎকারণত্ব, ভীষাস্মাদ্ অগ্নিস্তপতি ইত্যাদি দ্বারা যে পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐ ধর্ম্মগুলি প্রিয়শিরস্ত্বাদি-প্রতিপাদক বাক্যের পূর্ব্বে এবং পরে পঠিত হইয়া থাকে, সেগুলি কিন্তু উপসংহরণীয়ই হইবে। কারণ কি? অর্থ সামান্যাৎ—অর্থাৎ তাহাতে ফলগত ঐক্য আছে, এই হেতু। কি ফলের ঐক্য? তাহা বলিতেছেন—বেদান্ত বাক্যের দ্বারা বর্ণিত শ্রীভগবানের বীর্য্য, সম্ভূতি, সর্ব্বসৌহৃদ্য (সর্ব্বপ্রিয়ত্ব), সর্ব্বশরণত্ব ও মুক্তিজনকত্ব প্রভৃতি গুণের উপাসনা দ্বারা যে মুক্তিরূপ ফল সাধিত হয়, এই আনন্দময় ব্রহ্মের সেই বিভুত্ব, চিৎসুখত্ব প্রভৃতি গুণের উপাসনা দ্বারাও সেই মুক্তিফল সম্ভব হয়, এইজন্য ॥ ১৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতরে ত্বিতি। তস্মাদিতি। প্রিয়শিরস্ত্বাদিবাক্যাৎ পূর্ব্বত্রোত্তরত্র চেত্যর্থঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি বিভুচিৎসুখত্বং পূর্ব্বত্রোক্তং সোঽকাময়তেতি জগৎকারণত্বং ভীষাস্মাদিতি পারমৈশ্বর্য্যং চোত্তরত্রোক্তম্। বেদান্তোদিতৈরিতি। ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সংভৃতানি সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরিত্যেতদ্বাক্যোক্তৈরিতি বোধ্যম্। এতৈরিতি বিভুচিৎসুখত্বাদিভিরপীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'ইতরে তু' ইত্যাদি সূত্রে, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি' ভাষ্যে, প্রাগূর্দ্ধঞ্চেতি প্রিয়শিরস্ত্বাদি বাক্যের পূর্ব্বে ও পরে এই অর্থ। তস্মাদ্বা-

এতস্মাৎ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের বিভুত্ব, চিদানন্দময়ত্ব পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এইরূপে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্যে জগৎকারণত্ব, 'ভীষাস্মাৎ' ইত্যাদি বাক্যে প্রিয়শিরস্ত্বাদি বাক্যের পরে পারমৈশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তোদিতৈরিত্যাদি—সেই বাক্যগুলি এই প্রকার 'ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা...বোধ্যম্' ব্রহ্মের শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত তাঁহার করতলগত, তিনি সকলের শরণ, বন্ধু, সংসারের বন্ধন, স্থিতি ও মুক্তির কারণ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বর্ণিত গুণ ধ্যান দ্বারা যে মুক্তিফল হয়, 'এতৈরপি তথাভূতৈরিতি', এতৈঃ —অর্থাৎ বিভু চিৎসুখত্বাদি ধর্ম্ম ধ্যান দ্বারাও তাহা হয়॥ ১৪॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন—যে সকল বেদান্ত বাক্যে ব্রহ্মের বিভুত্ব, চিৎসুখময়ত্ব, জগৎকারণত্ব ও পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্ম-ধর্ম্মের উপসংহার করিতেই হইবে। কারণ তাহাতে ফলগত ঐক্য আছে। বেদান্তবাক্যের দ্বারা বর্ণিত বীর্য্য, সম্ভূতি প্রভৃতি গুণের উপাসনায় যেরূপ মুক্তিফল সাধিত হয়, আনন্দময় ব্রহ্মের বিভুত্বাদি গুণের উপাসনার দ্বারাও সেই ফল সম্ভব। কারণ উপাসনা-দ্বয়ের ফল একই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রের বাক্যে পাই,—

"বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ॥"
"নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥
স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥"

(ভাঃ ১০।২৭।৪, ১০-১১)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ইতরে গুণাঃ ফলসাম্যাপেক্ষয়োপসংহর্ত্তব্যাঃ।" ॥ ১৪ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ পক্ষিভাবেন রূপকং কিমর্থম্? অন্যত্র হি "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিভিরুপাসকস্য তচ্ছরীরাদেশ্চ রথিরথাদিভাবেন রূপকমুপাস্ত্যুপকরণশরীরেন্দ্রিয়াদিবশীকারার্থং দৃষ্টম্। ন চাত্র তাদৃশং কিঞ্চিৎ ফলং দৃশ্যতে। ন হি ফলমনুদ্দিশ্য তথাত্বেন রূপকে বেদস্য প্রবৃত্তির্যুক্তা বক্তুমিত্যাশঙ্ক্য তস্য ফলমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন এই—আনন্দময় ব্রহ্মের পক্ষিরূপে কল্পনা কি অভিপ্রায়ে করা হইয়াছে? অন্য স্থলে—কঠোপনিষদে 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথরূপে যে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেখা যায় যে, উপাসকের রথিরূপে এবং তাহার শরীরাদির রথাদিরূপে কল্পনা উপাসনার উপযোগী সাধন শরীর-ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণের অভিপ্রায়ে, কিন্তু এখানে তো সেই প্রকার কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। ফল উদ্দেশ না করিয়া পক্ষি প্রভৃতি রূপে কল্পনায় বেদের প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয় নাই—এই আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার সেই পক্ষিরূপকের ফল বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। কিমর্থং কিং ফলম্। তথাত্বেন পক্ষিভাবেন। তস্য পক্ষিরূপকস্য।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নন্ু ইত্যাদি। 'রূপকং কিমর্থম্' ইতি কিমর্থং—কি প্রয়োজনে? তথাত্বেন রূপকে ইতি—তথাত্বেন পক্ষিরূপে রূপণে। তস্য ফলমাহেতি তস্য—পক্ষিরূপকের ফল বলিতেছেন।

সূত্রম্—আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—অন্য প্রয়োজন কিছুই নাই, অতএব সম্যক্ চিন্তনের জন্য সেই রূপক জানিবে। ১৫।

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রয়োজনস্যান্যস্যাভাবাদাধ্যানায়ৈব রূপকোপদেশঃ কৃতঃ। আধ্যানং সম্যগনুচিন্তনম্। অয়মর্থঃ। "ব্রহ্মবিদা-

প্নোতি পরম্” ইত্যুপক্রান্তমেকং ব্রহ্ম স্বয়ংরূপত্বেন বিলাসত্বাদিনা চ দ্বেধাবতিষ্ঠতে। তচ্চ স্বয়ংভগবান্নারায়ণবাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধসংজ্ঞং স্বরূপতো গুণতো নামাদিতশ্চ বিভুচিৎসুখাত্মকং স্থূল-ধিয়ামাদৌ দুর্ব্বিভাব্যমতস্তদেকমানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষ্যাদিভাবেন রূপয়িত্বোপদিশ্যতে তেষাং সুবোধত্বায়। ইত্থঞ্চ তস্য বুদ্ধ্যারোহণে সতি বেদনশব্দোদিতং ধ্যানং সম্যগ্-ভবতি। যথা হ্যন্নময়স্য পুরুষস্যাস্য দেহস্য শিরঃপক্ষ্যাদিরূপকেণ বুদ্ধ্যা-বারোহণং “তস্যেদমেব শিরঃ” ইত্যাদিনা যথা চ প্রাণময়মনোময়-বিজ্ঞানময়ানাং তথারূপকেণ তৎ ক্রিয়তে “তস্য প্রাণ এব শিরঃ” ইত্যাদিভিঃ তথৈবৈতেভ্যোঽর্থান্তরভূতস্যানন্দময়স্য চ পুরুষস্য তেন তৎ “তস্য প্রিয়মেব শিরঃ” ইত্যাদিনা। তথাচ পঞ্চাবয়ববিশুদ্ধ-ব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাত্তেষাং সর্ব্বত্রোপসংহারো নেতি সুষ্ঠুপপাদিতম্। ন চৈকমেব ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বমিত্যমূলম্। “একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি” ইতি “একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্” ইতি “স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষঃ স আত্মা স পুচ্ছম্” ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। “শিরো নারায়ণঃ পক্ষো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সন্দেহো বাসুদেবকঃ। নারায়ণোঽথ সন্দেহো বাসুদেবঃ শিরোঽপি বা। পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা। অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্য্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দ্দনে। অতর্ক্যে হি কুতস্তর্কস্ত্বপ্রমেয়ে কুতঃ প্রমা” ইতি স্মরণাচ্চ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্য প্রয়োজনের উপলব্ধির অভাবহেতু সম্যক্ ধ্যানের জন্যই এই পক্ষিভাবে রূপক করা হইয়াছে। ‘আধ্যান’ শব্দের অর্থ সম্যক্-ভাবে চিন্তা। তাৎপর্য্য এই যে—‘ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্’ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পর-ব্রহ্মকে লাভ করেন। শ্রুতি এই বাক্যে যে এক ব্রহ্মের উল্লেখ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম স্বয়ংরূপ ও বিলাসাদিরূপ দুইভাবে নিত্য অবস্থিত। সেই

বিভু, চিৎসুখস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ংরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বিলাসরূপে নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই বিভু, চিৎ-সুখময় স্বরূপ স্বরূপতঃ, গুণানুসারে এবং নামানুসারে হইয়া থাকেন কিন্তু স্থূল-বুদ্ধি উপাসকদিগের প্রথম হইতে ঐভাবে চিন্তা দুষ্কর, এইজন্য সেই এক আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রিয়মোদাদিরূপে প্রথমে বিভাগ করিয়া পরে তাঁহার শির ও পক্ষীপ্রভৃতি রূপে রূপণ পূর্ব্বক উপদেশ (বর্ণন) সেই স্থূল-বুদ্ধি উপাসকদিগের সহজে বোধের জন্য। এই প্রকারে 'সুখময়' চিৎস্বরূপ একব্রহ্ম বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইলে পরে ব্রহ্মবিদ্ শ্রুতির অন্তর্গত যে ব্রহ্ম-বেদন তাহার বাচ্য অর্থ ব্রহ্ম-ধ্যান তাহা যথাযথভাবে হইবে ; দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যেমন অন্নময় এই জীবদেহের 'তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শির-পক্ষী ইত্যাদিরূপে রূপণ দ্বারা বুদ্ধিগোচরতা হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্ম-স্বরূপের বুদ্ধিগোচরতার জন্য ঐপ্রকার রূপণ করা হইয়াছে। আরও দেখ যেমন প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় জীবকে 'তস্য প্রাণ এব শিরঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রাণকে শিরোরূপে বুদ্ধিগোচর করা হয়, সেইপ্রকারেই শিরঃ পক্ষী ইত্যাদি হইতে পৃথক্‌ভূত পদার্থ আনন্দময় পুরুষের (ব্রহ্মের) শিরঃ পক্ষ্যাদি-রূপে 'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা রূপণ হইতে বুদ্ধিগোচরতা করা হইতেছে। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই—সেই সব প্রিয়-শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের সকল উপাসনায় উপসংহার (গ্রহণীয়তা) নহে, কারণ সেই সকল ধর্ম্ম পঞ্চাবয়ব নির্মুক্ত ব্রহ্মের কাদাচিৎক লক্ষণ, বিশেষণ নহে। ইহাই সম্যক্ যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। যদি বল, একই ব্রহ্ম পঞ্চাবয়ব-সম্পন্ন কিরূপে হইবে অতএব ঐ বাক্য প্রমাণশূন্য, ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' (পরমাত্মা) এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার 'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্' তিনি এক হইলেও বহুরূপে দৃশ্যমান, এইপ্রকার অন্য শ্রুতিও আছে—'স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ...পুচ্ছমিতি'—তিনি পক্ষীর মস্তক, তিনি দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), তিনি বামপক্ষ, তিনি আত্মা, তিনি পুচ্ছ—ইহা হইতে ব্রহ্মের পঞ্চাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে যথা—নারায়ণ সেই পক্ষীর মস্তক, প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ পক্ষ, অনিরুদ্ধ বামপক্ষ, বাসুদেব মধ্যকায়। অথবা নারায়ণ তাহার দেহ, বাসুদেব তাহার মস্তক। সঙ্কর্ষণ (বলভদ্র) তাহার

পুচ্ছ, প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ পক্ষ, অনিরুদ্ধ বামপক্ষ এইভাবে একই ব্রহ্ম পঞ্চ প্রকারে স্থিত। ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম এই অঙ্গাঙ্গিভাব লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যবশতঃ সেই ভগবান্ জনার্দ্দনে কোন বিরোধ শঙ্কনীয় নহে। যিনি তর্কের অগোচর, তাঁহাতে তর্কের অবকাশ কোথায়? যিনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অযোগ্য অর্থাৎ অপ্রমেয়, তাঁহার প্রমেয়ত্ব কোথা হইতে সম্ভব? এই সকল স্মৃতিবাক্য হইতেও জানা যায়॥ ১৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—আধ্যানায়েতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতীত্যাদি। স্বয়ংরূপত্বেনা-নন্দময়কৃষ্ণত্বেন। বিলাসত্বাদিনা নারায়ণাদিত্বেন। অনন্যাপেক্ষিমহৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যঃ স্বয়ংরূপঃ। প্রায়স্তৎসমশক্তিভৃৎ স এব বিলাসঃ। এতদ্বিবৃণোতি তচ্চেত্যাদিনা। ইত্থঞ্চেতি। তস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ। তথেতি। শিরঃ-পক্ষ্যাদিরূপকেণ বুদ্ধ্যাবারোহণং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তেন তদিতি প্রাগ্‌বৎ। তেষাং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্। ন চৈকমিতি। অমূলমপ্রমাণম্। স শির ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। স পরমাত্মৈব তত্ত্বরূপ ইত্যর্থঃ। শিরো নারায়ণ ইতি বৃহৎসংহিতায়াম্॥ ১৫॥

টীকানুবাদ—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি ভাষ্য—স্বয়ংরূপত্বেন অর্থাৎ আনন্দময় কৃষ্ণরূপে ও বিলাসত্বাদিনা—নারায়ণাদিস্বরূপে। স্বয়ংরূপ বলিতে যাঁহার মহৈশ্বর্য্য মহামাধুর্য্য অন্য নিরপেক্ষ, অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ। আবার বিলাস-শব্দের অর্থ—প্রায় তাঁর সমান শক্তিমান্। 'তচ্চ স্বয়ং ভগবান্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। ইত্থঞ্চ তস্য বুদ্ধ্যারোহণে ইতি তস্য—সেই আনন্দময় ব্রহ্মের। তথৈবৈতেভ্যঃ ইত্যাদি—অর্থাৎ শিরঃপক্ষী ইত্যাদি রূপকদ্বারা বুদ্ধিগোচরতা করা হইয়া থাকে। 'তেন তৎতস্য' তাহার দ্বারা, তৎ—পূর্ব্বের মত। ব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাৎ তেষাম্ ইত্যাদি—তেষাম্—প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের আরোপিতত্বহেতু। 'ন চৈকমেব ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বমিত্য-মূলমিতি' অমূলম্—নিষ্প্রমাণক। 'স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ' ইত্যাদি শ্রুতি চতুর্ব্বেদশিখোপনিষদে আছে। সঃ অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই যিনি তত্ত্ব-স্বরূপ। 'শিরো নারায়ণ' ইত্যাদি বাক্য বৃহৎসংহিতান্তর্গত॥ ১৫॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হইতেছে যে, আনন্দময় ব্রহ্মকে পক্ষিরূপে রূপক করিয়া বর্ণনের প্রয়োজন কি? অন্যত্র

যে আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথরূপে রূপণদ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার কারণরূপে পাওয়া যায় যে, উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ-স্থলে তাদৃশ কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। কাজেই বেদের এইরূপ ফলহীন রূপকে—যুক্তির অভাব আশঙ্কা করিলে তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে এবম্বিধ পক্ষিরূপকের ফল বলিতেছেন। যখন অন্য কোন প্রয়োজন নাই, তখন সম্যক্ অনুচিন্তনের নিমিত্তই উক্ত রূপকের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্॥
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥" (ভাঃ ৩।৯।২-৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"উপসংহারানুপসংহার প্রমাণমাহ—আত্মধ্যানার্থং হি সর্ব্বে গুণা উচ্যন্তে প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ। "জ্ঞানার্থমথ ধ্যানার্থং গুণানাং সমুদীরণা। জ্ঞাতব্যাশ্চৈব ধ্যাতব্যা গুণাঃ সর্ব্বেঽপ্যতো হরেঃ। নান্যৎ প্রয়োজনং জ্ঞানাদ্ ধ্যানাৎ কর্ম্মকৃতেরপি। শ্রবণাচ্চাথ পাঠাদ্বা বিত্তাভিঃ কিঞ্চিদিষ্যত" ইতি পরমসংহিতায়াম্। "গুণাঃ সর্ব্বেঽপি বেত্তব্যা ধ্যাতব্যাশ্চ ন সংশয়ঃ। নান্যৎ

প্রয়োজনং মুখ্যং গুণানাং কথনে ভবেৎ। জ্ঞানধ্যানসমাযোগাদ্ গুণানাং সর্ব্বশঃ ফলম্। মুখ্যং ভবেন্ন চান্যেন ফলং মুখ্যং কচিদ্ভবেৎ" ইতি বৃহত্তন্ত্রে ॥ ১৫ ॥

সূত্রম্—আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—আত্মা আনন্দময় ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দময়কে আত্ম-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করায় তাঁহার সু-বোধত্বের জন্যও পুচ্ছাদি রূপণ করা হইয়াছে জানিবে ॥ ১৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আত্মানন্দময় ইতি তস্যাত্মশব্দেন নির্দ্দেশাদাত্মনঃ পক্ষিবৎ পুচ্ছাদিকমসম্ভবীত্যতঃ সৌবোধ্যায় রূপকমাত্রং তদিত্যবগম্যতে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'আত্মানন্দময়ঃ' এই শ্রুতিতে আনন্দময়কে আত্ম-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করায় পক্ষীর মত তাঁহার পুচ্ছাদি তো হইতে পারে না, এই কারণে সহজবোধ্যতার উদ্দেশ্যে উহা রূপকমাত্র বলিয়া অবগত হওয়া যায় ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মেতি। তস্যেতি ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬ ॥

টীকানুবাদ—তস্যাত্মশব্দেনেতি—তস্য অর্থাৎ ব্রহ্মের ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও বলিলেন যে, শ্রুতিতে আত্মাকে আনন্দময় বলিয়াছেন, সেজন্যও আনন্দময় ব্রহ্ম আত্ম-শব্দেই নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং পক্ষীর মত তাঁহার পুচ্ছাদি থাকিতে পারে না; কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সহজবোধ্য করিবার জন্যই এইরূপ রূপকের উপদেশ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অর্চ্চিত্বং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ ॥" (ভাঃ ১০।৫৮।৩৮)

অর্থাৎ নগ্নজিৎ যথাবিধি পূজনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এইরূপ বলিলেন —হে জগৎপতে, নারায়ণ! আপনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, অতএব মাদৃশ ক্ষুদ্রজন আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে?

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যনুপসংহারে প্রমাণম্" ॥ ১৬ ॥

সূত্রম্—আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ—শ্রুতিতে যে আত্মন্-শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা বিভু চেতন পরমাত্মবোধক, ইতরবৎ—যেমন 'আত্মা বা ইদমেক এব অগ্র আসীৎ' ইত্যাদি বাক্যে আত্মন্-শব্দ বিভুচেতন বোধক। তাহার কারণ কি? যেহেতু উত্তরাৎ—পরবর্ত্তীবাক্য হইতে সেইরূপই বোধিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—নম্বন্যোঽন্তর আত্মা বা প্রাণময় ইত্যাদিষু জড়াণুচেতনেম্বপ্যাত্মশব্দস্য প্রয়োগাদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইত্যত্র তস্য বিভুচেতনপরত্বং কথং নিশ্চিতমিতি চেদিহোচ্যতে। তত্রাত্ম-শব্দঃ পরমাত্মানমেব বিভুচেতনং গৃহ্লাতি ইতরবৎ। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে যথা। এতচ্চ কুতঃ? উত্তরাৎ। "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদিকাদানন্দময়াত্মবিষয়া-দুত্তরস্মাদ্বাক্যাদিত্যর্থঃ। ন চানন্দময়াত্মনঃ পরমাত্মত্বাভাবে তদিদম-ভিধ্যানং সঙ্গচ্ছেত। তস্য তদসাধারণত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা এই—'অন্যোঽন্তর আত্মা বা প্রাণময়ঃ' ইত্যাদি তিনটি বাক্যে আত্মন্-শব্দের জড়, অণু ও চেতন পদার্থে প্রয়োগ থাকায় 'অন্যোঽন্তরআত্মানন্দময়ঃ' এই বাক্যে সেই আত্মন্-শব্দের বিভু ও চেতন-পরতা কিসে নির্ণয় করা হইবে? এই যদি বল, তবে ইহাতে বলিতেছেন— 'আত্মগৃহীতিরিত্যাদি' তথায় অর্থাৎ 'অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ' এই বাক্যে গৃহীত আত্মন্-শব্দ বিভুচেতনস্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝাইবে। যেমন "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রআসীৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত আত্মন্-শব্দ বিভু

চেতন পরমাত্মাকে বুঝায় সেইরূপ। ইহার কারণ এই—"সোঽকাময়ত বহুস্যাম্" তিনি কামনা করিলেন, আমি বহুরূপে ব্যক্ত হইব—এই পরবর্ত্তী বাক্যে আনন্দময় আত্মাকে অধিকার করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, এই তাৎপর্য্য। যদি আনন্দময় আত্মাকে পরমাত্মা না বলা হইত, তবে ঐ জগদ্রূপে আবির্ভাবের সঙ্কল্প অসঙ্গত হইত, যেহেতু ঐ অভিধ্যান কেবল পরমাত্মনিষ্ঠ, তাঁহার অসাধারণ শক্তিত্বহেতু ॥ ১৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আত্মগৃহীতিরিতি। ইত্যাদিষ্বিতি ত্রিষু বাক্যেষ্বিত্যর্থঃ। জড়াণুচেতনেষ্বিতি প্রাণময়াদিষু ত্রিষ্বিত্যর্থঃ। অন্নরসময়স্যাত্মেতি বিশেষণাভানাৎ তং বিহায় প্রাণময়াদীনাং গ্রহণম্। প্রাণময়াদ্যৌ জড়ৌ বিজ্ঞানময়স্ত্বণুচেতনঃ। নম্ন মনোময়ঃ কথং জড়স্তস্য যজুরাদ্যঙ্গত্বাৎ যজুরাদের্ব্রহ্মাত্মকত্বসিদ্ধান্তাদিতি চেদুচ্যতে। তত্র হি যজুরাদিধারিকাস্তদাবির্ভাবভূময়ো মনোবৃত্তয় এব তত্তচ্ছব্দৈর্গ্রাহ্যাঃ। তাভিঃ সহ যজুরাদ্যভেদ উপচরিতঃ। ততশ্চ প্রাণমনঃশব্দাভ্যাং স্বচশ্ছন্দসীতি বিকারে ময়ট্ স্যাদবয়বে বেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। তস্যেত্যাত্মশব্দস্য। তত্রেত্যানন্দময়বাক্যে। তদিদং জগদ্রূপতয়াবির্ভাবসঙ্কল্পনম্। তস্যেতি। তদভিধ্যানস্য পরমাত্মমাত্রনিষ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৭॥

টীকানুবাদ—আত্মগৃহীতিরিত্যাদি সূত্রে 'নম্বন্যোঽন্তর' ইত্যাদিষু ইতি ইত্যাদি তিনটি বাক্যে। জড়াণুচেতনেষু ইতি কোন বাক্য জড়কে, কেহ অণুকে, আবার কেহ চেতনকে বুঝাইতেছে, প্রাণময়াদি তিনটি বাক্যই তাহার প্রকাশক। অন্নরসময় শরীরকে আত্মন্-শব্দে বিশেষিত করা হয় নাই; এ-জন্য তাহাকে ছাড়িয়া প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন আত্মাই গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাণময় ও মনোময় আত্মা জড়, বিজ্ঞানময় কিন্তু অণুপরিমাণ চেতন। যদি বল, মনোময় আত্মা জড় কিরূপে হইবে? তাহা যে যজুঃ প্রভৃতির অঙ্গ (মনোযজুঃ প্রপদ্যে ইতি শ্রুতি) যজুঃ প্রভৃতির ব্রহ্মস্বরূপতা অবধারিত আছে (ব্রহ্ম স্বরূপ হইলেই উহা চেতন হইবে), এই যদি বল, তাহাতে বলা হইতেছে, সেই যজুরাদি বাক্যে মনস্ প্রভৃতি শব্দগুলি দ্বারা যজুঃ প্রভৃতির ধারক অর্থাৎ আধার, ব্রহ্মের আবির্ভাবক্ষেত্র মনোবৃত্তিগুলিই গ্রহণীয় অর্থাৎ মনোবৃত্তির সহ যজুঃ প্রভৃতির অভেদার্থে প্রয়োগ উপচরিত অর্থাৎ লাক্ষণিক। অতএব

প্রাণময় মনোময়-শব্দে যে প্রাণ ও মনস্ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে বিকারার্থে ময়ট্ অথবা 'অবয়বে চ প্রাণ্যোষধি-বৃক্ষেভ্যঃ' এই সূত্রে অবয়বার্থে ময়ট্। অতএব কিছুই মন্দ নহে। তস্য বিভুচেতনপরত্বমিতি—তস্য—আত্মন্-শব্দের, তত্রাত্মশব্দঃ—পরমাত্মানমেবেতি—তত্র—আনন্দময়-বোধক শ্রুতিতে। তদিদমভিধ্যানং ইতি—তদিদং—পরব্রহ্মের জগদ্রূপে আবির্ভাবের সঙ্কল্প। তস্য তদসাধারণত্বাদিতি—তস্য—সেই অভিধ্যান একমাত্র পরমাত্মনিষ্ঠ এই হেতু ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার আত্মন্-শব্দে পরমাত্মাকেই যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা পরবর্ত্তী শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন।

কেহ যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে—'অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ' (২।২।৩), 'অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ' (২।৩।২), 'অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ' (২।৪।১) তার পরে আছে—'অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ' (২।৫।১) সুতরাং পূর্ব্বে যথাক্রমে আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া অবশেষে আত্মা আনন্দময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই আত্মন্-শব্দ যে পরমাত্মবিষয়ক তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যায়? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—'ইতরবৎ' অর্থাৎ অন্যত্র যেমন, ঐতরেয় শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (১।১।১), এস্থলে যেরূপ আত্মন্-শব্দে পরমাত্মাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ পরমাত্মার গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বল, এরূপ অর্থের কারণ কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন, 'উত্তরাৎ' অর্থাৎ বাক্যশেষ হইতে। যেমন তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পরবর্ত্তী বাক্যে পাই "সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (২।৬।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪১)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"ন চানন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেত্যুক্তিবিরোধঃ। যতঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতিবিদেবাত্মশব্দগৃহীতিঃ। অত্র হেতে সর্ব্ব একো ভবন্তী-ত্যুত্তরাৎ। আনন্দানুভবত্বাচ্চ নির্দ্দোষত্বাচ্চ ভণ্যতে। নিত্যত্বাচ্চ তথাত্মেতি বেদবাদিভিরীশ্বর ইতি বৃহত্তন্ত্রে ॥ ১৭ ॥

সূত্রম্—অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ—'অন্বয়াদিতি চেৎ'—যদি বল, উত্তর বাক্য হইতে আত্মন্-শব্দের বিভুচেতনার্থ নিশ্চয় করা যায় না। যেহেতু জড়, অণুপরিমাণ, চেতনেই আত্মন্-শব্দের প্রয়োগ হয়, এই যদি বল, তাহা নহে; 'স্যাৎ'—এই বিভু-চেতনার্থ নিশ্চয় হইবেই। কি কারণে? অবধারণাৎ—পূর্ব্বশ্রুতিতে সেই বিভুচেতনেরই অবধারণ যেহেতু আছে ॥ ১৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ননূত্তরবাক্যাত্তত্রাত্মশব্দেন বিভুচেতনো নিশ্চেতুং ন শক্যতে। পূর্ব্বত্র প্রাণময়াদিষু জড়াণুচেতনেষ্বাত্ম-শব্দান্বয়াদিতি চেৎ স্যাৎ তত্রাত্মশব্দেন বিভুচেতনস্য পরমাত্মনো নিশ্চয়ঃ স্যাদেব। কুতঃ? অবেতি। পূর্ব্বং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইতি তস্যৈব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ। ইতরথানন্দময়বিষয়কমভিধ্যান-বচনং পীড্যেত। প্রাণময়াদিষ্বাত্মস্ববতীর্ণাঽপি পূর্ব্বাবধারিতা পরমা-ত্মবুদ্ধিরানন্দময় এব বিশ্রাম্যতি। তদন্যস্যাত্মনোঽনিরূপণাৎ। তস্মাদরুন্ধতীদর্শনন্যায়মাশ্রিত্য পূর্ব্বপূর্ব্বপরিত্যাগেনোত্তরত্রৈব তস্মিং-স্তদ্বুদ্ধেঃ পর্য্যবসিতিরত উত্তরস্মাদ্বাক্যাত্তস্য তৎপরত্বং নিশ্চেয়মিতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা এই—'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্য হইতে 'অন্যোঽন্তর আত্মা' এই শ্রুত্যুক্ত আত্মন্-শব্দের দ্বারা বিভুচেতন অর্থ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না; কেননা, পূর্ব্বে প্রাণময়াদি শ্রুতিতে প্রাণময়াদি শব্দে জড়, অণু ও চেতনেই আত্ম-শব্দের অনুবৃত্তি আছে, এই যদি বল, তাহা নহে; 'স্যাৎ'—তত্রোক্ত আত্মন্-শব্দের দ্বারা বিভুচেতন

পরমাত্মারই নিশ্চয় হইবে। কারণ কি? 'অবধারণাৎ' যেহেতু পূর্ব্বে 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' এই শ্রুতিতে সেই পরমাত্মারই বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে। যদি তাহা না বলা যায়, তবে আনন্দময় ব্রহ্মের বহুরূপে অভিব্যক্তির সঙ্কল্প-কথন বাধিত বা বিরুদ্ধ হইবে। যদিও প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আত্মাতে পরমাত্মবুদ্ধি পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলেও আনন্দময় আত্মাতে ঐ পরমাত্মবুদ্ধির চরম বিশ্রান্তি জানিবে। তাহার কারণ তদ্‌ভিন্ন (আনন্দময়াতিরিক্ত) আত্মার কোন নিরূপণ নাই। অতএব অরুন্ধতী দর্শনবৎ—অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শনের ন্যায় পূর্ব্বপূর্ব্ব ধারণা ছাড়িয়া চরমোক্ত আনন্দময় আত্মাতে পরমাত্মবুদ্ধির পর্য্যবসান জ্ঞাতব্য। অতএব উত্তরবাক্য হইতে আত্মন্-শব্দের পরমাত্মবোধকত্ব নির্ণয় করিতে হইবে, সুতরাং সমস্তই নির্দ্দোষ হইতেছে॥ ১৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্বয়াদিতি। নন্বিতি। উত্তরবাক্যাৎ সোঽকাময়তেত্যাদেঃ। তত্রানন্দময়বাক্যে। তদন্যস্যানন্দময়ভিন্নস্য॥ ১৮॥

টীকানুবাদ—অন্বয়াদিত্যাদি সূত্রে—নন্‌ত্তরবাক্যাদিত্যাদি ভাষ্যে—উত্তরবাক্যাদিতি—'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' ইত্যাদি বাক্য হইতে। তত্রাত্মশব্দেনেতি—তত্র অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্মবোধক বাক্যে। 'তদন্যস্যাত্মনোঽনিরূপণাৎ ইতি—তদন্যস্য'—আনন্দময় ভিন্ন আত্মার॥ ১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে যদি কেহ এরূপ বলেন যে, প্রথমোক্ত অন্নময়াদি অনাত্ম-বিষয়ে আত্মন্-শব্দের অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ বা প্রয়োগ দেখা যায়, সুতরাং কেবল উত্তর বাক্যানুসারে—পরমাত্মা-অর্থ নিশ্চয় করা যায় না। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—আত্মন্-শব্দে এখানে বিভুচেতন পরমাত্মাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে হইবে। কারণ 'অবধারণাৎ' অর্থাৎ সেইরূপ অবধারণ আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাওয়া যায়, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (২।১।৩) এই বাক্যে আত্মন্-শব্দে পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, 'প্রাণময়ে', 'মনোময়ে', 'বিজ্ঞানময়ে', পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়া অবশেষে 'আনন্দময়ে' সেই পরমাত্মবুদ্ধি পর্য্যবসান লাভ করিয়াছে। কারণ ইহার পর আর এ-বিষয়ে

কোন কথাই নাই। অতএব ইহা চরম সিদ্ধান্ত। পরবর্ত্তী "সোঽকাময়ত" (তৈত্তিরীয় ২।৬।২) বাক্যে আত্মন্-শব্দে পরমাত্মা-অর্থ নিশ্চিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, উপক্রমেও আত্মন্-বিষয়ে পরমাত্মবুদ্ধির জন্যই আত্মন্-শব্দের সম্বন্ধ। সুতরাং উত্তর বাক্য হইতে উক্ত শব্দের পরমাত্মপরত্ব অবধারণ করাই যুক্তিযুক্ত অতএব এই সমস্তই নির্দ্দোষ।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে এ-স্থলে অরুন্ধতী-দর্শনন্যায়-আশ্রয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোঽগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রদ্ভির্মায়াবৃত্তিভিরীয়তে ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৩১)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বগুণানামন্বয় আত্মশব্দে ভবতি। আত্মব্যাপ্তেরাত্মশব্দঃ পরমস্য প্রযুজ্যতে ইতি বচনাদিতি চেৎ সত্যং স্যাচ্চৈবং আত্মেত্যেবেত্যবধারণাৎ, অন্যথা সর্ব্বোপসংহারবচনবিরোধঃ।" ॥ ১৮ ॥

শ্রীহরির পিতৃত্বাদি ধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ।

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ পিতৃত্বাদীন্ ধর্ম্মানুপসংহর্ত্তুমারভতে। "মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌গতির্নারায়ণঃ" ইতি শ্রূয়তে। জিতন্তে স্তোত্রেঽপ্যেবং স্মরন্তি "পিতা মাতা সুহৃদ্বন্ধুর্ভ্রাতা পুত্রস্ত্বমেব মে। বিদ্যা ধনঞ্চ কামশ্চ নান্যৎ কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা" ইত্যাদ্যেঽধ্যায়ে। "জন্মপ্রভৃতি দাসোঽস্মি শিষ্যোঽস্মি তনয়োঽস্মি তে। ত্বঞ্চ স্বামী গুরুর্মাতা পিতা চ মম মাধব" ইতি মধ্যেঽন্তে চ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। পিতৃত্বপুত্রত্বসখিত্বস্বামিত্বরূপং ধর্ম্মজাতং ভগবতি চিন্ত্যং ন বেতি। আত্মেত্যেবোপাসীতেতি শ্রুতের্ন চিন্ত্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর শ্রীহরির পিতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উপাস্যতার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। শ্রুতিতে পাওয়া যায়—

'মাতা পিতা ভ্রাতা···নারায়ণঃ' শ্রীনারায়ণ জীবের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আশ্রয়, রক্ষক, বন্ধু ও গতিস্বরূপ। 'জিতন্তে' স্তোত্রেও এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যথা 'পিতা মাতা···কিঞ্চিৎত্বয়া বিনা' হে ভগবন্! তুমিই আমার পিতা, মাতা, সুহৃৎ, আত্মীয়, ভ্রাতা ও পুত্র। বিদ্যা, ধন-সম্পত্তি, ভোগ্য বস্তু এই সকল কিছুই তোমা ব্যতীত হয় না। ইহা প্রথম অধ্যায়ে আছে। আবার 'জন্ম প্রভৃতি দাসোঽস্মি···মাধব'। হে মাধব! জন্ম প্রভৃতি আমি তোমার দাস, আমি তোমার শিষ্য, তোমার পুত্র, তুমি আমার ইষ্টদেবতা, গুরু, মাতা ও পিতা এই কথা মধ্যম অধ্যায়ে ও অন্তিম অধ্যায়েও আছে। এই বিষয় বাক্যের উপর এইরূপ সংশয় হইতেছে— শ্রীভগবানে পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, সখিত্ব, স্বামিত্বরূপ ধর্ম্মসমূহ চিন্তনীয় হইবে কি না? পূর্ব্বপক্ষী তাহার প্রতিবাদে বলেন—না, তাহা চিন্তনীয় নহে; যেহেতু 'আত্মেত্যেবোপাসীত' কেবল আত্মভাবেই উপাসনা করিবে, এইরূপ শ্রুতি আছে। এই মতের বিরুদ্ধে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র হরৌ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামনুপসংহার্য্যত্বং তস্য পক্ষিরূপত্বাভাবাদিত্যুক্তম্। তদ্বৎ তত্র পিতৃত্বাদীনামপি তদস্তু। পিত্রাদি-শব্দানাং লোকবদিহ মুখ্যার্থত্বাভাবাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। অথ পিতৃত্বাদীনিতি। মাতেত্যাদিকং ব্যাখ্যাতং প্রাক্। পিতেত্যাদের্বিধিবর্ত্তি-নাময়মর্থঃ। পিতা তদ্বদুৎপাদকো হিতপ্রবর্ত্তকশ্চ। মাতা তদ্বদুল্লাসার্থং বহু-ব্যাপারকৃৎ হিতপ্রবর্ত্তনশীলশ্চ। সুহৃন্নিত্যহিতেচ্ছুঃ। বন্ধুর্বিপদি সম্পদি চ সহায়ঃ। ভ্রাতা তদ্বৎ পক্ষপাতী। পুত্রস্তদ্বদুল্লালনীয়ো নিরয়নিবারকঃ সময়ে রক্ষকশ্চ। বিদ্যা ধনঞ্চেতি। তদ্বদভ্যসনীয়ো গোপনীয়শ্চ। কামো বিষয়ো রূপরসাদিস্তদ্বৎ স্পৃহণীয়ঃ। স্বামী নিজেষ্টদৈবতম্। গুরুরজ্ঞানবিনাশী। "গু-শব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে" ইত্যুক্তেঃ। নারায়ণব্যূহস্তবে চৈতে ভাবা উক্তাঃ। "পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ" ইতি। সুহৃন্নিরপেক্ষহিতকৃৎ। মিত্রং সহবিহারী। আত্মেত্যেবেতি। অত্রৈবকার আত্মত্বমাত্রং ধর্ম্মং চিন্ত্যং দর্শয়ংস্তদিতরদ্গুণবৃন্দং নিবর্ত্তয়তি। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীভগবানের পক্ষিরূপতার অভাব হেতু—প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের উপাস্যতা নহে, সেই

প্রকার তাঁহাতে পিতৃত্বাদি ধর্ম্মেরও উপাস্যতা না থাকুক, কারণ শ্রীভগবানে প্রযুক্ত পিতৃ প্রভৃতি শব্দের লৌকিক অর্থের মত মুখ্যার্থতা নাই, এইরূপ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি দ্বারা এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন—'অথ পিতৃত্বাদীন্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা; 'মাতা পিতা' ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এক্ষণে 'পিতা মাতা' ইত্যাদি বাক্যের বিধেয়ান্তঃপাতী পিতৃপ্রভৃতি শব্দের এই অর্থ—পিতা যেমন পুত্রের উৎপাদক ও হিতে প্রবৃত্তিজনক শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ। মাতা—তিনি যেমন পুত্রের আনন্দদানার্থ বহু কার্য্যকারিণী এবং হিতে প্রবর্ত্তন-শীলা, সেইরূপ; সুহৃৎ—নিত্যহিতকামী, বন্ধু—বিপদে ও সম্পদে সহায়, ভ্রাতা—ভ্রাতার মত পক্ষপাতী, পুত্র—অর্থাৎ পুত্রের মত—পিতা কর্ত্তৃক উল্লালনীয় ও নরক-নিবারক, বৃদ্ধ বয়সে রক্ষক। বিদ্যা ও ধনস্বরূপ অর্থাৎ বিদ্যার মত সর্ব্বদা অভ্যসনীয় ও ধনের মত গোপনীয়। কাম অর্থাৎ রূপরসাদি ভোগ্যবস্তু, ইহার মত শ্রীভগবান্ স্পৃহণীয়। তিনি স্বামী—নিজ ইষ্টদেবতা। গুরু অর্থাৎ অজ্ঞান-বিনাশক, যেহেতু গুরুশব্দের ব্যুৎপত্তিতে বলা আছে—'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, আর 'রু' শব্দের অর্থ তাহার নিবারক অতএব অজ্ঞানান্ধকার নিবর্ত্তকত্বহেতু গুরু-শব্দে সংজ্ঞিত হন। নারায়ণ ব্যূহস্তবেও এই পিতৃত্বাদি ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, যথা—'পতিপুত্র…নমো নমঃ'। যাঁহারা সর্ব্বদা একনিষ্ঠ হইয়া শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা, পিতার মত ধ্যান করেন এবং মিত্রের মত চিন্তা করেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশে এখানে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম। এই বাক্যোক্ত সুহৃৎ-শব্দের অর্থ, যিনি নিরপেক্ষ-ভাবে হিতকারী, মিত্র—এক সঙ্গে বিহারকারী। 'আত্মেত্যেবোপাসীত' ইতি এই শ্রুত্যন্তর্গত 'এব' শব্দটি শ্রীভগবানের কেবল আত্মত্ব-ধর্ম্মই উপাস্য বলিয়া তদ্‌ভিন্ন গুণবৃন্দের অনুপাস্যতা প্রকাশ করিতেছে। এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উপর সূত্রকারের প্রত্যুক্তি—

কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্

সূত্রম্—কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বে পূর্ণানন্দত্বাদি উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই পিতৃত্বাদি ধর্ম্ম

অপূর্ব্ব হইলেও উপাস্য। কারণ—'কার্য্যাখ্যানাৎ' যেহেতু এই শ্রুতিতে—তাঁহার কার্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বং পূর্ণানন্দত্বাদি। তৎসদৃশমপূর্ব্বং পিতৃত্বাদি। তচ্চিন্ত্যমেব তত্তদুপাসকৈঃ। কুতঃ? কার্য্যাখ্যানাৎ। কার্য্যস্য তত্তদ্ভাববশ্যতালক্ষণস্য ফলস্য ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যমিত্যনেনাভিধানাদিত্যর্থঃ। আহ চৈবং শ্রীভগবান্। "যেষামহং প্রিয়-আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" ইতি। তস্মাৎ পূর্ণানন্দত্বাদিবৎ পিতৃত্বাদিকমপি তস্মিন্ বিচিন্ত্যং ভাবুকৈঃ। আত্মেত্যেবেত্যেতত্তু প্রাগেব সমাহিতম্॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বং—পূর্ব্বোক্ত পূর্ণানন্দত্বাদি ধর্ম্মের মত পিতৃত্বাদি, ইহা পূর্ব্বে উক্ত না হইলেও সেই সেই উপাসকগণ কর্ত্তৃক চিন্তনীয়ই জানিবে। ইহার কারণ—কার্য্যাখ্যানাৎ—যেহেতু সেই ভাবে উপাসনার কার্য্য অর্থাৎ সেই সেই ভাবে ভক্ত-বশ্যতারূপ ফল 'ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্' শ্রীভগবান্ অনীড় নামক ভাবগ্রাহ্য বস্তু, এই বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে—এই অর্থ। এই-রূপই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাহাদিগের আমি আত্মা, স্বামী, সখা—রহস্য গোপনের স্থান, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্, ইষ্টদেবতাস্বরূপ। অতএব সিদ্ধান্ত এই—শ্রীভগবানে যেমন পূর্ণানন্দত্বাদি ধর্ম্ম ধ্যেয় সেইরূপ পিতৃত্বাদিও উপাসকগণ ধ্যান করিবেন। তবে যে 'আত্মেত্যেব' এই 'এব' কারদ্বারা অন্য ভাবের নিষেধ আশঙ্কিত হয়, তাহারও সমাধান পূর্ব্বেই হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কার্য্যেতি। যেষামিতি শ্রীভাগবতে কপিলদেববাক্যম্। আত্মাঽহং যেষাং প্রিয়াদিরূপঃ। প্রিয়ঃ কান্তঃ। সখা রহস্যযোগ্যঃ। উক্তার্থমন্যৎ। প্রাগেবেতি। অন্যথাত্বং শব্দাদিত্যস্য ব্যাখ্যানে ॥ ১৯ ॥

টীকানুবাদ—'কার্য্যাখ্যানাদিত্যাদি' সূত্রে যেষামিত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্-ভাগবতে কপিলদেবের উক্তি। ইহার অর্থ—আমি যাহাদিগের আত্মা ও প্রিয়াদিস্বরূপ। প্রিয় অর্থাৎ স্বামী, কান্ত, সখা—রহস্য বলিবার যোগ্য-পাত্র। অন্যান্য পদের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাগেব সমাহিতমিতি—প্রাগেব—অর্থাৎ—'অন্যথাত্বং শব্দাৎ' এই সূত্রের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর শ্রীহরির পিতৃত্বাদি ধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ করিতেছেন। শ্রুতি শ্রীভগবান্‌কে মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ-স্থলে যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, শ্রীভগবানে পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, সখিত্ব, স্বামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ চিন্তনীয় কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—যখন শ্রুতিতে 'আত্মারই উপাসনা করিবে' বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তখন অন্যভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—

পূর্ব্বোক্ত পূর্ণানন্দত্বাদির সদৃশ এই পিতৃত্বাদি ধর্ম্মও পরবর্ত্তী সুতরাং উপাসকগণ কর্ত্তৃক চিন্তনীয়; কারণ 'কার্য্যাখ্যানাৎ' অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ভাব-গ্রাহ্য—এই বাক্যে তাঁহার ভাববশ্যতা-লক্ষণ ফলের অভিধান শ্রুত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের এই শ্লোকের টীকায় পাই,—

"যেষামহং প্রিয়ঃ" ইতি প্রেয়সীভাববতাম্। আত্মেতি শান্তভক্তানাম্। সুত ইতি বাৎসল্যভাববতাম্। সখেতি সখ্যবতাম্। গুরুরিতি দাস্যবিশেষ-বতাম্। সুহৃদ ইতি বহুত্বমার্ষং সখ্যভেদবতাম্। ইষ্টং দৈবমিতি দাস্যভাব-বতাম্। তথা চোক্তং নারায়ণ ব্যূহস্তবে—"পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ" ইতি, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেরপি। যং প্রিয়ত্বেন বা পিতৃত্বেন ভ্রাতৃত্বেন বা সখিত্বেন বা পুত্রভৃত্যাদিত্বেন বা বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যর্থো বেদিতব্য ইতি রাগানুগায়াঃ স্বাভাবিক্যা ভক্তেরুদাহরণং জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" (গীঃ ৯।১৭)

শ্রীঅর্জ্জুনও বলিয়াছেন—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য" (গী: ১১।৪৩)

"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্" (গী: ১১।৪৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"অলৌকিকা স্তস্য গুণা হ্যুপাস্যাঃ অলৌকিকং মুক্তিকার্য্যং যতোঽস্যেতি কার্য্যাখ্যানাদন্যত্রাদৃষ্টা এব গুণা উপাস্যাঃ।" ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মের বিগ্রহত্বরূপ ধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ হইতেছে—

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বিগ্রহত্বং ব্রহ্মণ্যুপসংহর্ত্তুমারভতে। "আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি ক্বচিৎ পঠ্যতে। ক্বচিত্তু "তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং" তদিহ শ্লোকা ভবন্তি "সৎপুণ্ডরীক" ইত্যাদি "চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ" ইত্যন্তম্। ইহ সংশয়ঃ। আত্মমাত্রত্বেনাত্মবিগ্রহত্বেন বোপাসনয়া মুক্তিরিতি। কিং প্রাপ্তম্। আত্মমাত্রত্বেনোপাসনয়েতি। তস্যৈবৈকরস্যাৎ। একরসাত্মোপাসনয়া খলু মুক্তিরুক্তা। বিগ্রহস্য তু মিথো বিলক্ষণচক্ষুরাদিবৈশিষ্ট্যেনানৈকরস্যান্নাসৌ তদুপাসনয়েত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মে বিগ্রহরূপতা ধ্যানের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে, শ্রুতিতে কোথায়ও—'আত্মেত্যেবোপাসীত' আবার কোথায়ও 'আত্মানমেব লোকমুপাসীত' এই আত্মারই উপাসনা করিবে এই পঠিত হইতেছে, আবার কোন শ্রুতিতে—'তদু হোবাচ··· কল্পদ্রুমাশ্রিতম্'—হিরণ্যগর্ভ—সেই ব্রহ্মকে এইরূপ বলিয়াছেন, তিনি গোপাল-বেশী, নবজলধর শ্যাম, তরুণ বয়স্ক, কল্পদ্রুমাশ্রয়ী। এ-বিষয়ে 'সৎপুণ্ডরীক-নয়নম্' ইত্যাদি ও 'চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ' তিনি প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মলোচন ইত্যাদি রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ধ্যান করিলে

সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এ-বিষয়ে সংশয় এই—আত্মমাত্ররূপে উপাসনায় মুক্তি হইবে? অথবা বিগ্রহরূপে আত্মার ধ্যানে মুক্তি হইবে? সিদ্ধান্তী প্রশ্ন করিতেছেন—তোমরা এ-বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত কর—উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আত্মমাত্ররূপে উপাসনা দ্বারা মুক্তি হইবে। কারণ কি? যেহেতু সেই আত্মার সর্ব্বদা একরসত্ব। শ্রুতি দ্বারা একরস আত্মার উপাসনায় মুক্তি অভিহিত হইয়াছে এই জন্য, কিন্তু বিগ্রহের উপাসনায় নহে, কারণ তাহার একরূপতা নাই, পরস্পর চক্ষুঃ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য হেতু;—এইরূপ মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পিতৃত্বাদিকং ব্রহ্মণি প্রাগুক্তং তদস্তু তস্যোক্তরূপতয়া তস্মিন্ সম্ভবাৎ বিগ্রহত্বস্তু মাস্তু বিগ্রহবত্ত্বেনাননুভবাদুক্তেশ্চেতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথেতি। সৎপুণ্ডরীকেত্যাদি। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্। গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্। কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্" ইত্যাদি পদাৎ পূর্য্যম্। পক্ষদ্বয়ে ফলন্তু ভাব্যম্। তস্যৈবাত্মনঃ। মুক্তিরুক্তেতি। "একধৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ। অসৌ মুক্তিঃ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে ব্রহ্মে যে পিতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হউক, যেহেতু শ্রীভগবানের পিতৃ-প্রভৃতি রূপতা আছে অতএব তাঁহাতে ঐ উক্তি সম্ভব, কিন্তু বিগ্রহরূপতা না হউক, যেহেতু বিগ্রহবান্ বলিয়া তাঁহাকে কেহ দেখে নাই এবং উক্ত মুক্তি-অনুসারেও বিগ্রহবত্ত্ব সম্ভব নহে—এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ বলিতেছেন—'অথ বিগ্রহত্বম্' ইত্যাদি গ্রন্থ। সৎপুণ্ডরীকেত্যাদি শ্লোক, যথা—পরমেশ্বর বিকসিতপদ্মপলাশলোচন, নবনীরদাভ, বিদ্যুৎপীতাম্বর, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালী, গোপ, গোপী ও গোবৃন্দে বেষ্টিত, কল্পদ্রুমতলে বর্ত্তমান, দিব্য অলঙ্কারে শোভিত, রক্ত পদ্মাসীন এবং যমুনাজলের তরঙ্গ-সংপৃক্ত বায়ুদ্বারা সেবিত, ইহা আদি পদে পূরণীয়। পূর্ব্বপক্ষীর উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্তীর উদ্দেশ্য স্বয়ং চিন্তনীয়। তস্যৈবৈকরস্যাদিতি তস্যৈব—আত্মার। মুক্তিরুক্তেতি—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই জগতে বহু

কিছুই নাই এক ব্রহ্মই সব, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা এক আত্মরূপেই তাঁহাকে দেখা উচিত ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। নাসৌ তদুপাসনয়েতি—অসৌ—ঐ মুক্তি। এবং প্রাপ্তে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকারের উক্তি—

সমানাধিকরণম্

সূত্রম্—সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—'এবঞ্চ'—এইরূপ হইলেও অর্থাৎ চক্ষুরাদির পার্থক্য থাকিলেও তিনি 'সমান এব' সেই শ্রীভগবান্ একরূপই ; কারণ ? 'অভেদাৎ'—আত্মার চক্ষুরাদির সহিত কোন ভেদ নাই ॥ ২০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপ্যর্থে চ-শব্দঃ। এবমপি চক্ষুরাদীনাং বৈলক্ষণ্যেন ভানেঽপি সমান একরসঃ স এব হিরণ্যপ্রতিমাদিবদ্ভগবান্ বোধ্যঃ। কুতঃ ? অভেদাৎ। চক্ষুরাদীনামাত্মানতিরেকাদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিগ্রহভূতাত্মোপাসনয়ৈব মোক্ষঃ। এবঞ্চ চিন্তয়ংশ্চেতসেত্যাদিবাক্যব্যাকোপঃ। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইতি স্মৃতিস্তু বৈচিত্র্যা বিভাতস্য তদ্বিগ্রহস্যৈকরস্যমাহ। অব্রূপবদিত্যনেন চিন্তিতমপ্যেতদ্বিধান্তরেণ চিন্তিতম্। কৃপালুরাচার্য্যো দুষ্প্রবেশমর্থমসকৃদ্বিমৃশতি সুপ্রবেশত্বায় ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি অপি অর্থে—এইরূপ হইলেও অর্থাৎ চক্ষুরাদির বিশেষভাবে (পৃথক্ পৃথগ্ রূপে) প্রতীতি হইলেও তিনি 'সমান এব' একরসই (একস্বরূপ), স্বর্ণাদি প্রতিমা যেমন বিভিন্নভাবে প্রতীত হইলেও সেই একই অর্থাৎ হিরণ্ময়ই, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কেও জানিবে। কারণ কি ? 'অভেদাৎ' ব্যক্তি ভেদ নাই অর্থাৎ চক্ষুরাদির আত্মা হইতে পার্থক্য নাই,—এই তাৎপর্য্য। অতএব সিদ্ধান্ত এই—বিগ্রহস্বরূপ আত্মার উপাসনা দ্বারাই মুক্তি হইবে। এইরূপ স্বীকার না করিলে অর্থাৎ

বিগ্রহভূত আত্মার উপাসনা দ্বারা মুক্তি না মানিলে 'চিন্তয়ংশ্চেতসা' তাঁহাকে চিত্তদ্বারা এইরূপ ধ্যান করিলে ইত্যাদি বাক্যের বিরোধ হইবে। তবে যে 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য আছে, তাহার তাৎপর্য্য—নানাভাবে প্রতিভাত তাঁহার বিগ্রহের এক সত্য, আনন্দাদিরূপত্ব। আবার 'অরূপবৎ' তিনি রূপহীন এই উক্তি দ্বারা চিন্তিত ব্রহ্মপদার্থ এই প্রকার হইলেও প্রকারান্তরে তাঁহার চিন্তা প্রতিপাদন করিয়াছে। জীবে কৃপালু আচার্য্য বেদব্যাস দুর্ব্বোধ এই ব্রহ্ম-তত্ত্বকে পুনঃপুনঃ বিচার করিতেছেন, যাহাতে সুখবোধ্য হয়—এই উদ্দেশ্যে ॥ ২০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমান ইতি। হিরণ্যেতি। আদিশব্দাদ্বহুবর্ণৈকপুষ্পৈক-বর্ণৈক-কৌশেয়সূত্রনির্ম্মিতচিত্রাম্বরচন্দ্রকা গ্রাহ্যাঃ। এবং তেনৈকধৈবেত্যাদি বাক্যং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চেতি বিগ্রহভূতাত্মোপাসনয়া মোক্ষানঙ্গীকারে সতীত্যর্থঃ। সত্যেতি শ্রীভাগবতে। নন্থ ব্রহ্মণো বিগ্রহবত্ত্বনিরূপণং পুনরুক্তং প্রাগুক্তেরিতি চেৎ তত্র সমাদধদাহ অরূপবদিতি ॥ ২০ ॥

টীকানুবাদ—'সমান এবঞ্চেতি' সূত্রে, 'হিরণ্যপ্রতিমাদিবৎ' ইত্যাদি ভাষ্যে, হিরণ্য প্রতিমাদির মত, আদি-পদের দ্বারা বহুবর্ণ বিশিষ্ট একই পুষ্প, আবার একবর্ণে এককৌম সূত্রে নির্মিত বিচিত্র বস্ত্রের কথা জ্ঞাতব্য। ইহার দ্বারা তিনি 'একধৈব' একপ্রকারই এই বিরুদ্ধ উক্তিরও মীমাংসা হইল। 'এবঞ্চ চিন্তয়ং শ্চেতসেতি'—এবঞ্চ—অর্থাৎ বিগ্রহভূত আত্মার উপাসনায় মুক্তি স্বীকার না করিলে। সত্যজ্ঞানানন্তেত্যাদি—বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতধৃত। যদি বল, ব্রহ্মের বিগ্রহবত্তা-নিরূপণ পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট, যেহেতু পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে সমাধানকারী ভাষ্যকার বলিতেছেন, অরূপবদিত্যাদি ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে ব্রহ্মের বিগ্রহরূপত্ব ধ্যানের নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। কোন শ্রুতিতে 'আত্মারই উপাসনা করিবে' আবার কোথাও 'আত্মলোকেরই উপাসনা করিবে' ইত্যাদি পঠিত হইয়া থাকে। আবার কোথায়ও গোপালবেশ, নবজলধরশ্যামবর্ণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত, সৎ-

পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিলে জীব সংসার হইতে মুক্ত হয়, ইত্যাদি বাক্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, শ্রীভগবান্‌কে আত্মমাত্ররূপে উপাসনায় মুক্তি হয়? কিংবা আত্ম-বিগ্রহরূপে উপাসনায় মুক্তি হয়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আত্মা এক রস বা একরূপ, সুতরাং শ্রুতির মতে তাঁহার উপাসনায় মুক্তিলাভ হয় বলিয়া একরস আত্মারই উপাসনা করা উচিত। শ্রীভগবানের বিগ্রহসমূহ পরস্পর বিলক্ষণ, আবার বিভিন্ন চক্ষুরাদিবিশিষ্ট বিগ্রহ—নানারসময়, সুতরাং তাদৃশ বিগ্রহের উপাসনায় মুক্তি সম্ভব নহে; পূর্ব্বপক্ষীর এই মত নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের চক্ষুরাদির বৈলক্ষণ্য থাকিলেও তিনি সর্ব্বত্র সমান এবং অভিন্ন বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ হিরণ্ময় প্রতিমার সকল অঙ্গই যেমন সুবর্ণময়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ বিভিন্ন বিগ্রহবান্ হইলেও অভিন্ন স্বরূপ। সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ-উপাসনাতেই মোক্ষ ফল লাভ হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হইবে।

স্মৃতিতেও সেইরূপ বর্ণন আছে, ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে 'অরূপবৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪) সূত্রে সূত্রকার ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ। পুনরায় এ-স্থলেও শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ-বিচার প্রকারান্তরে প্রকাশ করিতেছেন, যাহাতে দুর্ব্বোধ্য বিষয় সুবোধ্য হয়, ইহাই জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের মহতী কৃপা। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই কৃপা গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তি শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ না মানিয়া নিরাকারবাদী হইয়া পড়েন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে' বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই, হয় যমদণ্ড্য॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৭)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কাশীবাসী জনৈক বিপ্রকে বলিয়াছেন—

" 'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণস্বরূপ',—দুই ত' সমান।
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ',—তিন একরূপ॥
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দস্বরূপ।
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩৫)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছেন,—

" 'ব্রহ্ম'—শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য—পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ—দেহ তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১-১১৩)

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫)

অন্যত্র আরও পাই,—

"চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৩৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"হস্ত, পদ, মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র ॥
পুণ্য-পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।৩৬-৪০)

আরও পাই,—

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড-খণ্ড বেটা করে ভাল মতে ॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০।৩৩-৩৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (৭।১০।৪৮); "সাক্ষাদ্‌-গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১৫।৭৫), "যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ," (ভাঃ ৯।২৩।২০) "যদয়ং নৃলিঙ্গ-গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ" (ভাঃ ১০।৪৪।১৩) দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্‌ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ" (ভাঃ ১০।৪৮।২২) অর্থাৎ ভক্ত অক্রূর শ্রীভগবানকে বলিলেন—আপনার দেহাদি উপাধি-নিরূপিত নহে; এ-কারণ আপনার জন্ম তথা দেহ-দেহীর

ভেদ থাকিতে পারে না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন— "অতএব আপনার দেহাদির উপাধিত্ব-অভাবহেতু জীবের ন্যায় আপনার সাক্ষাৎ পৈতৃক ধাতুসম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না। কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্মাদি হইয়া থাকে।

"গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেহব্যয়ে" (ভাঃ ১১।৫।৪৯)

"বপুষা যেন ভগবান্…সর্ব্বলোকমলাপহম্" (ভাঃ ১১।৬।৪)

"শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ" (ভাঃ ৩।২১।৮)

শ্রুতিতেও পাই—"ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়।"

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং",

"দ্বিভুজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।"

ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

ঋগ্বেদেও আছে—"অপশ্যং গোপামণিপদ্যমানমা" (১।২২।১৬৬।৩১)

"তদুরুগায়স্য কৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" (১।৫৪।৬ঋক্)

শ্রীগীতার "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ' শ্লোকও আলোচ্য ॥ ২০ ॥

আবেশাবতারের গুণোপসংহার-বিচার

অবতরণিকাভাষ্যম্—তদেবং সাক্ষাদ্রূপেষু ভগবদাবির্ভাবেষু তত্তদ্‌গুণোপসংহৃতিরুক্তা। অথ জীবভূতেষ্বাবেশাবতারেষু সা বিমৃশ্যতে। "অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ" ইতি। "তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি চৈবমাদি ছান্দোগ্যাদৌ পঠিতম্। অত্র ভগবতো জ্ঞানশক্ত্যাদি-নিজধর্ম্মৈরাবিষ্টাঃ কুমারাদয়ো জীবাস্তস্যাবেশা ভবন্তীতি ভগবচ্ছব্দাৎ প্রতীয়তে। তেষু তত্তৈর্নিখিলভগবদ্ধর্ম্মা উপসংহার্য্যা ন বেতি সংশয়ে বিকল্পং স্থাপয়তি। তত্রাদৌ বিধিপক্ষমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে পূর্ব্বে সাক্ষাৎরূপ শ্রীভগবানের অবতারসমূহে সেই সেই গুণের উপসংহার করা হইয়াছে; অতঃপর

জীবস্বরূপ আবেশাবতারে সেই সেই গুণোপসংহার বিচারিত হইতেছে। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—'অধীহি ভগব ইত্যাদি...পারং তারয়তু' ইত্যাদি—'ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশ করুন' এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশপ্রার্থী আমাকে শোকসাগর পার করাইয়া দিউন। ইত্যাদি আরও পঠিত হয়। এখানে শ্রুতি-পঠিত ভগবৎ-শব্দের দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, সনৎকুমারাদি ঋষিগণ ভগবানের জ্ঞান, শক্তিপ্রভৃতি নিজ ধর্ম্মে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং উঁহারা জীব হইলেও ভগবানের আবেশ-অবতার। ইহা 'ভগবন্' এই সংবোধন দ্বারাই প্রতীত হইতেছে; ইহাতে সংশয়—ঐ সকল ভগবদাবেশাবতারের ভক্তগণ নিজ উপাস্য সেই আবেশে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের গ্রহণ করিবেন কি? অথবা নহে? এই সংশয়ে দুইটি পক্ষ স্থাপিত হইতেছে; একটি বিধিপক্ষ, অপরটি নিষেধপক্ষ, তন্মধ্যে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহারে যে বিধিপক্ষ, তাহাই প্রথমে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সাক্ষাদবতারোপাসনেষ্বনুক্তা গুণা নেয়া ইত্যুক্তম্। তত্র প্রসঙ্গাৎ তদাবিষ্টেষু মহত্তমেষু জীবেষু তেষাং নয়নবিচারং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমিত্যাদিনা। বিধিপক্ষে তদাবিষ্টানাং জীবত্বেন তেভ্যো ভেদাৎ তদুপাসনেষু তে নেয়া নেতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। নিষেধপক্ষে তু সাক্ষাদ্রূপেষ্বিব তদাবিষ্টেষ্বপি তে নেয়াঃ, তপ্তায়ঃপিণ্ডন্যায়েন তদ্ভাবস্য তেষ্বাগতত্বাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিরিতি বোধ্যম্। আবেশাবতারেষ্বিতি। জ্ঞানবীর্য্যাদিভগবদ্‌গুণাবেশেন তদবতারতয়া নিগদিতেষ্বিত্যর্থঃ। অধীহীতি। অধ্যাপয় মামিত্যর্থঃ। এবং বদন্ নারদঃ সনৎকুমারমুপসসাদ। তমিতি। তমুপসন্নং মাং নারদম্। তস্য ভগবতঃ সর্ব্বেশস্য। তেম্বিতি। কুমারাদিম্বাবেশেম্বিত্যর্থঃ—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—সাক্ষাৎ-অবতার শ্রীরামচন্দ্রাদির উপাসনায় অনুক্তগুণগুলিও গ্রহণীয়; এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাতে প্রসঙ্গাধীন ভগবদাবিষ্ট মহত্তম জীববিশেষে সেই সকল গুণের উপসংহার হইবে কিনা? বিচার করিতেছেন—এবমিত্যাদি বাক্যদ্বারা। তাহাতে যে সংশয় উত্থিত হইয়াছে, উহাতে দুইটি পক্ষ; একটি—হাঁ, উপসংহার হইবে—এই বিধিপক্ষ, তাহাতে আপত্তি—ভগবদাবিষ্ট জীব-বিশেষেরও

জীবত্বহেতু সাক্ষাৎ অবতার সমূহ হইতে পার্থক্য থাকায় তাঁহাদের উপাসনায় সেই সকল ভগবদ্ধর্ম্ম উপাস্য নহে ; এই প্রত্যুদাহরণ বা আপত্তিরূপ সঙ্গতি। আবার নিষেধপক্ষে অর্থাৎ না, সকল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার হইবে না, এই নিষেধপক্ষে সমাধান—ভগবদাবিষ্ট জীববিশেষ সনৎকুমারাদিতেও সাক্ষাৎ অবতারের মত সেই সকল গুণের উপসংহার কর্ত্তব্য যেমন অগ্নিসন্তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির আবেশহেতু অগ্নিত্ব চিন্তা করা হয়, সেই প্রকার সেই ভগবদাবিষ্ট জীবসমূহেও ভগবদ্ভাবের উদয়হেতু নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার হইবে, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি জানিবে। আবেশাবতারেষু ইতি—শ্রীভগবানের জ্ঞান, বীর্য্যাদি গুণের তথায় আবির্ভাবহেতু তাঁহারাও ভগবদবতার বলিয়া কথিত,—এই অর্থ। অধীহি ভগব ইত্যাদি—'অধীহি' পদের অর্থ আমাকে অধ্যাপনা করুন (উপদেশ দিন) নারদ এইরূপ বলিয়া সনৎকুমারের নিকট আসিলেন। 'তং মাং ভগবন্' ইত্যাদি—তং—সেই উপসন্ন (আশ্রিত) নারদ আমাকে। 'জীবাস্তস্যাবেশা ভবন্তি' ইতি তস্য— সেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বরের। তেষু তদ্ভক্তৈরিত্যাদি তেষু—কুমারাদি-ভগবদাবেশে এই অর্থ—

সূত্রম্—সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—'অন্যত্রাপি'—অন্য-স্থলেও অর্থাৎ ভগবদাবিষ্ট কুমারাদি উপাস্যেও 'এবম্'—নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার হইবে, কারণ ? 'সম্বন্ধাৎ'—তাঁহাতে ভগবচ্ছক্তির আবেশহেতু ॥ ২১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্যত্র ভগবদাবিষ্টেষু কুমারাদিষ্বেবং নিখিল-তদ্ধর্ম্মোপসংহারো ভবতি। কুতঃ ? সম্বন্ধাৎ। অয়ঃপিণ্ডেষু বহ্নেরিব তেষু তস্যাবেশাৎ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্যত্র—ভগবান্ কর্ত্তৃক আবিষ্ট সনৎকুমারাদিতে এইরূপ নিখিল ধর্ম্মের উপসংহার হইবে। কারণ কি ? সম্বন্ধাৎ—ভগবানের তাঁহাতে আবেশরূপ সম্বন্ধহেতু। যেমন তপ্তলৌহপিণ্ডগুলিতে অগ্নির আবেশে (সংযোগে) দাহিকা শক্তি আসে, সেইপ্রকার ভগবদাবিষ্ট জীবেও তাঁহার আবেশ হেতু ভগবদ্ধর্ম্মের সঞ্চার হয় এইজন্য ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সম্বন্ধাদিতি। স্ফুটার্থম্ ॥ ২১ ॥

টীকানুবাদ—'সম্বন্ধাৎ' ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ সুস্পষ্ট ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্ অবতার সমূহে সেই সেই গুণের উপসংহার অর্থাৎ গ্রাহ্যতা বর্ণনান্তে এক্ষণে জীবভূত আবেশাবতারের বিষয় বিচারিত হইতেছে। ভগবদাবেশাবতার-সমূহে তদীয় ভক্তগণ উপাসনায় ভগবানের নিখিল ধর্ম্মের উপসংহার করিবেন কি না? এইরূপ সংশয়স্থলে বিকল্প স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমে বিধিপক্ষ বলিতেছেন।

ভগবদাবিষ্ট কুমারাদিতে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহারই করিতে হইবে। কারণ তাহাতে সেইরূপ আবেশ-সম্বন্ধ আছে। লৌহপিণ্ডে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিলে তাহাতে দাহিকা শক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ আবেশাবতারেও ভগবদ্ধর্ম্মের প্রকাশ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্ দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে বিভূতি লিখি॥
'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে 'শেষ', ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি॥
শেষে 'স্ব-সেবন' শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ', 'বীর্য্যসঞ্চারণ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৬৫-৩৭০)

" 'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৭২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

"ঈশ্বরের অবতার এ-তিন প্রকার।
অংশ অবতার, আর গুণ অবতার ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার—তৃতীয় এ-মত।
অংশ অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার—পৃথু, ব্যাসমুনি ॥"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পাই,—

"অংশাবতারগণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার—মায়াধীশ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণে প্রতিভাত ভগবদবতার গুণাবতার। যে সকল মহজ্জীবে কৃষ্ণশক্তি-বিশেষের আবেশ হয় তাঁহারা শক্ত্যাবেশ অবতার।"

লঘুভাগবতামৃতে পাই,—

"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥"

(পূঃ খঃ আবেশ প্রকরণ ১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥" (ভাঃ ১।৩।৬)
"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥" (ভাঃ ১।৩।৮) ॥২১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ নিষেধপক্ষমাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর নিষেধ-পক্ষ লইয়া বলিতেছেন—

সূত্রম্—ন বাহবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—না, সনৎকুমারাদি ভগবদাবিষ্ট জীবে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার হইবে না। কারণ কি? অবিশেষাৎ—জীবত্বধর্ম্মে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। বা—তবে? ভগবৎপ্রিয়ত্বহেতু তাহাতে আদর দেখান হইয়াছে ॥ ২২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন তেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মোপসংহারো ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ। সত্যপি তদাবেশে জীবত্বলক্ষণে ধর্ম্মে বিশেষাভাবাৎ। বাশব্দাত্তৎপ্রেষ্ঠত্বাদিনা তত্রাদরবিশেষাৎ॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ভগবদাবিষ্ট সনৎকুমারাদি মহত্তম জীববিশেষে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের ধ্যেয়তা হইবে না, কারণ—যদিও ভগবদাবেশ তথায় হইয়াছে, তাহা হইলেও জীবত্বধর্ম্ম তাঁহাদের অবিশিষ্ট, এইজন্য। সূত্রোক্ত 'বা' শব্দ হইতে বুঝাইতেছে—শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্তত্বনিবন্ধন তাঁহাদিগতে আদরাতিশয়মাত্র॥ ২২॥

সূক্ষ্মা টীকা—নবেতি। তত্রেত্যাবেশেষু॥ ২২॥

টীকানুবাদ—তত্রাদরবিশেষাদিতি—তত্র—অর্থাৎ সেইসকল আবেশের মধ্যে॥ ২২॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আবার নিষেধপক্ষ বলিতেছেন যে, ঐ সকল আবেশ-অবতার সমূহে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার হইবে না; কারণ শ্রীভগবানের শক্ত্যাদির আবেশ হইলেও জীবত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মের অবিশেষ তথায় জানিতে হইবে। তবে শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠত্ব-বিচারে তাঁহারা বিশেষ আদরণীয়।

শ্রীভগবানের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,—

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তববলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বরষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৭।২৮)॥ ২২॥

সূত্রম্—দর্শয়তি চ॥ ২৩॥

সূত্রার্থ—'তং মাং' ইত্যাদি শ্রুতি ভগবদাবিষ্ট নারদের জিজ্ঞাসুতা দেখাইতেছেন॥ ২৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"তং মাং ভগবান্" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদাবিষ্টস্যাপি শ্রীনারদস্য জিজ্ঞাসুতাং দর্শয়তি। অতো ন তত্র সর্ব্বধর্ম্মোপসংহারঃ ॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—কেবল যুক্তি নহে,—'তং মাং ভগবান্' ইত্যাদি শ্রুতি ভগবদাবিষ্ট হইলেও শ্রীনারদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসুত্ব প্রকাশ করিতেছেন। অতএব ভগবদাবিষ্ট জীবে নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের উপসংহার নহে। ২৩।

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শয়তীতি। তং মামিত্যাদি। নারদস্য তদাবিষ্টত্বং শ্রীভাগবতাদিষু খ্যাতমত্রোক্তং বোধ্যম্। ২৩।

টীকানুবাদ—দর্শয়তীত্যাদি সূত্রে 'তং মাং ভগবান্' ইত্যাদি ভাষ্য—নারদাদিও যে ভগবদাবিষ্ট, এ-কথা শ্রীভাগবতাদিতে বিখ্যাত, তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে জানিবে। ২৩।

সিদ্ধান্তকণা—এ-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও দেখাইতেছেন—"তং মাং ভগবান্" ইত্যাদি শ্রুতি—ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্ব্বজ।
তদ্বিজানীহি যজ্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্।" (ভাঃ ২।৫।১)

দেবর্ষির মহিমাতেও পাই,—

"অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎ কীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ।" (ভাঃ ১।৬।৩৯) ॥২৩॥

সূত্রম্—সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—সংভৃতি—অর্থাৎ পূর্ণতা ও দ্যুব্যাপ্তি—সর্ব্বলোকব্যাপকত্ব এই দুইটি ধর্ম্মও আবেশাবতারে সংহরণীয় নহে, কারণ কি? 'অতঃ'—জীবত্ব-নিবন্ধনই। ২৪।

গোবিন্দভাষ্যম্—সংভৃতিশ্চ দ্যুব্যাপ্তিশ্চ তয়োঃ সমাহারস্তথা। এতচ্চ তেষু নোপসংহার্য্যম্। ইহ পূর্ব্বোক্তং হেতুমতিদিশতি অত ইতি। জীবত্বাদেবেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ। এণায়নীয়ানাং খিলেষু পঠ্যতে। "ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সংভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান। ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমং তু জজ্ঞে। তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং ক" ইতি। অত্র বীর্য্যসংভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রমুখো ব্রহ্মমহিমা প্রকীর্ত্তিতঃ। ন স তেষু জীবেষূপসংহার্য্যস্তস্য পরেশসাধারণত্বাদিতি॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সংভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি ইহা সংভৃতিশ্চ দ্যুব্যাপ্তিশ্চ এই বাক্যে সমাহারদ্বন্দ্ব-সমাসনিষ্পন্ন, এ-জন্য ক্লীবলিঙ্গ একবচনান্ত। এই দুইটিও আবেশাবতারে গ্রহণীয় নহে। এ-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত হেতুর নির্দ্দেশ করিতেছেন—'অতঃ' এই পদের দ্বারা। অতঃ—অর্থাৎ জীবত্ববশতঃই। অভিপ্রায় এই—এণায়নীয় ঔপনিষদদিগের খিলগ্রন্থে পঠিত হয় যথা—'ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা...স্পর্দ্ধিতুং কঃ' শ্রীভগবানের পরাক্রম-বিশেষ-রূপ আকাশ প্রভৃতি বীর্য্যঃ, সেগুলি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তির কারণ একমাত্র অন্য-নিরপেক্ষ ব্রহ্মই, এইজন্য সেগুলি সংভৃত অর্থাৎ পুষ্ট, 'ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান' ইতি সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতি ব্যাপিয়া ছিলেন। ইহার কারণ? 'ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমন্তু জজ্ঞে' ইতি, ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। 'তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ' ইতি—সেইজন্য ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিবার কে যোগ্য হইতে পারে? এই শ্রুতিতে বীর্য্যাধিক্য ও আকাশাদিব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। সেই মহিমা ঈশ্বরাবেশিত জীবসমূহে উপসংহরণীয় নহে, যেহেতু ঐগুলি কেবল পরমাত্মগত॥ ২৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—সংভৃতীতি। ব্রহ্মেত্যস্যার্থঃ। বীর্য্যেতি। বীর্য্যাণি ভগবৎপরাক্রমবিশেষরূপাণি খাদীনীত্যর্থঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা জস্বিভক্তেরাৎ। তানি কীদৃশানীত্যাহ ব্রহ্মজ্যেষ্ঠেতি। ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠমনন্যাপেক্ষি কারণং যেষাং তানি। অতএব ব্রহ্মণা কারণেন তানি সংভৃতানি ধৃতানি

পুষ্টানি চেত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্নামস্তোত্রে—"দ্যৌশ্চন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মন" ইতি। তচ্চ ব্রহ্ম অগ্রে চতুর্ম্মুখাদিজন্মনঃ প্রাক্ দিবং খাদিকমাততান ব্যাপ। কথমেতৎ তত্রাহ। ভূতানাং চতুর্ম্মুখাদিজীবানাং প্রথমং পূর্ব্ববর্ত্তি সৎ জজ্ঞে প্রাদুর্ভূতং বভুব। তেন হেতুনা সর্ব্বকারণেন প্রাক্সিদ্ধেন ব্রহ্মণা সহ স্পর্দ্ধিতুং কোঽর্হতি অবরজন্মা তন্নিয়ম্যশ্চ কো জীবো যোগ্যো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। সর্ব্বোপজীব্যং সর্ব্বপূজ্যঞ্চ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। নেতি। স মহিমা। তস্য মহিম্নঃ ॥২৪॥

টীকানুবাদ—সংভৃতীত্যাদি সূত্রে—ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ এই—বীর্য্যাণি—শ্রীভগবানের মহিমা-বিশেষস্বরূপ আকাশাদি পদার্থ। প্রশ্ন এই—বীর্য্যাণি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠানি না হইয়া ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা হইল কেন? তাহার সমাধান—'সুপাংসুলুক্' ইত্যাদি পাণিনীয় বৈদিক সূত্রানুসারে 'জস্ বিভক্তির স্থানে 'আ' আদেশ হইয়াছে। সেই বীর্য্যগুলি কি প্রকার? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা—ব্রহ্মই জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ, কারণ যাহাদের সেই সকল, এইজন্য ব্রহ্মরূপ কারণদ্বারা সেই সকল আকাশাদি ভূত সংভৃত অর্থাৎ ধৃত ও পুষ্ট। সে কথা বিষ্ণুনামস্তোত্রে বলা আছে। 'দ্যৌশ্চন্দ্রার্ক-নক্ষত্রা' ইত্যাদি—আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, অন্তরীক্ষ, দিক্, পৃথিবী, মহাসাগর, মহাশক্তিশালী শ্রীবাসুদেবের মহিমায় পুষ্ট। সেই ব্রহ্ম—অগ্রে অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবের জন্মের পূর্ব্বে সদ্রূপে আকাশাদি ব্যাপিয়া ছিলেন। কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—'ব্রহ্ম ভূতানামিত্যাদি'—চতুর্ম্মুখাদি জীবের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া সৎ—আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্য সকলের কারণীভূত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে কে পারে? অর্থাৎ জীব তাঁহার পর-জাত এবং তাঁহার দ্বারা নিয়ম্য, সুতরাং তাঁহার সদৃশ হইবার কে যোগ্য হইবে? কেহই হইবে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম সকলের উপজীব্য (আশ্রয়ণীয়) ও সর্ব্বপূজ্য। 'ন স তেষু জীবেষূপসংহার্য্যঃ' ইতি সঃ—সেই মহিমা। 'তস্য পরেশসাধারণত্বাদিতি' তস্য—সেই মহিমা ঈশ্বরেই মাত্র বর্ত্তমান এইজন্য ॥২৪॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, পূর্ণতা ও সর্ব্বলোকব্যাপকত্বরূপ গুণ দুইটিও আবেশাবতারে গ্রহণীয় নহে, কারণ আবেশাবতার সমূহও মহত্তম জীবস্বরূপ।

ব্রহ্ম—শ্রেষ্ঠ, বীর্য্যবান্ ও পূর্ণ, তিনি সকলের জ্যেষ্ঠ সুতরাং তাঁহার তুল্য কেহ হইতে পারে না। আর ঐ সকল মহিমা ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহা আবেশাবতার জীবে উপসংহৃত হওয়া উচিত নহে।

এতৎপ্রসঙ্গে ছান্দোগ্যের "এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।" (ছাঃ ৩।১৪।৩) এবং "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।৩) আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।" (ভাঃ ২।৭।৪০)
"নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥" (ভাঃ ২।৭।৪১) ॥২৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অনুপসংহারে হেত্বন্তরমাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ঈশ্বরাবিষ্ট জীবে সংভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তিগুণের অনুপসংহার-বিষয়ে অন্যহেতু বলিতেছেন—

সূত্রম্—পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ—'ইতরেষাম্'—সর্ব্বভূতের উপাদানকারণতা সর্ব্বনিয়ামকত্বাদি গুণের, 'অনাম্নানাৎ'—কুমারাদির উপাখ্যানে পঠিত না হওয়ায়, অভাবপক্ষে দৃষ্টান্ত—'পুরুষবিদ্যায়ামিব'—যেমন সহস্রশীর্ষেত্যাদি পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে ঐগুলি কথিত সেইরূপ কুমারোপাখ্যানে নহে। এবং সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের দ্বারা গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদেও যেমন প্রদর্শিত, সেইরূপ নহে। ২৫।

গোবিন্দভাষ্যম্—কুমারাদ্যুপাখ্যানেষ্বিতরেষাং সর্ব্বভূতোপাদানত্বসর্ব্বনিয়ামকত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামনাম্নানাচ্চ ন তেষু সর্ব্বতদ্ধর্ম্মো-

পসংহারঃ। ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তঃ পুরুষেতি। পূরুষসূক্তেষু চ-শব্দাদ্গোপালতাপন্যাদিষু যথা তে নিরূপ্যন্তে ন তথা তদুপাখ্যানেষ্বিত্যর্থঃ। ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্। ঈশাবিষ্টেষু তপ্তায়ঃপিণ্ডবদংশদ্বয়মস্তি। যে বহ্ন্যংশমিবেশাংশং পশ্যন্তি তে নিখিলতদ্ধর্ম্মাংস্তেষু ভাবয়ন্তি। যে খল্বয়োঽংশমিব জীবাংশং তে তু ন। কিন্তু তৎপ্রেষ্ঠত্বাদীন্ ধর্ম্মাংস্তেষু চিন্তয়ন্তি। ঈশস্তু স্বপ্রেষ্ঠানুবৃত্তিপরিতুষ্টস্তান্ স্বীকরোতি। শ্রীভাগবতাদিভিরপি শাস্ত্রৈস্তেষু ভগবদাদিশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। জীবধর্ম্মাশ্চ দৈন্যাভিধানেন প্রকাশ্যন্তে। তত্রাপ্যেবমেব সঙ্গতিরিতি ॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ—সনৎকুমারাদির উপাখ্যানগুলিতে সর্ব্বভূতোপাদানত্ব, সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রভৃতি অন্যসকল ধর্ম্মের অনুল্লেখ-হেতু কুমারাদি ঈশ্বরাবেশিত জীববিশেষে সেই সর্ব্বভূতোপাদানত্ব প্রভৃতির গ্রহণীয়তা হইবে না। এ-বিষয়ে ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত অর্থাৎ অভাবপক্ষ লইয়া দৃষ্টান্ত—'পুরুষবিদ্যায়ামিব' —যেমন পুরুষসূক্তমন্ত্রে এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে সেইসকল সর্ব্বোপাদানত্বাদি ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে, সেইরূপ সনৎকুমরাদির উপাখ্যানে নহে। এই অধিকরণে ইহাই নিষ্কর্ষ, যথা—পরমেশ্বরাবেশিত জীববিশেষে তপ্তলৌহপিণ্ডের মত দুইটি অংশ আছে, যাঁহারা তাহাদের মধ্যে অনলাংশের মত ঈশ্বরাংশের ধ্যান করেন তাঁহারা নিখিল ভগবদ্ধর্ম্মের তথায় উপাসনা করেন, আর যাঁহারা কেবল লৌহ-অংশের মত জীবাংশের চিন্তা করেন, তাঁহারা কিন্তু সেই জীববিশেষে সর্ব্বোপাদানত্বাদি ধর্ম্মের ধ্যান করেন না; কিন্তু ভগবৎ-প্রিয়তমত্বাদি দর্শন করেন। ফলে পরমেশ্বর নিজ প্রিয়তম সেই সব ভক্তের প্রেমে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আপনার পারিষদ মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারাও সেই সব ভক্তকে ভগবৎ-প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এবং জীবধর্ম্মেরও 'আমরা অতি দীন, আমাদিগকে রক্ষা করুন' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সব-স্থলেও এইরূপ সঙ্গতি বোদ্ধব্য ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পুরুষেতি। তেষু কুমারাদিষু। তে সর্ব্বভূতোপাদানত্বাদয়ঃ সর্ব্বেশধর্ম্মাঃ। তদুপাখ্যানেষু কুমারাদ্যাখ্যানেষু। যে কুমারাদীনাং ভক্তাঃ ॥২৫॥

টীকানুবাদ—'ন তেষু সর্ব্বতত্তদ্ধর্ম্মেত্যাদি' তেষু—সেই সনৎকুমারাদি ঈশ্বরাবেশিত জীবে। 'যথা তে নিরূপ্যন্তে' ইত্যাদি—তে অর্থাৎ সর্ব্বভূতোপাদানত্ব প্রভৃতি পরমেশ্বর ধর্ম্মগুলি। তদুপাখ্যানেম্বিত্যর্থ ইতি—তদুপাখ্যানেষু—কুমারাদির আখ্যায়িকাতে। 'যে বহ্ব্যংশমিবেত্যাদি' যে—যাঁহারা কুমারাদির ভক্ত তাঁহারা ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে আবেশাবতারে সমুদয় ভগবদ্ধর্ম্ম অনুপহারের আর একটি হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পুরুষবিদ্যায় পরমেশ্বর-সম্বন্ধে যেরূপ সর্ব্বভূতোপাদানত্ব ও সর্ব্বনিয়ামকত্বাদি গুণসমূহ কথিত হইয়াছে, অন্যের সম্বন্ধে সেরূপ কথন দৃষ্ট হয় না। এ-কারণেও সনৎকুমারাদিতে ঐ সকল অসাধারণ গুণ বা ধর্ম্মের উপসংহার হইতে পারে না। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

সনৎকুমারাদি মুনিগণ শ্রীভগবানের স্তব-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যৎ তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-
রুদ্‌গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥" (ভাঃ ৩।১৫।৪৭)

শ্রীভগবান্‌ও সনৎকুমারাদিকে বলিয়াছিলেন—

"যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ ॥" (ভাঃ ৩।১৬।৩)

অর্থাৎ হে মুনিগণ, আমার পরম অনুগত আপনারা, এতদুভয়ের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, দেবতা—আপনাদিগের প্রতি অবজ্ঞাহেতু উহাদের সেই দণ্ডই আমি অনুমোদন করিলাম ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবানের শত্রুবেধাদিগুণ মুমুক্ষুর উপাস্য নহে।

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্বশাখোক্তগুণবিশিষ্টং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তম্। অথ তদুক্তা অপি কেচিদ্‌গুণা মুমুক্ষুণা নোপাস্যা ইত্যুচ্যতে। "অগ্নে ত্বং যাতুধানস্য ভিন্ধি তং প্রত্যঞ্চমর্চ্চিষা বিধ্য মর্ম্ম" ইতি শ্রুতমথর্ব্বণি। ইহ বেধাদিগুণজাতমুপাস্যং ন বেতি সংশয়ে দুষ্টনিগ্রহস্যাপেক্ষ্যত্বাদুপাস্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিজ নিজ শাখায় বর্ণিত গুণবিশিষ্টবোধে শ্রীভগবানকে উপাসনা করিবে। কিন্তু সেই সব শাখায় কতিপয় গুণরাশি উল্লিখিত থাকিলেও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ তাহাদের উপাসনা করিবেন না, ইহাই এই অধিকরণে বলা হইতেছে। অথর্ব্বশিরোপনিষদে শ্রুত হইতেছে—'অগ্নে ত্বং যাতুধানস্য ভিন্ধি তং প্রত্যঞ্চমর্চ্চিষা বিধ্য মর্ম্ম' হে অগ্নি! তুমি (সর্ব্বাগ্রণী) দৈত্যতুল্য আমার শত্রুর মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ কর। আমার প্রতিকূলবর্ত্তী সেই শত্রুকে তোমার অর্চ্চিঃ (শিখা) দ্বারা প্রহার কর। এই শ্রৌতবিষয়ে সংশয় এই—শ্রীভগবানের এই শত্রুবেধাদি গুণসমূহ উপাস্য হইবে কিনা? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন হাঁ, দুষ্ট-নিগ্রহ যখন কাম্য, তখন উহা উপাস্য হইবে, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্বশাখোক্তেত্যাদি। আথর্ব্বণিকানাং শাখাস্বভিচারমন্ত্রাঃ সন্তি। তদুক্তা ব্রহ্মগুণাস্তদ্‌গতোপনিষদ্বর্ণিতাস্বুপাসনাসু নোপসংহার্য্যাঃ শান্ত্যাদিপ্রতিকূলত্বাৎ তদুপসংহারস্তেতি বক্তুং ন্যায়ঃ প্রারভ্যত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বমনীশ্বরোপাসনায়ামুপসংহর্ত্তুমযোগ্যা অপি সার্ব্বেশ্বর্য্যাদয়ো ভগবদ্‌গুণা ভগবজ্জ্ঞানবীর্য্যাদিরাগহেতুকতত্তোষায়োপসংহার্য্যা ইত্যুক্তম্। তদ্বৎ সৌশীল্যকারুণ্যার্জ্জবাদিপ্রধানগুণায়াং ভগবদুপাসনায়ামুপসংহর্ত্তুমযোগ্যা অপি অথর্ব্বোক্তা বৈরিবধাদয়ো ভগবদ্‌গুণা বৈরিনিগ্রহহেতুকোপাসনানৈর্বিঘ্ন্যায়োপসংহার্য্যাঃ স্যুরিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। অগ্নে ত্বমিতি। হে অগ্নে সর্ব্বাগ্রণীর্ভগবন্! ত্বং যাতুধানস্য তত্তুল্যস্য মত্রিপোর্মর্ম্ম ভিন্ধি বিদারয়। প্রত্যঞ্চং প্রতিকূলবর্ত্তিনং তং মত্রিপুমর্চ্চিষা তেজসা বিধ্য

তাড়য়েত্যর্থঃ। বাক্যান্তরঞ্চাস্তি "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রমৃজ্য শিরোঽভিপ্রমৃজ্য ত্রিধা বিভক্ত" ইত্যাদি মন্ত্রিপুরিতি বোধ্যম্। ইহেতি স্পষ্টম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্বশাখোক্তেত্যাদি—অথর্ব্ববেদাধ্যায়ীদের শাখায় অভিচার-মন্ত্রসমূহ আছে। তাহাতে উক্ত ব্রহ্মগুণগুলি সেই শাখায় স্থিত শ্রুতিতে বর্ণিত উপাসনাগুলিতে উপসংহৃত হইবে না, কারণ সেগুলি শান্তি প্রভৃতির প্রতিকূল, সেজন্য উহাদের উপসংহার অন্যায্য, ইহা বলিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বর-ভিন্ন ঈশ্বরাবেশিত জীববিশেষের উপাসনায় সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদি ভগবদ্‌গুণ অনুপ-সংহরণীয়, তাহা হইলেও শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ—ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান, তাঁহার মহিমা প্রভৃতিতে অনুরাগ, সুতরাং সেইগুলিও উপাস্য। সেই প্রকার সৌশীল্য, করুণা, সরলতাদি প্রধান গুণের নিমিত্তীভূত ভগবানের উপাসনায় অথর্ব্ববেদোক্ত শত্রুবধাদি ভগবদ্‌গুণ উপাসনার অযোগ্য হইলেও সেগুলি গ্রহণীয় হউক; যেহেতু শত্রুবধ হইলে তাহা হইতে নির্ব্বিঘ্নে ভগবানের উপাসনা সম্পন্ন হয়। এই দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গতি। অগ্নে ত্বমিত্যাদি মন্ত্রের অর্থ—হে অগ্নি—তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! হে ভগবন্! তুমি যাতুধানের অর্থাৎ দৈত্যতুল্য আমার শত্রুর মর্ম্মদেশ বিদীর্ণ কর। প্রত্যঞ্চম্—প্রতিকূলবর্ত্তী আমার সেই শত্রুকে, অর্চ্চিষা—তোমার তেজ দ্বারা—শিখা দ্বারা, বিধ্য—অর্থাৎ আঘাত কর। এই শ্রুতিমন্ত্রের মত অন্য বাক্যও আছে—সর্ব্বং প্রবিধ্য…ত্রিধা বিভক্ত ইতি—আমার শত্রুর সমস্ত বিদ্ধ কর, হৃদয় বিদ্ধ কর, তাহার ধমনীগুলি শোধন কর, মস্তক শোধন কর, আমার শত্রু তিন ভাগে বিভক্ত ইত্যাদি, আমার শত্রু—ইহা জ্ঞাতব্য। ইহ বেধাদি গুণজাতস্যেতি—ইহ ইত্যাদির অর্থ সুস্পষ্ট—

বেধাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—শত্রু-বেধ প্রভৃতি উপাস্য নহে, কারণ কি? অর্থভেদাৎ—ইহাতে ফলভেদ আছে, এই জন্য। ২৬।

গোবিন্দভাষ্যম্—নেত্যনুবর্ত্ততে। বেধাদিকং তেনোপাস্যং ন। কুতঃ? অর্থভেদাৎ। অর্থঃ ফলম্। হিংসাত্মকে তস্মিন্নিবৃত্ত্যধিকারাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভগবতা। "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্" ইতি। "নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ" ইতি চ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ন বা বিশেষাৎ' ইহা হইতে 'ন' এই পদের অনুবৃত্তি। অর্থাৎ এই শত্রু-বেধাদি গুণ মুমুক্ষুর উপাস্য নহে। হেতু কি? অর্থভেদাৎ—অর্থ-শব্দের অর্থ—ফল, তাহার ভেদ থাকায়, অর্থাৎ হিংসাত্মক সেই শত্রু-বেধে ঈশ্বরোপাসকদিগের অধিকার-নিবৃত্তি (প্রতিষিদ্ধ) থাকায়। ইহা শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্গীতায় বলিয়াছেন—যথা 'অমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি'—অভিমান-ত্যাগ, গর্ব্বশূন্যত্ব, জীবহিংসা-বর্জ্জন, সহিষ্ণুতা ও সরলতা এগুলি ভগবদ্-ভক্তের উপাস্য। শ্রীভাগবতে আরও আছে—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভক্ত নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, জ্যোতিষ্টোমাদি সাঙ্গ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিবে ॥ ২৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বেধাদ্যর্থেতি। তেন মুমুক্ষুণা। তস্মিন্ বেধাদিকে গুণগণে। অমানিত্বমিতি শ্রীগীতাসু। নিবৃত্তমিতি শ্রীভাগবতে। নিবৃত্তং নিত্য-নৈমিত্তিকং সন্ধ্যোপাসনাদি। প্রবৃত্তং হি সাঙ্গং কাম্যজ্যোতিষ্টোমাদি। "মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া" ইতি স্মরণাৎ ॥ ২৬ ॥

টীকানুবাদ—'বেধাদ্যর্থভেদাৎ' এই সূত্রে, তেনোপাস্যং নেতি ভাষ্যে, তেন—মুমুক্ষুব্যক্তি কর্ত্তৃক। তস্মিন্নিবৃত্ত্যধিকারাৎ ইতি তস্মিন্—বেধ প্রভৃতি গুণসমূহে। অমানিত্বমিত্যাদিশ্লোক শ্রীভগবদ্গীতোক্ত। 'নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত' ইত্যাদি শ্লোক শ্রীভাগবতের। নিবৃত্তং—অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিবৃত্তির পথ। প্রবৃত্তং—প্রবৃত্তি-পথে উক্ত অঙ্গ কার্য্যসমন্বিত জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম। এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—মোক্ষার্থীতি—মুক্তিকামী ব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, কিন্তু অকরণে

প্রত্যবায় জন্মিবার ভয়ে তাহার পরিহারের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বশাখোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম উপাস্য কিন্তু বর্ত্তমানে কথিত হইতেছে যে, স্বশাখোক্ত হইলেও কতকগুলি গুণ উপাস্য নহে, যেমন অগ্নিকে আদেশ করিলেন যে, তোমার তেজের দ্বারা যাতুধানদিগের মর্ম্ম ভেদ কর। এ-স্থলে সংশয় এই যে, এইরূপ মর্ম্ম ভেদাদি গুণ উপাস্য হইবে কিনা? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, দুষ্ট-নিগ্রহ যখন শ্রীভগবানের পক্ষে প্রয়োজন, তখন উপাস্য হইবেই। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—

শত্রুবেধাদি-গুণ মুমুক্ষুগণের পক্ষে উপাস্য নহে; কারণ তাহাতে ফলভেদ আছে।

বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্ ॥" (ভাঃ ১১।১০।৪)

অর্থাৎ মদ্গতচিত্ত পুরুষ কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের সেবা করিবেন। সম্যগ্‌রূপে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি নিষ্কাম-কর্ম্মবিধিতেও আদর করিবেন না।

আরও পাই,—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥" (ভাঃ ১১।১০।৬)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।" (গীঃ ১৩।৭) শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৫।২১-২২, ১১।১১।২৯-৩২, ১১।১১।৩৪-৪১ শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২২।৭২-৭৭, দ্রষ্টব্য ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বরের শাস্ত্রগম্যত্বরূপে চিন্তা অনুরাগী ভক্তের পক্ষে ঐচ্ছিক।

অবতরণিকাভাষ্যম্—শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ" ইতি। অত্র দেবজ্ঞানাদ্দেহগেহাদিমমতাপাশহানির্ভবতি। জন্মমৃত্যুকৃতক্লেশাভাবাত্তৎপ্রহাণিশ্চেতি শাস্ত্রজদেবজ্ঞানমহিমোক্তেঃ। ততো জ্ঞাতযাথাত্ম্যস্য তস্য দেবস্যাভিধ্যানান্নিরন্তরবিচিন্তনাদ্দেহভেদে লিঙ্গক্ষয়ে সতি চান্দ্রব্রাহ্মোভয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং দেবজ্ঞো বিন্দতি। কীদৃশং তৎ। বিশ্বৈশ্বর্য্যং পূর্ণবিভূতিকম্। কেবলমমায়িকম্। তত আপ্তকামঃ পূর্ণমনোরথো ভবতীতি। অত্র শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বং দেবস্যোক্তম্। তচ্চিন্তনং নিয়তমৈচ্ছিকং বেতি বীক্ষায়াং পরিনিষ্ঠাবিবৃদ্ধ্যা মনোনিবেশহেতুত্বান্নিয়তং তদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদধ্যায়িগণ বলিয়া থাকেন—'জ্ঞাত্বা দেবং···কেবলমাপ্তকামঃ' পরমেশ্বরজ্ঞান জন্মিলে সর্ব্ববিধ মায়াপাশের হানি হয়, ক্লেশ (অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ) নষ্ট হইলে আর জন্ম মৃত্যু ঘটে না, সংসার ক্ষয় হয়। তাঁহার স্বরূপ যথাযথভাবে জানিয়া ধ্যান করিলে লিঙ্গদেহ ক্ষয় হয়। চান্দ্র ও ব্রাহ্ম এই উভয়-ভিন্ন তৃতীয় ভাগবত পদ লাভ করে—যে পদে পূর্ণ বিভূতি সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান, যাহাতে মায়ার কার্য্য থাকে না, তাহার পর যোগী পূর্ণকাম হয়; এ-বিষয়ে পরমেশ্বরের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগম্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ এই—ঐ চিন্তা কি নিশ্চিতই করণীয়? অথবা ঐচ্ছিক? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—নিরন্তর তত্ত্বচিন্তা করিলে তাঁহাতে প্রেম বর্দ্ধিত হয়, এইজন্য ভগবত্তত্ত্বচিন্তা নিয়ত করণীয় বলা হউক,—এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র শত্রুবিনাশিত্বস্য ভগবদ্ গুণস্যানুপযোগাদনুপাসনে নিয়তমনুপসংহার্য্যত্বমুক্তং তদ্বৎ শাস্ত্রগম্যত্বরূপস্য তদ্গুণস্য চিত্তকার্কশ্যহেতুত্বেনানুপযোগাৎ তস্যাং তদস্তিতি প্রাগ্‌বদত্র সঙ্গতিঃ। জ্ঞাত্বেত্যাদি। ক্ষীণৈরিতীত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। তৈর্বিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ, তদ্ভাববত

ইতি যাবৎ। এতন্নিষ্কর্ষং ব্যাচষ্টে জন্মমৃত্যুক্লতেতি। জন্মাদিসত্ত্বেঽপি বিদ্যা-মহিম্না তৎকৃতক্লেশাস্পর্শ ইত্যাশয়ঃ। লিঙ্গক্ষয়ে সতীতি। ভাগবতপদলাভস্য তৎক্ষয়ানন্তরভাবিত্বাৎ। বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমিতি। "লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্য-ষাড়্গুণ্যসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। পরিনিষ্ঠেতি। নিরন্তরতত্ত্ববিমর্শস্য তন্নিষ্ঠাবর্দ্ধকত্বাদ্ ভবতি তত্র মনোনিবেশঃ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের শত্রু-বিনাশকারিত্ব গুণ উপাসনায় অনাবশ্যক-বোধে চিন্তনীয় নহে, সেই প্রকার একমাত্র শাস্ত্রচিন্তা দ্বারা তিনি জ্ঞেয়—এই শাস্ত্রগম্যত্বগুণ চিন্তা করিলে মনের কার্কশ্য জন্মে, সেজন্য উহার আবশ্যকতা নাই অতএব ভগবদুপাসনায় এই গুণেরও অনুপসংহার হউক; এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি পূর্ব্ব অধিকরণের মত এখানে জ্ঞাতব্য। 'জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি' শ্রুতির অর্থ—ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ এখানে ইত্থম্ভূত-লক্ষণে তৃতীয়া অর্থাৎ ক্ষীণ-ক্লেশবিশিষ্ট ব্যক্তির —ইহাই তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার এই নিষ্কর্ষের ব্যাখ্যা করিতেছেন— জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি। জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই অবিদ্যাদি ক্লেশ হয় সত্য, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ তাহাকে স্পর্শ করে না। ইহা ঐ বাক্যের অভিপ্রায়। লিঙ্গক্ষয়ে সতীতি—লিঙ্গদেহ নাশের পর ভাগবত-পদ লাভ হইয়া থাকে, এইজন্য এই উক্তি। 'বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ' ইতি বিশ্বৈশ্বর্য্য—এ-সম্বন্ধে স্মৃতিবাক্য আছে—লোকমিত্যাদি যে লোকে পূর্ণ বিভূতি আছে, সেই বৈকুণ্ঠ নামক লোক যাহা ঐশ্বর্য্যাদি দিব্য ষড়্গুণসম্পন্ন, ইহা বিষ্ণুভক্ত ভিন্ন অপরে পাইতে পারে না; যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের সম্পর্ক নাই, মায়ার গন্ধ নাই; অপর ক্লেশাদির অভাবের কথা আর কি বলিব, যে লোকে কেবল দেবাসুর-প্রশংসিত বিষ্ণুভক্তগণই থাকেন। ইত্যাদি আরও স্মৃতিবাক্য আছে। পরিনিষ্ঠাবিবৃদ্ধ্যা ইতি নিরন্তর ভগবত্তত্ত্ব-বিচার হইতে ভগবানে নিষ্ঠা বা প্রেম বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এজন্য তাহাতে মনোনিবেশ হয় অতএব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর উক্তিতে—

হান্যধিকরণম্

সূত্রম্—হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তু ত্যুপগানবৎ তদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ—'তু' না, তাহা নহে, হানৌ—পরমেশ্বর-জ্ঞানের দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন হইলে দেবানুরক্ত বিজ্ঞের আর তত্ত্ব-চিন্তন অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা তত্ত্বচিন্তা নিয়ত নহে, অর্থাৎ আবশ্যক হয় না, উহা ঐচ্ছিক ; দৃষ্টান্ত এই—'কুশাচ্ছন্দস্তত্যুপগানবৎ' প্রতিদিন কর্ত্তব্য বেদপাঠ করিবার পর অবসর পাইলে যদি ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করেন 'আমি সমগ্র সংহিতা পাঠ করিব', তবে ব্রহ্মাঞ্জলি বন্ধন করিয়া তাহা করিবেন। কুশাচ্ছন্দস্তত্যুপগান-শব্দের অর্থ—উত্তরাগ্র কুশ মধ্যে রাখিয়া যোজিত হস্তদ্বয়কে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে তখন সেই বেদস্তুতি-গান যেমন ঐচ্ছিক, অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ। ইহার প্রমাণ কি? উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—যেহেতু অন্যান্য সকল বাক্য ভগবৎ-প্রেমবোধক বাক্যের অনুগত, এজন্য তাহাই বলা হইয়াছে—হেতু বাক্যের অনুসারী অন্যান্য সমস্ত বাক্য। 'তদুক্তম্'—নিরন্তর তাঁহাতে রতি হইলে আর তত্ত্ববিমর্শের অবকাশ থাকে না। ২৭।

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থস্তুশব্দঃ। দেবজ্ঞানেন পাশ-হানৌ সত্যাং দেবানুরক্তস্য বিদুষঃ তৎশাস্ত্রগম্যত্বরূপদেবধর্ম্ম-চিন্তনং কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবদুক্তম্। যথা নিয়তস্বাধ্যায়ানন্তরং কুশ-গ্রহণপূর্ব্বকমাচ্ছন্দেন সম্যগীষদ্বেচ্ছয়া স্তুত্যুপগানং ভবতি তদ্বৎ তদ্ধর্ম্মচিন্তনম্। তস্যাভিধ্যানাদিত্যনেন তথৈব ব্যঞ্জনাদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরুপায়নেতি। উপায়নং সামীপ্যলাভস্তদনুরক্তিরিতি যাবৎ। তচ্ছব্দস্তদাবেদি বাক্যম্। তচ্ছেষত্বাত্তদনুযায়িত্বাৎ সর্ব্বেষাং বাক্যানাম্। যদুক্তম্—"তমেব ধীরঃ" ইত্যাদি। "পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা। রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্" ইত্যাদি। তস্মাদৈচ্ছিকং তচ্চিন্তনম্। অয়ং ভাবঃ। দুরধিগমার্থকশ্রুতি-যুক্তিভ্যাং দুষ্করস্তত্রাপি বহুবিষয়কত্বেন বহুশাখশ্চ তত্ত্ববিমর্শঃ। স

চানন্দরূপভগবদ্বিভাবনোপনতমার্দ্দবে তদেকানুরক্তে চেতসি নাবৃত্তি-মর্হতি কার্কশ্যকরত্বাৎ। কিন্তু বৈয়ুত্থানিক এব কদাচিত্তদ্ভাবানুভাব-তয়া প্রবর্ত্তত ইতি ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। পরমেশ্বর-জ্ঞান দ্বারা সংসার-পাশ ছিন্ন হইলে ঈশ্বরে অনুরক্ত বিজ্ঞের পক্ষে শাস্ত্রগম্যত্বরূপ ভগবদ্ ধর্ম্মচিন্তা কুশাচ্ছন্দস্তুতি-গানের মত ঐচ্ছিক। কথাটি এই—যেমন প্রতিদিন কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়নের পর কুশ গ্রহণ করিয়া সম্যক্ অথবা ঈষৎ পরিমাণে ইচ্ছামত স্তুত্যুপগান হয়, সেইরূপ শাস্ত্রগম্যত্ব ধর্ম্মেরচিন্তা ঐচ্ছিক হইবে। তাহার কারণ—তস্যাভিধ্যানাৎ—শ্রুতি দ্বারা সেইরূপই সূচিত হইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য। সে-বিষয়ে হেতু 'উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ'—উপায়ন-শব্দের অর্থ ভগবৎ-সামীপ্যলাভ, যাহাকে ভগবদ-নুরাগ বলা হয়। তচ্ছব্দ-শব্দের অর্থ তদ্বোধক বাক্য, তাহারই শেষ অর্থাৎ অনুসারী অন্যান্য সমস্ত বাক্য—ইহাই। যেহেতু বলা আছে—'তমেব ধীরঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এবং 'পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ত্ত (জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা) দ্বারা, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারা এবং দান, যোগ, সমাধি দ্বারা মুক্তি পুরুষের অর্জ্জনীয়। আর আমার অনুরক্তিই—নিঃশ্রেয়স, ইহাই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন। অতএব শাস্ত্রগম্যত্ব-চিন্তা ইচ্ছামত, নিয়ত নহে। কথাটি এই—তত্ত্ব-চিন্তা দুর্বোধ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা দুষ্কর, আবার সেই তত্ত্ব-বিমর্শে বহু বিষয় থাকায় বহু শাখা বিদ্যমান। সেই তত্ত্বানুশীলন আনন্দমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যানে চিত্তের কোমলতা জন্মিলে তাঁহাতেই চিত্ত একান্ত অনুরক্ত হয়, ইহার ফলে আর চিত্তে কর্কশতাকারক তত্ত্ব-বিমর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু ব্যুত্থান-দশায় কখন কখনও তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গ ঘটিলে ভগবৎস্বরূপ-নিরূপক শাস্ত্র-চিন্তা হয় ॥ ২৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—হানাবিতি। হানৌ ত্যাগে বিনাশে সতীত্যর্থঃ। কুশা-চ্ছন্দেতি। বৈধং বেদপাঠং কৃত্বা পুনঃ সময়ে লব্ধে সংহিতামাবর্ত্তয়ামীতি চেদিচ্ছতি বিপ্রস্তদা কৃতব্রহ্মাঞ্জলিস্তামাবর্ত্তয়তি। উদগগ্রান্ কুশান্ মধ্যে নিধায় যোজিতং পাণিযুগ্মং ব্রহ্মাঞ্জলিরুচ্যতে। তদা তৎ স্তুত্যুপগানং যথা

ঐচ্ছিকং ন তু নিয়তং তদ্বৎ দেহাদিমোহপাশবিনাশে সতি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং তত্ত্বচিন্তনমৈচ্ছিকং ন তু নিয়তমিত্যর্থঃ। আচ্ছন্দেত্যত্র সম্যগর্থে ঈষদর্থে বা আ ভবতীতি তথৈব ব্যাখ্যাতম্। তস্যাভিধ্যানাদিতি। অভিধ্যানমনিশং ভগবদ্রতিঃ তস্যাং সত্যাং তত্ত্ববিমর্শস্য নাবকাশোঽত ঐচ্ছিকঃ স ইতি। শ্রুত্যা সংসূচনাদিত্যর্থঃ। তদনুরক্তিরিতি লক্ষণয়া লভ্যতে। তমেবেত্যস্যার্থঃ পরত্র ব্যক্তীভাবী। পূর্ত্তেনেতি শ্রীভাগবতে। মৎপ্রীতির্মদনুরাগঃ। অয়মিতি। বহুবিষয়কত্বেনেতি। প্রাকৃতাপ্রাকৃতানন্তবিভূতিতৎস্বরূপতল্লক্ষণনির্ণেতব্যত্বেনেত্যর্থঃ। বহুশাখো বহ্বঙ্গঃ। কার্কশ্যেতি। চিত্তকাঠিন্যহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। বৈয়ুত্থানিক ইতি। ব্যুত্থানে বাহ্যদশায়াং ভব ইত্যর্থঃ। কালাট্ ঠঞ্। সমাধেরুত্থিতস্য তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গে সতি ভগবদ্স্বরূপাদিনিরূপকঃ শাস্ত্রবিমর্শো ভবতি। স চ তদনুরাগানুভাবতয়াভ্যুদেতি ন তু পাশনাশকতয়েত্যর্থঃ॥ ২৭॥

টীকানুবাদ—হানৌতূপায়নশব্দশেষত্বাদিত্যাদি সূত্রের অর্থ—হানৌ—মমতাদি পাশের বিনাশ হইলে 'কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ' ব্রাহ্মণ বিধিবোধিত বেদপাঠের পর পুনরায় অবসর লাভ হইলে সংহিতা পাঠ করিব—এই ইচ্ছা যদি করে, তখন ব্রহ্মাঞ্জলি বন্ধন করিয়া বেদের আবৃত্তি করিবে। কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগান-শব্দের মর্ম্মার্থ এই—দুই হস্তের মধ্যে উত্তরাগ্রকুশ রাখিয়া হস্তদ্বয় যোজিত করিলে তাহাকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে। তখন সেই স্তুত্যুপগান যেমন ইচ্ছাধীন, নিয়মানুগত নহে, সেইরূপ দেহাদির উপর মায়ামোহ কাটিয়া গেলে আবার শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা পরতত্ত্ব-চিন্তন ইচ্ছাধীন, নিয়মনিয়ন্ত্রিত নহে, ইহাই অর্থ। আচ্ছন্দ-পদের ব্যুৎপত্তি এই—'আ' সম্যক্ অথবা ঈষৎ-অর্থে আ অব্যয়ের সহিত ছন্দের (অভিপ্রায়ের) সম্বন্ধ। ইহা কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগান-স্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'তস্যাভিধ্যানাদিতি' অভিধ্যান অর্থাৎ নিরন্তর ভগবদ্রতি, তাহা হইলে পর আর তত্ত্ব-বিমর্শের প্রসঙ্গ থাকে না, সুতরাং তত্ত্ববিমর্শ তখন ঐচ্ছিক হয়। ব্যঞ্জনাদিতি অর্থাৎ শ্রুতি দ্বারা সূচিত হওয়ায়। সামীপ্যলাভস্তদনুরক্তিরিতি উপায়ন-শব্দের যথাশ্রুত অর্থ—সামীপ্যলাভ, কিন্তু এখানে ভগবদ্ বিষয়ক রতি—অর্থ-লক্ষণা-বলে ধরিতে হইবে। তমেব ধীর ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পরে ব্যক্ত হইবে। 'পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত। মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্নতমিতি—মৎপ্রীতিঃ—আমার প্রতি অনুরাগ। অয়ং ভাবঃ—ইহার অন্তর্গত

—'বহুবিষয়কত্বেনেতি' ভগবানের প্রাকৃত-অপ্রাকৃত অনন্ত বিভূতি, তাহাদের স্বরূপ ও তাহাদের লক্ষণ নির্ণেয় হওয়ায়। বহুশাখঃ—বহু অঙ্গসমন্বিত। কার্কশ্যকরত্বাদিতি—চিন্তার কঠিনতাহেতু, এই অর্থ। বৈয়ুত্থানিক ইতি—ব্যুত্থানাবস্থায় উৎপন্ন, অর্থাৎ যোগভঙ্গ-দশায় জাত এই অর্থে ব্যুত্থান-শব্দের উত্তর 'কালাট্ ঠঞ্' সূত্রে ঠঞ্ প্রত্যয়। সমাধি ভঙ্গের পর উত্থিত যোগীর তত্ত্ববিৎসঙ্গ ঘটিলে ভগবৎস্বরূপের নিরূপক শাস্ত্র-বিচার হয়। সেই বিচার শ্রীভগবানে অনুরাগজনকরূপে হয়, পাশনাশকরূপে নহে,—এই তাৎপর্য্য ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥" (শ্বেঃ ১।১১)

১।৮, ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৩, ৬।১৩, প্রভৃতি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

এ-স্থলে দেখা যায়—পরমেশ্বরের অভিধ্যানের দ্বারা জীবের অমায়িক ভাগবত-পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং তখন পূর্ণ মনোরথ হয়েন। এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, এই শাস্ত্রীয়জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব-চিন্তন নিয়ত অর্থাৎ বৈধ? অথবা ঐচ্ছিক অর্থাৎ ইচ্ছামত? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উহা বৈধই হইবে, কারণ তাহার ফলে পরিনিষ্ঠা-বৃদ্ধিক্রমে মনোনিবেশ হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষীয় মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রের মর্ম্মে বলিতেছেন যে, রাগানুগ পরমভক্তের ভগবত্তত্ত্বচিন্তন ঐচ্ছিক অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত বুঝিতে হইবে। আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের বিভাবনের ফলে তাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণানুরক্ত হইয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, তখন আর শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সুদুষ্কর তত্ত্ববিচার কর্কশতাকারক বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, তবে বাহ্যদশায় কদাচিৎ তত্ত্ববিৎ-প্রসঙ্গক্রমে তদ্ভাবানুভাবরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

"নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ ॥" (ভাঃ ৭।৯।৪৯)

বৃহদারণ্যকেও পাই,—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি ॥" (বৃঃ ৪।৪।২১)

অন্য শ্রুতিও আছে,—

"কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং বক্ষ্যামহে।"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥" (গীঃ ২।৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক-জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৭-২৫৮) ॥ ২৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তত্র যুক্তিং প্রমাণঞ্চাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সে বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ—সাম্পরায় অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম জন্মিলে তরণীয় পাশের অভাবে তত্ত্ববিমর্শ ঐচ্ছিক হইবে, নিয়মানুগত সার্ব্বদিক নহে। তথা হ্যন্যে —সেইরূপ বাজসনেয়ীরা পাঠ করিয়া থাকেন ॥২৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সম্পরায়ো ভগবান্ সংপরায়ন্তি তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্র ভব ইত্যণ্ স্মরণাৎ। তস্মিন্ সত্যৈচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শো ন নিয়তঃ। কুতঃ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেদ্যস্য পাশস্যাভাবাৎ। তথা হ্যন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়েদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদ্" ইতি। এবমেবোক্তং শ্রীভগবতা। "তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সম্পরায়-শব্দের অর্থ শ্রীভগবান্, ইহার ব্যুৎপত্তি—যাঁহাতে সকল তত্ত্ব মিলিত হয়। সেই সম্পরায় (ভগবদ্)-বিষয়ক প্রেমকে সাম্পরায় বলে। সম্পরায়-শব্দের উত্তর 'তত্র ভবঃ' এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় সিদ্ধ সাম্পরায়-শব্দ। সেই ভগবৎপ্রেম জন্মিলে তত্ত্ববিচার ইচ্ছাধীন হয়, আবশ্যিক বা নিয়ত নহে। কারণ কি? তর্ত্তব্যাভাবাৎ—যেহেতু তখন তাহার দ্বারা ছেদনীয় পাশ (মায়ামমতাদিরূপ) থাকে না। সেইরূপ কথাই বাজসনেয়িগণ পাঠ করেন—'তমেব ধীরো বিজ্ঞায়...বিগ্লাপনং হি তৎ' বুদ্ধিমান্ বেদাভ্যাস-পরায়ণ বিপ্র সেই পুরুষোত্তমকে শাস্ত্র হইতে ও গুরুমুখে অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেন, তদুপযোগিকর্ম্মকাণ্ডসহিত নিখিল বেদান্ত বাক্যের অনুশীলন করিবেন না, যেহেতু সেই বহু শাখা-পাঠ কেবল বাক্-

শক্তির শোষক হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌ও এইরূপই বলিয়াছেন—অতএব এই সাধনা-পথে আমার অনুরক্ত ভক্তযোগীর শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর নহে ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সাম্পরায়ে ইতি। তেন তত্ত্ববিমর্শেন। তমেবেতি। ধীরো ধীমান্ ব্রাহ্মণো বেদাভ্যাসনিরতঃ তং পুরুষোত্তমং বিজ্ঞায় শাস্ত্রাৎ গুরুমুখাচ্চ নিশ্চিত্য প্রজ্ঞাং তস্যোপাসনাং কুর্য্যাৎ। বহূন্‌শব্দানমুপযোগি-কর্ম্মকাণ্ডসহিতান্ নিখিলান্ বেদান্তানিত্যর্থঃ। নানুধ্যায়েৎ নানুচিন্তয়েৎ ন পরিপঠেদিতি যাবৎ। হি যতস্তদ্‌বহুশাখানুধ্যানং বাচো বিগ্লাপনং শোষকং ভবতি। তত্র বাচ ইতি বাগাদি স্থানাষ্টকোপলক্ষণম্। তদষ্টকঞ্চোক্তং বেদ-ভাষ্যে—"অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ" ইতি। তস্মাদিতি শ্রীভাগবতে। মদাত্মনো মদনু-রক্তস্য। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। বৈরাগ্যং বিষয়বৈতৃষ্ণ্যম্। প্রায় ইতি। তত্ত্বনিশ্চয়মার্জনাদীষদিত্যর্থঃ। অন্যচ্চ তত্রৈব। "এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ। বিবৃশ্চ্য কর্ম্মাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্" ইতি। কর্ম্মাশয়ং লিঙ্গদেহম্। আত্মানং হরিম্। অস্ত্রং জ্ঞান-কুঠারম্ ॥ ২৮ ॥

টীকানুবাদ—সাম্পরায়ে ইত্যাদি সূত্রে 'তেন তদানীং তরণীয়স্যেতি' ভাষ্যে —তেন—সেই তত্ত্ববিচার দ্বারা। তমেবেত্যাদি শ্রুতির অর্থ—ধীরঃ—যিনি ধীমান্ ও ব্রাহ্মণ—বেদাভ্যাসপরায়ণ, তিনি সেই পুরুষোত্তমকে শাস্ত্র সাহায্যে ও গুরুমুখ হইতে অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেন। এ-জন্য অনুপযোগী কর্ম্মকাণ্ডসহিত নিখিল বেদান্তবাক্য অনুশীলন করিবেন না অর্থাৎ পাঠ করিবেন না, যেহেতু সেই সেই বহুশাখানুশীলন কেবল বাক্‌শক্তির শোষক। কেবল বাক্‌শক্তি নহে, 'বাচঃ' এই বহুবচন নির্দ্দেশ হেতু আটটি উচ্চারণ স্থানের শোষক জানিবে। বেদভাষ্যে সেই আটটি উচ্চারণ-স্থান কথিত আছে, যথা—অষ্টৌ স্থানানি ইত্যাদি—বর্ণের আটটি উচ্চারণ-স্থান, যথা—বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, শিরঃ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, অধরওষ্ঠ ও তালু। 'তস্মাদ্‌মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতোক্ত। মদাত্মনঃ—অর্থাৎ আমার একান্ত অনুরক্তের। জ্ঞানং—শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বৈরাগ্যং—ভোগ্য-

বিষয়ে বিতৃষ্ণা। প্রায়ঃ-শব্দের অর্থ—তত্ত্বনিশ্চয় ও চিত্তশুদ্ধি হইতে অল্প প্রয়োজনক। সেই শ্রীভাগবতেই আর একটি শ্লোক আছে যথা—'এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা ইত্যাদি' এইরূপে ধীমান্ একনিষ্ঠ গুরুভক্তি দ্বারা লব্ধ শাণিত জ্ঞান-কুঠার দ্বারা কর্ম্মের আধার লিঙ্গ শরীরকে ছেদন করিয়া শ্রীহরিকে অপ্রমত্তভাবে প্রাপ্ত হইলে পর সেই জ্ঞান-কুঠারকে ত্যাগ করিবেন ॥২৮॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, যিনি শ্রীভগবদ্-বিষয়ক প্রেম প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর ভববন্ধনপাশ থাকে না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভগবত্তত্ত্ব-বিচার বিধিবোধিত হইতে পারে না। যদি দেখা যায়, তবে তাহা ঐচ্ছিক বুঝিতে হইবে। যুক্তি-প্রদর্শনের পর প্রমাণ দিতেছেন যে, 'তথাহন্যে' অর্থাৎ বাজসনেয়ীরাও পাঠ করিয়া থাকেন,—'বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার উপাসনাই করিবেন, বহুকর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত অনুপযোগী বেদবাক্য সমূহ অনুধ্যান করিবেন না; কারণ উহা বাক্‌শক্তির শোষক হইয়া পড়ে। (বৃঃ ৪।৪।২১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"
(ভাঃ ১১।২০।৩১)

অর্থাৎ অতএব মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না। ভক্তির অঙ্গীভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য কিন্তু বর্জ্জনীয় নহে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিও আলোচ্য।

"এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥" (ভাঃ ১১।১২।২৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৈধীসাধনভক্তির উপদেশেও পাই,—

"বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১১৫) ॥ ২৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ব্রহ্মোপাসনং গুণবদিত্যুক্তম্। তদিদানীং দ্বিবিধমিতি দর্শয়িতুমারভতে। "তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভম্" ইত্যাদি "প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ" ইত্যাদি "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি চ শ্রূয়তে। অত্র ক্বচিন্মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা রুচিভক্তিস্তৎপ্রাপ্তিহেতুঃ প্রতীয়তে। ক্বচিত্ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা বিধিভক্তিশ্চেতি। ততশ্চ বিষয়বৈলক্ষণ্যেন তত্তদ্ভক্তেরপি বৈলক্ষণ্যাৎ কতমা সা তদ্ধেতুরিত্যনিশ্চয়াত্তল্লিপ্সোস্তত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের উপাসনা নিরতিশয় রতির কারণ, সেই উপাসনা দুই প্রকার—ইহা দেখাইবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, শ্রুতিতে আছে—যথা 'তদু হোবাচ হৈরণ্যঃ …সহিত শ্যামঃ' ইত্যাদি হৈরণ্যঃ (ব্রহ্মা) বলিয়াছেন,—ভগবান্ গোপবেশধারী, মেঘকান্তি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'তিনি প্রকৃতির সহিত শ্যামরূপী' কথিত হইয়াছেন। আবার 'স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ' সেই এই পরমাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি বাক্যও শ্রুত হইতেছে। এই দ্বিবিধ বাক্যের মধ্যে 'তদু হোবাচ' ইত্যাদি বাক্যে ভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে প্রবৃত্ত 'রুচিভক্তি'ই তাঁহার প্রাপ্তির কারণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, আবার কোথায়ও 'সবা অয়মাত্মা' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হইতে প্রবৃত্ত বিধিভক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক্রিয়মাণা ভক্তি, সুতরাং দুইটি বিষয়ের পরস্পর প্রভেদ থাকায় ভক্তিদ্বয়েরও প্রভেদ হইতেছে, এমতাবস্থায় কোন্ ভক্তি ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ হইবে, এই নিশ্চয়ের অভাবে তৎপ্রাপ্তিকাম ব্যক্তির সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কায় সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—সর্ব্বত্র হরৌ নিরতিরূপং তদুপাসনমুক্তং তন্ন সম্ভবতি। তদ্দ্বৈবিধ্যবোধিবাক্যদর্শনেন কতরৎ তদুপাদেয়মিতি নিশ্চয়াভাবাৎ তত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। তদিদানীমিত্যাদি। মাধুর্য্যেতি। পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশনে তদপ্রকাশনে চ নৃভাবানতি-

ক্রমো হরের্মাধুর্য্যং পারমৈশ্বর্য্যেঽনুসংহিতেঽপি হৃৎকম্পহেতুসম্ভ্রমলেশস্যাপ্যনুদয়াৎ স্বভাবাতিস্থৈর্য্যকরো ধর্ম্মবিশেষো মাধুর্য্যজ্ঞানম্। রুচিভক্তিরিতি। রুচিরত্র রাগস্তদনুগতা ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা রুচিভক্তিঃ। সা চ স্বাভীষ্টে তজ্জনানুযায়িভাবলোভেন ক্রিয়মাণা বোধ্যা। ইয়মেব রাগানুগেতি গদিতা। ঐশ্বর্য্যেতি। নৃভাবনৈরপেক্ষ্যেণ পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশনং হরেরৈশ্বর্য্যং পারমৈশ্বর্য্যেঽনুপসংহিতে হৃৎকম্পহেতুনা সাদরসম্ভ্রমেণ স্বভাবশৈথিল্যকরো ধর্ম্মবিশেষস্ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। বিধিভক্তিরিতি। শাস্ত্রানুশাসনভয়েন ক্রিয়মাণা শ্রবণাদিরিত্যর্থঃ। ইয়ং বৈধীত্যভিহিতা। ইদমত্র বিবেচ্যম্। তল্লীলাপরিকরস্য ভাবমাধুর্য্যে শ্রীভাগবতাদিসিদ্ধনির্দ্দেশশাস্ত্রাৎ শ্রুতে সত্যেতন্মেঽপি ভূয়াদিতি লোভোৎপত্তিসময়ে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন ভবেৎ। সত্যাঞ্চ তদপেক্ষায়াং লোভিত্বস্যাসিদ্ধেঃ। ন হি লোভ্যে বস্তুনি শাস্ত্রযুক্তিপ্রবৃত্তলোভোঽনুভূয়তে কিন্তু শ্রুতে দৃষ্টে বা তস্মিন্ স্বত এব ভবন্ স প্রতীয়তে। ততশ্চ তদ্ভাবলোভোপায়জিজ্ঞাসায়াং ভবেদেব তদপেক্ষা তত্রৈব তদুপায়বিনির্ণয়াৎ। তথাচ দ্বয়ী ভক্তিঃ শাস্ত্রীয়া। পূর্ব্বত্রাস্তে শাস্ত্রাপেক্ষা পরত্র ত্বাদাবিতি। ততশ্চেতি। বিষয়ো মাধুর্য্যগুণকো গোকুলপতিরৈশ্বর্য্যগুণকশ্চ বৈকুণ্ঠপতিঃ তস্য বৈলক্ষণ্যেন বিলক্ষণগুণকতয়া গ্রহণেনেত্যর্থঃ তত্তদ্ভক্তেম্বপি বৈলক্ষণ্যাৎ লোভমূলকতয়া ভয়মূলকতয়া চ গ্রহণাদিত্যর্থঃ। কতমেতি। কাসৌ রুচিপূর্ব্বা বিধিপূর্ব্বা বা মোক্ষকরীতি নিশ্চয়াভাবাদিত্যর্থঃ। তল্লিপ্সোঃ পুরুষোত্তমপ্রেপ্সোঃ। তত্র উভয়সাধনে। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আশঙ্কা এই—ইতঃপূর্ব্বে সকল অধিকরণেই শ্রীহরিপ্রেমরূপ তাঁহার উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব নহে, যেহেতু দ্বিবিধ ভক্তিবোধক বাক্য দেখা যাইতেছে; তাহা হইলে কোন্ বাক্যটি গ্রহণীয়, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ের অভাবে কোনটিতেই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, এই আশঙ্কার উত্তরে সমাধানহেতু এখানে আক্ষেপনামক সঙ্গতি। 'তদিদানীং দ্বিবিধমিত্যাদি'। 'রুচিন্মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তেতি'—শ্রীভগবান্ পরমেশ্বরত্ব প্রকাশ করিলেও অথবা তাহা অপ্রকাশিত হইলেও মনুষ্যভাবের যে অপরিত্যাগ, ইহার নাম মাধুর্য্য, আর মাধুর্য্যজ্ঞান বলিতে পরমেশ্বরভাব গৃহীত হইলেও (তাহার অনুসন্ধান থাকিলেও)

লেশমাত্র হৃৎকম্পের কারণ সম্ভ্রমের উদয় না হওয়ায় স্বভাবের অতি-দৃঢ়তাজনক অবস্থাবিশেষকে বুঝায়। সেই মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে রুচিভক্তি জন্মে, ইহার নাম রাগানুগা ভক্তি শ্রবণমননাদিস্বরূপা। এই ভক্তি নিজ অভীষ্ট দেবতার উপর তাঁহার ভক্তের অনুস্থতভাব বা ভক্তবাৎসল্য পাইবার আশায় কৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই 'রাগানুগা' ভক্তি বলা হইয়াছে। 'ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপ্রবৃত্তা বিধিভক্তিরিতি' ঐশ্বর্য্য-শব্দের অর্থ মনুষ্যভাব অপেক্ষা না করিয়াই পরমেশ্বরত্ব-প্রকাশ, ইহাই শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য। আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলিতে তাঁহার পরমেশ্বরভাব গৃহীত হইলে যে হৃৎকম্পের হেতু সাদর সম্ভ্রমের উদয় হয়; তজ্জনিত ভক্তের স্বভাবের শিথিলতারূপ অবস্থা বিশেষ হইতে প্রবৃত্ত হয়; বিধিভক্তি অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুশাসন-ভয়ে যে ভক্তি কৃত হয়, যেমন ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণাদি, ইহাকেই বৈধীভক্তি বলা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ইহা বিচারণীয়। তাঁহার সিদ্ধস্বরূপ-নির্দ্দেশক শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতে শ্রীহরির লীলা-পরিকরের মধুরভাব শ্রুত হইলে, আমারও এইভাব হউক, এই লোভ যখনই জন্মিবে তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা থাকে না, যেহেতু শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা থাকিতে ভক্তের ভাবে লোভই অসিদ্ধ। কারণ লোভনীয় ব'তে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রণোদিত লোভ দেখা যায় না, কিন্তু লোভনীয় বস্তু শ্রুত হইলে বা দৃষ্ট হইলে তাহার উপর স্বতঃই লোভ উদিত হয়, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইতেছে —ভগবৎপ্রেম লাভের উপায় কি? ইহা জানিবার ইচ্ছা হইলেই শাস্ত্রযুক্তি জানিবার অপেক্ষা হইবেই, কারণ শাস্ত্র ও যুক্তির মধ্যে সেই ভাব-লাভের উপায় নির্দ্ধারিত আছে; তবেই দেখা যাইতেছে—উভয় ভক্তিই শাস্ত্রীয়, প্রভেদ এই—রাগানুগা ভক্তিতে পরে শাস্ত্রাপেক্ষা, আর বিধিভক্তিতে প্রথমে শাস্ত্রানুসন্ধান। 'ততশ্চ বিষয়বৈলক্ষণ্যেনেতি' সুতরাং বিষয় দুইটির প্রভেদ থাকায় অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণাশ্রয় শ্রীগোকুলপতি রাগানুগা ভক্তির বিষয়, আর পরমেশ্বরত্ব গুণবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠপতি বৈধীভক্তির বিষয়, এইরূপ পরস্পর বিলক্ষণ গুণবত্তারূপে প্রতীত হওয়ায়। 'তদ্ ভক্তেরপি বৈলক্ষণ্যাদিতি'—ভগবদ্ ভক্তিরও প্রভেদ অর্থাৎ একটি তদ্ভাব-লোভমূলক, অপরটি ভয়-মূলকরূপে গৃহীত হওয়ায়। 'কতমা সা তদ্ধেতুঃ' ইতি—রুচিপূর্ব্বক ভক্তি অথবা বিধিপূর্ব্বক ভক্তি কোন্‌টি মুক্তিদায়িনী হইবে ইহার নিশ্চয় না থাকায়,

তল্লিপ্সোঃ—সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রাপ্তিকামী ব্যক্তির, 'তত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ' ইতি তত্র—উভয় সাধনায় প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা নিরসনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

ছন্দত উভয়াবিরোধাধিকরণম্

সূত্রম্—ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ—এ-আশঙ্কা করণীয় নহে, কারণ ছন্দতঃ—ঈশ্বরের সঙ্কল্পানুসারে যে কোন প্রকার ভক্তিতেই জীবের আস্থা হইতে পারে ; ইহা কিরূপে হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'উভয়াবিরোধাৎ' উভয়বিধ বাক্যের অনুরোধে ॥ ২৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। ছন্দতস্তাদৃশসৎপ্রসঙ্গানুযায়িভগবৎসংকল্পাদেবোভয়বিধানাং জীবানামুভয়বিধায়াং ভক্তাবাস্থেতি ন প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ। এবং কুতঃ ? তত্রাহোভয়েতি। উভয়বিধয়োর্বাক্যয়োরনুরোধাদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অনাদিসিদ্ধদ্বিবিধভগবদ্গুণোপাসনা খলু তন্নিত্যপার্ষদবৃন্দাদারভ্য সাধকেভ্যঃ সুরসরিৎপ্রবাহবৎ প্রচরতি। তস্মাদ্বিশ্ববর্ত্তিনাং জীবানাং যাদৃচ্ছিকে সৎপ্রসঙ্গে সতি তদ্দেশিকসদুপাস্যেষু স্বগুণেষু ভক্তিরসিকঃ শ্রীহরিঃ সৎপ্রসঙ্গিনস্তান্ প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি। তে তু তেন বর্ত্মনা তমনুবর্ত্তন্ত ইতি। অনুগ্রাহী সাধকস্তু মধ্যমো গ্রাহ্যঃ। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ" ইত্যুক্তেঃ। ইত্থঞ্চ শ্রীহরৌ বৈষম্যাদ্যপ্রসঙ্গঃ ॥২৯॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে 'নবাবিশেষাৎ' এই সূত্রোক্ত 'ন' পদটি মণ্ডূকপ্লুতি-ন্যায়ে অনুসৃত জানিবে। সেই প্রকার সৎ-সঙ্গের অনুযায়ী শ্রীভগবদিচ্ছা হইতেই উভয়বিধ জীবের উভয়বিধ ভক্তিতেই বিশ্বাসমূলক প্রবৃত্তি সম্ভব হইবে, অসম্ভব নহে। যদি বল, এইরূপ হয় কেন ? তাহার

উত্তরে বলিতেছেন—'উভয়াবিরোধাৎ' উভয়বিধ বাক্যের অনুরোধে। কথাটি এই—অনাদি সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুই প্রকার ভগবদ্‌গুণের উপাসনা তাঁহার নিত্য পার্ষদবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক ভক্তশ্রেণীর মধ্যে গঙ্গাপ্রবাহের মত প্রবাহিত আছে, সে কারণে বিশ্বান্তর্ব্বর্ত্তী জীবগণের অদৃষ্টবশতঃ সাধুসঙ্গ ঘটিলে সেই সব জীবের উপদেষ্টা যে সাধু-বৈষ্ণব আছেন, তাঁহার উপাস্য ভক্তিরসিক শ্রীহরি নিজগুণেতে সৎপ্রসঙ্গী জীবগণকে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সেই সৎ-প্রসঙ্গী জীবগণও সেই পথে (সেই সাধুসেবিত পথে) শ্রীভগবানের সেবা করেন। কিন্তু অনুগ্রাহক সাধক মধ্যম শ্রেণীভুক্ত জ্ঞাতব্য। কারণ, তাঁহাকেই মধ্যম সাধক বলা হইয়াছে—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজীবে করুণা ও ভগবন্নিন্দক ও ভগবদ্‌ভক্তের বিদ্বেষীতে উপেক্ষা (ঔদাসীন্য—সঙ্গত্যাগ) করেন। তবেই দেখা যাইতেছে—শ্রীহরির অনুগ্রহ হইলে জীবের মুক্তি হয়; ইহাতে যদিও শ্রীভগবানের বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) আপাততঃ আসিয়া পড়ে দেখা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার ভক্তবাৎসল্য স্বীকার করিলে আর বৈষম্য-নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি হয় না ॥ ২৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ছন্দত ইতি। উভয়বিধয়োরিতি। তদু হোবাচেত্যাদেঃ স বা অয়মিত্যাদেশ্চ বাক্যস্যেত্যর্থঃ। তদ্দেশিকেতি। তেষাং জীবানাং দেশিক উপদেষ্টা যঃ সন্ বৈষ্ণবস্তস্যোপাস্যেষু স্বগুণেষ্বিত্যর্থঃ। তান্ জীবান্। ঈশ্বর ইতি শ্রীভাগবতে। অয়মর্থঃ—ত্রিবিধা হরিভক্তা উত্তমো মধ্যমঃ কনিষ্ঠশ্চেতি। তেষাদ্যো নানুগ্রাহী সার্ব্বত্রিকহরিস্ফূর্ত্তেস্তস্যানুগ্রাহ্যাভাবাৎ। তদুক্তম্—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ" ইতি। ন চান্ত্যঃ অনুগ্রহে তস্যাসামর্থ্যাৎ। যদুক্তম্—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ" ইতি। কিন্তু মধ্যমোঽনুগ্রাহী, ঈশ্বরে তদধীনেষ্বিত্যাদেঃ। ঈশ্বরে ভগবতি। তদধীনেষু তদ্‌ভক্তেষু। বালিশেষু অজ্ঞেষু। দ্বিষৎসু ভগবদ্ভাগবতনিন্দকেষু। প্রেমেত্যাদিকং ক্রমাদবগন্তব্যম্। ইত্থঞ্চেতি। হর্য্যনুগ্রহাৎ জীবানাং মোক্ষে স্বীকৃতে তস্মিন্ বৈষম্যাদিকমাপতেৎ ভক্তানু-

গ্রহাৎ তস্মিন্ স্বীকৃতে তৎপরিহারঃ সিদ্ধঃ। নন্থ ভক্তেঽপি বৈষম্যমবস্থমিতি চেন্ন। মধ্যমে তস্মিন্ তৎস্বীকারাৎ। নন্থ হরেরনুগ্রাহকত্বং শ্রুতং ব্যাকুপ্যেদিতি চেন্ন। ভক্তানুগ্রহানুগামিতয়া তদনুগ্রহস্থাপি প্রবৃত্তেরিত্যনুবন্ধাধিকরণে বক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

টীকানুবাদ—ছন্দত—ইত্যাদি সূত্রে, উভয়বিধয়োর্বাক্যয়োরনুরোধাদিতি 'তদু হোবাচ হৈরণ্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে 'সবা অয়মাত্মা বিশ্বস্থ বশী' ইত্যাদি বাক্য—এই দুই প্রকার বাক্য থাকায়—এই অর্থ। 'তদ্দেশিকসদুপাস্যেষু স্বগুণেষু' ইতি সেই সকল জীবের উপদেষ্টা যিনি সাধুবৈষ্ণব, তিনি যে সকল ভগবদ্গুণের উপাসনা করেন, সেইগুলিতে—এই অর্থ। 'শ্রীহরিঃ সৎপ্রসঙ্গিনস্তান্ ইতি' তান্—সেই সৎপ্রসঙ্গী জীবগণকে। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই—'উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার হরিভক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে উত্তম হরিভক্ত অনুগ্রাহী নহেন, যেহেতু তাঁহার সর্ব্বত্রই শ্রীহরি-দর্শন বিদ্যমান, সুতরাং তাঁহার অনুগ্রাহ্য ব্যক্তি কেহই নাই। এ-কথা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে 'সর্ব্বভূতেষু যঃ··· ভাগবতোত্তমঃ'—যিনি সকল জীবের মধ্যে নিজের ভগবদ্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল প্রাণীর সত্তা দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। এই প্রকার কনিষ্ঠভক্তও অনুগ্রাহক হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার জীবানুগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ যেহেতু তথায় বলা আছে, যথা অর্চ্চায়ামেবেত্যাদি যিনি প্রতিমাতেই শ্রীহরিবুদ্ধিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তে অথবা অপর জীবে যাঁহার প্রীতি নাই; তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া কথিত। অতএব মধ্যম ভক্তই অনুগ্রাহী—'ঈশ্বরে তদধীনেষু' ইত্যাদি উক্তিবশতঃ। ঈশ্বরে অর্থাৎ শ্রীভগবানে, তদধীনেষু—শ্রীহরির ভক্তবৃন্দে। বালিশেষু—অতত্ত্বজ্ঞসমূহে, দ্বিষৎসু—শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ ভক্তের নিন্দকে। যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, করুণা ও উপেক্ষা জ্ঞাতব্য। ইত্থঞ্চ শ্রীহরৌ ইত্যাদি। যদিও শ্রীহরির অনুগ্রহে জীবের মোক্ষ স্বীকার করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিতা, নির্দয়তা প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা হইলেও তাঁহার ভক্তের উপর অনুগ্রহে মুক্তি—ইহা স্বীকার করিলে সেই দোষের পরিহার হয়, ইহা সিদ্ধ। আপত্তি হইতেছে, যদি ভক্তবিশেষে অনুগ্রহ স্বীকার করা হয়, তবে তাহাতেও তাঁহার বৈষম্য হইল, ইহা বলিতে

পার না ; যেহেতু মধ্যম ভক্তেই তাঁহার অনুগ্রহ স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে, শাস্ত্রে শ্রুত ভগবানের সর্ব্বানুগ্রাহকত্ব-গুণোক্তি বিরুদ্ধ হইল, ইহা নহে ; শ্রীহরিভক্তের অনুগ্রহানুসারে শ্রীভগবানের তাহাতে অনুগ্রহ হয়, এ-কথা অনুবন্ধাধিকরণে পরে বর্ণিত হইবে ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হইতেছে যে, পূর্ব্বে সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে যে, শ্রীহরিতে নিরতি অর্থাৎ প্রেমই তাঁহার উপাসনা কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না। কারণ শাস্ত্রে দ্বিবিধ ভক্তিবোধক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম-স্থলে মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্ত রুচিভক্তিকে তাঁহার প্রাপ্তির হেতু বুঝা যায় আর দ্বিতীয়-স্থলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্ত বিধি-ভক্তিকেই তৎপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া মনে হয়, অতএব বিষয়ের বিলক্ষণতা হেতু তত্তদ্ভক্তিরও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, সুতরাং এতদুভয় উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি নিশ্চিত ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন হইবে, তাহার নিশ্চয়ের অভাবহেতু তল্লিপ্সু জনের কোনটিতেই প্রবৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনা। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, অসম্ভব হইবে না ; কারণ ভগবদিচ্ছাক্রমেই উভয় বিধান হইয়াছে। জীবগণের পক্ষেও উভয়বিধ ভক্তির আশ্রয় করার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু শাস্ত্রে ও মহাজনপরম্পরায় উভয়বিধ ভক্তির শিক্ষা ও আদর্শ অনাদি-কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

মূলকথা—বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দুই প্রকার উপাসনাই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ হইতে সাধকাদিক্রমে গঙ্গার ধারার ন্যায় প্রবহমানা। ব্রহ্মাণ্ডান্ত-র্ব্বর্ত্তী জীবগণের মধ্যে কাহারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিক্রমে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ লাভ হইলে সেই মহৎ-কৃপায় তদীয় উপদেশানুসারে ভগবৎ-কৃপায় উপাস্য বস্তুতে আকৃষ্টি আসে। এবং সেই মহতের আশ্রয়ে দীক্ষাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপদিষ্ট ভক্তিপথের অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্তি হয়।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত—'জৈবধর্ম্মে' পাই—"বাবাজী। প্রেমভক্তি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—তাহা অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ ; জড়বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে তাহা

প্রকট হয় নাই। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার 'সাধনা',—যে-কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাবপ্রাপ্ত ; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

ব্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি ?

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করান যায়, তাহাই সাধনভক্তির লক্ষণ।

ব্রজনাথ। সেই সাধনভক্তি কয় প্রকার ?

বাবাজী। দুইপ্রকার অর্থাৎ 'বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

ব্রজনাথ। কাহাকে 'বৈধীসাধনভক্তি' বলে ?

বাবাজী। "জীবের দুই প্রকারে প্রবৃত্তির উদয় হয়—বিধি-অনুসারে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বৈধীপ্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি ; শাস্ত্রশাসন-ক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধীপ্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় 'বৈধী-ভক্তি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

"বাবাজী। বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না হয়, রাগানুগা-ভক্তিতে স্বল্পকালেই সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমার্গের ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ হওয়ায় দুর্ব্বলা, রাগানুগা-ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় স্বভাবতঃ প্রবলা ; অতএব ব্রজজনের আনুগত্যাভিমান-লক্ষণ ভাব-বিশেষের দ্বারা যে রাগ উদিত হয়, তাহা হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদ-সেবন-বন্দনাত্মনিবেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্ব্বদাই অবলম্বিত হয়। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহার ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে ; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। রাগাত্মিকা-ভক্তি যতপ্রকার, রাগানুগা-ভক্তিও ততপ্রকার।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

এই ত' সাধনভক্তি দুই ত' প্রকার।
এক 'বৈধীভক্তি', 'রাগানুগা-ভক্তি' আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০৪-১০৬)

"রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা'-নামে॥
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা'-নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৫, ১৪৭-১৪৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেমতারতম্যে ভক্তমহত্ত্বের ত্রিবিধ তারতম্য দ্রষ্টব্য। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্তের দৃষ্টান্ত। ভাঃ ১১।২।৪৫-৪৭ শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীউদ্ধবের বাক্যেও পাই,—

"আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ১১৭-১১৮ শ্লোক) ॥২৯॥

সূত্রম্—গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলে 'গতেঃ' ভগবৎ-প্রাপ্তির 'উভয়থা' উভয়প্রকারেই 'অর্থবত্ত্বম্' সার্থক্য। 'অন্যথা' এইরূপ স্বীকার না করিলে 'বিরোধঃ' সেই বাক্যদ্বয়ের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। 'হি' যেহেতু দুইটি বাক্যেরই তুল্য প্রামাণ্য॥ ৩০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—এবং স্বীকারে সতি গতেস্তৎপ্রাপ্তেরুভয়থার্থবত্ত্বম্। মাধুর্য্যগুণকভগবৎকর্ম্মকতয়া পারমৈশ্বর্য্যগুণকতৎকর্ম্মকতয়া চ সার্থত্বম্। অর্থঃ পুরুষার্থঃ পুরুষোত্তমস্তদ্বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। অন্যথেত্থমস্বীকারে বিরোধস্তয়োর্বাক্যয়োর্ব্যাকোপাপত্তিঃ স্যাৎ। হিশব্দস্তয়োঃ সমং প্রামাণ্যং সূচয়তি। ন চোপসংহারসূত্রাদুভয়োঃ প্রাপ্ত্যোর্ব্যতিকরঃ। একান্তিষু স্বেষ্টেতরগুণাপ্রকাশাৎ। বক্ষ্যতি চৈবমুপরিষ্টাৎ ব্যতিরেকস্তদ্ভাবেত্যাদি॥ ৩০॥

ভাষ্যানুবাদ—এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলে গতির অর্থাৎ শ্রীহরিপ্রাপ্তির উভয় প্রকারে সার্থক্য হয়, অর্থাৎ মাধুর্য্য গুণবান্ গোকুলনাথের

উপাসনায় গোকুলনাথের প্রাপ্তি, আর ঐশ্বর্য্য গুণবান্ বৈকুণ্ঠনাথের উপাসকগণের বৈকুণ্ঠনাথ-প্রাপ্তি; সুতরাং দুইটি বাক্যেরই সার্থক্য। অর্থবত্ত্বম্ ইতি—অর্থ-শব্দের অর্থ—পুরুষার্থ—পুরুষকাম্য পুরুষোত্তম তাহার বিশিষ্টতা এক অর্থ—গোকুলনাথ-প্রাপ্তি, অপর অর্থ—বৈকুণ্ঠনাথ-প্রাপ্তি, এইরূপ বিশেষত্ব আছে।—ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যথা—এই ব্যবস্থা স্বীকার না করিলে বিরোধঃ—সেই বাক্যদ্বয়ের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সূত্রোক্ত 'হি' শব্দ উভয় বাক্যেরই প্রামাণ্য বুঝাইতেছে। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত 'উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ' এইসূত্রে হইতে উভয় প্রাপ্তির সাঙ্কর্য্য হইল অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনাথ-প্রাপ্তি ও গোকুলনাথের প্রাপ্তি উভয়েই যখন ভগবদ্‌গুণসমূহের উপসংহার, তখন সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য, তাহা নহে; একান্তী ভক্তে স্বকীয় ইষ্টদেবের গুণের বিরুদ্ধ গুণের প্রকাশ বা উপসংহার নাই। এ-সমাধান পরে 'ব্যতিরেকস্তদ্ভাবেষু' ইত্যাদি সূত্রে করা হইবে॥ ৩০॥

সূক্ষ্মা টীকা—এতদ্ব্যবস্থাস্বীকারে গুণস্তদভাবে তু দোষঃ স্যাদিতি দর্শয়িতুমাহ গতেরিত্যাদি। তয়োর্বাক্যয়োর্মাধুর্য্যগুণকং গোকুলনাথং ধ্যায়তাং তন্নাথপ্রাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণকং বৈকুণ্ঠনাথং ধ্যায়তাং তু তন্নাথপ্রাপ্তিরিত্যুপায়োপেয়বিশেষনিরূপকয়োর্বিশিষ্টয়োর্বচনয়োরিত্যর্থঃ। ন চানয়োর্বাধ্যবাধকভাবঃ শক্যো বক্তুমিত্যাহ হীতি। শ্রুতিত্বাবিশেষাদিত্যাশয়ঃ। ন চেতি। উপসংহারসূত্রাদুপসংহারোঽর্থাভেদাদিতি সূত্রাদিত্যর্থঃ। ব্যতিকরঃ সাঙ্কর্য্যম্॥ ৩০॥

টীকানুবাদ—এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলেই ভাল, তাহা না হইলে দোষ হইবে, ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—গতেরর্থবত্ত্বমিত্যাদি সূত্র। 'বিরোধস্তয়োর্বাক্যয়োরিতি' তয়োঃ—সেই দুইটি বাক্যের অর্থাৎ একটি বাক্যে বলিতেছেন, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন গোকুলনাথের ধ্যানকারীদের গোকুলনাথ-প্রাপ্তি, আর অন্য বাক্যে ঐশ্বর্য্যগুণবান্ বৈকুণ্ঠনাথের উপাসকদিগের বৈকুণ্ঠনাথ-প্রাপ্তি, এইরূপ উপায় ও উপেয় বিশেষের নিরূপক বাক্য দুইটির। যদি বল, এই বাক্য দুইটির প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার করা হউক, তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু সূত্রকার 'হি' শব্দের দ্বারা উভয় বাক্যেরই তুল্যপ্রামাণ্য দেখাইয়াছেন। কারণ দুইটিই শ্রৌতবাক্য। ন চোপসংহার সূত্রাৎ ইতি—উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ এই সূত্র-বলে। ব্যতিকরঃ—সাঙ্কর্য্য॥ ৩০॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকারের বর্ত্তমান সূত্রে জানা যায় যে, শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়রূপে উভয়প্রকার ভক্তিরই সার্থকতা রহিয়াছে। কারণ উভয়বিধ ভক্তিতেই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়; তবে তারতম্য এই যে,—বিধি-ভক্তি দ্বারা ঐশ্বর্য্যলীলাময় বৈকুণ্ঠনাথকে পাওয়া যায় এবং রাগানুগা ভক্তির দ্বারা মাধুর্য্যলীলাময় গোকুলনাথের প্রাপ্তি ঘটে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—উভয়ই শ্রীভগবানের গুণ। শ্রীভগবানের বিধান অস্বীকারেই বরং বিরোধ প্রকাশ পায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"গুণ-শব্দের অর্থ—গুণ কৃষ্ণের অনন্ত।
সচ্চিদ্রূপে-গুণে সর্ব্বপূর্ণানন্দ॥
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্যে আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৪১-৪২)

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩।১৭)

"সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২১৯-২২২)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই,—

"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৮৭।২৩)

"গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২২৯-২৩১)

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥" (ভাঃ ১০।৯।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাওয়া যায়,—

"রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
'স্বয়ংভগবত্তা', 'প্রকাশ'—দুই ত' স্বরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবানে পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠকে যায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৮০-৮১) ॥ ৩০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ রুচিভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদয়তি। বিধিবর্ত্মানুবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠ উত রুচিবর্ত্মনেতি সংশয়ে বিধিপরিষ্কারেণাভ্যর্হণাদ্‌বিধিবর্ত্মানুবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর উক্ত দ্বিবিধ ভক্তির মধ্যে রুচি-ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিতেছেন। উক্ত বিষয়ে সংশয় এই—বিধিপথে যে

ভক্ত চলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ? অথবা রুচিপথে (রাগপথে) যিনি চলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ? এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—বিধিভক্তিই শ্রেষ্ঠ; কারণ ? বিধিভক্তির যতগুলি অঙ্গ বিহিত আছে, সকলগুলিই বিধি-অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; অতএব তাহার অভ্যর্হিতত্ব-(প্রশংসনীয়ত্ব) নিবন্ধন বিধিপথের অনুসারী ভক্তকে শ্রেষ্ঠ বলিব, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র দ্বেধা ভক্তিরাপাদিতা। তামাশ্রিত্য তদধিকারিণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যাশ্রৈষ্ঠ্যে প্রতিপাদ্যে ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যাহ—অথ রুচিভক্তেরিত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে রুচিবর্ত্মনি প্রবৃত্তিমান্থর্য্যকং ফলং সিদ্ধান্তে তু তদমান্থর্য্যং তদিতি বোধ্যম্। অনুবৃত্তো ভজন্নিত্যর্থঃ। বিধীতি। বিধিভক্তের্যাবন্ত্যঙ্গানি তানি সর্ব্বাণি বিধিনৈবানুষ্ঠীয়ন্তে অতোঽভ্যর্হিতা সেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে দুই প্রকার ভক্তি স্থাপন করা হইয়াছে, সেই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অধিকারী দুই ভক্তের মধ্যে একের শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যের অনুৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতে হইবে, এই আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি-অনুসারে বলিতেছেন—'অথ রুচিভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যমিতি'। পূর্ব্বপক্ষীর উক্তির উদ্দেশ্য রুচিপথে প্রবৃত্তি মন্থরভাবে হয়, আর সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবৃত্তির মন্থরতা হয় না ; ইহাই বক্তব্য—জ্ঞাতব্য। 'বিধিবর্ত্মনা অনুবৃত্তঃ' ইতি। অনুবৃত্তঃ অর্থাৎ ভজনকারী। বিধিপরিষ্কারেণেতি—বিধিভক্তির যতগুলি অঙ্গ আছে, সেই সমুদয়ই বিধিঅনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; এজন্য বিধিভক্তি শ্রেষ্ঠ—এই অর্থ।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থাধিকরণম্

সূত্রম্—উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—রুচি-পথে শ্রীহরির ভজনকারী ভক্তই উপপন্নঃ—শ্রেষ্ঠ, অথবা সেই শ্রীপুরুষোত্তমে উপপত্তিযুক্ত (শ্রীপুরুষোত্তমের অনুভবযুক্ত) ; শ্রেষ্ঠত্ব অথবা উপপত্তিযোগ্যত্ব কি হেতু হয় ? তাহা বলিতেছেন—'তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ' মাধুর্য্য-

গুণসম্পন্ন শ্রীপুরুষোত্তমের ঐরূপ ভক্তিপ্রিয়তা লক্ষণ, তাদৃশ গুণসম্পন্ন শ্রীপুরুষোত্তমকে যেহেতু সেই ভক্ত লাভ করেন। দৃষ্টান্ত—'লোকবৎ' লৌকিক-বৃত্তান্তের মত, কিরূপ? যেমন রাজা সর্ব্বাধিক হইলেও স্বজনানুবৃত্তিপ্রিয়, তাঁহারই একমাত্র হিতকরণে নিপুণ ব্যক্তি সেই রাজাকে স্বায়ত্ত করিয়া প্রশংসাভাজন হন॥ ৩১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—রুচিবর্ত্মনা হরিং ভজন্নুপপন্নঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুপেতস্তস্মিন্নুপপত্তিযুক্তো বা। কুতঃ? তদিতি। তৎ তাদৃশস্বভক্তৈকরতত্বং লক্ষণং যস্য স চাসাবর্থশ্চ মাধুর্য্যগুণকঃ পুরুষোত্তমস্তস্যোপলব্ধেঃ স্বাধীনত্বেন লাভাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি লোকেতি। লোকে যথা সর্ব্বাধিকস্যাপি রাজ্ঞঃ স্বজনানুবৃত্তিরসিকস্য কশ্চিজ্জনস্তদেক-হিতনিপুণস্তং স্বাধীনং কুর্ব্বন্ প্রশস্যতে তদ্বৎ। ন চ প্রভোঃ পারতন্ত্র্যং দোষঃ। তাদৃশস্য স্বীয়স্নেহাধীনতায়া গুণত্বাৎ। অয়ং ভাবঃ। পুরুষোত্তমঃ খলু প্রীতিরসিকো রুচিভক্তেষু স্বমাধুর্য্যং প্রকাশ্য তদনুরক্তৈস্তৈঃ কৃতং স্বার্পণং স্বীকুর্ব্বন্ তৎপ্রীত্যা পরি-ক্রীতস্তান্ প্রধানীকরোতি স্বসমনুভবায়। তমন্যথা তথানুভবিতুং ন তে প্রভবঃ; যদাহ শ্রীমান্ শুকঃ। "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ" ইত্যাদি। যদ্যপি সর্ব্বভক্তসাধারণী তস্য বশ্যতা তথাপিএষু তস্যাঃ পরাকাষ্ঠেতি সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্রুচিবর্ত্মনানুবৃত্তঃ শ্রেয়ানিতি ॥৩১॥

ভাষ্যানুবাদ—রুচিমার্গ দ্বারা যিনি শ্রীহরিকে ভজন করেন, তিনিই উপপন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত অথবা সেই শ্রীহরিতে উপপত্তিযুক্ত অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সেই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন। ইহার কারণ কি? 'তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ' ইতি—যে শ্রীহরির নিজ ভক্তবাৎসল্যময়স্বরূপ সেই মাধুর্য্যগুণশালী শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহাকর্ত্তৃক স্বাধীনভাবে লব্ধ হয়, এইজন্য—এই অর্থ। ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদ করিতেছেন—লোকবৎ—যেমন লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও অনুগত নিজজনের প্রতি অনুবৃত্তিপ্রবণ রাজার কোন লোক যিনি সেই রাজার একমাত্র হিতসাধনে নিপুণ, তিনি সেই রাজাকে নিজের

আয়ত্ত করিয়া প্রশংসাভাজন হন, সেই প্রকার। ইহাতে রাজার সেই ভৃত্যাধীনতা-দোষের আপত্তি হয় না, কারণ স্বতন্ত্র প্রভুর নিজ ভৃত্যে স্নেহাধীনতা একটি গুণ। কথাটি এই—শ্রীপুরুষোত্তম হরি প্রেমপ্রিয়, তিনি রুচিমার্গীয় ভক্তদের মধ্যে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া—সেই একান্ত ভক্তগণ কৃত আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিয়া—তাঁহাদের ভালবাসার বিনিময়ে ক্রীত হন এবং তাঁহাদিগকে প্রধান করেন, যাহাতে তাঁহাকে তাঁহারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবেন—এই উদ্দেশ্যে। যদি রুচিভক্তদিগকে প্রধান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহারা সম্যগ্‌ভাবে অনুভব করিতে পারিবেন না, এইজন্য। এ-বিষয়ে শ্রীমান্ শুকদেব যেমন বলিতেছেন—'নায়ম্' ইত্যাদি, এই যশোদানন্দন পূর্ণ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী শ্রীগোকুলনাথ দেহাভিমানী জীবদিগের সকলের অনায়াসলভ্য নহেন, এমন কি, বিধি-পূর্ব্বক যাঁহারা তাঁহার আরাধনা করেন তাদৃশ তত্ত্ববিদ্‌গণেরও তিনি সেইরূপ আনন্দপ্রদ নহেন, দেহাভিমানরহিত সনকাদি জ্ঞানী ব্যক্তিরও সেইপ্রকার প্রীতিপ্রদ হন না, যেমন রুচিভক্তদিগের তিনি অনায়াস লভ্য হন। ইত্যাদি শ্রীভাগবতবাক্য প্রমাণ। যদিও অধীনতা তাঁহার সকল ভক্তে সমান, তাহা হইলেও এই রুচিভক্ত (প্রেমিক ভক্ত)-দিগেতে তাঁহার ভক্তাধীনতার পরাকাষ্ঠা, এইহেতু রুচিভক্তদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—রুচিপথে-প্রবৃত্ত ভক্তই শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপপন্ন ইতি। তদভাবাৎ রুচিভক্তিন´ তথেতি তন্মাধুর্য্যে হেতুর্ব্যজ্যতে। তদিতি। তাদৃশস্বভক্তো মাধুর্য্যগুণকপুরুষোত্তমভক্তঃ। তদেকরতত্বং লক্ষণং যস্য গোকুলনাথস্য সঃ। অর্থঃ পরমপুমর্থঃ। দৃষ্টান্তেনেতি। তং রাজানম্। তাদৃশস্য স্বতন্ত্রস্য প্রভোঃ। তমন্যথেতি। অন্যথা প্রধানী-করণাভাবে তং স্বং প্রভুং তথা সম্যগনুভবিতুং তে রুচিভক্তাঃ প্রভবঃ সমর্থা ন ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। তেন তস্য প্রীতিরসাস্বাদো হীয়েতেত্যাশয়ঃ। তাদৃশ-স্বভক্তৈকরতত্বং তস্যৈব লক্ষণমিত্যত্র প্রমাণমাহ নায়মিতি। অয়ং গোপি-কাসুতো যশোদাত্মজো ভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যঃ শ্রীগোকুলনাথঃ দেহিনাং দেহাভিমানসহিতানাং বিধিনা তমারাধয়তাং ভক্তানাং জ্ঞানিনাং তত্ত্বজ্ঞানা-মপি তথা সুখাপঃ সুখপ্রদো ন আত্মভূতানাং দেহাভিমানরহিতানাং সনকাদীনাঞ্চ জ্ঞানিনাং তথা সুখাপঃ ন যথেহ গোপিকাসুতে মাধুর্য্যগুণকে

গোকুলনাথে ভক্তিমতাং রুচিভক্তানাং সুখাপ ইত্যর্থঃ। আদিশব্দাৎ যৎপাদপাংশুরিত্যাদি। "এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি। সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে" ইত্যাদি চ। যদ্যপীতি। তস্য হরেঃ। এষু রুচিভক্তেষু। তস্যা বশ্যতায়াঃ ॥৩১॥

টীকানুবাদ—'উপপন্ন' ইত্যাদি সূত্রে। তদভাবাৎ—শ্রেষ্ঠত্বের অভাবে যেহেতু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যগুণ রুচিভক্তির হেতু—রুচিভক্তি সেইরূপ জন্মায় না, ইহা সূচিত হইতেছে। তাদৃশ স্বভক্তৈকরতত্বমিতি তাদৃশস্বভক্ত মাধুর্য্যগুণবান্ পুরুষোত্তমের ভক্ত। 'তদেকরতত্বং লক্ষণং যস্যেতি' তাদৃশপুরুষোত্তমভক্তের উপর যাঁহার ভালবাসা, যে গোকুলনাথের স্নেহ, তিনিই মাধুর্য্যগুণবান্ শ্রীপুরুষোত্তম, তাহাই রুচিভক্তের পরম পুরুষার্থ। দৃষ্টান্তেন বিশদয়তীতি—তং স্বাধীনং কুর্ব্বন্ ইতি তং—সেই প্রভুকে—রাজাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া। তাদৃশস্য স্বীয়স্নেহাধীনতায়া ইতি; তাদৃশস্য—স্বতন্ত্র প্রভুর। তমন্যথা তথানুভবিতুমিত্যাদি—অন্যথা—যদি প্রধান না করা হয় তবে, তং—নিজ প্রভুকে, তথা—সেইভাবে সম্যক্‌রূপে অনুভবিতুং—উপলব্ধি করিতে, তে—রুচিভক্তগণ, সমর্থ হইবেন না, এই অর্থ। অভিপ্রায় এই—তাহাতে অর্থাৎ রুচিভক্তগণ তাঁহাকে উপলব্ধি না করিলে তাঁহার (পরমেশ্বরের) প্রীতির রসাস্বাদ জন্মিবে না। এই প্রকার স্বভক্ত-বাৎসল্যরূপ ধর্ম্ম একমাত্র তাঁহারই লক্ষণ, এ-বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'নায়মিত্যাদি'; ইহার অর্থ—অয়ং—এই যশোদাতনয়, পূর্ণ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী শ্রীগোকুলনাথ, দেহিনাম্—যাহারা দেহাভিমানী কিন্তু বিধি পূর্ব্বক তাঁহাকে আরাধনা করেন, সেই সকল ভক্তের এবং 'জ্ঞানিনামপি' তত্ত্ববিদ্‌গণেরও সেই প্রকার প্রীতিপ্রদ হন না; কীদৃশ জ্ঞানীর? আত্মভূতানাং—দেহাভিমান-রহিত সনকাদি তত্ত্ববিদ্‌গণেরও সেইপ্রকার প্রীতিপ্রদ হন না; যেমন এই জগতে মাধুর্য্যগুণবান্ যশোদানন্দন গোকুলনাথে রুচিভক্তদিগের সুখপ্রদ হন। ইত্যাদি এই আদিপদ-গ্রাহ্য প্রমাণ—যৎপাদপাংশুরিত্যাদি। এবং 'এষাং ঘোষনিবাসিনামিত্যাদি' হে দেব! ভগবন্! এইসব ব্রজবাসীদের কৃতার্থতার কথা কি আর বলিব যাহাদের কাছে কি হেতু তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ, এই বিষয় লইয়া আমাদের চিত্ত বিমূঢ়

হয়, ইহার কারণ বুঝিয়াছি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা তোমার লাভ ব্যতীত অপর কি ফলের তুমি ইহাদের কাছে প্রত্যাশা করিতেছ, যেজন্য ইহাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ। দৃষ্টান্ত এই—সুন্দরী রমণীর বেষধারিণী পূতনা রাক্ষসীকেও তুমি সবংশে আত্মগতি পাওয়াইয়াছ, যে আত্মগতি লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে গৃহ, গবাদি অর্থ, সুহৃৎ, স্বামী, দেহ, পুত্র, প্রাণ ও চিত্ত নিয়োজিত, সেই ব্রজবাসীদের কাছে তাহার বিনিময়ে আর কি ফল প্রদান করিবে? এই চিন্তায় আমার মন মুগ্ধ হইতেছে। আরও এই প্রকার অনেক উক্তি আছে। যদ্যপি সর্ব্বভক্তসাধারণী তস্য বশ্যতেতি—তস্য সেই শ্রীহরির, 'তথাপ্যেষু তস্যাঃ পরাকাষ্ঠেতি' এষু—এই রুচিভক্তগণে, তস্যাঃ—সেই বশ্যতার চরমসীমা ॥৩১॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে রুচিভক্তি শ্রেষ্ঠ? না বিধিভক্তি শ্রেষ্ঠ? এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, বিধিভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিব, কারণ উহা বিধিদ্বারা পরিমার্জ্জিত হয়। পূর্ব্বপক্ষীয় এই মত খণ্ডন পূর্ব্বক রুচিভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিলেন যে, রুচি অর্থাৎ রাগানুগ মার্গে ভজনকারী ভক্তই শ্রেষ্ঠ এবং উহা দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গ্রাহ্য হন। শ্রীভগবান্ রাগানুগ ভক্তের নিকটই অধিক বশীভূত। যদিও ভক্তিমাত্রেই ভগবান্ বশীভূত হন, তথাপি রাগানুগা ভক্তিই পরাকাষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥" (ভাঃ ১০।৯।২০)
"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥" (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক,—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪।২৪-২৬)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—

"শুদ্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া পরমাত্মীয়-জ্ঞানে আশ্রয়ের বিষয়ের প্রতি যে শাসন-প্রতিম দুর্ব্বচন, উহা আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক প্রীতিরই পরিচায়ক। যে-স্থলে বিষয়কে পূজ্য ও গুরুবুদ্ধি হয়, তথায় স্বাভাবিকী প্রীতির শৈথিল্য নূনাধিক বর্ত্তমান। প্রীতিরহিত অজ্ঞ জনগণের যে বিধি ও নিষেধসমূহ বেদশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাদৃশ বিধিবাধ্যজনোচিত গৌরব বাক্য সমূহের সহিত প্রীতিমূলক বাক্যের তারতম্য-বিচারে উহাতে গৌরব পূজার অভাব থাকিলেও তাহার উৎকর্ষ বেদস্তুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণেতর বিষয়মুক্ত শুদ্ধভক্তের ভগবত্তার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। তাদৃশ সম্বন্ধ-জ্ঞানে যে নিত্যবৃত্তির উদয় দেখা যায়, তাহা ঐশ্বর্য্য প্রধান বৈধ গৌরব অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উপাদেয়।"

আরও পাই,—

"এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪।৩২-৩৩) ॥৩১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথেদমুপাসনমেকানেকাঙ্গতয়া দ্বিবিধ-মিতি দর্শয়িতুমারভতে। অথর্ব্বশিরঃসু "ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণ-মূচুঃ" ইত্যাদিনা "সকলং পরমং ব্রহ্ম" ইত্যন্তেনাষ্টাদশার্ণস্বরূপং নিরূপ্য পঠ্যতে। "এতদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—ধ্যানাদীনি সমুদিত্য মোক্ষসাধনানি প্রত্যেকং বেতি তাম্ন্যক্ত্বামৃতত্বোক্তেঃ সমুদিত্যেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর একাঙ্গ ও অনেকাঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মোপাসনা দেখাইবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন—অথর্ব্ব-শিরোনামক উপনিষদে আছে—'ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ' কথিত আছে (এক

সময়) মুনিগণ ব্রহ্মাকে উপাসনা প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে 'সকলং পরমং ব্রহ্ম' ইত্যন্ত বাক্যদ্বারা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রস্বরূপ নিরূপণ করিলেন, পরে পঠিত হইতেছে—'এতদ্যো ধ্যায়তি' ইত্যাদি—এই মন্ত্র যে ধ্যান করে, জপ করে, ভজন করে, সে মুক্তিভাগী হয়। এই বিষয়ে সংশয় হইতেছে—ধ্যান, জপ, ভজন সমস্তগুলিই কি মিলিত ভাবে মুক্তির সাধন ? অথবা প্রত্যেকটি ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন ধ্যায়তি ইত্যাদি বলিয়া অমৃতত্ব লাভের কথা বলা হইয়াছে, তখন সমুদয়গুলিই অনুষ্ঠেয়, এই উক্তিতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—রুচিবিধিপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসনং প্রাগুক্তম্। তদাশ্রিত্য তস্যৈকাঙ্গত্বমনেকাঙ্গত্বঞ্চ নিরূপ্যমিতি প্রাগ বৎ সঙ্গতিঃ। অথেদমিতি। এতদিতি। এতদষ্টাদশার্ণস্বরূপং বাচকং ব্রহ্ম যো ধ্যায়তি আনুপূর্ব্ব্যেণ তদক্ষরস্বরূপং চিন্তয়তি রসতি জপতি ভজতি বাচ্যভূতং তৎ সেবতে সোঽমৃতো মোক্ষী ভবতি ইতি মন্ত্রতদ্দেবতয়োরৈক্যমুক্তম্। সমুদিত্য সম্ভূয় মিলিত্বেত্যর্থঃ। তানি ধ্যানাদীনি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে রুচিপূর্ব্বক ও বিধিপূর্ব্বক দুইপ্রকার ব্রহ্মোপাসনা বলা হইয়াছে। সেই উপাসনা ধরিয়া উহা একাঙ্গ হইবে ? না অনেকাঙ্গ হইবে ? ইহা নিরূপণীয়, এজন্য পূর্ব্বের মত আশ্রয়াশ্রয়িভাবস্বরূপ সঙ্গতি বোদ্ধব্য। অথেদমিত্যাদি ভাষ্য—এতদিত্যাদি—এই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্বরূপ শব্দব্রহ্মকে যে ধ্যান করে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর অক্ষরক্রম বজায় রাখিয়া সেই মন্ত্র-স্বরূপ চিন্তা করে, রসতি—ঐ মন্ত্র জপ করে, ভজতি—ঐ মন্ত্রের অভিধেয় ব্রহ্মকে যে সেবা করে সে, অমৃতঃ—মোক্ষাধিকারী হয়, ইহাতে মন্ত্র ও অভিধেয় দেবতার ঐক্য বলা হইল। ধ্যানাদীনি সমুদিত্য মোক্ষসাধনানি ইতি—সমুদিত্য—মিলিত হইয়া সমুচ্চিতভাবে। 'তান্যুক্তামৃতত্বস্যোক্তেঃ' ইতি তানি—সেই ধ্যানাদি।

অনিয়মাধিকরণম্

সূত্রম্—অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩২॥

সূত্রার্থ—সর্ব্বেষাম্—ধ্যান, জপ, ভজন—এই সমুদায় মুক্তির সাধন হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই; কিন্তু প্রত্যেকটি মুক্তিসাধন। কি হেতু? 'শব্দানুমানাভ্যামবিরোধাৎ' শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের সহিত এই "যো ধ্যায়তীত্যাদি" শ্রুতি বাক্যের কোন বিরোধ নাই॥ ৩২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ধ্যানাদীনাং সর্ব্বেষাং সমুদিতানাং মুক্তিসাধনতেতি ন নিয়মঃ কিন্তু প্রত্যেকং তৎসাধনতেতি। কুতঃ? শব্দানুমানাভ্যাং সহ, তস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধাৎ। চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ। "পঞ্চপদং পঞ্চাঙ্গং জপন্ দ্যাবাভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নি" ইতি "তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সংপদ্যতে" ইত্যাদি শ্রুত্যা "কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।" "একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ। দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়" ইত্যাদিস্মৃত্যা চ "সাকমেতদ্ যো ধ্যায়তি" ইত্যাদিশ্রুতের্বিরোধাভাবাৎ। ইতরথা প্রতিভক্তিমুক্তিবিবোধিকাভ্যাং তাভ্যাং সহাসৌ বিরুধ্যেত। ইত্থঞ্চ সোঽমৃতো ভবতীত্যস্য ধ্যায়তীত্যাদিষু প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ। সমুদিতানাং তথাত্বে তু কৈমুত্যং ব্যক্তম্। উপলক্ষণমদঃ শ্রবণাদীনাং নবানাঞ্চ। নন্থ ধ্যানোত্তরৈব মুক্তিঃ শ্রূয়তে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিষু। কথমত্র জপাদ্যুত্তরা সাভ্যুপগতেতি চেদুচ্যতে। জপাদিকং ধ্যানঞ্চ মিথোঽনুস্যূতম্। জপাদৌ ধ্যানং ধ্যানে চ জপাদীতি প্রাগুক্তং সুস্থিরম্॥ ৩২॥

ভাষ্যানুবাদ—ধ্যান, জপ, সেবা এই তিনটিই মিলিতভাবে মুক্তি-সাধন হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু প্রত্যেকটিই মুক্তির সাধন। কারণ কি? শব্দ—শ্রুতিবাক্য ও অনুমান—স্মৃতিবাক্যের সহিত ঐ শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। শ্রুতিবাক্য যথা—'চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং' ইত্যাদি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই পাঁচটি অঙ্গ সমন্বিত অষ্টাদশাক্ষরাত্মক

মন্ত্র জপ করিলে পৃথিব্যাদি স্বরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি শ্রুতির সহিত এবং 'কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য…ন পুনর্ভবায়' শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। যদি শ্রীকৃষ্ণকে একটি মাত্র প্রণাম করা হয়, তবে তাহার দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞাভিষেকও তুল্য নহে, কারণ দশ-অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠায়ী পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামকারী আর জন্মলাভ করে না। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যের সহিত 'এতদ্ যো ধ্যায়তি' ইত্যাদি শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ সমুচ্চিতভাবে বলিলে ভক্তি ও মুক্তিবোধিকা প্রত্যেক শ্রুতির সহিত ঐ শ্রুতির বিরোধ ঘটিবে। এইরূপ হইলে অর্থাৎ ধ্যানাদি প্রত্যেকটিই অমৃতত্ব-লাভের কারণ হয়, অতএব 'যো ধ্যায়তি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের 'ধ্যায়তি' ইত্যাদি প্রত্যেক পদের সহিত 'অমৃতো ভবতি' এই অংশের অন্বয় কর্ত্তব্য যথা—'যো ধ্যায়তি সোঽমৃতো ভবতি, যো রসতি স চামৃতো ভবতি, যো ভজতি সচামৃতো ভবতি'। ধ্যানাদি সমুদায় যে অমৃতত্ব-সাধন হইবে, ইহা আর বক্তব্য কি? ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। 'সমুদিতানাং তথাত্বে' ইতি সমুদিতানাং ধ্যানাদীনাং—সম্মিলিত বা সমুচ্চিত ধ্যান, জপ, সেবা যে অমৃতত্বপ্রদ হইবে, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? ইহা শ্রবণাদি-নববিধ ভক্তিরও উপলক্ষণ অর্থাৎ সংগ্রাহক, উপলক্ষণ-শব্দের অর্থ—নিজকে বুঝাইয়া অপরেরও বোধক। এক্ষণে আপত্তি—শ্রুতিতে ধ্যান হইতেই মুক্তি শ্রুত হইতেছে যথা—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি তবে কেন এখানে জপ ও সেবার পর মুক্তি স্বীকৃত হইল? এই যদি বল, তবে বলি—জপ, সেবাদি ও ধ্যান পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, যথা জপাদিতে ধ্যান, আবার ধ্যান হইলে জপাদি; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনিয়ম ইতি। নিয়মাভাব ইত্যর্থঃ। পঞ্চপদমষ্টাদশার্ণম্। তদ্রূপতয়া দ্যাবাভূম্যাদিকারণতয়া প্রসিদ্ধং যৎ পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তাভ্যা-মুক্তাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্। অসাবেতদ্ যো ধ্যায়তীত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। ইত্থঞ্চেতি যো ধ্যায়তি স চ যো রসতি স চ যো ভজতি স চামৃতো ভবতীতি সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। সমুদিতানাং ধ্যানাদীনাম্। তথাত্বে মোক্ষ-

সাধনত্বে। উপলক্ষণমিতি। স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্ব-মুপলক্ষণত্বম্। অদ এতদ্ যো ধ্যায়তীত্যাদি বাক্যম্। শ্রবণাদীনামিতি। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য-মাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগ-বত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্" ইতি প্রহ্লাদোক্তানামিত্যর্থঃ। এতদ্ যো ধ্যায়তীত্যত্রানুক্তানামিত্যর্থঃ। চকারান্নৃত্যগীতাদীনাঞ্চেতি বোধ্যম্। নন্বিতি। সা মুক্তিঃ ॥ ৩২ ॥

টীকানুবাদ—অনিয়ম ইত্যাদি সূত্রে। অনিয়মঃ-শব্দের অর্থ নিয়মের অভাব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতার অভাব। 'পঞ্চপদং পঞ্চাঙ্গমিত্যাদি' পঞ্চপদম্—যাহাতে পাঁচটি পদ আছে এমন অষ্টাদশবর্ণাত্মক মন্ত্র। 'তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সম্পদ্যতে' ইতি তদ্রূপতয়া—অন্তরীক্ষ-পৃথিব্যাদি-কারণরূপে প্রসিদ্ধ যে পরব্রহ্ম, তাহাই। 'প্রতিভক্তিমুক্তিবিবোধিকাভ্যাং তাভ্যামিতি'—তাভ্যাম্—কথিত এই শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের সহিত। অসৌ বিরুধ্যেত ইতি—অসৌ—'এতদ্যো ধ্যায়তি' ইত্যাদি শ্রুতি, ইত্থঞ্চ সোঽমৃতো ভবতীত্যস্যেতি—এইরূপ হইলে সোঽমৃতো ভবতি এই বাক্যের ধ্যায়তি ইত্যাদি পদে প্রত্যেকের সহিত অন্বয় জ্ঞাতব্য অর্থাৎ যো ধ্যায়তি স চ, যো রসতি স চ, যো ভজতি স চ, অমৃতো ভবর্তি এইরূপ অন্বয় কর্ত্তব্য। সমুদিতানাং—সম্মিলিত ধ্যান, জপ, ভজনের, তথাত্বে—মুক্তিসাধনতা-বিষয়ে। উপলক্ষণমদঃ—উপলক্ষণ শব্দের অর্থ—নিজেকে প্রতিপাদন করিয়া স্বভিন্নকে প্রতিপাদন করা। অদঃ—ঐ অর্থাৎ এতদ্যো ধ্যায়তীত্যাদি বাক্য। শ্রবণাদীনাং নবানাঞ্চেতি—শ্রবণাদি-নয়টির, যথা শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই নয় প্রকার ভক্তি যদি বিষ্ণুতে কৃত হয়, তাহা হইলে মনে করি, উহাই উত্তম অধ্যয়ন—এই প্রহ্লাদোক্ত নয় প্রকার ভক্তি, এ-গুলি 'এতদ্যো ধ্যায়তি' ইত্যাদি শ্রুতিতে অনুক্ত, তাহাদের উপলক্ষণ। নবানাঞ্চ ইতি—'চকার' হইতে ভগবদুদ্দেশে নৃত্য-গীতাদিরও উপলক্ষণ জানিবে। নন্বু ধ্যানোত্তরৈব জপাদ্যুত্তরা সাভ্যু-পাগতেতি—সা—মুক্তি ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রীভগবানের উপাসনা কি একাঙ্গ? কিংবা অনেকাঙ্গ?—ইহাই এই অধিকরণে বিচারিত হইতেছে।

অথর্ব্বোপনিষদে কথিত আছে—যে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান, জপ ও ভজন করিবে, তাহার মুক্তিলাভ হইবে; এ-স্থলে সংশয় হইতে পারে যে, ধ্যান, জপ ও ভজন—এইগুলি সব অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি হইবে? কিংবা যে কোন একটির অনুষ্ঠানে মুক্তি হইবে? পূর্ব্বপক্ষী মনে করেন যে, শ্রুতি যখন সবগুলি নির্দ্দেশ করিয়া পরে মোক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তখন ধ্যানাদি সবগুলির অনুষ্ঠানেই মোক্ষ হইবে, —ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ধ্যানাদি সকলগুলির অনুষ্ঠান করিলে, তবে মুক্তি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। পৃথগ্‌ভাবে প্রত্যেকটি সাধনের দ্বারাও মুক্তিলাভ সম্ভব। এ-বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিরও কোন বিরোধ নাই। অন্যান্য শ্রুতি ও স্মৃতির সিদ্ধান্তে পাওয়া যায় যে, ধ্যানাদি সাধনসমূহের মধ্যে যে কোন একটি সাধন করিলেই যখন অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে; তখন সবগুলি সাধন করিলে যে মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

সকলেরই অর্থাৎ সকল ব্রহ্মোপাসকগণেরই যখন ব্রহ্মলোক অবশ্য গন্তব্য, তখন কেবল যে উপকোশলাদি উপাসনানিষ্ঠ ব্যক্তিদিগেরই ঐরূপ গতি হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই, বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐপথে গতি নিশ্চিত হইলে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ হয়, নতুবা বিরোধই উপস্থিত হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)
"শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥" (ভাঃ ৭।১১।১১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

" 'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ সাধন ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩০-১৩১)

পদ্যাবলীতে ৫৩ ও ভঃ রঃ সিঃ-পূঃ বিঃ সাধনভক্তি লহরীতে ধৃত শ্লোক—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥"

সর্ব্বাঙ্গানুশীলনের দৃষ্টান্ত—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥"
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০) ॥ ৩২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্‌ু ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিরিত্যযুক্তম্। সিদ্ধবিদ্যানামপি ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদীনাং চিরং প্রপঞ্চাবস্থিতি-ভগবৎপ্রাতিকূল্যাদিদর্শনাদিতি চেত্তত্রাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই,—ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়, ইহা অযৌক্তিক ; যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রপঞ্চের মধ্যে অবস্থান ও শ্রীভগবানের প্রতিকূলাচরণাদি পরিদৃষ্ট হইতেছে, মুক্তি হইলে এগুলি হইবে কেন ? এই যদি বল, তবে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—আশঙ্ক্য পরিহরতি নন্বিত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ——সূত্রকার 'নন্থ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—

সূত্রম্—যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মা প্রভৃতি অধিকারে নিযুক্ত পুরুষদিগের অধিকার যাবৎ পর্য্যন্ত আছে তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রপঞ্চে অবস্থিতি হইবে ॥৩৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন খলু সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাং বিদ্যাসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তিরিত্যস্মাভিরুচ্যতে। কিন্তু যেষাং সঞ্চিতস্য কর্ম্মণো বিদ্যয়া বিনাশঃ, ক্রিয়মাণস্য তয়া বিশ্লেষঃ, শরীরারম্ভকস্য তু তস্য ভোগেন সংক্ষয়স্তেষামেব তস্যাং সেতি। ব্রহ্মাদীনাং ত্বাধিকারিকাণাং বিনষ্টবিশ্লিষ্টসঞ্চিতক্রিয়মাণকর্ম্মণামপ্যধিকারারম্ভকং কর্ম্ম যাবদধিকারং ন ক্ষীয়তেঽতস্তেষাং তাবৎ প্রপঞ্চেঽবস্থিতির্ভবেৎ। তদারম্ভকস্য তস্য সমাপ্তৌ তু তে বিমুচ্য পরং পদং বিশন্তীতি। ইদন্তু বোধ্যম্। অচিরাধিকারা মঘবাদয়োঽধিকারান্তে চিরাধিকারং ব্রহ্মাণং গচ্ছন্তি। তদধিকারান্তে তস্মিন্ বিমুক্তে তেন সহ বিমুচ্যন্ত ইতি। বক্ষ্যতি চৈবম্—"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ" ইত্যাদিনা। ভগবতি তেষাং প্রাতিকূল্যং তু তল্লীলাপোষাত্তদিচ্ছানুগুণমেবেত্যদোষঃ। বিষয়াবেশোঽপ্যেষামাভাসরূপ এব বিদ্যানিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাদধিকারিভিন্নানাং তত্ত্ববিদাং বিদ্যাধিগমে বিমুক্তিরিতি ন কাপি ক্ষতিঃ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সকল ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে মুক্তি হয়, এ-কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু যে সকল ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মবিদ্যা-বলে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের বিশ্লেষ অর্থাৎ অসম্পর্ক, আর শরীরারম্ভক কর্ম্মের ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাদেরই ব্রহ্মবিদ্যা হইলে মুক্তি হইবে। ব্রহ্মাদি অধিকারে (সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে) নিযুক্ত পুরুষদিগের যদিও সঞ্চিত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মের সংশ্লেষের অভাব, তাহা হইলেও অধিকারারম্ভক কর্ম্ম—অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষীণ হইতেছে না, এ-জন্য তাঁহাদিগের অধিকারাবধি প্রপঞ্চের মধ্যে অবস্থান হইবেই। কিন্তু যখন সেই অধিকারারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হইবে তখন তাঁহারা মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হইবেন। এ-বিষয়ে একটু চিন্তা করিবার আছে—অচির-অধিকার-প্রাপ্ত ইন্দ্র প্রভৃতি অধিকার সমাপ্ত হইলে স্থায়ী অধিকারসম্পন্ন ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইবেন, ব্রহ্মত্ব-লাভের আরম্ভক কর্ম্ম ক্ষয় হইলে সেই অধিকারের অবসানে ব্রহ্মাও বিমুক্ত হইবেন অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে নির্মুক্ত হইবেন, তখন তাঁহার সহিত ইঁহারাও মুক্ত হইবেন। এইরূপ কথা পরে বলিবেন—"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ" ইত্যাদি সূত্রে, কার্য্য অর্থাৎ অধিকার শেষ হইলে তাহার অধ্যক্ষের সহিত অধিকার মুক্তি হয়। সেই ব্রহ্মাদির শ্রীভগবানের প্রতিপক্ষতাচরণ দোষের নহে, উহা তাঁহার লীলার পুষ্টিসাধক, এ-জন্য উহা তাঁহার ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। ইঁহাদের বিষয়াবেশও বাস্তব নহে, আভাসস্বরূপ, কারণ তাঁহারা বিদ্যানিষ্ঠ। অতএব সিদ্ধান্ত এই—অধিকারে নিযুক্ত পুরুষ ভিন্ন তত্ত্ববিদ্গণের ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে মুক্তি হইবে। এইরূপ হইলে আর কোনও অনুপপত্তি নাই ॥৩৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—যাবদিতি। যাবানধিকারো যাবদধিকারম্। যাবদবধারণে ইতি সূত্রাৎ সমাসঃ। তাবৎপদং বৃত্তাবন্তর্ভূতমিত্যুক্তম্। ইহাধিকারশব্দেনাধিকারারম্ভককর্ম্মসমাপকঃ কালো লক্ষ্যতে। আধিকারিকাণামধিকারে নিযুক্তানাম্। তত্র নিযুক্ত ইতি সূত্রেণ ঠক্‌প্রত্যয়ঃ। তয়া বিদ্যয়া। তস্যাং বিদ্যায়াং সত্যাম্। স্যা মুক্তিঃ। সমাপ্তাবিতি। ভোগেন ক্ষয়ে সতীত্যর্থঃ। বিমুচ্য মুক্তো ভূত্বা। তদধিকারান্তে ব্রহ্মত্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে সতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি। ভগবতি তেষামিতি। বংসাদি-

হরণেন বাণযুদ্ধেনাভিবর্ষণেন চ তত্তৎকৃতেন মে তত্তল্লীলা সিধ্যেদিতি তদিচ্ছাবশৈরেব তৈস্তত্তদ্‌বিহিতমিতি ন প্রাতিকুল্যাচারস্তেম্ববিজ্ঞতাং প্রসঞ্জয়তীত্যর্থঃ। তথাপি তদাচারে নিমিত্ততাং স্মরতাং তেষাং তন্মন্তুঃ ক্ষমার্থা স্তুতির্দাসধর্ম্মত্বাদুপজাতেতি বোধ্যম্ ॥৩৩॥

টীকানুবাদ—'যাবদধিকারমিত্যাদি' সূত্রে, যাবদধিকারম্—যাবৎকাল পর্য্যন্ত অধিকার। 'যাবদবধারণে' এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে—যাবৎ-শব্দের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস। 'যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ' 'যৎ' শব্দ থাকিলেই 'তৎ'শব্দ প্রযোজ্য, এই নিয়মের হানি এখানে হয় নাই, কারণ বিগ্রহ-বাক্য-মধ্যেই উহা অন্তর্ভূত অর্থাৎ 'যাবান্ অধিকারঃ তাবতী অবস্থিতিঃ' এই বিগ্রহবাক্যে তাবৎ-শব্দ অন্তর্ভূ'ত ইহা বলা হইয়াছে। যাবদধিকারম্—এই পদের অন্তর্গত অধিকার-শব্দের দ্বারা অধিকার-জনক কর্ম্মের সমাপ্তি-কাল লক্ষিত হইতেছে। আধিকারিকাণাম্ অর্থাৎ অধিকারে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের, 'তত্র নিযুক্তঃ' এই সূত্রানুসারে অধিকার-শব্দের উত্তর উক্তার্থে ঠক্ প্রত্যয়। 'ক্রিয়মাণস্য তয়া বিশ্লেষঃ' ইতি—তয়া—সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা। 'তেষামেব তস্যাং সেতি'—তস্যাং—ব্রহ্মবিদ্যা হইলে। সা—সেই মুক্তি হয়। 'তদারম্ভকস্য তস্য সমাপ্তৌ তু' ইতি—সমাপ্তৌ অর্থাৎ ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইলে। বিমুচ্য—মুক্ত হইয়া। 'তদধিকারান্তে তস্মিন্ বিমুক্তে' ইতি—তস্মিন্—ব্রহ্মা বিমুক্ত হইলে। 'ভগবতি তেষাং প্রাতিকূল্যন্তু' ইতি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ—যেমন ব্রহ্মার বৎস-হরণ, রুদ্রের বাণপক্ষে শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রের সপ্তাহকাল বর্ষণ, সেই সেই দেবতাকৃত ঐ সকল কর্ম্ম দ্বারা আমার লীলা সিদ্ধ হইবে, এই ভগবদিচ্ছার বশে তাঁহারা সেই সেই বৎস-হরণাদি কার্য্য করিয়াছেন; এইজন্য ঐ সকল প্রতিকূলাচরণ দেবতাদের মূর্খ'তার আপাদক নহে। তাহা হইলেও তাঁহারা সেই সব আচরণে নিজদিগকে নিমিত্ত মনে করিয়া সেই মননকারী শ্রীহরির কাছে ক্ষমাপণের জন্য তাঁহাদের স্তুতি দাস্যধর্ম্ম-হিসাবে সঙ্গত, ইহা জানিবে ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা হইলেই মুক্তি হইবে, এ-কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না। কারণ সিদ্ধবিদ্য-

ব্রহ্মা-রুদ্রাদিকেও চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করিতে দেখা যায়; এমন কি, তাঁহাদের আচরণে শ্রীভগবানের প্রতিকূলতাও দৃষ্ট হয়।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, আধিকারিক দেবগণের অধিকার কাল পর্য্যন্ত প্রপঞ্চে অবস্থান করিতেই হইবে।

এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, ব্রহ্মবিদ্যা হইলেই যে সকলের মুক্তি হইবে, এ-কথা বলা যায় না; কারণ যাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ফলে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ, ক্রিয়মাণ কর্ম্মের সহিত বিশ্লেষ, আর ভোগের দ্বারা শরীরারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাঁহাদেরই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর মুক্তি হইয়া থাকে। নতুবা অধিকার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ব্রহ্মাদি আধিকারিকগণেরও তদ্রূপ অপেক্ষা। তাঁহাদেরও ঐ সকলের পরিসমাপ্তিতে মুক্তি ও পরমপদ প্রাপ্তি হইবে। আর ঐ ব্রহ্মা-রুদ্রাদির প্রতিকূলাচরণও পরমেশ্বরের লীলা-পুষ্টির নিমিত্ত, ঈশ্বরেচ্ছায় সংঘটিত হয়। এবং উঁহাদের বিদ্যানিষ্ঠত্ব হেতু বিষয়াবেশও আভাসরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" (ভাঃ ২।৬।৩২)
"স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোঽভবিষ্যৎ॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥" (ভাঃ ৯।৪।৫৩-৫৪) ॥৩৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্থৌল্যাদিধর্ম্মানুপসংহর্ত্তুমারভতে। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" ইত্যাদি

শ্রূয়তে। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম-গোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্" ইত্যাদি চ। ইহ ভবতি বীক্ষা। অক্ষর-শব্দিতপরব্রহ্মবিষয়াঃ স্থৌল্যাদিপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বাস্মূপাসনাস্থ নেয়া ন বেতি। সমান এবঞ্চাভেদাদিত্যত্র বিগ্রহাত্মকব্রহ্মোপাসনায়া নিরূপণাত্তাদৃশে ব্রহ্মণ্যেতাসামসম্ভবান্নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মের অস্থৌল্য, অনণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উপসংহার (গ্রহণ) নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন—শ্রুতিতে শ্রুত হয় 'এতদ্বৈ তদক্ষরং···অহ্রস্বম্" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে সংবোধন করিয়া বলিতেছেন,—অয়ি গার্গি! ইনিই সেই প্রসিদ্ধ অক্ষর ব্রহ্ম, যাঁহাকে বেদবিদ্গণ অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব বলিয়া থাকেন। আরও শ্রুতি আছে—'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' ইত্যাদি—এই সেই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই যিনি অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য, গোত্রহীন, বর্ণহীন, চক্ষুঃকর্ণ-রহিত ব্রহ্ম-পদার্থ তাঁহাকে অধিগত করা যায়। এই শ্রৌত-বিষয়ে সমীক্ষা এই—অক্ষর-শব্দের দ্বারা বোধিত পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া যে স্থৌল্য প্রভৃতি ধর্ম্মের নিষেধ করা হইয়াছে, এই জ্ঞানসমূহ সকল উপাসনায় কর্ত্তব্য কিনা? এই সংশয়ের সমাধান কল্পে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, 'সমান এবঞ্চাভেদাৎ' এইসূত্রে বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মোপাসনার নিরূপণহেতু সেই বিগ্রহ-ময় পরমাত্মায় ঐ সকল অস্থূলত্ব, অনণুত্ব প্রভৃতির অসম্ভববশতঃ সকল উপাসনায় ঐ সকল ধর্ম্ম ধ্যেয় নহে, এই সমাধানের খণ্ডনে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্রোপসংহৃতানন্দসৌন্দর্য্যসার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বেশ্বর্য্যাদিগুণকেনৈকাঙ্গকেনানেকাঙ্গকেন চোপাসনেন মোক্ষার্থিভির্মূর্ত্তং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তম্। অস্তু তস্মিন্ মূর্ত্তব্রহ্মোপাসনে তেষামানন্দাদিগুণানামুপসংহারঃ সম্ভবাৎ মাস্তু অস্থৌল্যাদীনাং তত্র তেষামসম্ভবাদিতি প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গত্যাহ অথাস্থৌল্যাদিতি। তাদৃশে বিগ্রহাত্মকে। এতাসাং বুদ্ধীনাম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে, মুক্তিকামীরা আনন্দ, সৌন্দর্য্য, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরত্বগুণ-সমন্বিত একাঙ্গক

উপাসনা ও অনেকাঙ্গক উপাসনা দ্বারা বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, বেশ, তাহাই হউক ; ইহাতে কোন আপত্তি নাই, যেহেতু মূর্ত্ত-ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রহ্মের সেইসকল আনন্দাদি গুণের গ্রহণ সম্ভব, কিন্তু অস্থৌল্য প্রভৃতি ধর্ম্মের তাহাতে উপসংহার অসম্ভব, এজন্য না হউক ; এই প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি-অনুসারে শঙ্কা করিতেছেন—'অথাস্থৌল্যাদীতি' বাক্য দ্বারা। 'তাদৃশে ব্রহ্মণ্যেতাসামসম্ভবাদিতি'—তাদৃশে—বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মে, এতাসাম্—অস্থৌল্যাদি বুদ্ধির।

অক্ষর-ধ্যধিকরণম্

সূত্রম্—অক্ষরধিয়াস্ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ তদুক্তম্॥ ৩৪॥

সূত্রার্থ—'তু' না, পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, 'অক্ষরধিয়ামিত্যাদি' —অক্ষর ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অস্থৌল্য প্রভৃতি ধর্ম্মের উক্তি আছে, তচ্চিন্তার সেই সকল উপাসনাতেই 'অবরোধঃ'—সংগ্রহ কর্ত্তব্য। হেতু কি? 'সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্' যেহেতু উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ সর্ব্বত্র একপ্রকার, তাহাতে কোন প্রভেদ নাই, তদ্ব্যতীত বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মে অস্থৌল্য প্রভৃতিও থাকে, এই জন্য। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত 'ঔপসদবৎ'—যেমন উপসৎ নামক কর্ম্মের অঙ্গভূত মন্ত্রগুলি সামবেদে পঠিত হইলেও প্রধান কর্ম্মের অনুগামী, এজন্য যজুর্বেদাধ্যায়ীরা পাঠ করেন॥ ৩৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাৎ পূর্ব্বপক্ষো নিবর্ত্ত্যতে। অক্ষর-ব্রহ্মসম্বন্ধিনীনাম্ আসামস্থৌল্যাদিধিয়াং সর্ব্বাসু তাস্ববরোধঃ সংগ্রহঃ কার্য্যঃ। কুতঃ? সামান্যেতি। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বত্রোপাস্যস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য সামান্যাদৈকরূপ্যাৎ। তত্র বিগ্রহেঽস্থৌল্যাদীনাং ভাবাচ্চ। অয়ং ভাবঃ—"জ্ঞাত্বা দেবম্" ইত্যাদি শ্রুতের্জ্ঞানান্মোক্ষঃ। তচ্চ জ্ঞানং তমসাধারণ্যেন গৃহ্ণীয়ান্ন তু

সাধারণ্যেন। অন্যত্রাতিপ্রসঙ্গাৎ। ততশ্চাস্থৌল্যাদিবিশেষিতবিভু-জ্ঞানানন্দাভিন্নবিগ্রহরূপত্বেন জ্ঞানমসাধারণ্যায় স্যাত্তদিতরনিখিল-ভেদানুমাপকত্বাৎ। ইত্থঞ্চ সকলহেয়প্রত্যনীকত্বং তদ্বিগ্রহস্য সিদ্ধম্। "স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ঢো ন পুমান্ন জন্তুঃ। নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ" ইতি স্থৌল্যা-দিনিহীনত্বেনাভ্যর্থিতং বস্তু তাদৃগ্বিগ্রহাত্মনাবির্ভূতমিতি স্মর্য্যতে "হরিরাবিরাসীৎ" ইতি। অত্রৈতাদৃশাবির্ভাবমর্থয়মানে গজেন্দ্রে যেন রূপেণাবির্ভূতং তৎ খলু তাদৃগেব ভবেদিতি বিস্ফুটং তত্ত্বম্। ইতরথা জ্ঞানমাত্রং তচ্চেতস্যবভাসেত। ইহ প্রাপঞ্চিকং দেবত্বাদি প্রতিষিধ্যতে। স্বরূপনিষ্ঠং দেবত্বং পুরুষত্বং চাস্ত্যেব তথৈব প্রাকট্যাৎ। গুণানাং প্রধানানুগামিত্বে নিদর্শনম্ ঔপসদবদিতি। উপসদাখ্য-কর্ম্মাঙ্গভূতমন্ত্রবদিত্যর্থঃ। যথা জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিনীষূপ-সৎস্বগ্নের্বেহোত্রমিত্যাদিকাঃ পুরোডাশপ্রদানমন্ত্রাঃ সামবেদপঠিতা অপি প্রধানানুগামিতয়া যাজুর্বেদিকৈরধ্বর্য্যুভিরভিসংবধ্যন্তে। তৎ-প্রদানস্য তৎকার্য্যত্বাৎ। এবং ক্কাচিৎক্যোঽপি তদ্বুদ্ধয়ঃ প্রধানে-নাক্ষরেণ সহ সর্ব্বত্র সম্বধ্যন্তে। তাসাং তদনুগামিত্বাদিতি। তদুক্তং বিধিকাণ্ডে। "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" ইতি ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করা হইতেছে। 'অক্ষরধিয়াম্' অক্ষর-ব্রহ্ম-সম্বন্ধিনী অস্থৌল্য, অনণুত্ব প্রভৃতি বুদ্ধির সকল উপাসনায় সংগ্রহ করণীয়। কারণ কি? 'সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্'—'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' এই শ্রুত্যুক্ত উপাসনীয় ব্রহ্মের সকল উপাসনায় একরূপতা এবং বিগ্রহে ব্রহ্মে অস্থৌল্যাদির সদ্ভাব, এজন্যও। কথাটি এই,—শ্রুতিতে আছে 'জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি' তাঁহাকে জানিলে মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ। সেই জ্ঞান কি? সেই দেবকে অসাধারণ অস্থৌল্যাদি গুণানুসারে গ্রহণ, সাধারণ ধর্ম্মানুসারী জ্ঞানে নহে। তাহাতে দোষ এই—তত্ত্বরূপে অর্থাৎ অস্থৌল্যাদি যথার্থস্বরূপে যদি গ্রহণ না হয়, তবে সাধারণ ধর্ম্ম—দেবত্বহিসাবে

গ্রহণ হইতে মুক্তি হইয়া পড়ে, অতএব অস্থৌল্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বিভু, সচ্চিদানন্দ হইতে বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে জ্ঞানই অসাধারণ্যের কারণ হয়, যেহেতু উহা, তদ্‌ভিন্ন যতপ্রকার পদার্থ আছে, তৎসমুদায় হইতে ভেদের অনুমাপক। ইহার ফলে সেই সকল হেয় বস্তুর প্রতিপক্ষতা ঐরূপ বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মের সিদ্ধ হইল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে গজেন্দ্রোপাখ্যানে গজেন্দ্রকৃত হরিস্তবে অবগত হওয়া যায় যে, 'স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যক্...জয়তাদশেষঃ' সেই শ্রীহরি দেব, অসুর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী নহেন, তিনি স্ত্রী জাতি, নপুংসক অথবা পুরুষজাতি নহেন, কোন জন্তু নহেন, স্থূল, সূক্ষ্ম বস্তু নহেন। এইরূপ 'নেতি' 'নেতি' দ্বারা নিষেধের আকারে যিনি অশেষ দোষরহিত হইয়া আছেন, তিনি জয়যুক্ত হউন। এইরূপে স্থৌল্যাদিগুণবর্জ্জিতরূপে প্রার্থিত বস্তুই সেই শঙ্খচক্রধরাদিরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন 'হরিরাবিরাসীদিত্যাদি' বাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়। এই বৃত্তান্তে দেখা যাইতেছে—ক্লিষ্ট গজেন্দ্র ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য এই স্থৌল্যাদি-গুণহীন দেবাদিবিলক্ষণ পরমাত্মাকে ডাকিলে তিনি যে রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিমান্, আনন্দঘন সেই রূপই হইবেন, ইহা সুস্পষ্ট বিষয়। তাহা না হইলে কেবল জ্ঞানমাত্রই তাহার চিত্তের মধ্যে প্রকাশ পাইতেন। তবে যে তাঁহার দেবত্বাদি নিষেধ করা হইয়াছে, উহা প্রাকৃত প্রপঞ্চান্তর্গত দেবত্বাদি। স্বরূপনিষ্ঠ দেবত্ব ও পুরুষত্ব তাঁহার আছেই। যেহেতু সেইভাবেই তাঁহার প্রাকট্য হয়। গুণগুলি যে প্রধানের অনুসরণ করে, এ-বিষয়ে উদাহরণ দেখাইতেছেন—'ঔপসদবৎ'। ঔপসদবৎ-শব্দের অর্থ উপসদ্ নামক কর্ম্মের অঙ্গভূত মন্ত্রের মত। কথাটি এই,—যেমন জামদগ্ন্য অহীন যজ্ঞে পুরোডাশযুক্ত উপসদাখ্য-ইষ্টগুলির মধ্যে 'অগ্নের্বেহোত্রম্' ইত্যাদি পুরোডাশ প্রদান মন্ত্রগুলি সামবেদে পঠিত হইলেও যজুর্বেদি-ব্রাহ্মণ অধ্বর্য্যুগণ প্রধান কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া সর্ব্বত্র পুরোডাশ প্রদান কর্ম্মে পাঠ করেন, কারণ পুরোডাশ প্রদান যজুর্বেদী অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য। এইরূপ যে কোন স্থলে পঠিত অস্থৌল্যাদি জ্ঞানের মুখ্য অক্ষর-ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ হইবে। ইহার হেতু—ঐ বুদ্ধিগুলি ব্রহ্মের অনুসারী। এ-বিষয়ে জৈমিনীয় প্রমাণ দেখাইতেছেন—জৈমিনীয় মীমাংসাদর্শনে বিধিকাণ্ডে কথিত আছে—'গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্

মুখ্যেন বেদসংযোগঃ' এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই—'গুণমুখ্যব্যতিক্রমে' উৎপত্তি-বিধি ও বিনিয়োগ-বিধিদ্বয়ের স্বরবিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে 'মুখ্যেন' প্রধানীভূত বিনিয়োগ-বিধির অনুসারে 'বেদসংযোগঃ' বেদের অর্থাৎ বারয়ন্তীয় প্রভৃতি মন্ত্রের, সংযোগঃ—সম্বন্ধ হইবে। অর্থাৎ সাম মন্ত্রগুলির স্বর সংযোগ হইবে। যজুর্ব্বেদোক্ত উচ্চৈঃস্বর নহে। হেতু এই—'তদর্থত্বাৎ'—কারণ উৎপত্তি-বিধি বিনিয়োগ-বিধির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অক্ষরধিয়ামিতি। তাসূপাসনাসু। তচ্চেতি। তচ্চ জ্ঞানং তং দেবমসাধারণ্যেনাস্থৌল্যাদ্যসাধারণধর্ম্মবিশিষ্টত্বেন গৃহ্নীয়াৎ। তত্ত্বেন সংগৃহ্নদ্বিমোচকং স্যাৎ। তত্ত্বেনাগ্রহণে দেবত্বেন দেবসামান্যং গৃহ্নীয়াৎ। ন চ তেন জ্ঞানেন মোক্ষঃ তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রবণাদিতি ভাবঃ। স বৈ নেতি। সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মম্। অত্রৈতাদৃশেতি। গজেন্দ্রেণ ক্লিষ্টেন স্বক্লেশনিবৃত্তয়ে দেবাদিবিলক্ষণঃ স্থৌল্যাদিগুণশূন্যো বিজ্ঞানানন্দঃ পরমাত্মা-কারিতঃ স খলু তদ্দৈন্যশ্রবণাভ্যুদিতদয়ো মূর্ত্তানন্দবিজ্ঞানঃ প্রাদুর্ভূত ইতি স্মর্য্যতে। তেন তাদৃক্ স ইত্যাগতং ন ত্বনাকারিত আগচ্ছেদিতি ভাবঃ। নন্বু মূর্ত্তস্য পুরুষস্য হরেঃ কথং স্থৌল্যাদিশূন্যত্বং প্রতীমস্তত্রাহ ইহ প্রাপ-ঞ্চিকমিতি। পূর্ব্বপক্ষিণাপি প্রাপঞ্চিকমেব তৎ প্রতিষিধ্যতে। স্বরূপনিষ্ঠং তত্ত্ব্ রাগমূর্ত্তত্ববৎ তত্রাস্তীতি প্রাগুক্তম্। তচ্চাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমিতি। শ্রুতে-ষ্বিত্যধিকরণলব্ধম্। ঔপসদবদিতি। উপসদামিমে ঔপসদা মন্ত্রাস্তদ্বদি-ত্যর্থঃ। যথা জামদগ্ন্যে ইত্যাদি। তৎপ্রদানস্য পুরোডাশপ্রদানস্য। তৎ-কার্য্যত্বাদধ্বর্য্যুকর্ত্তব্যত্বাৎ। ক্বাচিৎকাঃ ক্বচিৎ পঠিতাঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বাসূ-পাসনাসু। তাসামিতি। তদ্বুদ্ধীনামক্ষরব্রহ্মানুগামিত্বাদিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—যজুর্ব্বেদজমগ্নিং পুষ্টিকামশ্চতুরাত্রেণাযজেতেত্যুৎপন্নে জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডা-শিন্য উপসদো ভবন্তীতি পুরোডাশযুক্তাসূপসৎস্বিষ্টিষু পুরোডাশপ্রদানকর্ম্ম-মন্ত্রাণামুদ্গাতৃবেদোৎপন্নানামগ্নের্ব্বের্হোত্রং বেরধ্বরমিত্যাদীনামুৎগাতৃপ্রয়োগে প্রাপ্তেঽধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকে পুরোডাশপ্রদানে কর্ম্মণি তেষাং মন্ত্রাণাং বিনিয়োগাৎ বিনিয়োগবিধেশ্চ সার্থক্যসম্পাদকস্য স্বরূপমাত্রবোধকোৎপত্তিবিধ্যপেক্ষয়া মুখ্য-ত্বাৎ মুখ্যানুরোধেনাধ্বর্য্যুণৈব তেষাং প্রয়োগো ন তু গৌণ্যুৎপত্তিবিধ্যনু-

রোধেনোদ্‌গাত্রেতি। যথাধ্বর্য্যুকর্তৃকপুরোডাশপ্রদানবিষয়াণাং মন্ত্রাণাং যত্র ক্বাপি শ্রুতানামপ্যাধ্বর্য্যবাণাং সম্বন্ধস্তথা যত্র ক্বাপি পঠিতানামপ্যস্থৌল্যাদিধিয়াং মুখ্যেনাক্ষরেণ ব্রহ্মণা সম্বন্ধ ইতি। অস্মিন্নেবার্থে উদাহরণান্তরতয়া জৈমিনের্নির্ণয়ং দর্শয়তি। তদুক্তমিতি। গুণমুখ্যেত্যস্যার্থঃ। য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে ইতি যজুর্বেদবিহিতাধানাঙ্গত্বেন য এবং বিদ্বান্ বারয়ন্তীয়ং গায়তি য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞা যজ্ঞীয়ং গায়তি য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তীতি যজুর্বেদ এব সামানি বিহিতানি বিষয়ঃ বারয়ন্তীপদযুক্তং সাম বারয়ন্তীয়ম্ এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্। উচ্চৈঃ সাম্নোপাংশু যজুষেতি সামযজুষোঃ স্বরভেদোঽস্তি। তত্র কিমেতানি সামানি সামবেদোৎপন্নত্বাৎ তদীয়েনোচ্চৈঃস্বরেণাধানে প্রযোজ্যান্যুত যেন যজুর্বেদেন বিনিযুজ্যন্তে তদীয়েনোপাংশুস্বরেণেতি সংশয়ে উৎপত্তিবিধিবলাদুচ্চৈঃস্বরেণেতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি গুণমুখ্যেতি। গুণমুখ্যয়োরুৎপত্তিবিনিয়োগবিধ্যোর্ব্যতিক্রমে স্বরবিষয়ে বিরোধে প্রাপ্তে মুখ্যেন বিনিয়োগবিধিনা বেদস্য বারয়ন্তীয়াদেঃ সংযোগো গ্রাহ্যঃ। সাম্নাং বিনিয়োগঃ স্বরসংযোগ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ তদর্থত্বাদিতি। উৎপত্তিবিধের্বিনিয়োগার্থত্বাদিত্যর্থঃ। এতত্তুল্যন্যায়তয়া পূর্ব্বমুপসন্নমন্ত্রা দৃষ্টান্তিতা ইতি বোধ্যম্ ॥৩৪॥

টীকানুবাদ—অক্ষরধিয়ামিত্যাদি সূত্রে। সর্ব্বাসু তাস্ববরোধ ইতি ভাষ্যে। তাসু—সেই সকল উপাসনাতে। 'তচ্চ জ্ঞানং তমিত্যাদি'—'জ্ঞাত্বা দেবম্' ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞান হইতে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান বলিতে সেই পরমাত্মাকে অসাধারণ ধর্ম্ম (অস্থৌল্যাদি) বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিবে, সাধারণ ধর্ম্ম (দেবত্বাদি) রূপে নহে, যেহেতু তত্ত্বরূপে জ্ঞান মুক্তির কারণ হয়। আর তত্ত্বরূপে (স্বরূপতঃ) জ্ঞান না করিলে অর্থাৎ সাধারণ দেবত্বরূপে জ্ঞান হইলে দেবসামান্য গৃহীত হইবে, কিন্তু সেই দেবত্বজ্ঞানে মুক্তি হয় না, যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদি শ্রুতি তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি বলিতেছেন। 'স বৈ ন দেবাসুর' ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত 'ন সৎ ন চাসৎ' ইতি সৎ অর্থাৎ স্থূল পদার্থ, অসৎ—সূক্ষ্ম পদার্থ। অত্রৈতাদৃশমিত্যাদি—গজেন্দ্র গ্রাহকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিজ ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য সাধারণ দেবাদি হইতে পৃথক্, স্থৌল্যাদি ধর্ম্মহীন, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে ডাকিয়াছিল, পরমাত্মাও তাহার দৈন্য

শ্রবণবশতঃ দয়ার মূর্ত্তিধারী মূর্ত্ত আনন্দবিজ্ঞানরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইটি শ্রীভাগবতগ্রন্থে স্মৃত হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে—মূর্ত্তবিজ্ঞানানন্দ তিনি আসিয়াছিলেন। যাঁহাকে ডাকিয়াছিল তিনিই আসিয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য। প্রশ্ন—যদি শ্রীহরি মূর্ত্তিমান্ পুরুষ, (পরমাত্মা) তবে তাঁহার স্থৌল্যাদি ধর্ম্ম নাই, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'ইহ প্রাপঞ্চিকমিত্যাদি' এই শ্রুতিতে প্রপঞ্চান্তর্গত দেবত্বাদি প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, নতুবা স্বরূপনিষ্ঠ দেবত্বাদির প্রতিষেধ নহে, পূর্ব্বপক্ষীও প্রাপঞ্চিকদেবত্ব প্রতিষেধ করিতেছে। স্বরূপনিষ্ঠ দেবত্ব ইচ্ছাধীন মূর্ত্তিগ্রহণের মত পরমাত্মায় থাকে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাও অচিন্ত্যশক্তি-সিদ্ধ, এ-কথা 'শ্রুতেস্তু' ইত্যাদি অধিকরণে জ্ঞাত। 'ঔপসদবৎ' ইতি ঔপসদ-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—উপসদাম্—উপসদ্ ইষ্টিগুলির, ইমে—যেগুলি সম্বদ্ধ মন্ত্র এই অর্থে উপসদ্-শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় ফলে ঔপসদ মন্ত্র তাহাদের মত এই অর্থ। যথা জামদগ্ন্যে অহীনে ইত্যাদি—তৎপ্রদানস্য তৎকার্য্যত্বাৎ ইতি—তৎপ্রদানস্য—যেহেতু পুরোডাশপ্রদান, তৎকার্য্যত্বাৎ—অধ্বর্য্যুর কার্য্য। 'এবং ক্বাচিৎক্যোঽপি তদ্বুদ্ধয়ঃ' ইতি কোনস্থলে পঠিত হইলেও, সর্ব্বত্র সম্বধ্যন্তে—সকল উপাসনায় গ্রাহ্য। তাসাং তদনুগামিত্বাদিতি—যেহেতু অস্থৌল্যাদি বুদ্ধি অক্ষর-ব্রহ্মের অনুসারী। কথাটি এই—'যজুর্বেদজমগ্নিং-পুষ্টিকামশ্চতুরাত্রেণাযজেত' এই একটি উৎপত্তি বিধিবাক্য আছে, তাহা হইতে জামদগ্ন্য অহীন যজ্ঞ বোধিত হইতেছে, সেই যজ্ঞে 'পুরোডাশিন্য উপসদো ভবন্তি' এই একটি বিধিবাক্য শ্রুত হইতেছে, ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে—উপসদাখ্য-ইষ্টিগুলি পুরোডাশযুক্ত হইবে; তাহাতে পুরোডাশপ্রদান কর্ম্মের অঙ্গ মন্ত্রগুলি যাহারা সামবেদে ধৃত 'অগ্নের্বেহোত্রং বেরধ্বরম্' ইত্যাদি স্বরূপ, অতএব সামবেদাধ্যায়ী উদ্গাতারই ঐ প্রয়োগ বুঝাইতেছে, কিন্তু অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক পুরোডাশপ্রদান কর্ম্ম বিহিত থাকায় সেই সব মন্ত্রের বিনিয়োগ বশতঃ অথচ বিনিয়োগবিধি উৎপত্তিবিধির সার্থক্য সম্পাদক এজন্য কর্ম্ম স্বরূপমাত্রবিধায়ক উৎপত্তিবিধি অপেক্ষা উহা মুখ্য। সেই মুখ্যানুরোধে অধ্বর্য্যুই ঐ মন্ত্রগুলি স্ববেদোক্তস্বরে পাঠ করিবে, গৌণ উৎপত্তি-বিধি -অনুসারে উদ্গাতা সামস্বরে নহে। এখানে যেমন যে কোন স্থলে শ্রুত হইলেও অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক প্রদেয় পুরোডাশ-প্রদান মন্ত্রগুলির পাঠ অধ্বর্য্যু কর্ত্তব্য

বুঝাইতেছে, সেইপ্রকার যে কোন শ্রুতিতে পঠিত হইলেও অস্থৌল্যাদি বুদ্ধির প্রধানীভূত অক্ষর-ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ সকল উপাসনায় হইবে। এই বিষয়ে অন্য উদাহরণ হিসাবে জৈমিনির সিদ্ধান্ত দেখাইতেছেন —তদুক্তং বিধিকাণ্ডে ইতি। 'গুণমুখ্যব্যতিক্রমে' ইহার অর্থ—'য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে' এই বিধি যজুর্বেদে উক্ত অগ্ন্যাধানের অঙ্গরূপে বিহিত, আবার 'য এবং বিদ্বান্ বারয়ন্তীয়ং গায়তি' এইরূপ অর্থ বুঝিয়া যে বারয়ন্তীয় স্তুতি গান করে, 'য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞা যজ্ঞীয়ং গায়তি'—যে এইরূপ জ্ঞান করিয়া যজ্ঞা যজ্ঞিয় ইত্যাদি মন্ত্র গান করে, 'য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তি' এইরূপ জানিয়া যে বামদেব্য মন্ত্রগান করে ইত্যাদি সামমন্ত্র যজুর্বেদেই বিহিত, ইহাকে অবলম্বন করিয়া পরে সংশয় হইতেছে। বারয়ন্তী পদযুক্ত সামকে বারয়ন্তীয় বলে, এইরূপ পরেও জ্ঞাতব্য। সামবেদ ও যজুর্বেদের পাঠ-বিষয়ে স্বরভেদ আছে, যথা সামবেদ উচ্চৈঃস্বরে, যজুর্বেদ উপাংশু-স্বরে (অপরের অশ্রুতস্বরে)। সেই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে,—এই সকল সামমন্ত্র সামবেদে ধৃত হওয়ায় সামবেদীয় উচ্চৈঃস্বরে অগ্ন্যাধান-কার্য্যে পাঠ্য ? অথবা যে যজুর্বেদ দ্বারা বিনিয়োগ বুঝাইতেছে, সেই যজুর্বেদোক্ত উপাংশুস্বরে উহাদের পাঠ হইবে ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উৎপত্তিবিধি বাক্যা-নুসারে উচ্চৈঃস্বরে আধান কার্য্যে ঐগুলি পাঠ্য ; ইহার প্রতিপক্ষে সিদ্ধান্তী বলেন—'গুণমুখ্যব্যতিক্রমে' ইত্যাদি। উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি এই দুইটির ব্যতিক্রম অর্থাৎ স্বর-বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে মুখ্য বিনিয়োগ বিধি-অনুসারে বারয়ন্তীয় প্রভৃতি বেদের সম্বন্ধ গ্রাহ্য। সামমন্ত্রের বিনিয়োগই স্বরসংযোগ—এই অর্থ। সে-বিষয়ে হেতু—'তদর্থত্বাৎ'—বিনিয়োগবিধি উৎপত্তিবিধির সার্থক্য-সম্পাদক। এই তুল্য যুক্তি-অনুসারে সূত্রকার ঔপসদ মন্ত্রগুলিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ॥৩৪॥

সিদ্ধান্তকণা—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা
অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং।" ইত্যাদি (বৃঃ ৩।৮।৮)।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ-শ্রোত্রং" ইত্যাদি (মুঃ ১।১।৫-৬)।

এ-স্থলে যদি সংশয় হয় যে, অক্ষর-শব্দিত পরব্রহ্ম-বিষয়ক স্থৌল্যাদি প্রতিষেধক জ্ঞান সকল উপাসনাতে গ্রহণীয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—পূর্ব্বে 'সমান এবঞ্চাভেদাৎ' (৩।৩।২০) এই সূত্রে যখন বিগ্রহাত্মক পরব্রহ্মের উপাসনাই নিরূপিত হইয়াছে, তখন তাঁহাতে অস্থূল, অনণু প্রভৃতি গুণ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলেন যে, না, ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ ঠিক হইতে পারে না। অক্ষর-বিষয়ক অস্থৌল্যাদি গুণ বা ধর্ম্ম সকল উপাসনাতেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কারণ উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ সর্ব্বত্র একই প্রকার। দ্বিতীয়তঃ বিগ্রহাত্মক পরব্রহ্মেও অস্থৌল্যাদি ধর্ম্ম আছে। এ-বিষয়ে 'ঔপসদবৎ' উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তৃত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

শ্রীগজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে মনকে সমাহিত করিয়া পূর্ব্বজন্মে যে স্তোত্র শিখিয়াছিলেন, তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতেও পাই,—

"স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্-
ন স্ত্রী ন ষণ্ঢো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাস-
ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥" (ভাঃ ৮।৩।২৪)
"সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্॥" (ভাঃ ৮।৩।২৬)
"এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্ব্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ
তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ॥" (ভাঃ ৮।৩।৩০) ॥৩৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্ তাদৃগ্‌বিগ্রহত্বাদিধর্ম্মজাতমিব সর্ব্ব-কর্ম্মা সর্ব্বগন্ধ ইত্যাদিপ্রতিপন্নং সর্ব্বকর্ম্মত্বাদিকমপ্যবশ্যং সর্ব্বত্র চিন্ত্যং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, শ্রীভগবানের সেই আনন্দবিজ্ঞান-বিগ্রহত্বাদিধর্ম্মসমূহের মত 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ' তিনি সমস্ত করেন, সমস্তের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে, ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত সর্ব্বকর্ম্মকত্বাদি ধর্ম্মও সকল উপাসনায় অবশ্য চিন্তনীয় হউক ; তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। স্থৌল্যাদিবিহীনবিভুবিজ্ঞানানন্দাভিন্নবিগ্রহত্বাদিধর্ম্মজাতং যথা সর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনেঽবশ্যং বিচিন্ত্যতে তথা সর্ব্বকর্ম্মকত্বাদিকমপি তত্রাবশ্যং বিচিন্ত্যং স্যাদিত্যাক্ষেপার্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ননু ইত্যাদি আক্ষেপ গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—স্থৌল্যাদিরহিত, বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ বিগ্রহত্বাদি ধর্ম্মসমূহ যেমন সকল ব্রহ্মোপাসনায় অবশ্য ধ্যান করা হয়, সেইরূপ সর্ব্বকর্ম্মকত্বাদি ধর্ম্মও সেই ব্রহ্মোপাসনায় অবশ্য চিন্তনীয় হউক।

সূত্রম্—ইয়দামননাৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—'ইয়ৎ'—এই আনন্দবিজ্ঞান বিভুর স্থৌল্যাদিবিহীন বিগ্রহত্বাদি ধর্ম্মই মাত্র সকল উপাসনায় ধ্যেয়। যেহেতু—'আমননাৎ' এই পরিমাণ গুণসমূহসমন্বিতরূপে তাঁহার ধ্যান হইয়া থাকে, অতএব তাহা অবশ্য ধ্যেয় ॥ ৩৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইয়দেব তাদৃগ্ বিগ্রহত্বাদিগুণবৃন্দমেব তস্যাবশ্যং সর্ব্বত্র চিন্তনীয়ম্। কুতঃ ? আমননাৎ। আমননমাভিমুখ্যেন চিন্তনং তস্মাৎ। ইয়তা গুণজাতেন তস্যানুচিন্তনং ভবেদতস্তদবশ্যমনুচিন্ত্যম্। সর্ব্বকর্ম্মত্বাদিকস্তু চিন্তিতস্বরূপে তস্মিন্নন্নুবর্ত্তেত তস্মান্ন তচ্চিন্তা নিয়তেতি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইয়দেব—এইটুকুমাত্রই অর্থাৎ স্থৌল্যাদিরহিত বিভু বিজ্ঞানানন্দরূপ শ্রীভগবানের বিগ্রহত্বাদি গুণ সমূহই সকল উপাসনায় অবশ্য চিন্তনীয়। কারণ কি ? আমননাৎ—যেহেতু উহাই তাঁহার যথার্থ চিন্তা

করা হয়। কেবল এই গুণসমূহ ধরিয়া তাঁহার ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইজন্য সেই ধর্ম্ম সমূহই অবশ্য ধ্যেয়, নতুবা সর্ব্বকর্ম্মকত্বাদি ধর্ম্ম চিন্তনীয় নহে, যেহেতু উহারা চিন্তিত-স্বরূপ ব্রহ্মে অনুস্যূত হইবেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মিরূপে ব্রহ্মের চিন্তা করিলেই এই ধর্ম্মগুলিরও চিন্তা করা হইয়া যাইবে। সেইজন্য তাহার চিন্তা অনাবশ্যক। ৩৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইয়দিতি। স্ফুটার্থম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—ভাষ্যার্থ স্পষ্ট ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থিত হইতেছে যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো" ইত্যাদি (ছাঃ ৩।১৪।৪)। তাহা হইলে তাদৃগ্ বিগ্রহত্বাদি ধর্ম্মের ন্যায় এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত 'সর্ব্বকর্ম্মা' ইত্যাদি ধর্ম্মও সর্ব্বত্র চিন্তনীয় হউক ; এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, তাদৃগ্ বিগ্রহত্বাদি গুণবৃন্দই সর্ব্বত্র চিন্তনীয় হইবে ; কারণ তাহা ব্যতীত তাঁহার আভিমুখ্য লাভ করা যায় না, আর সর্ব্বকর্ম্মত্বাদি ধর্ম্মসমূহ ঐ চিন্তিত-স্বরূপে অনুবর্ত্তন করিবেই। সুতরাং উহাদের চিন্তা স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫৬-৫৭)

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

"আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে তদ্গতভাবে নিরন্তর চিন্তা। আমনন হেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যারই অনুসন্ধান বা চিন্তার নিমিত্ত এই সমস্ত গুণই অর্থাৎ অস্থূলত্বাদিসহ আনন্দাদি গুণই সকল ব্রহ্মবিদ্যায় অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল গুণ ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সকল গুণের অনুবর্ত্তন প্রয়োজন। সর্ব্বকর্ম্মত্বাদি ইতর

গুণগুলি কিন্তু প্রধানের অনুগত হইলেও চিন্তার নিমিত্ত প্রত্যেক বিতায় পৃথগ্‌রূপে নিরূপিত। সুতরাং অন্যত্র সে সকলের উপসংহারের প্রয়োজন নাই" ॥ ৩৫ ॥

স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্ব-ধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্বং ধর্ম্মমুপসংহর্ত্তুমারভতে। মুণ্ডকে শ্রূয়তে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি সংবভূব দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয়ঃ—সংব্যোমশব্দাভিহিতং ব্রহ্মপুরং কিং সামর্থ্যৈশ্বর্য্যপর্য্যায়স্তম্মহিমৈব ভবেদুত বিচিত্রপ্রাসাদগোপুরপ্রাকারাদিরূপং তদিতি। কিং প্রাপ্তম্। তাদৃশস্তম্মহিমৈব তদিতি। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি। "স্বে মহিম্নি" ইতি স্বমহিমাধারত্বশ্রবণাৎ। তস্মান্মহিমৈব পুরত্বেন নিরূপিতঃ। সংব্যোমশব্দিতশ্চ সঃ, তস্যানন্ত্যাৎ। ন খলু বিভোরধিষ্ঠানং সংভবেদিত্যুক্তং ব্রহ্মৈবেত্যাদিনা। এবং প্রাপ্তে পঠতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মের স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান-ধ্যানের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। মুণ্ডকোপনিষদে শ্রুত হইতেছে,—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাধিপতি, যাঁহার এই ঐশ্বর্য্য পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে, ইনি সংব্যোমাত্মক দিব্যপুরে আত্মরূপে অধিষ্ঠিত ইত্যাদি ব্রহ্মই এই সমস্ত বিশ্ব, এই ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ ইত্যন্ত। এই বিষয়ে সংশয় এই—সংব্যোম-শব্দবাচ্য 'ব্রহ্মপুর' বলিতে কি তাঁহার মহিমাই হইবে? যেহেতু সামর্থ্য-ঐশ্বর্য্য এই পর্য্যায়ভুক্ত মহিমন্-শব্দ, অথবা ব্রহ্মপুর-শব্দে বিচিত্র প্রাসাদ (রাজ অট্টালিকা), গোপুর (পুরদ্বার) প্রাকার (প্রাচীর) প্রভৃতি স্বরূপ-বিশিষ্ট পুরবিশেষ? তোমরা কি বুঝিয়াছ? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—ইহা একটি রূপক, অর্থাৎ পুরের মত ব্রহ্মপুর তাঁহার মহিমা। হে ভগবন্! সেই পরমাত্মা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা আছে—'স্বে মহিম্নি'

নিজ মহিমার উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই শ্রুতি হইতে বুঝা যাইতেছে—নিজ মহিমাই তাঁহার আধার। সুতরাং মহিমাকেই পুররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি বল, পূর্ব্ব শ্রুতিতে 'সংব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ' বলা আছে, তাহাতে কোন অসঙ্গতি নাই, সংব্যোম-শব্দ দ্বারা সেই মহিমাই সংজ্ঞিত। কারণ মহিমা-শব্দের অর্থ আনন্ত্য, যিনি বিভু, তাঁহার আধার সম্ভব হইতে পারে না, এ-কথা 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্থৌল্যাদিগুণশূন্যং সার্ব্বজ্ঞ্যানন্দাদিগুণকং বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহরূপং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তং প্রাক্। অস্তু তদ্‌গুণকং তদুপাসনং গোকুলাদিধামবিশিষ্টত্বগুণকন্তু মাস্তু। সর্ব্বভূতনিবাসস্য বিভোস্তদসম্ভবাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। অথেত্যাদি স্ফুটার্থম্। তত্রেতি। সংব্যোমশব্দাভি-হিতং পরমব্যোমশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ। সামর্থ্যেতি। মহিমা সামর্থ্যমৈশ্বর্য্যং বলমিতি পর্য্যায়শব্দা ভবন্তীত্যর্থঃ। তন্মহিম্নৈবেতি। মহিম্নঃ পুরত্বাসম্ভবাৎ তত্ত্বেন বর্ণিতং রূপকমাত্রং যথা ব্রহ্মণঃ পক্ষিভাবেন রূপকং দর্শ্যত ইত্যর্থঃ। নমু মহিম্নি সংব্যোমশব্দস্য কথং প্রবৃত্তি স্তত্রাহানন্ত্যাদি। আনন্ত্যং তত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যর্থঃ। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে—স্থৌল্যাদিধর্ম্মশূন্য, সর্ব্বজ্ঞতা, আনন্দাদি গুণময় বিজ্ঞানানন্দ বিগ্রহাত্মক ব্রহ্ম উপাস্য। ইহাতে আপত্তি এই—আচ্ছা, সেইরূপ গুণ ধরিয়া তাঁহার উপাসনা হউক, কিন্তু গোকুলাদিধাম-নিবাসিত্বরূপ ধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উপাসনা না হউক, কারণ যিনি সর্ব্ববস্তুর আধার বিভু, তাঁহার গোকুল-নিবাসিত্ব অসম্ভব। এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি-অনুসারে বলিতেছেন—অথ স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্বমিত্যাদি। ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। তত্র সংশয়ঃ ইতি—সংব্যোমশব্দাভিহিতমিতি অর্থাৎ—পরমব্যোম-শব্দের বাচ্য। 'সামর্থ্যৈশ্বর্য্যেত্যাদি'—মহিমা, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য, বল—এগুলি একপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। 'তন্মহিম্নৈব তৎ ইতি'—যদিও মহিমা আর পুর এক হইতে পারে না, তথাপি মহিমাকে যে পুর বলা হইয়াছে, উহা রূপক-মাত্র, যেমন ব্রহ্মকে পক্ষিরূপে রূপক দেখান হয়। যদি বল, সংব্যোম-

শব্দের মহিমার্থে শক্তি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—মহিমা অনন্ত বলিয়া আনন্ত্যই তাহার শক্যার্থ। এইরূপ মতের উত্তরে বলিতেছেন—

অন্তরত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ—স্বাত্মনঃ—স্বভক্তের, অন্তরা—সংব্যোমাত্মক পুরমধ্যে, ভূতগ্রামবৎ—ব্রহ্মাত্মক হইলেও পৃথিব্যাদি নির্ম্মিত বস্তুসমূহের মত সমস্ত পদার্থ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্তরা সংব্যোমপুরমধ্যে স্বাত্মনো ভূতগ্রামবদ্বিভাতি। স্বাত্মনঃ স্বীয়ত্বেন বৃতস্য ভক্তস্যেত্যর্থঃ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদিনির্ম্মিতবৎ স্ফুরতীত্যর্থঃ। বৎ-শব্দেন ভূতগ্রামত্বং তস্য নিরস্তম্। কিন্তু স্বাত্মকত্বমুক্তম্। "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ। ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণাধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতম্। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" ইতি। যথা বিজ্ঞানানন্দে পরমাত্মনি পাণিপাদনখরকুন্তলাদিময়ং বৈচিত্র্যং তদ্ভক্তস্য স্ফুরতি তথা তদাত্মভূতে তল্লোকেঽপি ভূ-তোয়াদিরূপং তদিত্যর্থঃ। একমপি বিচিত্রং চন্দ্রকাদিবদ্বিভাতীতি ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অন্তরা—মধ্যে—সংব্যোমাখ্যপুরমধ্যে, স্বাত্মনঃ—ভক্তের দৃষ্টিতে ভৌতিকপদার্থের মত প্রকাশ পায়। স্বাত্মনঃ—অর্থাৎ স্বীয়রূপে বৃত ভক্তের। ভক্ত যে তাঁহা কর্ত্তৃক বৃত, এ-বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" যাহাকে তিনি আপনার বলিয়া বরণ করেন সে-ই তাঁহাকে পাইতে পারে। ইত্যাদি আরও শ্রুতি আছে। সেই সংব্যোমপুরমধ্যগত প্রাকারপ্রাসাদাদি সমস্ত ব্রহ্মাত্মক হইলেও উহারা ভৌতিকের মত অর্থাৎ পৃথিব্যাদি নির্ম্মিত দ্রব্যের মত প্রকাশ পাইয়া থাকে।

'ভূতগ্রামবৎ' এই উপমানার্থক 'বৎ' প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত প্রাকারাদির ভূতত্ব খণ্ডিত হইল। কিন্তু উহারা স্বাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া কথিত। যথা শ্রুতিঃ—'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং…বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্'। এই অবিনশ্বর ব্রহ্মই পূর্ব্বে, পশ্চিমে, প্রসৃত—ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ব্রহ্মই দক্ষিণে, উত্তরে, অধোভাগে ও উর্দ্ধদেশে বিস্তৃত আছেন, এই অতিবিশাল বিশ্বও এই ব্রহ্ম। যেমন ভক্তের নিকটে বিজ্ঞানানন্দ পরমাত্মার হস্ত, পদ, নখর, কেশাদিরূপ বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মাত্মক পরমব্যোম মধ্যেও পৃথিবী, জলাদিময় বিচিত্রতা পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। বিচিত্র ব্রহ্ম এক হইয়াও এক ময়ূর পুচ্ছের মধ্যে নানাবর্ণের মেচকের মত প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তরেতি। তত্রত্যমিতি। সংব্যোমপুরগতং বস্তুজাতং প্রাকারপ্রাসাদসরিত্তড়াগাদি ব্রহ্মাত্মকং ব্রহ্মস্বরূপং শক্তিবিলাসরূপমপীত্যর্থঃ। নহু ভৌতিকমেব তৎ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ বৎ-শব্দেনেতি। কিন্তু স্বাত্ম-কত্বমেবোক্তমিতি অতর্ক্যেঽর্থে শ্রুতিরেব শরণমিতি ভাবঃ। তর্কস্তুচিন্ত্যত্বাদেব পরাহতঃ। তদিতি বৈচিত্র্যম্। একমপীতি। চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম তদ-ধিষ্ঠানং সংব্যোমপুরঞ্চ বিবিধবৈলক্ষণ্যোপেতং স্ফুরতি চন্দ্রকাদিবৎ। চন্দ্রকো বর্হিপুচ্ছম্। আদিনা বহুবর্ণৈকপুষ্পাদিকং গ্রাহ্যমিতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকানুবাদ—অন্তরেত্যাদি সূত্রে—'তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্ব্বম্' ইতি তত্রত্যং —সংব্যোমপুরে প্রকাশিত পুর, প্রাকার, নদী তড়াগাদি সমস্ত বস্তু ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—ব্রহ্মের শক্তির বিলাসস্বরূপ হইলেও। যদি বল, উহাও ভৌতিক বস্তু হইতে পারে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, উহা 'বৎ'-শব্দের দ্বারা খণ্ডিত অর্থাৎ ভৌতিকের মত প্রতীয়মান, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ এই জন্য স্বাত্মকত্ব বলা হইয়াছে। এই তর্কের অগোচর-বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র আশ্রয়,—ইহাই তাৎপর্য্য। অচিন্তনীয় বলিয়াই তর্কও তথায় পরাহত। 'ভূ-তোয়াদিরূপং তৎ'—ইতি—তৎ—বৈচিত্র্য। 'একমপি বিচিত্র-মিত্যাদি'—একই চিদানন্দময় ব্রহ্ম এবং তাহার অধিষ্ঠান পরম-ব্যোম নানাপ্রকার বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়া ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি চিহ্নের মত প্রকাশ পায়। চন্দ্রক-শব্দের অর্থ—ময়ূরপুচ্ছ। 'চন্দ্রকাদিবৎ' এই আদি পদের

যায়। বহুবর্ণসমন্বিত একটি পুষ্পাদি জানিবে। ব্যাখ্যাকারীরা এইরূপ বলেন। ৩৬।

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পরব্রহ্মের স্ব-স্বরূপাধিষ্ঠানত্ব-ধর্ম্মের উপসংহারের নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥" (মুঃ ২।২।৭)

এ-স্থলে সংশয় এই যে, সংব্যোমাত্মক অর্থাৎ পরব্যোম নামক দিব্য ব্রহ্মপুর কি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাত্মক মহিমা? অথবা বিচিত্র প্রাসাদাদিবিশিষ্ট কোন পুরীবিশেষ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, উহাকে শ্রীভগবানের মহিমাই বলিব; কারণ বিভু ভগবানের অধিষ্ঠান সম্ভব হয় না, তাঁহার নিজ মহিমাই তাঁহার আধার, সেই মহিমাকেই এখানে পুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ভক্তগণের নিকট শ্রীভগবানের সেই অধিষ্ঠানভূত পর-ব্যোমাত্মক দিব্যপুরে যাবতীয় বস্তু প্রাকৃত ভূতবৎ প্রতীত হয়, কিন্তু তত্রত্য সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিবিলাসরূপ।

ঐ পরব্যোমস্থিত বস্তুসমূহ ভৌতিকের ন্যায় প্রতীত হইলেও উহা ভৌতিক নহে, কারণ 'ভূতগ্রামবৎ' এই 'বৎ'-শব্দে তাহা নিরস্ত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে পাই,—

"জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"কচিদজয়া কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি-সময়ে মায়য়া বহিরঙ্গশক্ত্যা সহ আত্মনা চ সর্ব্বকালমেব স্বরূপশক্ত্যা চ সহ চরত ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যার্থী। চরন্তং ক্রীড়ন্তং ত্বাং নিগমোঽস্মল্লক্ষণঃ শ্রুতিকদম্বঃ অনুচরেৎ পরিচরেৎ।"

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" (ভাঃ ১।১।১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—

"স্বেন ধাম্না শ্রীমথুরাখ্যেন সর্ব্বত্র তদানীং কৃপয়া দর্শিতেন শ্রীবিগ্রহেণ চ সদা নিরস্তং কুহকং জীবানামবিদ্যা যেন তম্।"

"অনিন্দ্রিয়া অনাহারা অনিষ্পন্নাঃ সুগন্ধিনঃ।
একান্তিনস্তে পুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ॥"

(ইতি নারায়ণীয়াৎ)

"দেহেন্দ্রিয়াসু-হীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্॥"

(ভাঃ ৭।১।৩৫) ॥ ৩৬ ॥

সূত্রম্—অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥৩৭॥

সূত্রার্থ—যদি বল 'অন্যথা'—ব্রহ্ম ও তদীয় লোক—এই লোকলোকীর ভেদ না মানিলে 'ভেদানুপপত্তিঃ' একটি অধিষ্ঠান অপরটি অধিষ্ঠাতৃ এই ভেদের অসঙ্গতি হয়, 'ন'—তাহা হয় না। হেতু? 'উপদেশান্তরবৎ' অন্য শ্রুতিবাক্যে 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' ইত্যাদিতে আনন্দ হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের আনন্দোক্তিরূপ ভেদ যেমন যুক্তিযুক্ত হইতেছে, সেইরূপ ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অন্যথা ভেদাভাবে সত্যধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নৈষ দোষঃ। কুতঃ? উপদেশান্তরবদুপপত্তেঃ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যাদ্যুপদেশান্তরে যথা সত্যপ্যভেদে বিশেষবলাদ্ভেদকার্য্যমুপপদ্যতে তদ্বদিহাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—অন্যথা অর্থাৎ ভেদাভাব বলিলে, অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতৃভেদোক্তির অসঙ্গতি হয়, এই যদি বল, তবে ইহা দোষাবহ নহে। কারণ—অন্য উপদেশের মত ইহারও সঙ্গতি আছে। তাহা কি? 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যেমন আনন্দ ও ব্রহ্মের অভেদসত্ত্বেও বিশেষ ধর্ম্মহিসাবে ভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও জানিবে ॥ ৩৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্যথেতি। "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যা লোকলোকিভেদপ্রতিষেধে সতীত্যর্থঃ। আনন্দমিত্যাদি শ্রুতৌ যথা গুণ-গুণিভেদাভাবেঽপি বিশেষাৎ তদ্ভাবভানং তথা ব্রহ্মৈবেদমিত্যাদি শ্রুতৌ লোকলোকিভেদাভাবেঽপি তস্মাদেব তদ্ভাবভানং সত্তা সতীত্যাদৌ সত্তা-দীনাং সত্তাবত্ত্বাদীতি ভানবদিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকানুবাদ—অন্যথেতি সূত্রে—অন্যথা অর্থাৎ 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবশে লোক ও লোকীর ভেদ (অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার প্রভেদ) নিষিদ্ধ হইলেও। ভাবার্থ এই—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন গুণ ও গুণবিশিষ্টের ভেদ না থাকিলেও বিশেষ ধরিয়া ভেদ-প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ 'ব্রহ্মৈবেদম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে লোক-লোকীর ভেদাভাব প্রতিপাদিত হইলেও বিশেষ ধরিয়াই ভেদভাব প্রতীতি হইবে, যেমন সত্তা জাতি, সত্তাবিশিষ্ট ইত্যাদি প্রয়োগে সত্তাদির সত্তা স্বীকার করা হয়, সেই প্রকার ॥ ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার স্বয়ং আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সূত্রে তাহার পরিহার করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, যদি কেহ বলেন যে, ব্রহ্ম ও তাঁহার অধিষ্ঠানের ভেদ অস্বীকার করিলে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের ভেদোক্তির উপপত্তি হয় না, তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ইহাতে কোন দোষ নাই কারণ অন্য উপদেশের ন্যায় ইহারও সঙ্গতি আছে। এ-বিষয়ে ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।

তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।১৮) ॥ ৩৭ ॥

গোকুল-বৈকুণ্ঠাদিধাম ও ধামেশ্বর শ্রীহরির সম-উপাস্যতার বিষয় বর্ণন

অবতরণিকাভাষ্যম্—লোকলোকিনোরুপাস্যভাবং সমমিতি ব্যঞ্জয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—লোক ও লোকী উভয়েরই সমান উপাস্যতা, ইহা জানাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—লোকেতি। লোকো গোকুলবৈকুণ্ঠাদির্মহিম-সংব্যোমশব্দোক্তঃ লোকী হরির্ভগবৎপরমাত্মসর্ব্বেশ্বরাদিশব্দোক্তঃ। তাবুভৌ তৌল্যেনোপাস্যাবিতি সূচয়তীত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—লোক অর্থাৎ—গোকুল, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যাহা সংব্যোম বা মহিমন্-শব্দের বাচ্য, আর লোকী—শ্রীহরি, যিনি ভগবৎ-শব্দ, পরমাত্মন্-শব্দ ও সর্ব্বেশ্বর-শব্দের বাচ্য, তাঁহারা উভয়েই (লোক-লোকী) তুল্যভাবে উপাসনীয় ; ইহা সূচনা করিতেছেন।

সূত্রম্—ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু কোন শ্রুতি লোকরূপে পরমাত্মাকে বিশেষিত করিতেছেন, আবার অন্য শ্রুতি লোককে পরমাত্মরূপে বিশেষিত করিতেছেন, এই ক্রিয়া বিনিময় দ্বারা বুঝাইতেছে যে, লোকই পরমাত্মা, আবার পরমাত্মাই লোক। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'ইতরবৎ' যেমন সৎপুণ্ডরীকম্ ইত্যাদি শ্রুতি বিগ্রহকে পরমাত্ম-রূপে বিশেষিত করিতেছেন, আবার 'সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পরোঽয়মাত্মা গোপালঃ' ইত্যাদি শ্রুতি পরমাত্মাকে বিগ্রহরূপে বিশেষিত করিতেছেন, সেই প্রকার ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো হি যস্মাল্লোকত্বেন পরমাত্মানং বিশিংষন্তি পরমাত্মত্বেন লোকঞ্চ অতো ব্যতিহারঃ সিদ্ধঃ। পরমাত্মৈব লোকো লোকঃ পরমাত্মেতি। ইতরবৎ যথেতরাঃ সৎপুণ্ডরীকনয়নমিত্যাদ্যাঃ "সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ো বিগ্রহং পরমাত্মত্বেন বিশিংষন্তি পরমাত্মানঞ্চ বিগ্রহত্বেনেতি তদ্বৎ। তথা চানন্দচিদ্বিগ্রহো হরিরচিন্ত্যশক্ত্যা স্বয়ং বিচিত্রস্তাদৃশলোকরূপশ্চ স্বভক্তস্য স্ফুরতি নান্যস্যেতি। তদ্বৎ সোঽপি ধ্যেয় ইতি সিদ্ধম্ ॥৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ—'আত্মাকে লোকরূপে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি যেহেতু লোকরূপে পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, আবার লোককে পরমাত্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন, অতএব পরস্পর অভেদ সিদ্ধ। পরমাত্মাই লোক, লোক পরমাত্মা। দৃষ্টান্ত—ইতরবৎ—অর্থাৎ যেমন অন্যান্য শ্রুতিগুলি—যেমন "সৎপুণ্ডরীকনয়নম্" তিনি বিকসিত পদ্মপলাশলোচন, নবনীরদশ্যাম ইত্যাদি—এই পরমাত্মাকে মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিতেছেন। আবার 'অয়মাত্মা গোপালঃ' এই গোপালই পরমাত্মা, ইত্যাদি শ্রুতির মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রুতি বিগ্রহকে পরমাত্মরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রুতি পরমাত্মাকে বিগ্রহরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেইপ্রকার ব্যতিহার। অতএব সিদ্ধান্ত এই—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীহরি নিজ অচিন্তনীয় শক্তিবলে নিজেই বিচিত্র তাদৃশ লোকরূপে নিজ ভক্তের নিকট প্রকাশ পান, অপরের কাছে নহে। অতএব সেইভাবে তাঁহার ধামও ধ্যেয় ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্যতিহার ইতি। ব্যতিহারঃ পরস্পরাভেদঃ। তাদৃশেতি বিচিত্রলোকরূপ ইত্যর্থঃ। সোঽপীতি। হরিরিব তল্লোকোঽপি চিন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকানুবাদ—'ব্যতিহারঃ' ইত্যাদি সূত্রে। ব্যতিহারঃ অর্থাৎ লোক-লোকীর পরস্পর অভেদ। 'স্বয়ং বিচিত্রস্তাদৃশলোকরূপশ্চেতি' তাদৃশ লোক রূপঃ—বিচিত্রলোকরূপী—এই অর্থ। 'সোঽপি ধ্যেয়ঃ' ইতি—সোঽপি শ্রীহরির মত তাঁহার ধামও ধ্যেয় ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে লোক অর্থাৎ গোকুলবৈকুণ্ঠাদি ধাম এবং লোকী অর্থাৎ ধামেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি যে সমভাবে উপাস্য, তাহাই বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন। শ্রুতিতে যে আত্মরূপ লোকের উপাসনার কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে লোকই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই লোক, এইরূপ পরস্পর অভেদ প্রতীত হইতেছে। অন্য শ্রুতিতে যেরূপ দেখা যায়, বিগ্রহকেই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাকেই বিগ্রহ বলা হইয়াছে। আনন্দময় চিদ্‌বিগ্রহ শ্রীহরি স্বয়ং স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারাই তাদৃশ লোক ব্যক্ত করিয়াছেন, একমাত্র তদীয় ভক্তের নিকটই তাহা ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় ধামসমূহও যে ধ্যেয়, তাহাই এ-স্থলে সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥"
(ভাঃ ১০।২৫।১৮)

"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥"
(ভাঃ ১০।৩৫।৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

" 'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব—চিদানন্দ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৫)
" 'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১)

"কৃষ্ণের মহিমা বহু, কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন-স্থানের আশ্চর্য্য বিভুতা॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন, শাস্ত্রের প্রকাশে।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে॥

অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।২৮-৩০) ॥ ৩৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথোক্তার্থ স্থৈর্য্যায় ইদমারভ্যতে। বিশেষবোধকানি বচাংসি বিষয়ঃ। বিশেষা মায়িকাঃ স্বাভাবিকা বেতি সংশয়ঃ। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রবণান্মায়িকাস্ত ইতি প্রাপ্তে পঠ্যতে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর উক্ত বিষয়ের দৃঢ়তা সাধনের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে। ইহাতে বিষয় হইতেছে—গুণাদি-নিরূপক বিশেষবোধক নানাবাক্য। সংশয়—ঐ বিশেষ ধর্ম্মগুলি কি মায়িক? অথবা স্বাভাবিক? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীর মত 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই জগতে নানাবস্তু কিছু নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। 'অথাত-আদেশো নেতি নেতি' অতঃপর এই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপদেশ—ইহা নহে, ইহা নহে, ইত্যাদিরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ দ্বারা যিনি অবশিষ্যমাণ, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুত থাকায় সেই গুণগুলি সমস্তই মায়িক। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণসংব্যোমধামবিশিষ্টত্বং হরৌ বিচিন্ত্যমিত্যুক্তম্। তথাত্বং হরেরস্তু সার্ব্বজ্ঞ্যাদেরমায়িকত্বং মাস্তু নির্গুণবাক্যবলেন তস্য মায়িকত্বপ্রত্যয়াদিতি প্রত্যুদাহরণমত্র সঙ্গতিঃ। অথোক্তার্থেত্যাদি। বিশেষবোধকানি গুণাদিনিরূপকাণি। এবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট এবং সংব্যোমাদি ধামবিশিষ্টরূপে ধ্যান করিবে। বেশ, তাহাই হউক। কিন্তু সেই সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণগুলি অমায়িক না হউক, যেহেতু নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিবাক্যবলে সার্ব্বজ্ঞ্যাদির মায়িকত্বই প্রতীত হইতেছে—এই প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি এখানে জ্ঞাতব্য। 'অথোক্তার্থ স্থৈর্য্যায়েতি বিশেষবোধকানি বচাংসি ইতি'—গুণাদির নিরূপক বাক্যগুলি। এবং প্রাপ্তে—পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে—

সৈব হি সত্যাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—পরা নাম্নী যে স্বরূপ শক্তি, তাহাই সত্যাদি বিশেষ ধর্ম্ম ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"পরাঽস্য শক্তিঃ" ইত্যাদৌ "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা" ইত্যাদৌ চ মায়েতরা বহ্ন্যৌষ্ণ্যবদেব স্বাভাবিকী যা পরাখ্যা স্বরূপ-শক্তিরুক্তা সৈব হি যস্মাৎ সত্যাদয়ো বিশেষা ভবন্ত্যতস্তে ন মায়িকা অপি ত্বাত্মানুবন্ধিনঃ স্যুরিত্যর্থঃ। সত্যাদীনাং গুণানাং পরাত্বে বক্ষ্যমাণাবায়তনৌ হেতূ দ্রষ্টব্যৌ। অতএব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যুক্তম্। অথাত ইত্যাদ্যর্থস্তু প্রাগ্বিবৃতঃ। আদিশব্দাৎ শৌচদয়া-ক্ষান্ত্যাদয়ঃ সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যানন্দসৌন্দর্য্যাদয়শ্চ বোধ্যাঃ। অতএব শ্রীমান্ পরাশরো ভগবচ্ছব্দস্য শুদ্ধো মহাবিভূতিধর্ম্মা পরমাত্মা বাচ্য ইত্যুক্ত্বা সংভর্ত্তৃত্বাদীন্ পূর্ণৈশ্বর্য্যাদীংশ্চ ধর্ম্মান্ ব্যস্তসমস্তভূতস্য তস্য বাচ্যানবোচৎ। সমস্তস্য তস্য পুনরশেষজ্ঞানাদীন্ ধর্ম্মান্ বাচ্যানভ্যধাৎ। "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে" ইত্যাদিনা। "সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থ-দ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষ্ব-শেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য" ইত্যাদিনা চ। তথা চ তৎস্বরূপাভিন্না পরৈব তত্র সত্যাদয়ো বিশেষা ভবন্তীতি ধ্যেয়ং ধর্ম্মিনির্ভেদমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'পরাঽস্য শক্তিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা' ইত্যাদি শ্রুতিতে মায়া হইতে ভিন্ন অগ্নির দাহিকা শক্তির মত স্বাভাবিক শক্তি যাহা পরা-নাম্নী স্বরূপশক্তি কথিত হইয়াছে, তাহাই যেহেতু

সত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মস্বরূপ; অতএব সেগুলি মায়িক হইতে পারে না কিন্তু উহারা আত্মার (ব্রহ্মের) স্বরূপানুবন্ধীই হওয়া উচিত, ইহাই তাহার অর্থ। সত্যজ্ঞানাদি গুণের পরা শক্তিরূপতা-বিষয়ে পরে বক্তব্য—'কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ' এই সূত্রে 'আয়' ও 'তন' এই দুইটি হেতু দ্রষ্টব্য। ইহার তাৎপর্য্য—আয় অর্থাৎ ব্যাপ্তি, তন অর্থাৎ ভক্তের মোক্ষানন্দ বিস্তার, এই দুইটি কারণবশতঃ সত্যাদিকে পরা শক্তি বলা হইয়াছে। এই কারণে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদরাহিত্য বলা হইয়াছে কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী সজাতীয় ভেদাভাব বলা হয় নাই। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বে 'প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্' এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। 'সত্যাদয়ঃ' এই সূত্রে আদিপদ গ্রাহ্য—শৌচ, দয়া, ক্ষমা এবং সার্ব্বজ্ঞ্য, সার্ব্বৈশ্বর্য্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যাদি ধর্ম্ম জানিবে। এই কারণে ভগবান্ মহর্ষি পরাশর বিষ্ণু-পুরাণে ভগবৎ-শব্দের বাচ্যার্থ কথন-প্রসঙ্গে—যিনি শুদ্ধস্বভাব, মহাবিভূতি-সম্পন্ন, পরমাত্মা, তিনিই—এই বলিয়া সংভর্ত্তৃত্ব ও পূর্ণৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্মগুলিকেও ব্যষ্টিসমষ্টি-স্বরূপ ভগবৎ-শব্দের অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক বর্ণের এবং বর্ণ সমুদায়ের বাচ্য অর্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আবার সমস্ত ভগবৎ-শব্দের অশেষ জ্ঞানাদিধর্ম্মকে বাচ্য অর্থ বলিয়াছেন। যথা 'শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে…সর্ব্ব কারণকারণে' ইত্যাদি। হে মৈত্রেয়! ভগবৎ-শব্দটি—সকল কারণের কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতি-সংজ্ঞক পরব্রহ্মের বাচক হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য বাক্য দ্বারা। আবার সংভর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মও ভগবচ্ছব্দান্তর্গত প্রত্যেক বর্ণের বাচ্য বলিয়াছেন। যথা—সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা…ততোঽব্যয়ঃ' ভ-শব্দের অর্থ—সর্ব্বধারণ ও সর্ব্বপালন,—এই দুইটি। গ-বর্ণের অর্থ—নেতা—অর্থাৎ তিনি নিজ উপাসকদিগের স্বরূপশুদ্ধি পাওয়ান, গময়িতা—স্বরূপশুদ্ধির পর তাহাদিগকে স্বপদ পাওয়াইয়া থাকেন এবং স্রষ্টা—স্বপদ পাওয়াইয়া তাহাদিগের বিচিত্র আনন্দদাতা, এই তিনটি। অতঃপর 'ভগ' এই সমষ্টির অর্থ বলিতেছেন—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টির সংজ্ঞা ভগ-শব্দ। এইবার 'বৎ' এই মতুপ্ প্রত্যয়ান্তর্গত 'ব'কারের অর্থাৎ বতের অর্থ বলিতেছেন—'বসন্তি যত্র…ততোঽব্যয়ঃ'। পূর্ব্ব সিদ্ধস্বরূপ ও অখিল শক্তিমান্ হিসাবে সমস্ত কার্য্যের উপাদানস্বরূপ

যে ব্রহ্মে সমস্ত বস্তু অবস্থিত এবং যিনি সেই সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে বাস করিতেছেন, সেই অব্যয় পরব্রহ্মই 'ব' বর্ণের অর্থ। অতঃপর সমষ্টীভূত বর্ণত্রয়ের 'ভ-গ-ব' এই শব্দের অর্থ বলিয়াছেন যথা 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য' ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই নিখিল কর্ত্তৃত্ব, বল অর্থাৎ নিখিল জগৎ-ধারণ-সামর্থ্য, বীর্য্য—সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তিনিই ভগবান্। অতএব সিদ্ধান্ত এই—পরা শক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, সত্যাদি-ধর্ম্ম তাঁহারই বিশেষ গুণ। এইভাবে ধর্ম্মীর সহিত (শ্রীহরির সহিত) ধর্ম্মের (সত্যাদির) ভেদজ্ঞান না করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ৩৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সৈব হীতি। পরাস্যেতি। মায়েতরা ত্রৈগুণ্যভিন্না। বক্ষ্যমাণাবিতি কামাদীতি সূত্রে ইতি বোধ্যম্। অতএব নেহ নানেতি। ইহ ব্রহ্মণি যদস্তি তন্নানা বিজাতীয়ং ভিন্নং নাস্তি কিন্তু সজাতীয়ং স্বরূপা-নুবন্ধ্যস্তীত্যুক্তম্। অন্যথেহ কিঞ্চিদপি নাস্তীত্যেবং বদেদিতি ভাবঃ। অথেতি। প্রাক্ প্রকৃতৈতাবত্ত্বমিতি সূত্রব্যাখ্যানে। আদিশব্দাদিতি। যদুক্তং প্রথমে ধর্ম্মং প্রতি ভূদেব্যা। "সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্। শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্। জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ। স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ। প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ। গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ। ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ" ইতি। এষু সত্যং যথার্থভাষিত্বম্। শৌচং পাবনত্বং শুদ্ধত্বং বা ভাবশুদ্ধির্বা। স্বাশ্রিতেষু প্রত্যুপকারনৈরপেক্ষ্যরূপা চ তারতম্যানাদরেণ ভক্তিমাত্রপ্রসাদ্যত্বরূপা বা। দয়া নির্হেতুকপরদুঃখনিরাচিকীর্ষা। ক্ষান্তিঃ ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্তসংযমঃ। ত্যাগো যাচকেষু মুক্তহস্ততা। সন্তোষঃ স্বানন্দ-পূর্ণতা। আর্জ্জবং মনোবাক্‌কায়ৈকরূপ্যম্। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্। সাম্যং জাতিগুণাদিবৈষম্যভাজাং শরণ্যতায়াম্ অবৈশিষ্ট্যং শত্রুমিত্রাদ্যভাবো বা। তিতিক্ষা পরাপরাধসহনম্। উপরতির্লভ্যপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যম্। শ্রুতং শাস্ত্র-বিচারঃ। জ্ঞানং সর্ব্বসাক্ষাৎকাররূপং সার্ব্বজ্ঞ্যম্। বিরক্তির্বৈতৃষ্ণ্যম্। ঐশ্বর্য্যং নিয়মনসামর্থ্যম্। শৌর্য্যং যুদ্ধোৎসাহঃ। তেজঃ পরাভিভবসামর্থ্যম্। বলং

সাধারণসামর্থ্যম্। স্মৃতিঃ কর্ত্তব্যানুসন্ধিঃ। স্বাতন্ত্র্যমপরাধীনত্বম্। কৌশলং ক্রিয়ানৈপুণ্যম্। কান্তিঃ সৌন্দর্য্যং যথোচিতাঙ্গসন্নিবেশলক্ষণম্। ধৈর্য্যমভগ্নপ্রতিজ্ঞত্বম্। মার্দ্দিবং স্বভক্তবিরহাসহত্বম্। প্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ। প্রশ্রয়ো বিনয়িত্বম্। শীলং সুস্বভাবঃ মহতো মন্দতরৈরপ্যভিমুখৈঃ সহ নীরন্ধ্রপ্রণয়ঃ। সহ-ওজো-বলানি মনোজ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়পাটবানি ক্রমাৎ। ভগো ভোগাস্পদতা। গাম্ভীর্য্যং ভক্তানামপরাধৈস্তৎপ্রদর্শকৈশ্চাক্ষোভ্যত্বম্। স্থৈর্য্যং সদৈকরস্থম্। আস্তিক্যং শাস্ত্রতদর্থানুষ্ঠানশ্রদ্ধা। মানঃ সর্ব্বপূজ্যতা। অন্যে স্ফুটার্থাঃ। অতএবেতি। যস্মাদ্গুণাঃ স্বাভাবিকাস্তত ইত্যর্থঃ। শুদ্ধ ইতি। বিভূত্যা গুণৈশ্চ বিশিষ্টোঽপি কেবল ইতি তেষাং ধ্যেয়ত্বমুক্তম্। ব্যস্তসমস্তভূতস্যেতি। একৈকবর্ণস্য বর্ণত্রয়স্য চেত্যর্থঃ। ব্যঞ্জনস্য তদাশ্রিতত্বাৎ নার্থঃ পৃথক্। সংভর্ত্তেতি সর্ব্বধারণং সর্ব্বপালনঞ্চ ভকারস্যার্থঃ। নেতা স্বোপাসকানাং স্বরূপশুদ্ধিপ্রাপকঃ। গময়িতা শুদ্ধানাং তেষাং স্বপদপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বপদে তেষাং বিচিত্রানন্দপ্রকাশক ইতি গকারস্যার্থঃ। অথ সমস্তয়োরর্থমাহৈশ্বর্য্যস্যেতি। সমগ্রস্যেতি ষণ্নাং বিশেষণম্। ইঙ্গনা সংজ্ঞা। (ইজ্য ইগির্ণিজন্তঃ ততঃ করণেষু চ নিবৃত্তিঃ প্রেষণাৎ ধাতোঃ প্রকৃতেঽর্থে ণিজিষ্যতে ইত্যুক্তে জ্ঞাপকায়ত ইত্যুক্তম্। লুতন্তো বাস্ত ডিম্বভাবস্যার্থঃ) ইঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনয়েতি ব্যুৎপত্তিঃ। অথ বকারস্যার্থমাহ—বসন্তীতি। ভূতাত্মনি পূর্ব্বসিদ্ধস্বরূপে। অখিলাত্মনি শক্তিমদ্রূপেণ সর্ব্বোপাদানে। তথাচ সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী হরিরিতি বকারস্যার্থঃ। অথ বর্ণত্রয়স্য সমস্তস্যার্থমাহ জ্ঞানেতি। জ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যম্। শক্তিরঘটিতঘটনসামর্থ্যং সঙ্কল্পমাত্রেণৈব নিখিলজগৎকর্ত্তৃতা। বলং নিখিলজগদ্বিধারণসামর্থ্যম্। ঐশ্বর্য্যং নিখিলনিয়ামকত্বম্। বীর্য্যমবিকারিত্বং স্বজনোদ্ধরণসামর্থ্যং বা। তেজো মায়াতিরস্কারী প্রভাবঃ। অশেষতোঽশেষাণি পরিপূর্ণানীত্যর্থঃ। এতানি ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি তৎস্বরূপাভিন্নধর্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ। নমু গুণানাং স্বরূপানতিরেকস্বীকারে নিরাকার্য্যনৈর্গুণ্যবাদাপত্তেঃ স্বরূপাদতিরিক্তাস্তে সন্তু, মৈবং স্বরূপস্য সবিশেষত্বস্বীকারাৎ। বিশেষবলেন সত্তা সতীত্যাদিবৎ তস্যৈব গুণগুণিভাবেন ভানাৎ। ভেদাভ্যুপগমে তৎপ্রতিষেধকবচাংসি ব্যাকুপ্যেয়ুরিত্যসকৃদবোচাম॥ ৩৯॥

টীকানুবাদ—'সৈব হি সত্যাদয়ঃ' এই সূত্রে। পরাস্য শক্তিরিত্যাদি ভাষ্যে —মায়েতরা—ত্রিগুণাত্মিকা ভিন্ন, 'বক্ষ্যমাণাবিতি' 'কামাদীতরত্র' ইত্যাদি

সূত্রে দ্রষ্টব্য। অতএব নেহ নানেতি শ্রুতিঃ—ইহ—এই ব্রহ্মে, যে কিছু ধর্ম্ম আছে, তাহা ব্রহ্ম-বিজাতীয় অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভিন্ন নহে, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী ব্রহ্ম-সজাতীয় ধর্ম্ম, এই কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ না করিলে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ' না বলিয়া 'কিঞ্চিদপি নাস্তি' এইরূপ বলিতেন—ইহাই অভিপ্রায়। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বে 'প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। সূত্রোক্ত 'সত্যাদয়ঃ' এই আদি-পদগ্রাহ্য ধর্ম্ম—যথা ধর্ম্মের প্রতি ভূদেবীর উক্তি 'সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিঃ …ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ' ইতি। হে ভগবন্ ধর্ম্ম! যাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যাঁহাতে এই সকল নিত্য মহা গুণ বিরাজমান অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধী হইয়া আছে, কখনও তাঁহা হইতে বিচ্যুত হন না। (তাঁহার কথা বলুন)। তন্মধ্যে সত্য—যথার্থ ভাষণ, শৌচ—পবিত্রতা-সম্পাদন অথবা স্বতঃশুদ্ধত্ব, কিংবা ভাবশুদ্ধি, যাহা নিজ আশ্রিত ব্যক্তিসমূহে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখা, তারতম্য না রাখিয়া কেবল ভক্তি দ্বারা প্রসাদনীয়ত্ব-রূপ-ভাবশুদ্ধি। দয়া শব্দের অর্থ—হেতু বিনা পরদুঃখ-দূরীকরণেচ্ছা। ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্রোধের উদ্রেকেও চিত্তসংযম, ত্যাগ—যাচকে প্রার্থিত বস্তুর অকাতরে দান। সন্তোষ—নিজ আনন্দে পূর্ণ থাকা। আর্জ্জব—মন, বাক্য ও কায়িক ব্যাপারের একরূপতা। তপঃ—স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ। সাম্য—জাতি, গুণ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের রক্ষাকার্য্যে বিশেষত্বের অভাব অথবা শত্রু-মিত্রাদির অভাব। তিতিক্ষা—অপরের অপরাধ সহ্য করা। উপরতি—লভ্য বস্তুর লাভ হইলেও তাহাতে ঔদাসীন্য—নিস্পৃহতা। শ্রুত—শাস্ত্রবিচার। জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। বিরক্তি—বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা। ঐশ্বর্য্য—নিয়মন-ক্ষমতা। শৌর্য্য—যুদ্ধে উৎসাহ। তেজঃ—পরকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা। বল—সাধারণ শক্তি ; স্মৃতি—কর্ত্তব্যানুসন্ধান। স্বাতন্ত্র্য—পরাধীনতার অভাব। কৌশল—ক্রিয়াসিদ্ধি বিষয়ে নিপুণতা। কান্তি—সৌন্দর্য্য—যথোচিত অঙ্গসন্নিবেশ। ধৈর্য্য—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। মার্দ্দব—নিজভক্তের বিচ্ছেদ সহনাভাব। প্রাগল্‌ভ্য—অসাধারণ প্রতিভা। প্রশ্রয়—বিনয়। শীল—সুস্বভাব যাহা মহৎ হইলেও তাঁহার তাঁহা হইতে নিকৃষ্ট আশ্রিত ব্যক্তিদের সহিত গাঢ়প্রণয়। সহঃ—মনোবল, ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা। ভগ—ভোগাশ্রয়ত্ব। গাম্ভীর্য্য

—ভক্তগণ অপরাধ করিলেও তাহাদের উপর অথবা ভক্তদের অপরাধ-প্রদর্শক ব্যক্তিদের উপর চিত্তবিকৃতির অভাব। স্থৈর্য্য—সর্ব্বদা একভাবে থাকা। আস্তিক্য—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা। মান—সর্ব্বপূজনীয়ত্ব। অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, উহাদের অর্থ সুস্পষ্ট। অতএব শ্রীমান্ পরাশর ইত্যাদি—অতএব—যেহেতু এই সকল গুণ শ্রীভগবানে স্বাভাবিক, সেইজন্য। শুদ্ধো মহাবিভূতিধর্ম্মী ইত্যাদি—তিনি শুদ্ধ মহাবিভূতি এবং গুণবিশিষ্ট হইলেও এক অখণ্ড—ইহার দ্বারা সেইসকল গুণের ধ্যেয়তা বলা হইল। ব্যস্তসমস্তভূতস্যেতি অর্থাৎ ভগবৎশব্দের অন্তর্গত এক একটি বর্ণের ও সমুদয় বর্ণের স্বরূপ ভগবানের। বর্ণ ই অর্থব্যঞ্জক হয়, সুতরাং ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্য অর্থ পৃথক্ নহে। সংভর্ত্তেত্যাদি—সর্ব্ব-ধারণ ও সর্ব্বপালন এই দুইটি ভ-কারের অর্থ। গ-কারের অর্থ তিনটি—নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা ; তন্মধ্যে নেতৃ-শব্দের অর্থ—যিনি নিজ উপাসকদিগের স্বরূপশুদ্ধি পাওয়াইয়া দেন। গময়িতৃ-শব্দের অর্থ—সেই শুদ্ধ উপাসকদিগকে যিনি স্বপদ পাওয়াইয়া দেন। স্রষ্টৃ-শব্দের অর্থ—যিনি উপাসকদিগকে স্বপদে লইয়া গিয়া তাহাদের বিচিত্রানন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর 'ভ' ও 'গ' এই মিলিত দুইটি অক্ষরের অর্থ বলিতেছেন—'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদি' 'সমগ্রস্য' এই বিশেষণ-পদটি ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টি পদের সহিত অন্বিত অর্থাৎ সমগ্রস্য ঐশ্বর্য্যস্য, সমগ্রস্য বীর্য্যস্যেত্যাদি। ইঙ্গনা অর্থাৎ সংজ্ঞা—(জ্ঞাপক), ইজ্য ইগি ইগ্‌ধাতুর উত্তর ণিচ্‌প্রত্যয়, পরে করণবাচ্যে যুচ্ প্রত্যয় প্রেরণার্থ ধাতুর উত্তর প্রকৃত-অর্থে ণিচ্ প্রত্যয় অভিপ্রেত। ইহা বলায়, ইহা জ্ঞাপকের মত। অথবা ইগি ধাতুর ল্যুট্‌প্রত্যয়, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ আর্ষ প্রত্যয় বলিয়া। ইঙ্গনা-শব্দের ব্যুৎপত্তি—যাহা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। অতঃপর 'বং' শব্দের ব-কারের অর্থ বলিতেছেন—'বসন্তি যত্র ভূতানী-ত্যাদি'। ভূতাত্মনি—অর্থাৎ পূর্ব্ব সিদ্ধস্বরূপ যে ভগবান্ তাহাতে। অখিলাত্মা অর্থাৎ শক্তিমান্‌রূপে সমস্ত বস্তুর উপাদানকারণ। ফলতঃ শ্রীহরি সর্ব্বাধার ও সর্ব্বান্তর্য্যামী—ইহাই বকারের অর্থ। অতঃপর মিলিত বর্ণত্রয়ের অর্থ বলিতেছেন—'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যাদি' শ্লোকের দ্বারা। তন্মধ্যে জ্ঞান-শব্দের অর্থ সর্ব্বজ্ঞতা। শক্তি—অঘটিত বস্তুর সৃষ্টি-সামর্থ্য, অর্থাৎ—সঙ্কল্পমাত্রেই নিখিল জগৎকর্তৃতা-স্বরূপ। বল—নিখিল জগদ্‌ধারণের সামর্থ্য। ঐশ্বর্য্য—সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব। বীর্য্য—

অবিকারিত্ব অথবা ভক্তের উদ্ধার-সামর্থ্য। তেজঃ—মায়ার প্রভাব-নিবারক শক্তি। অশেষতঃ—অশেষ—পরিপূর্ণ। এইগুলি ভগবৎ-শব্দের বাচ্য অর্থ; যেহেতু ঐগুলি ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। আপত্তি এই,—যদি গুণগুলিকে ভগবৎস্বরূপ বলা হয়, তবে তাহাদের নিরাকরণীয়ত্ব ও ভগবানের নির্গুণত্ব আসিয়া পড়ে অতএব ভগবদ্‌গুণগুলি ভগবৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ হউক। এরূপ বলিও না; কারণ স্বরূপকে বিশেষ-বিশিষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিশেষ-বলে সত্তা সতী ইত্যাদি প্রতীতির মত বিশেষ ও বিশিষ্টের গুণ-গুণিভাবে প্রতীতি হয়। স্বরূপ হইতে গুণের ভেদ স্বীকার করিলে ভেদনিষেধক বাক্যগুলির ব্যাঘাত হইবে, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের স্থিরীকরণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এ-স্থলে শ্রীভগবানের বিশেষবোধক বাক্য সমূহই বিচারের বিষয়; আর সংশয় এই যে,—ঐ বিশেষ সমূহ কি মায়িক? অথবা স্বরূপসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন কঠ শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম-ভিন্ন জগতে অন্য বস্তু কিছুই নাই, (কঃ ২।১।১১) এবং বৃহদারণ্যকেও আছে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) আরও শ্রুতি আছে যে, 'ইহা নহে, ইহা নহে', ইত্যাদিরূপ উপদেশ দ্বারা সমগ্র প্রপঞ্চ নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তখন বিশেষবোধক গুণনিরূপক বাক্যগুলিকে কল্পিতাভিপ্রায়ে মায়িকই বলিব। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের পরা-নাম্নী স্বরূপশক্তি হইতেই সত্যাদি বিশেষধর্ম্মসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাওয়া যায়, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (কঠ ৬।৮)। বিষ্ণুপুরাণেও আছে—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥" (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬০)। সুতরাং শ্রীভগবানের ঐসকল ধর্ম্ম অমায়িক ও স্বরূপানুবন্ধী। সত্যাদি গুণ-সমূহের পরাত্ব-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবান্ অনন্তকল্যাণ-গুণশালী, তাঁহাতে কোন হেয়

গুণের সম্পর্ক নাই বলিয়া তিনি গুণাতীত। সত্যাদি বিশেষ গুণসমূহ তাঁহার পরা শক্তিস্বরূপা এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। অতএব পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহ শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নরূপেই ধ্যেয়। শ্রীভগবানে ধর্ম্মী ও ধর্ম্মভাব অভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥"

(ভাঃ ১।১৬।২৭-৩০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫৮-১৫৯)

আরও পাই,—

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪।৬০)॥ ৩৯॥

শ্রীভগবানে শ্রীবিশিষ্টতারূপ গুণের উপসংহার

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ শ্রীবৈশিষ্ট্যং গুণমুপসংহর্ত্তুমারম্ভঃ। "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ" ইতি যজুষি শ্রূয়তে। ইহ শ্রীরমাদেবী। লক্ষ্মীর্ভাগবতী সম্পদিত্যেকে। শ্রীর্বাগ্‌দেবী, **লক্ষ্মীস্তু** রমা দেবীত্যপরে। অথর্ব্বশিরসি চ "কমলাপতয়ে নমঃ রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" ইতি "রমাধারায় রামায়" ইতি চৈবমাদি। অত্র ভবতি বীক্ষা শ্রীরিয়ং প্রাকৃতত্বাদনিত্যোত পরাত্মান্বিত্যেতি। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি পরমাত্মনি নিঃশেষবিশেষপ্রতিষেধাৎ ন তত্র শ্র্যাদিরূপঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ সংভবী কিন্তু স্বীকৃতমায়ো বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিস্তাদৃশ্যাপি শ্রিয়া যুজ্যতে ইত্যনিত্যা তস্য শ্রীরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ভগবানে শ্রীবৈশিষ্ট্য-গুণের উপসংহার (চিন্তনীয়তা) বিধানের জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে। যজুর্বেদে শ্রুত হয়—"শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চপত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণিরূপম্ অশ্বিনৌ ব্যাত্তমিষ্ণন্নিষাণামুম্মইষাণ সর্ব্বলোকং মম়ীষাণ।' এই শ্রুত্যুক্ত শ্রী-শব্দের অর্থ রমাদেবী। এই কথা কেহ কেহ বলেন। তাঁহাদের প্রমাণ এই—'লক্ষ্মীর্ভাগবতী সম্পৎ' লক্ষ্মী হইলেন শ্রীভগবানের সম্পৎ। কিন্তু শ্রী-শব্দের অর্থ সরস্বতী দেবী। আর লক্ষ্মী হইলেন রমা দেবী ইহা অন্যে ব্যাখ্যা করেন। অথর্ব্বশিরা বেদেও শ্রুত আছে,—'কমলাপতয়ে নমঃ, রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। রমাধারায় রামায়' ইত্যাদি আছে। এই বিষয়ের উপর সংশয় হইতেছে—এই শ্রীকি প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া অনিত্যা শ্রী? অথবা পরা শক্তি বলিয়া নিত্যা? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—এই শ্রী অনিত্যা, যেহেতু 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' এই শ্রুতিতে ভগবানের বিজাতীয় দ্বিতীয়রাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন তাঁহাতে শ্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্ম্ম থাকা সম্ভবপর নহে, অতএব যিনি মায়াবলম্বী বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি, সেই হরির তাদৃশ মায়িক বিশুদ্ধ সত্তা শ্রীর সহিত সম্বন্ধই সঙ্গত, অতএব অনিত্যা তাঁহার শ্রী, এই পূর্ব্বপক্ষবাদের প্রত্যুত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্বপ্রকাশানন্দবপুর্হরিঃ স্বাত্মকে ধাম্নি স্বপ্রভামণ্ডলে রবিরিবোপাস্য ইতি পূর্ব্বমুক্তমিত্যস্তু তদ্ধামবৈশিষ্ট্যস্য তদ্‌গুণস্য সর্ব্বত্রোপসংহারস্তেন স্বরূপে বিকারাপ্রসঙ্গাৎ শ্রীবৈশিষ্ট্যস্য তদ্‌গুণস্য তু ক্বচিৎ শ্রুতস্যাপি স মাস্তু তেন তত্র স্মারবিকারাপত্তেরিতি পূর্ব্বয়া সঙ্গত্যাহ অথ শ্রীত্যাদি। শ্রীশ্চেতি বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। অন্যে তু হ্রীশ্চেতি তত্র হ্রীর্ভূর্দেবীত্যাহুঃ। শ্রীর্বাগ্‌দেবীতি "শ্রীর্বেশরচনা-শোভাভারতীসরলদ্রুমে লক্ষ্যাং ত্রিবর্গসম্পত্তৌ বেশোপকরণে মতৌ" ইতি বিশ্বঃ। লক্ষ্মীরিব চেতনা নিত্যা গীর্দেবী হরেঃ পত্নী। স্কান্দে বৃহস্পতিকৃতে তৎস্তোত্রে—"সরস্বতীং নমস্যামি চেতনাং হৃদি সংস্থিতাম্" ইতি "কেশবস্য প্রিয়াং দেবীম্" ইতি "শুক্লাং ক্ষেমপ্রদাং নিত্যাম্" ইতি চ তস্যা বিশেষণাৎ তয়োঃ পতিরিত্যনেন হরেঃ পরমপুমর্থত্বমুক্তম্। বহুগুণরত্নাঢ্যাপি তরুণী পত্যৈব শোভতে নান্যথা বিধিরুদ্রাদ্যতিশয়হেতুভূতয়োরপি তয়োস্তেনৈবাতিশয়াৎ তস্য তত্ত্বম্। নন্থ স্পর্দ্ধাবিধানাৎ তন্মায়াবৃত্তিভ্যাং তাভ্যাং ভাব্যমিতি চেৎ মৈবং ভ্রমিতব্যম্। পরাত্মকত্বোক্ত্যা মায়িকত্বনিরাসাৎ পরৈব লক্ষ্মীরিতি বক্ষ্যতে। লক্ষ্মীরেব রূপান্তরেণ বাগ্‌দেবীত্যুক্তম্। "সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী" ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। হ্লাদপ্রধানা বৃত্তির্লক্ষ্মীঃ সংবিৎপ্রধানা তু বাগ্‌দেবীতি। পরৈবোভয়ীতি তত্ত্ববিদঃ। সাপত্ন্যহেতুকা স্পর্দ্ধা তু রসপোষায়ৈব হরেরিচ্ছয়েবেতি সাম্প্রতম্। কমলেতি শ্রীগোপালতাপন্যাং, রমাধারায়েতি শ্রীরামতাপন্যাং দৃষ্টম্। তাদৃশ্যেতি মায়িকাবিরুদ্ধশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্ত্যেত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে—নিজ প্রভামণ্ডলে যেমন সূর্য্য উপাস্য হয়, সেইরূপ স্বপ্রকাশানন্দমূর্ত্তি শ্রীহরি স্ব-স্বরূপ-অধিষ্ঠানে (সংব্যোমে) উপাস্য হন। বেশ, তাহাই হউক। যেহেতু সকল উপাসনায় তাঁহার ধাম-বৈশিষ্ট্যরূপ তাঁহার গুণের ধ্যেয়তা হইতে পারে; কারণ, তাহার দ্বারা স্বরূপগত কোন বিকার ঘটিবে না, কিন্তু শ্রীবৈশিষ্ট্যরূপ তাঁহার গুণ কোন কোন শ্রুতিতে শ্রুত হইলেও শ্রীহরির তাহার সহিত সম্পর্ক না হউক, কারণ তাহাতে তাঁহার কামবিকার ঘটিতে পারে, এই আক্ষেপসঙ্গতি-বলে অথ শ্রীরিত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন—'শ্রীশ্চ তে' ইত্যাদি। বাজসনেয়ী যজুর্ব্বেদিগণ 'শ্রীশ্চ তে' ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ করেন।

অন্য বেদীরা 'হ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ' ইত্যাদিরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। শ্রী-শব্দের অর্থ বাক্‌দেবী সরস্বতী, বিশ্বকোষ অভিধানে তাহাই আছে, যথা—'শ্রীর্বেশ-রচনা' ইত্যাদি শ্রী—বেশরচনা, শোভা, সরস্বতী, সরলবৃক্ষ, লক্ষ্মী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ, বেশ, উপকরণ ও মতি। গীর্দেবী সরস্বতী লক্ষ্মীদেবীর মত নিত্যা ও চেতনা শ্রীহরির পত্নী। স্কন্দপুরাণে বৃহস্পতিকৃত সরস্বতী স্তোত্রে আছে—'সরস্বতীং নমস্যামি...'আমি সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করি, যিনি জীবের হৃদয়ে স্থিত—চৈতন্যময়ী। পুনশ্চ—'কেশবস্য প্রিয়াম্ দেবীম্' যিনি কেশবের প্রিয়া লীলাময়ী। আবার 'শুক্লাং ক্ষেমপ্রদাম্ নিত্যাম্' যিনি শুক্লবর্ণা, মঙ্গলদাত্রী, নিত্যা ইত্যাদি রূপে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পতি শ্রীহরি—এ-কথা বলায় শ্রীহরি —পরমপুরুষার্থ বলা হইল। দেখা যায়, বহু গুণময়ী ও রত্নালঙ্কারে শোভিতা যুবতী রমণী তাদৃশ পতিদ্বারাই শোভিতা হয়, অন্যথা নহে। কারণ শ্রীভগবানের ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি হইতে উৎকর্ষের হেতু বাগ্‌দেবী ও লক্ষ্মী হইতেছেন; আবার সেই বাগ্‌দেবী ও লক্ষ্মীর উৎকর্ষ—সেই শ্রীহরির স্ত্রী বলিয়া, সুতরাং শ্রীহরিই পরমপুরুষার্থ (জীবের চরম কাম্য বা লক্ষ্য)। যদি বল, লক্ষ্মী-সরস্বতী পরস্পর স্পর্দ্ধা করেন শ্রুত থাকায় ঐ দুইটি মায়াবৃত্তি বা শ্রীহরির মায়াশক্তি হইতে পারে, এই বলিলে ভ্রম করা হইবে, এই ভুল করিও না। যেহেতু 'পরাস্য শক্তিঃ' বিষ্ণুশক্তিঃ 'পরা' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিষ্ণুর পরা নাম্নী স্বরূপশক্তি বলায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর মায়িকবৃত্তিরূপতা খণ্ডিত হইয়াছে। লক্ষ্মী পরা শক্তি এ-কথা পরে বলা হইবে। আর লক্ষ্মীকেই রূপান্তরে বাগ্‌দেবী বলা হইয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণে আছে, 'সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী' শ্রীহরির হ্লাদপ্রধানা (হ্লাদিনী) শক্তি লক্ষ্মী, তাঁহাকেই বলা হইল। তবে উভয়ের রূপভেদ যথা—লক্ষ্মী হ্লাদপ্রধানা আর সরস্বতী সংবিৎ-প্রধানা (জ্ঞানময়ী)। তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন, সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়ই পরা শক্তি। তবে যে উভয়ের স্পর্দ্ধা (প্রতিপক্ষতা) দেখা যায়, উহা সপত্নীত্ব-নিবন্ধন, তাহা শ্রীভগবানের রসপুষ্টির কারণ, শ্রীহরির ইচ্ছাতেই হইয়াছে—ইহা যুক্তিযুক্ত। 'কমলাপতয়ে নমঃ' ইহা শ্রীগোপালতাপনীতে ধৃত। 'রমাধারায়' ইহা শ্রীরামতাপনী উপনিষদে দৃষ্ট হয়। 'তাদৃশ্যাপি শ্রিয়েতি' মায়িকের সহিত অবিরুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীর সহিত—এই অর্থ।

কামাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—সেই শ্রীরূপা শক্তিই পরা ও নিত্যা, তিনি 'তত্র' প্রকৃতিসম্পর্ক-রহিত সংব্যোমাখ্য স্বধামে থাকেন। ইতরত্র—তিনি সংব্যোমের বাহিরে প্রপঞ্চের মধ্যে সেই ধামের প্রকটকালেও নিজ নাথের (পরমেশ্বরের) কামাদি বিস্তার করেন। কারণ কি ? 'আয়তনাদিভ্যঃ' যেহেতু আয়—ব্যাপ্তি ও তন—ভক্তের মোক্ষানন্দ বিস্তার ধর্ম্ম নিত্যা পরা শক্তিরই আছে ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সৈবেতি পূর্ব্বতোঽনুবর্ত্ততে। সৈব পরৈব শ্রীঃ সতী তত্র প্রকৃত্যস্পৃষ্টে সংব্যোম্নি তস্মাদিতরত্র প্রপঞ্চান্তর্গতে তৎপ্রকাশে চ স্বনাথস্য পরমাত্মনঃ কামাদি বিতনোতীতি নিত্য-শ্রীকঃ সঃ। কামোঽত্র শৃঙ্গারাভিলাষঃ। আদিনা তদনুগুণা তৎপরিচর্য্যা চ। শ্রীঃ পরৈবেতি। কুতঃ ? আয়েতি। আয়াদ্-ব্যাপ্তেঃ। তনাদ্ভক্তমোক্ষানন্দবিস্তারাচ্চ। উভয়ত্র সত্যাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ। আদিনা পরৈক্যবাক্যং গৃহ্যতে। তত্র পরাস্য শক্তিরি-ত্যাদৌ স্বাভাবিকীতি পরমাত্মাভেদাভিধানাৎ পরা বিভ্বী সৈব হ্রীতি জ্ঞানকারুণ্যাদিরূপত্বোক্তের্মোক্ষদা চ। তদভেদাদেব শ্রীশ্চ তথা। স্মৃতৈশ্চৈবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম" ইতি। "আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী" ইতি চ। ন চ ভেদে সতীদং দ্বয়ং শক্যং বক্তুমপসিদ্ধান্তাপত্তেঃ। শ্রিয়ঃ পরৈক্যঞ্চ স্মৃতং তত্রৈব। "প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ। প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাম্" ইতি। অত্র পরৈব মেতি বিস্ফুটম্। আয়াদীনি প্রকৃতের্ন সংভবন্তীতি তদন্যত্বং শ্রিয়ঃ সুব্যক্তম্। তস্মাৎ পরৈব শ্রীরতো নিত্যা সেতি ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সৈব হি সত্যাদয়ঃ' এই সূত্র হইতে 'সৈব' এই অংশ অনুবৃত্ত। ইহার সমুদয়ার্থ—সেই পরা শক্তি শ্রীদেবীই প্রকৃতি-সম্পর্করহিত সংব্যোম-নামক ধামে এবং তাহা হইতে ভিন্ন—এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত শ্রীগোকুল-অযোধ্যাদিস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রকট-স্থানে থাকিয়া নিজের নাথ পরমাত্মার কামাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন, এইজন্য ভগবান্‌কে 'নিত্যশ্রীক' অর্থাৎ নিত্যশ্রীযুক্ত বলা হয়। কামাদি শব্দের অর্থ—কাম—শৃঙ্গারাভিলাষ। আদিপদ-গ্রাহ্য—কামের অনুকূল শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা(সেবা)ও। শ্রীদেবী যে পরা শক্তি, এ-বিষয়ে প্রমাণজিজ্ঞাসায় বলিতেছেন—কুতঃ? কি কারণে? উত্তর—'আয়তনাদিভ্যঃ'—আয় অর্থাৎ ব্যাপ্তিহেতু এবং তন—ভক্তের মোক্ষানন্দ-বিস্তারহেতু। ব্যাপকত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব এই দুইটিতে 'সত্যাদিবৎ' গুণ-দৃষ্টান্ত জানিবে। অর্থাৎ যেমন সত্যাদিগুণ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন পরাত্মক, সেইরূপ শ্রীও পরাত্মিকা। 'সত্যাদয়ঃ'এই আদিপদে 'পরাস্য শক্তিঃ', 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা' ইত্যাদি বাক্যের সহিত এক-বাক্যতা অর্থাৎ একার্থে উভয়ের প্রয়োগ। তন্মধ্যে 'পরাস্য শক্তিঃ' ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত স্বাভাবিকী শব্দের অর্থ। পরমাত্মার সহিত সেই শ্রী'র অভেদ বলা হইয়াছে। সেই পরা শক্তিই বিভ্বী—বিভুত্ব সম্পন্না অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, যেহেতু তাঁহাকে জ্ঞান, করুণা প্রভৃতি স্বরূপ বলা হইয়াছে, এজন্য তিনি মুক্তিদায়িনীও বটে। পরা শক্তির সহিত অভেদবশতঃই শ্রীদেবীও বিভ্বী ও মুক্তিদায়িনী। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'নিত্যৈব সা' ইত্যাদি হে ব্রাহ্মণোত্তম মৈত্রেয়! সেই শ্রীদেবী নিত্যাই, তিনি জগন্মাতা, তিনি বিষ্ণুর অনপায়িনী অর্থাৎ—অবিচ্ছিন্না স্বরূপশক্তি। যেমন বিষ্ণু সর্ব্বগত, বিভু, সেইপ্রকার এই শ্রীও বিভ্বী জানিবে। আবার এ-কথাও আছে—হে দেবি! তুমি আত্মবিদ্যা-স্বরূপিণী (ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী) এবং মুক্তিদায়িনী। শ্রীহরি হইতে শ্রীদেবীকে ভিন্ন বলিলে এই দুইটি গুণ—ব্যাপকত্ব ও মোক্ষদাতৃত্ব তাঁহাতে (শ্রীদেবীতে) থাকে বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। শ্রীদেবী যে পরা শক্তি ও শ্রীহরির সহিত অভিন্ন, এ-কথা সেই বিষ্ণুপুরাণেই স্মৃত আছে, যথা—'প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ···আত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাম্'। যে বিষ্ণু শুদ্ধ অর্থাৎ ভেদরহিত হইলেও পরা—শ্রেষ্ঠা, মা—লক্ষ্মী তাঁহার ঈশ—

পতি, ইহা সত্তা সতী ইত্যাদি প্রয়োগের মত অভেদে বিশেষ ভেদকার্য্য ধরিয়া লক্ষণাবশতঃ কথিত হইল। যিনি সকল প্রাণীর আত্মা—প্রবর্ত্তক, সেই বিষ্ণু আমাদের উপর প্রসন্ন হউন।—ইহাই অন্বয়। এই শ্লোকোক্ত দ্বিতীয় যদ্ শব্দ প্রসিদ্ধি-অর্থে। আয় অর্থাৎ বিভুত্ব, তন অর্থাৎ মোচকত্ববোধক বাক্যগুলি প্রকৃতির সম্ভব নহে; অতএব শ্রী—প্রকৃতিভিন্ন, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অতএব শ্রী—পরা প্রকৃতি, তাহা নিত্যা ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কামাদীতি। তৎপ্রকাশে শ্রীগোকুলাযোধ্যাদিরূপে বিতনোতি। শ্রীঃ পরেত্যত্র হেতবঃ আয়তনাদিভ্য ইতি। আয়াদ্ব্যাপ্তেরিতি। আয়শব্দো ব্যাপ্তিবাচকঃ। বীগতিব্যাপ্তিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষ্বিতিধাতুপাঠাৎ। বীচ ঈচেতি ধাতুদ্বয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। ঈ ব্যাপ্তৌ ধাতুস্তস্মাদ্ভাবেঽচ এরজিতি সূত্রাৎ ততঃ স্বার্থিকঃ প্রজ্ঞাদ্যণিতি বোধ্যম্। তনাদুক্তমোক্ষানন্দবিস্তারাদিতি তনোতের্ভাবে কঃ ঘঞর্থে কবিধানমিতি বার্ত্তিকাৎ। তত্রায়ং প্রয়োগঃ শ্রীঃ পরা বিভুত্বান্মোক্ষপ্রদত্বাচ্চ সত্যাদিগুণবৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ত্রৈগুণ্যম্। অত্র বিভুত্বাদিহেতুভ্যাং শ্রিয়ঃ পরাত্বং সাধ্যতে। অস্য হেতোঃ পক্ষবৃত্তিত্বং সপক্ষে সত্বং বিপক্ষাদ্ব্যাবৃত্তিশ্চাস্তীতি সদ্ধেতুত্বম্। শ্রীসত্যাদ্যোরভেদেঽপি বিশেষাদ্বাস্তবভেদকার্য্যসত্বাদ্দার্ষ্টান্তিকদৃষ্টান্তভাবঃ সিদ্ধঃ। উভয়ত্রেতি। ব্যাপকত্বান্মুক্তিদত্বাচ্চ হরেঃ সত্যাদয়ো গুণা যথা তদভিন্নপরাত্মকাস্তথাত্বাদেব শ্রীশ্চ তদাত্মিকেত্যর্থঃ। তদভেদাৎ পরয়া সার্দ্ধমদ্বৈতাৎ শ্রীশ্চ তথা বিভ্বী মুক্তিদা চেত্যর্থঃ। পরায়াং বিভুত্বং মোক্ষদত্বঞ্চ সিদ্ধমভ্যুপেত্য তদদ্বৈতাৎ শ্রিয়স্তদুভয়ং প্রতিপাদিতম্। তদধুনা বিশদয়তি তত্র স্বাভাবিকীত্যাদিনা। তদুভয়ং বাচনিকং কর্ত্তুমুদাহরতি নিত্যৈবেতি। সাবধারণয়া কণ্ঠোক্ত্যা অনিত্যত্বশঙ্কা বিভুবদ্ব্যাপ্ত্যুক্ত্যা প্রাকৃতত্বশঙ্কা চাতিদূরোৎসারিতাত্র বোধ্যা। হরের্ভিন্না শ্রীরিতি কেচিন্মন্যন্তে তান্নিরাকর্ত্তুমাহ ন চ ভেদে সতীতি। ইদং দ্বয়ং ব্যাপকত্বং মোচকত্বঞ্চেত্যর্থঃ। স্বেতরনিখিলান্তর্বহিঃপ্রবেশঃ খলু সর্ব্বব্যাপ্তিরুচ্যতে। তথাত্বে হরেঃ পরিচ্ছেদাদিরীশ্বরদ্বয়প্রসঙ্গশ্চ তদ্ভিন্নয়োঃ শ্রিয়োঃ মুক্তিদত্বে তমেব বিদিত্বেত্যাদি সাবধারণশ্রুতিবাক্যোপশস্যাৎ। তথাচাপসিদ্ধান্তাপত্তিরিতি। পূর্ব্বমায়তনাভ্যাং শ্রিয়ঃ পরাত্বমনুমিতং তদিদানীমাদিপদগৃহীতেন পরৈক্যবচনেন বাচনিকং দর্শয়তি প্রোচ্যত ইত্যা-

দিনা। যো বিষ্ণুঃ কেবলঃ শুদ্ধোঽপি নির্ভেদোঽপীত্যর্থঃ। পরা চাসৌ মা চ লক্ষ্মীস্তস্যা ঈশঃ পতিরিত্যুপচারতঃ প্রোচ্যতে। সত্তা সতীত্যাদিবদ্বিশেষবিভাতং ভেদকার্য্যমাদায় নির্ভেদেঽপি তস্মিংস্তত্ত্বে তথা নিগদ্যত ইত্যর্থঃ। স নঃ প্রসীদত্বিত্যন্বয়ঃ। আত্মা প্রবর্ত্তকঃ। দ্বিতীয়ো যচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। আয়াদীনীতি। বিভুত্বমোচকত্বপরৈক্যানি প্রকৃতে ন সম্ভবন্ত্যতঃ শ্রিয়স্তদ্ভিন্নত্বং স্ফুটমিত্যর্থঃ। স্কান্দোক্তিমপ্যত্রোদাহরন্তি—"অপরং ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়রূপিণী। শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়া" ইতি। যত্তু পাদ্মে সত্ত্বাংশেন লক্ষ্মীরহমিতি মূলপ্রকৃত্যোক্তং তৎ খলু শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সঙ্গচ্ছেতোক্তনির্ণয়াৎ ॥ ৪০ ॥

টীকানুবাদ—'কামাদীতরত্রেত্যাদি' সূত্রে—তৎপ্রকাশে চ স্বনাথস্যেতি—তৎপ্রকাশে অর্থাৎ শ্রীগোকুল-শ্রীঅযোধ্যাদি-রূপ প্রকটস্থানে। নিজনাথ—পরমেশ্বরের কামাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীদেবী যে বিষ্ণুর পরা শক্তি এ-বিষয়ে হেতু—আয়-তনাদিভ্যঃ—আয় অর্থাৎ ব্যাপ্তি-হেতু। আয়-শব্দ ব্যাপ্তির বাচক। গণপাঠে 'বী ও ঈ ধাতু গতি, ব্যাপ্তি, প্রজনন, কান্তি, অসন (নিক্ষেপ) ও খাদন (ভোজন) অর্থে পঠিত। 'বী ও ঈ' এই দুইটি ধাতু মিলিয়া 'বী' নিষ্পন্ন হইয়াছে ব্যাখ্যাতৃগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। অতএব ব্যাপ্তি-অর্থ-বোধক 'ঈ' ধাতুর ভাববাচ্যে 'এরচ্' সূত্রে অচ্ প্রত্যয় পরে প্রজ্ঞাদির অন্তর্গত হওয়ায় স্বার্থে অণ্ হইয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি দ্বারা নিষ্পন্ন 'আয়' শব্দ। তন-শব্দের অর্থ ভক্তের মোক্ষানন্দ-বিস্তার। তন্ ধাতুর ভাববাচ্যে ক প্রত্যয়, বার্ত্তিকমতে ঘঞর্থে 'ক' প্রত্যয় বিহিত। অতএব এ-বিষয়ে অনুমান প্রয়োগ এই—শ্রীঃ (পক্ষ) পরা (নিত্যা চৈতন্যময়ী বিষ্ণুশক্তিঃ, ইহা সাধ্য) বিভুত্বান্ মোক্ষপ্রদত্বাচ্চ (ইহা হেতু) সত্যাদিগুণবৎ ইহা দৃষ্টান্ত, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ত্রৈগুণ্যম্ (প্রকৃতি ইহা ব্যতিরেকিণী ব্যাপ্তির উদাহরণ)। এই ব্যতিরেকী অনুমানে বিভুত্ব ও মোক্ষপ্রদত্ব হেতু দুইটি দ্বারা শ্রীদেবীর পরাত্ব সাধিত হইতেছে। যদি হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষব্যাবৃত্তি, অসৎ-প্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব থাকে, তবেই সেই হেতু সদ্ধেতু হয়। এই অনুমানে হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্তি আছে, অতএব ঐ হেতুদ্বয়

সদ্ধেতু। শ্রী ও সত্য প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও বিশেষ ধর্ম্ম ধরিয়া বাস্তব ভেদকার্য্য থাকায় দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সমন্বয় সিদ্ধ। উভয়ত্র সত্যাদিবদিতি দৃষ্টান্ত ইতি। উভয়ত্র—উভয়স্থলে—ব্যাপকত্ব ও মুক্তি-প্রদত্ব—এই হেতুদ্বয়বশতঃ শ্রীহরির সত্যাদিগুণ যেমন বিষ্ণু হইতে অভিন্ন পর-স্বরূপ, সেইপ্রকার বিভুত্ব ও মোক্ষপ্রদত্বহেতু শ্রীদেবীও পরা। 'পরমাত্মা-ভেদাভিধানাদিতি'—পরা শক্তির সহিত বিষ্ণুর ঐক্যহেতু শ্রীদেবীও বিভ্বী ও মুক্তিদায়িনী। 'পরৈক্যবাক্যমিতি' পরা শক্তিতে বিভুত্ব ও মোক্ষপ্রদত্ব সিদ্ধ মানিয়া সেই পরা শক্তি শ্রীদেবীর ও পরমাত্মার ঐক্যবশতঃ ঐ বিভুত্ব ও মুক্তিপ্রদত্ব প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে তাহাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—তত্র স্বাভাবিকী ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। শ্রীদেবীর বিভুত্ব ও মোক্ষপ্রদত্ব এই দুইটি পূর্ব্বে যুক্তি-সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে বচন-প্রাপ্ত দেখাইতেছেন, নিত্যৈবেত্যাদি শ্লোক দ্বারা, যথা বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—'নিত্যৈব সা জগন্মাতা···দ্বিজোত্তমেতি'। 'নিত্যৈব'—এই 'এব' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত, অর্থাৎ তিনি নিত্যাই, কখনও অনিত্যা সম্পদ্রূপা নহেন, ইহা 'এব' শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। এবং যথেত্যাদি—যেমন বিষ্ণু সর্ব্বগত সেইরূপ এই শ্রীদেবীও সর্ব্বগতা। একান্তভাবে বিভুর মত ব্যাপ্তি বলায় প্রকৃতি-সম্ভূতত্ব-শঙ্কা নিরস্ত হইল জানিবে। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীদেবী শ্রীহরি হইতে ভিন্ন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন 'ন চ ভেদে সতীদমিত্যাদি ইদং দ্বয়মিতি'—অর্থাৎ ব্যাপকত্ব ও মুক্তিপ্রদত্ব। সর্ব্বব্যাপ্তি বলিতে স্বভিন্ন সকল বস্তুর ভিতরে ও বাহিরে স্থিতিকে বলা হয়। তাহা হইলে অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে শ্রীদেবীর ভেদ স্বীকার করিলে বিভু শ্রীহরির পরিচ্ছেদ (সীমা) প্রভৃতি ও ঈশ্বরদ্বয় স্বীকার হইয়া পড়ে, সেই ঈশ্বরদ্বয় হইতে ভিন্ন শ্রীদ্বয়ের মুক্তিপ্রদত্ব হইলে 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সেই এক ঈশ্বরকে জানিলে মৃত্যু হইতে অতিক্রান্ত হয়—এই উক্তির ব্যাঘাত হয়। ফলে অপসিদ্ধান্তাপত্তি। পূর্ব্বে আয় ও তন এই দুইটি হেতু দ্বারা শ্রীদেবীর পরাত্ব অনুমান করা হইয়াছে এক্ষণে তাহা সূত্রোক্ত আদিপদ-গ্রাহ্য পরৈক্য বাক্য দ্বারা বচন-সিদ্ধও দেখাইতেছেন—যথা 'প্রোচ্যতে পরমেশো য ইত্যাদি' ইহার অর্থ—যে বিষ্ণু কেবল অর্থাৎ শুদ্ধ—ভেদরহিত হইয়াও। পরমেশঃ—পরা স্বরূপা এমন মা লক্ষ্মী

তাঁহার ঈশ—পতি, এই অর্থ লাক্ষণিক। যদি বল, যদি তিনি লক্ষ্মীর পতি হন, তবে দ্বৈতাপত্তি, তাহা নহে; সতী সত্তা ইত্যাদি প্রয়োগের মত অভেদেও বিশেষ ধর্ম্ম ধরিয়া ভেদকার্য্য অবলম্বনে ভেদশূন্য পরমাত্মায় সেইরূপ কথিত হইতেছে। 'স নঃ' ইহার সহিত 'প্রসীদতু' এই ক্রিয়া পদের অন্বয়। বিষ্ণুরাত্মা ইতি বিষ্ণু-অর্থে ব্যাপক আবার আত্মা—ব্যাপক, অতএব পুনরুক্তি, তাহা নহে; এখানে আত্মন্ শব্দের অর্থ প্রবর্ত্তক। এইপ্রকার দুইটি যদ্ শব্দের দ্বারা পুনরুক্তি বা ভেদোক্তি নহে, এখানে দ্বিতীদ 'যদ্' শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থে। 'আয়াদীনি প্রকৃতেন সম্ভবন্তি' ইতি—বিভুত্ব, মোক্ষপ্রদত্ব ও পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য; এগুলি প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব নহে, অতএব শ্রীদেবী জড়া প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইল। কেহ কেহ স্কন্দপুরাণের উক্তিকেও উল্লেখ করেন, যথা—'অপরং ত্বক্ষরং যা সা' ইত্যাদি—যিনি অপর অক্ষর-স্বরূপা, তিনি জড়া, প্রকৃতি। শ্রীদেবী হইলেন পরা প্রকৃতি, যিনি বিষ্ণুসংশ্রিতা চৈতন্যময়ী। তবে যে পদ্মপুরাণে আদ্যা প্রকৃতি বলিলেন—আমি সত্ত্বগুণাংশরূপে লক্ষ্মী—এই প্রকৃতিস্বরূপত্বোক্তি ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে সঙ্গত হইবে, কারণ সেই সিদ্ধান্ত উক্তই হইয়াছে॥ ৪০॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে শ্রীভগবানের শ্রী-বৈশিষ্ট্যরূপ গুণের উপসংহার করিতেছেন। যজুর্ব্বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী-নাম্নী দুই পত্নীর কথা শ্রুত হয়, এস্থলে উহা শ্রী-শব্দে রমাদেবী ও লক্ষ্মী-শব্দে ভাগবতী সম্পৎ বলিয়া কথিত। আবার কেহ কেহ শ্রীকে বাগ্‌দেবী এবং লক্ষ্মীকে রমাদেবী বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সংশয় এই যে—উক্ত শ্রী কি প্রাকৃত বলিয়া অনিত্যা? অথবা পূর্ব্বের ন্যায় পরা শক্তি-বিচারে নিত্যা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন 'নেতি নেতি' বিচার শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, তখন পরমেশ্বরে শ্রী প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আর যদি শ্রীভগবান্ মায়া স্বীকারে মায়াযুক্ত হন, তাহা হইলে শ্রী-যুক্ত হইতে পারেন বটে কিন্তু তাহাও মায়িক ও অনিত্যা শ্রী হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ মত নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের উক্ত শ্রী—পরা শক্তি ও নিত্যা। ঐ শক্তি শ্রীভগবানের স্বীয় ধামে এবং প্রপঞ্চে অবতরণকালে প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের

সহিত সর্ব্বদা যুক্তা থাকেন এবং শ্রীভগবানের কামাদি পূরণার্থ লীলা বিস্তারের সাহায্যকারিণী হইয়া চিল্লীলামিথুনরূপে অবস্থান করেন।

এ-স্থলে কাম-শব্দের অর্থ শৃঙ্গারাভিলাষ। আদি-শব্দে তদনুরূপ পরিচর্য্যাও বুঝায়। 'আয়' এবং 'তন' এই দুইটি শব্দের তাৎপর্য্য হইতেও শ্রী-শক্তির পরাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাই,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"
(বিঃ পুঃ ১।১২।৬৯)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রঃ সঃ ৫।৩৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ, আর কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৪।৭৪-৭৫)

বিষ্ণুপুরাণে আরও পাই,—

"সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥" (বিঃ পুঃ ৫।১৩।৫৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
সংপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥" (ভাঃ ১০।৮২।৩৯)

আরও পাই,—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥" (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

"যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬২)

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র-বাক্যেও পাই,—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥" ॥ ৪০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু পরৈব চেৎ শ্রীস্তর্হি তদ্ভক্তের্বিলোপাপত্তিঃ। ন হি স্বস্মিন্ স্বভক্তিঃ সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই,—যদি শ্রীদেবী পরা শক্তিই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন শক্তিই হন, তবে তাঁহার হরিভক্তির লোপাপত্তি হইয়া পড়ে—কারণ নিজের উপর নিজের ভক্তি সম্ভব হয় না; এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নম্বিতি। তদ্ভক্তেঃ শ্রীকর্ত্তৃকায়া হরিভক্তেঃ। ন হীতি। শ্রীঃ খলু পরৈব। পরা চ হরিরেবেতি। ন হরিশ্রিয়োঃ সেব্যসেবকভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নহু ইত্যাদি আপত্তি গ্রন্থ। তদ্ভক্তে-র্বিলোপাপত্তিঃ—অর্থাৎ শ্রীকর্তৃক হরিভক্তির। 'ন হি স্বস্মিন্ স্বভক্তিরিতি' শ্রীদেবী পরা শক্তিই, আবার পরা শক্তিও শ্রীহরিই। অতএব ঐক্য-নিবন্ধন উভয়ের সেব্যসেবক-ভাব হইতে পারে না—

সূত্রম্—আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ—পরা'শ্রী'র ও পরমেশ্বরের ভেদ না থাকিলেও পরমেশ্বর বিচিত্র গুণ-রত্নাকর ও শ্রীদেবীর আশ্রয়, এজন্য তাঁহাতে শ্রীদেবীর আদরবশতঃ ভক্তির বিলোপ সম্ভাবনা নাই ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সত্যপ্যভেদে বিচিত্রগুণরত্নাকরত্বেন স্বমূল-ত্বেন চ শ্রিয়ঃ পরস্মিন্নাদরাত্তদ্ভক্তেরলোপঃ। ন খলু বৃক্ষমনাদ্রিয়-মাণা শাখাস্তি ন চ চন্দ্রং তৎপ্রভা। তদ্ভক্তিশ্চোক্তশ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে। "শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীদেবী ও শ্রীহরির অভেদ হইলেও পরমেশ্বর বিচিত্র গুণরত্নরাশির আকর অর্থাৎ সমুদ্র এবং শ্রীর মূল, এজন্য পরমেশ্বরে আদরাতিশয়বশতঃ তাঁহাতে শ্রীদেবীর ভক্তির লোপাপত্তি হইতে পারে না। বৃক্ষকে ছাড়িয়া শাখাও থাকে না, আবার চন্দ্রের প্রভা চন্দ্রকে আশ্রয় করে না, এইরূপ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীদেবীর হরিভক্তি-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত 'শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ' ইত্যাদি শ্রুতিবর্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। পুরাণেও আছে—'শ্রীর্যৎপদাম্বুজ…ভৃত্যজুষ্টম্'। শ্রীদেবী বক্ষে থাকিয়াও তুলসীর সহিত যে শ্রীহরির অখিলভক্তসেবিত পাদপদ্মপরাগ কামনা করিয়া থাকেন। ইত্যাদি আরও পুরাণ বাক্য আছে ॥ ৪১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—আদরাদিতি। তরুতচ্ছাখান্যায়েন চন্দ্রতৎপ্রভান্যায়েন চাভেদে সত্যপ্যাশ্রয়লক্ষণা ভক্তিঃ সম্ভবেদিতি ব্যাচষ্টে সত্যপীত্যাদিনা। বৃক্ষস্য স্থৈর্য্যাদয়ো গুণাশ্চন্দ্রস্য কলাধারকত্বাদয়ঃ। উক্তশ্রুতিভ্যঃ শ্রীশ্চতে

ইত্যাদিভ্যঃ। আসু পাতিব্রত্যাদিলক্ষণা ভক্তিঃ স্ফুটা। শ্রীর্যদিতি। শ্রীভাগবতে বল্লবীনামুক্তিঃ। চকমে বাঞ্ছতি স্ম ॥ ৪১ ॥

টীকানুবাদ—আদরাদিত্যাদি সূত্রে। তরুতে ও তাহার শাখাতে যেমন কোন ভেদ না থাকিলেও এবং চন্দ্র ও চন্দ্রপ্রভার ঐক্য থাকিতেও উভয়ের আশ্রয়রূপ আদর দেখা যায়, সেই রূপ শ্রীদেবীরও আশ্রয়ত্ব-হিসাবে শ্রীভগবানে ভক্তি সম্ভব, ইহাই সত্যপি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। তন্মধ্যে বৃক্ষের স্থৈর্য্যাদি গুণ ও চন্দ্রের কলাশ্রয়ত্বাদি গুণ। উক্ত শ্রুতিভ্যঃ ইতি 'শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবর্গ হইতে। এইসকল শ্রুতিতে পাতিব্রত্যস্বরূপভক্তি স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে। 'শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রাসলীলায় গোপীদের উক্তি। 'চকমে' পদের অর্থ কামনা করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার এক্ষণে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে, যদি কেহ এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রীভগবান্ ও পরা শক্তি অভিন্ন, আর শ্রীও সেই পরা শক্তি। সুতরাং শ্রীভগবানের সহিত তিনিও অভিন্ন; এমতাবস্থায় নিজের প্রতি নিজের সেব্যসেবক-ভাব-সম্বন্ধীয় ভক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসার্থ বর্ত্তমান সূত্রের অবতারণাপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, যদিও শ্রী পরা শক্তি এবং শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন, তাহা হইলেও শ্রীহরি বিচিত্রগুণরত্নাকর এবং শ্রীদেবীর মূল-আশ্রয়তত্ত্ব, সুতরাং সেই পরমেশ্বর তত্ত্বে শ্রী-শক্তির আদরাতিশয়বশতঃ ভক্তির লোপের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন —যেমন বৃক্ষকে আদর বা আশ্রয় না করিয়া তাহার শাখা থাকিতে পারে না এবং চন্দ্রকে আশ্রয় না করিয়া চন্দ্রের প্রভা থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতে ভক্তিপর হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে অবস্থান করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ ॥

মৃগমদ, তারগন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪।৯৬-৯৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণউতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥" (ভাঃ ১০।২৯।৩৭)

অর্থাৎ গোপীগণ বলিলেন—ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার কৃপাদৃষ্টি-লাভের প্রয়াসী, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার বক্ষোদেশে স্থানলাভ করিয়াও তুলসী দেবীর সহিত ভক্তজন সেবিত ভবদীয় যে পদযুগলের রেণুলাভের প্রার্থনা করেন, হে দেব! আমরাও লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় আপনার সেই চরণ-রেণু আশ্রয় করিয়াছি॥ ৪১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বু রতিবিষয়াশ্রয়ভাবেণালম্বনবিভাব-ভেদে সতি শৃঙ্গারাভিলাষঃ সম্ভবেৎ। নির্ভেদে তু তত্ত্বে নাসৌ সম্ভাবয়িতুং শক্য ইতি চেত্তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই,—শ্রীদেবীর শ্রীকৃষ্ণে শৃঙ্গারাভিলাষ তখনই সম্ভব, যদি রত্যাখ্য স্থায়ীভাবের একটি বিষয়-বিভাব ও অপরটি আলম্বন-বিভাব থাকে, তাহাতে দ্বৈতাপত্তি স্বীকৃত হয়, আবার যদি স্বগত ভেদাভাব বলা যায়, তবে শৃঙ্গারাভিলাষ সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না, এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নন্বিতি। নায়কনায়িকারতের্বিষয়ালম্বনো নায়কঃ আশ্রয়ালম্বনস্তু তস্যা নায়িকেতি এবমুভয়োর্ভেদে সতীত্যর্থঃ। নায়িকানাং নায়করতিস্তু রত্যুদ্দীপনীতি ভগবদ্রসনিরূপকস্য বাদরায়ণস্য

সিদ্ধান্তঃ। ভরতস্ত মিথো বিষয়াশ্রয়ভাবমাহ। নির্ভেদে তু তত্ত্বে ইতি। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিভির্নিরস্তস্বগত ভেদেঽপীত্যর্থঃ। অসৌ শৃঙ্গারাভিলাষঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—প্রত্যেক রসেই এক একটি স্থায়ীভাব থাকে এবং সেই স্থায়ীভাবের দুইটি আলম্বন-বিভাব হয়, তন্মধ্যে রতির বিষয়ালম্বন নায়ক এবং নায়িকা সেই রতির আশ্রয়ালম্বন, সুতরাং উভয়ের ভেদ-থাকিলে—এই অর্থ। আবার নায়কের রতি নায়িকাদের রতির উদ্দীপন-বিভাব। ভগবদ্রস-নিরূপণকারী শ্রীবাদরায়ণের ইহাই সিদ্ধান্ত। নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি বলেন—নায়ক রতির বিষয় ও নায়িকা রতির আশ্রয় নহে, উভয়েই রতির বিষয় ও আশ্রয়। ভেদশূন্য বিষয় হইলে অর্থাৎ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্বগত ভেদ না থাকিলে। 'নাসৌ সম্ভাবয়িতুং শক্যমিতি'—অসৌ—শৃঙ্গারাভিলাষ।

সূত্রম্—উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ—শক্তি ও শক্তির আশ্রয়ের বিশেষত্বানুসারে জ্ঞান হইলে শৃঙ্গারা-ভিলাষাদি উদিত হয়, অতএব উহা সিদ্ধ। ইহার প্রমাণ 'তদ্বচনাৎ' অথর্ব্ব-শিরা উপনিষদে উক্তি আছে ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—উপস্থিতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। যদ্যপি শক্তি-তদাশ্রয়য়োরস্ত্যভেদস্তথাপি শক্ত্যাশ্রয়স্য পুরুষোত্তমত্বেন শক্তেশ্চ যুবতীরত্নত্বেনোপস্থিতৌ সত্যাং স্বারামত্বপূর্ত্ত্যাদ্যনুগুণং কামাদি সমুদেত্যতঃ সিদ্ধং তৎ। ইদং কুতঃ? তদ্বচনাৎ। "যো হ বৈ তু কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি।" যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতীত্যথর্ব্বশিরসি তাদৃশকামাদ্য-ভিধানাদিত্যর্থঃ। অকামেনেতি সাদৃশ্যে নঞ্। কামতুল্যেন প্রেম্ণেত্যর্থঃ। তেনাত্মানুভবলক্ষণেন বিষয়কামনা খলু স্বারামত্বং পূর্ণতাঞ্চ নাতিক্রামতীতি। স্বাত্মকশ্রীস্পর্শাহ্লাদগ্রানন্দস্য স্বসৌন্দর্য্য-

বীক্ষণাদেরিব বোধ্যঃ। এতদুক্তং ভবতি—পরাখ্যস্বরূপশক্তিবিশিষ্টং খলু পরতত্ত্বং শ্রুত্যাদিষু প্রতিপন্নং স্বপ্রাধান্যেন স্ফুরত্তৎ পুরুষোত্তমসংজ্ঞম্। পরাখ্যশক্তিপ্রাধান্যেন স্ফুরত্তু ধর্ম্মাদিসংজ্ঞম্। পরৈব খলু জ্ঞানসুখকারুণ্যৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদ্যাকারেণ স্ফুরন্তী ধর্ম্মরূপা। শব্দাকারেণাহ্বয়োক্তিরূপা। ধরাদ্যাকারেণ ধামরূপা। হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদাত্মকযুবতীরত্নত্বেন তু রাধাদিশ্রীরূপা চেতি সামস্ত্যেন পরেত্যুক্তা। তথা চাভেদে সত্যপি বিশেষবিজৃম্ভিতেন ভেদকার্য্যেণ বিভাববৈলক্ষণ্যবিভানাত্তদভিলাষঃ সিদ্ধ ইতি। ধর্ম্মাদিরূপতা তু ন পশ্চাত্তনী কিন্তু অনাদিসিদ্ধিমতীতি ন কাপি ক্ষতিরস্তি। তস্মাৎ পরং তত্ত্বং শ্রীমদেব ধ্যেয়ং তজ্জনানুযায়িভিঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপস্থিতে অর্থাৎ উপস্থিতিতে, উপস্থিতে পদটি উপ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ের পর সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন। যদিও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ আছেই তাহা হইলেও শক্তির আশ্রয় শ্রীহরি পুরুষোত্তম এবং শক্তি শ্রীদেবী যুবতীরত্ন এইরূপে জ্ঞান হইলে শ্রীহরির আত্মারামত্ব ও পূর্ণত্বানুকূল কামাদি উদ্ভূত হইবেই, এইজন্য উহা সিদ্ধ। এই যে কামাদির উদয় হয়, এ-বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছেন—অথর্বশিরা উপনিষদে আছে—'যো হ বৈ তু কামেন...সোঽকামী ভবতি' দেব, মনুষ্যাদি ভোগ্য বস্তুর ভোগাকাঙ্ক্ষী যে প্রাণিসমূহ কামনিপীড়িত হইয়া রূপরসাদি ভোগ্যবিষয় ভোগ করিতে চাহে, তাহার নাম কামী, আর যিনি কামতুল্য, স্বরূপ ভূত শ্রী-বিষয়ক প্রেমাধীন হইয়া শ্রীগত রূপস্পর্শাদি কামনা করেন, সেই শ্রীহরি অকামী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তকামী হইতে স্বতন্ত্র, অথর্ব্বশিরা উপনিষদে সেই প্রকার কামের কথা বলা আছে। যদি বল, কামনার অভাবে কামী হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অকামেন' এই পদে নঞের অর্থ সাদৃশ্য, অর্থাৎ কামতুল্য—প্রেমবশতঃ। সেই আত্মানুভবস্বরূপ প্রেমবশতঃ বিষয়কামনা শ্রীহরির আত্মারামত্ব ও পূর্ণত্বকে অতিক্রম করে না। স্ব-স্বরূপ—শ্রীদেবীর স্পর্শে উৎকট আনন্দ স্বগত সৌন্দর্য্যদর্শনাদির মত জানিবে। এই প্রবন্ধ দ্বারা এই কথা বলা হইল—পরমেশ্বরতত্ত্ব পরা নাম্নী স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ

পান, শ্রুতি প্রভৃতিতে প্রতিপাদিত, উহা স্বপ্রাধান্যে প্রকাশ পাইলে তাহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়, আর পরা শক্তির প্রাধান্যে প্রকাশমান হইলে তখন ঐ-তত্ত্ব ধর্ম্মাদি সংজ্ঞক। জ্ঞান, আনন্দ, দয়া, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যরূপে প্রকাশমানা পরা শক্তি-ধর্ম্মরূপা। আবার ঐ শক্তি যখন শব্দাকারে স্ফুরিত হন, তখন নামরূপা। ধরিত্রী প্রভৃতির আকারে তিনি বৃন্দাবনাদি ধামরূপিণী। হ্লাদিনী শক্তির সম্মিলিতসারসংবিদ্ নামক যুবতীরত্নরূপে স্ফুরিত হইয়া তিনি রাধাদিশ্রীরূপা। এইরূপে সম্মিলিত সমুদায় শক্তিরূপে তিনি পরা শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরের সহিত ভেদ না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ ভেদহেতু বিভাবেরও পার্থক্য প্রকাশ পাওয়ায় শ্রীভগবানের শ্রীরূপিণী পরা শক্তি-ভোগে অভিলাষ সঙ্গত হইতেছে। যদি বল, পরা শক্তিই যদি ধর্ম্মরূপতা ধারণ করে, তবে পরে জাত সেই সকল ধর্ম্মের কার্য্যতাবশতঃ অনিত্যত্ব হইয়া পড়িল, তাহাও নহে, ধর্ম্মাদিরূপ পরে হয় নাই, কিন্তু অনাদিসিদ্ধ। সুতরাং কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই পুরুষোত্তমতত্ত্ব শ্রীনাম্নী পরা শক্তিমান্—এইরূপে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে ধ্যান করিবেন ॥ ৪২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপস্থিতে ইতি। শক্তীতি শ্রীহর্য্যোরিত্যর্থঃ। তথাপীতি। বিশেষবলেনাবাধিতভেদকার্য্যে বিভাতে সতীত্যর্থঃ। স্বারামত্বেতি। তথাচ শ্রীরমণস্যাপি হরেরাত্মারামত্বাদীনি বোধয়ন্তি বচাংসি সঙ্গতানীতি। এতেন উদাসীনস্য হরের্জনানুগ্রহায়ৈব তাদৃশী লীলা ন তু বস্তুত ইতি দুরুক্তির্নিরস্তা। যো হেতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। যো দেবমনুষ্যাদির্বিষয়াকাঙ্ক্ষী প্রাণিনিকরঃ কামেনেন্দ্রভূতেন স্মরেণ নিপীড়িতঃ সন্ কামান্ রূপস্পর্শাদিবিষয়ান্ কাময়তে ভোক্তুমিচ্ছতি স কামী কথ্যতে। যস্তু অকামেন কামতুল্যেন স্বরূপভূতশ্রীবিষয়কেণ প্রেম্ণা কামান্ তন্নিষ্ঠান্ রূপস্পর্শাদীন্ কাময়তে স হরিরকামী পূর্ব্বোক্তকামিবিলক্ষণস্তত্তুল্য ইত্যর্থঃ। তেন প্রেম্ণা। নন্বাত্মৈব চেৎ শ্রীস্তর্হি তয়া রমমাণস্য ন লোকবদানন্দসমৃদ্ধিরিতি চেৎ তত্রাহ স্বাত্মকেতি। স্বশোভাং পশ্যন্ জনো যথাতিহৃষ্টো দৃশ্যতে তথা স্বভূতাং শ্রিয়ং পশ্যন্ হরিরিত্যর্থঃ। এতদুক্তমিতি। স্বপ্রাধান্যেন বিশিষ্টপ্রাধান্যেন। আহ্বয়োক্তিরূপেতি। আহ্বয়া ভগবন্নামানি উক্তয়ো

ভগবদ্বাক্যানি চ তদ্রূপেত্যর্থঃ। রাধাদিশ্রীরূপা চেতি। পুরুষবোধিন্যাম-থর্ব্বোপনিষদি "গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে" ইত্যারভ্য "দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইত্যভিধায়োত্তরত্র "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ" ইতি পঠ্যতে। গৌতমীয়ে চ তন্মন্ত্রকথনে—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা" ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমিব শ্রীরাধায়া মহালক্ষ্মীত্বং সিদ্ধম্। শঙ্কাবিশেষাস্তু ভাষ্যপীঠকে নিরস্তা দ্রষ্টব্যাঃ। তদন্যাসাং শ্রীত্বং তু তদবতারত্বাদ্বোধ্যং কৃষ্ণাবতারত্বাদ্‌-যথা নৃসিংহাদীনাং ভগবত্ত্বম্। তত্র বল্লবীনাং নিত্যপ্রিয়াণাং শ্রীত্বং যথা—"লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ইতি "গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্" ইতি চ স্মৃতেঃ। পট্ট-মহিষীণাং তত্ত্বন্তু "রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতঃ" ইতি স্মরণাৎ। শ্রীজানক্যা-স্তত্ত্বন্তু শ্রীরামায়ণাদ্‌বোধ্যম্। নমু পরৈব চেদ্ধর্ম্মাদিরূপতাং ধত্তে তর্হি পশ্চাজ্জাতানাং তেষাং মহদাদীনামিব কার্য্যতাপত্তেরনিত্যত্বমিতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম্মাদিরূপতা স্থিতি। যদুক্তং জিতন্তে স্তোত্রে—"নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যভোগো-পকরণাচ্যুত" ইতি। "তজ্জনানুযায়িভিঃ" ইতি। তত্র শান্তাস্বরূপয়া রেখা-স্বরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টং হরিং ধ্যায়ন্তি পশ্যন্তি চ দাসাঃ সখায়শ্চ তৎকান্তা-রূপয়া তয়া চ বিশিষ্টং তং যথাধিকারং চিন্তয়ন্তি লভন্তে চ। বাৎসল্য-ভাবাস্তু তাদৃশং তং লালনরূপেণোপাসনেনানুভবন্তি। শৃঙ্গারভাবাস্তু তাদৃশং তং সাক্ষাদেব ধ্যায়ন্তি পরিচরন্তীতি তত্তদনুগামিভিঃ সর্ব্বৈর্ভক্তৈঃ শ্রীমত্ত্বং ভাব্যম্ ॥ ৪২ ॥

টীকানুবাদ—'উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ' এই সূত্রে। 'শক্তিতদাশ্রয়য়োরিতি' অর্থাৎ পরা শক্তি শ্রীদেবী ও শ্রীহরির। 'তথাপি শক্ত্যাশ্রয়স্য' ইতি—তথাপি অর্থাৎ বিশেষধর্ম্মবলে ভেদকার্য্য অধিগত হইলেও। 'স্বারামত্বপূর্ণত্বাদ্যমুগুণমিতি' —অতএব শ্রীরমণকারী হইয়াও শ্রীহরির আত্মারামত্ব, পূর্ণত্বাদি-বোধক বাক্যগুলি সঙ্গত হইতেছে। ইহার দ্বারা নিষ্কাম শ্রীহরির ভক্তানুগ্রহের জন্য ঐসকল লীলা হয়, ইহা বাস্তব নহে,—এইরূপ দুরুক্তি খণ্ডিত হইল। 'যো হ বৈ তু' ইত্যাদি বাক্যটী শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের অন্তর্গত। ইহার অর্থ—যে সকল প্রাণী দেবভোগ্য ও মনুষ্য-ভোগ্যবস্তু-ভোগ কামনা করে

অর্থাৎ কামাধীশ্বর মদন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া রূপ-রস-স্পর্শাদি ভোগ্য-বস্তুগুলি ভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে কামী বলা হয়, আর যিনি কামতুল্য স্ব-স্বরূপভূত শ্রীবিষয়ক প্রেমাধীন হইয়া শ্রীনিষ্ঠ রূপ-স্পর্শাদি কামনা করেন, সেই শ্রীহরি অকামী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কামী হইতে স্বতন্ত্র। 'তেনাত্মানুভবলক্ষণেনেতি' তেন—সেই প্রেম—আত্মানুভবস্বরূপ। আপত্তি হইতেছে, যদি শ্রীদেবী পরমেশ্বরের আত্মস্বরূপ হন, তবে সেই শ্রীদেবীর সহিত রমমাণ শ্রীহরির লৌকিক আনন্দের মত আনন্দাতিশয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, 'স্বাত্মক শ্রীস্পর্শাদিতি'—ইহার তাৎপর্য্য—সাধারণ লোক যেমন নিজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হন দেখা যায় সেইরূপ শ্রীহরিও নিজের আত্মভূত শ্রীকে দেখিয়া হৃষ্ট হয়েন। 'এতদুক্তং ভবতীতি'—যখন সেই পুরুষোত্তমতত্ত্ব নিজ বিশিষ্ট প্রাধান্যযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, তখন পুরুষোত্তম বলা হয়। 'শব্দাকারেণাহ্বয়োক্তিরূপতা' ইতি—আহ্বয় অর্থাৎ ভগবন্নাম এবং উক্তি ভগবৎস্বরূপবোধক বাক্য, তদ্রূপে প্রকাশ পাইলে। রাধাদি শ্রীরূপা চ ইতি—পুরুষতত্ত্ববোধিনী অথর্ব্বশিরা উপনিষদে কথিত হয় যে, গোকুলনামক মথুরা প্রদেশে ইহা আরম্ভ করিয়া শ্রীহরির দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা এই বলিয়া পরে বলিতেছেন—যে পরা শক্তির অংশে লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বিরাজমানা। গৌতমীয়তন্ত্রেও রাধামন্ত্র-কথনপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা' ইত্যাদি শ্রীরাধাদেবী কৃষ্ণময়ী পরদেবতা স্বরূপিণী, তিনি সর্ব্বলক্ষ্মী, সর্ব্বকান্তি, পরা সম্মোহিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের যেমন স্বয়ং ভগবত্তা স্বরূপসিদ্ধ, সেইরূপ শ্রীরাধারও মহালক্ষ্মীত্ব স্বরূপসিদ্ধ। এ-বিষয়ে বিশেষ বিশেষ আশঙ্কাগুলি ভাষ্যপীঠকে নিরাকৃত হইয়াছে জানিবে। পরাশ্রী-ভিন্ন অপরকেও শ্রীশব্দে আখ্যাত করা হয়, তাহা সেই পরা শ্রীর'ই অবতারত্বহেতু জানিবে। যেমন নরসিংহাদি অবতারের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব-নিবন্ধন। ভগবানের নিত্য প্রিয়া গোপীদিগেরও শ্রীত্ব-বিষয়ে প্রমাণ যথা—'লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানমিত্যাদি'—লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সম্ভ্রম সহকারে সেব্যমান, আদিপুরুষ সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি। এখানে গোপীদিগকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে। আবার 'গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্'। শ্রীরূপিণী গোপীগণ সেই অচ্যুত অতীবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়া। এই বাক্যেও গোপীদিগের শ্রীসংজ্ঞা

দেওয়া হইয়াছে। পট্টমহিষী রুক্মিণী প্রভৃতিরও শ্রীত্ব-বিষয়ে প্রমাণ আছে—যথা 'রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতঃ'। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। সীতাদেবীরও শ্রীত্ব বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে অবগন্তব্য। আপত্তি হইতেছে,—যদি পরা শ্রীই ধর্ম্মাদিরূপতা ধারণ করেন, তবে সেই ধর্ম্ম-গুলি মহদাদিতত্ত্বের মত পরে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের কার্য্যত্ব হইয়া পড়িল, সুতরাং ধর্ম্মগুলি অনিত্য—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পরা শ্রীর ধর্ম্মাদি-রূপতা স্বরূপতঃ অনাদিসিদ্ধ, পরে জাতা নহে। এ-কথা বিষ্ণুপুরাণে 'জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদি' স্তোত্রে বর্ণিত আছে, যথা 'নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যভোগোপ-করণাচ্যুত'। হে অচ্যুত! তুমি নিত্য স্বরূপসিদ্ধ জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য ও ভোগোপকরণাদি সমন্বিত। 'তজ্জনানুযায়িভিরিতি'। 'তজ্জন' বলিতে শান্ত, দাস, সখা ও বাৎসল্যভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্ত। তন্মধ্যে শান্তস্বভাব ভক্তগণ রূপহীন রেখাস্বরূপ শ্রীবিশিষ্ট শ্রীহরিকে ধ্যান করেন ও দর্শন করেন। দাস্য-সখ্যভাবাপন্ন ভক্তগণ শ্রীহরির কান্তারূপিণী শ্রীর সহিত হরিকে অধিকার অনুসারে ধ্যান করেন ও সেইরূপেরই সাক্ষাৎ করেন। আর বাৎসল্যভাবা-পন্নগণ তাদৃশ শ্রীহরির লালনাত্মক উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎ অনুভব করেন। কিন্তু শৃঙ্গারভাবাপন্ন ভক্তগণ শৃঙ্গারী শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ ধ্যান করেন ও পরিচর্য্যা করেন। যাহাই হউক, সেই সেই ভাবাপন্ন ভক্তগণ সকলেই শ্রীভগবান্‌কে শ্রী-বিশিষ্টরূপে ধ্যান করিবেন॥ ৪২॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রেও অপর একটি পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা-করতঃ মীমাংসা করিতেছেন। যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, রতিবিচারে দেখা যায়, বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার আলম্বন দুই প্রকার আশ্রয় ও বিষয়। রতি যাঁহাতে থাকে, তিনি তাঁহার আধাররূপে আশ্রয়। রতি যাহার প্রতি ধাবিত হয়, তিনি ঐ রতির বিষয়। সুতরাং রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, মোহনতা, সৌন্দর্য্য, রূপ চেষ্টা প্রভৃতি রসের উদ্দীপন। যেখানে বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে ভেদ থাকে, সেখানেই শৃঙ্গারাভিলাষ উদিত হয়, কিন্তু শ্রীশক্তি যদি শ্রীভগবানের সহিত অভেদ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে শৃঙ্গারাভিলাষ সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসার্থ

সূত্রকার বলিতেছেন যে, শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ হইলেও শক্তির আশ্রয় শ্রীহরি শ্রীপুরুষোত্তমস্বরূপে এবং শক্তি শ্রীদেবী যুবতীরত্নস্বরূপে উপস্থিত হয়েন বলিয়া শ্রীহরির আত্মারামত্ব ও পূর্ণত্বের অনুকূল কামাদি উদয় হইবেই অতএব উহা সিদ্ধ। অথর্ব্বোপনিষদের প্রমাণেও ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"এবং পরিষঙ্গ-করাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।১৬)

অর্থাৎ বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ লক্ষ্মীর অধিপতি (প্রভু) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধদৃষ্টি, উদ্দামবিলাস ও হাস্য সহকারে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে—কৃষ্ণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বস্তু, তাঁহার শক্তি অনন্ত। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায়। এক পরা শক্তির বিভূতি সকলকে অনন্ত শক্তি বলা হইল। এক কৃষ্ণ যত সংখ্যা গোপীশক্তি তত সংখ্যক হইয়া প্রকটিত হইলেন। সবই কৃষ্ণ; কিন্তু চিচ্ছক্তি যোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে গোপীদিগকে প্রকটিত করিলেন। রস-পুষ্টির জন্য এ-স্থলে যে লীলা স্বরূপ-শক্তি যোগমায়া প্রকটিত করিলেন, তাহা অর্ভক-প্রতিবিম্বের ন্যায়ই বটে। কিন্তু এই লীলা চিচ্ছক্তিপ্রকটিত বলিয়া নিত্য ও স্বতঃপ্রকাশ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"অত্রাপি একৈকয়া প্রিয়য়া সহ একৈকস্বরূপো রেমে ইত্যর্থঃ। তাসাং হ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাৎ। স্ব-প্রতিচ্ছবিত্বানৌচিত্যাৎ ব্যাখ্যান্তরং নেষ্টম্॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর-তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয়।
এক-দুই-গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৮২-৮৬)

আরও পাই,—

"যদ্যপি সৌন্দর্য্য—কৃষ্ণমাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৯৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৬)

আরও পাই,—

"নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়'॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৪০)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ লঃ ১ শ্লোক)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।"
(ভাঃ ১০।১৬।৩৬)। ৪২।

অবতরণিকাভাষ্যম্—তত্রৈব শ্রূয়তে। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেদিত্যোং তৎসৎ" ইতি। অত্র সংশয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণত্বেন গুণেন শ্রীহরেরুপাসনং নিয়তং ন বেতি।—অবধারণস্বারস্যাত্তেন তন্নিয়তমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই অথর্বশিরা উপনিষদেই শ্রুত হইতেছে যে—তস্মাদিত্যাদি, অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান করিবে, জপ করিবে, ভজন করিবে ও তাঁহাকে পূজা করিবে, তিনিই পরমতত্ত্ব শাশ্বতপুরুষ। এই শ্রুতিতে সংশয়—এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে শ্রীহরির উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, শ্রুতিতে যখন 'কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ' ইহাতে অবধারণার্থক 'এব' শব্দ শ্রুত হইতেছে, তখন সেইরূপেই উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র শ্রীমত্ত্বেনোপাসনং সর্ব্বেষাং নিয়তমিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েদিত্যত্র বিভুবিজ্ঞানানন্দযশোদাস্তনন্ধয়ত্বেন তন্নিয়মপ্রতীতেরিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ।' তত্রৈবেত্যাদি। তত্রৈবাথর্ব্বশিরসি। তস্মাদিতি। কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ সর্ব্বেশ্বরো ন তু শিতিকণ্ঠাদিরিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই অধিকরণোত্থিত-বিষয়ে সঙ্গতি দেখাইতেছেন—পূর্ব্ব অধিকরণে শ্রীহরির শ্রীদেবী-বিশিষ্টরূপে সকলের উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা তো যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'এব' শব্দ দ্বারা কেবল শ্রীকৃষ্ণই অর্থাৎ যিনি বিভু এবং বিজ্ঞানানন্দময়, সেই

যশোদাস্তন্যপায়িত্বরূপে তাঁহারই উপাসনা প্রতীত হওয়ায় সকল দেবতার পক্ষে তদ্রূপে উপাসনা বিহিত নহে, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান হওয়ায় আক্ষেপ-সঙ্গতি। 'তত্রৈবেত্যাদি' তত্র—অথর্ব্বশিরা নামক উপনিষদে 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এবেত্যাদি' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর কিন্তু শিতিকণ্ঠ—মহাদেবাদি নহেন—

তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্

সূত্রম্—তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ—শ্রীকৃষ্ণত্বরূপেই উপাসনার কোন নিয়ম নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ শ্রীবলদেবাদিরও উপাসনা দৃষ্ট হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণরূপে উপাসনারও নিয়ম বিফল, তাহা নহে; যেহেতু শ্রীবলদেবাদির উপাসনায় পৃথক্ ফল অর্থাৎ কৃষ্ণোপাসনার প্রতিবন্ধনিবৃত্তি ঐ নিয়মের ফল ॥ ৪৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তেন নির্দ্ধারণেনানিয়মঃ শ্রীকৃষ্ণত্বেনৈব ধর্ম্মেণ শ্রীহরিরুপাস্যো নান্যেন শ্রীরামত্বাদিনেতি নিয়মো নেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণত্বং যশোদাস্তনন্ধয়ত্বে সতি বিভুবিজ্ঞানানন্দবস্তুত্বম্। এবং কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ। "যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ। চতুঃশব্দো ভবেদেকো হ্যোঙ্কারস্যাংশকৈঃ কৃতঃ" ইতি তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণাত্মভূতানাং বলদেবাদীনামপি তত্ত্বদুপাস্যত্বপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। তর্হি কৃষ্ণ এবেত্যবধারণং বিফলম্। তত্রাহ—পৃথগিতি। হি যস্মাত্তৎ ফলং পৃথগস্তীত্যর্থঃ। কিন্তদিত্যাহ। অপ্রতিবন্ধ ইতি। দেবতান্তরপারম্যস্য শ্রীকৃষ্ণোপাস্তিপ্রতিবন্ধস্য বিনিবৃত্তিস্তদিত্যর্থঃ। তথাচ শক্তৌ রুচৌ চ সত্যাং সমুচ্চিত্যোপাসনং তদভাবে তু তেনৈবেতি স্থিরম্ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই নির্দ্ধারণ দ্বারা কোন নিয়ম করা হইতেছে না যে শ্রীকৃষ্ণত্বরূপেই শ্রীহরি উপাস্য, অন্য রামত্বাদি ধর্ম্মে নহে, এইরূপ নিয়ম নাই। শ্রীকৃষ্ণত্ব ধর্ম্ম হইতেছে, যিনি যশোদার স্তন্যপায়ী অথচ বিভু, বিজ্ঞানানন্দময় স্বরূপ। এইরূপ নিয়মাভাব কোথা হইতে জানিলে? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্দৃষ্টেঃ' যেহেতু তাহা বর্ণিত আছে, যথা 'যত্রাসৌ সংস্থিত··· অংশকৈঃ কৃতঃ' ইতি যেখানে ঐ বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ শক্তির সহিত সমন্বিত হইয়া বলরাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণীর সহিত লীলারত আছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাচক, এই চারিটি শব্দ-মিলিত একমাত্র প্রণবের চারি-অংশের (অকার, উকার, মকার ও নাদাত্মক) দ্বারা রচিত। সেইস্থলেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূত বলদেব প্রভৃতিরও শ্রীকৃষ্ণের মত উপাস্যতা প্রতীত হইতেছে। যদি বল, তবে 'কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ' এই 'এব' শব্দ কি অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা বিফল, তাহাও নহে, 'পৃথক্হ্য-প্রতিবন্ধঃ ফলম্' হি—যেহেতু তাহার ফল স্বতন্ত্র আছে। কি সেই ফল? তাহা বলিতেছেন—'অপ্রতিবন্ধঃ' অন্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রতিবন্ধক, ইহার নিবৃত্তি করাই তাহার ফল। ফলকথা, শক্তি ও রুচি থাকিলে সমুচ্চিতভাবে বলদেবাদির উপাসনা কর্ত্তব্য, শক্তি ও রুচির অভাবে কেবল কৃষ্ণত্বরূপেই উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তন্নির্দ্ধারণেতি। তেন কৃষ্ণত্বেনৈব। শ্রীকৃষ্ণত্বঞ্চ যশোদেতি। যথাহুর্নামকৌমুদীকারাঃ। তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি কৃষ্ণশব্দস্য রূঢ়িরিতি। দলদ্বয়ার্থশ্চ "ন চান্তর্ন বহির্যস্য" ইত্যাদৌ শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তং বর্ণিতঃ। যত্রাসাবিতি। ইহ রুক্মিণীসাহিত্যেন শ্রীমত্ত্বস্যাগতত্বাচ্চোক্তং নিরস্তম্। তচ্চ শ্রীরাধাদীনামুপলক্ষণম্। তদাত্মভূতানামিতি। ইতরথা শ্রুতং তেষামুপাসনং বিলুপ্যেতেত্যভিপ্রায়ঃ। এতচ্চ শ্রীনৃসিংহাদীনামুপলক্ষণম্। পৃথগিতি। অন্যদিত্যর্থঃ। সমুচ্চিত্যেতি। কৃষ্ণত্বরামত্বাদীন্ সর্ব্বান্ গুণানাদায়েত্যর্থঃ। তদভাবে শক্তিরুচ্যোরভাবে। তেনৈব কৃষ্ণত্বেনৈব গুণেন ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ—'তন্নির্দ্ধারণার্থেত্যাদি' সূত্রে—তেন নির্দ্ধারণেনেতি ভাষ্যে—তেন—শ্রীকৃষ্ণত্বরূপেই। শ্রীকৃষ্ণত্ব ধর্ম্ম কি? বলিতেছেন—যিনি তমালবর্ণ,

যশোদার স্তন্যপায়ী হইয়াও বিভু ও বিজ্ঞানানন্দময়, তিনিই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণত্বই তাঁহার স্বরূপ। নামকৌমুদী গ্রন্থকার যেরূপ বলিতেছেন—যিনি তমাল বৃক্ষের মত শ্যামকান্তি, যশোদার স্তন্যপায়ী সেই পরব্রহ্মেই শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের প্রসিদ্ধি। মুনীন্দ্র শুকদেবও 'নচান্তর্ন বহির্যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে যশোদাস্তনন্ধয়ত্বে সতি বিভুবিজ্ঞানানন্দময়ত্ব এই দুই অংশের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। 'যত্রাসৌ সংস্থিতঃ' ইত্যাদি শ্লোকে রুক্মিণী সহিতত্ব বলায় শ্রীযুক্তত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। রুক্মিণী-সহিতত্ব উক্তি শ্রীরাধাদিসাহিত্যেরও জ্ঞাপক জানিবে। 'তদাত্মভূতানামিতি' শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূত বলদেবাদিরও উপাস্যত্ব প্রতীত হওয়ায়। যদি তাঁহাদেরও উপাস্যত্ব না বলা হয়, তবে তাঁহাদের উপাসনার উক্তি ব্যর্থ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা—বলদেবাদির মত নৃসিংহাদি-অবতারের উপাসনার জ্ঞাপক জানিবে। 'ফলং পৃথগস্তি' পৃথক্—স্বতন্ত্র। 'সমুচ্চিত্যেতি সমুচ্চিত্যোপাসনম্' ইতি—সমুচ্চিত্য—শ্রীকৃষ্ণত্ব-বলদেবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসহকারে—এই অর্থ। তদভাবে—শক্তি ও রুচি না থাকিলে, তেনৈব—কেবল কৃষ্ণত্বরূপেই উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—গোপালতাপনী শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেৎ" ইত্যাদি বাক্য হইতে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, তাহা হইলে শ্রীহরি কি কেবলমাত্র কৃষ্ণস্বরূপেই উপাস্য? অথবা অন্যরূপেও উপাসনা করা যাইবে? এস্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, যখন শ্রুতি 'এব' শব্দের দ্বারা কৃষ্ণকেই অবধারণ করিতেছেন, তখন কৃষ্ণরূপেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, ঐরূপ কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই যে, শ্রীকৃষ্ণত্বরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, শ্রীবলরামত্বাদিরূপে উপাসনা হইবে না। কারণ উক্ত শ্রুতিতেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদাত্মভূত শ্রীবলদেবাদির উপাস্যত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন পাওয়া যায়,—শ্রীকৃষ্ণ যশোদার স্তন্যপায়ী হইলেও বিভু ও বিজ্ঞানানন্দময় বস্তু। তিনি ত্রিবিধ শক্তির সহিত সমাহিত থাকেন এবং বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত লীলা করেন। একমাত্র প্রণবই চারিবর্ণে চারি অংশে রুক্মিণ্যাদিরূপে বিরাজিত।

এ-স্থলে ‘এব’ শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্র ফল বুঝাইতেছেন অর্থাৎ দেবতান্তরের পরতমতা নিরাসপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রতিবন্ধক দূর করাই উক্ত ‘এব’ শব্দ ব্যবহারের ফল। শক্তি এবং রুচি থাকিলে ব্যূহের উপাসনা বা অন্য নৃসিংহাদি ভগবদবতারের উপাসনা করিতে কোন দোষই হইতে পারে না ; তবে শক্তির অভাব ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করাই স্থির জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥” (ভাঃ ১০।৯।১৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি—শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৯-১৫০)

“ ‘ভক্ত্যে’ ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত-স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্॥”
“বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান॥”
“প্রভাববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন॥”
“লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা যাঁর না যায় গণন॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥"

(ভাঃ ১০।৪০।৭) ॥ ৪৩ ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপাগুণের উপসংহার করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ গুরুগম্যত্বং গুণমুপসংহর্ত্তুমারভ্যতে। বিদ্যাপ্রদেশেষু শ্রূয়তে—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইতি চান্যত্র। ইহ সংশয়ঃ। গুরুলব্ধাচ্ছ্রবণাদিতঃ ফলং গুরুপ্রসাদসহিতাত্তস্মাদ্বেতি। তত্র শ্রবণাদিতঃ ফলাভিধানাৎ কিং তৎপ্রসাদেনেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর আচার্য্যলভ্য বিদ্যা দ্বারা উপাসনার কর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিদ্যাপ্রকরণে কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তির দেবতায় পরা ভক্তি এবং দেবতার মত গুরুর উপরও পরমা ভক্তি, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই উপনিষৎ-প্রোক্ত ফল প্রকাশ পায় অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। অন্য শ্রুতিতেও আছে যে 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' যিনি আচার্য্যের আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবায় রত থাকেন, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন, অতএব ব্রহ্ম জানিবার জন্য গুরুর নিকট যাইবেন। এই উক্তিতে সংশয় হইতেছে—গুরু-মুখে শ্রুত ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাদি হইতে কি তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল হইবে? অথবা গুরুপ্রসাদ-সহিত শ্রবণাদি হইতে ফল হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন কেবল গুরুমুখ হইতে শ্রুত-শ্রবণাদি হইতে ফল লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তখন গুরুর অনুগ্রহের আবশ্যকতা নাই, কেবল শ্রবণমাত্রেই ফল-সিদ্ধি হইবে, এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র কৃষ্ণত্বাদিধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়েন বিকল্পেন চোপাসনমুক্তম্। তদেব কার্য্যমস্তু তেনৈব মোক্ষলক্ষণস্য ফলস্য সিদ্ধেঃ। দেশিক-লভ্যত্বগুণেনোপসংহৃতেন তদুপাসনং মাস্তু তেন ফলানতিরেকাদিতি প্রত্যুদাহরণং সঙ্গতিঃ। অথ গুর্ব্বিতি। যস্যেতি। হরি-গুরুভক্ত্যা যেনেয়মুপনিষৎ পঠ্যতে তস্যৈব তদর্থাঃ স্ফুরন্তি ফলায় চ কল্পন্তে। যেন জীবিকার্থিনা তদ্ভক্তিবিরহিতেন ছদ্মনা পঠ্যতে তস্য তু নেত্যর্থঃ। আচার্য্যবানিতি। কৃতগুর্ব্বাশ্রয়ণঃ সর্ব্বদা তৎসেবী চেত্যর্থঃ। ফলং হরিসাক্ষাৎকারঃ। তস্মাৎ শ্রবণাদেঃ। তৎপ্রসাদেন গুরুকৃপয়া।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণত্ব-বলরামত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুচ্চিতভাবে অথবা অক্ষমতা ও অরুচি-পক্ষে কেবল কৃষ্ণত্বরূপে উপাসনাই কর্ত্তব্য। বেশ, তাহাই করণীয় হউক; যেহেতু তাহার দ্বারাই মুক্তিরূপ ফলের সিদ্ধি হইয়া থাকে। আচার্য্যলব্ধ বিদ্যা দ্বারা সেই উপাসনা না হউক, কারণ তাহাতে অতিরিক্ত ফল কিছুই নাই; এই প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি বা আক্ষেপসঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণের আরম্ভ অথ গুরুগম্যত্বম্ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। শ্রীহরি ও শ্রীগুরুতে সমভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি এই উপনিষদ্ পাঠ করে, তাহারই সেই ঔপনিষদ-অর্থ প্রতিভাত হয় এবং ফলসিদ্ধি হয়। কিন্তু যে হরি ও গুরুভক্তিরহিত হইয়া জীবিকার জন্য ছলে পাঠ করে অর্থাৎ পাঠের ছল দেখায়, তাহার সে ফল হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি'—আচার্য্যবান্ অর্থাৎ সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহার সেবায় সর্ব্বদা রত যে থাকে। তাহার শ্রীহরিসাক্ষাৎকাররূপ ফল হয়। তস্মাদ্বা ইতি—শ্রবণাদি হইতে। কিংতৎ-প্রসাদেনেতি—তৎপ্রসাদেন—গুরুকৃপায় প্রয়োজন কি ?

প্রদানাধিকরণম্

সূত্রম্—প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—প্রসন্ন-গুরু কর্ত্তৃক যেরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত শ্রবণাদি প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপই ফল-প্রাপ্তি হইবে। ৪৪।

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা প্রসন্নেন গুরুণা ব্রহ্মাপ্তিহেতুঃ শ্রবণাদি সাধনং দত্তং তথৈব তৎপ্রাপ্তিরূপং ফলং ভবতি। ন তু শ্রবণাদিমাত্রেণেত্যাবশ্যকম্। তদ্‌গুর্ব্বনুগ্রহাবেক্ষণমুক্তম্। প্র-শব্দঃ প্রসাদং ব্যঞ্জয়তি। আহ চৈবং শ্রীভগবানরবিন্দাক্ষঃ। আচার্য্যোপাসনং শৌচমিতি। তথাচ তদনুগ্রহসহিতাচ্ছ্রবণাদিতস্তৎপ্রাপ্তিরিতি ॥৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীগুরু প্রসন্ন হইয়া যে ভাবে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির হেতুভূত শ্রবণাদি উপায় বলিয়া দিয়া থাকেন সেইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল হইবে, কেবল শ্রবণাদি দ্বারা হইবে না, অতএব গুরুপ্রসাদ আবশ্যক। তদুক্তমিতি—তদ্‌-গুরুর অনুগ্রহ-সাপেক্ষতা কথিত হইয়াছে। সূত্রোক্ত 'প্রদান-পদে' প্র-শব্দ প্রসাদের সূচক। পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি এই কথাই বলিয়াছেন—'আচার্য্যোপাসনং শৌচমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। অতএব সিদ্ধান্ত এই—শ্রীগুরুর অনুগ্রহ-সহকৃত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদি হইতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ফল হয় ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্র-শব্দ ইতি। প্রসাদং বিনা প্রকর্ষেণ বিদ্যাদানং ন ভবেদিতি তথৈব ব্যাখ্যাতম্। অস্তি হি হরেরাচার্য্যে বিশেষঃ। "হরির-ধোঽপি নিনীষত্যসাধু কর্ম্ম কারয়তি দৈত্যেষু বিপরীতমুপদিশতি চ আচার্য্যস্তু সর্ব্বানূর্দ্ধং নিনীষতি সাধ্বেব কর্ম্ম কারয়তি সর্ব্বত্র যথার্থং বদতি" ইতি। তল্লক্ষণঞ্চ স্মরন্তি। "শাস্ত্রোক্তং ধর্ম্মমুচ্চার্য্য স্বয়মাচরতে সদা। অন্যেভ্যঃ শিক্ষয়েদ্‌যস্তু স আচার্য্যো নিগদ্যতে"। তস্মাদ্‌গুরুকৃপা স্পৃহণীয়ৈব ॥ ৪৪ ॥

টীকানুবাদ—সূত্রোক্ত প্র-শব্দটি প্রকর্ষের সূচক, গুরুর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যাদান হয় না, এইজন্য ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীহরি হইতে আচার্য্যের বিশেষত্ব আছে, যথা—হরি অধোগামী করিতেও চাহেন, আবার অসাধু কর্ম্মও করান, দৈত্যদিগকে বিপরীত শাস্ত্রার্থ উপদেশ দেন, কিন্তু আচার্য্য সকল শিষ্যকেই ঊর্দ্ধলোকে লইতে চান ও সাধুকর্ম্মই করান, দেব-দৈত্য সকলকেই যথার্থ কথা বলেন। আচার্য্যের লক্ষণ পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া থাকেন, যথা—যিনি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম উচ্চারণ করিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা তাহা আচরণ করেন এবং অপর সকলকে সেই শাস্ত্রই শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য বলিয়া কথিত হন। অতএব গুরুকৃপা অবশ্যই স্পৃহণীয় ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে শ্রীগুরুর নিকট লব্ধবিদ্যার দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য—ইহা বুঝাইবার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন—

মুণ্ডকে পাওয়া যায়,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুঃ ১।২।১২)

ছান্দোগ্যে পাই,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২)

শ্বেতাশ্বতর বলেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" (শ্বেঃ ৬।২৩)

এ-স্থলে সংশয় এই যে, শ্রীগুরুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই ফল হইবে? অথবা তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য বা ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহেরও অপেক্ষা আছে?

পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শ্রীগুরুর নিকট শ্রবণ করিলেই যখন ফলের কথা শুনা যায়, তখন আর শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার প্রয়োজন কি? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত যেরূপ শ্রবণাদি সাধন প্রদান করেন, তদ্রূপই সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল হইয়া থাকে, কেবল শ্রবণের দ্বারা হয় না, শ্রীগুরুর প্রসন্নতা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪৮)
এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥" (ভাঃ ১১।১২।২৪)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥" (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)
"ইত্থং বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি।
গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥" (ভাঃ ১০।৮০।৪৩)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

আরও পাই,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১)

শ্রীগীতায় পাই,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"ন চ শ্রবণাদিমাত্রেণ ব্রহ্মদৃষ্টির্ভবতি। কিন্তু সতি কর্ত্তব্যে ন যথা গুরুদত্তং তথৈব ভবতি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি হ্যুক্তম্"॥ ৪৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বপ্রযত্নো বলবান্ শ্রীগুরুপ্রসাদো বেতি সন্দেহেঽকৃতে প্রযত্নে তৎপ্রসাদস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ স্বপ্রযত্নো বলবানিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সন্দেহ হইতেছে—নিজের চেষ্টা প্রবল? অথবা গুরুর অনুগ্রহ? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, নিজে চেষ্টা না করিলে কেবল গুরুর অনুগ্রহে কিছুই কাজ হয় না, অতএব নিজের চেষ্টাই প্রবল, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—গুরুপ্রসাদ-ভগবদুপাসনে মুক্তিহেতূ ইত্যুক্তং প্রাক্। তে আশ্রিত্য তয়োর্বলাবলে বিচিন্ত্যে ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথ স্বপ্রযত্ন ইত্যাদি। স্বপ্রযত্নঃ স্বকর্ত্তৃকশ্রবণাদিব্যাপারঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে, শ্রীগুরুর প্রসাদ ও শ্রীভগবানের উপাসনা এই দুইটি মুক্তির কারণ; সেই দুইটি আশ্রয় করিয়া ঐ উভয়ের বলাবল বিচার কর্ত্তব্য; এই আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। অথ স্বপ্রযত্ন ইত্যাদি—স্বপ্রযত্ন শব্দের অর্থ নিজ কর্ত্তৃক শ্রবণ-মননাদি ব্যাপার।

লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ—বহু প্রমাণ থাকায় গুরুর প্রসাদনই যদিও প্রবল, তথাপি শ্রবণাদি আবশ্যক ॥ ৪৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্মশ্রুতবতা সত্যকামেন ভগবাংস্ত্বেব মে কামং ব্রূয়াদিতি শ্রীগুরুঃ প্রার্থ্যতে। তথাগ্নিভ্যঃ শ্রুতবিদ্যেনোপকোশলেন চেত্যাদিছান্দোগ্যাদিদৃষ্টগুরুপ্রসাদনলিঙ্গ-বাহুল্যাত্তৎপ্রসাদনমেব বলিষ্ঠম্। তর্হি তাবতালমিত্যপি ন মন্তব্যম্। কিন্তর্হি। তদপি শ্রবণাদি চ কর্ত্তব্যম্। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "গুরুপ্রসাদো বলবান্ ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে" ইতি স্মৃতেশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঋষভদেব প্রভৃতির নিকট হইতে জাবাল সত্যকাম ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া গৌতমাচার্য্য গুরুর নিকট প্রার্থনা করিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার অভীষ্ট বস্তু বলিবেন। আবার গার্হপত্য অন্বাহার্য্য-

পচন ও আহবনীয় অগ্নির নিকট উপকোশল রাজা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও সত্যকাম গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহা হইতে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি ছান্দোগ্যাদি-দৃষ্ট গুরুপ্রসাদন উক্তি বহু থাকায় তাহাই প্রবলতর জানিবে। তাই বলিয়া কেবল গুরুপ্রসাদন যথেষ্ট, ইহা মনে করা উচিত নহে, তবে কি ? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন 'তদপি' শ্রবণ, মননাদিও কর্ত্তব্য। যেহেতু ঐ উভয় সম্বন্ধে প্রমাণ দেখা যায়, যেমন 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ' ইত্যাদি আবার 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ' ইত্যাদি। পুরাণাদিতেও কথিত আছে 'গুরুপ্রসাদো বলবান্ ইত্যাদি··· মোক্ষ সিদ্ধয়ে ইত্যন্তবাক্য'। যদিও শ্রীগুরুর অনুগ্রহ নিজ চেষ্টা অপেক্ষা প্রবল, তাহা হইতে আর কিছু প্রবলতর নাই, তাহা হইলেও মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণাদিও কর্ত্তব্য ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—লিঙ্গেতি। ঋষভাদিভ্য ঋষভাগ্নিহংসমদ্‌গুভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ। ভগবানিতি। গৌতমমাচার্য্যং প্রতি সত্যকামোক্তিঃ। ভগবাংস্ত্বেব গৌতম-স্ত্বেব মে সত্যকামস্য কামমভীষ্টং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। অগ্নিভ্যো গার্হপত্যান্বাহা-র্য্যপচনাহবনীয়েভ্যস্ত্রিভ্যঃ। আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যেঽস্তি—জবালয়া মাত্রা প্রেরিতো জাবালঃ সত্যকামো গৌতমমুপসসাদ। স গৌতমস্তু তমুপনীয় গোসেবায়াং নিযোজয়ামাস। তস্য গুরুনিষ্ঠয়া প্রসন্না ঋষভাদয়ো ধর্ম্মরূপাস্তস্মৈ বিদ্যামুপদিদিশুঃ। স সত্যকামস্তেভ্যঃ শ্রুতবিদ্যোঽপি গৌতমং প্রসাদ্য তস্মাৎ বিদ্যাং জগ্রাহেতি। উত্তরত্র উপকোশলো নাম বিপ্রঃ সত্যকামমুপসসাদ। স তমগ্নিপরিচর্য্যায়াং নিযোজয়ামাস। ভার্য্যয়া প্রোক্তোঽপি বিদ্যাং নাধ্যা-পিপৎ। তস্য গুরুনিষ্ঠয়া তুষ্টাস্তেঽগ্নয়স্তস্মৈ বিদ্যাং দদুঃ। অগ্নিভ্যঃ শ্রুতবিদ্যো-ঽপ্যুপকোশলঃ সত্যকামং প্রসাদ্যাত্মবিদ্যাং তস্মাৎ প্রাপেতি। অনয়োরা-খ্যায়িকয়োর্গুরুপ্রসাদো বিদ্যাফলপ্রকাশে বলীত্যাগতম্। অন্যথা তদবজ্ঞায়াং বিদ্যা নোদয়েৎ। তৎফলপ্রকাশস্তু দূরাপাস্তঃ স্যাদিতি। তাবতা গুরু-প্রসাদমাত্রেণ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৪৫ ॥

টীকানুবাদ—'লিঙ্গভূয়স্ত্বাদি' সূত্রে—ঋষভাদিভ্য ইত্যাদি ভাষ্য—ঋষভ প্রভৃতি ঋষভদেব, অগ্নি, হংস ও মদ্‌গু এই চারিটি হইতে ব্রহ্মবিদ্যা

শ্রবণ করিয়া সত্যকাম গৌতমাচার্য্যের প্রতি প্রার্থনা করিতেছেন, ভগবন্! (গৌতম) আপনিই সত্যকাম—আমার অভীষ্টতত্ত্ব উপদেশ দিবেন। তথাগ্নিভ্য ইতি গার্হপত্য, অন্বাহার্য্যপচন ও আহবনীয়—এই তিন অগ্নি হইতে। এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যে আখ্যায়িকা আছে—জবালামাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুত্র জাবাল সত্যকাম গৌতমমুনিকে আশ্রয় করিল। মহর্ষি গৌতম তাহাকে উপনীত (উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত) করিয়া গো-সেবায় নিযুক্ত করিলেন। তাহার (সত্যকামের) ঐকান্তিক গুরুসেবায় প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মাবতার ঋষভদেব প্রভৃতি চারিজন তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই সত্যকাম সেই চারি গুরু-মুখে ব্রহ্মবিদ্যা শুনিয়াও গৌতমকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহা হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপকোশল ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধেও এইরূপ আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। উপকোশল নামক এক ব্রাহ্মণ পরে সেই সত্যকামের আশ্রয় গ্রহণ করে। সত্যকাম তাহাকে অগ্নি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বিদ্যা দান করিতে বলিলেও তিনি তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাপনা করিলেন না। তাঁহার গুরুসেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই তিন অগ্নি তাঁহাকে বিদ্যা দান করেন। অগ্নিদিগের নিকট বিদ্যা শ্রবণ করিয়াও উপকোশল সত্যকামকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুইটি আখ্যায়িকায় জানা গেল—গুরুর অনুগ্রহ বিদ্যা ও ফলপ্রকাশে প্রবল। যদি গুরু-প্রসাদে অবজ্ঞা করা হইত, তবে ব্রহ্মবিদ্যা হইত না, ব্রহ্মবিদ্যার ফলতো দূরের কথা। 'তর্হি তাবতালমিতি'-তাবতা—কেবল গুরু-প্রসাদ দ্বারাই। ভাষ্যের অন্যাংশ সুস্পষ্ট ॥ ৪৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত কথার পর কাহারও যদি সংশয় হয় যে, তাহা হইলে নিজের প্রচেষ্টাই প্রবল? অথবা শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহই বলবান্? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর মত যে, যখন নিজের চেষ্টা ব্যতিরেকে শ্রীগুরুর অনুগ্রহও অকিঞ্চিৎকর দেখা যায়, তখন নিজের প্রযত্নকেই বলবান্ বলিতে হইবে, এই মতের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বেদাদি-শাস্ত্রে বহুস্থানে বহুভাবে শ্রীগুরুর প্রসাদ বা প্রসন্নতাকেই বলবান্ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তথাপি তদানুগত্যে তদুপদেশানুসারে শিষ্যের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধন আশ্রয় করাও কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্নকরতঃ তদীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। ইহাও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীগুরুর প্রসন্নতাবিষয়ক আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, তাহা এ-স্থলে ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা, এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয় ৩৮।১২৬)

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হইল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞান আচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।৭১-৮৩)

শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ-লাভের নিমিত্ত শ্রীগুরু-সেবা করাই শিষ্যের ধর্ম্ম এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞা পালনই শ্রীগুরু-সেবা। যেমন শাস্ত্রে পাই,—

"স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥"
(রঘুবংশে ১৪শ সর্গ ৫৩ শ্লোক)

"গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" সম্বন্ধে আরও পাই,—

"নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ॥" (রামায়ণ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ভট্ট কহে,—গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে, শাস্ত্র—প্রমাণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৪৪)

আরও পাই,—

"তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খাঁন।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহেন—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম—সঙ্কীর্ত্তন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০২-১০৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তত্রোপায়সহস্রাণামযং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ॥
গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥"

(ভাঃ ৭।৭।২৯-৩১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৩৭ এবং ১১।৩।২১-৩২ শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"গুরুপ্রসাদঃ সুপ্রথিতো বা বলবানিতি নিগদ্যতে। ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্ম-বিদ্যাং জ্ঞাত্বাপি সত্যকামেন ভগবাংস্ত্বেব মে কামং ব্রূয়াচ্ছ্রুতং হ্যেবং মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ আচার্য্যাৎ হ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি বচনাৎ। অত্র হি ন কিঞ্চন বিদ্যায়ত্যনুজ্ঞানাৎ। উপকোশলবচনাচ্চ লিঙ্গভূয়স্ত্বাদ্ গুরুপ্রসাদ এব বলবান্ তর্হি তাবতালমিতি ন মন্তব্যং শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিস্তদপি কর্ত্তব্যম্। বারাহে চ—গুরুপ্রসাদো বলবান্ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে" ইতি॥ ৪৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং গুণাদিবিশিষ্টস্য ভগবত উপাসনা-দ্দেশিকানুগ্রহসহকৃতাৎ ফলমিত্যাপাদিতম্। অথৈতদ্বিরোধিবাক্যা-র্থসমাধিনা পরিপুষ্যতে। গোপালতাপন্যাং মুনিভিঃ সর্ব্বারাধ্যত্বাদি-গুণকং বস্তু পৃষ্টঃ পদ্মযোনিস্তথাত্বেন শ্রীকৃষ্ণমুপদিশ্য তৎপ্রাপ্তি-হেতুং তদ্ভক্তিমুপদিশতি। তদুত্তরত্র চ। তস্মাদেব পরো রজসেতি সোঽহমিত্যবধার্য্য গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ। স মোক্ষমশ্নুতে স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্মবিদ্ভবতীত্যাদি পঠ্যতে। ইহ সোঽহ-মিত্যভেদাভ্যাসো দৃশ্যতে। অত্র সংশয়ঃ। পরাপরাত্মস্বরূপৈক্য-

বিষয়েয়ং সোঽহমিতি ভাবনা কিংবা পূর্ব্বোপদিষ্টায়া ভক্তেরেব কশ্চন প্রকার ইতি শব্দস্বারস্যাত্তদ্বিষয়াসৌ মোক্ষহেতুরিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে শ্রী-প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ভগবানের আচার্য্যানুগ্রহসহকৃত উপাসনা হইতে মোক্ষফল হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অতঃপর ইহার বিরুদ্ধ বাক্যসমূহের মীমাংসা দ্বারা ঐ প্রতিপাদন পরিপুষ্ট করিতেছেন। গোপালতাপনীতে আছে—মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সর্ব্বারাধ্যত্ব-গুণ-বিশিষ্ট বস্তু কি ? তাহার উত্তরে পদ্মযোনি বলিলেন —শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বারাধ্যত্ব-গুণবিশিষ্ট বস্তু, পরে তাঁহার প্রাপ্তি-হেতু তাঁহাতে ভক্তি, এই উপদেশ করিলেন। তাহার পরে আবার বলিলেন, তাঁহা হইতে যিনি রজোগুণের অতীত তিনিই আমি, এই নিশ্চয় করিয়া আত্মাকে গোপালরূপে ধ্যান করিবে। সেই ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে, সে ব্রহ্মবিদ্ হয় ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে 'আমি সেই রজোগুণাতীত গোপাল' এই অভেদধ্যান বারবার দেখা যাইতেছে। ইহাতে সংশয় এই—ঐ জীবব্রহ্মের ও পরব্রহ্মের যে অভেদধ্যান উহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত ঐক্য আশ্রয় করিয়া ? অথবা পূর্ব্বকথিত ভক্তিরই কোনরূপ প্রকার ? পূর্ব্বপক্ষ-বাদী তাহাতে বলেন, উহা যখন সোঽহমিত্যাদি শব্দলভ্য তখন উহা উভয়-ব্রহ্মের ঐক্য আশ্রয় করিয়াই হওয়া উচিত, তাহাই মুক্তির হেতু, ইহাতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র গুর্ব্বনুগ্রহসহিতং ভগবদুপাসনং মুক্তি-করমিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। তদুপাসনশাস্ত্রেষ্বেব ব্রহ্মজীবৈক্যভাবনায়াস্তৎকরত্ব-দর্শনাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। এবং গুণাদীত্যাদি। তথাত্বেন সর্ব্বারাধ্যত্বাদিগুণকত্বেন। তদ্বিষয়া পরাপরাত্মৈক্যবিষয়া।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে, গুরুর অনুগ্রহ-সহিত ভগবানের উপাসনা মুক্তির কারণ, ইহাতো যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু ভগবদুপাসনা-বোধক শাস্ত্রবাক্যগুলিতেই ব্রহ্ম ও জীবে ঐক্য ভাবনাকে মুক্তিপ্রদ বলা হইয়াছে—এই আক্ষেপ করিয়া সমাধানহেতু ইহাতে আক্ষেপ-সঙ্গতি 'এবং গুণাদিবিশিষ্টস্তেতি' ভাষ্যে 'পদ্মযোনিস্তথাত্বেন শ্রীকৃষ্ণমুপদিশ্য,—

তথাত্বেন—সর্ব্বারাধ্যত্বাদি-গুণবিশিষ্টত্বরূপে। তদ্বিষয়াসৌ মোক্ষহেতুরিতি—তদ্বিষয়া—পরাপরাত্মার ঐক্য ধরিয়া।

পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্

সূত্রম্—পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥৪৬॥

সূত্রার্থ—পূর্ব্বোক্ত ভক্তিরই উহা বিকল্প অর্থাৎ 'সোঽহম্' এই ভাবনা ভক্তিরই প্রকারান্তর। প্রমাণ কি? 'প্রকরণাৎ স্যাৎ'—পূর্ব্বে নৈষ্কর্ম্ম্য ভক্তিই উপক্রান্ত, উপসংহারও তদ্রূপ। অতএব তাদাত্ম্য বলিতে ভাবনার প্রকার-বিশেষই; অন্য পদার্থ নহে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'ক্রিয়ামানসবৎ'—পরিচর্য্যা, পূজাদি ক্রিয়া ও মানসধ্যান যেমন ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, সেইরূপ 'সোঽহং ভাবনা' ॥ ৪৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পূর্ব্বস্যা ভক্তেরেব বিকল্পোঽয়ং সোঽহমিতি ভাবঃ। কুতঃ? প্রেতি। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতিতস্যাঃ পূর্ব্বং প্রকৃতত্বাৎ "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি তথৈবোপসংহারাচ্চ প্রকারবিশেষ এব নার্থান্তরমিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ ক্রিয়েতি। ক্রিয়া পরিচর্য্যার্চ্চনাদিরূপা। মানসঞ্চ ধ্যানম্। তে যথা ভক্তেরেব প্রকারৌ তথা সোঽহমিতি ভাবোঽপি পূর্ব্বোপদিষ্টায়া ভক্তেঃ প্রকারবিশেষো ভবতীতি। রাগান্তয়াচ্চ গাঢ়াবেশে সতি সোঽহমিতি ভাবোঽভ্যুদেতি। কৃষ্ণোঽহমিতি সিংহোঽহমিতি চ। এতদুক্তং ভবতি। পূর্ব্ববিভাগে "কঃ পরমো দেবঃ" ইত্যাদিনা। সর্ব্বারাধ্যত্বসংসারনিবর্ত্তকত্বসর্ব্বাশ্রয়ত্বসর্ব্বকারণত্বগুণকং পরমার্থবস্তু মুনিভিঃ পৃষ্টো ব্রহ্মা "শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" ইত্যাদিনা তত্তদ্গুণকতাদৃশবস্তুত্বং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিধ্যয়ৈতদ্যো ধ্যায়তীত্যাদিনা তচ্চিন্তনতজ্জপাদিরূপয়া ভক্ত্যা সংসারভয়নিবৃত্তিং দর্শয়তি। পুনশ্চ "তে হোচুঃ

কিন্তদ্রূপম্” ইত্যাদিনা। ভজনীয়স্য তস্য তদ্ভক্তেশ্চ বিশেষপ্রশ্নে তৈঃ প্রবর্ত্তিতে “তদু হোবাচ—হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভম্” ইত্যাদিনা সপরিকরং তৎস্বরূপমুপবর্ণ্য রসস্যং পুনা রসনমিত্যাদিনা জপ্যমুপদিশ্য ভক্তিরস্য ভজনমিত্যাদিনা ভক্তিস্বরূপং নিরূপয়তি। অথোঙ্কারেণান্তরিতং যো জপতীত্যাদিনা জপ্যেন তেন প্রাপ্যং তৎস্বরূপং ফলমুক্ত্বা তচ্চ তমেকং গোবিন্দমিত্যাদিনা জ্ঞানসুখাত্মকং ভবতীতি নির্ণয়ান্তেঽপি “তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব পরো দেবঃ” ইতি তথৈবোপসংহরতি। উত্তরবিভাগে তু তৎপ্রেষ্ঠা গোপ্যস্তেন সহ বিহৃত্য পৃষ্টেন তেনাজ্ঞপ্তাস্তা বরান্নেন দুর্ব্বাসসং মুনিং ভোজয়ামাসুরিত্যেকদা হীত্যাদিনা প্রকীর্ত্ত্যতে। অথ তুষ্টেন তেন দত্তাশীর্ভিস্তাভিঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং পৃষ্টঃ স মুনিস্তল্লীলায়া লোকবিলক্ষণত্বং বিবক্ষুরয়ং হি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিনা তস্য সর্ব্বকারণত্ববিশুদ্ধস্নেহবশ্যস্বভাবত্বনিত্যতৎকান্তত্বাদিকমাচষ্টে অথ সা হোবাচেত্যাদিনা তস্য জন্মকর্ম্মমন্ত্রধামানি তাভিঃ পৃষ্টো মুনিঃ পূর্ব্বার্থ এবাভ্যাসলিঙ্গেন তাৎপর্য্যং নির্ণেতুং ব্রহ্মনারায়ণোপাখ্যানমুপক্ষিপতি “স হোবাচ তাং হি” ইত্যাদিনা। তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং সংসারতারকত্বম্। তস্য মথুরাখ্যমধিষ্ঠানং তচ্চ ব্রহ্মাত্মকং চক্রাধারকং বনৈরনেকৈরুল্লসদিতি নিরূপ্য তস্মাদেব পরো রজসেতি সোঽহমিত্যাদিনা তদভেদো ভাবো মোক্ষহেতুরিত্যভিধীয়তে। স চোক্তহেতোর্ভক্তেরেব পূর্ব্বোপদিষ্টায়াঃ প্রকারভেদো ভবিতুং যুক্তঃ। তস্মাদশ্রুপ্রলয়াদিবত্তদ্বিশেষোঽয়ম্। “অহমস্মি” “ব্রহ্মাহমস্মি” ইতি তৈত্তিরীয়কাদিদৃষ্টঃ, অভেদব্যপদেশস্তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভির্ভেদ এব সতি সঙ্গচ্ছেতেতি পুরৈবাভিহিতম্ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সোঽহম্' ইত্যাকারক ভাব পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তিরই প্রকার বিশেষ অর্থাৎ ভক্তিও মুক্তির কারণ। আবার 'সোঽহং'ভাবে অভেদধ্যানও মুক্তির কারণ। প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছেন—'প্রকরণাৎ' ভক্তি-শব্দের

অর্থ—ভজন, তাহা অন্য কিছু নহে, ঐহিক ও পারত্রিক উপাধি ত্যাগপূর্ব্বক ভগবানে মন সমর্পণ, ইহাই নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ ভক্তি। পূর্ব্বে তাহাই প্রক্রান্ত হওয়ায় এবং সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরিতে অব্যাহত ভক্তিযোগ লাভ করে, ইহাও উপসংহারে থাকায় উহা ভক্তিরই প্রকার বিশেষ, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে—এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'ক্রিয়া মানসবৎ' যেমন সেবা-পূজাদি ক্রিয়া ভক্তিরই প্রকার বিশেষ এবং মানসধ্যানও ভক্তির প্রকার' সেইরূপ 'সোঽহম্' 'আমিই সেই' এই ধ্যানও পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তির প্রকার-বিশেষ হইয়া থাকে। যখন অনুরাগাতিশয় অথবা ভয়বশতঃ গাঢ় প্রেম জন্মে, তখনই 'সোঽহম্' এইভাব উদিত হয়, তন্মধ্যে অনুরাগাতিশয় জন্মিলে 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ' এই ভাব উদিত হয়, আবার ভয়াতিশয়ে 'আমিই সিংহ' এই ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। কথাটি এই—শ্রুতির পূর্ব্বাংশে সামান্যাকারে মুনিরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'পরম দেব কে?' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, কাঁহার সর্ব্বারাধ্যত্ব, সংসার নিবর্ত্তকত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, সর্ব্বকারণত্ব গুণ আছে? সেই পরমার্থ বস্তু কি? ব্রহ্মা তাহার উত্তরে—'শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বুঝাইলেন—সেই সর্ব্বারাধ্যত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট পরমার্থবস্তু শ্রীকৃষ্ণই, এই বলিয়া যে ব্যক্তি এই পরমবস্তুর ধ্যান করে, জপ করে, ভজন করে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার চিন্তন-জপাদি-রূপ ভক্তি দ্বারা সংসারভয়-নিবৃত্তি দেখাইলেন। আবার মুনিরা তাঁহার রূপ কি? ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যখন বিশেষাকারে প্রশ্ন করিলেন অর্থাৎ ভজনীয় সেই দেবতা ও তাঁহার ভক্তির স্বরূপ কি? তখন ব্রহ্মা 'গোপবেশম্ অভ্রাভম্' তিনি গোপবেশধারী মেঘবৎ নীলকান্তি ইত্যাদি বাক্যে সপরিকর তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিয়া অষ্টাদশাক্ষর জপ্য মন্ত্র 'রসনমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা উপদেশ দিয়া পরে 'ভক্তিরস্য ভজনম্' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিলেন। পরে 'যো জপতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিলেন—যে ব্যক্তি ওঙ্কারপুটিত করিয়া ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই জপ্যমন্ত্র দ্বারা প্রাপ্য ভগবানের স্বরূপফল বর্ণন করিলেন, সেই স্বরূপফল কি? তাহাও 'তমেকং গোবিন্দম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিরূপণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—জ্ঞান ও আনন্দাত্মক। এইরূপ নির্ণয় করিবার পরেও 'তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব পরো দেবঃ' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা

ইহা উপসংহারে বলিলেন। উত্তর গ্রন্থে তাঁহার প্রিয়তমা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহার কাছে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিব? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দুর্ব্বাসা মুনির নিকট, তখন তাঁহারা ঐ মুনিকে উত্তম অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহা 'একদাহি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বর্ণিত আছে। অতঃপর ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া মুনি গোপীদিগকে আশীর্ব্বাদ দিলেন, তাঁহারা মুনিকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে মুনি শ্রীকৃষ্ণলীলার অলৌকিকত্ব বলিবার অভিপ্রায়ে 'অয়ং হি শ্রীকৃষ্ণঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণত্ব, বিশুদ্ধ প্রেমাধীন-স্বভাবত্ব, নিত্য গোপীকান্তত্বধর্ম্ম বর্ণন করিলেন। অনন্তর 'সা হোবাচেত্যাদি' সেই গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধিকা সমস্ত গোপীগণের প্রেরণায় সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কর্ম্ম, মন্ত্র ও ধামের কথা মুনিকে প্রশ্ন করিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়টিকে পুনরুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য ব্রহ্ম-নারায়ণোপাখ্যান 'স হোবাচ তাং হি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব ও সংসারতারকত্বধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে এবং মথুরামণ্ডল তাঁহার ধাম, সেই মথুরামণ্ডল সুদর্শনচক্রে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মস্বরূপ। অনেকবিধ বনশ্রেণী দ্বারা শোভমান, ইহা নিরূপণ করিয়া পরে রজোগুণের অতীত জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের 'সোঽহম্' এই অভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ—ইহা বলিলেন। অতএব উক্ত ঐক্যভাব প্রক্রম ও উপসংহার উভয় হেতুবশতঃ পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তিরই প্রকারভেদ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং অশ্রু ও প্রলয়াদির মত ইহা একটি বিশেষভাব জানিবে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'ব্রহ্ম অহমস্মি' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়কোপনিষদে দৃষ্ট অভেদোল্লেখ ব্রহ্মাধীনবৃত্তিকত্বাদিবশতঃ ভেদেই সঙ্গত হইবে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্ববিকল্প ইতি। ক্রিয়েতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ। রাগাৎ কৃষ্ণোঽহমিতি ভাবোদয়ঃ, ভয়াৎ সিংহোঽহমিতি ভাবোদয় ইতি বোধ্যম্। এতদুক্তমিতি। কঃ পরমো দেব ইতি সামান্যাকারেণ প্রশ্নাৎ কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতমিতি বিশেষাকারেণ তদুত্তরাচ্চ কৃষ্ণস্যৈব পরত্বং সিদ্ধম্। যথা কিমেকং দৈবতমিতি সামান্যপ্রশ্নাৎ জগৎপ্রভুং দেবদেবমিত্যাদিবিশেষোত্তরাচ্চ দেবকীসূনোঃ পরদৈবতত্বং সহস্রনাম্নি নির্ণীতং তদ্বদিদং বোধ্যম্।

তে হোচুরিতি। তে মুনয়ঃ। তৈরিতি মুনিভিঃ। রস্যমিতি জপ্যমষ্টাদশার্ণং মন্ত্ররাজমিত্যর্থঃ। অন্তরিতমিতি। সম্পুটিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। তচ্চেতি স্বরূপম্। উপসংহরতীত্যত্র ব্রহ্মেতি যোজ্যম্। পৃষ্টেনেত্যত্র গোপীভিরিতি বোধ্যম্। তেন কৃষ্ণেন। তেন দুর্ব্বাসসা। তাভির্গোপীভিঃ। অথ সা হেতি। সা গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধিকা সর্ব্বাভির্গোপীভিঃ প্রেরিতা কৃষ্ণতত্ত্বং পপ্রচ্ছেতি বোধ্যম্। তস্যাঃ সর্ব্বমুখ্যত্বাৎ তন্মুখেনৈব সর্ব্বাসাং প্রশ্ন ইতি ভাবঃ। সঙ্গীতবিদ্যাতিনৈপুণ্যাদ্গান্ধর্ব্বিকেতি তন্নামেতি ব্যাখ্যাতারঃ। পূর্ব্বার্থে ইতি। পূর্ব্বমুক্তে কৃষ্ণযাথাত্ম্যরূপেঽর্থে ইত্যর্থঃ। স হোবাচ তাং হীতি। স দুর্ব্বাসাঃ। তাং গান্ধর্ব্বিকাম্। স চ তদভেদভাবঃ। উক্তহেতোরিতি। প্রকরণাদুপসংহারাচ্চেতি হেতোরিত্যর্থঃ। অহমিতি। অহং ব্রহ্মাস্মি ব্রহ্মাহমস্মীত্যর্থঃ ॥৪৬॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্ববিকল্প ইত্যাদি সূত্রে। ক্রিয়ামানসবৎ এই পদে ক্রিয়াচ মানসঞ্চ ইতি সমাহারদ্বন্দ্বসমাস। রাগাদ্ভয়াচ্চ 'গাঢ়াবেশে সতীতি' রাগাৎ—প্রেমাতিশয়বশতঃ 'আমি কৃষ্ণ' এইরূপ ভাবের উদয়, ভয়াৎ—ভয়বশতঃ 'আমি সিংহ' এই ভাবের উদয়হেতু। ইহা জ্ঞাতব্য। 'এতদুক্তং ভবতীতি'—সর্ব্বপ্রধান দেবতা কে? এই সামান্যাকারে প্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা—এই বিশেষাকারে উত্তরবশতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই পরম দেবতাত্ব সিদ্ধ হইতেছে। দৃষ্টান্ত এই—যেমন 'পরদেবতা কি একটি?' এইরূপ সামান্যাকারে প্রশ্নের 'জগৎপ্রভু দেবদেবকে' ইত্যাদি বলিয়া বিশেষভাবে উত্তর হইতে দেবকীনন্দনের পরমদৈবতত্ব তাঁহার সহস্রনাম-মধ্যে নির্ণীত হইয়াছে, সেইরূপ ইহাও জ্ঞাতব্য। 'তে হোচুরিতি' তে—মুনিগণ। 'তৈঃ প্রবর্ত্তিতে ইতি' তৈঃ—মুনিগণ কর্ত্তৃক। রস্যং 'পুনা রসনমিতি'—রস্যং অর্থাৎ জপনীয় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ। 'অথোঙ্কারেণান্তরিতমিতি' অন্তরিতং—সম্পুটিত করিয়া অর্থাৎ আদিতে ও অন্তে ওঙ্কার যোজনা করিয়া। 'তচ্চ তমেকমিতি' তচ্চ—সেই স্বরূপ। 'তথৈবোপসংহরতি' ইতি—ইহাতে ব্রহ্ম এই পদটিও যোজনীয়। 'বিদ্বত্য পৃষ্টেনেতি' পৃষ্টেন অর্থাৎ গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহা বুঝিতে হইবে। 'তেনাজ্ঞপ্তা ইতি' তেন—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া। 'তেন দত্তাশীর্ভিস্তাভিরিতি'—তাভিঃ—গোপীগণকর্ত্তৃক। তেন—দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক। 'অথ সা হোবাচেতি' সা—সেই গান্ধর্ব্বিকা শ্রীমতী রাধিকা সকল গোপী কর্ত্তৃক প্রেরিতা

হইয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা বোদ্ধব্য। ভাবার্থ এই—শ্রীমতী রাধিকা গোপীগণের মুখ্যা, এজন্য তাঁহার মুখ দিয়াই সকল গোপীর প্রশ্ন হইয়াছিল। শ্রীমতীর নাম গান্ধর্ব্বিকা হইবার হেতু—তাঁহার সর্ব্বাধিক সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণতা ছিল—এইহেতু। ইহা ব্যাখ্যাকারিগণ বলেন। 'পূর্ব্বার্থ-এবাভ্যাসলিঙ্গেনেতি' পূর্ব্বার্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণের যথার্থস্বরূপে। 'স হোবাচ তাং হীত্যাদি' সঃ—দুর্ব্বাসা মুনি। তাং—গান্ধর্ব্বিকা শ্রীমতীকে। 'স চোক্তহেতোরিতি' স চ—তাঁহার সহিত অভিন্নভাব। উক্তহেতোঃ—উক্তহেতু বশতঃ অর্থাৎ প্রকরণ ও উপসংহাররূপ হেতুবশতঃ। অহমস্মীত্যাদি—অহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের হইতেছি ॥ ৪৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রী-প্রভৃতি গুণাদি বিশিষ্ট শ্রীভগবানের উপাসনা শ্রীগুরু-দেবের অনুগ্রহেই ফলপ্রদ হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইবার পর, এক্ষণে উহা বিরোধী বাক্যসমূহের সমাধানের দ্বারা পরিপুষ্ট করিতেছেন।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—ব্রহ্মা মুনিগণকে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বারাধ্যত্বাদি গুণসমূহ বর্ণন পূর্ব্বক ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় বলিয়া অবশেষে 'তিনিই আমি' এইরূপ অবধারণ দ্বারা 'গোপাল আমি' এইরূপ অভেদ-ভাবনার উল্লেখ করিলেন। ইহাতে সংশয় এই যে, এইরূপ অভেদ-ভাবনা কি জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্যবিষয়ক? অথবা পূর্ব্বোপদিষ্ট ভক্তিরই প্রকার-বিশেষ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—শব্দস্বারস্য-দৃষ্টে অর্থাৎ 'সোঽহং' ইত্যাদি শব্দ হইতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য-বিষয় স্থির করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের সমাধান-নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উক্ত অভেদভাব পূর্ব্বোক্ত ভক্তিরই বিকল্প বা প্রকারবিশেষ জানিতে হইবে, কারণ উপক্রম ও উপসংহারে ভক্তির কথাই দৃষ্ট হয়, সুতরাং উহা ভক্তির প্রকার-বিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরিচর্য্যা, অর্চ্চনাদি ক্রিয়া এবং মানস-ধ্যান যেরূপ ভক্তির প্রকার, সেইরূপ ঐ অভেদভাবনাও পূর্ব্বোক্ত ভক্তির প্রকার-বিশেষ বুঝিতে হইবে।

অনুরাগ এবং ভয়ের গাঢ় আবেশ-বশতঃ ঐরূপ একাত্মভাব উদিত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্রে পাই,—

"নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ তদ্ভাবনাযুক্ত-স্তন্ময়োঽনুচকার হ॥" (ভাঃ ৭।৪।৪০)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"নদতীতি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং হরিম্ অতিদূরে দৃষ্ট্বা উৎকণ্ঠঃ উচ্চীকৃতকণ্ঠঃ ভোঃ প্রহ্লাদ বৎস! ত্বামনালোক্যাহং নৈব নির্বৃণোমি যতস্ত্বমেব মমাতিপ্রিয় ইত্যুক্তঃ সন্ আনন্দাতিশয়েন বিক্ষিপ্ত এব বিলজ্জো নৃত্যতি, তদৈব স্ফূর্ত্তি-ভঙ্গে সতি তদ্বিরহখেদাধিক্যেন তদ্ভাবনাতিশয়যুক্ত উন্মাদ-সঞ্চারি-প্রাবল্যেন অহমেব হরিরিতি তন্ময়ঃ সন্ তল্লীলাং রামকৃষ্ণাদ্যবতারগতামপি অনুচকার অনুকৃতবান্।"

শ্রীগোপীগণের আচরণেও পাই,—

"গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়-মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥" (ভাঃ ১০।৩০।৩)

অর্থাৎ তৎকালে কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ গমন, হাস্য, অবলোকন এবং আলাপাদি-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য মূর্ত্তিধারণ এবং তদীয় বিহার ও বিভ্রমলাভ করিয়া কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর "আমিই সেই কৃষ্ণ" এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"ততশ্চোন্মাদাদেকীভাবে সতি অসৌ কৃষ্ণ এবাহং কিংবা অহমেব কৃষ্ণ ইত্যাদি সাবধারণাং ভাবনাং বিহায় অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি রসাস্বাদ প্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ ন তু অহংগ্রহো-পাসনাবশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেত্যুক্তেঃ। ন্যবেদিষুঃ পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ ন তু বয়ং ব্রজস্ত্রিয়ঃ মনাগপি কা অপি জানন্তি স্মেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণবিহারৈঃ স্মর্য্যমাণৈর্বিভ্রম উন্মাদো যাসাং তাঃ।"

আরও পাই,—

"কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥
কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥" (ভাঃ ৭।১।২৮-৩০)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন চ পূর্ব্বপ্রাপ্ত এব গুরুরিতি নিয়মঃ সমগ্রানুগ্রাহকং চেৎ পশ্চাত্তু নঃ প্রকরোতি স্বয়মেব তদা বিকল্পঃ স্থান্মানসক্রিয়াবৎ। যথোভয়োর্ধ্যানয়োঃ সময়োঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তমো লব্ধঃ স্বয়মেব গুরুর্যদি। গৃহ্নীয়াদবিচারেণ বিকল্পঃ সময়োর্ভবেৎ। ঋষভাণ্ডনুজ্ঞয়া চৈব প্রায়স্তস্মাচ্চ যুজ্যত ইতি বৃহত্তন্ত্রে। সমগ্রানুগ্রহং কশ্চিৎ স্বয়মেব সমো যদি। কুর্য্যাৎ পুনশ্চ গৃহ্নীয়াদবিরোধেন কামতঃ। ধ্যানয়োঃ সময়োর্যদ্বদ্বিকল্পঃ কামতো ভবেৎ। এবং গুরোর্দ্বিতীয়স্ত বিকল্পো গ্রহণেঽপি চেতি মহাসংহিতায়াম্" ॥৪৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সোঽহমিতিভাবো ভক্তেরেব প্রকার-বিশেষো মন্তব্যো ন তু পরাপরাত্মস্বরূপৈক্যানুসন্ধিরিত্যত্র হেত্বন্তর-মাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইল যে 'সোঽহং' এই তাদাত্ম্যভাব ভক্তিরই প্রকারবিশেষ মন্তব্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত অভেদজ্ঞান অর্থাৎ অদ্বৈতবোধ নহে; ইহাতে অন্য হেতুও দেখাইতেছেন—

সূত্রম্—অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—অতিদেশবোধক শ্রুতি হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উক্তি—হে পদ্মযোনে! তুমি যেমন পুত্র সনকাদি ও দক্ষাদি লইয়া প্রীত হও,

কিংবা যেমন, রুদ্র প্রমথগণের সহিত যুক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন অথবা যেমন আমি শ্রীদেবী-সমন্বিত হইয়া আনন্দবোধ করি, সেইরূপ ভক্তও আমার প্রিয়—এই তুল্যতাবোধক বাক্য এবং পরবর্ত্তী বাক্য হইতেও ভক্তির প্রকারভেদ অবগত হওয়া যায় ।৪৭।

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্রৈবোত্তরত্র "যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ। যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ" ইতি পদ্মযোন্যাদেঃ পুত্রাদিসাহিত্যবৎ স্বস্য স্বভক্তসাহিত্যাতিদেশাৎ। চ-শব্দাৎ "ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি।" স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মানঞ্চ দদামি" ইতি তৎপরবাক্যং গৃহীতম্। তত্র নিত্যপ্রিয়ত্বস্বাত্মদানসম্প্রদানত্বাদি ভক্তস্যোচ্যতে। তদেতচ্চ তদৈক্যে ন সম্ভবেৎ। তস্মাচ্চ তদ্বিশেষোঽসাবিত্যধিগন্তব্যম্। ইত্থঞ্চ শ্রীরামতাপন্যাদিদৃষ্টোঽপি সোঽহমিতি ভাবো ব্যাখ্যাতঃ। তথাচ দেশিকানুগ্রহসহকৃতাৎ ভগবদুপাসনাৎ বিমুক্তিরিতি ন কাপি ক্ষতিরিতি ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই গোপালতাপনীতেই পরে যে বাক্য আছে—'যথা ত্বমিত্যাদি' শ্রীবিষ্ণুর পদ্মযোনি ব্রহ্মার প্রতি উক্তি—হে পদ্মযোনে! তুমি যেমন তোমার পুত্রাদির সহিত প্রীত হও, যেমন রুদ্র প্রমথগণের সহিত প্রীত হন, আমি যেমন শ্রীদেবীযুক্ত হইয়া প্রীত হই, ইহারা যেমন ব্রহ্মাদির প্রীতির কারণ সেইরূপ ভক্তও আমার প্রিয়, এখানে পদ্মযোনি প্রভৃতির পুত্রাদি সম্মেলনের মত বিষ্ণুর নিজের ভক্ত-সাহিত্যের তুল্যতা-কথন হেতু এবং সূত্রোক্ত 'চ' শব্দবোধিত বাক্যান্তর যথা 'ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি'—আমার ধ্যান করিলে আমার নিত্য প্রিয় সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। এবং তাহার পরবর্ত্তী বাক্য 'স মুক্তো ভবতি' ইত্যাদি সে ব্যক্তি মুক্ত হয়, আমি তাহাকে আত্মদান করি, ইহাতে (ঐ দুইটি বাক্যে) প্রাপ্ত ভক্তের নিত্য প্রিয়ত্ব ও শ্রীহরির আত্মদানের পাত্রত্ব কথিত হইতেছে। কিন্তু এই দুইটি কেবলাদ্বৈতবাদে সম্ভব নহে, অতএব 'সোঽহম্ভাব' ভক্তিরই প্রকার-বিশেষ—ইহা জ্ঞাতব্য। এই প্রকারে শ্রীরামতাপনী উপনিষদে দৃষ্ট

'সোঽহংভাব'ও ভক্তির প্রকার-বিশেষ ব্যাখ্যা করা হইল। সিদ্ধান্ত এই,—আচার্য্যের অনুগ্রহসহকৃত শ্রীভগবানের উপাসনা হইতে মুক্তি হয়, এই উক্তিতে কোন হানি নাই ॥ ৪৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অতিদেশাচ্চেতি। অন্যতুল্যত্বোক্তিরতিদেশঃ। স্বাত্মেতি। স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য য আত্মা শ্রীবিগ্রহস্তস্য যৎ স্বকর্ত্তৃকং দানং তস্য সম্প্রদানং ভক্তস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ। তদেতচ্চেতি। তৎ স্বভক্তসাহিত্যম্। এতচ্চ স্বভক্ত-নিত্যপ্রিয়ত্বাদি। তদৈক্যে পরাপরাত্মনোরভেদে সতি। ইত্থঞ্চেতি। তদ্বাক্যং তস্যামেব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকানুবাদ—'অতিদেশাচ্চ' এই সূত্রে যে 'অতিদেশ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ অন্য-তুল্যতার উক্তি। 'স্বাত্মদানসম্প্রদানত্বেতি'—স্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আত্মা—শরীর অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ তাহার যে নিজ কর্ত্তৃক সম্প্রদান, তাহার সম্প্রদান-পাত্র ভক্ত—এই অর্থ। 'তদেতচ্চ' তদৈক্যে ন সম্ভবতি ইতি—তৎ—নিজ ভক্তের সহিতত্বোক্তি। এতচ্চ এবং স্বভক্তের নিত্যপ্রিয়ত্বাদি। তদৈক্যে—পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদে অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদে সম্ভব হয় না। ইত্থঞ্চ শ্রীরামতাপন্যাম্ ইতি—সেইবাক্য সেই উপনিষদেই দ্রষ্টব্য ॥ ৪৭ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত 'সোঽহং'-ভাব অর্থাৎ তাদাত্ম্যভাবকে ভক্তির প্রকার-বিশেষ মনে করিতে হইবে, উহা জীব ও ব্রহ্মের কেবলাভেদ-বিষয়ক নহে; ইহা অন্য হেতু দ্বারাও সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে দেখাইতেছেন—সেই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেই এইরূপ সাহিত্যের অতিদেশ থাকায় এবং অন্যত্রও অর্থাৎ শ্রীরামতাপনীতেও ঐরূপ নির্দ্ধারণ থাকায় ইহাকে ভক্তির প্রকার-বিশেষ জানিতে হইবে।

শ্রীভগবানের নিত্য অতিশয়প্রিয়ত্ব এবং আত্মদানের পাত্রত্ব-বিচারে ভক্তকেই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সে-কারণ ইহা কেবলাভেদবাদীতে সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মিন্ হ বা উপশমশীলাঃ পরমঋষয়ঃ সকল-জীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিত-

পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ।" (ভাঃ ৫।১।২৭)

আরও পাই,—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥"
...
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

(ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৪,৬৬,৬৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৬।৯৮-৯৯)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মোপাস্য ব্রহ্মোপচরস্ব তচ্ছৃণু হি তে ত্বামবস্তু। যথা ব্রহ্মোপচরের্যথা মামুপচরের্য্যো চান্যেঽস্মদ্বিধাঃ। শ্রেয়সশ্চ তামুপাস্য তামুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবস্থিতি পৌত্রায়ণশ্রুতাবত্তিদেশাচ্চ।" ॥ ৪৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বকমুপাসনং বিদ্যোচ্যতে, তয়া মুক্তিরিত্যেতৎ পরিষ্কর্ত্তুমারভ্যতে। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অনায়" ইতি পুরুষসূক্তে "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইত্যাদি চান্যত্র পঠ্যতে। তত্র কর্ম্ম মোক্ষহেতুরুত সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী কিংবা বিদ্যেতি সংশয়ঃ। কিং প্রাপ্তং? কর্ম্মেতি। শেষত্বাৎ পুরুষার্থত্বাদিতি ষট্ সূত্রীনির্ণয়াৎ। বিদ্যা তু তচ্ছেষো ভবেৎ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী বা তদ্ধেতু ন তু তয়োরেকতরং তং বিদ্যা-কর্ম্মণী ইতি শ্রবণাৎ। যদুক্তম্—"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণো গতিঃ। তথৈব কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাং মুক্তো ভবতি মানবঃ" ইতি। বিদ্যা বা তদ্ধেতুঃ। তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রবণাৎ। তস্মাদ-নির্ণয়োঽস্ত। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ব্বক উপাসনাকেই বিদ্যা বলা হয় এবং সেই বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয়, ইহা বিশদভাবে বিবৃত করিবার জন্য পরবর্ত্তী অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন—পুরুষসূক্তে পঠিত হয় যে, 'তমেব বিদিত্বেত্যাদি' সেই পরমাত্মাকে স্বরূপতঃ জানিলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, নতুবা সংসার পার হইবার অন্য পথ নাই। অন্যোপনিষদেও পঠিত হয় যে 'তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি' তাঁহাকে যে জানে, সেই ব্যক্তি এই জগতে অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। ইহাতে সংশয় হইতেছে,—কেবল কর্ম্ম কি মুক্তির কারণ? অথবা বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় মিলিতভাবে মুক্তির কারণ? কিংবা কেবল জ্ঞান? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর প্রতি সিদ্ধান্তী প্রশ্ন করিতেছেন, কিং প্রাপ্তম্? তোমরা কোন্‌টি মুক্তির কারণরূপে পাইয়াছ? পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, কর্ম্মকে পাইয়াছি। কোথায়? উত্তর—পরে বক্ষ্যমাণ 'শেষত্বাৎ পুরুষার্থত্বাদিত্যাদি' ছয়টি সূত্র হইতে। তবে যে 'তমেব বিদিত্বে-ত্যাদি' শ্রুতি জ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিতেছেন; তাহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—জ্ঞান সেই কর্ম্মের অঙ্গ হইবে। অথবা মিলিতভাবে বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম্ম মুক্তির হেতু হইবে, নতুবা জ্ঞান ও কর্ম্মের একতরকে মুক্তির কারণ বলা যায় না, কারণ "তং পরেতং পুরুষং প্রতি বিদ্যাকর্ম্মণী ফলমারভেতে' 'মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে দিয়া থাকে' এই শ্রুতি উভয়কে কারণ বলিতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহা বলা

আছে—'উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাম্' ইত্যাদি যেমন আকাশে পক্ষীর গতি দুইটি পক্ষের দ্বারাই হয়, সেইপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করে। অথবা কেবল বিদ্যাই (জ্ঞান) মুক্তির হেতু বলিব, যেহেতু 'তমেব-বিদিত্বেতি' শ্রুতি রহিয়াছে। যাহাই হউক, কোন্‌টি মুক্তির কারণ, ইহার কোন নিশ্চয়ই হইল না ; এই অনির্ণয়ে সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উপাসনশব্দবাচ্যা গুরুপ্রসাদলব্ধা ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষকরীতি যৎ প্রাগুক্তং তন্ন যুক্তং কর্ম্মণৈব কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাঞ্চ সমুচ্চিতাভ্যাং মুক্তিরিতি নিরূপণাদিত্যাক্ষিপ্য তত্র সমাধানাৎ। পূর্ব্বৈবাত্র সঙ্গতিরিত্যেকে। পূর্ব্বমুপক্রমোপসংহারয়োর্ভক্তের্মুক্তিহেতুত্বপ্রতীতেরান্তরালিকস্য সোঽহমিতি ভাবস্য যথা ভক্তিবিশেষতয়া সঙ্গতিস্তথা তং বিদ্যেতি শ্রুতৌ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পরলোকে ফলারম্ভকত্বপ্রতীতেস্তমেবেত্যত্র মোক্ষৈকহেতুতয়া প্রতীতাপি বিদ্যা কর্ম্মসমুচ্চিতৈব তদ্ধেতুরস্ত্বিতি সঙ্গমনীয়মিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিরিত্য-পরে। শাস্ত্রজ্ঞানেতি। পরিকর্ত্তুং বিশদয়িতুম্। তমেবেতি। তং হরিং বিদিত্বা জ্ঞাত্বোপাস্য চেত্যর্থঃ। অতিমৃত্যুং মোক্ষম্। বিদ্যাতোঽন্যঃ পন্থাঃ সাধনম্ অয়নায় মোক্ষগমনায় ন বিদ্যতে নাস্তি সৈব সৎপথ ইত্যর্থঃ। অনায়েতি যলোপশ্ছান্দসঃ। বিদ্বানিতি জানন্নুপাসীনশ্চেত্যর্থঃ। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইতি স্মৃত্যা তস্য তদ্ধেতুত্বাবধারণাচ্চ। তচ্ছেষঃ কর্ম্মাঙ্গম্। যজমানো হি দেবতাং স্বঞ্চ যাথাত্ম্যেন বিদিত্বৈব পারলৌকিকে কর্ম্মণ্যধিকৃতবতীত্যাশয়ঃ। তমিতি। তং পরেতং পুরুষং প্রতি বিদ্যাকর্ম্মণী ফলমারভেতে। সমুচ্চিতে তে ইতি। পূর্ব্বপক্ষে কর্ম্মণা স্বর্গাদ্যানুষঙ্গিকফলমারভ্যতে বিদ্যয়া তু পরং পদমিতি সিদ্ধান্তার্থে বক্ষ্যতে। তস্মাদিতি পক্ষত্রয়েঽপি প্রমাণলাভাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—উপাসনা-শব্দের অর্থ—গুরুপ্রসাদলব্ধ ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির কারণ। এই যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতো যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু কোন বাক্যে কেবল কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিজনকত্ব বলা হইয়াছে, আবার কোন বাক্যে মিলিত-বিদ্যাকর্ম্ম দ্বারা মুক্তির উল্লেখ আছে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানহেতু এখানে আক্ষেপসঙ্গতি, এই কথা কেহ কেহ বলেন, আবার অপর কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বাধিকরণে উপক্রম ও

উপসংহারে ভক্তিরই মুক্তিহেতুত্ব প্রতীত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে কথিত ‘সোঽহং’ভাবের যেমন ভক্তিবিশেষরূপে সঙ্গতি, সেইরূপ ‘তং বিদ্যাকর্ম্মণী’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরলোকে বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ের ফলজনকত্ব প্রতীত হওয়ায় ‘তমেব বিদিত্বা’ ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল বিদ্যার মোক্ষহেতুত্ব প্রতীত হইলেও ঐ বিদ্যা কর্ম্মের সহিত মিলিতভাবে মুক্তির হেতু হউক, এইভাবে উহার সঙ্গতি করা যাইতে পারে, অতএব ইহাতে দৃষ্টান্তসঙ্গতি। ‘শাস্ত্রজ্ঞানেত্যাদি পরিস্কর্ত্তুম্’ ইতি—বিশদ করিবার জন্য এই অর্থ। ‘তমেব বিদিত্বেত্যাদি’ শ্রুতির অর্থ—তং—সেই শ্রীহরিকে, বিদিত্বা—জানিয়া ও উপাসনা করিয়া এই অর্থ। অতিমৃত্যুম্—মুক্তি। অন্যঃ পন্থাঃ—বিদ্যা—জ্ঞান ও উপাসনা ভিন্ন, অন্য সাধন, অনায়—মুক্তিলাভের উপায় ‘ন বিদ্যতে’—নাই অর্থাৎ তাহাই সৎপথ। অয়নায় স্থলে ‘অনায়’ পাঠ হইল কেন? বৈদিক ‘য’কার লোপ-দ্বারা ছান্দস প্রয়োগ জানিতে হইবে। তমেব বিদ্বান্ ইতি—বিদ্বান্—জ্ঞান-কারী ও উপাসক—এই অর্থ। কর্ম্মের মুক্তিহেতুতা-বিষয়ে শ্রীভগবদ্‌গীতা-বাক্য, যথা—‘কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ’ জনকাদি রাজর্ষিগণ কেবল কর্ম্মদ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এই উক্তি দ্বারা কর্ম্মের মুক্তিহেতুত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এজন্য কর্ম্মও কারণ। ‘তচ্ছেষঃ বিদ্যা’ ইতি—জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ। কিরূপে জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ? তাহা বলিতেছেন—যজমান (কর্ম্ম-কর্ত্তা) যজ্ঞাঙ্গ-দেবতার স্বরূপ ও স্ব-স্বরূপ যথাযথভাবে জানিয়াই পারলৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রায়। ‘তং বিদ্যাকর্ম্মণী’ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—তং—সেই মৃত ব্যক্তিকে বিদ্যা ও কর্ম্ম ফল দান করিয়া থাকে। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চিতভাবে ফলজনকত্ব। পূর্ব্বপক্ষীর মতে কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি আনুষঙ্গিক ফল হয়, আর বিদ্যা দ্বারা পরমপদ (মুক্তি) লাভ হয়, ইহা সিদ্ধান্তার্থে কথিত হইবে। ‘তস্মাদনির্ণয়ইতি’—যেহেতু উক্ত তিন পক্ষেই ত্রিবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, অতএব অনিশ্চয়ই হইতেছে।

বিদ্যৈব ত্বধিকরণম্

সূত্রম্—বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—জ্ঞানই কিন্তু মুক্তির কারণ; কর্ম্ম নহে অথবা মিলিত বিদ্যা-কর্ম্ম নহে। প্রমাণ কি? 'তন্নির্দ্ধারণাৎ' যেহেতু 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'এব' শব্দ দ্বারা বিদ্যাকেই মুক্তির কারণরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥৪৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষ-হেতুর্ন তু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ? তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ। বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদৌ তাদৃশ্যা-স্তস্যাস্তত্ত্বাভিধানাৎ। স্মৃতিশ্চোভয়ত্র বিদ্যাশব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে। "বিদ্যা-কুঠারেণ শিতেন ধীরঃ" ইতি "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" ইতি চ। তস্মাদসৌ তন্ত্রেণ তে দ্বে গৃহ্ণীয়াৎ। কৌরবশব্দবন্মীমাংসকশব্দ-বচ্চ। পূর্ব্বো ধার্ত্তরাষ্ট্রপাণ্ডবৌ পরস্তু কর্ম্মবিদ্‌ব্রহ্মবিদৌ যথা গৃহ্ণাতি ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত। অভিপ্রায়—বিদ্যাই একমাত্র মুক্তির হেতু, কর্ম্ম নহে, মিলিত বিদ্যা-কর্ম্মও নহে। কারণ কি? 'তন্নির্দ্ধারণাৎ' যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'এব' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় বিদ্যারই মুক্তি-হেতুত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখানে বিদ্যা-শব্দ দ্বারা জ্ঞান-সহকৃত ভক্তি বিবক্ষিত। যেহেতু 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' জ্ঞানের পর উপাসনা (ভক্তি) করিবে ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তির মুক্তিহেতুত্ব বলা আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রও জ্ঞান ও ভক্তি উভয় বিষয়ে বিদ্যা-শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। যথা 'বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ' বিবেকী ব্যক্তি শাণিত বিদ্যা (জ্ঞান) রূপ কুঠার দ্বারা ইত্যাদি। 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্' ইত্যাদি গীতাবাক্যেও সেইরূপ কথিত আছে। অতএব ঐ বিদ্যা-শব্দটি এক কথায় উভয়ের গ্রহণ করিবে। যেমন কৌরব-শব্দ একবার ধৃতরাষ্ট্রের বংশধর অন্যবার পাণ্ডবগণকে বুঝাইয়া থাকে, কিংবা যেমন মীমাংসক শব্দটি কর্ম্মবিদ্ ও ব্রহ্মবিদ্ উভয়কে গ্রহণ করে, তদ্রূপ ॥ ৪৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিদ্যৈবেতি। অন্যযোগাযোগাত্যন্তাযোগানাং ব্যবচ্ছেদকত্বাদেবকারস্য ত্রয়োঽর্থাঃ। তেষ্বাদ্যো বিশেষ্যসম্বন্ধঃ যথা—"পার্থ এব ধনুর্দ্ধরঃ" ইতি। দ্বিতীয়ো বিশেষণসম্বন্ধঃ যথা—"শঙ্খঃ পাণ্ডর" এবেতি। তৃতীয়স্তু ক্রিয়াসম্বন্ধঃ যথা "উৎপলং নীলং ভবতি" এবেতি। অত্র বিদ্যান্যস্য মুক্তিহেতুত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে। তস্যাস্তত্ত্বেতি। বিদ্যায়া মুক্তিহেতুত্বাবধারণাদিত্যর্থঃ। উভয়ত্রেতি। শাব্দে জ্ঞানে ভক্তৌ চোপাসনায়ামিত্যর্থঃ। বিদ্যাকুঠারেতি। শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানং বোধ্যম্। রাজবিদ্যেত্যত্র ভক্তিরিতি ব্যাখ্যাতারঃ। অসৌ বিদ্যাশব্দঃ। তে জ্ঞানভক্তী। পূর্ব্বঃ কৌরব-শব্দঃ। পরো মীমাংসকশব্দঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ—বিদ্যৈবেত্যাদি সূত্রে। 'এব' শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ অর্থাৎ অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ, অযোগ ব্যবচ্ছেদ এবং অত্যন্তাযোগ ব্যবচ্ছেদ—এই তিনটি অর্থ। তাহার মধ্যে প্রথমটি বিশেষ্য সম্বন্ধাবগাহী, যথা—'পার্থ এব ধনুর্দ্ধরঃ' অর্থাৎ পার্থাতিরিক্তের ধনুর্দ্ধরত্ব নিরাকৃত করিতেছে, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিশেষণ সম্বন্ধাবগাহী, যথা—শঙ্খঃ পাণ্ডর এব অর্থাৎ শঙ্খের পাণ্ডরত্ব সম্বন্ধের অযোগব্যাবর্ত্তক। তৃতীয়টি অত্যন্তাযোগ ব্যবচ্ছেদার্থক 'এব' শব্দ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, যেমন উৎপলং নীলং ভবত্যেব পদ্ম নীলবর্ণ যে হয় না, তাহা নহে, হইয়াও থাকে। এখানে অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থক 'এব' শব্দ অর্থাৎ বিদ্যা ভিন্নের মুক্তিহেতুত্ব নিরাকৃত করিতেছে। 'তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ' ইতি—তস্যাঃ—বিদ্যার, তত্ত্বাবধারণাৎ—মুক্তিহেতুত্ব নিশ্চয়হেতু—এই অর্থ। স্মৃতিশ্চ উভয়ত্রেতি—উভয়ত্র শাব্দবোধাত্মক জ্ঞানে ও উপাসনায় প্রযুক্ত। 'বিদ্যা কুঠারেণ শিতেন ধীরঃ' ইতি বিদ্যারূপ কুঠার অর্থাৎ শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিদ্যা-শব্দের দ্বারা বোধ্য। রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যম্ এখানে ভক্তিগ্রাহ্য ইহা ব্যাখ্যা কর্ত্তৃগণ বলেন। তস্মাদসৌ তন্ত্রেণেতি 'অসৌ' ঐ বিদ্যা-শব্দটি। তে দ্বে গৃহ্নীয়াৎ ইতি—তে—অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কে। 'পূর্ব্ব ইতি' প্রথমটি কৌরবশব্দ, পরঃ—শেষটি মীমাংসক-শব্দ ॥ ৪৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে উপাসনা করাকেই বিদ্যা বলা হয়, পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে শ্রীগুরুপ্রসাদে লব্ধ-ব্রহ্মবিদ্যাই উপাসনা-শব্দের বাচ্য, সেই

বিদ্যাই যে মুক্তির হেতু, তাহাই পরিষ্কারভাবে নিশ্চয় করিবার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

পুরুষসূক্তে পাওয়া যায়,—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অনায়' ইতি (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৩।৮, ৬।১৫) এবং অন্যত্রও পাওয়া যায়—'তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি'। এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, কর্ম্মই মুক্তির কারণ? অথবা কর্ম্ম ও জ্ঞান মিলিতভাবে মুক্তির কারণ? কিংবা কেবল জ্ঞানই মুক্তির হেতু? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—শাস্ত্রে কোথায়ও কর্ম্মকে, কোথায়ও জ্ঞানকে, কোথায়ও বা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়কে মিলিতভাবে, আবার তাঁহাকে জানিলেই মোক্ষ হয়, এইরূপ উক্তি হইতে কেবল জ্ঞানকেই মুক্তির হেতু বলিয়াছেন, সুতরাং এ-বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অনির্ণীতই থাকিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ বাক্যের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্যাই মুক্তির কারণ, কেননা, শাস্ত্র তাহাই দৃঢ়ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এ-স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, সেই বিদ্যা কি? বিদ্যা-শব্দে শ্রীগুরু-প্রসাদলব্ধ ভগবদুপাসনাই ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা দ্বারাই জীবের মুক্তি সম্ভব। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"

(ভাঃ ৪।২৯।৪৯)

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাই,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"তাহারে সে বলি 'বিদ্যা', 'মন্ত্র-অধ্যয়ন'।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩ পঃ)
"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১৩ অঃ)
"পড়ে কেনে লোক ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ?"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১২ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥" (গীঃ ৯।২)
এতৎপ্রসঙ্গে "জ্ঞানাগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে" শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন চ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইত্যাদিনা নান্যন্মোক্ষসাধনম্। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়েতি নির্দ্ধারণাদ্-বিদ্যয়ৈব মোক্ষঃ।" ॥৪৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স চ মোক্ষো বিদ্যয়া বহিঃসাক্ষাৎকারেণৈ-বেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই মুক্তি বিদ্যা দ্বারা চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণেই হয়, এই কথা বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বহিঃসাক্ষাৎকারেণ চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষেণ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বহিঃ সাক্ষাৎকারেণেতি—বাহ্যচাক্ষুষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা।

সূত্রম্—দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে বহিঃসাক্ষাৎকার দ্বারাই সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি দেখা যায় ॥ ৪৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইতি মুণ্ডকে তেনৈব তদ্‌বীক্ষণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ⋯পরাবরে। পরাবর অর্থাৎ নিত্য-মুক্তগণ যাঁহার সেবক, সেই পার্ষদবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া যায় এবং সকল প্রকার সংশয় নিবৃত্তি হয়, সঞ্চিত কর্ম্মসমুদয়ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকোপনিষদে সেই বাহ্য চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ দ্বারা মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—এই অর্থ ॥ ৪৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শনাচ্চেতি। পরাবরে ইতি। পরে নিত্যমুক্তা অবরে সেবকা যস্য তস্মিন্। তৈঃ পার্ষদৈর্বিশিষ্টে ইত্যর্থঃ। তেনেতি। বহিঃ-সাক্ষাৎকারেণৈব সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিলক্ষণস্য মোক্ষস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ। স চ ভক্তিভাজাং ভবতীতি নির্ণীতমপি সংরাধনে ইত্যত্র প্রাক্। স্মৃত্যন্তরঞ্চাস্তি। "শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্" ইতি। "পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি। দিব্যাণি রূপাণি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি" ইতি চৈবমাদি ॥ ৪৯ ॥

টীকানুবাদ—দর্শনাচ্চেতি সূত্রে। পরাবরে এই পদের অর্থ পর অর্থাৎ নিত্য মুক্ত ব্যক্তিগণ, অবর অর্থাৎ সেবক যাঁহার তাদৃশ অর্থাৎ সেই পার্ষদগণ-

পরিবেষ্টিত। 'তেনৈব তদ্বীক্ষণাৎ' তেনৈব—বহিঃসাক্ষাৎকার দ্বারাই সকল অনর্থ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, এই অর্থ। সেই বহিঃসাক্ষাৎকার ভক্তিমান্‌দিগের হয়, ইহা নির্ণীত হইলেও পূর্ব্বে 'সংরাধনে' (সেবাতে) ইহাতে বলা হইয়াছে। এ-বিষয়ে অন্য স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা শ্রীভাগবতে —শৃণ্বন্তি গায়ন্তি...পদাম্বুজম্। যে সকল ভক্ত তোমার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, তোমার নাম গান করেন, নিরন্তর তোমার স্তব করেন, তোমাকে স্মরণ করেন, তোমার মহিমার প্রশংসা করেন, তাঁহারাই অচিরে সংসারধারা-নিবর্ত্তক তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। 'পশ্যন্তি তে মে ইত্যাদি···স্পৃহণীয়াং বদন্তি ইতি'—দেবহূতির প্রতি মহর্ষি কপিলের উক্তি—হে মাতঃ! সেই সকল সাধুই আমার প্রসন্নমুখ-অরুণলোচনবিশিষ্ট অভীষ্ট বরপ্রদ দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন এবং আমার সহিত অনেক বাঞ্ছনীয় বাক্য বলিয়া থাকেন। এইরূপ আরও ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্তি আছে॥ ৪৯॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ভগবদুপাসনারূপ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার পাইলে মোক্ষলাভ হয়। ইহা মুণ্ডক-উপনিষদে দেখা যায়,—

> "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুঃ ২।২।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥" (ভাঃ ১।২।২১)

অর্থাৎ আত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার-ফলে অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলেই সেই তত্ত্ববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফল সমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২০।৩০ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন কেবলং বিদ্যয়া কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানেনৈব চ। সর্ব্বান্ পরো মায়য়ায়ং নির্মীতে দৃষ্ট্বৈব তু মুচ্যতে নাপরেণেতি কৌষিকশ্রুতেঃ।"

কোন কোন ভাষ্যকার এই দুইটি সূত্র একত্রেও নিবদ্ধ করিয়াছেন ॥৪৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্বেবং কর্ম্মণা মুক্তিরিতি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং মুক্তিরিতি চ শাস্ত্রং বিরুদ্ধং স্যাৎ। তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে, যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তবে কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ এবং মিলিত জ্ঞানকর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইয়া পড়িল, সে-বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বপক্ষৌ নিরাকুর্ব্বন্ ব্যাচষ্টে নন্বিতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—দুইটি পূর্ব্বপক্ষ (কর্ম্মবাদ ও সমুচ্চিত জ্ঞানকর্ম্মবাদ) নিরাকরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—'নন্ন' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা—

সূত্রম্—শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ—বিদ্যাই মুক্তির কারণ, এই শাস্ত্রের ঐ কর্ম্মবাদ ও সমুচ্চিত জ্ঞান-কর্ম্মবাদ দ্বারা বাধ হয় না; কারণ কি? 'শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ' 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি অবধারণ জ্ঞাপক শ্রুতির এবং লিঙ্গ ও যুক্তির প্রাবল্যহেতু ঐ বাধ সম্ভব নহে ॥ ৫০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ন খলু বিদ্যৈব মুক্তিহেতুরিত্যস্য শাস্ত্রস্য তাভ্যাং বাধঃ শক্যঃ। কুতঃ? শ্রুত্যাদীতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদেঃ সাবধারণায়াঃ শ্রুতের্ব্বলিষ্ঠত্বাৎ। আদিশব্দো লিঙ্গযুক্তী সংগৃহ্লাতি। "ইন্দ্রোঽশ্বমেধাঞ্ছতমিষ্ট্বাপি রাজা ব্রহ্মাণমীড্যং সমুবাচোপসন্নঃ। স

কর্ম্মভির্ন ধনৈর্নাপি চান্যৈঃ। পশ্যেৎ সুখং তেন তত্ত্বং ব্রবীহি" ইতি লিঙ্গং "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি যুক্তিশ্চ। শেষত্বাদিত্যাদিষট্‌-সূত্রী তু সূত্রকৃদ্ভিরেব প্রত্যাখ্যাস্যতে। অধিকোপদেশাৎ ত্বিত্যা-দিভিঃ। বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্মনির্ম্মূলনিরূপকবাক্যসংগ্রহায় চ-শব্দঃ। তং বিদ্যেত্যাদিশ্রুতিস্তু তৈরেব সমাধাস্যতে। বিভাগঃ শতবদিতি। তস্মাৎ বিদ্যৈব মোক্ষহেতুরিতি স্থিরম্॥ ৫০॥

ভাষ্যানুবাদ—বিদ্যাই মুক্তির কারণ—এই শাস্ত্রের কর্ম্ম দ্বারা ও সমুচ্চিত জ্ঞান-কর্ম্ম দ্বারা বাধ সম্ভব নহে। কারণ এই শ্রুতি-প্রভৃতির বলবত্তা; 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদি শ্রুতি অবধারণার্থক অর্থাৎ ইতরব্যবচ্ছেদার্থক 'এব' শব্দ সহকারে উক্ত থাকায় তাহার বলবত্তা এবং আদিশব্দ দ্বারা লিঙ্গ ও যুক্তির বলবত্তা বুঝাইতেছে। লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা অনুমাপকহেতু যথা 'ইন্দ্রোঽশ্বমেধান্ শতমিষ্ট্বাপি' ইত্যাদি—শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র দেবরাজ হইলেন বটে কিন্তু অক্ষয় সুখ পাইলেন না এজন্য পূজনীয় ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন—কর্ম্ম দ্বারা সুখানুভূতি হয় না, ধনের দ্বারাও নহে, অন্য কোন উপায়েই নহে; সেইজন্য আপনি সেই সুখ-হেতু তত্ত্ব কি বলুন? এই ইন্দ্রের উক্তি—কর্ম্মের মুক্তিজনকত্ব নাই, ইহার প্রমাণ। আবার যুক্তিও এই—কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি অলভ্য, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। তবে যে শেষত্বাদিত্যাদি ছয়টি সূত্র কর্ম্মের মুক্তিহেতুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহা সূত্রকারই নিজে প্রত্যাখ্যান করিবেন 'অধিকোপদেশাত্তু' ইত্যাদি সূত্রদ্বয়ে। সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি বিদ্যা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের নিঃশেষভাবে ধ্বংসবোধক বাক্যের সংগ্রাহক। 'তং বিদ্যা' ইত্যাদি শ্রুতিও সূত্রকার সমাধান করিবেন 'বিভাগঃ শতবদিত্যাদি' সূত্রদ্বারা। অতএব সিদ্ধান্ত এই—বিদ্যাই (জ্ঞানই) মুক্তির হেতু, অন্য কিছু নহে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। ৫০।

সূক্ষ্মা টীকা—শ্রুত্যাদীতি। তাভ্যামিতি পূর্ব্বপক্ষিবচনাভ্যামিত্যর্থঃ। ইন্দ্র ইতি। অত্র শতাশ্বমেধযাজিনোঽপীন্দ্রস্যাক্ষয়সুখং নাভূদতস্তাদৃক্‌সুখহেতুং তত্ত্বং পৃচ্ছতীতি ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষৈকহেতুতাং জ্ঞাপয়তীতি তস্যাস্তথাত্বে লিঙ্গমেতৎ। নাস্তীতি। অকৃতকৃতত্বাৎ কৃতলভ্যঃ স নেতি যুক্তিশ্চ।

শেষত্বাদীতি। কর্ম্মণাং বিদ্যাঙ্গত্বনির্ণয়াৎ কর্ম্মৈব মুক্তিহেতুরিতি নিরস্তম্। বিদ্যয়া সর্ব্বেতি। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদি বাক্যাচ্চ তস্যাস্তথাত্বমিত্যর্থঃ। তং বিদ্যেতি। তমেব বিদিত্বেত্যেবকারশ্রুত্যা তং বিদ্যেতি লিঙ্গস্য বাধাৎ বিভাগঃ শতবদিতি শাস্ত্রকৃতাং সমাধানম্ ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ—শ্রুত্যাদীতি সূত্রে। 'শাস্ত্রস্য তাভ্যাং বাধ ইতি'—তাভ্যাম্ সেই দুইটি দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত বচন দুইটি দ্বারা। ইন্দ্রোঽশ্বমেধাঞ্ছতমিত্যাদি—এই উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও তাঁহার অক্ষয় সুখ হয় নাই, এইজন্য সেই অক্ষয় সুখের হেতুভূত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন; ইহা ব্রহ্মবিদ্যার একমাত্র মুক্তিহেতুতা জানাইতেছে অর্থাৎ ইহাব্রহ্মবিদ্যার মুক্তিহেতুতার জ্ঞাপক। 'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেতি'—কৃত—কর্ম্ম দ্বারা ঐ মুক্তি লভ্য নহে ; এজন্য উহা কৃতলভ্য নহে, এই যুক্তিও উহাতে প্রমাণ। 'শেষত্বাদিত্যাদি ষট্-সূত্রী তু' ইত্যাদি—বৈদিক কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ ইহা নির্ণীত হওয়ায় কর্ম্মই মুক্তির কারণ এই বাদ খণ্ডিত হইল। কথাটি এই, কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ ব্রহ্মবিদ্যা। বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্মনির্ম্মূলেতি—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যার মুক্তিকারণত্ব—এই তাৎপর্য্য। 'তং বিদ্যেতি শ্রুতিস্তু' ইত্যাদি—'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ 'এব' শব্দদ্বারা 'তং বিদ্যাকর্ম্মণী' ইত্যাদি জ্ঞাপকের প্রতিবন্ধকতা হইতেছে—এজন্য 'বিভাগঃ শতবৎ' এইরূপ সূত্রকারের সমাধান ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে কেহ যদি আপত্তি উত্থাপন করেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে শাস্ত্রে যে কোথায়ও কর্ম্মকে মুক্তির হেতু, বা কোথায়ও কর্ম্ম ও জ্ঞানকে মিলিতভাবে মুক্তির হেতু বা কেবল জ্ঞানকে মুক্তির হেতু বলিয়াছেন, তাহার কিরূপে সমাধান হইবে? তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীগুরুকৃপালব্ধ শ্রীভগবদুপাসনারূপ বিদ্যাই যে মুক্তির কারণ,—এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা বাধিত হইতে পারে না, যেহেতু 'তমেব বিদিত্বা' শ্রুতি সাবধারণা অর্থাৎ 'এব' শব্দদ্বারা নিশ্চয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্রুতির

বিচারই বলিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ সূত্রোক্ত 'আদি' পদের দ্বারাও লিঙ্গ এবং যুক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের বাক্যে পাই,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

শ্রীসনৎকুমারের বাক্যেও পাই,—

"যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯)

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু পৃথুকেও বলিয়াছেন—

"নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভি-
র্যোগেন বা যৎসমচিত্তবর্ত্তী॥" (ভাঃ ৪।২০।১৬)

শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—

"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্" (ভাঃ ৭।৭।৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক-কৃষ্ণ-প্রেমরস॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ)
"ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

"শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান বা পাঠক্রম, সমাখ্যা অর্থাৎযৌগিকশক্তি —ইহাদের পরস্পর একই বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বা-পেক্ষা পরপরটি দুর্ব্বল। এই নিয়মে প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির বলবত্তা-হেতু ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণের দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রুতি-কথিত মনশ্চিতাদির-বিদ্যারূপত্ব কখন বাধিত হইতে পারে না। এ-স্থলে সূত্রের 'আদি' শব্দে 'লিঙ্গ' ও 'বাক্য' রূপ হেতুদ্বয়ের গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"সাবধারণা বলবতী শ্রুতিঃ। ইন্দ্রোঽশ্বমেধান্ শতমিষ্ট্বাপি রাজা ব্রহ্মাণ-মীড্যং তমুবাচোপসন্নঃ "ন কর্ম্মভির্নধনৈর্নৈব চান্যৈঃ পশ্যেৎ সুখং তেন তত্ত্বং ব্রবীহী"তি চ বলবল্লিঙ্গম্। নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেত্যুপপত্তিশ্চ। কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিন ইতি চ যুক্তি-মদ্ভগবদ্বচনম্। অতো ন প্রমাণান্তরবাধঃ কর্ম্মণৈবেত্যযোগব্যবচ্ছেদঃ।" ॥ ৫০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সদ্গম্যত্বং গুণমুপসংহরতি। "অতিথিদেবো ভব" ইতি তৈত্তিরীয়কে শ্রুতম্। তত্র সংশয়ঃ। সদুপাসনং মোচকং ন বেতি। গুরুপ্রসাদসহিতাদীশোপাসনাদেব মোক্ষসম্ভবাদলং সদুপাসনেনেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ-গুণের উপসংহার করিতেছেন—তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে শ্রুত আছে, 'অতিথিদেবো ভব' হরিভক্তগণকে দেবতার মত পূজা করিবে। এই বাক্যে সংশয়—সাধুসেবা মুক্তির কারণ হইবে কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন —গুরুর অনুগ্রহসহকৃত ঈশ্বরের উপাসনা হইতেই যখন মুক্তি সম্ভব, তখন আর সাধুসেবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ সদ্‌গম্যত্বমিতি। ব্রহ্মোপাসনে গুরুগম্যত্বমস্তু,পসংহার্য্যং গুরুদত্তেনৈবোপাসনেন মোক্ষস্য ভাবিত্বাৎ সদগম্যত্বং তূপসংহার্য্যং মাস্তু তেন ফলানতিরেকাৎ তস্য দুষ্করত্বাচ্চেতি প্রত্যুদাহরণং সঙ্গতিঃ। প্রাগ্‌বদাক্ষেপসঙ্গতির্ব্বেত্যন্যে। অতিথিদেব ইতি। অতিথয়ো হরিভক্তা দেবাবিষ্টত্বাৎ দেবাস্তদ্বৎ পূজ্যা যস্য স ত্বং তাদৃশো ভবেতি শিক্ষা। মুণ্ডকে চৈবং পঠ্যতে। "তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ" ইতি। আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ। ভূতিকামো মোক্ষপর্য্যন্তসম্পত্তিলিপ্সু,-রিত্যর্থঃ। তত্রেতি। সদুপাসনং সদ্ভক্তিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথ সদ্‌গম্যত্বমিত্যাদি ভাষ্যে। আপত্তি এই—পরমেশ্বরের উপাসনায় গুরুসেবা আশ্রয়ণীয় হউক, যেহেতু গুরুবোধিত উপাসনা দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু সাধু-সেবাও তদ্বৎ গ্রহণীয়, ইহা নাই হউক, যেহেতু তাহা দ্বারা অতিরিক্ত ফল আর কিছু জন্মায় না এবং সাধু-সন্তোষবিধানও দুষ্কর—এই প্রত্যুদাহরণ—এই অধিকরণের সঙ্গতি। অথবা অপরের মতে পূর্ব্বাধিকরণের মত ইহাতেও আক্ষেপসঙ্গতি। 'অতিথিদেবো ভবেতি' অতিথি অর্থাৎ হরিভক্তগণকে দেবতার মত পূজা করিবে যেহেতু তাঁহারা ভগবান্ দ্বারা আবিষ্ট অতএব তাঁহারা দেবতা। দেবতার মত সেই হরিভক্তগণ পূজ্য যাহার, তাদৃশ তুমি হও, ইহা একটি উপদেশ। মুণ্ডকোপনিষদেও এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে, যথা—'তস্মাদাত্মজ্ঞমর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ' শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্‌ভক্তকে। ভূতিকামঃ—মোক্ষ পর্য্যন্ত সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া পূজা করিবে। তত্রেতি—সদুপাসনং—সাধুগণে ভক্তি।

অনুবন্ধাদ্যধিকরণম্

সূত্রম্—অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ—আগ্রহ সহকারে মহতের সেবা ও আদিপদ-গ্রাহ্য ভগবত্তীর্থ-সেবা এবং অন্য দেবতার নিন্দা-পরিত্যাগ, এই হইতেই মুক্তি হইবে ॥ ৫১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনুবন্ধো মহদুপাসনানির্ব্বন্ধঃ। দেবভাবেন তদুপাসনমিত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ তদনুগ্রহান্মোক্ষঃ। ইতরথেত্থং ন ব্রূয়াৎ। স্মরন্তি চৈবং তত্ত্ববিদঃ "রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্" ইত্যাদিভিঃ। আহ চৈবং শ্রীভগবান্—'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা.। ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্" ইত্যাদিভিঃ। অত্র স্বয়ং স্বতত্ত্বমুপদিশ্যাপি সৎসঙ্গমাদিশতীতি তস্যান্তরঙ্গসাধনতাং বোধয়তি। আদিশব্দাৎ তত্তীর্থসেবাতদন্যনিন্দাপরিত্যাগশ্চ গ্রাহ্যৌ। "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ"। "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। অত্রাহুঃ। দেশিকসৎপ্রসঙ্গস্যাপীশহেতুকত্বাৎ তদনুগ্রহ এব মোচকোঽস্তু। শুভাদৃষ্টং তু ন তৎপ্রসঙ্গহেতুঃ তস্যাপি তদ্ধেতুকত্বাৎ। সর্ব্বা চ প্রবৃত্তিরীশহেতুকেতি "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যনেন নির্ণীতম্। তস্মাদ্দেশিকাদ্যনুগ্রহস্যাপি মুক্তিকারণত্বকল্পনমযুক্তমিতি। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি দেশিকাদেরনুগ্রহেঽপীশহেতুকত্বং সংভাব্যং তথাপি তস্যাপি তত্র হেতুতা মন্তব্যা। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত্বিত্যাদিসূত্রনির্ণয়াৎ। কিঞ্চ স্বভক্তবশ্যেন হরিণা স্বানুগ্রহশক্তিঃ প্রায়েণ তেভ্যো দত্তাস্তি অতস্তেষামেব তত্র স্বাতন্ত্র্যম্। তৈরনুগৃহীতে তু জনে সোঽপি তমনুপ্রবর্ত্তয়তীতি সর্ব্বাণি বাক্যানি সাম্পদানি স্যুর্বৈষম্যাদ্যপনয়শ্চেতি ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অনুবন্ধ-শব্দের অর্থ—নির্ব্বন্ধসহকারে মহতের উপাসনা, অর্থাৎ দেবভাবে উপাসনা, তাহা হইতে লব্ধ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে মুক্তি। সদ্‌গুরুর উপাসনা যদি মুক্তির কারণ না হইত, তবে শ্রুতি

এইরূপ উপদেশ করিতেন না। তত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ স্মরণও করিয়া থাকেন, যথা—শ্রীভাগবতে রহূগণ রাজার প্রতি ভরতের উক্তি—‘রহূগণৈতদিত্যাদি’ হে রহূগণ! এই পরতত্ত্ববিজ্ঞান তপস্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, যজ্ঞের দ্বারা লাভ করা যায় না, সন্ন্যাসের দ্বারা, গার্হস্থ্যের দ্বারা অর্থাৎ অন্নাদি বিতরণ দ্বারা অথবা গৃহস্থের জন্য উপকার সাধন দ্বারাও নহে। কিংবা বেদাভ্যাসের (বেদাধ্যয়ন) দ্বারা নহে, জল, অগ্নি, সূর্য্য ইহাদের উপাসনা দ্বারাও নহে, কিন্তু মহাপুরুষের পাদপদ্মপরাগের অভিষেক দ্বারাই হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হয় না। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও এইরূপ বলিতেছেন—‘ওহে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, তত্ত্ববিবেক, অহিংসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্তাদি, দক্ষিণা অর্থাৎ দান, উপবাসাদি ব্রত, দেবার্চ্চনা, রহস্য মন্ত্রজপ, তীর্থসেবা, যম, নিয়ম এগুলি আমাকে বশ করে না, যেমন সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে; কারণ উহা অন্য সমস্ত সঙ্গের প্রতিরোধক। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ নিজের তত্ত্বের উপদেশ করিয়াও সৎসঙ্গের উপদেশ করিলেন। সুতরাং তাহা (সৎসঙ্গ) অন্তরঙ্গ-সাধন, ইহা বুঝাইতেছে। সূত্রোক্ত আদিপদ হইতে ভগবত্তীর্থ-সেবা ও তদন্যের নিন্দা-পরিত্যাগ—এই দুইটি গ্রাহ্য। পুণ্যতীর্থ সেবা যে করণীয়, ইহার প্রমাণ—যিনি ভগবত্তত্ত্ব শুনিতে চান, যিনি ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাদৃশ ব্যক্তির ভগবৎ-কথাশ্রবণে রুচি হইয়া থাকে, হে বিপ্রগণ। ইহা মহাপুরুষের সেবায় ও পবিত্র তীর্থসেবা হইতে জন্মিয়া থাকে। আবার অপর দেবতার নিন্দাত্যাগও যে প্রয়োজন, ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে, যথা—শ্রীহরিকেই সর্ব্বদা আরাধনা করিবে, যেহেতু তিনি সকল দেবতার—ঈশ্বরের ঈশ্বর, তাই বলিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। এই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষীরা বলেন—যখন আচার্য্যের সৎসঙ্গও ভগবানের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহই মাত্র মুক্তির কারণ হউক কিন্তু শুভাদৃষ্টকে আর সৎ-সঙ্গের কারণ বলি কেন? যেহেতু শুভাদৃষ্টও ঈশ্বরের অনুগ্রহাধীন। শুধু তাহাই নহে, সকল চেষ্টাই ঈশ্বরাধীন, ইহা ‘পরাত্তু তৎশ্রুতেঃ’—এই সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব আচার্য্য প্রভৃতির অনুগ্রহে মুক্তিকারণতা-কল্পনা অযৌক্তিক।—এই পূর্ব্বপক্ষীর উক্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, যদিও

আচার্য্য প্রভৃতির অনুগ্রহ ঈশ্বরাধীন সম্ভাবনা করা যায়, তাহা হইলেও আচার্য্যানুগ্রহই মুক্তির প্রতি কারণ মনে করিতে হইবে। যেহেতু, 'কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু' ইত্যাদি সূত্রে উহা নির্ণীত হইয়াছে। আরও একটি কারণ, ভগবান্ শ্রীহরি নিজ ভক্তের বশ হইয়া আচার্য্যাদি নিজভক্তগণকে নিজ অনুগ্রহশক্তি একপ্রকার দিয়াছেন, অতএব আচার্য্যাদিরই অনুগ্রহ-ব্যাপারে স্বাধীনতা। সেই হরিভক্ত আচার্য্যগণ মানুষকে অনুগৃহীত করিলে শ্রীহরিও সেই অনুগ্রহের প্রবর্ত্তক হন। এইরূপে সকল বাক্যের সমাধান ও অসঙ্গতির দূরীকরণ হইতেছে ॥ ৫১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুবন্ধাদীতি। ইতরথেতি। সদুপাসনং চেন্মোচকং ন স্যাৎ তর্হি দেবভাবেন শ্রুতিস্তন্নোপদিশেদিত্যর্থঃ। রহূগণেতি শ্রীভাগবতে। হে রহূগণ! এতৎ পরতত্ত্ববিজ্ঞানং তপসা ন যাতি ন লভ্যতে পুরুষঃ ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা নির্ব্বপণাদন্নাদিবিভাগেন গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তোপকারেণ ছন্দসা বেদাভ্যাসেন জলাদিভিরুপাসিতৈঃ। তর্হি কেন যাতীত্যত্রাহ বিনেতি। সদৈকান্তভক্ত্যৈব যাতীত্যর্থঃ। ন রোধয়তীতি চ তত্রৈব যোগোঽষ্টাঙ্গঃ, সাংখ্যং তত্ত্ববিবেকঃ, ধর্ম্মঃ সাধারণোঽহিংসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ। ইষ্টাপূর্ত্তমিতি। ইষ্টমগ্নি-হোত্রাদি পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণমিত্যর্থঃ। দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি হরিবাসরোপবাসাদীনি। যজ্ঞো দেবার্চ্চনম্। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। রোধয়ত্যবরুদ্ধে ইত্যুভয়ত্র বশীকরোতীত্যর্থঃ। ইতিহাসসমুচ্চয়ে —"তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ" ইতি। শাণ্ডিল্যস্মৃতৌ চ। "সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্। কেবলং ভগবৎ-পাদসেবয়া বিমলং মনঃ। ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চ্চনাৎ" ইতি। অত্রেতি। স্বয়ং শ্রীহরিঃ। তস্য সৎসঙ্গস্য। শুশ্রূষোরিতি শ্রীভাগবতে। পুণ্যতীর্থেতি প্রায়স্তীর্থে সন্তো মিলন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। হরিরেবেতি পাদ্মে। অত্রাহু-রিতি। তদনুগ্রহ ঈশানুগ্রহঃ। তস্যাপীতি। শুভাদৃষ্টস্যাপীশহেতুকত্বাদিত্যর্থঃ। তস্যাপি তত্রেতি। তস্য দেশিকাদেরপি তত্র স্বানুগ্রহে হেতুতা স্বীকার্য্যা। কৃতপ্রযত্নেতি সূত্রেণ তত্র কর্ত্তৃত্বস্থাপনাদিত্যর্থঃ। তেভ্যো দেশিকাদিভ্যো

নিজভক্তেভ্যঃ। তত্রানুগ্রহক্রিয়ায়াম্। তৈর্দেশিকাদিভিঃ। সোঽপি হরিরপি। তমনুগ্রহম্। সাম্পদানি সবিষয়াণি সার্থকানীতি যাবৎ। বৈষম্যেতি। হরৌ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপরিহারশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

টীকানুবাদ—'অনুবন্ধাদিভ্যঃ' এই সূত্রে। ইতরথেতি ভাষ্যে—ইতরথা অর্থাৎ যদি সদুপাসনা মুক্তির কারণ না হয়, তবে দেবভাবে তাহার উপাসনার জন্য শ্রুতি 'অতিথিদেবো ভবেতি' বাক্যে তাহা (সাধুসেবা করিতে) উপদেশ করিতেন না। 'রহূগণৈতৎ' ইত্যাদি বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত। ইহার অর্থ—হে রহূগণ! এতৎ—এই পরতত্ত্ববিজ্ঞান তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায় না। ইজ্যা—বৈদিক কর্ম্মদ্বারা লভ্য নহে। অন্নাদি বিভাগ দ্বারা নহে। গৃহ-নিমিত্ত উপকার দ্বারা, বেদাভ্যাস দ্বারা, জল প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা লভ্য নহে। তবে কোন্ উপায়ে তিনি লভ্য? সাধুপুরুষের একান্ত ভক্তিদ্বারাই তিনি লভ্য। 'ন রোধয়তি চ' ইত্যাদি বাক্যও সেই ভাগবতোক্ত। যোগ—অষ্টাঙ্গ, সাংখ্য—তত্ত্ববিবেক, ধর্ম্ম—সাধারণ জীবহিংসা-ত্যাগাদি, স্বাধ্যায়—বেদপাঠ, তপঃ—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি, ত্যাগ—সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিত্যহোম, পূর্ত্ত অর্থাৎ কূপ, আরাম (উপবন) প্রভৃতি নির্ম্মাণ, দক্ষিণা-শব্দে সাধারণভাবে দান লক্ষণীয়। ব্রত—হরিবাসরাদিতে উপবাসাদি, যজ্ঞ—দেবার্চ্চন, ছন্দঃ—অর্থাৎ গুহ্য মন্ত্র জপ। রোধয়তি বা অবরুন্ধে—এই দুইটির অর্থ বশ করে। ইতিহাস-সমুচ্চয়গ্রন্থে আছে—তস্মাদিত্যাদি—অতএব বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈষ্ণবদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। তাহার দ্বারাই বিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্যস্মৃতিতেও আছে, শ্রীহরিসেবকদিগের সিদ্ধি হয় কিনা সন্দেহ থাকিতে পারে কিন্তু বৈষ্ণবদিগের পরিচর্য্যায় যাঁহারা রত, তাঁহাদিগের আর সিদ্ধি-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেবল ভগবৎপাদ-সেবা দ্বারা তাদৃশ চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, যেমন হরিভক্তগণের নিত্য চরণ সেবা দ্বারা হইয়া থাকে। অত্র স্বয়ং স্বতত্ত্বমিত্যাদি—স্বয়ং শ্রীহরি নিজের তত্ত্ব। তস্যান্তরঙ্গসাধনতামিতি —তস্য—সাধুসঙ্গের। শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানস্য ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের। পুণ্যতীর্থ নিষেবণাৎ এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য—প্রায় তীর্থে সাধুরা মিলিত হন—এই জন্য। 'হরিরেব সদারাধ্যঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি পদ্মপুরাণান্তর্গত। অত্রাহুঃ

—দেশিকসৎপ্রসঙ্গস্যাপি ইত্যাদি—তদনুগ্রহঃ—ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তস্যাপি তদ্ধেতুকত্বাৎ ইতি—তস্য—সেই শুভাদৃষ্টেরও কারণ ঈশ্বরানুগ্রহ। তস্যাপি তত্র হেতুতা মন্তব্যেতি তস্য—আচার্য্যাদিরও; তত্র—নিজ অনুগ্রহে ঈশ্বরের কারণত্ব স্বীকরণীয়। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেশিকাদির অনুগ্রহ-বিষয়ে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ায়—এই অর্থ। প্রায়েণ তেভ্যো দত্তাস্তি ইতি—তেভ্যঃ—আচার্য্যাদি নিজভক্তগণকে ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনুগ্রহ-শক্তি দত্ত হইয়া আছে। তত্র স্বাতন্ত্র্যম্ ইতি তত্র—সেই অনুগ্রহ-কার্য্যে। তৈরনুগৃহীতে তু—তৈঃ—আচার্য্যাদি দ্বারা অনুগৃহীত লোকের উপর। সোঽপি তমনুপ্রেরয়তি ইতি—সোঽপি—সেই শ্রীহরিও, তম্—অনুগ্রহকে। বাক্যানি সাম্পদানি ইতি সাম্পদানি—সবিষয়ক অর্থাৎ সার্থক। বৈষম্যাদ্যপনয়শ্চেতি—হরি-বিষয়ে পক্ষপাক্ষিতা ও নির্দ্দয়ত্বাপত্তির পরিহারও হইল—এই অর্থ॥ ৫১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। যদি সংশয় হয় যে, সাধুসেবা দ্বারা মুক্তি হয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আগ্রহের সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবা সহকৃত শ্রীভগবানের উপাসনা দ্বারাই মোক্ষ সম্ভব, ইহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সাধু-সেবার আর প্রয়োজন নাই। এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, নির্ব্বন্ধসহকারে মহদুপাসনার কর্ত্তব্যতার বিষয় শ্রুতিই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং উহা যে মোক্ষের হেতু, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥" (ভাঃ ৫।১২।১২)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥" (ভাঃ ১১।১২।১-২)

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥" (ভাঃ ৩।২৫।২৪)

প্রতিযুগে কেবল সৎসঙ্গের দ্বারাই যে সকলে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন, তাহারও দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া ...যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥" (ভাঃ ১১।১২।৩-৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৯, ৫১,৫৪)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ" (ভাঃ ৫।৫।২) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

ন কেবলং শ্রবণাদিভির্গুরুপ্রসাদেন চ ব্রহ্মদর্শনং কিন্তু ভক্ত্যাদিভিশ্চ। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বতো বিষ্ণুতৎপরঃ। যদ্গুরুঃ সুপ্রসন্নঃ সন্ দদ্যাত্তন্নান্যথা ভবেৎ। তথাপ্যনাদিসংসিদ্ধভক্ত্যাদিগুণযোগতঃ। লভেদ্ গুরুপ্রসাদঞ্চ তস্মাদেব চ তত্ত্ববেদিতি। ভক্তির্বিষ্ণৌ গুরৌ চৈব গুরোর্নিত্যপ্রসন্নতাম। দদ্যাচ্ছমদমাদিশ্চ

তেন চৈতে গুণাঃ পুনঃ। তৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দর্শনং বিষ্ণোঃ শ্রবণাদিকৃতং ভবেদিতি চ নারায়ণতন্ত্রে।" ॥ ৫১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যথা ক্রতুরিত্যাদিশ্রুতৌ সংশয়ঃ। ইদং ব্রহ্মোপাসনং দেশিকাদ্যুপাস্তিসহিতং স্বতারতম্যাৎ ফলতারতম্য-হেতুর্ভবেন্ন বেতি। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদৌ বিশেষাশ্রবণাৎ ন তদ্ধেতুর্ভবেৎ। ন হি নানাবিধৈর্বর্ত্মভিরুপেয়ং নগরং তদুপেতৃভির্বৈবিধ্যেন দৃষ্টমিতি শক্যং বক্তুমিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সংশয় উত্থাপিত হইতেছে যথা—এই ব্রহ্মোপাসনা আচার্য্য সাধুপুরুষের উপাসনার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে নিজের তারতম্য-অনুসারে ফলেরও কি তারতম্য জন্মাইবে? অথবা নহে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন বিশেষ ফল শ্রুত হইতেছে না, তখন ফলগত তারতম্যের হেতু হইবে না, দৃষ্টান্ত এই—নানাপ্রকার পথ ধরিয়া গন্তব্য নগরে গমনকারীদিগের মধ্যে পথ-অনুসারে নগরে উপস্থিতির তারতম্য ঘটে, ইহা যেমন বলিতে পারা যায় না, সেইপ্রকার এখানেও ফল-তারতম্য হয় না—এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—গুরুসৎকৃপাবতী হরিভক্তির্মোচিকেত্যুক্তং প্রাক্। তামাশ্রিত্য তস্যাঃ ফলবৈষম্যং চিন্ত্যমিত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। যথেত্যাদি স্পষ্টম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গুরু ও সাধু পুরুষের কৃপা-সমন্বিত হরিভক্তি মুক্তির কারণ, তাহা (গুরু ও সাধুকৃপা) অবলম্বন করিয়া হরিভক্তির ফল-তারতম্য বিচারণীয়—এইরূপ আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি। 'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট।

প্রজ্ঞান্তরাধিকরণম্

সূত্রম্—প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ—দ্বিবিধ প্রজ্ঞার মধ্যে একটি শাব্দবোধাত্মক, অন্যটি উপাসনাত্মক, তাহাদের বৈশিষ্ট্যের মত উপাসকদিগেরও ব্রহ্ম-দৃষ্টিরও তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা 'যথাক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি দ্বে প্রজ্ঞে দৃষ্টে। তত্রৈকা শাব্দী অন্যা তূপাসনা। তস্যাঃ পৃথক্ত্বং ভেদঃ। তদ্বদেব তদুপাসকানাং তদ্দৃষ্টির্ভবতি। তদুক্তমিতি। যথা ক্রতুরিত্যাদৌ তত্তারতম্যমুক্তমিত্যর্থঃ। তথাচোপাসনানুযায়িভগবদ্দর্শনং ততো বিমুক্তিরিতি। সাম্যপারম্যং তু নৈরঞ্জন্যাংশেন বোধ্যম্॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' এই শ্রুতিতে যে প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞা দুই প্রকার ব্যক্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে একটি শাব্দবোধাত্মক, অপরটি উপাসনা-স্বরূপ, উহার ভেদ-অনুসারে উপাসকদিগেরও দৃষ্টিভেদ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের ভেদ হইয়া থাকে। ইহা 'যথাক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ফল-তারতম্য কথিত হইয়াছে। ফল কথা, উপাসনানুসারে ভগবদ্-দর্শন বিভিন্ন হয় এবং তাহা হইতে তদনুরূপ মুক্তি হয়। তবে যে 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে ফলের অবিশেষ শ্রুত হইতেছে, তাহার উপায় কি? উত্তর—হাঁ, তাহার সঙ্গতি আছে—নিরঞ্জনত্ব-অংশেই জ্ঞাতব্য ॥ ৫২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—প্রজ্ঞান্তরেতি। তত্তারতম্যং ফলবৈষম্যম্। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। নন্বেবং নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমিত্যবিশেষশ্রুতেঃ কা গতিস্তত্রাহ সাম্যপারম্যন্ত্বিতি। নৈরঞ্জন্যাংশেন নির্ম্মায়ত্বধর্ম্মেণ। তত্র ত্রিদণ্ডিনো বদন্তি মুক্তৌ ন বৈষম্যং প্রমাণবিরহাৎ পরমসাম্যমিতিশ্রুতেশ্চ। সাতিশয়ত্বে মুক্তেরপি স্বর্গাদিবদনিত্যতাপত্তিরাধিক্যবীক্ষায়াং দুঃখদ্বেষের্ষ্যাদি চ স্যাদিতি। অত্র ক্রমঃ। ঈশ্বরমুক্তয়োঃ সাম্যং মুক্তানামেব বা নাদ্যঃ ভবতামপি তয়োর্বিভুত্বাণুত্বশেষিত্বশেষত্বস্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাদিনা বৈষম্যাৎ সাম্যেনেকেশ্বরতাপত্তেশ্চ। তয়োর্বৈষম্যঞ্চ শ্রুতিরাহ "অজ্ঞজ্ঞানঞ্চ জীবানাম্" ইত্যাদ্যা। শাস্ত্রকৃচ্চ "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইত্যাদিনা "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" ইতি সূত্রে ভোগমাত্রে মুক্তস্য

ব্রহ্মসাম্যাল্লিঙ্গাৎ জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিতি ভবদ্ব্যাখ্যানাচ্চ। অত্রাবধৃতৌ মাত্রশব্দঃ। ন চাস্ত্যঃ ভবন্মতেঽপি জীবান্ প্রতি শেষিণ্যাঃ শ্রীদেব্যাঃ তান প্রতি নিয়ামকাদ্বিষ্বক্‌সেনাদিতশ্চান্যেষাং জীবানামপকর্ষস্বীকারাৎ মুক্তেঃ সাতিশয়ত্বেঽপি নিত্যতা চেশাৎ জীবসংহতেরপকৃষ্টত্বে ইব প্রমাণবলাদ্‌যুক্তা। ইতরথোৎকর্ষস্যাপ্যনিত্যত্বেন ব্যাপ্তেরীশানন্দেঽপি তদাপত্তিঃ। ন চোৎকর্ষদৃষ্টের্দুঃখদ্বেষাদ্যুদয়ঃ অবিদ্যাবিরহাৎ গুর্ব্বাদ্যুৎকর্ষস্য হর্ষজনকত্বদৃষ্টেশ্চ। পরানন্দত্বে চ সর্ব্বেষাং স্ব-স্বযোগ্যতয়া ঘটকরকাদিবৎ পূর্ত্তেঃ। ননু স্বরূপাভিব্যক্তির্মুক্তিঃ স্বরূপাণি চ সমানীতি চেৎ সত্যং সাধনহেতুকস্য ফলবৈষম্যস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ। অন্যথা যথা ক্রতুরিত্যাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তস্মাদুক্তব্যাখ্যানমেব সুঘটমিতি ॥ ৫২ ॥

টীকানুবাদ—প্রজ্ঞান্তরেত্যাদি সূত্রে—'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদৌ তত্তারতম্যমিতি—তত্তারতম্যম্ অর্থাৎ ফলের বৈষম্য, ইহাতে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বাক্যও প্রমাণ যথা—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার যেরূপ বিশ্বাস, সিদ্ধিও তাহার সেই ধারণানুসারে হইয়া থাকে। আপত্তি হইতেছে—যদি এইরূপই হয়, তবে 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' এই শ্রুতিতে সকলেরই সমান সাম্য শ্রুত হওয়ায় অর্থাৎ কোন ফল-তারতম্য শ্রুত না থাকায় তোমাদের উক্তির সঙ্গতি কি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পরমসাম্য—নিরঞ্জনত্বধর্ম্মে অর্থাৎ নির্ম্মায়ত্বরূপে। সে-বিষয়ে ত্রিদণ্ডীরা বলেন—মুক্তি-বিষয়ে কোন তারতম্য নাই, যেহেতু সে-বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরম সাম্যের কথাই বলা হইয়াছে। যদি মুক্তির প্রভেদ থাকে, তবে স্বর্গাদির মত মুক্তিরও অনিত্যতা আসিয়া পড়ে, শুধু তাহাই নহে, মুক্তিগত উৎকর্ষ দেখিলেই দুঃখ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতিরও উদয় হইবে। এ-বিষয়ে আমরা বলি—ওহে ত্রিদণ্ডিগণ! তোমরা যে সাম্যের কথা বলিতেছ, ইহা কি ঈশ্বর ও মুক্তগণের সাম্য? অথবা মুক্ত পুরুষদিগের পরস্পর সাম্য? তন্মধ্যে প্রথমটি বলিতে পার না যেহেতু তোমরাও মুক্ত জীবের ও ঈশ্বরের—একের (ঈশ্বরের) বিভুত্ব, অপরের (জীবের) অণুত্ব, এইরূপ প্রধানত্ব, অপ্রধানত্ব, স্বাধীনত্ব, পরাধীনত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে বৈষম্য মানিয়াছ,

যদি জীবেশ্বরের ঐক্য হয়, তবে একেশ্বরবাদ অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদ ও জীব-শূন্যত্ববাদ আসিয়া পড়ে। শ্রুতিও জীব ও ঈশ্বরের বৈষম্য বলিতেছেন—যথা অন্যজ্জ্ঞানঞ্জীবানাম্—জীবের জ্ঞান ঐশ্বর-জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভূত ইত্যাদি। এই বেদান্তসূত্রকারও 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্যম্' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ' এই সূত্রে ভোগমাত্রে মুক্ত পুরুষের ঈশ্বর সাম্য এই অনুমাপক লিঙ্গ-হেতু এবং জাগতিক ব্যাপার বর্জ্জন করিয়া তোমাদের এই ব্যাখ্যা-হেতু মুক্ত ও ঈশ্বরের ঐক্য হইতে পারে না। ভোগমাত্র এই মাত্র-শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ কেবল ভোগাংশেই সাম্য। আবার মুক্ত পুরুষদের পরস্পর সাম্য এ-কথাও বলিতে পার না যেহেতু তোমাদের মতেও জীবের প্রতি অনুগ্রহকারিণী শ্রীদেবীর অনুগ্রহের নিয়ামক কিছু আছেই, বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতি মুক্ত হইতে অন্য জীব সমূহের অপকর্ষও স্বীকৃত আছে—আবার মুক্তিগত উৎকর্ষ বলিলেও মুক্তির নিত্যতা মানিতেই হইবে, যেমন ঈশ্বর হইতে জীবের অপকৃষ্টত্ব-বিষয়ে প্রমাণ আছে, সেইরূপ ইহাও প্রমাণ সিদ্ধ। যদি তাহা না মান, তবে উৎকর্ষ ও অনিত্যকারণ অনিত্যত্বব্যাপ্য উৎকর্ষ—উৎকর্ষমাত্রেই অনিত্যতা থাকিবেই, তাহা হইলে ঈশ্বরানন্দে তারতম্য মানিলে তাহাও অনিত্য বলিতে হয়। যদি বল, উৎকর্ষ হইলেই দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতির উদয় হইবে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ মুক্ত পুরুষদিগের অবিদ্যা থাকে না। আরও এক কারণ—গুর্ব্বাদির উৎকর্ষ হর্ষ-জনক হয়, ইহাও অবগত হওয়া যায়। পরানন্দত্ব-মতেও কোন বিরোধ নাই। যেহেতু যেমন ঘটের ও কমণ্ডলুর স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে জল পূরণ হয়, সেইরূপ সকল মুক্ত পুরুষের স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে আনন্দের পূর্ত্তি হইবে। যদি বল, স্বরূপাভিব্যক্তির নাম মুক্তি, স্বরূপ সকলেরই সমান, তাহা হইলেও সাধনহেতুক ফল-বৈষম্য অপরিহার্য্য। তাহা না মানিলে 'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের বিরোধ হয়, অতএব আমাদের কৃত ব্যাখ্যাই সঙ্গত ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে অন্য একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, শ্রীগুরুর প্রসাদসহ ব্রহ্মোপাসনার ফল কি সকলেরই একপ্রকার? অথবা উপাসনার তারতম্যে ফলেরও তারতম্য আছে? এ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে,

'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' (মুণ্ডক ৩।১।৩) এই শ্রুতি বাক্যানুসারে ফলের কোন তারতম্যের কথা পাওয়া যায় না। যুক্তিও দেখা যায়, নানা পথ দিয়া যদি কোন এক নগরে যাওয়া যায়, তাহা হইলে কি পথ ভেদে সেই নগর-দর্শনে তারতম্য ঘটে ? যে পথ দিয়াই যিনি নগরে প্রবেশ করুন না কেন, সকলের যেরূপ এক নগরদর্শনই হইয়া থাকে, সেইরূপ সকলের ব্রহ্মোপাসনার একই ফল হইয়া থাকে, উপাসনার প্রকারভেদে ফলের তারতম্য ঘটে, ইহা বলা যায় না।

আজকাল অধিকাংশ লোকের মধ্যে এইরূপ একটি মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যিনি যে-মতে, যে পথে যাউন না কেন, সকলেরই এক গতিরূপ ফল হইবে। ইহার সমর্থনে আধুনিক বহুল প্রচারিত 'যত মত তত পথ' কথাটি উল্লেখ করিতে প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ মতবাদিগণের মত নিরসনার্থ সূত্রকার জগদ্গুরু শ্রীমদ্ব্যাসদেব বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উপাসনার ভেদানুসারে উপাসকেরও তত্ত্বদর্শনরূপ ফলের তারতম্য ঘটে,—ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।

এ-বিষয়ে গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

বেদে যজ্ঞানুসারে ফলের বিভিন্নতার কথা বলিয়াছেন। সকল যজ্ঞের এক ফল, ইহা কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং উপাসনা-অনুসারে যে ভগবদ্-দর্শনের ও মুক্তিফলের তারতম্য ঘটিবে, ইহা শাস্ত্রে বহুস্থানে উল্লিখিত আছে। 'যথা ক্রতুঃ' শ্রুতি তো এখানে ভাষ্যকার স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাময় ক্রতু ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্।

শ্রীগীতায় পাওয়া যায়,—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" (গীঃ ৪।৩৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥"

(ভাঃ ১০।৪০।৯-১০)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"এবমুক্তলক্ষণা যোগিকর্ম্মিপ্রভৃতয় উপাসকাঃ সর্ব্ব এব ত্বাং যজন্তি। কুত ইত্যত আহ—সর্ব্ব ইতি। তবৈব সর্ব্বদেবময়ত্বাদীশ্বরত্বাচ্চেত্যর্থঃ। নমু কেচিৎ পৃষ্টা বয়ং শিবমর্চ্চয়ামো বয়ন্তু সূর্য্যং গণেশমিত্যাচক্ষতে তত্রাহ— যেঽপীতি। নমু, তে কাদাচিৎকীমপি স্মৃতিং ময়ি ন দধতে তত্রাহ,—যদ্যপীতি। অন্যেষেব দেবেষু ন তু ত্বয়ি ধীর্যেষাং তে। নমু, যদি মামেবার্চ্চয়ন্তি তর্হি তে মামেব প্রাপ্নুয়ুঃ। মৈবং তেষামর্চ্চনা এব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি ন তু তে অর্চ্চকাঃ। যদুক্তং ত্বয়ৈব—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥...ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্" (গীঃ ৯।২৩-২৫) ইত্যতোঽহমপি দৃষ্টান্তেন তথৈব বচ্মীত্যাহ—যথেতি। অদ্রিভ্যঃ সকাশাৎ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তাঃ। অদ্রিভির্জ্জনিতা ইত্যর্থঃ। পর্জ্জন্যেন মেঘেনাপূরিতা ইতি। অদ্রিষু পর্জ্জন্যবৃষ্টানি জলান্যেবেতস্তত একীভূয় নদ্যো ভবন্তি। তাশ্চ নদ্যঃ সর্ব্বতঃ প্রসৃত্য অন্ততঃ সিন্ধুং বিশন্তীতি। অদ্রিজনিতা নদ্য এব যথা সিন্ধুং প্রাপ্নুবন্তি ন তু নদীজনকা অদ্রয়স্তথৈব গতয়ো গম্যন্তে আভিরিতি মার্গভূতা অর্চ্চনা এব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি নত্বর্চ্চকাস্তে তবৈব সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ অধিষ্ঠানপূজা অধিষ্ঠাতর্য্যেব পর্য্যবস্যতীতি ন্যায়াৎ সর্ব্বদেবপূজাপি ত্বৎপূজৈবেতিভাবঃ। অতঃ পর্জ্জন্যস্থানীয়ো বেদঃ পর্জ্জন্যো হি সিন্ধুজলময়ত্বাৎ সিন্ধোরুদ্ভূতঃ বেদোঽপি ত্বত্ত উদ্ভূতস্তদুক্তা নানাপূজনবিধয় এব জলানি তত্রাধিকারিণ এবাদ্রয়স্তৎকৃতা নানাদেবপূজা এব নানাদেশনদ্যস্তা নদ্যো যথা নানাদেশেভ্যো নিঃসৃত্য সিন্ধুমেব গচ্ছন্তি তথৈব পূজাপি দেবেভ্যো নিঃসৃত্য বিষ্ণুম্।"

আরও পাই,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্

গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতো সাগ্রজঃ॥" (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ॥" (ভাঃ ৪।১৩।৩৪)

শ্রীগীতায় পাই,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" (গীঃ ৪।১১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি ইত্যর্থঃ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৪।২১)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"উপাসনাভেদেন দর্শনভেদঃ। তচ্চোক্তং কমঠশ্রুতৌ। অন্তর্দৃষ্টয়ো-বহির্দৃষ্টয়োঽবতারদৃষ্টয়ঃ সর্ব্বদৃষ্টয় ইতি দেবাবাব সর্ব্বদৃষ্টয়স্তেষু চোত্তরোত্তর মা-ব্রহ্মণোঽন্যেষু যথাযোগং যথা হ্যাচার্য্যা আচক্ষত ইতি। অধ্যাত্মে চ দৃষ্ট্যৈব হ্যবতারাণাং মূচ্যন্তে কেচিদঞ্জসা। দর্শনেনান্তরজ্ঞানাং দেবাঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ। তেষাং বিশেষমাচার্য্যো বেত্তি সর্ব্বজ্ঞতাঙ্গত ইতি।" ॥ ৫২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ। ন চ বিদ্যয়া বিনা দৃষ্টির্নাপি দৃষ্টিং বিনা বিমুক্তিরিত্যুক্তম্। তদুভয়মযুক্তং ভগবৎপ্রাকট্যাবসরে বিদ্যাশূন্যৈরপি তদ্দৃষ্টের্লাভাৎ দৃষ্টিমদ্ভিরপি বিমুক্তেরলাভাদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি হইতেছে—বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতিরেকে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয় না, আবার ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তিও হয় না, ইহা পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—এই দুইটিই অযৌক্তিক, কারণ যখন শ্রীভগবানের অবতার হয় তখন ব্রহ্মবিদ্যাশূন্য ব্যক্তিদিগেরও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। আবার দৃষ্টি হইলেই যে মুক্তি হয়, তাহাও নহে, দৃষ্টিমান্‌দেরও মুক্তিলাভ দেখা যায় না, এই আক্ষেপের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদিতি। ভগবৎপ্রাকট্যাবসরে তদবতার-সময়ে। বিদ্যাশূন্যৈস্তদানীন্তনৈঃ কর্ষকাদিভিঃ। দৃষ্টিমদ্ভিঃ সুদর্শননৃগাদিভিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'স্যাদেতদিত্যাদি'—ভগবৎপ্রাকট্যা-বসরে—ভগবানের অবতারকালে। বিদ্যাশূন্যৈরপি—যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য তৎ-কালীন কর্ষক প্রভৃতি তাহাদের কর্ত্তৃকও তাঁহার দৃষ্টিলাভ হইয়া থাকে, আবার দৃষ্টিলাভকারী সুদর্শন নামক বিদ্যাধর এবং নৃগ নামক রাজা কর্ত্তৃকও মুক্তি-লাভের কথা শোনা যায় না।

সূত্রম্—ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥৫৩॥

সূত্রার্থ—সামান্যাৎ—সাধারণভাবে যে দৃষ্টি, তাহাই মুক্তির কারণ হয় না, যেমন মৃত্যুমাত্রেই মুক্তি হয় না, তবে সাধারণভাবে দৃষ্টির ফল কি? উত্তমলোক-প্রাপ্তি। লোকপ্রাপ্তিও মুক্তি নহে। ৫৩।

গোবিন্দভাষ্যম্—অপিরবধারণে। সামান্যাৎ সাধারণ্যেন যোপলব্ধির্দৃষ্টিস্তস্যা ন মোচকত্বম্। যথা মৃত্যুমাত্রস্য তন্নাস্তি। কিং তর্হি সামান্যদৃষ্টেঃ ফলং তত্রাহ লোকাপত্তিরিতি। যথা সুদর্শনস্য

বিদ্যাধরস্য লব্ধসামান্যদৃষ্টের্যথা চ নৃগস্য রাজ্ঞো লোকাপত্তিঃ ফলমুক্তম্। নমু সৈব মুক্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন হীতি। ন খলু লোকাপত্তিঃ সেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—"সামান্যদর্শনাৎ লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাৎ" ইতি। অয়ংভাবঃ—দৃষ্টিঃ খলু দ্বেধা আবৃতবিষয়ানাবৃতবিষয়া চেতি। তত্রাদ্যা পুণ্যোদ্রেকেণ জায়মানা তৎপ্রভাবেণ স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপয়তি। অন্তিমা তু ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতি পরমপ্রেষ্ঠত্বচিৎসুখবিগ্রহবিষয়তয়া জায়মানা বিমোচয়তীতি সর্ব্বং সঙ্গতিমৎ। যত্তু হতিকালিকং তদ্বীক্ষণং মোচকং বদন্তি তত্রাপি তচ্চক্রাদিস্পর্শমহিম্না লিঙ্গপর্য্যন্তবিনাশাৎ। ততঃ প্রিয়ত্বাদিনা তদ্দৃষ্টেঃ সেতি বোধ্যম্। ইতরথা বহুবাক্যব্যাকোপাপত্তিঃ॥ ৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দটি অবধারণার্থে অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টি হইতেই মুক্তি হয় না। সামান্যাৎ—সাধারণভাবে যে দৃষ্টি, তাহা মুক্তির কারণ নহে। যেমন মৃত্যুমাত্রের মুক্তিকারণতা নাই। তবে সাধারণভাবে দৃষ্টির কি ফল? তাহাতে বলিতেছেন—'লোকাপত্তিঃ'—উত্তমলোকপ্রাপ্তি। যেমন বিদ্যাধর সুদর্শনের সাধারণ দৃষ্টিলাভ হওয়ায় উত্তমলোকে গতি হইয়াছিল, কিংবা যেমন নৃগরাজার উত্তম গতি হইয়াছিল। যদি বল, তাহাই মুক্তি, তাহাতে বলিতেছেন—'ন হি লোকাপত্তিঃ' লোকপ্রাপ্তি মুক্তি নহে; এ-বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিতেছেন—'সামান্যদর্শনাৎ' ইত্যাদি—সাধারণভাবে দর্শন হইতে উত্তমলোক লাভ হয়, আর আত্মদর্শন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ভাবার্থ এই—দৃষ্টি দুই প্রকার, একটি বিষয় আবৃত রাখিয়া, অপরটি বিষয় আবৃত না রাখিয়াই হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ আবৃত বিষয়-দৃষ্টি পুণ্যাতিশয় জন্মাইয়া তাহার বলে স্বর্গাদি লোক পাওয়াইয়া দেয়, আর শেষেরটি অর্থাৎ অনাবৃতবিষয়া দৃষ্টি ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা লিঙ্গশরীর নাশ হইবার পর পরমপ্রিয়ত্ব, চিৎসুখবিগ্রহকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয়, উহা মুক্তি দান করে, এইরূপে সমস্ত সঙ্গতি জানিবে। তবে যে বিদ্যাহীন চৈদ্যাদি শত্রুরও হননকালে তাঁহার দর্শন হইতে মুক্তি হইয়াছিল, ইহা

কথিত আছে, ইহার সঙ্গতি কি? তাহার উপপত্তি এই—তাঁহার সুদর্শনচক্রের স্পর্শপ্রভাবে শিশুপাল প্রভৃতির লিঙ্গশরীর পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর শ্রীভগবান্‌কে প্রিয়ভাবে দৃষ্টি হইতে সেই মুক্তি হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। ইহা না মানিলে বহু শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। ৫৩।

সূক্ষ্মা টীকা—ন সামান্যাদিতি। সামান্যাদিতি টাবিভক্তেরাৎ। "সামান্য-দর্শনাৎ" ইতি নারায়ণতন্ত্রে। "দর্শনেনাত্মযোগ্যেন মুক্তির্নান্যেন কেনচিৎ" ইতি অধ্যাত্মে চ। আবৃতবিষয়েতি। আবৃতো মায়াকঞ্চুকাচ্ছন্নো হরিঃ। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ"। "মায়াযবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ" ইতি স্মরণাৎ। স বিষয়ো যস্যাঃ সা দৃষ্টিস্তথা অনাবৃতঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ স বিষয়ো যস্যাঃ সা তথা। তৎপ্রভাবেণাবৃতভগবৎস্বরূপমহিম্না প্রাপয়তি চিরং তত্র লোকে স্থাপয়তীতি পুণ্যতোঽপি তস্যোৎকর্ষঃ সূচিতঃ। ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতীতি। "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ" ইত্যাদি-বাক্যেভ্যঃ। যদ্বিতি। "বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে। ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সরূপম্" ইতি প্রথমে ভীষ্মবাক্যম্। ইহ ভারতে যুদ্ধে। সরূপং সমানং রূপমিত্যর্থঃ। "যে চ প্রলম্বখরদর্দ্দুরকেশ্যরিষ্টমল্লেভকংসযবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যে চ শাল্বকপিবল্বলদন্তবক্রসপ্তোক্ষশম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ। যে বা মৃধে সমিতিশালিন-আত্তচাপাঃ কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ। যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থ-ভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্" ইতি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যম্। অস্যার্থঃ। যে চ প্রলম্বাদয়স্তে সর্ব্বে হরিণা নিহতাস্তদীয়ং নিলয়ং বৈকুণ্ঠং যাস্যন্তি। অলমতিশয়েন নিরবদ্যতয়েত্যর্থঃ। কীদৃশং তন্নিলয়মিত্যাহ—অদর্শনং ভগবদ্বিমুখজনাগোচরম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতমিতি জিতন্তে স্তোত্রে শ্রীবৈকুণ্ঠবিশেষণাৎ। তেষু খরো ধেনুকঃ দর্দ্দুরো ভেকতুল্যো বকঃ ইভঃ কুবলয়াপীড়ঃ কপির্দ্বিবিদঃ কুজো ভৌমঃ। সমিতিশালিনঃ সংগ্রামশোভিন ইত্যর্থঃ। ননু প্রলম্বাদয়ো বলদেবেন হতাঃ কাম্বোজাদয়ো ভীমার্জ্জুনাদিভিঃ শম্বরস্তু প্রদ্যুম্নেন যবনো মুচুকুন্দেনেতি চেৎ তত্রাহ বলেতি। বলপার্থেত্যা-দয়ো ব্যাজাহ্বয়াশ্ছদ্মাভিধানানি যস্য তেনেত্যর্থঃ। সপ্তোক্ষাণস্তু হরিণৈব দমিতাঃ সময়ান্তরে তন্নিলয়ং যাস্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ। এবমন্যত্র চ বাক্যং

মৃগ্যম্। এবং কৃষ্ণেন নিহতা বিদ্বিষোঽপি তং বীক্ষ্য মুক্তিং লব্ধা ইতি বিদ্যাহীনানামপি তদানীন্তনানাং তদ্দর্শনাদ্বিমুক্তিরভূদিতি নিরূপিতং তৎ কথং সঙ্গচ্ছেতেত্যর্থঃ। তত্র সমাদধদাহ তচ্চক্রেতি। তদ্দৃষ্টেস্তৎসাক্ষাৎকারাৎ। সা বিমুক্তিঃ। নমু স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যায়ং হতারিগতিপ্রদত্বগুণঃ। যো দৈত্যানপি নির্বিদ্যান্ হত্বৈব বিমোচয়তি তত্র চক্রাদিসৎসঙ্গতল্লব্ধবিদ্যাদি-কল্পনং নোচিতম্। বিষ্ণুনা নিহতস্য কালনেমের্মুক্তির্নাভূৎ। তস্যৈবোত্তর-জন্মনি কংসস্য কৃষ্ণেন নিহতস্য সাভিহিতেতি চেৎ তত্রাহ ইতরথেতি। বাক্যানি চ তমেব বিদিত্বা জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদীনি জ্ঞেয়ানি। অয়মাশয়ঃ। রূপান্তরেণ নিহতানাং দৈত্যানাং ন মোক্ষঃ কিন্তু প্রাকৃতসুখসমৃদ্ধিরুত্তর-জন্মনি ভবেৎ। কৃষ্ণেন নিহতানাস্তু তেষাং চক্রাদিস্পর্শেন বিদ্যোদয়াদতি-দুর্লভস্য মোক্ষস্য ঝটিত্যেব প্রাপ্তিরিতি তত্রৈব তস্য প্রাকট্যং ন তু রূপান্তরেষ্বিতি সর্ব্বাণি বচনানি সঙ্গতানি ভবেয়ুঃ। এবমেব প্রাচামপি ভাবো ব্যাখ্যেয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকানুবাদ—'ন সামান্যাদিত্যাদি' সূত্রে। সামান্যাৎ অর্থাৎ সামান্যেন—সাধারণভাবে, পঞ্চমী কেন? আর্ষ, টা বিভক্তি স্থানে আৎ আদেশবশতঃ। যেহেতু নারায়ণতন্ত্রে 'সামান্যদর্শনাৎ' এই কথা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণেও আছে—আত্মযোগ্য-দর্শন দ্বারা মুক্তি হয়, অন্য কোন উপায় দ্বারা নহে। 'আবৃতবিষয়া' আবৃত অর্থাৎ মায়ারূপ যবনিকাচ্ছন্ন মূর্ত্তি শ্রীহরি যাহার বিষয়, এইরূপ দৃষ্টি। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে—যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন আমি সকলের নিকট প্রকট নহি। আবার মায়ারূপিণী যবনিকা দ্বারা আবৃত-মহিমা ব্রহ্মকে নমস্কার। এতাদৃশ হরি যে দৃষ্টির বিষয়, তাহাই আবৃত-বিষয়া দৃষ্টি। আর অনাবৃত-বিষয়া—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীহরি বিষয় যাহার, তাদৃশী দৃষ্টি। 'তৎপ্রভাবেণ' স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপয়তি ইতি—তৎপ্রভাবেণ—আবৃত ভগবানের স্বরূপ মহিমার দ্বারা বহুকালে বৈকুণ্ঠলোকে স্থাপন করে, সুতরাং পুণ্য হইতেও এই আবৃতদৃষ্টি-মহিমার উৎকর্ষ সূচিত হইল। 'ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতীতি'—ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা লিঙ্গ শরীরের নাশ হইলে, ইহার প্রমাণ—'জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি'—ভগবদ্-দর্শন হইতে সর্ব্ববিধ বন্ধনের ছেদন হইয়া থাকে ইত্যাদি বাক্য। 'যত্তু হতিকালিকং বীক্ষণমিত্যাদি'

ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ভগবানের প্রতি ভীষ্মের বাক্য—বিজয়েত্যাদি—বিজয়—অর্জ্জুনের রথের সারথি যিনি অশ্বতাড়নী লইয়া ও অশ্বের রজ্জু ধরিয়া আছেন এবং নিজ শ্রীদ্বারা দর্শনীয়রূপ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মৃত্যুকামী আমার রতি হউক, এই ভারতযুদ্ধে যাঁহাকে দেখিয়া নিহত বীরগণ তাঁহার সমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহ—এই ভারতযুদ্ধে। সরূপং—সমানরূপ এই অর্থ। আরও—দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার প্রতি উক্তি আছে—প্রলম্বাসুর, খর (গর্দ্দভ) রূপী ধেনুক দৈত্য, ভেক তুল্য বকাসুর, কেশি-নামক অশ্বরূপী দৈত্য, অরিষ্টাসুর, চাণূরমল্ল, কুবলয়াপীড় হস্তী, কংস, কালযবন, নরকাসুর, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি, আরও অপর যে সব শাল্ব, কপি, বল্বল, দন্তবক্র, সাতটি বৃষ, শম্বর, বিদূরথ, রুক্মিপ্রমুখ বীর অথবা যুদ্ধে সমিতি-ভূষণ বীর, ধনুর্ধারী কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় কৈকয় প্রভৃতি ইহারাও বলদেব, অর্জ্জুন, ভীম নাম-ছলে শ্রীহরির হস্তেই নিরবদ্যভাবে (সুন্দরভাবে) নিধন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার (শ্রীহরির) নিলয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন। এই বাক্যগুলির মর্ম্মার্থ এই—যে সকল প্রলম্বাদি অসুর, তাহারা সকলে শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া তদীয় ধাম বৈকুণ্ঠে যাইবে। অলম্—অর্থাৎ অতিশয় নিরবদ্যভাবে। সেই নিলয়—ধাম কিরূপ? অদর্শনম্—যাহা ভগবদ্‌বিমুখ লোকের অগোচর এবং অবৈষ্ণবদের অপ্রাপ্য, সত্ত্বাদি গুণত্রয়রহিত। ইহা জিতন্তে ইত্যাদি-স্তোত্রে-বর্ণিত বৈকুণ্ঠের বিশেষণরূপে বর্ণিত আছে। সেই প্রলম্বাদির মধ্যে খর অর্থাৎ ধেনুকাসুর, দদুর্র—ভেকতুল্য বকাসুর, ইভ—হস্তী কুবলয়াপীড়, কপি—দ্বিবিদ, কুজ—পৃথিবী-পুত্র নরকাসুর। সমিতি-শালী অর্থাৎ যুদ্ধের শোভাজনক। যদি বল, প্রলম্বাদি অসুর বলরাম কর্ত্তৃক নিহত, এইরূপ কাম্বোজাদি রাজা ভীমার্জ্জুনাদি দ্বারা, শম্বর প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক, কালযবন মুচুকুন্দ রাজা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তবে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত এ-কথা বলা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বলপার্থ-ভীমব্যাজাহ্বয়েনেতি'—বলরাম, অর্জ্জুন প্রভৃতি শ্রীহরির ছদ্ম নাম, সুতরাং শ্রীহরি কর্ত্তৃকই উহারা নিহত। সাতটি বৃষ হরি কর্ত্তৃকই দমিত হইয়াছিল, সময়ান্তরে বিষ্ণুধামে ইহারা যাইবেই। এইপ্রকার অন্য স্থলেও হরিমাহাত্ম্য-সূচক বাক্য অনুসন্ধেয়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত কৃষ্ণবিদ্বেষিগণও তাঁহাকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাহীন তদানীন্তন

ব্যক্তিদিগেরও তাঁহার দর্শন হইতেই মুক্তি হইয়াছিল, এই কথা যখন বর্ণিত আছে, তখন কিরূপে ঐ উক্তি অর্থাৎ সামান্যতঃ দৃষ্টি মুক্তির কারণ নহে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইল? সে-বিষয়ে সমাধান করিয়া বলিতেছেন— তচ্চক্রেত্যাদি। 'তদ্দৃষ্টেঃ সেতি' তদ্দৃষ্টেঃ—তাঁহার সাক্ষাৎকার হইতে, সা— বিমুক্তি। আশঙ্কা হইতেছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই নিহত শত্রুদিগের গতিদানমহিমা, প্রমাণ যথা—'যো দৈত্যানপি' ইত্যাদি—যিনি বিদ্যাহীন দৈত্যদিগকেও হত্যা করিয়াই মুক্তি দেন। তাহাতে চক্রাদি, সৎসঙ্গ এবং তৎ- সাহায্যে বিদ্যাদি লাভ ইত্যাদি কল্পনা অনুচিত। আবার বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত কালনেমিরও মুক্তি হয় নাই, অথচ সেই কালনেমি পর জন্মে কংসরূপে আসিলে কৃষ্ণের হস্তে নিহত হইবার পর সেই মুক্তি বলা হইল। এই সব অসঙ্গতের মত প্রতীয়মান বিষয়গুলির উপপত্তি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইতরথা— 'বহুবাক্যব্যাকোপাপত্তিরিতি'। সেই বাক্যগুলি হইতেছে—'তমেব বিদিত্বে- ত্যাদি' 'জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি'। ঐ আশঙ্কার সমাধানে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই—রূপান্তরে ভীমার্জ্জুনাদির হাতে নিহত দৈত্যদিগের মুক্তি হয় নাই, কিন্তু পরজন্মে প্রাকৃতিক সুখ-সমৃদ্ধি হইয়াছিল, আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত, তাহাদের চক্রাদি-স্পর্শে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইল এবং তাহা হইতে অতি- দুর্লভ মুক্তি তৎক্ষণাৎ ঘটিল। সুতরাং ভগবদ্ধস্তে মৃত্যুতেই তাঁহার প্রকটতা, রূপান্তরে নহে, এইরূপে সমস্ত বাক্য সঙ্গত হইবে। প্রাচীনদিগেরও এইভাব এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৫৩।

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা-ব্যতিরেকে ভগবদ্দর্শন লাভ হয় না এবং ভগবদ্দর্শন ব্যতিরেকে মুক্তিও হয় না, কিন্তু এ-কথাতো যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তো বিদ্যাহীন সাধারণ ব্যক্তিও তাঁহার দর্শন করিয়া থাকে এবং দৃষ্টিলাভকারী তাহাদের অনেক ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয় নাই, দেখা যায়। পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সাধারণভাবে শ্রীভগবানের দর্শনের দ্বারা মুক্তি হয় না, যেমন মৃত্যু হইলেই মুক্তি হয় না। অবশ্য সাধারণ দর্শনের দ্বারা উত্তম লোকাদি লাভ ঘটিয়া থাকে।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥" (ভাঃ ১০।৩৪।৯)
"ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥" (ভাঃ ১০।৩৪।১৮)
"স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো
বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ
স্বর্গ্যাদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ ॥" (ভাঃ ১০।৬৪।৬)

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মুক্তিলাভ-বিষয়ে পাই,—

"বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে
ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষো-
র্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সরূপম্ ।" (ভাঃ ১।৯।৩৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"যং নিরীক্ষ্য হতাঃ যুদ্ধে অন্যেনাপি হতাঃ সন্তঃ অসুরস্বভাবা অপি তাদৃশ-জ্ঞানহীনা অপি সরূপং সাযুজ্যমুক্তিং প্রাপ্তাঃ।"

আরও পাই,—

যে চ প্রলম্ব-খর-দর্দ্দুর-কেশ্যরিষ্ট-

ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ।" (ভাঃ ২।৭।৩৪-৩৫)

শ্রীভীষ্মের বাক্যেও পাই,—

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নামকীর্ত্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ ॥" (ভাঃ ১।৯।২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৩।৯।১৫ এবং ১০।৪৬।৩২ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীগীতায় পাই,—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (গীঃ ৮।৫-৬)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ভক্তি না মানিলু মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে?
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে?
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড় বাহনে॥
অভিষেক হৈল রাজরাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ম্ময়-ধাম॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভনগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ,—ভক্তিশূন্যের কারণ॥" ইত্যাদি
(চৈঃ ভাঃ ১০ অধ্যায়)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন সামান্যদর্শনমাত্রেণ মুক্তিঃ যথা মৃত্যুমাত্রান্ন হি লোকাপত্তিমাত্রমুক্তি-সামান্যদর্শনান্মোক্ষা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাদিতি নারায়ণতন্ত্রে। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো দৃষ্ট্বা তু স্বাত্মযোগ্যয়েতি চ দর্শনেনাত্মযোগ্যেন মুক্তির্নান্যেন কেনচিদিতি

চাধ্যাত্মে ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি মাঠর-শ্রুতেঃ। ন পরমাত্মনো দর্শনমিতি চেৎ ন তস্যৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধামেতি শ্রুতেঃ। কথং তর্হ্যেষা শ্রুতিঃ" ॥ ৫৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বিদ্যয়া দর্শনাৎ বিমুক্তিরিত্যেতৎ দ্রঢ়য়িতুমারম্ভঃ। মুণ্ডকে কাঠকে চ শ্রূয়তে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি। অত্র সংশয়ঃ। ভগবৎকৃতাদ্বরণাদেব তৎসাক্ষাৎকার উত বিত্তিবিরক্তিযুক্তভক্তিহেতুকাদেব তস্মাদিতি। শব্দস্বারস্যাৎ কেবলাদেব তদ্বরণাৎ স ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—বিদ্যা-সাহায্যে ভগবদ্-দর্শন হইতে মুক্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে। মুণ্ডকোপনিষৎ ও কঠোপনিষদে শ্রুত হয় যে—'নায়মাত্মা প্রবচনেন ইত্যাদি' —এই আত্মাকে ভক্তিহীন বেদাধ্যয়ন দ্বারা, ভক্তিবর্জ্জিত মেধা দ্বারা, বহু ব্যাখ্যাকারীর মুখ হইতে শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না, কিন্তু যে জীবকে এই শ্রীহরি বরণ করেন অর্থাৎ দয়া করেন, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃকই তিনি প্রাপ্য হন। শ্রীহরি তাহার নিকটই নিজতনু প্রকট করেন। ইহাতে সংশয়—ভগবৎ-কৃত বরণ হইতেই কি তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়? অথবা বিদ্যা-বৈরাগ্যযুক্ত ঈশ্বরভক্তি হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন শ্রুতিতে ঐরূপ উক্তি আছে, তখন শ্রুত্যুক্ত শব্দ-মহিমায় কেবল বরণ হইতেই তাঁহাকে লাভ করা যাইবে; এই মতের উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বিদ্যয়া দর্শনাদ্বিমুক্তিরিত্যুক্তং প্রাক্ তন্ন যুক্তং তস্যা হর্য্যেকানুগ্রহসাধ্যত্বশ্রবণাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। নায়মিত্যাদি। প্রবচনেন ভক্তিবিহীনেন বেদাধ্যয়নেন মেধয়া তদ্বিহীনয়া বহুধা শ্রুতেন বহুব্যাখ্যাতৃপ্রমুখতঃ শাস্ত্রশ্রবণেন চ তদ্বিহীনেনেত্যর্থঃ। তর্হি

কথং লভ্যস্তত্রাহ যমিতি। যং জীবম্। এষ হরির্বৃণুতে তদ্ভক্তিপরিতুষ্টঃ স্বকীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেনৈব বৃতেন লভ্যঃ সন্ স্বাং তনুং মূর্ত্তিং তস্য বিবৃণুতে গুণকর্ম্মবিশিষ্টাং তাং দর্শয়তীতি সিদ্ধান্তার্থঃ। কেবলেনৈব বরণেন লভ্যো ন তূপায়ৈরিতি তু পূর্ব্বপক্ষার্থো বোধ্যঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হয়, ইহাতো যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সেই বিদ্যা একমাত্র শ্রীহরির অনুগ্রহ-সাধ্য, ইহা শ্রুত হইয়া থাকে, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি জানিবে। 'নায়মিত্যাদি' শ্রুতির অর্থ প্রবচনেন অর্থাৎ ভক্তিবিরহিত বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধয়া—ভক্তিরহিত মেধা দ্বারা, বহুধা শ্রুতেন—বহু ব্যাখ্যাকারীর মুখ হইতে ভক্তিহীন শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও তিনি লভ্য নহেন। তবে কোন্ উপায় দ্বারা তিনি লভ্য? সে-বিষয়ে বলিতেছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে' অর্থাৎ যে জীবকে, এই শ্রীহরি, বৃণুতে—ভক্তি-পরিতুষ্ট হইয়া আপনার মনে করিয়া লন, সেইবৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃকই শ্রীহরি লভ্য হইয়া থাকেন। নিজ মূর্ত্তি তাহার কাছে প্রকট করেন অর্থাৎ গুণকর্ম্মবিশিষ্ট নিজ মূর্ত্তি তাহাকে দেখান, ইহাই সিদ্ধান্ত-অর্থ, আর পূর্ব্বপক্ষীয় অর্থ, কেবল বরণদ্বারাই ভগবান্ লভ্য—অন্য কোন উপায়ে নহে।

পরাধিকরণম্

সূত্রম্—পরেণ চ শব্দস্য তাদ্‌বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥৫৪॥

সূত্রার্থ—শব্দের যে ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরতা, উহা ঐ শ্রুতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্য দ্বারা এবং 'চ' শব্দের দ্বারা বোধ্য বাক্যান্তর দ্বারা অবগত হওয়া যায়। 'যমেবৈষ বৃণুতে' এই বাক্যে যে ভগবদ্‌বরণ দ্বারাই তিনি লভ্য, এই উক্তি আছে, তাহাতে নির্ব্বন্ধ করিবার হেতু বরণের মাহাত্ম্য, যেহেতু বরণের অব্যবহিত পরেই সাক্ষাৎকার হয়। ৫৪।

গোবিন্দভাষ্যম্—শব্দস্য বরণৈকলভ্যত্ববোধকস্য তস্য বাক্যস্য তাদ্বিধ্যং ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরত্বং পরেণ তদব্যবধিনা বাক্যেন চ-শব্দাৎ বাক্যান্তরেণ চ গম্যতেঽতো বরণাদেব তৎসাক্ষাৎকার ইতি তস্য নার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম" ইতি পরবাক্যং মুণ্ডকেঽস্তি। ইহৈতৈরুপায়ৈরিতি বলাপ্রমাদাদিসাধনক্রমো নির্দ্দিষ্টঃ। বলং খলু ভক্তিরেব তাদৃক্। "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা"। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি বাক্যৈ-কার্থ্যাৎ। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্ত-মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ" ইতি পরবাক্যং কাঠকে। ইহ সদাচারনিরতো জিতেন্দ্রিয়ো হরিং ধ্যায়ংস্তন্মনা ভবতীতি ক্রমেণ সাধনান্যভিহিতানি। তথাচ পরবাক্যৈকার্থ্যাৎ পূর্ব্বত্র ভক্তি-হেতুকমেব বরণমবসীয়তে। কিঞ্চ বরণেনৈব লভ্য ইতি পূর্ব্ব-বাক্যার্থঃ। তত্র প্রেষ্ঠ এব বরণীয়ো বাচ্যো নাপ্রেষ্ঠঃ। প্রেষ্ঠত্বঞ্চ স্বস্মিন্ ভক্তিমত এব নাভক্তস্যেতি। যদুক্তং স্বয়মেব—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়" ইতি শ্রদ্ধাভক্তীত্যাদিবাক্যান্তরেণ চৈতদেবম্। ইতরথা তদ্ব্যাকুপ্যেৎ। বৈষম্যাদি চ ভগবতীতি। ননু বৃতেনৈব লভ্য ইতি নির্ব্বন্ধঃ কুতস্তত্রাহ ভূয়স্ত্বাদিতি। তুরবধারণে। তৎ-সাক্ষাৎকারং প্রতি বরণস্যাতিবহুত্বাৎ স ইত্যর্থঃ। বরণাব্যবধানেন স যত্নবতীতি। অয়মত্র ক্রমঃ—প্রথমতস্তাবৎ সতাং প্রসঙ্গঃ সেবা চ। তয়া স্বপরাত্মস্বরূপসম্বন্ধবোধঃ। ততস্তদিতরবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা তদ্ভক্তিঃ। তয়া প্রেষ্ঠত্বেন বরণম্। ততস্তৎসাক্ষাৎকৃতিরিতি ॥৫৪॥

ভাষ্যানুবাদ—**শব্দস্য**—কেবলবরণলভ্যত্ববোধক উক্ত বাক্যের, **তাদ্বিধ্যং** —ভক্তিলভ্যত্ববোধন-তাৎপর্য্য ইহার পরবর্ত্তী বাক্যদ্বারা এবং 'চ' শব্দ-

দ্বারা লভ্য অন্য বাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়, অতএব কেবল বরণ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার ইহা এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। কথাটি এই—মুণ্ডকোপনিষদে ইহার পরে একটি বাক্য আছে যথা 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো...ব্রহ্মধামেতি'। আত্মা বলহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লভ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎকরণীয় নহে। প্রমাদেন—অজিতেন্দ্রিয়তা দ্বারাও নহে, অলিঙ্গাৎ—তপসঃ—শাস্ত্রীয় বিধিরহিত তপস্যা দ্বারাও লভ্য নহে অতএব বল (ভক্তি), অপ্রমাদ (জিতেন্দ্রিয়তা) শাস্ত্রীয় বিধ্যনুসারী তপস্যা—এই কয়টি উপায় দ্বারা যিনি ভগবদ্দর্শনার্থ চেষ্টা করেন, তাঁহারই নিকট শ্রীহরি প্রকট হন, সেই শ্রীহরি ব্রহ্ম—বৃহত্ত্বগুণযুক্ত ও ধাম—সর্ব্বাশ্রয়। ব্রহ্মধাম অর্থে বৈকুণ্ঠ। এই শ্রুতিতে (নায়মাত্মা ইত্যাদি) 'এতৈরুপায়ৈঃ' ইহা দ্বারা ভক্তিরূপ বল, জিতেন্দ্রিয়তারূপ অপ্রমাদ প্রভৃতি সাধনের ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বল বলিতে তাদৃশভক্তিই গ্রাহ্য। কীদৃশ? পতিব্রতা স্ত্রীগণ যেমন সুশীল পতিকে সেবা দ্বারা বশে আনে, সেইরূপ ভক্ত আমাকে ভক্তি দ্বারা বশীভূত করে। গীতোক্ত বাক্য, যথা—'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ইত্যাদি'—হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ অনন্যভক্তিলভ্য, এই সকল বাক্যের সহিত একবাক্যতা হইতে বল-শব্দ ভক্তিকেই বুঝায়। সূত্র-নির্দ্দিষ্ট—পরবর্ত্তী বাক্য, যথা—'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ ইত্যাদি' যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত নহে, যে অশান্ত অর্থাৎ—অজিতবহিরিন্দ্রিয়, অসমাহিতঃ—অকৃত সমাধি, অশান্তমনাঃ অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-জয়রহিত, এইরূপ ব্যক্তি শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারে না, কিন্তু প্রেম দ্বারাই লাভ করে। এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইতেছে—যে ব্যক্তি সদাচারনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় সেই হরিকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করে। অতএব ইহাতে সদাচারনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়-জয় ও ধ্যান এইগুলি যথাক্রমে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের সাধন বলা হইল। তাহা হইলে এই পরবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া নির্ণীত হইল যে, পূর্ব্বোক্ত বরণবাক্যে ভক্তিহেতুকবরণই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের কারণ। আর এক কথা, পূর্ব্ববাক্যের অর্থ—বরণ দ্বারাই লভ্য, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার, যে ব্যক্তি ভগবানের প্রিয়তম সেই ব্যক্তিই বরণীয়, ইহাই বলিতে হইবে; অপ্রিয় ব্যক্তি নহে। প্রিয়তমত্বের কারণ—তাঁহার উপর ভক্তিমান্ ব্যক্তিই, অভক্ত নহে। যেহেতু ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—সেই চারিপ্রকার সাধকের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ;

কীদৃশ জ্ঞানী ? যিনি নিত্যযুক্ত এবং একান্তভক্ত। আমি জ্ঞানী ব্যক্তির অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়। 'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি' শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ধ্যানযোগে আমাকে সাক্ষাৎ করে, 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' এই বাক্যেও বলা হইয়াছে—যাহার পরমেশ্বরের উপর ঐকান্তিক ভক্তি ইত্যাদি অন্য বাক্যের সহিত একবাক্যতা দ্বারাও ভক্তির প্রাধান্য অবগত হওয়া যায়। ইতরথা—যদি ভক্তিলভ্যতা স্বীকার না কর, তবে ঐ উক্তির বিরোধ হইয়া পড়িবে এবং শ্রীভগবানের পক্ষপাক্ষিতা ও নির্দ্দয়ত্ব দোষ হইবে। যদি বল, 'তেনৈব লভ্যঃ' এই উক্তিতে বরণেরই নির্ব্বন্ধ কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধ ইতি'। 'তু' শব্দ অবধারণার্থে অর্থাৎ ভূয়স্ত্বহেতুকই (প্রাধান্য বশতঃই),—ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের প্রতি বরণেরই শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাহাতে নির্ব্বন্ধ —এই তাৎপর্য্য। কারণ বরণের অব্যবহিত পরেই সেই সাক্ষাৎকার হয়। এ-বিষয়ে এইরূপ ক্রম পাওয়া যাইতেছে, যথা—প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা, সেই সাধুসেবা দ্বারা জীবাত্মার স্ব-স্বরূপ ও ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধবোধ, তাহার পর ভগবদ্ ভিন্ন সমস্ত বস্তুতে বৈতৃষ্ণ্য বা বৈরাগ্য লাভপূর্ব্বক ভগবদ্ ভক্তির উদয়, তাহার দ্বারা প্রিয়তমত্বরূপে ভগবানের স্বায়ত্তীকরণ বা বরণ, অতঃপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার, এইরূপ ॥ ৫৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরেণ চেতি। তাদ্বিধ্যং সা ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরতা বিধা যস্য তৎ তদ্বিধং তস্য ভাবস্তাদ্বিধ্যমিত্যর্থঃ। তস্য তথাত্বঞ্চ পরবাক্যৈক-বাক্যতয়া নিশ্চীয়ত ইত্যাহ পরেণেতি। নায়মিতি। বলং ভক্তিস্তদ্ধীনেন জনেন ন লভ্যঃ কিন্তু বলেনৈব তেন লভ্য ইত্যর্থঃ। প্রমাদাৎ ন লভ্যঃ কিন্তু অপ্রমাদেন জিতেন্দ্রিয়ত্বেনৈব লভ্য ইত্যর্থঃ। অলিঙ্গাৎ তপসো ন লভ্যঃ অপি তু শাস্ত্রীয়বিধিচিহ্নিতেন তপসা লভ্য ইত্যর্থঃ। এতৈর্বলাদি-ভিরুপায়ৈর্যো বিদ্বান্ যততে তল্লাভার্থং প্রবর্ত্ততে তস্যৈষ আত্মা হরির্বিশতে মিল-তীত্যর্থঃ। স কীদৃগিত্যাহ ব্রহ্মধামেতি। বৃহদ্গুণকঃ সর্ব্বাশ্রয়শ্চেত্যর্থঃ। ইহেতি। তপোজিতেন্দ্রিয়ত্বভক্তয়োঽত্র পরমৈকান্তা বোধ্যাঃ। বলমিতি। বশে স্বাধীনত্বে। পুরুষ ইতি শ্রীগীতাসু। নাবিরত ইতি। দুশ্চরিতাদ-বিরতো দুরাচারী এনং হরিং নাপ্নুয়াৎ। অশান্তোঽজিতবহিরিন্দ্রিয়ঃ অসমা-হিতোঽকৃতসমাধিঃ অশান্তমানসোঽজিতান্তরিন্দ্রিয়শ্চ নাপ্নুয়াৎ। কিন্তু সদাচার-

বান্ শমাদ্যুপেতো ধ্যাননিষ্ঠো বিজ্ঞানেন প্রেম্ণা প্রাপ্নুয়াদিতি। পূর্ব্বত্র বরণবাক্যে। তেষামিতি শ্রীগীতাসু। আর্ত্তাদীনাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। তত্র হেতুর্নিত্যেতি। একস্মিন্ ময়ি একা কেবলা বা ভক্তির্যস্য স ইত্যর্থঃ। তদ্বন্ময়াপি স শ্রেষ্ঠত্বেন বৃত ইত্যাহ প্রিয়ো হীতি। অত্র ভক্তকৃতে বরণে স্বামিত্বসৌহার্দ্দকারুণ্যাদিগুণকং তৎস্বরূপং হেতুঃ। ভগবৎকৃতে তস্মিংস্তু তদেকান্তভক্তিরেবেতি বোধ্যম্। শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি, যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যাদিশ্রুত্যন্তরেণ চেত্যর্থঃ। ইতরথা ভক্তিলভ্যতামস্বীকৃত্য বরণৈকলভ্যত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। তৎ শ্রদ্ধেত্যাদি শ্রুত্যন্তরম্। ভূয়স্তাদিতি। স নির্ব্বন্ধঃ। স যদিতি স সাক্ষাৎকারঃ ॥৫৪॥

টীকানুবাদ—পরেণ চ শব্দস্যেতি সূত্রে। তাদ্বিধ্যং—তদ্বিধতা, তদ্রূপতা অর্থাৎ সা—সেই ভক্তিলভ্যত্ববোধনে তাৎপর্য্য, ইহাই বিধা—প্রকার যাহার, তাহা তদ্বিধ, তাহার ধর্ম্ম তাদ্বিধ্য, তস্য—সেই বাক্যের, তথাত্বঞ্চ—তাদ্বিধ্য—পরবাক্যের সহিত একবাক্যতা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, ইহা 'পরেণ তদব্যবধিনা বাক্যেন' ইতি এই বাক্য দ্বারা। 'নায়মাত্মা ইত্যাদি' বলহীনেন—বল অর্থাৎ ভক্তি, তদ্বিরহিত লোকদ্বারা লভ্য নহে, কিন্তু ভক্তিমান্ ব্যক্তির দ্বারাই লভ্য। প্রমাদ—অজিতেন্দ্রিয়তা হইতেও লভ্য নহে, কিন্তু অপ্রমাদ—অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা হইতে লভ্য। অলিঙ্গ—অশাস্ত্রীয় তপস্যা হইতে লভ্য নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধিচিহ্নিত তপস্যা দ্বারা লভ্য। এই বল, অপ্রমাদ, তপস্যাদি উপায় দ্বারা যে বিদ্বান্ চেষ্টা করেন অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে শ্রীহরি প্রকট হন। সেই শ্রীহরি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন, ব্রহ্ম—অর্থাৎ বৃহদ্ গুণবান্ ও ধাম—সর্ব্বাশ্রয়। 'ইহৈতৈরুপায়ৈরিতি'—তপস্যা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও ভক্তি এখানে পরমৈকান্ত বুঝিতে হইবে। বলং খলু ভক্তিরেব তাদৃগিতি—বশে কুর্ব্বন্তীত্যাদি—বশে—স্বাধীনতাকরণে 'পুরুষঃ স পরঃ' ইত্যাদি শ্লোক শ্রীগীতার। নাবিরতো দুশ্চরিতাদিত্যাদি—দুশ্চরিত—দুষ্কার্য্য হইতে অবিরত, যে বিরত নহে অর্থাৎ দুরাচারী ব্যক্তি এই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয় না, অশান্ত অর্থাৎ যে বাহেন্দ্রিয় জয় করে নাই, অসমাহিত—অর্থাৎ সমাধি (যোগ) রহিত, অশান্তমানস—যে অন্তরিন্দ্রিয় দমন করে নাই,

তাদৃশ ব্যক্তি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যিনি সদাচারনিষ্ঠ, শমদমাদিযুক্ত ধ্যাননিষ্ঠ, তিনিই প্রেমদ্বারা ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। 'পূর্ব্বত্র ভক্তিহেতুকমেবেতি'—পূর্ব্বত্র অর্থাৎ বরণবাক্যে। 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ইত্যাদি' গীতাবাক্য—ইহার অর্থ—আর্ত্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, প্রয়োজনার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার সাধকের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহার কারণ এই, সে নিত্যযুক্ত ও একভক্তি অর্থাৎ এক আমাতেই, একা বা কেবলা ভক্তি যাহার। তদ্বৎ—তাহার মত অর্থাৎ সে যেমন আমাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ আমিও তাহাকে প্রিয়তমরূপে বরণ করিয়াছি, ইহাই বলিতেছেন—'প্রিয়ো হি ইত্যাদি' এই ভক্ত দ্বারা আমাকে গ্রহণরূপ-বরণ-বিষয়ে স্বামিত্ব, সৌহার্দ্দ, কারুণ্যাদি-গুণবিশিষ্ট শ্রীভগবানের স্বরূপ কারণ। আর ভগবৎকৃতবরণ-বিষয়ে হেতু—ভগবানের উপর তাহার একান্ত ভক্তি, ইহাই জানিবে। 'শ্রদ্ধাভক্তীত্যাদি বাক্যান্তরেণেতি'—ইহার অর্থ—'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। ইতরথা—ভক্তিলভ্যতা স্বীকার না করিয়া একমাত্র ভগবৎকর্ত্তৃক বরণলভ্যতা স্বীকার করিলে 'তৎব্যাকুপ্যেৎ' তৎ শ্রদ্ধেত্যাদি অন্য শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হইবে। বরণস্যাতিবহুত্বাৎ শ্রদ্ধা প্রভৃতি হইতে ভগবদ্বরণ অতি শ্রেষ্ঠ এইজন্য, স ইতি—সঃ—অর্থাৎ নির্বন্ধ। স যদ্ ভবতীতি—সঃ—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ॥৫৪॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই যে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহা দৃঢ় করিবার জন্যই এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। মুণ্ডকশ্রুতিতে পাওয়া যায়, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো···আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" (মুঃ ৩।২।৩)। এইরূপ শ্লোক কঠেও আছে—(কঃ ১।২।২৩); এ-স্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে,—শ্রীভগবৎকৃত বরণ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার জন্মে? অথবা জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শব্দের স্বারস্য-হেতু কেবল বরণ অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, বলিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর বিচারের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যে 'বরণের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবদ্দর্শনের বরণৈকলভ্যত্ব পাওয়া গেলেও উহার তাৎপর্য্য—ভক্তিলভ্যত্ববোধনপর বুঝিতে হইবে কারণ ঐ শ্রুতির

পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা এবং সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের দ্বারা উহা অবগত হওয়া যায়। পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত একার্থতা প্রযুক্ত পূর্ব্ববাক্যে ভক্তিহেতুক বরণই পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ ভক্তি-যাজনের ফলে ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়তমত্ব লাভ করেন এবং তখনই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন, তাহার ফলেই ভক্তের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সুতরাং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভক্তকে বরণ করেন বলিয়া এইরূপ নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ বরণের মহিমা উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৬)

"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥
পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকংবাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩৪-৩৫)
"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥" (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহারে ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত মতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৯।৩৪, ভাঃ ৬।১১।২৩, ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২, ভাঃ ৮।৩।২৭, ভাঃ ১০।১৪।৫ ভাঃ ১১।২।৫৫ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ পঃ)
"ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"পরমাত্মৈব ভক্ত্যা দর্শনং প্রাপ্য মুক্তিং দদাতীতি প্রধানসাধনত্বাৎ ভক্তিঃ কারণত্বেনোচ্যতে। মায়াবৈভবে চ—ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্ণুস্তথৈবৈনাং বশে নয়েৎ। তথৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্মুক্তিমেতয়া। স্নেহানুবন্ধোযস্তস্মিন্ বহুমান-পুরঃসরঃ। ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমীশিতুরিতি সর্ব্বশব্দানাং ব্রহ্মণি প্রবৃত্তেশ্চ"॥ ৫৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—দাস্যসখ্যাদিভাবাঃ প্রারম্ভাদেব পরমে ব্যোম্নি হরিমুপাসতে তত্রৈব তং দ্রক্ষ্যন্তীতি মতম্। অথ কেচিৎ শান্তিভাবাস্তমাদৌ জাঠরাদাবুপাসত ইতি দর্শ্যতে। অত্র জাঠরাদি বাক্যানি বিষয়ঃ। জাঠরাদৌ হরিরুপাস্যো ন বেতি সংশয়ঃ। প্রাকৃতে তস্মিন্নসত্ত্বান্নোপাস্যঃ কিন্ত্বপ্রাকৃতে পরমে ব্যোম্নেব নিত্যং সত্ত্বাৎ তত্রৈবোপাস্য ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবাপন্ন ভক্তগণ—প্রথম হইতে পরমব্যোমে শ্রীহরির উপাসনা করেন, সেই পরমব্যোমেই তাঁহারা শ্রীহরিকে দর্শন করিবেন, ইহাই তাঁহাদের সম্মত, আর কতিপয় শান্তভাবাপন্ন ভক্ত আছেন, যাঁহারা প্রথমে জাঠরাদি অগ্নিতে তাঁহাকে উপাসনা করেন, ইহাই এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে জাঠরাদি বাক্য—বিষয়, তাহাতে সংশয়—জাঠরাদি অগ্নিতে শ্রীহরি উপাস্য কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, না, ঐ উদরাদি প্রকৃতি হইতে সম্ভূত, তাহাতে হরির সত্তা নাই, অতএব অপ্রাকৃত পরমব্যোমেই তিনি উপাস্য—যেহেতু তথায় তিনি নিত্য বর্ত্তমান, এই মতের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—দাসাদিভক্তানামুপাসনাং নিরূপ্য তৎপ্রসঙ্গাচ্ছান্তভক্তানাং সা নিরূপ্যেতি প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। দাস্যসখ্যেতি। প্রারম্ভাৎ প্রথমতঃ। তং হরিম্। জাঠরাদিবাক্যানীতি। উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেতি আরুণয়ো ব্রহ্মা হৈব তা উর্দ্ধত্বে চোদসর্পৎ তচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবৎ তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বমিত্যাদীনি। এষামর্থঃ। উদরং ব্রহ্মেতি বৈশ্বানরো ব্রহ্মেতি বৈশ্বানররূপেন ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতত্বাৎ। উদরস্থজাঠরান্তর্য্যামিভূতমন্নরসাদিপ্রবর্ত্তনয়া ক্রিয়াশক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ। শার্করাক্ষা রজঃপিহিতনেত্রাঃ স্থূলধিয় ইত্যর্থঃ। হৃদয়ং ব্রহ্মেতি তস্যোপলব্ধিস্থানত্বাৎ। হৃদয়স্থজীবান্তর্য্যামিভূতং বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তনয়া জ্ঞানশক্তিপ্রদমিতি যাবৎ। "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মা হৈব তা ইতি। ব্রহ্মা ব্রহ্মণী হ স্ফুটং তা তে উভয়ত্র ঔবিভক্তের্ডাদেশঃ উদরোরসী তে ব্রহ্মণী এবেত্যর্থঃ। পুনরপি উর্দ্ধত্বে চ উদসর্পৎ। তদ্ব্রহ্ম উর্দ্ধমুদ্গম্য শিরোঽশ্রয়ত অভজত। তত্র শ্রোত্রাদীনাং মহেন্দ্রিয়াণাং প্রকাশাৎ সুষুম্নাধারত্বাচ্চেত্যর্থঃ। তদ্ব্রহ্মৈব নিজপ্রকাশস্থানত্বাৎ শিরোঽভবদিতি। প্রাকৃতে তস্মিন্নিতি। প্রকৃতিকার্য্যে জাঠরাদৌ হরেরসত্ত্বাৎ তত্র স নোপাস্যঃ। ন চাহং তেষবস্থিত ইত্যাদৌ তত্র তদসত্ত্বমুক্তম্। ন হি মলিনে নির্ম্মলস্য স্বতন্ত্রস্য স্থিতির্যুক্তা। নিয়মনন্তু সঙ্কল্পমাত্রেণৈব স্যাদিতি ভাবঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—দাসাদি ভক্তের উপাসনা নিরূপণ করিয়া সেই প্রসঙ্গে শান্তভক্তদের উপাসনা নিরূপণীয়, এইহেতু এই অধিকরণে প্রসঙ্গসঙ্গতি জানিবে। দাস্যসখ্যেত্যাদি—প্রারম্ভাদেবেতি—প্রারম্ভাৎ—প্রথমেই, তত্রৈব তং দ্রক্ষ্যন্তীতি—তং—সেই হরিকে। জাঠরাদিবাক্যানীতি—শার্করাক্ষগণ উদরকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, আরুণিগণ হৃদয়কে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন, যথা শ্রুতি 'ব্রহ্মা হৈব তা উর্দ্ধত্বে চোদসর্পৎ, তচ্ছিরোঽশ্রয়ত, তচ্ছিরোঽভবৎ, তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বম্' ইত্যাদি, ইহাদের অর্থ—উদরং ব্রহ্মেতি, বৈশ্বানর ব্রহ্ম—যেহেতু বৈশ্বানরস্বরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ উদরস্থ জাঠর অগ্নির অন্তর্য্যামী—প্রবর্ত্তক হইয়া যিনি আছেন, জীবের ভুক্ত অন্নরসাদি প্রবর্ত্তন দ্বারা ক্রিয়াশক্তিপ্রদ। যাঁহারা শার্করাক্ষ অর্থাৎ রজোগুণে যাঁহাদের চক্ষুঃ আবৃত সেই সব

স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন উপাসকগণ। হৃদয়কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, যেহেতু ঐ হৃদয় ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান। ইনি জীবের হৃদয়ে থাকিয়া অন্তর্য্যামী, ইঁহার কার্য্য বুদ্ধি প্রভৃতির প্রেরণা, সেজন্য জ্ঞানশক্তিপ্রদ। শ্রুতিতেও বলা আছে—সর্ব্বদা সকল লোকের হৃদয়ে তিনি সন্নিবিষ্ট। ব্রহ্মা হৈব তা ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—ব্রহ্মা অর্থাৎ দুই ব্রহ্ম, হ—স্পষ্টতই, সেই দুই ব্রহ্ম উদর ও বক্ষঃস্থল, ইহারা ব্রহ্মই। ব্রহ্মণী না হইয়া ব্রহ্মা এই পদ হইবার হেতু সুপাং সুলুক্ ডা ইত্যাদি বৈদিকসূত্রানুসারে ঔ বিভক্তিস্থানে 'ডা' আদেশ, ড্ ইৎ হেতু ব্রহ্মন্ শব্দের টি—অন্ এই অংশের লোপ। এইরূপ 'তা' পদেও ঔস্থানে ডাদেশ। পুনরপি ইতি—পুনরায় শরীরের ঊর্দ্ধাংশে তিনি (ব্রহ্ম) উত্থিত হইলেন, তচ্ছিরোঽশ্রয়ত ইতি—তৎ সেই ব্রহ্ম ঊর্দ্ধে উঠিয়া মস্তককে আশ্রয় করিলেন। তথায় কর্ণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির চৈতন্য-সম্পাদন-হেতু এবং সুষুম্নাখ্য নাড়ীর আধারহেতু সেই ব্রহ্মই নিজ প্রকাশ-স্থানত্বনিবন্ধন শিরঃ (মস্তক) হইলেন। 'প্রাকৃতে তস্মিন্নিতি' প্রকৃতির কার্য্য জাঠরাগ্নি প্রভৃতিতে হরির সত্তা হইতে পারে না, এজন্য তথায় তিনি উপাস্য নহেন। এ-বিষয়ে গীতাবাক্য প্রমাণ যথা 'ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ'। ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি সেই সব প্রকৃতি-কার্য্যে অবস্থিতনহি। যুক্তি এই,—ঐ মলিনেতে নির্ম্মল স্বাধীন হরির স্থিতি যুক্তিযুক্ত নহে। তবে তিনি উদরে, হৃদয়ে থাকিয়া নিয়মন করেন, এই উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইল? ইহার সমাধান সঙ্কল্পমাত্রেই নিয়মন হইতে পারে।

শরীরে ভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ॥ ৫৫॥

সূত্রার্থ—কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ এই শরীর-মধ্যে জঠরস্থিত অগ্নিতে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে, আত্মাস্বরূপ বিষ্ণুর উপাসনা কর্ত্তব্য মনে করেন। কারণ কি? 'ভাবাৎ'—যেহেতু সেই সেই স্থানে তিনি আছেন। ৫৫।

গোবিন্দভাষ্যম্—একে কেচিচ্ছাখিনঃ শরীরে দেহে জাঠরে হৃদি ব্রহ্মরন্ধ্রে চেত্যর্থঃ আত্মনো বিষ্ণোরুপাসনা কার্য্যেতি মন্যন্তে।

কুতঃ ? ভাবাৎ। তত্রাপি তস্য সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। "অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ইতি ন্যায়াৎ। প্রসাদিতস্তু দাস্যত্যেব ক্রমেণ নিজপদমিতি তদভিপ্রায়ঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। "উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্। তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে" ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—একে অর্থাৎ কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ শরীর-মধ্যে উদরাগ্নিতে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে বিষ্ণুর উপাসনা কর্ত্তব্য মনে করেন। কারণ কি ? 'ভাবাৎ'—সেই সেই স্থানে তাঁহার সত্তা আছে। যুক্তি এই—'অক্কে চেৎ' ইত্যাদি আভাণক—যদি গৃহকোণে মধু পাওয়া যায়, তবে আর কি জন্য পর্ব্বতে যাইবে ? ইহার অভিপ্রায় এই—উপাসনা দ্বারা তিনি প্রসন্ন হইলে ক্রমে নিজপদ দিবেনই। স্মৃতিবাক্যও এইরূপ আছে, যথা—শ্রীভাগবতে 'উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ' ইত্যাদি শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন, ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা শার্করাক্ষমুনি—স্থূলদৃষ্টি, তাঁহারা জাঠর-অগ্নিকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করেন, 'পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্' ইতি—আরুণিগণ দহর অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে উপাসনা করেন ; কীদৃশ হৃদয় ? 'পরিসরপদ্ধতিং' অর্থাৎ তাঁহার সন্নিধিপ্রাপক। 'তত উদগাদনন্ত ! তব ধাম শিরঃ' ইতি—হে অনন্ত ! ততঃ—সেই উপাসনাদ্বয় ছাড়িয়া শিরঃস্থিত তোমাকে উপাসনা করেন, কিরূপ মস্তকস্থিত ? 'তব ধাম' সুষুম্না নামক তোমার উপলব্ধি-স্থানের আশ্রয়। ততঃ—শিরঃস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্তী তোমার উপাসনার পর, পরমং—যাহা প্রপঞ্চসম্পর্করহিত শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠধামের উপাসনা করেন। 'পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে।' যৎ সমেত্য—যে বৈকুণ্ঠধাম পাইয়া পুনরায় এই কৃতান্তমুখ—যমের মুখে অর্থাৎ সংসারানলে আর পতিত হয় না। অর্থাৎ সংসারে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৫৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এক ইতি। তত্রাপীতি। ন চৈবং মালিন্যসম্পর্কঃ অচিন্ত্যশক্তেস্তস্য তদন্তঃস্থস্যাপি তদসম্পর্কাৎ। তদুক্তম্—এতদীশনমীশস্যে-ত্যাদি। ন চাহং তেষ্বিত্যাদাবপি তদসম্পর্কাৎ তদনবস্থিতিরুক্তা। নন্বেবং

জাঠরাদৌ তমুপাসীনানাং বিশুদ্ধতৎপদাপ্রাপ্তিরিতি চেৎ তত্রাহ প্রসাদিত-স্থিতি। ক্রমেণ জাঠরানুভবপদ্ধত্যেত্যর্থঃ। স্বব্যাখ্যানে প্রমাণমাহ স্মৃতি-শ্চেতি। উদরমিতি শ্রীভাগবতে। প্রথমং ক্রমসোপানরীত্যান্নময়াদিপঞ্চপুরুষ-বর্ণনময়পূর্ব্বোক্তশ্রুতিসাম্যাৎ লব্ধাবসরাঃ ক্রমমুক্তিবর্ত্মদর্শিকা যোগোপদেষ্ট্র্যঃ শ্রুতয়ো ভগবন্তং স্তবন্তি উদরমিতি। হে অনন্ত! ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সম্প্রদায়েষু যে কূর্পদৃশঃ শার্করাক্ষাঃ মুনয়স্তে উদরং জঠরস্থং ব্রহ্মোপাসতে হৃদয়াপেক্ষয়া উদরস্য স্থৌল্যাৎ স্থূলধিয়স্তে কথিতাঃ। যদ্বা কূর্পদৃশঃ সূক্ষ্মধিয়ঃ হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেবালক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমং স্থূলমেবোদরং ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। আরুণয়স্তু দহরং হৃদয়স্থমেব সূক্ষ্মমুপাসতে। কীদৃশমিত্যাহ হৃদয়মিতি। তদুপলব্ধিস্থানত্বাৎ তদ্রূপমিত্যর্থঃ। পরিসরপদ্ধতিমিতি হৃদয়স্য বিশেষণম্। তৎসন্নিধিপ্রাপকমিত্যর্থঃ। তত ইতি। তস্মাদুপাসনদ্বয়াৎ। তদ্বিধায়েতি ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। শিরস্তদ্বর্ত্তিনং ত্বামুপাসতে। হৃদয়াৎ তু সুষুম্না যত্রোদগাৎ তদিত্যর্থঃ। কীদৃক্ শির ইত্যাহ তব ধামেতি। সুষুম্না-খ্যত্বদুপলব্ধিস্থানাশ্রয়ত্বাচ্ছিরস্তদ্ধামেত্যর্থঃ। ততঃ শিরঃস্থব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্তিত্বদুপাসনা-নন্তরং প্রথমং পরমং প্রপঞ্চাস্পৃষ্টং শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠধাম উপাসতে। যৎ সমেত্য উপলভ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে সংসারানলে ন পতন্তি· তস্মাৎ পুনর্ন বির্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৫৫ ॥

টীকানুবাদ—একেত্যাদি সূত্রে। তত্রাপি তস্য সত্ত্বাদিতি ভাষ্যে—যদি বল, জাঠরাদি ব্রহ্মের মালিন্য-সম্পর্ক হইতে পারে, তাহা নহে; অচিন্ত্যশক্তি-মান্ সেই শ্রীহরি উহাদের অন্তঃস্থ হইলেও তাঁহার তৎসম্পর্ক হয় না। এ-বিষয়ে প্রমাণ—'এতদীশনমীশস্য' ঈশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব। ইত্যাদি 'ন চাহং তেষ্বব-স্থিতঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও মালিন্যসম্পর্ক থাকে না, তথায় তাঁহার অবস্থান নাই, ইহা বলা আছে। প্রশ্ন হইতেছে, যদি বল, জাঠরাগ্নি প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের উপাসকদিগের ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি হয় না, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি উপাসনা দ্বারা প্রসাধিত হইলে ক্রমে অর্থাৎ জাঠরাগ্নিতে তাঁহার অনুভবক্রমে নিজ পদ দিবেন। এ-ব্যাখ্যায় প্রমাণ দেখাইতেছেন,—স্মৃতিবাক্যও এইরূপ বলিতেছেন, যথা—উদরমুপাসতে ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবত-ধৃতবাক্য, তাৎপর্য্য এই, প্রথমে ক্রম-সোপান-রীতি ধরিয়া অন্নময় প্রভৃতি

পাঁচটি পুরুষের বর্ণনাত্মক পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সাম্যবশতঃ অবসর পাইয়া এক্ষণে ক্রমমুক্তির পথি-প্রদর্শক যোগের উপদেশকারিণী শ্রুতিগুলি শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন—উদরমুপাসতে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা—হে অনন্ত! ঋষিবর্ত্মসু—ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কূর্পদৃক্—শার্করাক্ষ মুনি, তাঁহারা উদরকে অর্থাৎ জাঠর বহ্নিগত ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, হৃদয়দেশ হইতে উদরের স্থূলত্ব-হেতু তথায় ব্রহ্মোপাসকগণকে স্থূলবুদ্ধি বলা হইয়াছে। অথবা কূর্পদৃশঃ—সূক্ষ্মবুদ্ধি মুনিগণ হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে সূক্ষ্ম বুঝিয়া তাহাতে প্রবেশের জন্য প্রথমে স্থূল উদর-ব্রহ্মকে ধ্যান করেন, এই অর্থ। আরুণি মুনিগণ দহর-ব্রহ্মকে অর্থাৎ হৃদয়স্থিত সূক্ষ্ম-ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। কিরূপ ব্রহ্ম? ইহাই স্বরূপতঃ প্রকাশ করিতেছেন, 'হৃদয়মিতি' হৃদয় তাঁহার উপলব্ধিস্থান-হেতু হৃদয়স্বরূপ। হৃদয় কিরূপ? পরিসরপদ্ধতিম্—তথায় যাইবার পথ—ইহা হৃদয়ের বিশেষণ। অর্থাৎ তাঁহার সন্নিধিপ্রাপক। 'তত উদগাৎ তব ধাম শিরঃ ইতিঃ' ততঃ—সেই উপাসনাদ্বয়ের পর অর্থাৎ সেই দুইটি ছাড়িয়া, ল্যব্‌লোপে কর্ম্মকারকে পঞ্চমী, আনন্তর্য্য-অর্থে নহে। শিরঃ—শিরঃস্থিত তোমাকে (অনন্তকে) উপাসনা করেন (আরুণিগণ), সেই শিরঃস্থানস্থিত ব্রহ্ম কি প্রকার? সুষুম্না নাড়ী-সাহায্যে হৃদয় হইতে যাহাতে উঠিয়াছেন তাদৃশ শিরঃস্থান। কিরূপ? তাহা বলিতেছেন, 'তব ধাম' সুষুম্না-নামক তোমার উপলব্ধি-স্থানের আশ্রয়, এজন্য শিরঃ তোমার ধাম। ততঃ—তাহার পর অর্থাৎ শিরঃস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্তী তোমার উপাসনার পর বৈকুণ্ঠধামের উপাসনা করেন, কীদৃশ বৈকুণ্ঠধাম? প্রথমং—যাহা পরম উৎকৃষ্ট, প্রপঞ্চ-সম্পর্করহিত। শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠধাম। যাহাতে উপস্থিত হইয়া অর্থাৎ লাভ করিয়া পুনরায় এই কৃতান্তমুখে—সংসারাগ্নিতে পতিত হন না অর্থাৎ সেই স্থান হইতে আবৃত্ত হন না॥ ৫৫॥

সিদ্ধান্তকণা—দাস্য-সখ্যাদি-ভাবাপন্ন ভক্তসমূহ প্রথম হইতেই পরব্যোম-স্থিত শ্রীহরির উপাসনা করেন ও তথায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন, ইহাই তাঁহাদের সম্মত। কিন্তু কোন কোন শান্তভাবাপন্ন ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা প্রথমে জাঠরাদিতে শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই এই প্রকরণের বিষয় কিন্তু ইহাতে একটি সংশয় হইতেছে যে,—জাঠরাদিতে শ্রীহরি

উপাস্য কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—জাঠরাদি প্রাকৃত এবং তাহাতে শ্রীবিষ্ণুর সত্তা নাই, সুতরাং তথায় তিনি উপাস্য হইতে পারেন না। অপ্রাকৃত পরব্যোমেই শ্রীহরির স্থিতি, তথায় তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপক্ষীর এই মত খণ্ডনের নিমিত্ত সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ মনে করেন যে, শরীরের মধ্যে জঠরে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মরূপী শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ঐ সকল স্থানে তাঁহার সত্তা আছে। ঐ সকল স্থানে উপাসনার ফলে শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে ক্রমে উপাসককে নিজপদ প্রদান করিয়া থাকেন।

এ-বিষয়ে ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রুতির স্তবে পাওয়া যায়,—

"উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥"

(ভাঃ ১০।৮৭।১৮)

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" (ভাঃ ২।২।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

'আত্মা'-শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৫৯)
"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" (গীঃ ১৫।১৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"জীবাংশানাং পৃথগুৎপত্তের্নাদিযোগ্যতাপেক্ষয়েতি ন মন্তব্যম্। কুতঃ? অংশাংশিনোরেকত্বমেব। অংশিকর্ম্ম-নির্ম্মিতশরীর এবাংশস্য ভাবাৎ।" ॥৫৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যথা ক্রতুরিত্যাদিষু বাক্যেষু মাধুর্য্যগুণকমৈশ্বর্য্যগুণকঞ্চোপাসনমুক্তম্। তাদৃক্‌সৎপ্রসঙ্গানুযায়ীশসঙ্কল্পাৎ তত্র তত্রৈব জীবানাং প্রবৃত্তিস্তেন তেন প্রাপ্তিশ্চ তত্তদ্‌গুণস্বরূপেতি চ্ছন্দত উভয়াবিরোধাদিত্যাদিভ্যাং দর্শিতম্। ইহ সংশয়ঃ—যেনোপাসনেন যদ্‌গুণকং স্বরূপং ধ্যাতং তদ্‌গুণকমেব তৎপ্রাপ্তমুতাস্তি ধ্যাতগুণাদ্‌গুণাতিরেক ইতি। উভয়ত্রাপি ধ্যানে ধ্যেয়ৈক্যাদ্ গুণোপসংহারন্যায়াচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি বাক্যগুলিতে মাধুর্য্যগুণের ও ঐশ্বর্য্যগুণের উপাসনা বলা হইয়াছে; তাদৃশ সাধুসঙ্গানুসারী ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে মাধুর্য্যগুণক ও ঐশ্বর্য্যগুণক দ্বিবিধ উপাসনায় জীবদিগের প্রচেষ্টা হইয়া থাকে এবং সেই সেই উপাসনা দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, ইহা 'তত্তদ্‌গুণস্বরূপেত্যাদি' ও 'ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ' ইত্যাদি দুইটি সূত্রদ্বারা দেখান হইয়াছে। এ-বিষয়ে সংশয় এই—যে উপাসনা দ্বারা যাদৃশ গুণসম্পন্ন ধ্যেয় ব্রহ্মের স্বরূপ ধ্যান করা হইয়াছে, তদ্‌গুণসম্পন্ন সেই স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে? অথবা ধ্যাতগুণাতিরিক্ত গুণ যাঁহাতে আছে, সেই স্বরূপকেও পাওয়া যাইবে? পূর্ব্বপক্ষী ইহার উত্তরে বলেন—ঐ দ্বিবিধ উপাসনাতে যখন একই ধ্যেয়, সেইজন্য এবং ধ্যাতগুণের অতিরিক্ত গুণের গ্রহণ-হেতুকও ধ্যাত গুণ হইতে গুণাতিরেক বস্তুরও প্রাপ্তি হইবে; ইহার সমাধানার্থ সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্যের টীকা—পূর্ব্বং দাস্যাদ্যুপাসনাচ্ছান্তোপাসনমন্যৎ পূর্ব্বস্য বিচিত্রকর্ম্মকত্বাৎ পরস্য তত্ত্ববিরহাৎ সতরঙ্গসিন্ধোর্নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিবেতি দর্শিতং তন্ন যুক্তম্ উপাস্যস্য সর্ব্বত্রৈক্যাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। যথেত্যাদি। তত্র তত্রৈবেতি। মাধুর্য্যগুণকে এবৈশ্বর্য্যগুণকে এবোপাসনে ইত্যর্থঃ। তেন তেনোপাসনেন উভয়ত্র দ্বিভেদে উপাসনে।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, যে দাস্যাদিভাবে উপাসনা হইতে শান্তভাবে উপাসনা ভিন্ন, যেহেতু দাস্যাদিভাবে

উপাসনায় নানাবিধ কর্ম্ম আছে, কিন্তু শান্তভাবে উপাসনায় তাহা নাই, যেমন তরঙ্গাকুল সমুদ্র হইতে তরঙ্গহীন সমুদ্র বিভিন্ন। তাহাতো যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উপাস্য সকল উপাসনায় একই, এই আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপনামক সঙ্গতি। 'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি —'তত্র তত্রৈব জীবানাং প্রবৃত্তিঃ' ইতি—তত্রতত্র—মাধুর্য্যগুণক উপাসনাতেও এবং ঐশ্বর্য্যগুণক উপাসনাতেও। তেন তেনেতি—সেই সেই উপাসনা দ্বারা। উভয়ত্রাপি ধ্যানে ইতি—দ্বিপ্রকার উপাসনায়—এই অর্থ।

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৬ ॥

সূত্রার্থ—না, গুণাতিরেক তাহাতে নাই, কি হেতু? 'তদ্ভাবভাবিত্বাৎ' ইতি—ধ্যানানুসারিগুণকত্বরূপ ভগবদ্গুণের তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে উদ্দেশ্য থাকায়, 'উপলব্ধিবৎ' অর্থাৎ জ্ঞানের মত। যে রূপ জ্ঞানে ধ্যাত হয়, সেই রূপই মুক্তিতে উদিত হয় ॥ ৫৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। নাস্তি গুণাতিরেকঃ। কুতঃ? তদ্ভাবেতি। তস্ভাবস্য ধ্যানানুযায়িগুণকত্বস্য তদ্ধর্ম্মস্য ভাবিত্বাৎ। প্রাপ্তাবুদ্দেশ্যত্বাদিত্যর্থঃ। উপলব্ধিবৎ জ্ঞানবৎ। যথা জ্ঞাত্বা ধ্যাতং তথৈব প্রাপ্তাবুদিয়াৎ। যদ্যপি তদ্বিদুষাং স্বোপাস্যেতরগুণাধারকত্বধীরস্তি তথাপি তেষাং তদিতরেষাং প্রাপ্তাবনুদয়ো ধ্যানাভাবাৎ। ইত্থঞ্চ যথাক্রতুশ্রুত্যব্যাকোপঃ ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাসার্থ। ব্যতিরেকো ন—অর্থাৎ গুণাতিরেক নাই। কি হেতু? 'তদ্ভাবভাবিত্বাৎ'—যেহেতু তদ্ভাবের অর্থাৎ ধ্যানানুযায়িগুণকত্বরূপ ভগবদ্গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাপ্তিতে তৎসাক্ষাৎকার উদ্দেশ্য হেতু। উপলব্ধিবৎ—জ্ঞানের মত; যেরূপ জ্ঞানে ধ্যাত হয়, সেই স্বরূপই প্রাপ্তিতে প্রকট হয়। যদিও

ব্রহ্মবিদ্গণের নিজ উপাস্য-ভিন্ন অন্যগুণেরও তিনি আধার, এ-জ্ঞান আছে, তাহা হইলেও তাঁহাদের (ব্রহ্মবিদ্গণের) তদ্ভিন্ন গুণগুলির মোক্ষকালে উদয় হয় না ; যেহেতু সেগুলির ধ্যান তাহাতে নাই। এইরূপ ব্যাখ্যাতে 'যথা ক্রতুঃ' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ ঘটিবে না ॥ ৫৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ব্যতিরেক ইতি। তদ্ধর্ম্মস্য ভগবদ্‌গুণস্য। প্রাপ্তৌ মোক্ষে। উদিয়াৎ সাক্ষাদ্ভবেৎ। যদ্যপীতি। স্বোপাস্যেভ্যো গুণেভ্য ইতরে ভক্তান্তরোপাস্যা যে গুণাস্তেষামপ্যয়মেব হরিরাশ্রয় ইতি ধীর্জ্ঞানমস্তীত্যর্থঃ। তদিতরেষাং স্বধ্যেয়ভিন্নানাং গুণানাম্ ॥ ৫৬ ॥

টীকানুবাদ—ব্যতিরেক ইত্যাদি সূত্রে। তদ্ধর্ম্মস্য ভাবিত্বাদিতি—তদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণের। প্রাপ্তাবুদ্দেশ্যত্বাৎ ইতি প্রাপ্তৌ—মুক্তিতে। উদিয়াৎ—সাক্ষাৎকার হয়। যদ্যপীত্যাদি—যদিও নিজ নিজ উপাস্য-গুণ হইতে অন্য ভক্তের যে সকল উপাস্য গুণ তাহাদেরও এই শ্রীহরিই আশ্রয় ; এই জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্গণের আছে। তথাপি তেষাং তদিতরেষামিতি—তদিতরেষাং স্বধ্যেয়-গুণ-ভিন্ন গুণগুলির ॥ ৫৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—'ক্রতু অনুসারে ফল হয়' ইত্যাদি বাক্যে মাধুর্য্যগুণের ও ঐশ্বর্য্যগুণের দ্বিবিধ উপাসনা উক্ত হইয়াছে। সাধুসঙ্গানুযায়ী ঈশ্বর-সঙ্কল্প হইতে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যগুণের উপাসনায় জীবের প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং প্রাপ্তির ভেদ দেখা যায়। এ-স্থলে একটি সংশয় হইতেছে যে, ধ্যানানুরূপ স্বরূপেরই প্রাপ্তি হয়? অথবা ধ্যানাতিরিক্ত স্বরূপের প্রাপ্তি হইতে পারে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, দ্বিবিধ উপাসনায় যখন ধ্যেয় বস্তুর ঐক্য আছে তখন ধ্যাতগুণের অতিরিক্ত স্বরূপেরও প্রাপ্তি হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, ধ্যানাতিরিক্ত গুণ পাওয়া যায় না। কেবল ধ্যাতগুণই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে উদ্দেশ্য থাকায় ভাবনানুসারেই ফল হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।

জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥" (ভাঃ ৩।৫।৪২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৮২-৮৩)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥"
(সাধনভক্তিলহরী—১৬২)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধিতে পাইবে তাহা।

শ্রীমদ্ভাগবতের "মল্লানামশনির্ণাং" (১০।৪৩।১৭) শ্লোকও আলোচ্য ॥৫৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তাদৃশেন তৎসঙ্কল্পেনৈব তত্র তথৈব প্রবৃত্তিস্তেন তেন তথা তথা প্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন সূত্রমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সৎ-প্রসঙ্গানুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই সেই উপাসনায় ভক্তের সেই রূপই প্রবৃত্তি হয় এবং মাধুর্য্যগুণক ও ঐশ্বর্য্য-গুণক উপাসনা দ্বারা সেই সেই রূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে পরবর্ত্তীসূত্র বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—তাদৃশেনেতি। দৃষ্টান্তত্বেনেতি পটবচ্চেতি সূত্রং যথা তদ্বদিদং বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—তাদৃশেনেতি। দৃষ্টান্তত্বেনেতি 'পট-বচ্চ' এই সূত্র যেমন ব্যাখ্যেয়, সেই প্রকার ইহা জানিবে।

সূত্রম্—অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৫৭॥

সূত্রার্থ—সেই ঋত্বিগ্‌দিগের নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞাঙ্গে সেই ঋত্বিকের নামকরণ করিয়া বরণ করা হয়, তাঁহারা সকল কর্ম্মে নিপুণ হইলেও যেমন বৃত এক একটি কর্ম্মে তাঁহাদের অধিকার, সকল কার্য্যে নহে, এজন্য সকল শাখাতে বিহিত অঙ্গকার্য্যগুলি তাঁহারা করিতে পারেন না, 'হি প্রতিবেদম্' যেহেতু বেদ-অনুসারে অঙ্গকার্য্যগুলি নিয়মবদ্ধ আছে। ৫৭।

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্তদৃত্বিগ্‌নিয়তকর্ত্তব্যেষ্বগ্ন্যাধানাদিষু যজ্ঞাঙ্গেষু যজমানেন সর্ব্ব ঋত্বিজোঽববদ্ধাঃ। অববন্ধনং নামকরণমেব। অধ্বর্য্যুং ত্বাং বৃণে হোতারং ত্বাং বৃণে উদ্‌গাতারং ত্বাং বৃণে ইত্যাদিরূপম্। তস্মাদেব হেতোঃ সর্ব্বকর্ম্মনিপুণানামপি তেষামেকত্রাধিকারো ন তু সর্ব্বত্রেতি নিয়মঃ। তথাভূতাশ্চ তে সর্ব্বাসু শাখাসু বিহিতান্যঙ্গানি কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি। হি যতঃ প্রতিবেদমঙ্গানি নিয়মিতানি ঋচা হৌত্রং যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নৌদ্‌গাত্রমথর্ব্বণা ব্রহ্মত্বমিতি। অত্র যজমানেচ্ছৈব যথর্ত্বিজাং কর্ম্মবিশেষে দক্ষিণাভেদে চ প্রবর্ত্তিকা তথা জীবানাং তত্তদুপাসনে তত্তৎস্বরূপে চ তাদৃশীশেচ্ছৈবেতি ॥৫৭॥

ভাষ্যানুবাদ—অগ্ন্যাধানাদি যজ্ঞাঙ্গগুলি সেই সেই ঋত্বিকের নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য, সেগুলিতে যজমান সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে নামকরণপূর্ব্বক বরণ করিয়া থাকে, যথা—অধ্বর্য্যুং ত্বামহং বৃণে, আচার্য্যরূপে আপনাকে আমি বরণ করিতেছি। 'হোতারং ত্বাং বৃণে'—হোম-কার্য্যে হোতৃরূপে আপনাকে বরণ করিতেছি, 'উদ্‌গাতারং ত্বাং বৃণে'—সামগান-কার্য্যে উদ্‌গাতৃরূপে আপনাকে নিযুক্ত করিতেছি। সেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে বরণ হেতু সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহে সুদক্ষ হইলেও সেই ঋত্বিক্‌গণের সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যেই অধিকার, সকলকার্য্যে নহে, এই নিয়ম; সেই আধ্বর্য্যবাদি প্রতিকার্য্যে নিপুণ ঋত্বিক্‌গণ সকল শাখাতে বিহিত অঙ্গগুলি করিতে অধিকারী হইবেন না। যেহেতু প্রতিবেদেই অঙ্গকার্য্যগুলি নিয়মিত আছে, যেমন ঋগ্‌বেদের দ্বারা হৌত্রকার্য্য সম্পন্ন হইবে, যজুর্ব্বেদের দ্বারা অধ্বর্য্যুর কার্য্য নিষ্পাদনীয়,

সামবেদের দ্বারা ঔদ্‌গাত্র (সামগান), অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মকর্ম্ম। এই কার্য্য-নিয়মে যেমন যজমানের ইচ্ছাই কর্ম্মবিশেষে প্রবর্ত্তক ও বিভিন্ন দক্ষিণায় প্রবর্ত্তক, সেইপ্রকার জীবগণের সেই মাধুর্য্যগুণকাদি উপাসনাভেদেও সেই সেই স্বরূপ-গ্রহণে তাদৃশী ঈশ্বরেচ্ছাই প্রযোজক ॥ ৫৭ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অঙ্গেতি। তস্মাদ্‌বরণাদেব। একত্রেতি। যস্মৈ বৃতস্তত্রৈব কর্ম্মণ্যধিকারী ভবতি নান্যত্রেত্যর্থঃ। তথাভূতাশ্চেতি। আধ্বর্য্যবাদিসর্ব্ব-কর্ম্মানুষ্ঠানবিজ্ঞা অপি তেঽধ্বর্য্যুপ্রভৃতয় আধ্বর্য্যবাদীন্যেব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ন ত্বৌদ্‌গাত্রাদীনীত্যর্থঃ। তাদৃগিতি। তাদৃক্‌সৎপ্রসঙ্গানুযায়িনীত্যর্থঃ ॥৫৭॥

টীকানুবাদ—অঙ্গাববদ্ধেত্যাদি সূত্রে। 'তস্মাদেব হেতোঃ' এই ভাষ্যে, তস্মাৎ—সেই তত্তৎকার্য্যে বরণ হইতেই। একত্রাধিকারো ন সর্ব্বত্রেতি—একত্র—যে কার্য্যের জন্য যে ঋত্বিক্ যজমান কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই তিনি অধিকারী হইবেন, অন্য কার্য্যে নহে, এই তাহার তাৎপর্য্য। তথাভূতাশ্চ তে ইত্যাদি—তথাভূত—অর্থাৎ আধ্বর্য্যবাদি সকল কার্য্যানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ হইয়াও সেই অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিগ্‌গণ আধ্বর্য্যবাদি কর্ম্মই করিবেন, কিন্তু ঔদ্‌গাত্রাদি কর্ম্ম নহে, তাদৃশীশেচ্ছেবেতি—তাদৃক্—সেইরূপ সৎপ্রসঙ্গানুযায়িনী ঈশ্বরেচ্ছাই প্রযোজিকা ॥৫৭॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, সাধুসঙ্গানুযায়ী ভগবৎ-সঙ্কল্প হইতে জীবগণের মাধুর্য্যগুণময় ও ঐশ্বর্য্যগুণময় পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং তদনুযায়ী ভজনের ফলে তাদৃশ স্বরূপের প্রাপ্তি ঘটে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যেমন ঋত্বিক্‌গণ সকল কর্ম্মে নিপুণ হইলেও যজমান নির্দ্দিষ্ট-কর্ম্মের জন্য যজ্ঞাঙ্গে ঋত্বিক্‌গণকে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মারূপে ইচ্ছা পূর্ব্বক বরণ করিয়া থাকেন এবং সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই তাঁহারা করিয়া থাকেন; কেননা, প্রতিবেদেই অঙ্গকার্য্যগুলি নিয়মিত আছে। এ-স্থলে যেরূপ যজমানের ইচ্ছাই কর্ম্মবিশেষে ও বিভিন্ন দক্ষিণায় প্রবর্ত্তক, সেই প্রকার জীবগণেরও সৎপ্রসঙ্গানুযায়ী ঈশ্বরেচ্ছায় মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য স্বরূপের

উপাসনায় প্রবৃত্তি এবং উপাসনানুযায়ী তদ্রূপ স্বরূপের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৩৪)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

(ভাঃ ১১।২০।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৯)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মাদ্যঙ্গদেবতা চ বদ্ধোপাসনাদি প্রতিশাখং প্রতিবেদঞ্চ নোপসংহ্রিয়তে। হি শব্দাৎ সমত্বাদ্বোত্তমত্বাদ্বা নাঙ্গদেবাদ্যুপাসনম্। উপসংহার্য্যমিত্যাহুর্ব্বেদসিদ্ধান্তবেদিন ইতি ব্রহ্মতর্কবচনাৎ" ॥৫৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথোদ্ধবাদীনাং বিমিশ্রভাবদর্শনাদসন্তোষাৎ নিদর্শনান্তরমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর উদ্ধব প্রভৃতি উপাসকগণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মিশ্রভাব পরিদৃষ্ট হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে অসন্তোষবশতঃ অপর একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সূত্রম্—মন্ত্রাদিবদ্ বাঽবিরোধঃ ॥৫৮॥

সূত্রার্থ—অথবা মন্ত্র প্রভৃতির মত বিরোধ হইবে না। অর্থাৎ যেমন একই মন্ত্র বহুকর্ম্মে প্রযুক্ত হয়, আবার কোন মন্ত্র দুইটি কর্ম্মে, কোনটি বা একটিমাত্র কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে অথবা যেমন একই কাল কোন ঋতুতে (বসন্তে) পুষ্পপত্রাদির উদ্গমের হেতু হয়, আবার কোন সময়ে (শীত ঋতুতে) পত্রাভাবের কারণ হয়, সেইপ্রকার উপাসনানুসারে মুক্তিতে স্বরূপের প্রকাশ হয়, সুতরাং কোনও অসঙ্গতি নাই ॥ ৫৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্তদ্বিষয়কভক্তিপ্রবর্ত্তনায় তাদৃশস্তৎসঙ্কল্পো মন্ত্রবৎ। যথৈক এব মন্ত্রো বহুষু কর্ম্মসু বিনিযুজ্যতে কশ্চিৎ দ্বয়োঃ কশ্চিৎ তু একস্মিন্নেবেতি তথৈব বিধানাৎ। আদিশব্দাৎ কাল-কর্ম্মগ্রহঃ। যথৈক এব কালঃ ক্বচিৎ কুসুমপত্রাদেঃ ক্বচিন্নিষ্পত্রস্য চ ক্বচিৎ বাল্যস্য ক্বচিৎ তারুণ্যস্য চ হেতুঃ স্যাদেবং বাঽবিরোধঃ তথাচ যদ্গুণকং যৎস্বরূপমুপাস্যতে তদ্গুণকমেব মোক্ষে স্ফুরতীতি চিন্তিতগুণাৎ গুণান্তরাতিরেকো নেতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই সেই বিষয়ে ভক্তির যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, সেই নিমিত্ত তাদৃশ ভগবৎ-সঙ্কল্প অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা হইয়া থাকে, মন্ত্রের মত। যেমন একই মন্ত্র বহু কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়, আবার কোন মন্ত্র দুইটি কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কোন মন্ত্র এক কার্য্যেই প্রযুক্ত হয়, কারণ সেইরূপ বিধি আছে। সূত্রোক্ত আদিপদগ্রাহ্য কাল ও কর্ম্ম জানিবে। কাল-দৃষ্টান্ত যথা—যেমন একই অখণ্ডকাল কোন সময়ে পুষ্পপত্রাদির উদ্গমের হেতু হয়, আবার কখনও পত্রাভাবের কারণ হইয়া থাকে। আবার যেমন কাল কখনও বাল্যের কারণ হয়, কখনও বা যৌবনের হেতু হইয়া থাকে। কর্ম্ম-সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত টীকায় দ্রষ্টব্য। এই প্রকারে কোন বিরোধ হয় না অর্থাৎ যে গুণ-বিশিষ্টরূপে যে স্বরূপের উপাসনা করা হইবে, মুক্তিতে সেই গুণ-বিশিষ্ট সেই স্বরূপই প্রকাশ পাইবে। সুতরাং ধ্যাতগুণ হইতে অতিরিক্ত গুণ উদিত হইবে না—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৫৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—মন্ত্রাদিবদিতি। তত্তদ্বিষয়েতি। তত্তদ্ভগবৎস্বরূপোদ্দেশিকেত্যর্থঃ। তৎসঙ্কল্প এক এব ভগবৎসঙ্কল্প ইত্যর্থঃ। নিষ্পত্রস্য পত্রাভাবস্য। অভাবেঽর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। নির্দুঃখং মোক্ষ ইতিবৎ। কর্ম্মদৃষ্টান্তস্ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ঃ। যত্র কাম্যেনৈব নিত্যকর্ম্মনির্বাহস্তত্র কাম্যার্থসাধনে প্রত্যবায়প্রহাণে চৈকমেব তদুপযুজ্যতে। যথা সন্ধ্যোপাসনং তথৈতদিতি। অত্রৈবং কেচিৎ ব্যাচক্ষতে মন্ত্রাদিঃ প্রণবঃ ওমিত্যুপাদায় মন্ত্রাণামুচ্চারণাৎ স যথৈক এব নিখিলেষু মন্ত্রেষু সম্বধ্যতে তথৈক এব তৎ সঙ্কল্পস্তত্তদুদ্দেশাৎ তত্তৎপ্রবৃত্তিকৃদিতি ॥৫৮॥

টীকানুবাদ—মন্ত্রাদিবৎ ইত্যাদি সূত্রে 'তত্তদ্‌বিষয়কভক্তিপ্রবর্ত্তনায়েতি' ভাষ্যে—সেই সেই ভগবৎ-স্বরূপোদ্দেশ্যে ভক্তের ভক্তি প্রবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের সেই প্রকার সঙ্কল্প হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। নিষ্পত্রস্য—পত্রাভাবের—অভাবেঽর্থে অব্যয়ীভাবসমাস ইতি অর্থাৎ পত্রাণামভাবঃ নিষ্পত্রম্ তস্য—এইরূপ বিগ্রহবাক্য। যেমন দুঃখানামভাবঃ—নির্দুঃখম্—মোক্ষ—এই প্রকার। কর্ম্মদৃষ্টান্ত এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যেখানে কাম্যকর্ম্মদ্বারাই নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তথায় সেই কাম্যকর্ম্ম কাম্য-অর্থ সিদ্ধি-বিষয়ে এবং অকরণ-জনিত প্রত্যবায় দূরীকরণে একই কর্ম্ম উপযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন সন্ধ্যোপাসনা, সেইপ্রকার ইহাও। এ-স্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যথা মন্ত্রাদিঃ—মন্ত্রের আদি বর্ণ অর্থাৎ প্রণব—ওম্ ইহা আদিতে লইয়া মন্ত্রের উচ্চারণ হেতু সেই প্রণব যেমন এক হইলেও নিখিল মন্ত্রে যোজিত হয়, সেইপ্রকার একই ঈশ্বরসঙ্কল্প সেই সেই উদ্দেশবশতঃ সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় ॥৫৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে উদ্ধবাদির বিমিশ্রভাব দর্শনে অসন্তোষহেতু অন্য নিদর্শন প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সেই সেই বিষয়ক ভক্তি-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত মন্ত্রের ন্যায় তৎসঙ্কল্প বুঝিতে হইবে। যেরূপ একমন্ত্র অনেক কর্ম্মে অর্থাৎ কখনও এক কর্ম্মে কখনও বা দুই কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ উদ্ধবাদি কখনও ঐশ্বর্য্য কখনও বা মাধুর্য্যের সেবা করিতেন।

তদ্‌গুণবিশিষ্টভাবে উপাসনা হইতে তদ্‌গুণবিশিষ্টরূপেরই প্রাপ্তি জানিতে হইবে। ইহাতে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥
তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ ॥"
(ভাঃ ১০।৪৬।১-২)

"ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥" (ভাঃ ১০।৭০।৪৬)

শ্রীউদ্ধবের প্রার্থনা—

"আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১) ॥ ৫৮ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈতদ্বিচার্য্যতে "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি। "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম" ইত্যাদি চ শ্রূয়তে। অত্র বৈদূর্য্যাদিবৎ ভগবতি মিথো বিলক্ষণানি বহূনি রূপাণি সন্তি, তৈর্বিশিষ্টোঽসাবেকোঽপি বহুরভিধীয়তে এবং গুণেঽপি প্রকারবাহুল্যাৎ তত্ত্বমবসেয়ম্। ইহ সংশয়ঃ। স্বরূপগতং গুণগতঞ্চ বহুত্বং শ্রূয়মাণং সর্ব্বস্মিন্নুপাসনে চিন্ত্যং ন বেতি। আনন্দাদেরেব সর্ব্বত্রাপেক্ষণাৎ বহুত্বস্যৈকস্মিন্নবিরোধাচ্চ নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সম্প্রতি ইহা বিচারিত হইতেছে—'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকট হইয়া থাকেন,—'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং' এক হইলেও বহুরূপে প্রতীয়মান, এই শ্রুতি আছে, অথচ কি নিমিত্ত তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দে অভিহিত

হন (কারণ ব্রহ্মতো বহু নহেন একই) এবং 'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি' ইত্যাদি শ্রুতিও তৎসম্বন্ধে শ্রুত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে মীমাংসা এই —বৈদূর্য্যাদি মণি যেমন ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্নরূপ ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীভগবানে পরস্পর বিভিন্ন বহুরূপ আছে, সেই সকল রূপবিশিষ্ট হইয়া তিনি এক হইয়াও বহু নামে অভিহিত হন, এইরূপ গুণ-বিষয়েও বহু প্রকার থাকায় বহুত্বাবধারণ কর্ত্তব্য। ইহাতে সংশয় এই যে,—শ্রুতিতে ভগবানের স্বরূপগত ও গুণগত বহুত্ব শ্রুত হইতেছে, উহা কি সকল উপাসনাতেই ধ্যেয় হইবে? অথবা নহে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আনন্দাদিরূপত্ব সকল উপাসনাতেই যখন অপেক্ষিত এবং এক ঈশ্বরে বহুত্ব অবিরুদ্ধ, তখন সকল উপাসনায় ঐ বহু ভাবাত্মক গুণ ধ্যেয় নহে, এই মতের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উপাসনায়ামেকান্তিভিঃ স্বাভীষ্টা এব গুণা-ভাব্যা ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদস্তু তস্যাং হরের্ব্বহুত্বগুণস্তু ন ভাব্যস্তস্যৈকস্মিন্ বিরোধাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথৈতদিতি। গুণেঽপীতি। গুণ-প্রকাশিতে কর্ম্মণীত্যর্থঃ। তত্ত্বং বহুত্বম্। সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বেষূপাসনেষসৌ বহুভাব-রূপো গুণো ধ্যেয় ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ——পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একান্তী ভক্তগণ উপাসনায় নিজ অভীষ্টগুণগুলিই ধ্যান করিবেন, ইহা হউক, আপত্তি নাই; কিন্তু সেই উপাসনায় শ্রীহরির বহুত্বগুণ (ভূমা) ধ্যেয় নহে, যেহেতু একেতে বহুত্বগুণ থাকিতে পারে না, এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি-অনুসারে বলিতেছেন—অথৈতদ্ বিচার্য্যতে। এবং গুণেঽপি ইত্যাদি—গুণে অর্থাৎ গুণ-প্রকাশিত কর্ম্মে। তত্ত্বমবসেয়ম্ ইতি তত্ত্বম্—বহুত্ব, আনন্দাদেরেব সর্ব্বত্রাপেক্ষণাৎ ইতি—সর্ব্বত্র—সকল উপাসনায়। সর্ব্বত্রাসৌ চিন্ত্যঃ ইতি সর্ব্বত্র—সকল উপাসনায়, অসৌ—বহুভাবরূপগুণ (ভূমা) ধ্যেয়, এই অর্থ।

ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বম্ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৫৭ ॥

সূত্রার্থ—সকল গুণের মধ্যে বহুভাবের (ভূমার) যখন যজ্ঞের মত শ্রেষ্ঠত্ব, তখন সকল উপাসনাতেই বহুভাবাত্মক গুণ (ভূমা) ধ্যেয়। সেবিষয়ে প্রমাণ—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' এই শ্রুতি দেখাইতেছেন যে, ভূমা ছাড়িয়া আনন্দাদির সত্তা নাই, অতএব ভূমার চিন্তা সকল উপাসনায় কর্ত্তব্য ॥ ৫৯ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ভূম্নো বহুভাবস্য যস্মাৎ সর্ব্বেষু গুণেষু জ্যায়স্ত্বং ক্রতুবৎ সর্ব্বত্র সহভাবাদতঃ সর্ব্বত্রাসৌ চিন্ত্যঃ। যথা ক্রতোর্জ্যোতিষ্টোমস্য দীক্ষাদ্যবভৃথান্তেষ্বনুবৃত্তের্জ্যায়স্ত্বং তথা সর্ব্বত্র স্বরূপধর্ম্মাদিষ্বনুবৃত্তের্ভূম্নস্তৎপ্রমাণমাহ তথা হীতি। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" ইতি শ্রুতিরানন্দাদের্ভূমাবিনাভাবং দর্শয়ন্তী তস্যানু-চিন্তনং সর্ব্বত্রানুজ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ। যেন বিনা কর্ম্মনিত্যত্বং ন সিধ্যেৎ ॥ ৫৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ভূমার অর্থাৎ বহুত্বগুণের যেহেতু সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, যজ্ঞের মত সকল উপাসনায় ভূমার সহাবস্থান হেতু সকল উপাসনায় ঐ ভূমা—বহুভাবরূপ গুণ উপাসনীয়। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেমন জ্যোতি-ষ্টোম যজ্ঞের দীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া অবভৃথ স্নান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমুদায়ে সর্ব্বত্র অনুবৃত্তিহেতু প্রাধান্য, সেইরূপ সকল স্বরূপ ও ধর্ম্মাদিতে—ভূমার অনুবৃত্তি থাকায় তাহার প্রাধান্য। এ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—'ভূমৈব সুখম্ ইত্যাদি'—ভূমাই সুখস্বরূপ, যেহেতু অল্পে কোন সুখ নাই, এই শ্রুতি যেহেতু আনন্দাদি-ধর্ম্ম ভূমা-ব্যতিরেকে থাকে না, অতএব ভূমার ধ্যান সকল উপাসনায় কর্ত্তব্য, ইহা দেখাইয়া অনুজ্ঞা করিতেছেন, অতএব উহা ধ্যেয়। যে ভূমার চিন্তাব্যতিরেকে কর্ম্মের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয় না ॥ ৫৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভূম্ন ইতি। তৎ জ্যায়স্ত্বম্। তস্য ভূম্নঃ গুণস্য। যেন ভূম্না গুণেন বিনা ॥ ৫৯ ॥

টীকানুবাদ—ভূম্নঃ ইত্যাদি সূত্রে। অনুবৃত্তের্ভূম্নস্তৎ ইতি—তৎ—সেই শ্রেষ্ঠত্ব। 'তস্যানুচিন্তনমিতি' তস্য—সেই ভূমাত্মকগুণের। যেন বিনেতি—যে ভূমাগুণব্যতিরেকে ॥ ৫৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর আর একটি বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকেই বহুরূপবিশিষ্ট, বহুভাবে প্রকাশিত বলিয়া যে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসায় বৈদূর্য্যমণির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এ-স্থলে একটি সংশয় হয় যে, সকল উপাসনাতেই স্বরূপগত ও গুণগত বহুত্ব চিন্তনীয় কিনা? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, আনন্দাদিরূপত্ব সকল উপাসনাতেই যখন অপেক্ষিত এবং এক ঈশ্বরে বহুত্ব অবিরুদ্ধ, তখন সকল উপাসনায় ঐ বহুভাবাত্মক-গুণের ধ্যান অযুক্ত, পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সকল উপাসনাতেই বহুভাবাত্মকগুণ চিন্তনীয়। যেহেতু পরমেশ্বরের ঐ বহুত্বভাবটি সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভূমা ছাড়িয়া আনন্দাদির সত্তা নাই, সুতরাং ভূমার চিন্তা সকল উপাসনাতেই কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥" (ভাঃ ৬।৪।৩৩)
"তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে॥" (ভাঃ ৮।৩।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৬-৭ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।" —৪।৯ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যার অন্ত॥
ব্রহ্মাদি রহু, সহস্রবদনে 'অনন্ত'
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ) ॥৫৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ তেষু বহুষু রূপেষু উপাসনমেকবিধং বিবিধং বেতি সন্দেহে উপাস্যস্বরূপাভেদাদেকবিধমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সন্দেহ হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত সেই সকল রূপে উপাসনা কি একপ্রকার হইবে? অথবা নানাবিধ হইবে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন উপাস্যদেবতার কোন স্বরূপ-ভেদ নাই, তখন একই প্রকার উপাসনা হইবে, ইহার প্রতিবাদে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বহুবিধান্যুপাসনানীত্যুক্তং প্রাক্। তান্যাশ্রিত্য তেষু প্রকারভেদাশ্চিন্ত্যা ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি স্পষ্টম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বহুপ্রকার উপাসনা হইবে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেইসব উপাসনাকে আশ্রয় করিয়া সে সমুদয়ে প্রকারভেদ বিচার্য্য, এইরূপ আশ্রয়াশ্রয়িভাব-সঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। 'অথ তেষু বহুষু' ইত্যাদি ভাষ্যার্থ সুস্পষ্ট।

নানাশব্দাদিভেদাধিকরণম্

সূত্রম্—নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৬০ ॥

সূত্রার্থ—সেই সকল রূপের প্রতিরূপে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাই হইবে, কারণ 'শব্দাদিভেদাৎ' অর্থাৎ যেহেতু সেই সেই রূপ-বাচক নৃসিংহাদি-শব্দের, মন্ত্রের ও আকার এবং কর্ম্মের পার্থক্য রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তেষু রূপেষু নানৈবোপাসনং প্রতিরূপং পৃথক্ তদিত্যর্থঃ। কুতঃ? শব্দেতি। তত্তদ্বাচকানাং নৃসিংহাদি-শব্দানাং মন্ত্রাণামাকারকর্ম্মণাঞ্চ বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে" ইতি। তস্মাৎ ভিন্না পূজেতি ॥ ৬০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই সকল রূপে নানাপ্রকার উপাসনাই হইবে অর্থাৎ প্রতিরূপ নৃসিংহাদিরূপে সেই উপাসনা স্বতন্ত্র। হেতু কি? 'শব্দাদিভেদাৎ' যেহেতু সেই সেই রূপবাচক নৃসিংহাদি-শব্দ, উপাসনা-মন্ত্র, দেবতার আকার ও কার্য্যের পার্থক্য আছে, এই অর্থ। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা— 'কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ' ইত্যাদি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে কেশব নানাবর্ণ ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব বিভিন্ন বিধিতে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব ঐসকল পূজা বিভিন্ন ॥৬০॥

সূক্ষ্মা টীকা—নানেতি। পৃথক্ তদিতি। তদুপাসনম্। শব্দেতি। যথা যজেত দদ্যাৎ জুহুয়াদিতি যাগদানহোমানাং কর্ম্মণাং ভেদঃ শব্দভেদাদ্‌ভবতি তদ্বদিতি বোধ্যম্। কৃতং ত্রেতেতি শ্রীভাগবতে ॥৬০॥

টীকানুবাদ—'নানাশব্দাদিভেদাৎ' এই সূত্রে পৃথক্ তৎ ইতি ভাষ্যে, তৎ— সেই উপাসনা। শব্দাদিভেদাৎ ইতি—শব্দপ্রভৃতির ভেদবশতঃ যথা 'যজেত, দদ্যাৎ, জুহুয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যে যাগ, দান, হোম কর্ম্মের ভেদ শব্দ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে, সেইপ্রকার ইহাও জানিবে। 'কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতোক্ত। ৬০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পুনরায় একটি সংশয় হইতেছে যে, ঐ সকল বহুরূপের উপাসনা কি এক প্রকার? অথবা নানাপ্রকার? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর মত—উপাস্য-স্বরূপের অভেদবশতঃ উহা একপ্রকারই হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষীর মত-নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐ সকলরূপের উপাসনা একপ্রকার নহে, উহা নানাবিধ হইবে। যেহেতু উপাস্য-বাচক নৃসিংহাদি-শব্দ, মন্ত্র, আকার ও কর্ম্মের বিলক্ষণতা আছে, অতএব স্বরূপতঃ এক হইলেও উপাসনার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥" (ভাঃ ১১।৫।২০)

শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥" (ভাঃ ৭।৯।৩৮) ॥৬০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সিংহাদিপুরুষোত্তমরূপোপাসনানি বিভিন্নবিধানীত্যুক্তম্। অথ তানি তত্তদুপাসকৈঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ানি বিকল্প্য বেতি বীক্ষায়াং নিয়মে হেত্বভাবাৎ সমুচ্চিত্যেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—নৃসিংহাদি পুরুষোত্তমরূপের উপাসনাগুলি বিভিন্নপ্রকার হইবে। অতঃপর তাহাতে সন্দেহ এই —ঐ সকল উপাসনা সেই সেই উপাসকগণ কর্ত্তৃক সমস্তই অনুষ্ঠেয় হইবে? অথবা বিকল্প লইয়া অর্থাৎ যে কোন একটি? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন তাহাতে কোন নিয়মের হেতু নাই, তখন সমুচ্চিত উপাসনাই বলিব, ইহাতে সূত্রকার মীমাংসা করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বন্যায়েনোপাসনানাং নানাত্বে সিদ্ধে তেষাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি বিচারঃ প্রবর্ত্তত ইত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সঙ্গতিঃ। নৃসিংহাদীতি। নিয়মে হেত্বভাবাদিতি। যা কাচিদেকৈবোপাসনা যাবদায়ুরনুষ্ঠেয়েতি বিকল্পে নিয়ামকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে, উপাসনা নানাবিধ, এক্ষণে তাহাদের সমুচ্চয় অথবা বিকল্প—এই বিচার আরব্ধ হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বাধিকরণের ও এই অধিকরণের হেতুহেতুমদ্ভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবরূপ সঙ্গতি জানিবে। নৃসিংহাদিপুরুষোত্তমেতি। নিয়মে হেত্বভাবাদিতি অর্থাৎ যাবজ্জীবন যে কোন একটি উপাসনাই করিতে হইবে, এই বিকল্পে যখন কোন নিয়ামক প্রমাণ নাই, তখন সমুচ্চয় বলিব।

বিকল্পাধিকরণম্

সূত্রম্—বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

সূত্রার্থ—সেই উপাসনার অনুষ্ঠানে বিকল্পই আশ্রয়ণীয়। ইহার কারণ—'অবিশিষ্টফলত্বাৎ' যেহেতু প্রত্যেক উপাসনার ফল সমান, অর্থাৎ মোক্ষ ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ ফল সর্ব্বত্র এক ॥ ৬১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তেষামনুষ্ঠানে বিকল্প এব। যাদৃকসৎ-প্রসঙ্গানুযায়িভগবৎসঙ্কল্পাদুপাসনমুপলভ্যতে তদেবানুষ্ঠেয়ং ন ত্বন্যদি-ত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিশিষ্টেতি। তেষাং সর্ব্বেষামবিশিষ্টং সমানমেব মোক্ষসাক্ষাৎকারলক্ষণং ফলমুক্তম্। একেনৈব তস্মিন্ সিদ্ধে কিমন্যেনেত্যর্থঃ। যদ্যপি তদ্বিদুষামিত্যাদিকং তু ন বিস্মর্ত্তব্যম্, একান্তিশ্রৈষ্ঠ্যদার্ঢ্যাৎ পৌনরুক্ত্যং ন দোষঃ ॥৬১॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই উপাসনাগুলির অনুষ্ঠানে বিকল্পই আশ্রয়ণীয়। যেরূপ সৎপ্রসঙ্গানুযায়ী শ্রীভগবানের সঙ্কল্প হইতে উপাসনা লব্ধ হইবে, তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, অন্য উপাসনা অনুষ্ঠেয় নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। কারণ কি? 'অবিশিষ্টফলত্বাদিতি'। সেই সকল উপাসনার ফল মুক্তি ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সমানই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এক উপাসনা দ্বারা যদি সেই মুক্তি ও সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হয়, তবে অন্য উপাসনায় প্রয়োজন কি? যদিও 'তদ্বিদুষাম্' ইত্যাদি সূত্রে এ-বিষয় উক্ত হইয়াছে, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে অর্থাৎ পুনরুক্তি হইতেছে, তাহা হইলেও একান্তী ভক্তের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ় করিবার জন্য ঐ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে ॥৬১॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিকল্প ইতি। তস্মিন্নিতি। মোক্ষলক্ষণে ফলে ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিকল্পঃ সিদ্ধঃ ॥৬১॥

টীকানুবাদ—'বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ' এই সূত্রে। 'একেনৈব তস্মিন্ সিদ্ধে' ইতি—তস্মিন্—সেই মুক্তিরূপ ফল—এই অর্থ। অর্থাৎ সেই কারণে বিকল্পই সিদ্ধান্ত। ৬১।

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নৃসিংহাদি পুরুষোত্তমরূপের উপাসনা-সমূহ বিভিন্নপ্রকার। এক্ষণে ইহাতে একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, সেই সকল উপাসনা তত্তদুপাসকগণ কর্ত্তৃক সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? অথবা বিকল্পভাবে অর্থাৎ উহাদের যে কোন একটির উপাসনা করিলেই হইবে? এ-স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যেহেতু নিয়মের কোন কারণ নাই, সেইহেতু সমুচ্চিত অর্থাৎ সকলগুলিরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ফলের কোন বিশেষ না থাকায় বিকল্পই আশ্রয়ণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" (ভাঃ ৩।৯।১১) ॥৬১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—মোক্ষফলকানি নৃসিংহাদ্যুপাসনানি তত্তদেকান্তিনাং নিত্যানীত্যুক্তম্। অথ কীর্ত্তিলোকজয়সম্পত্ত্যাদিফলা ব্রহ্মোপাস্তয়ো বৃহদারণ্যকাদৌ পঠ্যন্তে। তাসাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বীক্ষায়াং ব্রহ্মোপাস্তিত্বাবিশেষাৎ পূর্ব্ববদ্বিকল্প ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—মুক্তিফলদায়ক নৃসিংহাদি মূর্ত্তির উপাসনাগুলি তাঁহাদের একান্তী ভক্তের পক্ষে নিত্য, এ-কথা বলা হইল। অতঃপর কীর্ত্তি, লোকজয়, সম্পত্তি প্রভৃতি ফলক ব্রহ্মোপাসনাগুলি যে বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের বিকল্প হইবে? অথবা সমুচ্চয় হইবে? —এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—যখন সমস্তই ব্রহ্মোপাসনা, ইহাতে কোনও প্রভেদ নাই, তখন পূর্ব্বের মত বিকল্পই হইবে, ইহাতে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নৃসিংহাদ্যুপাসনানাং বিকল্পঃ প্রাগুক্তস্তদ্বৎ কাম্যোপাসনানামপি সোঽস্তু তাসামপি ব্রহ্মবিষয়কত্বাবিশেষাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ মোক্ষফলকানীত্যাদি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে নৃসিংহাদি উপাসনাগুলির বিকল্প সমর্থিত হইয়াছে; সেইপ্রকার কাম্য-উপাসনাগুলিরও বিকল্প হউক, কারণ সেই উপাসনাগুলিও নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মবিষয়ক, এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি ধরিয়া বলিতেছেন,—'মোক্ষফলকানি' ইত্যাদি গ্রন্থ।

কাম্যাস্তু যথাকামাধিকরণম্

সূত্রম্—কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬২ ॥

সূত্রার্থ—কাম্য-উপাসনাগুলি সকাম উপাসকগণ সমুচ্চিতভাবে করিতেও পারেন, নাও পারেন, কারণ 'পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ' পূর্ব্বোক্ত হেতু নাই অর্থাৎ ইহাতে ফলভেদ আছে। ৬২।

গোবিন্দভাষ্যম্—কাম্যাস্তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষাঃ কীর্ত্ত্যাদিতদন্যফলাস্তা যথাকামং সকামৈস্তদুপাসকৈঃ সমুচ্চীয়েরন্ ন বা। কুতঃ? পূর্ব্বেতি। ফলভেদাদিত্যর্থঃ। সতি তত্তৎফলকামে সর্ব্বাস্তাঃ কার্য্যাঃ। অসতি তু তস্মিন্ কাচিদপি নেত্যর্থঃ। ইদমত্রাকূতম্। যদি মুমুক্ষুরপি কশ্চিৎ ফলান্তরমিচ্ছেৎ তর্হি স তস্মৈ তৎপ্রদং হরিমেবোপাসীত ন দেবতান্তরম্। "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। এতেন দশার্ণাদ্যুপাস্তয়োঽপি ব্যাখ্যাতাঃ। পূর্ব্বানুমানস্তু সোপাধিকং বোধ্যম্॥ ৬২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কাম্য-উপাসনাগুলি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা করে না, হরি-সাক্ষাৎকার-ভিন্ন কীর্ত্তি প্রভৃতি অন্য ফলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেগুলি সমুদয় সকাম সেই সেই উপাসকগণ কর্ত্তৃক কামনানুসারে অনুষ্ঠিত হইবে, নাও হইতে পারে, কারণ? পূর্ব্বহেতু (ভগবৎ-সাক্ষাৎকার)

উহাতে কাম্য নহে অর্থাৎ ফলভেদ আছে। কথাটি এই—সেই সেই ফল-কামনা থাকিলে সেই সমস্ত কাম্য-উপাসনা সমুচ্চিতভাবে করিবে, আর ফলকামনা না থাকিলে কোন অনুষ্ঠানই করিতে হইবে না। এ-বিষয়ে সূত্রকারের মনের কথা এই—যদি মুক্তিকামীও কোন সাধক মুক্তিভিন্ন অন্য ফল ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহার সেই ফলদাতা শ্রীহরিকেই উপাসনা করিবেন, অন্য দেবতাকে নহে। যেহেতু স্মৃতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে—'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' ইত্যাদি মুক্তিকামী উদারবুদ্ধি সাধক নিষ্কাম হন অথবা সর্ব্বফলকামী হন, তিনি তীব্রভক্তিযোগে পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে উপাসনা করিবেন। ইহার দ্বারা দশাক্ষর মন্ত্রের উপাসনাদিও ব্যাখ্যাত হইল। তবে যে পূর্ব্বোক্ত অনুমান যথা—'কাম্যোপাস্তয়ো বিকল্পে-নানুষ্ঠেয়া উপাস্তিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তোপাস্তিবৎ' কাম্য-উপাসনাগুলি (পক্ষ) বিকল্পানুসারে (এক একটি ধরিয়া) অনুষ্ঠেয় (সাধ্য) উপাস্তিত্বাৎ (হেতু) যেহেতু উহা একপ্রকার উপাসনা, দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বোক্ত কাম্য-উপাসনার মত। এই অনুমানে হেতু ব্যভিচারী, যেহেতু ইহাতে উপাধি আছে, উপাধির ফল হেতুগত ব্যভিচারের অনুমান। এখানে উপাধি মোক্ষ এবং শ্রীহরি-সাক্ষাৎকার হেতুত্ব—কথাটি এই—'অয়ংহেতুর্ব্যভিচারী উপাধিমত্ত্বাৎ' এই অনুমান দ্বারা উপাস্তিত্ব হেতুর ব্যভিচারিত্ব অনুমিত হইতেছে। 'সাধ্যস্য-ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধির্ভবেৎ'—ইহা উপাধির লক্ষণ, যাহা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক, তাহাই উপাধি, যেমন 'ধূমবান্ বহ্নেঃ'—এই অনুমানে আর্দ্রেন্ধন উপাধি, এখানেও সেইরূপ 'বিকল্পেনানুষ্ঠেয় উপাস্তিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তোপাস্তিবৎ' যেখানে যেখানে বিকল্পে উপাস্তি আছে, তথায় মোক্ষ ও সাক্ষাৎকার ফল আছে—এইরূপ উপাধি সাধ্যব্যাপক, কিন্তু উপাস্তিত্ব (উপাসনা) যেখানে যেখানে আছে যেমন কাম্যোপাসনা আছে, তথায় মোক্ষ ও শ্রীহরি-সাক্ষাৎকার নাই, এইজন্য হেতুর অব্যাপক উপাধি, ইহা দ্রষ্টব্য ॥ ৬২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—কাম্যাস্তিতি। ফলভেদাদিতি। বিভিন্নফলত্বান্মোক্ষেতর-ফলত্বাচ্চেত্যর্থঃ। বিভিন্নফলত্বাৎ তত্তৎফলকামৈঃ সর্ব্বাস্তাঃ কার্য্যা মোক্ষে-তরফলত্বান্নিষ্কামৈর্মুমুক্ষুভিস্তাস্বেকাপি কাচিন্ন কার্য্যেত্যর্থঃ। হেত্বর্থং বিশদয়তি

সতীতি। যদীতি। কশ্চিৎ পরিনিষ্ঠিতোঽপীত্যর্থঃ। তৎপ্রদং হরিমেবেতি। ন হি পতিব্রতা পত্যুর্মার্দ্দবমনুভূয় স্বকামতাপশান্তয়ে জারমুপসর্পেদিতি ভাবঃ। অকাম ইতি শ্রীভাগবতে। আদিশব্দাৎ—"যথা কল্পদ্রুমাৎ সর্ব্বং প্রাপ্যতে মনসেপ্সিতম্। তথা সংপ্রাপ্স্যতে বিষ্ণোরপি স্ম দুর্লভং মুনে। রত্নপর্ব্বতমারুহ্য যথা রত্নং ন রোচতে। সত্ত্বানুরূপমাদত্তে তথা কৃষ্ণান্মনোরথান্" ইত্যাদিসংগ্রহঃ। এতেনেতি। দশার্ণাদ্যুপাস্তীনাং সমুচ্চয়ো দর্শিতস্তাসাং কাম্যত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং তস্যামেব। এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবো মানবানাং দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবদিতি। সংক্রন্দন ইন্দ্রঃ। পূর্ব্বানুমানস্থিতি। কাম্যোপাস্তয়ো বিকল্পেনানুষ্ঠেয়া উপাস্তিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তোপাস্তিবদিত্যনুমানে মোক্ষসাক্ষাৎকারহেতুত্বমুপাধিরিত্যর্থঃ। ৬২।

টীকানুবাদ—"কাম্যাস্তু যথাকামম্" ইত্যাদি সূত্রে। 'ফলভেদাদিত্যর্থ ইতি' মোক্ষফল দান করে এবং মোক্ষভিন্ন অন্য ফলও দান করে, এই অর্থ। যখন বিভিন্ন ফল দান করে, তখন সেই সেই ফলার্থী ব্যক্তিরা সেই সমস্ত উপাসনা করিবেন, কারণ সেগুলি মোক্ষ ব্যতীত অন্য ফল দান করে। আর নিষ্কাম মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত উপাসনার মধ্যে যে কোনটিও করিবেন না, এই তাৎপর্য্য। সূত্রোক্ত 'হেত্বভাবাৎ' এই হেতুর অর্থ বিশদ করিতেছেন—সতি তত্তৎফলকামে ইতি—সেই সেই ফল-প্রাপ্তির কামনা থাকিলে সমস্তই করিবেন, না থাকিলে কিছুই করিবেন না। যদি মুমুক্ষুরপীতি—পরিনিষ্ঠিত মুক্তিকামী হইলেও। তৎপ্রদং হরিমেবেতি—সেই ফলপ্রদ হরিকেই উপাসনা করিবেন। যেমন কোনও পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অক্ষমতা জানিয়াও নিজ কামতাপ-নিবৃত্তির জন্য উপপতি আশ্রয় করে না—ইহাই ভাবার্থ। 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের। ইত্যাদি স্মৃতিভ্য ইতি এই আদিপদগ্রাহ্য স্মৃতিবাক্য—যথা 'যথা কল্পদ্রুমাৎ সর্ব্বং প্রাপ্যতে মনসেপ্সিতম্' ইত্যাদি যেমন মনের অভীষ্ট সমস্ত বস্তু কল্পবৃক্ষ হইতে লাভ করা যায়, সেইরূপ হে মুনে! বিষ্ণু হইতে দুর্লভ বস্তুও তুমি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যেমন রত্ন-পর্ব্বতে উঠিলে আর রত্নের রুচি হয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সত্ত্বানুরূপ দ্রব্যই গ্রহণ করে।

ইত্যাদি স্মৃতি আরও আছে। এতেন দশার্ণাদ্যুপাস্তয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ইতি। দশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে উপাসনাগুলি সমুচ্চিতভাবে করণীয়। যেহেতু সেগুলি কাম্য। সেই স্মৃতিতেই বলা আছে, এই পঞ্চপদান্বিত মন্ত্র হইতে অন্য দশাক্ষর প্রভৃতি গোবিন্দের অনেক মন্ত্র মানবদিগের নিকট প্রকট হইয়াছে, অভ্যুদয়কামী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক সেগুলিও যথাবিধি অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সঙ্ক্রন্দন শব্দের অর্থ ইন্দ্র। পূর্ব্বানুমানস্ত ইতি—পূর্ব্বে যে অনুমান দেখান হইয়াছে, যথা—'কাম্যোপাস্তয়ো বিকল্পেনানুষ্ঠেয়া উপাস্তিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তোপাস্তিবৎ' এই অনুমানে মোক্ষফল ও সাক্ষাৎকার উপাধি, ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥৬২॥

সিদ্ধান্তকণা—মোক্ষফল এবং ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ ফলদায়ক শ্রীনৃসিংহাদির উপাসনা তাঁহাদের একান্তভক্তের পক্ষে নিত্যই করিতে হইবে; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অনন্তর কীর্ত্তি, লোকজয়, সম্পত্তি-প্রভৃতি ফলদায়ক ব্রহ্মার্চ্চন সমূহ কি একত্রে সকলগুলি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? অথবা কোন একটি ফললাভের জন্য কোন একটি অনুষ্ঠান করিলেই হইবে? এইরূপ সংশয়স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনার সহিত অবিশেষবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় বিকল্পই অনুষ্ঠেয়। এতদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সকাম উপাসকগণ কামনানুসারে সকাম উপাসনাগুলি সমুচ্চিতভাবে করিতে পারেন অথবা নাও করিতে পারেন, কারণ পূর্ব্ব হেতুর এখানে অভাব আছে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের কোন অপেক্ষা উহাতে থাকে না, কাজেই ফলভেদ আছে।

বিস্তৃত আলোচনা ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥
দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।

বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্ ॥

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিস্ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥" (ভাঃ ২।৩।২-৯)

পুনরায় বিশেষ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥" (ভাঃ ২।৩।১০-১১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥" (গী ৭।২০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৫) ॥ ৬২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবমঙ্গিগুণধ্যানমভিধায়েদানীমঙ্গগুণানভিধাতুমুপক্রমতে। শ্রীগোপালোপনিষদি পূর্ব্বতাপন্যবসানে তমেকং গোবিন্দমিত্যারভ্য সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামীতি প্রতিজ্ঞায় ওঁ নমো বিশ্বরূপায়েত্যাদিভিঃ পদ্যৈর্বিধির্হরিং স্তুবন্ তন্মুখনেত্রাদিষঙ্গেষু মন্দস্মিতকৃপাবীক্ষণাদীন্ গুণান্ নিরদিক্ষৎ। ইহ সংশয়ঃ। মন্দস্মিতাদয়ো মুখাদ্যঙ্গগুণাঃ পৃথক্ চিন্ত্যা ন বেতি। অঙ্গিগুণধ্যানেনৈব পুমর্থসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদ্ধ্যানেন ফলানতিরেকাচ্চ তে ন ধ্যেয়া ভবন্তীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বোক্তরূপে অঙ্গী—শ্রীবিগ্রহের গুণ-ধ্যান বর্ণন করিয়া এক্ষণে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ—মুখাদির গুণ-ধ্যান বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। গোপালতাপনী উপনিষদে পূর্ব্বতাপনীর অবসানে বলা আছে—'তমেকং গোবিন্দম্' সেই এক গোবিন্দকে এইরূপ আরম্ভ করিয়া 'সমরুদ্‌গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি'—মরুদ্‌গণের সহিত আমি পরমস্তুতি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে প্রীত করিব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া 'ওঁ নমো বিশ্বরূপায়' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বিধাতা শ্রীহরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে শ্রীবিগ্রহের মুখ, নেত্র প্রভৃতি অঙ্গে মধুর হাস্য, কৃপাপূর্ণদর্শনাদি-গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে সংশয় এই,—মন্দহাস্য প্রভৃতি মুখাদি-অঙ্গগুণগুলি স্বতন্ত্রভাবে উপাস্য কি না? পূর্ব্বপক্ষী তাহাতে স্বমত প্রকাশ করেন যে, অঙ্গী শ্রীবিগ্রহের গুণ-ধ্যান দ্বারাই যখন পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তখন পৃথগ্‌ভাবে অঙ্গ-গুণধ্যানে প্রয়োজন কি? এবং অতিরিক্ত ফল যখন তাহাতে নাই, তখন সেই অঙ্গগুণ ধ্যেয় নহে; এই মতবাদের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবমঙ্গীত্যাদি। পূর্ব্বত্রাঙ্গ্যুপাসনানাং বিকল্পোঽভিমতস্তদ্বদঙ্গোপাসনানামস্তিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। অঙ্গী শ্রীবিগ্রহঃ পরমাত্মা, অঙ্গানি তন্মুখাদীনি। "ওঁ নমো বিশ্বরূপায়" ইত্যাদিভিরিতি। তেষু "নমঃ কমলনেত্রায়" ইতি প্রসন্নাস্যত্বোক্ত্যা মুখে মন্দস্মিতং নেত্রয়োঃ কৃপাবলোকশ্চ দ্যোত্যতে। এবমন্যে চ শিখিপিচ্ছাবতংসিত্বাকুণ্ঠমেধত্ববংশীবিভূষিতাস্যত্ববিচিত্রগীতিকত্বগজেন্দ্রগতিমত্ত-নৃত্যপাণ্ডিত্যাদয়োঽঙ্গগুণাস্তত্রৈবানুসন্ধেয়াঃ। তে নেতি। তে গুণা ধ্যেয়া ন ভবন্তীত্যন্বয়ঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'এবমঙ্গীত্যাদি'—পূর্ব্বাধিকরণে অঙ্গী অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের উপাসনাগুলির মধ্যে যেমন বিকল্প সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সেই প্রকার অঙ্গোপাসনাগুলিরও বিকল্প হউক, এই দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। অঙ্গী অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ—পরমেশ্বর। অঙ্গ—তাঁহার মুখাদি, অবয়ব। ওঁ নমো বিশ্বরূপায়েত্যাদিভিরিতি সেই সকল পদ্যে 'নমঃ কমলনেত্রায়' এই উক্তিতে প্রসন্নবদনত্ব বলায় মুখে মন্দস্মিত, চক্ষুর্দ্বয়ে কৃপাপূর্ণ-দৃষ্টি সূচিত

হইতেছে। এইরূপ অন্যান্য গুণ যেমন শিখিপিচ্ছাবতংসিত্ব, অকুণ্ঠমেধত্ব, বংশী-বিভূষিতমুখত্ব, বিচিত্র গীতিকারিত্ব, গজরাজবদ্‌গতিমত্ত্ব, নৃত্যবিশারদত্ব প্রভৃতি অঙ্গগুণগুলিও সেই সকল পদ্যে লক্ষ্য করিবার আছে। 'তে ন ধ্যেয়া ইতি' তে—সেই সকল গুণ, ন ধ্যেয়াঃ—আর উপাস্য নহে, এইরূপ অন্বয় ধর্ত্তব্য।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

সূত্রার্থ—মুখাদি অঙ্গসমূহে, 'যথাশ্রয়ভাবঃ' আশ্রয়-অনুসারে ধ্যান করণীয় ॥ ৬৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অঙ্গেষু মুখাদিষু যথাশ্রয়ং ভাবশ্চিন্তনং কার্য্যম্। যদঙ্গং যস্য গুণস্যাশ্রয়স্তত্র তস্য চিন্তনং বিধেয়মিত্যর্থঃ। মুখে মন্দস্মিতং প্রিয়ভাষণঞ্চ নেত্রয়োঃ কৃপাবীক্ষণং চেত্যেবমাদি ॥ ৬৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মুখাদি-অঙ্গসমূহে আশ্রয়বিশেষ-অনুসারে গুণধ্যান করণীয় অর্থাৎ যে অঙ্গটি যে গুণের আধার, সেই অঙ্গে তাহার (সেই গুণের) চিন্তা কর্ত্তব্য। যেমন মুখ-অঙ্গে মৃদুমধুর হাস্য ও প্রিয়ভাষণ, নেত্রদ্বয়ে কৃপাদৃষ্টি, এই প্রকার অন্য অঙ্গে অন্য গুণগুলিও ধ্যেয় ॥ ৬৩ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অঙ্গেষ্বিতি। ইত্যেবমাদিরিতি। আদিনা গীতিমত্ত্বনৃত্যশালিত্বাদয়ঃ। নন্থ গীতনৃত্যশালিত্বং পরেশস্য রাজকুমারস্য চ হরের্মহিমক্ষতিকরমিতি চেদপেশলমেতৎ। শিবেঽর্জ্জুনে চ তথাভূতে তদুক্তেঃ। তৎপ্রেয়সীনাঞ্চ তথাভূতানাং তচ্ছালিত্বং তথা শিবায়াম্ উত্তরায়াঞ্চ তদুক্তেঃ। জীবিকায়ৈ প্রবৃত্তং খলু তৎ তথা স্যাৎ ন তু স্বভোগায় তথা তদজ্ঞানে হি প্রত্যুত মৌঢ্যতদ্ভোগাভাবপ্রসক্তিঃ তথাঽপূর্ণতাপত্তিশ্চেতি। এবং গোপগোপীগবাবীতমিত্যত্র হরের্গোপালকত্বমুক্তম্। তচ্চ তস্যেশ্বরস্য যুক্তমেব

যজ্ঞপুরুষত্বাৎ। তৎ তস্য গোভির্ধেনুভির্হবির্দ্বারা বেদৈশ্চ মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞনিষ্পত্তিরিতি ॥ ৬৩ ॥

টীকানুবাদ—'অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ' এই সূত্রে। ইত্যেবমাদীতি ভাষ্য—এই আদি-পদ দ্বারা গীতিমত্ত্ব ও নৃত্যশালিত্ব প্রভৃতি গুণ গ্রাহ্য। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, যিনি পরমেশ্বর ও রাজকুমার সেই শ্রীহরির গীত ও নৃত্যকার্য্য মহিমার হানিকর হইবে, ইহা যদি বল, তাহা সুন্দর উক্তি নহে; কারণ শিবের নৃত্য, রাজকুমার অর্জ্জুনের গীত-নৃত্যাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীভগবানের প্রিয়তমা গোপীদিগের নৃত্যগীতপরায়ণতা এবং শিবপ্রেয়সী পার্ব্বতী ও অর্জ্জুন-শিষ্যা উত্তরাতে ঐ সকল কথিত আছে। যদি জীবিকার জন্য সেই নৃত্যগীত আচরিত হইত, তবে দোষাবহ হইত কিন্তু স্বভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে কোন মহিমার হানিকর হয় না, বরং সেই নৃত্যগীতাদির জ্ঞান না থাকিলে শ্রীভগবানের বিষয়ে অজ্ঞতা-নিবন্ধন অপূর্ণতা ও সেই সেই বস্তুর ভোগাভাবেরই আপত্তি হয় এবং সেইরূপে অপূর্ণতাও আসিয়া পড়ে। এইরূপ 'গোপগোপীগবাবীতম্' যিনি গোপ, গোপী ও গোগণে পরিবেষ্টিত, এই শব্দে শ্রীহরির গোপালকত্ব কথিত হইয়াছে। যেহেতু তিনি যজ্ঞপুরুষ, এজন্য সেই পরমেশ্বরের গোপালকত্ব অর্থাৎ গো-শব্দে ধেনু ও বেদ বোধিত হওয়ায় তাহাদের পালনকারিত্ব যুক্তিযুক্ত, কারণ তিনি গো-সমূহ-সাহায্যে ঘৃত দ্বারা এবং বেদ-সাহায্যে মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ-নির্ব্বাহক ॥৬৩॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে অঙ্গীর অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের গুণ-ধ্যান বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমুখাদির গুণধ্যানের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।

গোপালতাপনী উপনিষদে পাওয়া যায়,—'তমেকং গোবিন্দম্' এইরূপ আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা 'আমি মরুদ্গণের সহিত উৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা তোমাকে তুষ্ট করিব' এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক 'ওঁ নমো বিশ্বরূপায়' প্রভৃতি পদ্য দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিয়া তাঁহার মুখনেত্রাদি অঙ্গসমূহে মন্দহাস্য ও কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি গুণ নির্দ্দেশ করিলেন। এ-স্থলে সংশয় এই যে, মুখাদি-অঙ্গের গুণগুলি পৃথগ্‌ভাবে চিন্তনীয় কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, অঙ্গিগুণধ্যান দ্বারা যখন পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতেছে, তখন পৃথগ্‌ভাবে অঙ্গগুণধ্যানের প্রয়োজন কি? তাহাতে যখন বিশেষ কোন ফল দেখা যায় না, তখন উহা

ধ্যান করিতে হইবে না ; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রীহরির যে অঙ্গ যে গুণের আশ্রয়, সেই অঙ্গে সেই গুণ চিন্তনীয়। যেমন মুখে—মন্দহাস্য ও প্রিয়ভাষণ এবং নেত্রে কৃপাদৃষ্টি—এই প্রকার অন্য অঙ্গেও অন্যগুণ সমূহ অবশ্যই ধ্যেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধ্রুবের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশে পাই,—

"প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ-প্রসন্নবদনেক্ষণম্।
সুনসং সুভ্রুবং চারু-কপোলং সুর-সুন্দরম্॥
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্নং শরণ্যং করুণার্ণবম্॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্ত-চতুর্ভুজম্॥

স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্॥" (ভাঃ ৪।৮।৪৫-৫১)

শ্রীগোপীগণও বলিয়াছেন,—

"প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক! নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥" (ভাঃ ১০।৩১।১০) ॥৬৩॥

সূত্রম্—শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

সূত্রার্থ—সেইরূপ উপদেশও আছে॥ ৬৪ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্তুত্যন্তে অথ হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি তথা যূয়ং পঞ্চপদং জপন্তঃ কৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথেতি শিষ্যান্ প্রতি বিধিনাঙ্গগুণধ্যানোপদেশাচ্চ স স তত্র তত্র চিন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥৬৪॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মা পরমেশ্বরের স্তুতির পর মুনিগণকে বলিলেন, অতঃ-পর আমি এইভাবে স্তুতিদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিতেছি, তোমরাও সেইভাবে পঞ্চপদ মন্ত্র জপ কর, শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান কর, তাহাতেই সংসার পার হইবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। এইরূপে শিক্ষণীয় মুনিগণকে যথাবিধি অঙ্গগুণের ধ্যান-উপদেশ করিলেন, এ-জন্য সেই সেই গুণ সেই সেই শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে চিন্তনীয়, ইহাই অর্থ ॥ ৬৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—শিষ্টেশ্চেতি। শিষ্যান্ মুনীন্ ॥ ৬৪ ॥

টীকানুবাদ—'শিষ্টেশ্চেতি' সূত্রে—শিষ্যান্ প্রতীতি ভাষ্যে, শিষ্য—মুনিগণকে ॥ ৬৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, শিষ্যের প্রতি ব্রহ্মার সেইরূপ উপদেশও আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥" (ভাঃ ৩।৯।২৫)

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের স্তব করিতে গিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন,—সেই পুরাতন পুরুষ শ্রীভগবান্ সামান্য করুণাবিশিষ্ট নহেন। তিনি সাতিশয় প্রেমহাস্যে নয়নকমল বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনোদন করুন।

"কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম
স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥" (ভাঃ ৩।১৫।৩৯) ॥৬৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নমু যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী ইত্যত্র কৃপাবলোকমাত্রমুক্তং নান্যৎ কিঞ্চিদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আপত্তি এই, যেমন 'কপ্যাসং পুণ্ডরীক-মেবমক্ষিণী' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল কৃপাদৃষ্টিই বর্ণিত আছে, অন্য কিছু নাই, তবে ঐ সমস্ত অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন গুণের উপাসনা-উক্তি কিরূপে সঙ্গত ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

সূত্রম্—সমাহারাৎ ॥ ৬৫ ॥

সূত্রার্থ—সেই কৃপাদৃষ্টি উল্লেখ দ্বারাই অপর সমুদয়ের সংগ্রহ-হেতু কিছুই অবর্ণিত হইতেছে না ।৬৫।

গোবিন্দভাষ্যম্—তৃতীয়সূত্রাৎ নেত্যাকৃষ্য সূত্রদ্বয়ে সম্বন্ধনীয়ম্। তেনান্যেষাং সংগ্রহান্ন কিঞ্চিদূনমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহার পরবর্ত্তী তৃতীয় সূত্র 'নবা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ' ইহা হইতে 'ন' এই পদটি আকর্ষণ করিয়া এই দুই সূত্রে যোজনীয়, অতএব ইহার অর্থ—সেই কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অন্য সমস্ত অঙ্গগুণের সংগ্রহহেতু কোনও (অবর্ণনের জন্য)ন্যূনতা হইতেছে না ।৬৫।

সূক্ষ্মা টীকা—সমাহারাদিতি। তেনান্যেষামিতি। তেন কৃপাবলোকে-নান্যেষাং প্রিয়ভাষণাদীনামুপলক্ষণাৎ যথা কপ্যাসমিতি বাক্যেঽপি কিঞ্চি-দূনং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। মন্দস্মিতঞ্চ তত্রৈব প্রতীয়তে ॥ ৬৫ ॥

টীকানুবাদ—'সমাহারাৎ' এই সূত্রে, 'তেনান্যেষামিত্যাদি' ভাষ্যে। তেন —সেই কৃপাদৃষ্টি দ্বারা, অন্যেষাং—অপর প্রিয়ভাষণাদি গুণের সংগ্রহ হওয়ায় যথা—'কপ্যাসম্' ইত্যাদি বাক্যেও কিছুই ত্রুটি হয় নাই সেইরূপ জানিবে, যেহেতু মন্দস্মিতহাস্য তাহাতেই প্রতীত হইতেছে ।৬৫।

সিদ্ধান্তকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কোন শ্রুতিতে "কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ইত্যাদি বাক্যে কেবল তাঁহার কৃপাদৃষ্টির

কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব তদ্ভিন্ন অন্য গুণের চিন্তা করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উক্ত কৃপাদৃষ্টিরূপ গুণের উক্তির দ্বারাই অপর সমুদায় গুণের উপসংহার হেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির কোন ন্যূনতা প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥

কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ॥
স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা॥
তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৮।১৩-২০)॥ ৬৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তত্র তত্রৈব তস্য তস্য চিন্তনং কার্য্যমিত্যেতদাক্ষিপতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সেই সেই অঙ্গেই সেই সেই গুণের চিন্তা করণীয়, এই বিষয়ে আক্ষেপপূর্ব্বক বলিতেছেন—

সূত্রম্—গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ॥ ৬৬॥

সূত্রার্থ—গুণ-সাধারণ্য শ্রুতি থাকায় উহা কেবল সেই সেই অঙ্গে চিন্তনীয় হইতে পারে না॥ ৬৬।

গোবিন্দভাষ্যম্—সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদাবঙ্গেষু গুণসাধারণ্যশ্রবণাৎ তত্র তত্রৈব তস্য তস্য চিন্তনমিতি ন সংভবতীত্যর্থঃ।

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি তথা জগন্তি" ইত্যাদিকা স্মৃতিরপি সর্ব্বত্র সর্ব্বগুণযোগং বক্তীতি চ শব্দাৎ ॥ ৬৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদি' শ্রুতিতে গুণ-সাধারণ্য শ্রবণহেতু সকল অঙ্গেই সেই সেই গুণের ধ্যান হইতেপারে না। স্মৃতিবাক্যও সকল অঙ্গে সকল গুণের সম্বন্ধ বলিতেছে, যথা—যে পরমেশ্বরের অঙ্গগুলি সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশিষ্ট যেহেতু অঙ্গমাত্রই ত্রিজগৎ দেখিতেছে, রক্ষা করিতেছে ও প্রলয় করিতেছে। ইহা সূত্রোক্ত—'চ' শব্দ হইতে অবগত হওয়া যায়। ৬৬।

সূক্ষ্মা টীকা—ত্রিসূত্র্যা মুখাদিষেব মন্দস্মিতাদীনাং প্রতিনিয়তং ধ্যান-মুক্তম্। তদাক্ষিপতি গুণেতি। অঙ্গানীতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। যস্য গোবিন্দস্য। ৬৬।

টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত—'অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ' 'শিষ্টেশ্চ' 'সমাহারাৎ' এই তিনটি সূত্রদ্বারা মুখাদি-অঙ্গেই মৃদুমধুর হাস্য প্রভৃতির নিয়তভাবে ধ্যানের উপদেশ করা হইয়াছে; তাহার উপর আক্ষেপ করিতেছেন, গুণ-সাধারণ যখন সকল অঙ্গেই শ্রুত, তখন সকল অঙ্গেই সকল গুণের ধ্যান হইতে পারে। অঙ্গানি যস্য ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মসংহিতান্তর্গত। 'অঙ্গানি যস্যেতি' যস্য—যে গোবিন্দের। ৬৬।

সিদ্ধান্তকণা—সেই সেই স্থলে সেই সেই গুণের ধ্যানই করিতে হইবে, এ-বিষয়ে আক্ষেপে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের সকল অঙ্গে সকল গুণের চিন্তা করা যাইতে পারে, যেহেতু শ্রুতিতে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতদ্' বাক্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং ব্রহ্মসংহিতায়ও আছে, পরমেশ্বরের সকল অঙ্গেই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বর্ত্তমান।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্।

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"

(ভাঃ ১১।১৪।৪৩-৪৪)

"তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষম্॥" (ভাঃ ৪।৮।২২) ॥৬৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ঐ আক্ষেপ সূত্রকার নিরাস করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এতমাক্ষেপং নিরস্যতি ন বেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—এই আক্ষেপকে 'ন বা' ইত্যাদি সূত্রে নিরাস করিতেছেন।

সূত্রম্—ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৭ ॥

সূত্রার্থ—ন বা—নৈব—না, তাহা হইতেই পারে না, যেহেতু 'তৎসহভাবাশ্রুতেঃ' কারণ যে অঙ্গে যে গুণ পঠিত হইয়াছে, তাহার সাহচর্য্য অন্য গুণগুলির শ্রুত হয় না, অতএব আশ্রয়-অনুসারেই চিন্তনীয়॥ ৬৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বেত্যবধারণে। অঙ্গেষু গুণসাধারণ্যং ন চিন্ত্যম্। কুতঃ? তৎসহেতি। যস্মিন্নঙ্গে যো গুণঃ পঠিতস্তৎসহভাবোঽন্যেষাং গুণানাং ন শ্রূয়তেঽতো ন তচ্চিন্ত্যং কিন্তু যথাশ্রয়ং ভাবনম্। সর্ব্বতঃ পাণীত্যাদিকং তু সর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তিরস্তীত্যেব নিবেদয়দ্গতার্থম্॥৬৭॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'বা' শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ সকল অঙ্গে গুণ-সাধারণ্য চিন্তনীয় হইবেই না। কারণ কি? 'তৎসহভাবাশ্রুতেঃ' যেহেতু যে অঙ্গে যে গুণ পঠিত হইয়াছে, অন্য গুণের তথায় সহস্থিতি

শ্রুত হইতেছে না, অতএব উহা চিন্তনীয় নহে; কিন্তু আশ্রয়ানুসারে সেই গুণ চিন্তনীয়। তবে যে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইতেছে, তাঁহার সকল অঙ্গেই হস্ত-পাদ ইত্যাদি। ইহার অর্থ—তাঁহার সর্ব্বত্র সকল শক্তি আছে, ইহাই বুঝাইতেছে, সুতরাং তাহা সঙ্গতার্থ ॥৬৭॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপের নিরসনের নিমিত্ত বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের সকল অঙ্গে সকল গুণের চিন্তা হইতে পারে না। যেহেতু যে-অঙ্গে যে গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা অপর-অঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং আশ্রয়-অনুসারেই গুণের চিন্তা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার স্তবে পাই,—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" (ভাঃ ১০।১৪।১)

অর্থাৎ হে জগদ্বন্দ্য! কোমলপদ নবীন ঘনশ্যামবিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীত বস্ত্রধারী আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্য পুত্র, আপনার শ্রীবদনমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত, কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি দ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে, সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ?" ইত্যাদি—(চৈঃ চঃ মধ্য ২।২৯)

ইহার অনুভাষ্যে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন বংশীগানরূপ সুধার এবং লাবণ্য-সুধার আকর। যে গোপীচক্ষু এতাদৃশ পরম রমণীয় কৃষ্ণরূপ দর্শনে বঞ্চিত, সেই নয়নের আশ্রয় গোপিকার মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ গোপী কৃষ্ণেতর বস্তু দেখিয়া বিরাগ প্রদর্শন করেন বা উদাসীন হন, প্রীত হন না।

তাঁহার নয়নাভিরাম সেব্য কৃষ্ণমুখচন্দ্রই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আরাধ্যবস্তু। তাহার অভাবে নেত্রের ধারক বা আধাররূপ শিরে বজ্রাঘাতই বাঞ্ছনীয়। আর কৃষ্ণ-দর্শনরহিত হইয়া বস্ত্বন্তর দেখিবার জন্য চক্ষু থাকিবার কোন কারণ তাঁহার নিকট উপলব্ধি হয় না" ॥৬৭॥

সূত্রম্—দর্শনাচ্চ ॥ ৬৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে সূত্রং সমাপ্তম্ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু সেই সেই অঙ্গে সেই সেই গুণের বর্ণন দৃষ্ট ও শ্রুত হইতেছে, অতএব উক্ত উপসংহার সঙ্গত নহে ॥৬৮॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মুখাদিষেব মন্দস্মিতাদীনাং বর্ণনং দৃষ্টমতশ্চ তথা ॥ ৬৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—মুখাদি অঙ্গ-বিশেষেই মৃদু মধুর হাস্য প্রভৃতির বর্ণনা শাস্ত্রে যেহেতু দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তাহাই করণীয় ॥ ৬৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের শ্রীবলদেবকৃত মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—দর্শনাচ্চেতি। দৃষ্টমিতি। শ্রুতিষু স্মৃতিষু চেত্যর্থঃ ॥৬৮॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'দর্শনাচ্চেতি' সূত্রে। 'দৃষ্টমিতি' ভাষ্য—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দৃষ্ট—এই অর্থ ॥ ৬৮ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—শ্রীভগবানের মুখাদিতে মন্দহাস্যাদির বর্ণন দৃষ্ট হওয়ায়, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥" (ভাঃ ১০।২৯।৩৯)

শ্রীরুক্মিণী দেবীও বলিয়াছেন,—

"শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥" (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥" (ভাঃ ৯।২৪।৬৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০২-১০৩)॥৬৮॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ

মঙ্গলাচরণম্

শ্রদ্ধাবেশ্মন্যাস্তৃতে সচ্ছমাদ্যৈ-
র্বৈরাগ্যোদ্যদ্বিত্তিসিংহাসনাঢ্যে।
ধর্ম্মপ্রাকারাঙ্কিতে সর্ব্বদাত্রী
প্রেষ্ঠা বিষ্ণোর্ভাতি বিদ্যেশ্বরীয়ম্॥

অনুবাদ—'শ্রদ্ধাবেশ্মন্যাস্তৃতে' ইত্যাদি। ইহার অর্থ—এই সেই অনুভব-গোচরা প্রত্যক্ষীভূতা বিদ্যা দীপ্যমানা হইতেছেন; ইনি শ্রীহরির অতি প্রিয়া—ঈশ্বরের পট্টমহিষী (পাটরাণী) সকল অভীষ্ট—প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ো-দানে সমর্থা। ইনি শ্রদ্ধারূপ গৃহে বিরাজ করিতেছেন, যে শ্রদ্ধাগৃহ—সৎ—বিশুদ্ধ শম-দম-প্রভৃতি আস্তরণে আবৃত এবং বৈরাগ্য হইতে উদীয়মান যে শাস্ত্রসংবিদ্, তদ্রূপ সিংহাসনবিশিষ্ট। এই শ্রদ্ধাগৃহ রাজপ্রাসাদ, যেহেতু বর্ণাশ্রম-বিহিত নিষ্কামকর্ম্মই তাহার প্রাচীর, তাহার দ্বারা উহা সুরক্ষিত, এই প্রাসাদে, পরমেশ্বরের পট্টমহিষী বিদ্যারূপিণী ঈশ্বরী বিরাজ করিতেছেন।

মঙ্গলাচরণ-টীকা—প্রাগুক্তায়া বিদ্যায়া নিখিলপুরুষার্থহেতুত্বং নিরবধিক-প্রভাবঞ্চ বর্ণয়ংস্তস্যাঃ ভানস্মরণং মঙ্গলমাচরতি শ্রদ্ধেতি। ইয়মনুভবগো-চরতয়া প্রত্যক্ষায়মাণা সা বিদ্যা ভাতি দীপ্যতে। কীদৃশী বিষ্ণোঃ প্রেষ্ঠা-তিপ্রিয়া ঈশ্বরী ঈশ্বরস্য তস্য পট্টমহিষী সর্ব্বানর্থনিরসনক্ষমা চেত্যর্থঃ। সর্ব্বদাত্রী অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রদা। ক ভাতি। শ্রদ্ধাবেশ্মনি। গুরুবেদান্ত-বাক্যার্থদৃঢ়বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা, তদেব বেশ্ম প্রাসাদরূপং মন্দিরম্ তস্মিন্। কীদৃশে ইত্যাহ সদিতি। সদ্ভিঃ শমদমাদিভিরাস্তরণৈরাস্তৃতে জাতাস্তরণে।

বৈরাগ্যেতি। বৈরাগ্যং তদিতরবৈতৃষ্ণ্যং তেনোত্থতী যা বিত্তিঃ শাস্ত্রসংবিৎ তদেব সিংহাসনং তেনাঢ্যে বিশিষ্টে ইত্যর্থঃ। নন্থ প্রাকারমন্তরা কথমস্য রাজমন্দিরত্বং তত্রাহ ধর্ম্মেতি। বর্ণাশ্রমবিহিতং যৎ বিদ্যোপযোগি নিষ্কামং কর্ম্ম স এব প্রাকারস্তেনাঙ্কিতে শোভিতে ইত্যর্থঃ। রূপকমলঙ্কারঃ। এতেন কর্ম্মণাং বহিরঙ্গসাধনত্বং শমাদীনামন্তরঙ্গসাধনত্বঞ্চ দ্যোতিতং বিদ্যায়াঃ সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপকত্বঞ্চ।

মঙ্গলাচরণ-টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার সকল প্রকার পুরুষার্থ-নিষ্পাদকতা এবং অসীম প্রভাব বর্ণন করিয়া এক্ষণে ভাষ্যকার তাহার প্রকাশ-স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—শ্রদ্ধাবেশ্মনি ইত্যাদি বাক্যে। ইয়ম্—অনুভব-বিষয় বলিয়া যেন প্রত্যক্ষের মত প্রতীয়মান সেই বিদ্যা দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি কি প্রকার? 'বিষ্ণোঃ প্রেষ্ঠা' শ্রীহরির প্রিয়তমা ঈশ্বরী অর্থাৎ পরমেশ্বরের পট্টমহিষী সকল অনর্থ নিরাস করিতে সমর্থা এবং সর্ব্বদাত্রী—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-দানকারিণী। কোথায় তিনি দীপ্তিলাভ করিতেছেন? শ্রদ্ধাবেশ্মনি—শ্রদ্ধারূপ রাজপ্রাসাদে। গুরুবাক্যে ও বেদান্ত-বাক্যার্থে দৃঢ় (অচল) বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা, তাহাই প্রাসাদ (রাজমন্দির) তাহাতে। কীদৃশ সেই প্রাসাদ? সচ্ছমাদ্যৈরাস্তৃতে—যেখানে নির্দ্দোষ (বিশুদ্ধ) শম-দমাদিরূপ আসন পাতা আছে এবং যাহা বৈরাগ্য অর্থাৎ ভগবদ্-ভিন্ন অপর বস্তুতে বিতৃষ্ণা দ্বারা উদীয়মান শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সিংহাসনবিশিষ্ট। যদি বল, প্রাচীর ব্যতিরেকে ইহাকে রাজ মন্দির কিরূপে বলিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ধর্ম্মপ্রাকারস্তেনাঙ্কিতে' ইতি বর্ণাশ্রমবিহিত যে বিদ্যাঙ্গ—নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই প্রাচীর, তাহার দ্বারা শোভিত এই অর্থ। এখানে রূপকালঙ্কার। ইহার দ্বারা কর্ম্মের বহিরঙ্গসাধনত্ব ও শমদমাদির অন্তরঙ্গসাধনত্ব, সূচিত হইতেছে এবং বিদ্যা সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি-সাধিকা, ইহাও দ্যোতিত হইতেছে।

অবতরণিকাভাষ্যম্—পূর্ব্বস্মিন্ পাদে ধ্যানোপাসনাদিশব্দ-বাচ্যা ব্রহ্মবিষয়া সপরিকরা বিদ্যা দর্শিতা। অথাস্মিন্ পাদে তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং কর্ম্মণস্তদঙ্গত্বং তদধিকৃতানাং ত্রৈবিধ্যং চেত্যেবমাদয়োঽর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে। তত্র ক্রতুভেদাৎ বিদ্যার্থিনস্ত্রেধা সম্ভবন্তি। কেচিৎ

লোকবৈচিত্রীদিদৃক্ষবো বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ পরিনিষ্ঠয়াচরন্তঃ সনিষ্ঠা উচ্যন্তে; কেচিৎ তু লোকসংজিঘৃক্ষয়ৈব তানাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। তে চৈতে চোভয়ে সাশ্রমাঃ। পরে তু প্রাগ্ভবীয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ সত্য-তপোজপাদিভিশ্চ বিশুদ্ধা নিরপেক্ষাঃ। তত্র তে নিরাশ্রমাঃ। ইত্যেবং ত্রৈবিধ্যং ব্যক্তং ভাবি। তত্রাদৌ বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমুচ্যতে। "তরতি শোকমাত্মবিদ্" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" ইতি কাঠকে চ। ইহ সংশয়ঃ—বিদ্যা মোক্ষস্যৈব হেতুরুত স্বর্গাদেশ্চেতি বিদুষোঽন্যত্র স্পৃহাঽভাবান্মোক্ষস্যৈবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপাদে (তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে) ধ্যান-উপাসনা প্রভৃতি শব্দবাচ্য ব্রহ্মবিষয়ক সাঙ্গোপাঙ্গরূপা বিদ্যাকে দেখান হইয়াছে; অতঃপর এই চতুর্থ পাদে সেই ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনত্ব, কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গত্ব এবং বিদ্যাধিকারিগণের ত্রিবিধত্ব—এই সকল পদার্থ প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্যে সঙ্কল্পভেদবশতঃ বিদ্যার্থী তিন প্রকার সম্ভব হইয়া থাকেন, যথা—কতিপয় বিদ্যার্থী স্বর্গাদি বিচিত্র লোকরচনা দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মগুলি নিষ্ঠাসহকারে আচরণ করেন, এজন্য সনিষ্ঠ নামে অভিহিত হন। আবার কেহ কেহ লোককে স্বপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়েই সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মগুলি আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পরিনিষ্ঠিত বলা হয়। এই সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত অধিকারিদ্বয় আশ্রমী; কিন্তু অপর বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মবশতঃ ও সত্য, তপঃ, জপ প্রভৃতির আচরণে বিশুদ্ধ-মতি ও নিরপেক্ষ (নিষ্কাম), ইঁহারা আশ্রম-রহিত। এই প্রকারে অধিকারি-ত্রিবিধত্ব পরে ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে প্রথমে বিদ্যার নিরপেক্ষতা বলিতেছেন, যথা—শ্রুতি 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' আত্মস্বরূপজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখময় সংসার উত্তীর্ণ হন, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হইয়া থাকে। কঠোপ-নিষদেও আছে—'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ' এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

ইহাতে সংশয় হইতেছে—বিদ্যা কি কেবল মুক্তির কারণ ? অথবা স্বর্গাদিরও কারণ ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্য বিষয়ে স্পৃহার অভাববশতঃ বিদ্যা কেবল মুক্তিরই কারণ,—এই পূর্ব্বপক্ষীয় মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বস্মিন্নিত্যাদি। অত্র বিদ্যারূপস্য সাধনস্য স্বাতন্ত্র্যাদিগুণকীর্ত্তনাদধ্যায়সঙ্গতিঃ পূর্ব্বপাদোদিতায়া বিদ্যায়া যজ্ঞশমাদ্যঙ্গকত্ব-কীর্ত্তনাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। পূর্ব্বত্র বিদ্যয়া সংসৃতিতরণলক্ষণো মোক্ষ ইত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। কর্ম্মণাপি তৎসিদ্ধেনিরূপণাদিতি পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়ো-রাক্ষেপসঙ্গতিশ্চ। দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকঃ ষোড়শাধিকরণকোঽয়ং চতুর্থপাদস্তং ব্যাখ্যাতুমারভতে অথাস্মিন্নিত্যাদিনা। তদঙ্গত্বং বিদ্যাশেষত্বম্। তদধিকৃ-তানাং বিদ্যাধিকারিণাম্। ক্রতুভেদাৎ বিলক্ষণসঙ্কল্পত্বাৎ। লোকেতি। লোকবৈচিত্রী স্বর্গাদিবিচিত্রলোকরচনা তাং দ্রষ্টুমিচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ। প্রাগ্-ভবীয়ৈঃ পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমবিহিতৈরসাধারণৈঃ সত্যাদিভিশ্চ সাধার-ণৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তরতীত্যাদিনা দুঃখহানিসুখপ্রাপ্তিলক্ষণো মোক্ষো বিদ্যা-ফলমধিগম্যতে। ইত্যেবমাদীনীতি আদিপদাৎ "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতিগ্র্াহ্যা। এতদ্ধ্যেবেত্যত্র তু বিদ্যয়া সর্ব্বং লভ্যমিত্যধিগতম্। ইহেতি। বিদুষো ব্রহ্মানুভবিনঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বস্মিন্নিত্যাদি—এই অধিকরণে বিদ্যারূপ সাধনের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণ-কীর্ত্তনহেতু অধ্যায়সঙ্গতি জানিবে এবং তৃতীয়পাদে বর্ণিত বিদ্যার অঙ্গরূপে যজ্ঞ, শম, দমাদি বর্ণিত হওয়ায় পাদসঙ্গতিও জ্ঞাতব্য। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, বিদ্যা দ্বারা সংসার পার হওয়া-রূপ মুক্তি হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ—কর্ম্ম দ্বারাও সেই সংসার-তরণ হইয়া থাকে, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। এইভাবে পূর্ব্ব ও উত্তর অধিকরণদ্বয়ের আক্ষেপসঙ্গতিও লক্ষিত হইতেছে। এই চতুর্থ পাদে দ্বিপঞ্চাশৎ সূত্র এবং ষোড়শ অধিকরণ বর্ত্তমান। তাহা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন—'অথেত্যাদি' বাক্যে, 'কর্ম্মণস্তদঙ্গত্বমিতি' তদঙ্গত্বং —বিদ্যার অঙ্গত্ব—বিদ্যাশেষত্ব। 'তদধিকৃতানাং ত্রৈবিধ্যঞ্চ' ইতি—তদধি-কৃতানাম্ অর্থাৎ বিদ্যাধিকারীদিগের। 'তত্র ক্রতুভেদাদিতি'—ক্রতুভেদাৎ—

বিভিন্ন সঙ্কল্পবশতঃ। 'লোকবৈচিত্র্যাদিদৃক্ষবঃ' ইতি অর্থাৎ স্বর্গাদি বিচিত্র লোকরচনা দেখিবার অভিপ্রায়ে। 'পরে তু প্রাগ্‌ভবীয়ৈরিতি'—প্রাগ্‌ভবীয়ৈঃ—পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত, ধর্ম্মৈঃ—বর্ণাশ্রম-বিহিত অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা ও সত্য, তপঃ, জপ প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা, ইহা জ্ঞাতব্য। 'তরতীত্যাদি' শ্রুতি দ্বারা দুঃখহানি ও নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি যে বিদ্যার ফল, ইহা বুঝা যাইতেছে। 'ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে' ইতি—আদিপদগ্রাহ্য বাক্য, যথা—'একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' যিনি এক হইয়াও বহু প্রার্থীর কামনা সমুদয় সম্পাদন করেন ইত্যাদি শ্রুতি। 'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সমস্ত লভ্য হয়, ইহা পাওয়া গেল। 'ইহ সংশয়ঃ' ইতি—'বিদুষোঽন্যত্র স্পৃহাভাবাদিতি'—বিদুষঃ অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারীর।

পুরুষার্থাধিকরণম্

সূত্রম্—পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ—সমস্ত কাম্যবস্তুই এই বিদ্যা দ্বারা হইতে পারে, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন। কারণ কি? 'শব্দাৎ' অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবশতঃ। বিদ্যা দ্বারা পরিতুষ্ট শ্রীহরি নিজ ভক্তকে আত্মদান করেন, কর্দ্দমাদি মুনির মত যদি মুক্তিভিন্ন অন্য ফলের কামনা থাকে, তবে কর্ম্ম-সম্বন্ধবশতঃ সেই বিদ্যা দ্বারাই ফলান্তরও অর্পণ করেন ॥ ১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—সর্ব্বোঽপি পুরুষার্থোঽতো বিদ্যাত এব স্যাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? শব্দাৎ। উক্তশ্রুতেরিত্যর্থঃ। বিদ্যয়া পরিতুষ্টো হরিঃ স্বভক্তায় আত্মানং দদাতি। কর্দ্দমাদিবৎ ফলান্তরেচ্ছায়াং তু তয়ৈব কর্ম্মপরিকরতয়া তচ্চার্পয়তীতি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সকল কাম্যবস্তুই এই বিদ্যা হইতে লভ্য হইতে পারে, ইহা ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ বাদরায়ণ মনে করেন। কারণ কি? 'শব্দাৎ'

অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিহেতু। বিদ্যা দ্বারা পরিতুষ্ট শ্রীহরি নিজভক্তকে আত্মদান করেন। কর্দ্দমাদি মুনির মত যদি ফলান্তরের কামনা থাকে, তবে সেই বিদ্যাতে কর্ম্মযোগ থাকায় তাহাও তিনি দান করেন ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পুরুষার্থ ইতি। সর্ব্বোঽপীতি নিখিল ইত্যর্থঃ। আত্মানং দদাতীতি "তস্মৈ স্বাত্মানং দদামি" ইতি শ্রুতেঃ "দদাত্যাত্মানমপ্যজঃ" ইতি-স্মৃতেশ্চ। তচ্চ ফলান্তরম্ ॥ ১ ॥

টীকানুবাদ—সর্ব্বোঽপি অর্থাৎ অশেষ। 'আত্মানং দদাতীতি'—সেই ব্রহ্মবিৎকে আমি নিজ আত্মা দান করি—এই শ্রুতি থাকায় এবং 'দদাত্যাত্মান-মপ্যজঃ' সেই অজপরমাত্মা আত্ম পর্য্যন্ত দান করেন ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য থাকায়। 'তচ্চার্পয়তীতি' তচ্চ—সেই কাম্য অন্য ফল ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই চতুর্থপাদের প্রথমেই ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন যে, শ্রীবিষ্ণুর পরম প্রিয়তমা পট্টমহিষী বিদ্যারূপা ঈশ্বরী সর্ব্বদাত্রী হইয়া শ্রদ্ধারূপ প্রাসাদে বিরাজ করেন। সেই প্রাসাদ—বর্ণাশ্রমবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ প্রাচীরবেষ্টিত, সাধুগণ-কর্ত্তৃক শমদমাদিরূপ আস্তরণে আচ্ছাদিত, ইতরবিষয়ে বৈরাগ্য হইতে উদিত শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সিংহাসনে শোভিত। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, নিষ্কামকর্ম্ম বহিরঙ্গ সাধন, আর শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন কিন্তু বিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপক।

পূর্ব্বপাদে ধ্যানোপাসনাদি শব্দবাচ্য ব্রহ্ম-বিষয়া বিদ্যাকে যজ্ঞ, শমাদ্যঙ্গকত্ব-রূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, আর বর্ত্তমানে এই অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য, নিষ্কাম কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গরূপে এবং বিদ্যাধিকারিগণের ত্রিবিধত্ব অর্থাৎ সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ প্রভৃতি বিষয় সমূহ বর্ণিত হইবে। এক্ষণে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য বর্ণিত হইতেছে।

কঠোপনিষদে পাওয়া যায়,—

'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যে যদিচ্ছতি তস্য তৎ' (কঠ ১।২।১৬)

অর্থাৎ অক্ষর বস্তুকে জানিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করেন।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"
(শ্বেতাশ্বতর ৩৷৮)

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
(মুণ্ডক ৩৷২৷৮)

ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—
"তরতি শোকমাত্মবিদিতি" (ছাঃ ৭৷১৷৩)
অর্থাৎ আত্মবিদ্ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাই,—
"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২৷১৷২)

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ পরমতত্ত্বকে লাভ করেন। এ-স্থলে সংশয় এই যে, বিদ্যা কেবল মুক্তিই প্রদান করেন? অথবা স্বর্গাদি লাভের হেতু হন? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির অন্যত্র স্পৃহা না থাকায়, বিদ্যা কেবল মোক্ষেরই হেতু বলিব, পূর্ব্বপক্ষীর এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সমস্ত পুরুষার্থ ই এই বিদ্যা দ্বারা লাভ হইতে পারে; কারণ সেইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ আছে। ভগবান্ বাদরায়ণ ঋষির ইহাই মত।

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দ্দম ঋষির দৃষ্টান্তও আছে,—
"বিদিত্বা তব চৈত্ত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ।
যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চ্চিতঃ॥" (ভাঃ ৩৷২১৷২৩)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মুনিবর, তুমি যে অভিপ্রায়ে এতদিন আত্মনিয়ম অর্থাৎ তপশ্চরণাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আমার আরাধনা করিলে, আমি তোমার হৃদয়ের সেই ভাব অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার সংযোগ করিয়াছি।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"জ্ঞানসামর্থ্যমস্মিন্ পাদে উচ্যতে যদ্দর্শনার্থমুপাসনোক্তা তস্মাচ্চ দর্শনাৎ সর্ব্বপুরুষার্থপ্রাপ্তিরিতি বাদরায়ণো মন্যতে 'যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্‌ভূতিকাম ইতি' শব্দাদ্ধস্ত্যেব মোক্ষসাধনম্ ॥১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অত্র জৈমিনিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এ-বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি স্বমত দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—বিদ্যাঙ্গিকা বৈদিকী ক্রিয়ৈব স্বর্গমোক্ষদাত্রীতি-বাদী জৈমিনিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে শেষত্বাদিত্যাদিনা।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্যাজনিত বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই স্বর্গ ও মোক্ষদান করিয়া থাকে। ইহা জৈমিনির অভিমত। 'শেষত্বাৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তিনি ইহাই বলিতেছেন।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থাধিকরণম্

সূত্রম্—শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥২॥

সূত্রার্থ—শেষত্বাৎ—যেহেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, সুতরাং বিদ্যাতে যে ফলশ্রুতি, উহা পুরুষার্থবাদ অর্থাৎ পুরুষ-সম্বন্ধী অর্থবাদ, 'যথান্যেষু'—যেমন দ্রব্য, সংস্কার ও কর্ম্মে ফলশ্রুতি, ব্রহ্মবিদ্যায় অর্থবাদ সেইপ্রকার, ইহা জৈমিনি বলেন। ২।

গোবিন্দভাষ্যম্—ইজ্যস্য বিষ্ণোর্যজমানস্য স্বস্য চ স্বরূপ-সম্বন্ধৌ বিদ্যায় তদুক্তেষু তদারাধনাত্মকেষু কর্ম্মসু জীবঃ স্বয়ং

প্রবর্ত্ততে। তৈরসৌ নিবৃত্তকল্মষোঽদৃষ্টদ্বারা স্বর্গমোক্ষরূপং ফলং ভজতীতি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ, তস্যাং যা ফলশ্রুতিঃ স পুরুষার্থবাদঃ পুরুষসম্বন্ধ্যর্থবাদঃ স্যাৎ। যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কার-কর্ম্মসু "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" "যদাঽঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" "যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতদ্‌যজ্ঞস্য" ইত্যেবংবিধা ফলশ্রুতিরর্থবাদস্তদ্বদিতি জৈমিনির্ম্মন্যতে। যদুক্তম্—দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতি-রর্থবাদঃ স্যাদিতি। যাবজ্জীবং গৃহিধর্ম্মান্ যজ্ঞাদীননুতিষ্ঠতঃ শম-দমাদ্যুপেতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে "আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য" ইত্যাদিনা "ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যন্তেন। স্মর্য্যতে চ। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারা-ধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্" ইতি। এবমন্যচ্চ। ত্যাগবাক্যন্তু কর্ম্মানর্হপঙ্গ্বন্ধবিষয়মিতি ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ—যজনীয় বিষ্ণু ও যাগকারী যজমান সেই বিষ্ণুর ও নিজের স্বরূপ ও যজমান ও ইজ্যের সম্বন্ধ অবগত হইয়া তবে সেই বেদরূপী বিষ্ণু দ্বারা কথিত বিষ্ণুর আরাধনাস্বরূপ যজ্ঞকর্ম্মে জীব স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় এবং সেই কর্ম্মগুলি দ্বারা পাপ মুক্ত হইয়া যে অদৃষ্ট বা পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহার ফলে স্বর্গ ও মুক্তিরূপ ফল ভোগ করে; সুতরাং বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান কর্ম্মের উপকারক অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ, তবে সেই বিদ্যাতে যে ফলশ্রুতি আছে, উহা পুরুষপ্রবর্ত্তক অর্থবাদ। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই, যেমন—দ্রব্য, সংস্কার ও কর্ম্মে ফলশ্রুতি অর্থবাদাত্মক 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি' ইত্যাদি এতদ্ যজ্ঞস্যেত্যন্ত—তন্মধ্যে দ্রব্যগত ফলশ্রুতি যথা, যে যজমানের পলাশ (পত্র) রূপ জুহূ (হোম সাধন) হয়, সে পাপসম্পর্ক-রহিত হয়। সংস্কার-বিষয়ে অর্থবাদ যথা—'যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে' অর্থাৎ অঞ্জন দ্বারা চক্ষুকে যে লিপ্ত করা হয়, উহা শত্রুকে অন্ধ করে। কর্ম্মগত অর্থবাদ যথা—প্রযাজ ও অনু-যাজ নামক অঙ্গ কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা হয়, উহা প্রধান যজ্ঞ কর্ম্মের বর্ম্ম—আবরণ এইপ্রকার ফলশ্রুতি যেমন অর্থবাদ, সেইরূপ বিদ্যায় ফলশ্রুতিও

অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মনে করেন। যেহেতু তাঁহার সূত্র—'দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ' দ্রব্যে, সংস্কারে ও কর্ম্মে যে ফলশ্রুতি, উহা প্রধানোপকারক বলিয়া অর্থবাদ হইবে। যাবজ্জীবন গৃহাশ্রম ধর্ম্ম—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী ও শমদমাদি যুক্ত সাধকের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায়, যথা 'আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীত্য' ইত্যাদি 'ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে' ইত্যন্ত। গুরুকুল হইতে বেদ-অধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়া গৃহী হইবে এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারী ও শমদমাদিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে, আর সে এই সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবে না—ইত্যন্ত শ্রুতি দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে 'বর্ণাশ্রমাচারবতা...তত্তোষকারণমিতি'—বর্ণাশ্রমাচারবান্ পুরুষের দ্বারা, বিষ্ণুর আরাধনা হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রীতিসাধনে অন্য কোন পথ নাই। এইরূপ আরও স্মৃতিবাক্য আছে। তবে যে সকল কর্ম্মত্যাগবোধক বাক্য আছে উহা কর্ম্মে অক্ষম পঙ্গু-অন্ধ-বিষয়ক বলিয়া জানিবে। ২।

সূক্ষ্মা টীকা—তদুক্তেষ্বিতি। তেন বেদরূপেণ বিষ্ণুনা কথিতেষ্বিত্যর্থঃ। তদারাধনাত্মকেষ্বিতি। অগ্ন্যাদিদেবার্চ্চনরূপো যাগো ভগবদর্চ্চনং তাসাং ভগবদঙ্গত্বাৎ তাসু তদন্তর্য্যামিণস্তস্য সত্ত্বাদ্বেত্যেকে। যজ্ঞানুষ্ঠানং খলু তদর্চ্চনমেব "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রবণাদিত্যপরে। তৈরসাবিতি। তৈঃ কর্ম্মভিঃ। অসৌ জীবঃ। কর্ম্মশেষত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ। ফলশ্রুতিঃ স্বর্গমোক্ষদানশ্রবণরূপা। যথান্যেষ্বিতি। দ্রব্যে ফলশ্রুতির্যস্য পর্ণময়ীত্যাদ্যা। সংস্কারে ফলশ্রুতির্যদাঙ্‌ক্তে ইত্যাদ্যা। কর্ম্মণি ফলশ্রুতিবর্ম্ম বা ইত্যাদ্যা। পর্ণময়ী পলাশরূপা। "পলাশে কিংশুকঃ পর্ণ" ইত্যমরঃ। ভ্রাতৃব্যস্য শত্রোঃ। "ব্যন্ সপত্নে" ইতি সূত্রাৎ ভ্রাতুর্ব্যন্ স্যাৎ সমুদায়েন শত্রৌ বাচ্যে ইতি সূত্রার্থঃ। বৃঙ্‌ক্তে অন্বয়তি। দ্রব্যেত্যাদি সূত্রং ব্যাখ্যাতার্থম্। স্মর্য্যতে চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। বর্ণাশ্রমাচার এব বিষ্ণ্বর্চ্চনং তত্তোষকঃ পন্থা এষ এব নাতোঽন্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যচ্চেতি। "ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ সিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্" ইতি তত্রৈবোক্তং

গ্রাহ্যম্। ত্যাগবাক্যস্থিতি। ন কর্ম্মণেত্যাদিকমিত্যর্থঃ। যত্তু বদন্তি কর্ম্ম-দেবতয়োর্যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ তজ্জ্ঞানমপি পর্ণতাবৎ যজ্ঞাঙ্গকর্ত্রাদি দ্বারা তদঙ্গমিতি জৈমিনির্মন্যতে। অতো ন স ব্রহ্মনিষ্ঠ ইতি। তদসৎ। তন্মতাম্ন্যদাহরতা তদ্গুরুণা বাদরায়ণেন তদ্ব্রহ্মনিষ্ঠায়াঃ প্রকাশনাৎ। বিষ্ণোর্যজ্ঞাঙ্গ-ত্বোক্তিস্তু তস্য সর্ব্বসাধকত্বাৎ ন বিরুদ্ধা রাজ্ঞো ভৃত্যবিবাহাঙ্গত্বোক্তি-বদিতি ব্যাখ্যাতারঃ। নন্ন কথমস্য মোক্ষঃ গুরুমতবিরোধিত্বাদিতি চেদু-চ্যতে। মতবিরোধেঽপি তদ্গমো্য বিরোধাভাবাৎ তাবতৈব তস্য প্রতোষো-ঽপি লভ্যতে ॥ ২ ॥

টীকানুবাদ—তদুক্তেম্বিতি—সেই বেদরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বর্ণিত তাঁহার আরাধনাস্বরূপ কর্ম্মে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনস্বরূপ যাগ ভগবানের অর্চ্চন, যেহেতু সেই অগ্ন্যাদি দেবতা ভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গ, সেই সকল অগ্ন্যাদিতে অন্তর্য্যামী বিষ্ণু বর্ত্তমান, ইহা কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেন। আবার অপরে বলেন, যজ্ঞানুষ্ঠান কার্য্যটি ভগবান্ বিষ্ণুরই অর্চ্চন। কারণ শ্রুতিতে আছে, 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' যজ্ঞই বিষ্ণু। 'তৈরসৌ নিবৃত্তকল্মষঃ' ইত্যাদি—তৈঃ—সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা, অসৌ—ঐ যজমান জীব পাপনিবৃত্ত হয়। 'বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষ-ত্বাদিতি'—যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ। 'ফলশ্রুতিঃ ইতি'—স্বর্গ ও মোক্ষদান-রূপ ফলশ্রুতি। 'যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু' ইত্যাদি—দ্রব্যে, সংস্কারে ও কর্ম্মে ফলশ্রুতি—অর্থবাদ, তন্মধ্যে দ্রব্যে ফলশ্রুতি, যথা—'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি' ইত্যাদি বাক্য। সংস্কারে ফলশ্রুতি যথা—'যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে'। কর্ম্মে ফলশ্রুতি যথা—'যৎপ্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতদ্ যজ্ঞস্যেতি'। পর্ণময়ী শব্দের অর্থ পত্রাত্মক। অমরকোষে আছে—'পলাশে-কিংশুকঃ পর্ণঃ' পর্ণ-শব্দও পলাশ অর্থাৎ কিংশুক বৃক্ষ। ভ্রাতৃব্যস্য—শত্রুর, 'ব্যন্ সপত্নে' এই পাণিনি সূত্রানুসারে শত্রু বুঝাইলে ভ্রাতৃ-শব্দের উত্তর ব্যন্ প্রত্যয় হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মিলিত অর্থ শত্রু হয়। বৃঙ্‌ক্তে—অন্ধ করে। দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু ইত্যাদি জৈমিনি সূত্রের অর্থ ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্মর্য্যতে চ ইত্যাদি—বর্ণাশ্রমাচারবতা ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণু-পুরাণোক্ত। ইহার অর্থ—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনই বিষ্ণুর উপাসনা, তাঁহার তোষকপথ—মুক্তির পথ, ইহা হইতে অন্য কিছু নাই। এবমন্যচ্চেতি 'ন চলতি

নিজবর্ণধর্ম্মতো ,যঃ' ইত্যাদি—যে ব্যক্তি স্বকীয় বর্ণধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না, আত্মীয়, বন্ধু ও শত্রু সকলপক্ষেই যে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, কাহারও কিছু হরণ করে না এবং কাহাকেও হত্যা করে না, সেই অত্যধিক শুদ্ধচিত্তকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে, এই শ্লোকটিও বিষ্ণুপুরাণে আছে। 'ত্যাগবাক্যন্তু' ইত্যাদি 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে নামৃতত্বমানশুঃ বাক্য। তবে যে কেহ কেহ বলেন—কর্ম্ম ও দেবতা যজ্ঞের অঙ্গ, এজন্য কর্ম্মদেবতা-জ্ঞানও পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ইত্যাদ্যুক্ত পর্ণতাদির মত যজ্ঞাঙ্গকর্ত্তৃ প্রভৃতি দ্বারা যজ্ঞের অঙ্গ, ইহা জৈমিনি মনে করেন, অতএব সে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে। এই ব্যাখ্যা অসৎ, কারণ জৈমিনির মত-উল্লেখকারী তাহার গুরু বাদরায়ণ (বেদব্যাস) তাহারও ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব-প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুকে যে যজ্ঞের অঙ্গ বলা হইয়াছে তাহাও বিরুদ্ধ নহে, কারণ তিনি সর্ব্বসাধক, যেমন রাজাকে ভৃত্যের বিবাহাঙ্গ বলা হয়, সেইরূপ ইহা ব্যাখ্যাতৃগণ সিদ্ধান্ত করেন। যদি বল, গুরুমতের সহিত বিরোধ হেতু কেবল বর্ণাশ্রমাচারবানের (যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত) মুক্তি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মতের বিরোধ হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানগম্য-বিষয়ে বিরোধের অভাব হইতে এবং ভগবানের সন্তোষও তাহার দ্বারাই পাওয়া যাইতেছে ॥ ২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এ-স্থলে জৈমিনির মত প্রদর্শন করিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জৈমিনি মনে করেন যে, যেহেতু বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, সেইহেতু বিদ্যাতে যে ফলশ্রুতি, উহা পুরুষার্থবাদ। যেমন দ্রব্য, সংস্কার, কর্ম্মে ফলশ্রুতি অর্থবাদ, সেইরূপ। এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ।

এই সূত্রের ভাষ্যে ও টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সংক্ষেপতঃ বলা যায়, জৈমিনির ধারণা বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, সুতরাং বিদ্যাতে যে ফলশ্রুতি আছে, উহা কর্ম্মেরই ফল, উহা পুরুষ অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা সম্বন্ধীয় বলিয়া ঐ ফলশ্রুতি পুরুষার্থবাদমাত্র। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও আত্মশুদ্ধির জন্য শমদমাদি অভ্যাসকরতঃ মানব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, ইহাও শুনা যায়, ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়,—"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মা-

ইতিশেষেণাভিসমাবৃত্য…ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।" (ছাঃ ৮।১৫।১)

বিষ্ণুপুরাণও বলেন—"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্"। এইরূপ আরও অনেক শাস্ত্রবচন শুনা যায়। আবার কর্ম্মত্যাগপর বাক্যও আছে। কিন্তু জৈমিনি যে বলেন, কর্ম্ম ও দেবতা যজ্ঞের অঙ্গ, সুতরাং তজ্জ্ঞানও পর্ণতার ন্যায় যজ্ঞের অঙ্গ, আর বলেন—কর্ম্মে অক্ষম পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধেই কর্ম্মত্যাগ-সূচক বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে জৈমিনির ব্রহ্মনিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং ঐমত অসৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তবে তাঁহার গুরু ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীবাদরায়ণ যে তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র, উহা টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

(ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবত অজ্ঞব্যক্তিগণের জন্য পূর্ব্বোক্ত বিধান বর্ণনের পর বিজ্ঞগণের জন্য বলিতেছেন—

"য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪৭-৪৮।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরায়রামানন্দ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥"

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

(বিঃ পুঃ ৩ অং ৮ম অঃ ৮ম শ্লোঃ)

প্রভু কহে—"এহো বাহ্য, আগে কহ সার।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৫৭-৫৯)

জৈমিনির কর্ম্মবাদ আর বিষ্ণুভক্তিমূলক স্বধর্ম্মাচরণ এক নহে। তবে যে শ্রীমহাপ্রভু স্বধর্ম্মাচরণকে বাহ্য বলিলেন, ইহার তাৎপর্য্য আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সাধ্য অর্থাৎ সাধনযোগ্য বা সাধনীয় ভক্তি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামানন্দ আদৌ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তি-সাধকের বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া অন্যাভিলাষিতা নিরসন পূর্ব্বক নীতিবাদিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই বিষ্ণুর তুষ্টি হয়,—এই সাধ্য প্রমাণ বলিলেন। নির্ণয়-কারীর অস্মিতার সম্বন্ধোপলব্ধি—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, সুতরাং তাদৃশ অস্মিতার বৃত্তিও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, এজন্য বাহ্য। শ্রীভগবান্ গৌরহরি নিজধাম বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যানুভূতিকে 'বাহ্য সাধ্য' বলিয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-বিষয়ক প্রমাণ বিষ্ণুর বিশেষত্বের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করে নাই, তজ্জন্য ঐ শ্রেণীর সাধকগণ কর্ম্মমার্গে 'নির্ব্বিশেষ' ও সবিশেষ' উভয়-প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা লক্ষ্য করিতে পারেন—বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বিশেষতত্ত্বপরতা ত্যাগ করিয়া সবিশেষত্বই যে কর্ম্মোদ্দেশের তাৎপর্য্য জ্ঞাপক, সেই প্রমাণ বলিলেন।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"জ্ঞানস্য স্বর্গাদিষু তৎসাধনকর্ম্মশেষত্বেন স্বর্গং ধনাদ্দেহতো বৈ গৃহাচ্চ প্রাপ্স্যন্তি ধীরাঃ কুতশ্চিদিতি জৈমিনিঃ" ॥২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইতোঽপি কর্ম্মাঙ্গমাত্মবিদ্যেত্যাহ।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই কারণেও ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ এই কথা জৈমিনি বলিতেছেন।

সূত্রম্—আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—যেহেতু বিদ্বদ্‌বরিষ্ঠদিগেরও কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়, অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক ॥ ৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" ইতি বৃহদারণ্যকাদিষু বিদ্বদ্বরিষ্ঠানামপি কর্ম্মাচারবীক্ষণাৎ। কেবলয়া বিদ্যয়া পুমর্থসিদ্ধৌ ক্রিয়াপ্রয়াসস্তেষাং ন স্যাৎ। অর্কে চেদিত্যাদি ন্যায়াৎ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে দেখা যায়—'জনকো হ বৈদেহো…অহমস্মীতি'—বিদেহ-দেশাধিপতি জনক বহু দক্ষিণা-সমন্বিত যজ্ঞদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনি যাগ করিবার পূর্ব্বে ঋষিদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, হে পূজনীয় ঋষিগণ! আমি আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, এইরূপ কথায় বৃহদারণ্যক প্রভৃতিতে দেখা যায় যে, অত্যধিক ব্রহ্মবিদ্যা-নিষ্ণাতদিগেরও কর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল, যদি কেবল ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা পুরুষার্থ (মুক্তি) সিদ্ধ হইত, তবে তাঁহাদের কর্ম্মপ্রয়াস হইত না। যদি গৃহকোণে মধু লব্ধ হয়, তবে পর্ব্বতে মধু-সংগ্রহের নিমিত্ত গমন কি জন্য? ইত্যাদি লৌকিক ন্যায়ও তাহার প্রমাণ ॥৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—আচারেতি। বৈদেহো বিদেহাধিপতিঃ। বহুদক্ষিণেনাশ্বমেধেন ঈজে যাগং কৃতবান্ এবং বিদ্যাবতাং জনকাদীনাং কর্ম্মাচারস্তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গমিত্যর্থঃ। আহ চৈবং ভগবান্—"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইতি ॥৩॥

টীকানুবাদ—'আচারদর্শনাৎ' এই সূত্রে। বৈদেহঃ—বিদেহদেশাধিপতি,—বহুদক্ষিণেন—যাহাতে বহু দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞপুরুষকে আরাধনা করিয়াছিলেন। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্ন জনকাদি রাজর্ষিগণের কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়, ইহা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব-বিষয়ে অনুমাপক। শ্রীমদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে এইরূপ বলিতেছেন—'কর্ম্মণৈব

হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়:’ জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥৩।

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রও জৈমিনির মতানুসারে পূর্ব্বপক্ষরূপে উদাহৃত হইয়াছে। এইরূপ পর পর সপ্তম সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষরূপে সূত্রগুলি ধৃত আছে। দ্বিতীয় সূত্রেও জৈমিনি বলিতে চাহেন যে, যেহেতু বিদেহাধিপতি ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন রাজর্ষি জনকেরও কর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে; বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়—“জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে” (বৃ: ৩।১।১) শ্রীগীতায়ও পাই,—“কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়:।” (গী: ৩।২০) সুতরাং বিদ্বানেরও কর্ম্মানুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে। অতএব কেবল বিদ্যা দ্বারা যদি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে আর কর্ম্মচেষ্টা কেন? গৃহের কোণে মধু পাইলে, কে আর পর্ব্বতারোহণ করে? অতএব বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

“দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়সংযমৈ:।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈ: কৃষ্ণে ভক্তি র্হি সাধ্যতে ॥”
(ভা: ১০।৪৭।২৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

“জ্ঞানিনামেব দেবাদীনামাচারদর্শনাৎ” ॥৩॥

সূত্রম্—তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—বিদ্যা যে কর্ম্মের অঙ্গ, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদেও শ্রুত হইতেছে। এই কারণেও বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিতে হয় ॥৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি ছান্দোগ্যে তস্যাঃ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ—'যদেব বিদ্যয়া করোতি...বীর্য্যবত্তরং ভবতি' বিদ্যা দ্বারা যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মই শ্রদ্ধা-সহকৃত শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অধিক শক্তিশালী হয়, এই কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা আছে; সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, ইহা শ্রুত হইতেছে; অতএব বিদ্যা স্বাধীনভাবে মুক্তিজনক নহে ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তচ্ছ্রুতেরিতি। যদেবেতি। যৎ কর্ম্মেত্যর্থঃ। বিদ্যয়েতি তৃতীয়া শ্রুত্যা তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গত্বশ্রবণাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ মোক্ষজনকত্বং নেত্যাগতম্ ॥৪॥

টীকানুবাদ—'তচ্ছ্রুতেঃ' এই সূত্রে, 'যদেবেত্যাদি' যৎ—অর্থাৎ যে কর্ম্ম, বিদ্যয়া—শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি শ্রুত হওয়ায় উহা (বিদ্যা) কর্ম্মের সাধন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে অতএব নিরপেক্ষভাবে বিদ্যা মুক্তির জনক নহে, ইহা পাওয়া গেল ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় পূর্ব্বপক্ষবাদে শ্রুতি উদাহৃত হইতেছে। ছান্দোগ্যে আছে—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০)। ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্নের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগযুক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই বলবত্তর। অতএব বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গত্ব শ্রুত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

> "বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
> নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যে আছে,—

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি শেষত্বশ্রুতেঃ" ॥ ৪ ॥

সূত্রম্—সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ—বিদ্যা ও কর্ম্ম—পরলোকে গমনকারী পুরুষের ফলজনক হইয়া অনুসরণ করে। ইহাতে বিদ্যার ও কর্ম্মের সাহিত্য দেখা যাইতেছে, অতএব কেবল বিদ্যা মুক্তিজনক নহে ॥ ৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" ইতি বৃহদারণ্যকে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলারম্ভে সাহিত্যদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই পরলোকগামী পুরুষের বিদ্যা ও কর্ম্ম এবং পূর্ব্বোপার্জ্জিত প্রজ্ঞা ফলদানের জন্য অনুসরণ করে, এই কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ফলদান-বিষয়ে বিদ্যা ও কর্ম্ম মিলিতভাবে কারণ, এ-জন্য কেবল বিদ্যাকে নিরপেক্ষভাবে কারণ বলা যায় না ॥ ৫ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—সমন্বারম্ভণাদিতি। তমিতি। তং পরলোকং গচ্ছন্তং পুরুষং ফলারম্ভকে বিদ্যাকর্ম্মণী সমনুগচ্ছত ইত্যর্থঃ ॥৫॥

টীকানুবাদ—'সমন্বারম্ভণাৎ' এই সূত্রে, তমিত্যাদি শ্রুতির অর্থ—তম্ পরলোকে গমনকারী পুরুষের ফলজনক (মুক্তিদায়ক) বিদ্যা ও কর্ম্ম মিলিত হইয়া অনুসরণ করে এবং পূর্ব্বোপার্জ্জিত প্রজ্ঞাও তাহার অনুগামিনী হয় ॥ ৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী বর্ত্তমান সূত্রেও বলিতেছেন যে, যেহেতু বিদ্যা ও কর্ম্ম মিলিতভাবে ফলদান করে, তখন কেবল বিদ্যাকে মুক্তিজনক বলা যায় না। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" (বৃঃ ৪।৪।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষ-বন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥"
(ভাঃ ১১।১১।৩)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"কর্ম্মৈব দেহং দৈবিকং মানুষং বাঽন্বারভেন্নাপরস্তত্র হেতুঃ। ভোগাংস্তদীয়াংশ্চ যথাবিভাগং দদাতি কর্ম্মৈব শুভাশুভং যদিতি মাঠরশ্রুতেশ্চ। সংশব্দৈঃ প্রাধান্যং দর্শয়তি" ॥ ৫ ॥

সূত্রম্—তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ—যিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট, তাঁহাকেই যজ্ঞে ব্রহ্মা-রূপে বরণের বিধান থাকায়, ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, ইহা বুঝাইতেছে ॥ ৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তং বৃণীত" ইতি তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মজ্ঞানবতো ব্রহ্মত্বেন বরণবিধানাৎ। ব্রহ্মজ্ঞানস্য আর্ত্বিজ্যাধিকারসম্পাদকত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গ বিদ্যেত্যর্থঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ—যিনি অতিশয়িত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তিনিই ব্রহ্মা হইবেন, এজন্য দর্শপৌর্ণমাসযাগে তাদৃশ ব্রহ্মাকে বরণ করা হয়, এই কথা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে থাকায় ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্টের ব্রহ্মত্বরূপে বরণ বিহিত হওয়ায় বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ঋত্বিক্‌কর্ম্মাধিকারের সম্পাদক, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, এই তাৎপর্য্য ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদ্বত ইতি। ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি। অতিশয়েন ব্রহ্মবান্ ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রহ্মবচ্ছব্দাদিষ্ঠনি মতুপো লুক্ বিন্মতোর্লুগিতি স্মরণাৎ ভগবৎপরমৈকান্তীত্যর্থঃ পূর্ব্বপক্ষে। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মশব্দো বেদরাশিবাচকঃ সততবেদাধ্যায়ী ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি তদর্থো বক্ষ্যতে। অন্যে ত্বত্র আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যেত্যাদিশ্রুত্যা নিখিলবেদার্থজ্ঞানিনঃ কর্ম্মবিধানাল্লিঙ্গাৎ কর্ম্মাঙ্গং ব্রহ্মবিদ্যেতি ব্যাখ্যান্তি ॥ ৬ ॥

টীকানুবাদ—'তদ্বতো বিধানাৎ' এই সূত্রে। 'ব্রহ্মিষ্ঠ ইত্যাদি ভাষ্যে' ব্রহ্মিষ্ঠ-শব্দের অর্থ—যিনি অতিশয়িতভাবে ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ ভগবানের পরমৈকান্তী ভক্ত। ব্রহ্মিষ্ঠ-পদের ব্যুৎপত্তি—অতিশয়ার্থে ব্রহ্মবৎ-শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয়, পরে 'বিন্মতোর্লুক্' ইষ্ঠনাদি প্রত্যয়ে প্রাতিপদিকের বিন্ ও মতুপ্ প্রত্যয়ের লুক্ হয়; এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের লুক্, পরে ব্রহ্মন্ শব্দের টি লোপ, ইহার অর্থ—যিনি ভগবানের পরমৈকান্তী ভক্ত, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর অর্থ। সিদ্ধান্তপক্ষে—ব্রহ্মন্-শব্দের অর্থ বেদরাশি, তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বদা বেদাধ্যায়ী—ব্রহ্মিষ্ঠ, এই অর্থ পরে বলা হইবে। অপরে কেহ

কেহ এখানে ব্যাখ্যা করেন,—আচার্য্যকুল হইতে বেদাধ্যয়নানন্তর ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় নিখিল বেদার্থজ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানে বিধি, ইহা অনুমাপক, সেজন্য ব্রহ্মবিদ্যা (বেদার্থ জ্ঞান) কর্ম্মাঙ্গ ॥ ৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষে পুনরায় প্রমাণ দেখাইতেছেন যে, তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে—'ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে ব্রহ্মা-রূপে বরণ করিবে'। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীকে ব্রহ্মা-রূপে বরণের বিধানহেতু বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্।
যথাঽঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥" (ভাঃ ৬।৭।৩২)

অর্থাৎ তুমি—ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞানী) ব্রাহ্মণ, অতএব আমরা তোমাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিতেছি। কারণ, তোমার তপোবল-প্রভাবে আমরা অনায়াসেই শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিব।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"জ্ঞানী চ কর্ম্মাণি সহোদিতানি কুর্য্যাদকামঃ সততং ভবে তোকতি কমঠ-শ্রুতৌ জ্ঞানবতো বিধানাৎ" ॥৬॥

সূত্রম্—নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম (অবশ্য-কর্ত্তব্যতা) থাকা হেতুও বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ বলিতে হয় ॥৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ঈশাবাস্যোপনিষদি—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" ইত্যাত্মবিদো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠাননিয়মাচ্চ। এতেন ক্বচিৎ ত্যাজকবাক্যদর্শনাৎ বিধানত্যাগয়োর্বিকল্প ইত্যপাস্তং তস্য

পঙ্গ্বাদ্যশক্তবিষয়ত্বাৎ। "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়ত" ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুত্যা ত্যাগস্য বিগীতত্বাদিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঈশাবাস্যোপনিষদে (ঈশোপনিষদে) আছে—'কুর্ব্বন্নেবেহ-কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ' এই মনুষ্যশরীরে থাকিয়া শতবর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে, এই ইচ্ছা কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়াই এই নিয়মবিধি পাওয়া যাইতেছে, আবার 'এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে'। ইহার অর্থ 'এবং ত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে'—এই ভাবে মনুষ্য তুমি বাঁচিয়া থাকিলে অশুভকর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার নাই, যাহা দ্বারা কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইবে। ইহার দ্বারা কোন কোন শ্রুতিতে—'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ', যে কর্ম্ম-ত্যাগের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাতে কর্ম্মত্যাগ এবং 'কুর্ব্বন্নে-বেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মের নিয়ম-বিধি থাকায় ইচ্ছা-বিকল্প আশ্রয়ণীয়, এই মত কেহ কেহ বলেন, তাহা খণ্ডিত হইল; কারণ বিষয়-ভেদ দ্বারা উহার নির্ব্বাহ হইতে পারে, যথা—পঙ্গু ও অন্ধ প্রভৃতি কর্ম্মাক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ, অন্যের পক্ষে কর্ম্মাচরণ, সুতরাং বিকল্প নহে। তদ্ভিন্ন কর্ম্মত্যাগের নিন্দাও তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে পাওয়া যায়, যথা 'বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে' যে ব্যক্তি দেবতাদের হোমসাধন-অগ্নি বিসর্জ্জন করে, তাহার বীর পুত্রসকল মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—নিয়মাদিতি। কুর্ব্বন্নেবেতি। ইহ শরীরে শতং সমাঃ সংবৎসরান্ জীবিতুমিচ্ছেদিতি যৎ তৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেবেতি নিয়মবিধিঃ। এবং ত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে সত্যশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে। তেন ত্বং ন লিপ্যস ইত্যর্থঃ। ইতঃ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যতঃ কর্ম্মলেপো ন স্যাদিত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়েত্যাদি কর্ম্মত্যাগবাক্যবীক্ষ-ণাদিত্যর্থঃ। বীরহেতি। যো দেবানামগ্নিমুদ্বাসয়তে স বীরহা ভবতি তস্য বীরাঃ পুত্রা ম্রিয়ন্তে স পুত্রঘাতপাপং বিন্দতীত্যর্থঃ ॥৭॥

টীকানুবাদ—'নিয়মাদিতি' সূত্রে, 'কুর্ব্বন্নেবেহেত্যাদি'—ইহার অর্থ—ইহ—এই শরীরে, শতং সমাঃ—শত বৎসর ধরিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে—এই যে

শতবর্ষব্যাপী জীবন-ধারণেচ্ছা, তাহা কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানকরতঃ এইরূপ নিয়মবিধি। এইভাবে মনুষ্য! তুমি বর্ত্তমান থাকিলে তোমাকে কোন অশুভ কর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। অর্থাৎ পাপ দ্বারা তুমি লিপ্ত হইবে না। ইতোঽন্যথা—এই প্রকার-ভিন্ন আর কোন প্রকার নাই, যাহাতে কর্ম্মলেপ হয় না। 'ক্বচিৎ ত্যাজকবাক্যদর্শনাৎ'—কোন শ্রুতিতে কর্ম্মত্যাগ-বোধক বাক্য দেখা যায়, যথা—'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ' কর্ম্মে নহে, সন্তান দ্বারা নহে, ধনসম্পত্তি বলে নহে, একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই বুধগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বাক্যে কর্ম্মত্যাগ উপদেশ-হেতু কর্ম্মের বিধি ও কর্ম্মত্যাগের নির্দ্দেশে বিকল্প জানিবে, ইহা খণ্ডিত হইল। 'বীরহা বা এষ দেবানাং' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যে ব্যক্তি দেবতার আহুতিস্থান অগ্নি বিসর্জ্জন করে, সে বীরহা হয় অর্থাৎ তাহার বীর পুত্রগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে পুত্রহত্যা পাপ লাভ করে ॥৭॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আর একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতেছে যে, ঈশোপনিষদে পাওয়া যায়—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" (ঈশ-২) অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিবে, এতদ্দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম পাওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগসূচক বাক্যগুলি পঙ্গু ও অন্ধ প্রভৃতি কর্ম্মে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মবাদী মনে করেন যে, এই সকল কারণে তাহাদের মত তর্ক-সিদ্ধ। যেহেতু তৈত্তিরীয়তেও কর্ম্ম-ত্যাগের নিন্দা শ্রুত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

> "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
> সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥"
>
> (ভাঃ ১০।২৪।১৩)

শ্রীগীতায়ও পাই,—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।' (গীঃ ৩।৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

> "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
> এবং ত্বয়ি নান্যথাতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইত্থং বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ ফলসাধনে স্বাতন্ত্র্যং নেতি প্রাপ্তে নিরস্যতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া তাহার মোক্ষদানে স্বাধীনতা নাই,—এইরূপ জৈমিনির মত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন—

অধিকোপদেশাধিকরণম্

সূত্রম্—অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৮॥

সূত্রার্থ—তু—কিন্তু তাহা নহে ; তবে কি ? অধিকা—কর্ম্ম হইতে বিদ্যা প্রধান, কি হেতু ? এবং 'বাদরায়ণস্যোপদেশাৎ' যেহেতু বাদরায়ণের উপদেশ এইরূপ আছে। তাঁহার উপদেশ নিষ্প্রমাণক নহে, 'তদ্দর্শনাৎ' কারণ শ্রুতিতে কর্ম্মের ফলরূপে বিদ্যার বিধান করা আছে ॥৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দাৎ পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবৃত্তঃ। কর্ম্মণঃ সকাশাদধিকা তদুদ্দেশ্যত্বেন তৎপ্রধানভূতা বিদ্যেতি মন্তব্যম্। কুতঃ? এবং বাদরায়ণস্যোপদেশাৎ। ন চ তদুপদেশো বিনির্ম্মূল ইত্যাহ তদ্দর্শনাদিতি। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমভীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি বৃহদারণ্যকে বিদ্যাফলকানি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। জাতায়াঞ্চ তস্যাং তানি পুনঃ পরিত্যাজ্যন্তে। পরত্র তেষাং নৈরর্থক্যাৎ সাধনাৎ ফলং কিল প্রধানম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ হইতে পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইল। কর্ম্মসাধ্য বিদ্যা, এজন্য কর্ম্ম হইতে বিদ্যাই মুক্তির প্রধান কারণ জানিবে। কি কারণে? যেহেতু বাদরায়ণের এইরূপ উপদেশ আছে এবং উপদেশও

নির্ম্মূল অর্থাৎ প্রমাণশূন্য নহে ; কারণ, সেই প্রমাণ দেখা যাইতেছে—যথা 'তমেতং বেদানুবচনেন…প্রব্রজন্তি' ইতি সেই পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদ-ব্যাখ্যা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা আচরণ করিয়া, শাস্ত্র ও গুরূপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারা, উপবাস দ্বারা এই পরমাত্মাকে জানিয়া মুনি অর্থাৎ মননশীল হন। সন্ন্যাস-গ্রহণকারী এই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি কামনা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই সকল কর্ম্ম বিহিত হইতেছে, যাহার ফল—বিদ্যা। বিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর সেই কর্ম্মগুলিকে পরিত্যাগও করাইতেছে। কারণ বিদ্যোদয়ের পর ঐ সকল কর্ম্মের কোন প্রয়োজন থাকে না, কর্ম্ম বিদ্যার সাধন-অঙ্গ, তাহার ফল বিদ্যা, সুতরাং প্রধান ॥৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তেঽধিকেতি। তদুদ্দেশ্যত্বেন কর্ম্মসাধ্যত্বেন। তমেতমিতি। তং পরমাত্মানং বেদানুবচনাদিভির্বিবিদিষন্তীতি বিবিদি-ষাঙ্গত্বং তেষাং বিস্ফুটম্। পরত্র বিদ্যোদয়াদুত্তরস্মিন্ কালে, সাধনাৎ কর্ম্মণঃ, ফলং বিদ্যা ॥৮॥

টীকানুবাদ—'এবং প্রাপ্তে অধিকোপদেশাত্তু' ইত্যাদি সূত্রে, অধিকা—তদুদ্দেশ্যত্বেন—বিদ্যা কর্ম্মের উদ্দেশ্য অর্থাৎ কর্ম্মসাধ্য, এজন্য বিদ্যা কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। 'তমেতং বেদানুবচনেত্যাদি', তম্—পরমাত্মাকে, বেদার্থ-জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা জানিতে চাহেন, ইহা দ্বারা ঐ সকল কর্ম্ম যে বিদ্যার অঙ্গ, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। 'পরত্র তেষামিতি'—পরত্র—বিদ্যালাভের পরবর্ত্তীকালে, সাধনাৎ—কর্ম্ম হইতে। ফলং—বিদ্যা, প্রধান ॥৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এই প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব স্থিরীকৃত হওয়ায় মোক্ষরূপ ফলদানে উহার স্বাতন্ত্র্যও থাকিতে পারে না—ইহাই জৈমিনির মত। এইটি পূর্ব্বপক্ষ। এই মতের নিরসনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মত ঠিক নহে, কারণ কর্ম্ম হইতে বিদ্যা অধিকা অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে বিদ্যা মুক্তির প্রধান কারণ জানিতে হইবে। ইহাই বাদরায়ণ ঋষির উপদেশ এবং শ্রুতিতেও ইহাই পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে

বিদ্যাকেই কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে। সুতরাং সাধন হইতে ফল শ্রেষ্ঠ কাজেই কর্ম্ম হইতে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধুয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্সপত্নো
দেবাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৫)

অর্থাৎ হে নরনাথ, জ্ঞানোদয়ের দ্বারা দেহধারী জীব যতদিন অসৎ-সঙ্গরহিত ও ষড়্রিপুজয়ী হইয়া মায়া নিরসনপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, ততদিন সে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে॥৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যত্তু বিদ্বদ্বরিষ্ঠানাং কর্ম্মাচারদর্শনাৎ তচ্ছেষো বিদ্যেত্যুক্তং তন্নিরাসায়াহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অতিশয় ব্রহ্মবিদ্-গণের (জনকাদির) কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায় বলিয়া বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, সেই মত খণ্ডনের জন্য বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—যত্ত্বিতি। তচ্ছেষঃ কর্ম্মাঙ্গম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যত্তু ইত্যাদি, তচ্ছেষো বিদ্যা ইতি তচ্ছেষঃ—কর্ম্মাঙ্গ।

সূত্রম্—তুল্যন্তু দর্শনম্॥৯॥

সূত্রার্থ—'তু'—বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, এই সম্ভাবনা করিও না; কারণ বিদ্যা যে কর্ম্মাঙ্গ নহে, এ-বিষয়ে তুল্য-সাধক শ্রুতি আছে॥৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তচ্ছেষত্বসম্ভাবনানিরাসায় তু-শব্দঃ। বিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বেঽপি তুল্যং দর্শনমস্তি। "এতদ্ধ স্ম বৈ বিদ্বাংস

আহুর্ঋষয়ঃ কারষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রিরে এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি” ইতি তত্রৈব বিদ্যানিষ্ঠানাং কর্ম্মত্যাগদর্শনাদনৈকান্তিকং তল্লিঙ্গমিতি কর্ম্মাচারদর্শনমপ্যত্র ন বাধকং সত্ত্বশোধায় লোকসংগ্রহায় চাপেক্ষ্যত্বাৎ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত ‘তু’ শব্দটি বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব-সম্ভাবনা নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। বিদ্যা যে কর্ম্মাঙ্গ নহে, এ-বিষয়েও পূর্ব্বপক্ষি-প্রদর্শিত প্রমাণের তুল্য প্রমাণ আছে। যথা—‘এতদ্ধ স্ম বৈ বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কারষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে···ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি’ ইতি প্রসিদ্ধি আছে, জ্ঞানী ঋষি কারষেয়গণ এইকথা বলিতেছেন যে, আমরা কি জন্য বেদাধ্যয়ন করিব, কি প্রয়োজনে যাগ করিব, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ঋষিগণ এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই সেই পরমাত্মাকে জানিয়া জ্ঞানিগণ পুত্রৈষণা (পুত্রপৌত্রাদি কামনা) বিত্তৈষণা—ধনসম্পত্তি কামনা, লোকৈষণা—স্বর্গাদিলোক কামনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষুকবৃত্তির আচরণ করিয়া থাকেন, এই সেই শ্রুতিতে বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কর্ম্মত্যাগের উক্তি দেখা যাইতেছে —অতএব বিদ্বদ্‌বরিষ্ঠ জনকাদির কর্ম্মাচরণরূপ অনুমাপক হেতুটি ব্যভিচারী। কথাটি এই—তোমরা যে হেতু ধরিয়া বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব অনুমান করিবে, উহা অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস-দোষদুষ্ট ; কিরূপে ? তাহা বলিতেছি—‘বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গং বিদ্বদাশ্রিতত্বাৎ’ এই অনুমান-হেতু বিদ্বদাশ্রিতত্ব, তাহা ব্যভিচারদোষগ্রস্ত, যেহেতু যেখানে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে বিদ্যার কর্ম্মপূর্ব্বকত্বরূপ সাধ্য নাই, অথচ তথায় বিদ্বদাশ্রিতত্ব হেতু আছে। যদি বল, বিদ্বদ্‌গণের (ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্নদিগের) কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন ইহার বাধক বলিব, তাহাও নহে ; যেহেতু চিত্তশুদ্ধির জন্য ও লোককে সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য কর্ম্ম বিদ্যালাভেও অপেক্ষিত হইয়া থাকে ॥৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—তুল্যন্ত্বিতি। তু-শব্দেন কর্ম্মানঙ্গত্বলিঙ্গস্য প্রাবল্যং দর্শ্যতে। ন হি জনকাদীনাং কর্ম্মাচারদর্শনং বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গম্। দেহাভি-

মানশূন্যতয়া চোদনাপ্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ তৎকৃতকর্ম্মণশ্চোদনালক্ষণত্বাভাবেনাকর্ম্মতয়া তদাচারদর্শনস্য তস্যাস্তত্ত্বে দৌর্ব্বল্যাৎ। এষণা ইচ্ছা। কর্ম্মণৈবেত্যত্রোপায়েনেতি বিশেষ্যং মৃগ্যম্। ততশ্চ কর্ম্মণৈবেত্যেবকারেণ তস্যা যোগো ব্যবচ্ছিদ্যতে। কর্ম্মণা বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌বিদ্যাং লব্ধা এব ইতি তস্যার্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারেত্যত্র তু তাদৃশেনাপি যৎ তদারাধনং তদেব তত্তোষহেতুর্ন তু কর্ম্মেতি তদর্থঃ। ন চলতীত্যাদিকং তু প্রতিষ্ঠিতগৃহিবিষয়ং বোধ্যম্। সপ্তদশ সূত্রভাষ্যে তথৈব ব্যাখ্যানাৎ। সনিষ্ঠবিষয়ং বাঽস্তু ॥৯॥

টীকানুবাদ—'তুল্যন্তু দর্শনম্' এই সূত্রোক্ত 'তু' শব্দ দ্বারা বিদ্যা যে কর্ম্মের অঙ্গ নহে, ইহার অনুমাপক লিঙ্গ-শ্রুতি-প্রমাণের প্রবলতা দেখাইতেছেন। যদি বল, জনকাদি ব্রহ্মবিদ্ রাজর্ষিগণের যখন কর্ম্মাচরণ দেখা যাইতেছে, তখন উহাই বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতার পক্ষে লিঙ্গ। ইহা বলিতে পার না, যেহেতু বিদ্যালাভ হইলে দেহাভিমান লোপ পায়, তখন তাহার পক্ষে চোদনা অর্থাৎ কর্ম্মে বিধায়কত্বশক্তির প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, সুতরাং দেহাভিমানশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃতকর্ম্মে—'চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' এই ধর্ম্মলক্ষণ দেখা যায় না, সেজন্য তাঁহার কর্ম্ম অকর্ম্মস্বরূপ, অতএব তাঁহার কর্ম্মাচরণ দেখিয়া যে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা বলিবে, উহা অতি দুর্ব্বল প্রমাণ। এষণা-শব্দের অর্থ ইচ্ছা—কামনা। 'কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমিত্যাদি' বাক্যে 'কর্ম্মণা' ইহা বিশেষণ পদ, বিশেষ্য 'উপায়েন' ইহা অনুসন্ধেয়। তাহা যদি হয়, তবে 'কর্ম্মণৈব' এই 'এব' কারের সহিত সিদ্ধির যোগ ছিন্ন হইতেছে। ফলে অর্থ হইতেছে—কর্ম্মদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সম্যক্ বিদ্যা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' ইত্যাদি বাক্যেও কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণীয়, যথা বর্ণাশ্রমাচারীরা যাহা দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে, তাহাই (আরাধনাই) ভগবানের তোষের কারণ, কর্ম্ম নহে। 'ন চলতি'—ইত্যাদি কর্ম্মত্যাগ-বোধক বাক্য প্রতিষ্ঠিত গৃহীকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে জানিবে। যেহেতু সপ্তদশ সূত্রের ভাষ্যে সেইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অথবা সনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে ঐ বাক্য হউক ॥৯॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠগণের কর্ম্মাচরণদর্শনে যে বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারণ

হয়, তাহা নিরসনকল্পে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব ও কর্ম্মানঙ্গত্ব-বিষয়ে তুল্য শ্রুতিপ্রমাণ আছে। অধিকন্তু তাহাতে বিদ্যায় কর্ম্মের অনঙ্গত্বলক্ষণই প্রবল দেখা যায়।

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজা ন কাময়ন্তে...হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ।" (বৃঃ ৪।৪।২২)

এতৎপ্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক—৪।৫।১৫ এবং কৌষীতকী—২।৫ আলোচ্য।

আত্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানী ঋষিগণ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুচর্য্যা অবলম্বন করেন। অতএব বিদ্যার উদয়ে কর্ম্মত্যাগই বিধেয় দেখা যায়।

তবে যে বিদ্বান্ জনকাদি রাজর্ষির কর্ম্মাচরণ দেখা যায়, উহাকে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব বলা যায় না; কারণ দেহাভিমানশূন্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মের প্রেরণার অভাব, সুতরাং ঐ কর্ম্ম অকর্ম্মস্বরূপ। বিশেষতঃ উহা লোকসংগ্রহের নিমিত্তই আচরণ। সুতরাং অবিদ্বান্ পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, আর বিদ্বানের আচরণ লোক-সংগ্রহের জন্য। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ৩।২০ এবং ৪।১৮, ৪।১৯ ও ৪।২০ শ্লোকসমূহ আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।৯)

অর্থাৎ রাগাদিদোষরহিত বিদ্বান্ ব্যক্তির গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তৃক গুণজাত বিষয়সমূহ গৃহীত হইলেও 'আমি গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অহঙ্কার করেন না।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিদ্গণের কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায় বলিয়া বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; কারণ বিদ্যার অনঙ্গত্ব-বিষয়েও তুল্য আচার দর্শন আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণের কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন ঐকান্তিক নহে। কারণ অননু-

ষ্ঠানও দেখা যায়, যেমন কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, 'কিসের জন্য আমরা অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্যই বা যজ্ঞ করিব' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মত্যাগও দেখা যায়। এক্ষণে যদি প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্ম্মানুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান—উভয় কি প্রকারে উপপন্ন হয়? তদুত্তরে পাওয়া যায়,—ফলাভিসন্ধিরহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ, সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্তি উপপন্ন হয়, আবার ফলাকাঙ্ক্ষাসমন্বিত হইলে একমাত্র মোক্ষফল-সাধক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী হয় বলিয়া তাহার অননুষ্ঠানও যুক্তিযুক্ত। বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হইলে কোন প্রকারেই তাহার পরিত্যাগ সম্ভব হইত না ।৯।

অবতরণিকাভাষ্যম্—তচ্ছ্রুতেরিতি নিরাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'তচ্ছ্রুতেঃ' এই সূত্রদ্বারা বিদ্যাকে যে কর্ম্মাঙ্গরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্রম্—অসার্ব্বত্রিকী ॥১০॥

সূত্রার্থ—'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যাদি শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যা-বিষয়ক নহে। অতএব বিদ্যামাত্রই কর্ম্মাঙ্গ নহে ॥১০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যদেব বিদ্যয়া" ইতি শ্রুতিরসার্ব্বত্রিকী ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া প্রকৃতোদ্‌গীথবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ। তেন সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং ন কর্ম্মাঙ্গতেতি ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ—'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যাদি শ্রুতিকে যে পূর্ব্বপক্ষের পরিপোষকরূপে বলা হইয়াছে, ঐ শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যা-বিষয়ক নহে, যেহেতু উহা প্রক্রান্ত উদ্‌গীথ বিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে। অতএব সকল বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে ॥১০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অসার্ব্বত্রিকীতি। তথাচ তৃতীয়াশ্রুত্যা তস্যাস্তদঙ্গত্বং নেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ—'অসার্ব্বত্রিকী' এই সূত্রে। 'যদেব বিদ্যয়া' এইখানে তৃতীয়া বিভক্তি শ্রুত হওয়ায় বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল, এই অর্থ ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যে বলেন, শ্রুতিতে বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৪) তাহাও সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে খণ্ডন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষের শ্রুতি-প্রমাণ সার্ব্বত্রিক নহে। উহা কেবল উদ্গীথ বিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মপদ্ধতি-বিষয়ে। তদ্দ্বারা সর্ব্ববিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব বলা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব-প্রমাণ ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯৪) ॥ ১০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সমন্বারম্ভণাদিতি প্রত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'সমন্বারম্ভণাৎ' এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষী বিদ্যা ও কর্ম্মের ফল জনন-বিষয়ে সাহিত্য দেখাইয়া কেবল বিদ্যার ফল মুক্তি নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এক্ষণে সূত্রকার তাহার খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্রম্—বিভাগঃ শতবৎ ॥১১॥

সূত্রার্থ—'তং বিদ্যাকর্ম্মণী' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য-যোগে ফলজনকতা বলা হইয়াছে, উহার বিভাগ জ্ঞাতব্য অর্থাৎ বিদ্যার

এক ফল, কর্ম্মের অন্য ফল। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত, 'শতবৎ'—যেমন যদি কেহ বলে—ধেনু ও ছাগ বিক্রয়কারীর শতমুদ্রা হয়, ইহাতে ধেনু-বিক্রয়ের ফল নবতি মুদ্রা (নব্বই টাকা) আর ছাগ-বিক্রয়কারীর দশমুদ্রা, এইরূপে শতের বিভাগ বুঝায় ॥ ১১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তং বিদ্যাকর্ম্মণী ইত্যত্র বিদ্যা-কর্ম্মকৃতস্য ফলারম্ভস্য বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। বিদ্যয়ৈকং ফলমারভ্যতে কর্ম্মণা ত্বন্যদিতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ শতেতি। যথা ধেনুচ্ছাগবিক্রয়িণং শতমন্বেতীত্যুক্তৌ ধেন্বা নবতিরুপাদীয়ন্তে ছাগেন তু দশেতি শতস্য বিভাগস্তথেহাপ্যুভয়োর্ভিন্নফলত্বাৎ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ—'তং বিদ্যাকর্ম্মণী'—'সমন্বারভেতে'—পরলোকে প্রস্থানকারীর বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় ফল জন্মাইবার জন্য অনুসরণ করে, এইবাক্যে যে বিদ্যা ও কর্ম্মকৃত ফলোৎপত্তি শ্রুত হইতেছে ঐ ফলের বিভাগ জ্ঞাতব্য। অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা একপ্রকার ফল উৎপাদিত হয়, আর কর্ম্ম দ্বারা অন্যরূপ। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'শতবৎ'—যেমন ধেনু ও ছাগ-বিক্রয়কারীর একশত টাকা প্রাপ্তি হয় বলিলে, ধেনু-বিক্রয়ীর নবতি মুদ্রা আর ছাগ-বিক্রয়ীর দশমুদ্রা—ঐরূপ মুদ্রার বিভাগ বুঝায় সেইরূপ এখানেও বিদ্যা ও কর্ম্মের ফল-বিভাগ আছে ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিভাগ ইতি। সনিষ্ঠেনাধিকারিণা বিদ্যোপাসনানুষ্ঠিতা বিদ্যোৎপত্ত্যনন্তরং কর্ম্ম চ জ্যোতিষ্টোমাদি তাভ্যামারব্ধফলং বিভজ্যতে। তত্র বিদ্যয়া মোক্ষলক্ষণং মহৎফলমারভ্যতে কর্ম্মণা তু স্বর্গাদিদর্শনলক্ষণমল্পং ফলমিতি মহদল্পভাবেন বিভাগঃ। যদ্যপি বিদ্যৈব স্বর্গাদিকমপি দত্তে তথাপি কর্ম্মণা দ্বারা দত্ত ইতি তদপেক্ষস্তদ্ব্যপদেশঃ। দৃষ্টান্তার্থস্তু ভাষ্যে স্ফুটঃ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ—'বিভাগঃ শতবৎ' এই সূত্রে। সনিষ্ঠ-অধিকারী কর্ত্তৃক বিদ্যার উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফলে বিদ্যা জন্মিবার পর জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই বিদ্যা ও কর্ম্মের দ্বারা উৎপাদিত ফল

বিভাগ করিতেছেন, তন্মধ্যে বিদ্যা দ্বারা মুক্তিরূপ মহৎ ফল উৎপাদিত হয় আর কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদিলোক-দর্শনরূপ অল্প ফল জন্মে, এই মহৎ-অল্পভাবে ফলের তারতম্যবশতঃ বিভাগ আছে। যদিও বিদ্যাই স্বর্গাদি ফল দান করে, তাহা হইলেও কর্ম্ম সাহায্যে দান করিয়া থাকে, কর্ম্ম নিরপেক্ষ-ভাবে নহে, অতএব বিদ্যার স্বর্গজনকত্ব-কথন কর্ম্মসাপেক্ষ। দৃষ্টান্তের অর্থ ভাষ্যে পরিস্ফুটআছে ॥ ১১॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে 'সমন্বারম্ভণাৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫) সূত্রে পূর্ব্বপক্ষী যে বলেন—বিদ্যা ও কর্ম্ম সমন্বয়ে অর্থাৎ মিলিতভাবে মুক্তিরূপ ফল উৎপাদন করে, সুতরাং বিদ্যাকে কর্ম্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে পূর্ব্বপক্ষীর সেই মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, বিদ্যা ও কর্ম্মের যে সহিতভাবে ফল-জননের কথা শ্রুত হয়, উহার বিভাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ বিদ্যার দ্বারা একরূপ ফল উৎপন্ন হয় আর কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন ফল অন্যরূপ। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—ধেনু ও ছাগ একত্রে বিক্রয় করিয়া শত মুদ্রা পাইলে—উহা যেমন বিভাগ করিয়া ধেনুর মূল্য ও ছাগের মূল্য ঠিক করিতে হয়, সেইরূপ এ-স্থলেও বিদ্যার ফল মোক্ষ এবং কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি দর্শন বিভাগ করিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহংমমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্ম্মবর্ত্মসু ॥" (ভাঃ ১০।৪০।২৩)
"সোঽহং তবাঙ্‌ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥" (ভাঃ ১০।৪০।২৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১)

শ্রীরামানুজ আচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

মৃত্যুর পর বিদ্যা ও কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ফল প্রদান করে। এইরূপ বিভাগ আছে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"নব কোট্যো হি দেবানাং তেষাং মধ্যে শতস্য তু। সোমাধিকারো বেদোক্তো ব্রহ্মণী দ্বে শতাধিকে। যথা তথৈব সংখ্যেয়া প্রজাস্তাসু কিয়ান্ জনঃ। জ্ঞানাধিকারী স প্রোক্তো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয় ইতি বচনাৎ সুখাপেক্ষা-সাম্যেঽপি বিভাগ ইষ্যতেঽধিকারার্থম্।"

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যেও পাই,—

"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২) ইত্যত্র ফলদ্বয়-নিমিত্তশতবিভাগবদ্বিভাগো জ্ঞেয়ঃ" ॥ ১১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তদ্বতো বিধানাদিতি প্রত্যাচষ্টে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞান-বিশিষ্টের ব্রহ্মা-রূপে বরণ বিহিত হওয়ায় বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব; এই পূর্ব্বপক্ষীয় মতের প্রতিবাদ করিতেছেন—

সূত্রম্—অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—কেবল বেদাধ্যয়নরত-ব্যক্তিরই ব্রহ্মা-রূপে বরণে অধিকার, ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া কোন কথা নাই। অতএব বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে ॥১২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তত্র বেদাধ্যয়নমাত্রনিষ্ঠস্যৈব ন তু ব্রহ্মজ্ঞস্য ব্রহ্মত্বেন বরণমতঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং তস্যাঃ প্রত্যুক্তমিত্যর্থঃ। তথাহি ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মেত্যত্র ব্রহ্মশব্দো বেদার্থকো ন তু পরতত্ত্বার্থকঃ তদাত্মকত্বে নৈষ্কর্ম্ম্যশ্রবণাৎ। ততশ্চাবিকৃতশব্দরূপং বেদং বিজ্ঞায় সর্ব্বদা তদধ্যয়ন-মাত্রং যঃ করোতি ন তেন কিঞ্চিদিচ্ছতি স ব্রহ্মিষ্ঠ উচ্যতে প্রত্যয়ে-নেষ্টেনাতথার্থবোধনাদিতি। ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মত্বেনানুমতিরত্র কর্ম্মস্ত-

ত্যর্থেতি কেচিৎ। নন্বধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারো ন তু জ্ঞানবত ইত্যুক্তম্। অজ্ঞানস্য তদসম্ভবাৎ অধ্যয়নস্য চার্থবোধপর্য্যন্তত্বাৎ। তথাচ বেদান্তর্গতোপনিষৎসম্ভূতাত্মজ্ঞানস্যাবর্জ্জনীয়ত্বেন তস্যাঃ পুনস্তদঙ্গত্বমিতি চেদুচ্যতে। ন হি শাব্দজ্ঞানিনো ব্রহ্মবিত্ত্বং কিন্তু তদনুভবিন এব। ন চ মধু মধুরমিতি শাব্দীংপ্রতীতিমুপেতস্তন্মাধুর্য্যবিদ্ভবতি। তথা সতি মত্তত্বাদিতৎকার্য্যোদয়প্রসঙ্গাৎ। ন চৈবমস্তি। অতএব যদ্বেত্থ তেন মোপসীদেতি পৃষ্টেন নারদেন ঋগ্বেদাদিস্বাধীতমুক্ত্বা "সোঽহং মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" ইতি নির্দ্দিষ্টম্। তথাচ শাব্দজ্ঞানাদন্যৈবোপাসনা। ভক্ত্যনুভবপদবাচ্যা বিদ্যা পুরুষার্থহেতুঃ। উক্তঞ্চ তৈত্তিরীয়কে—"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি। শাব্দজ্ঞানং তু বৈরাগ্যমিব তৎপরিকরভূতম্। "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া" ইতি স্মৃতেঃ। নন্বু কায়বাঙ্মনোব্যাপাররূপা ভক্তিঃ। তত্র মানসস্য ধ্যানস্যানুভবত্বং ভবেৎ। কায়বাগ্ব্যাপাররূপস্যার্চ্চনজপাদেস্তত্ত্বং কথমিতি চেদুচ্যতে—"হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদ্রূপা ভক্তিঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ। ইতরথা ভগবদ্বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ। তথাভূতায়াস্তস্যা ভক্তকায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনাবির্ভূতায়াঃ ক্রিয়াকারত্বং চিৎসুখমূর্ত্তেঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববদবসেয়ম্। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতিন্যায়েনালৌকিকেঽচিন্ত্যেঽর্থে তর্কস্তু নিরাকৃতঃ॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ—'ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা, দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তং বৃণীতে' এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে যে ব্রহ্মা-রূপে বরণ বিহিত হইয়াছে, উহা বেদাধ্যয়নমাত্রকারী ব্রাহ্মণের পক্ষে, ব্রহ্মজ্ঞের নহে, অতএব বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতার প্রতিবাদ করা হইল। তবে যে শ্রুতিতে 'ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা' এই কথা বলা হইয়াছে—সেই

ব্রহ্মিষ্ঠ-পদের অন্তর্গত ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ বেদ, ব্রহ্মতত্ত্ব নহে; তাহা যদি হইত, তবে সেই ব্রহ্মবিদের নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মহীনতা শ্রুত থাকায় ব্রহ্ম-কর্ম্মের প্রসক্তিই থাকিত না। অতএব সিদ্ধান্ত এই—অবিকৃত শব্দ-স্বরূপ বেদকে জানিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই বেদাধ্যয়নমাত্র করেন এবং সেই বেদাধ্যয়ন দ্বারা তিনি কিছুমাত্র ফল—অর্থাদি ইচ্ছা করেন না, তিনি ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন; ইহা ব্রহ্মবৎ-শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয় দ্বারা সেইরূপ অর্থ (জীবিকার্থে বেদাধ্যয়নকারী নহে) বুঝাইতেছেন, এইজন্য। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন—তাদৃশ ব্রহ্মবিদের যে ব্রহ্মা-রূপে বৃত হইবার অনুমোদন, উহা কর্ম্মের প্রশংসার্থ। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—তোমরা বলিলে কেবল অধ্যয়নকারী ব্যক্তির ব্রহ্মকর্ম্মে অধিকার, কিন্তু বেদজ্ঞানবানের নহে; ইহা কিরূপে হইতে পারে? বেদার্থ-জ্ঞানহীনের পক্ষে কর্ম্মে অধিকারই থাকে না, তদ্‌ভিন্ন অধ্যয়ন বলিলে তাহার অর্থজ্ঞান-পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে, এই হইলে বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ বাক্য হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞানকে যেহেতু পরিত্যাগ করা যায় না, অতএব ব্রহ্মবিদ্যার সেই কর্ম্মাঙ্গতাই ফলতঃ আসিয়া পড়িল; এই যদি বল, তাহাতে বলি, কেবল বেদের শাব্দবোধাত্মক জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিৎ বলা হয় না, কিন্তু সেই বেদার্থ (ব্রহ্ম) সাক্ষাৎকারীরই ব্রহ্মজ্ঞত্ব। দেখ, যেমন মধু মিষ্ট, এ-কথায় শব্দার্থ-জ্ঞান যে লাভ করিয়াছে, সে মধুর মাধুর্য্যবিৎ হয় না, যদি তাহা হইত, তবে মধু-আস্বাদনের ফল মত্ততা প্রভৃতিও জন্মিত কিন্তু তাহা হয় না। এইজন্য যখন নারদকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যাহা জান, তাহা দ্বারা আমার উপসন্ন হও অর্থাৎ আমাকে বল তুমি কি জানিয়াছ, তদুত্তরে দেবর্ষি ঋগ্‌বেদাদি সমস্ত নিজ বেদাধ্যয়নের কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, আমি মন্ত্রবিদ্ই হইয়াছি—আত্মবিদ্ নহি। অতএব বুঝাইল যে শাব্দজ্ঞান হইতে উপাসনা স্বতন্ত্র। ভক্তি দ্বারা যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, তাহার নাম বিদ্যা, উহাই মুক্তির কারণ। এ-কথা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বলা আছে, 'বেদান্ত-বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ...পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইহার অর্থ—বেদান্ত—(উপনিষদ্) হেতুক যে বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অনুভূতি (সাক্ষাৎকার), তাহা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা মুক্তিস্বরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সেই পারমহংস্য-সম্বন্ধী-আশ্রম গ্রহণহেতু অর্থাৎ যতিধর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ শুদ্ধচিত্ত

প্রযত্নশীল সাধক, ইঁহারা সনিষ্ঠ, তন্মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে বাস করেন, পরে সেই সত্যলোকাধিপতি ব্রহ্মার বিনাশ হইলে পরামৃত—মূল প্রকৃতি নামক তমঃ হইতে সকলে মুক্ত হয়। বেদ-সম্বন্ধে শাব্দজ্ঞান বৈরাগ্যের মত ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ, উহা সাক্ষাৎ বিদ্যা নহে। শ্রীভাগবতেও আছে 'তচ্ছ্রদ্দধানা ইত্যাদি'—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব—সেই শ্রীহরিকে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ শাস্ত্রশ্রবণে জাত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারা নিজ চিত্তমধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,—ভক্তি তো কায়, বাক্য ও মনের ব্যাপারবিশেষ, তন্মধ্যে মানস-ব্যাপারাত্মক ধ্যানকে অনুভব বলা যাইতে পারে, কিন্তু যে কায়িক ও বাচিক ব্যাপার, ইহারা অর্চ্চন ও জপের স্বরূপ ; তবে কিরূপে উহারা অনুভবস্বরূপ হইবে ? এই যদি বল, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—হ্লাদিনী শক্তির সারসম্বলিত সংবিৎ শক্তিই ভক্তি, উহা সচ্চিদানন্দময়-ভক্তিযোগেই অবস্থান করে, ইহা শ্রুত হওয়ায় অর্চ্চন, জপাদিরও অনুভবত্ব সিদ্ধ। তাহা না মানিলে, ভক্তি ভগবানের বশীকরণ-হেতু হইত না। সেই ভগবদ্বশীকরণ-হেতু ভক্তি ভক্তের কায়িকাদি ব্যাপারের সহিত অভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানসুখাত্মক হইলেও তাহার ক্রিয়াকারিত্ব আছে, যেমন কুন্তল প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চিৎ-সুখাত্মক হইয়াও দৈহিক হিসাবে ক্রিয়ানিষ্পাদক হয়। সেই অলৌকিক অচিন্তনীয় বিষয়ে তর্কের অবসরই নাই, কারণ শ্রুতি শব্দমূলক, যাহা বলিবে, তাহা মানিতেই হইবে ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অধ্যয়নেতি। নমু বেদস্য ভগবদ্রূপত্বাৎ তন্নিষ্ঠয়া কুতো ন মুক্তিরিতি চেৎ উচ্যতে। 'উপায়োপেয়রূপো হি ভগবান্ নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ গতির্নারায়ণঃ' ইতি গতিশব্দশ্রবণাৎ। তত্র জ্ঞানপ্রকাশকবেদরূপেণ তস্যোপায়তা তদ্বাচ্যবিভুচিদ্বিগ্রহরূপেণোপেয়তা চেতি তথৈব রূপদ্বয়প্রাক-ট্যাদিত্যেকে। চিদ্রূপাক্ষররাশিত্বেন গ্রহণে বেদেনৈব মুক্তিরবিকৃতশব্দরাশি-ত্বেন গ্রহণে তদ্বাচ্যভগবদনুভবেনৈব সেত্যপরে। তথাচ পরসন্দর্ভঃ সঙ্গতি-মানিতি। নৈষ্কর্ম্ম্যশ্রবণাদিতি। কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যা-মহে ইত্যাদৌ। ব্রহ্মবিদ ইতি। ঈদৃক্ কর্ম্ম যত্র ব্রহ্মবিদৃত্বিক্ ভবতীতি তস্য স্তুতির্ভবতীতি তদসম্ভবাদিতি কর্ম্মাধিকারাযোগাদিত্যর্থঃ। তৎ কার্য্যেতি

মধুকার্য্যেত্যর্থঃ। বেদান্তেতি। বেদান্তাদুপনিষদো হেতোর্যদ্বিজ্ঞানমুপাসন-শব্দিতোঽনুভবস্তেন সুনিশ্চিতোঽর্থো ব্রহ্মলক্ষণো মোক্ষলক্ষণো বা যৈস্তে সন্ন্যাসযোগাৎ পারমহংস্যাশ্রমসম্বন্ধাৎ তদ্ধর্ম্মাদ্ধেতোঃ শুদ্ধসত্ত্বা নির্ম্মলচিত্তাঃ যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ তে সনিষ্ঠাঃ কেচিৎ ব্রহ্মলোকে চতুর্ম্মুখধাম্নি সত্যে নিবসন্তি। অথ পরস্য তল্লোকপতের্ব্রহ্মণোঽন্তকালে বিনাশে সতি তেন সহ পরামৃতাৎ তমসঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বতোভাবেন বিমুচ্যন্তে পরমং ব্যোম প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। পরং প্রধানাদিনিখিলতত্ত্বমূলত্বাৎ শ্রেষ্ঠঞ্চ তদমৃতমবিনাশি চেতি পরামৃতং মূলপ্রকৃতিশব্দিতং তমস্তস্মাদিত্যর্থঃ। তৎপরিকরভূতং বিদ্যাঙ্গম্। তচ্ছ্রদ্দধানা ইতি শ্রীভাগবতে। তদিতি। বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ ইত্যাদি পূর্ব্বকথিতং যৎ জ্ঞানৈকরসমদ্বয়ং পরং তত্ত্বং তদিত্যর্থঃ। আত্মনি চিত্তে। আত্মানমদ্বয়তত্ত্বলক্ষণং হরিম্। নন্বিতি। নমু স্মৃত্যনুভবয়োর্ভেদস্তীর্থকারৈরুক্তঃ। সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানমনুভব ইতি। ধ্যানঞ্চ স্মৃতিরেব। তৎ কথং ধ্যানস্যানুভবত্বমিতি চেদুচ্যতে। অনুভবরূপৈব ভক্তিরনুভবিতৃকরণবৃত্তিতাদাত্ম্যেন শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিরূপেণাভ্যুদেতি। চিৎসুখমূর্ত্তের্নখরচিকুরাদ্যঙ্গত্ববৎ ইতি শ্রুতিবলাদেব স্বীক্রিয়তে তস্যা অচিন্ত্যবস্তুত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

টীকানুবাদ—'অধ্যয়নেত্যাদি' সূত্রে। আপত্তি হইতেছে,—বেদ ভগবানের স্বরূপ, তবে বেদনিষ্ঠা দ্বারা মুক্তি হয় না কেন? এই যদি বল, তাহাতে বলা হইতেছে—শ্রীভগবান্ উপায়-স্বরূপ ও আবার উপেয়-স্বরূপ; সুতরাং সাধ্যসাধন উভয়, তিনি সকলের আধার, রক্ষক, সুহৃৎ—উপায়, নারায়ণ এই বাক্যে তাঁহাকে উপায় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান-প্রকাশক বেদরূপে তিনি উপায়, আর বেদবাচ্য বিভু,—চিদ্বিগ্রহরূপে তিনি উপেয় (সাধ্য), এইভাবে উপায় ও উপেয় দুইটি রূপ প্রকটিত করার জন্য—ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—বেদকে চিৎস্বরূপ অক্ষরসমূহরূপে লইলে বেদদ্বারাই মুক্তি, আর অবিকৃত শব্দসমষ্টিরূপে গ্রহণ করিলে সেই বেদবাচ্য ভগবানের সাক্ষাৎকার দ্বারা তাহা হয়, এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পরবর্ত্তী গ্রন্থের সহিত সঙ্গতি থাকে। 'তদাত্মকত্বে নৈষ্কর্ম্ম্যশ্রবণাদিতি—কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে' এই শ্রুতিতেই

ব্রহ্মবিদের কর্ম্মত্যাগ শ্রুত হইতেছে। 'ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মত্বেনানুমতিরিতি' এই প্রকার কর্ম্ম যাহাতে আছে, সেই বেদজ্ঞ ব্যক্তি ঋত্বিক্ হইয়া থাকেন। এইভাবে তাঁহার প্রশংসা হয়। 'অজ্ঞানস্য তদসম্ভবাদিতি'—অজ্ঞানের কর্ম্মাধিকার সম্ভব নহে,—এই অর্থ। 'তৎ কার্যোদয়প্রসঙ্গাৎ'—মধুর কার্য্যমত্ততাদি হউক। 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—বেদান্ত হেতুক যে বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা-শব্দসংজ্ঞিত সাক্ষাৎকার, তাহার দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মপদার্থ অথবা মুক্তিস্বরূপ সুনিশ্চিতভাবে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা সন্ন্যাসবশতঃ অর্থাৎ পরমহংসাধিষ্ঠিত আশ্রমধর্ম্মপালন করায় নির্ম্মলচিত্ত প্রযত্নশীল, তাঁহারা সনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চতুর্ব্বদন ব্রহ্মার অধিষ্ঠিতধাম সত্যলোকে বাস করেন, অতঃপর সেই লোকাধিপতি চতুর্ম্মুখের বিনাশ হইলে ব্রহ্মার সহিত তাঁহারাও পরামৃত—তমঃ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হন অর্থাৎ পরম ব্যোমে প্রবেশ করেন। এই তমঃকে পরামৃত বলিবার হেতু—প্রধান প্রভৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্বের মূল কারণ এজন্য পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর মূল প্রকৃতি নামক তমঃ হইতে। 'শব্দজ্ঞানস্য বৈরাগ্যমিব তৎ পরিকরভূতম্' ইতি—বৈরাগ্য যেমন ব্রহ্ম-বিদ্যার অঙ্গ, সেইরূপ শাব্দবোধাত্মক জ্ঞান বিদ্যার অঙ্গ। 'তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত। 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ব কথিত যে এক জ্ঞানৈকরস অদ্বয় পরমতত্ত্ব শ্রীহরি—শ্রদ্ধাবান্ মুনিরা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রবণলব্ধ ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে চিত্তমধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। 'ননু কায়বাঙ্মনোভিরিত্যাদি'—এখানে আপত্তি হইতেছে,—পণ্ডিতগণ স্মৃতি ও অনুভবের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংস্কারজন্য জ্ঞান স্মৃতি, আর স্মৃতিভিন্ন জ্ঞান অনুভূতি। তাহা হইলে ধ্যান অনুভূতি হইবে কিরূপে? ধ্যান তো স্মৃতিই। এই যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি—ভক্তি অনুভূতিরই স্বরূপ, কেবল অনুভবকারীর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির সহিত অভেদ দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদিরূপে প্রকাশ পায়। চিৎ-সুখাত্মক মূর্ত্তির নখ, কেশ প্রভৃতি অঙ্গবত্তার মত, ইহা শ্রুতিবলেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। কারণ সেই চিৎসুখমূর্ত্তি অচিন্তনীয় বস্তু ॥ ১২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকে সকল কর্ম্মে ব্রহ্মা-রূপে বরণ বিহিত হওয়ায়—(ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৬)-সূত্রে বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষি-

মত স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার খণ্ডন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, ঐস্থলে বেদাধ্যয়নমাত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ব্রহ্মা-রূপে বরণের কথাই আছে, ব্রহ্মজ্ঞের কথা উক্ত হয় নাই। সুতরাং বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা যায় না। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্য ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপতঃ এই বলা যায় যে, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঐস্থলে তৈত্তিরীয় শ্রুতি-মতে 'ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রহ্মা' বলিতে বেদার্থপর, পরতত্ত্বার্থপর নহে; কারণ যিনি পরতত্ত্ব অধিগত হয়েন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বেদার্থ-জ্ঞানহীনের পক্ষে তো কর্ম্মাধিকারও হইতে পারে না। সুতরাং বেদার্থ-জ্ঞান বলিতে আত্মজ্ঞান অবর্জ্জনীয়। কাজেই বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা যায়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—কেবল বেদবিষয়ে শাব্দবোধ জন্মিলেই ব্রহ্মজ্ঞত্ব হয় না, ব্রহ্মকে অনুভব করিলেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। শাব্দজ্ঞান হইতে উপাসনা সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং ভক্তি ও অনুভব-পদবাচ্য বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু। বৈরাগ্য যেমন ভক্তির পরিকর সাক্ষাদ্ ভক্তি নহে, সেইরূপ শাব্দজ্ঞান বিদ্যার অঙ্গবিশেষ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥" (ভাঃ ১।২।১২)
"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥"
(ভাঃ ১১।২০।৩১)

শ্রীশঙ্করও বলেন যে, যাহার বেদ অধ্যয়নমাত্র হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাহার পক্ষেই কর্ম্ম প্রয়োজন।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

ছান্দোগ্য-বর্ণিত—"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য" (ছাঃ ৮।১৫।১) বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র।

অধ্যয়ন-বিধিই লোককে বেদার্থবোধে প্রবৃত্ত করে বলা যায় না। কেন না, অগ্নি প্রভৃতি গ্রহণের ন্যায় এই অধ্যয়ন-শব্দটিও অক্ষররাশি-গ্রহণমাত্রেই পর্য্যবসিত। অধীত-বেদে কর্ম্ম ও তাহার ফল নির্দ্দেশ আছে। সেই কর্ম্ম ও তৎফল-নির্ণয়ের জন্য বেদার্থ-বিচারে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার পর কর্ম্মফলার্থী কর্ম্মে এবং মোক্ষার্থী ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বুঝায় না।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"কস্যাধিকার ইত্যত আহ,—অবৈষ্ণবস্য বেদেঽপি হ্যধিকারো ন বিদ্যতে। গুরুভক্তি-বিহীনস্য শমাদিরহিতস্য চ। ন চ বর্ণবরস্যাপি তস্মাদধ্যয়নান্বিতঃ। ব্রহ্মজ্ঞানে তু বেদোক্তে হ্যধিকারী সতাং মত ইতি ব্রহ্মতর্কে। পঠেদ্বেদা-নথার্থানধীয়ীতাথ বিচার্য্য ব্রহ্মবিন্দেদিতি চ কৌষায়ণশ্রুতিঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য" ইত্যত্র ত্বধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্ম বিধীয়তে।" ॥১২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নিয়মাচ্চেতি প্রত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, যাবজ্জীবন বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠান নিয়মিত, যথা—ঈশোপনিষদে 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমাঃ' এই শ্রুতিবলে, তাহার প্রতিবাদকল্পে বলিতেছেন—

সূত্রম্—নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ—'ন' বিদ্বানের যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান উক্ত-শ্রুতি দ্বারা নিয়মবদ্ধ করা যায় না; কেন? 'অবিশেষাৎ' ঐ শ্রুতির প্রামাণ্য-বিষয়ে 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' ইত্যাদি শ্রুতি-অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য নাই ॥ ১৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যাবজ্জীবং বিদুষঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং তয়া শ্রুত্যা নিয়ন্তুমশক্যম্। কুতঃ? অবিশেষাৎ। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া

ধনেন ত্যাগেনৈকে নামৃতত্বমানশুঃ” ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুত্যপেক্ষয়া তস্যাঃ প্রামাণ্যে বিশেষাভাবাৎ। আশ্রমভেদেন তু শ্রুতিদ্বয়ং ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞানীর যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান ‘কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি’ ইত্যাদি শ্রুতিবলে নিয়মিত করিতে পারা যায় না। কারণ কি? ‘অবিশেষাৎ’ যেহেতু ‘উক্ত শ্রুতির’—‘ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে-নামৃতত্বমানশুঃ’ কর্ম্ম দ্বারা, সন্তান দ্বারা, ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, একমাত্র ত্যাগদ্বারাই মুক্তি পাওয়া যায়—এইশ্রুতি হইতে উহার প্রমাণ্য-বিষয়ে বিশেষত্ব নাই। তবে শ্রুতিদ্বয়ের বিষয় কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, আশ্রমভেদে কর্ম্ম-ত্যাগ ও যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ॥১৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—নেতি। ন কর্ম্মণেতি। কর্ম্মণা শ্রৌতস্মার্ত্তেন প্রজয়া পুত্রাদিনা ধনেন দৈবেন মানুষ্যেণ চ বিত্তেন ত্যাগেন কর্ম্মাদি সর্ব্বপরি-হারেণ সন্ন্যাসেন নৈরপেক্ষ্যেণ চ আনশুরানশিরে প্রাপুরিত্যর্থঃ। একে কেচিন্মহত্তমাঃ। তস্যা ইতি। কুর্ব্বন্নেবেতীশাবাস্যোপনিষদ্গতশ্রুতেঃ প্রামাণ্যে আধিক্যবিরহাদিত্যর্থঃ। আশ্রমভেদেনেতি। গৃহিবিদুষাং যজ্ঞাদিকর্ম্মাচারঃ সার্ব্বদিকঃ, ন্যাসিনাং নিরপেক্ষাণাং চ স হেয় ইতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থেত্যর্থঃ ॥১৩॥

টীকানুবাদ—‘নাবিশেষাৎ’ এই সূত্রে। ‘ন কর্ম্মণেত্যাদি’ শ্রুতির অর্থ এইরূপ—কর্ম্মণা অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা, প্রজয়া—পুত্রাদি দ্বারা, ধনেন—দৈব ও মানুষ্য-সম্পৎ দ্বারা, অমৃতত্ব লাভ হয় না, কিন্তু ত্যাগেন—কর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা ও সকল বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ দ্বারা, অমৃতত্বম্—মুক্তি, আনশুঃ—বৈদিক পরস্মৈপদ, আনশিরে ইহা সমীচীন —ইহার অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। একে—কোন কোন মহত্তম ব্যক্তিগণ, তস্যাঃ প্রামাণ্যে বিশেষাভাবাৎ ইতি—তস্যাঃ—‘কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ’ এই ঈশোপনিষদের—শ্রুতির প্রামাণ্য-বিষয়ে কোন আধিক্য না থাকায়। ‘আশ্রমভেদেন তু’ ইত্যাদি যাঁহারা গৃহী বিদ্বান্ তাঁহাদিগের যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বদাই হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমীদের ও নিরপেক্ষ সাধকদিগের

সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ পরিত্যাজ্য—এইভাবে ঐ দুইটি শ্রুতির বিষয়-ভেদে ব্যবস্থা। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী ঈশোপনিষদের "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (ঈশ-২) বাক্যাবলম্বনে সিদ্ধান্ত করেন যে, জ্ঞানীর যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান নিয়মিত হইয়াছে, (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৭), তাহার প্রতিবাদে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, না, তাহা বলা যায় না, কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে পাওয়া যায়,—"ন কর্ম্মণা…অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির প্রামাণ্যে বিশেষত্ব নাই। কিন্তু আশ্রম-ভেদে কর্ম্ম-ত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" (ভাঃ ১১।২০।৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা বলবান্ ॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫৯-৬০)

শ্রীশঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

ব্রহ্মজ্ঞানীকে কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা বিশেষভাবে বলা হয় নাই।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

ঈশোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে আত্মবিদ্‌কে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ উপদেশে কোন বিশেষ নাই। ফলসাধনভূত স্বতন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ে উহার নিয়োগ হইবে, এরূপ কোন নিয়মও নাই। কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিলেও উপপত্তি

হয়, কারণ বিদ্বান্ ব্যক্তিরও উপাসনার অঙ্গভূত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কোন অসঙ্গতি নাই।

শ্রীমধ্বভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

দেবাদি সকলের সমানরূপে জ্ঞানাধিকার নাই। কৌণ্ডিন্য শ্রুতি বলেন—'পুরুষার্থ-সাধন জ্ঞান ও মোক্ষধর্ম্ম উত্তরোত্তর হইয়া থাকে এবং মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণ ইহাতে উত্তরোত্তর অধিকারী হন।'

শ্রীনিম্বার্ক বলেন,—

"নিয়মবাক্যস্যাপি নিয়মেন বিদ্বদ্বিষয়কত্বাযোগাৎ" ॥১৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং চোদ্যং পরিহৃত্য তদ্বাক্যার্থমাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে আপত্তিগুলির পরিহার করিয়া যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান-বিধায়ক বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—

সূত্রম্—স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ—বা-শব্দটি অবধারণার্থে,—বিদ্যার প্রশংসার জন্যই এই যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি ॥১৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বেত্যবধারণে। বিদ্যাস্তুত্যর্থমিয়ং যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানানুমতিঃ ঈশাবাস্যমিতি তৎপ্রকরণাৎ। ঈদৃশী খলু বিদ্যা যন্মহিম্না সর্ব্বদা কুর্ব্বন্নপি কর্ম্ম ন তেন বিদ্বান্ বিলিপ্যতে ইতি সা স্তূয়তে। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তীতিবাক্যশেষোঽপি তথাহ। তথাচ কর্ম্মাঙ্গং বিদ্যেতি নিরস্তম্ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'বা' শব্দটি অবধারণার্থ অর্থাৎ—নিশ্চয়ার্থ। বিদ্যার প্রশংসার জন্যই এই যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ। কারণ 'ঈশাবাস্যমিদংসর্ব্বং'—এই সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। এই প্রকরণে

ঐ শ্রুতি গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাই বুঝাইতেছে। ইহার সারার্থ এই—বিদ্যা এইপ্রকার, যাহার প্রভাবে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ লিপ্ত হন না, ইহাই বিদ্যার প্রশংসা। এ-বিষয়ে বাক্যশেষও সেইরূপ বলিতেছেন, যথা—'এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি'। এইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিলেও তোমাতে (ব্রহ্মবিদে) কর্ম্মলেপাভাব-ভিন্ন অন্য-প্রকার—কর্ম্মলেপ হয় না। অতএব বিদ্যা—কর্ম্মাঙ্গ, এই মত খণ্ডিত হইল ॥১৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্তুতয়ে ইতি। এবং ত্বয়ীত্যস্য সিদ্ধান্তার্থোঽয়ম্। এবং কর্ম্ম কুর্ব্বতি ত্বয়ি ইতোঽকর্ম্মলিপ্তত্বাদন্যথা তল্লিপ্তত্বং নাস্তীতি ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদ—'স্তুতয়েঽনুমতির্বা' এই সূত্রে। 'এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি' এই বাক্যশেষের সিদ্ধান্ত অর্থ এইরূপ—এবং এইরূপে তুমি (ব্রহ্মবিদ্) কর্ম্ম করিলেও তোমাতে, ইতঃ—এই কর্ম্মলেপাভাব হইতে, অন্যথা—অন্যপ্রকার অর্থাৎ কর্ম্মলেপ হয় না। ১৪ ।

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বাদের খণ্ডন করিয়া এক্ষণে ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বলিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি কেবল বিদ্যার স্তুতিনিমিত্ত।

ভাষ্যকার বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন, বিদ্যার এমনই মহিমা যে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও বিদ্বান্ ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মে লিপ্ত করিতে পারে না। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতির শেষচরণে পাওয়া যায়,—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" (ঈশ-২) সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মত এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্নবিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৮-৯)

শ্রীরামানুজভাষ্যে পাই,—

"বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ ; 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' ইতি বিদ্যাপ্রকরণাৎ বিদ্যাস্তুতয়ে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানানুমতিরিয়ম্। বিদ্যামাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বদা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে কর্ম্মভিঃ—ইতি হি বিদ্যা স্তুতা ভবতি। বাক্য-শেষশ্চৈবমেব দর্শয়তি—'এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে' (ঈশ-১।২) ইতি ; অতো ন কর্ম্মাঙ্গং বিদ্যা।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বিদ্যাস্তুতয়ে বিদুষঃ 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইতি কর্ম্মানুজ্ঞা ক্রিয়তে"। ॥১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যমভিধায়েদানীং মহিমাতিশয়াদপি তদুচ্যতে। "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি বাজসনেয়কে শ্রূয়তে। তত্র বিদ্যাবিশিষ্টানাং যথেষ্টাচারঃ স্যান্ন বেতি সংশয়ে যথেষ্টাচারে বিহিতত্যাগেন প্রত্যবায়সম্ভবাৎ ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে বিদ্যার মুক্তিদান-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্ম্ম-নিরপেক্ষত্ব বলিয়া এক্ষণে বিদ্যার মহিমাতিশয়বশতঃও স্বাতন্ত্র্য বলিতেছেন। বাজসনেয়ক শ্রুতিতে কথিত আছে—'এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্'। ব্রহ্মবিদের ইহা নিত্য (স্থির) মহত্ত্ব যে, কর্ম্ম দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত হয় না, আর কর্ম্ম না করিলেও অল্প হয় না। সেই স্থলে বিদ্যাবিশিষ্টদিগের কর্ম্মত্যাগে বা কর্ম্মবর্জ্জনে যথেচ্ছাচার হইবে কিনা? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যদি তাঁহারা যাদৃচ্ছিক আচার করেন অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করেন, তবে বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগবশতঃ প্রত্যবায় সম্ভব, অতএব যদৃচ্ছাচার উচিত নহে। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—কর্ম্মনিরপেক্ষৈব বিদ্যা ফলপ্রদেতি প্রাগুক্তম্। তন্ন যুক্তম্। বিদ্যাবদ্ভিঃ কর্ম্মসু ত্যক্তেষু তত্ত্যাগজৈঃ প্রত্যবায়ৈর্বিদ্যাবি-

ম্লানিপ্রসঙ্গাৎ পুনঃ প্রত্যবায়প্রহাণায় কর্ম্মণামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ। তস্মাৎ কর্ম্মসমুচ্চিতৈব সা ফলদেত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। এবং বিদ্যেত্যাদি। এষ ইতি। নিত্যোঽবাধিতঃ মহিমা প্রভাবঃ ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিরতস্য বিদুষঃ যস্মাৎ কর্ম্মণানুষ্ঠিতেন ন বর্দ্ধতে নাধিকো ভবতি। অকৃতেন তেন নো কনীয়ান্ অল্পিষ্ঠো ন ভবতি। কিন্তু বিদ্যয়া সর্ব্বদৈকরসো দীপ্যত ইত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মনিরপেক্ষভাবেই বিদ্যা মুক্তিদায়ক কিন্তু ইহা তো যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ ব্রহ্মবিদ্‌গণ যদি কর্ম্মত্যাগ করেন, তবে সেই কর্ম্মত্যাগ-জন্য প্রত্যবায় দ্বারা বিদ্যার হানি হইবে, পুনশ্চ প্রত্যবায় নাশের জন্য কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় হইবে, অতএব কর্ম্ম-সহিত বিদ্যাই মুক্তিদায়ক, এই আক্ষেপানন্তর তাহার সমাধানবশতঃ এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। এবং বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যমভিধায়েত্যাদি। এষ নিত্যো মহিমা ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—নিত্য—অবাধিত (বাধাহীন), মহিমা—প্রভাব, ব্রাহ্মণস্য—ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বানের, যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ অধিক হয় না এবং কর্ম্মত্যাগ দ্বারা অল্পতরও হয় না। কিন্তু বিদ্যাবলে সেই ব্রহ্মবিদ্ সর্ব্বদা একভাবেই দীপ্তি পায়।

কামকারাধিকরণম্

সূত্রম্—কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—লোকানুগ্রহের জন্য যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তবে তাহাতে যে গুণ বা দোষের উৎপত্তি হইবে, তাহার সম্পর্ক বা লেপ ব্রহ্মবিদের হইবে না, এই অর্থ অভিপ্রায় করিয়া কতিপয় শাখাধ্যায়িগণ 'এষ নিত্যো মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি যেহেতু পাঠ করেন, অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মবর্জ্জন—এই যাদৃচ্ছিক আচারে ব্রহ্মানুভবকারীর কোন প্রত্যবায় হয় না। ১৫।

গোবিন্দভাষ্যম্—কামকারেণ লোকানুগ্রহফলেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক-কর্ম্মানুষ্ঠানেন জায়মানয়োর্গুণদোষয়োঃ সম্বন্ধো ব্রহ্মবিদি ন স্যাদিত্যেতদর্থিকামেষ নিত্যো মহিমেত্যাদিশ্রুতিমেকে শাখিনো যৎ পঠন্ত্যতঃ কামচারেঽপি প্রত্যবায়াস্পর্শাৎ স স্যাদিতি। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মানুভবী। অত্র বিহিতে কর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতে ন গুণসম্বন্ধ-স্ত্যক্তে চ তস্মিন্ ন দোষসম্বন্ধোঽপি। পুষ্করপত্রে বারিবিন্দোরিব তত্র কর্ম্মণোঽশ্লেষাৎ প্রদীপ্তবহ্নৌ তৃণমুষ্টেরিব দোষস্য ভস্মীভাবাচ্চ। অতঃ পুরুপ্রভাবা সেতি ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ—কামকার দ্বারা অর্থাৎ যাহাতে লোকের উপকার হয়, তাদৃশ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে গুণ-দোষ জন্মে, সেই গুণদোষের সম্পর্ক বা লেপ ব্রহ্মবিদে হইবে না, এই অর্থে 'এষ নিত্যো মহিমা' ইত্যাদি শ্রুতি কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ যে পাঠ করেন, অতএব কাম-চারেও কোন প্রত্যবায় স্পর্শ না হওয়ায় সেই যথেষ্টাচরণ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ-শব্দের অর্থ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী। এই ব্রহ্মবিদে বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও কোন গুণ-সম্পর্ক হয় না, আবার বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও কোন প্রত্যবায় স্পর্শ হইবে না; কারণ পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত তাহাতে কর্ম্ম-প্রশ্লেষ হয় না এবং প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তৃণ-মুষ্টির মত তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই কারণে বলিতেছি, বিদ্যার প্রভাব মহৎ ॥১৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—কামকারেণেতি। ন স্যাদিতি। স যথেষ্টাচারঃ ॥১৫॥

টীকানুবাদ—'কামকারেণেতি' সূত্রে। প্রত্যবায়াস্পর্শাৎ স স্যাদিতি—সঃ—সেই যথেষ্টাচরণ হইতে পারে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই প্রকারে বিদ্যার মুক্তিদান-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়া উহার মহিমাতিশয় হইতেও উহার স্বাতন্ত্র্য বলিতে গিয়া "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" এই বাজসনেয়ক শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। এ-স্থলে একটি সংশয় এই যে, বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কর্ম্মত্যাগ করেন, তাহা হইলে যথেচ্ছাচার

হইবে কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যদি বিদ্বান্ ব্যক্তি যথেচ্ছাচারবশতঃ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে প্রত্যবায় সম্ভব সুতরাং যথেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নহে। এই মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির কেবল লোকের প্রতি অনুগ্রহপরতা-হেতু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা গুণ ও দোষের সহিত কোন সম্বন্ধ হয় না। ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকার বলেন যে, পদ্মপত্রে জলবিন্দু যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও বিহিতের অনুষ্ঠানেও গুণ-সম্বন্ধ এবং তদননুষ্ঠানে দোষ-সম্বন্ধ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞের আরও একটি মহিমা এই যে, প্রদীপ্ত অগ্নিতে তৃণমুষ্টির ন্যায় সকল দোষ ভস্মীভূত হয়। এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মহিমাতিশয় উক্ত হওয়ায় তাদৃশ বিদ্বানের কামাচারেও কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
> সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥" (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

অর্থাৎ রাগাদিরহিত, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধির অতীত ভগবদ্-বস্তুপ্রাপ্ত মদীয় একান্তভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মজন্য পুণ্য বা পাপের সংস্পর্শ হয় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

> "শুন বিপ্র, মহা অধিকারী যেবা হয়।
> তবে তার দোষগুণ কিছু না জন্ময়॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।২৬)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

আরও এক কথা এই যে, কোন কোন বেদশাখীরা ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্যত্যাগ উপদেশ করেন। "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং

নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" (বৃহদারণ্যক ৬।৮।২২) এই বাক্যে বিরক্ত বিদ্বানের স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যকর্ম্ম-ত্যাগপর উপদেশ দ্বারা বিদ্যা যে কর্ম্মের অঙ্গ নয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"কামচারাঃ কামভক্ষ্যাঃ কামবাদাঃ কামেনৈবেমং লোকমুৎসৃজ্যাথ পরাৎ পরমীয়ুরনারম্ভণমিতি চক্রে পঠন্তি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ ইত্যেকে বিদুষাং স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্য ত্যাগমত এবাভিধীয়তে।" ॥১৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এতমর্থং স্ফুটয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এই কথাই বিশদ করিয়া বলিতেছেন—

সূত্রম্—উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ—বিদ্যা দ্বারা যে সকল কর্ম্মের ধ্বংস হয়, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ॥১৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ—"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইতি "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি স্মৃতিশ্চ বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্ম-বিনাশং দর্শয়তি। তস্মাচ্চ তথা। অত্র সামিভুক্তস্য প্রারব্ধস্যাপি তয়া বিনাশে জাতে তদুত্তরকালিকবিহিতত্যাগো দোষো ন স্যাদিতি ন চিত্রম্। নমু দেহারম্ভকস্য কর্ম্মণো ভোগং বিনা বিনাশো নাঙ্গীকৃত ইতি চেদত্রোচ্যতে। যদ্যপি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্দ্দগ্ধুং বিদ্যা সমর্থা তথাপি তৎসম্প্রদায়প্রচারার্থায়েশ্বরেচ্ছয়ৈব দেহারম্ভকং

কর্ম্ম ন নির্দ্দহতি। তচ্চ দগ্ধপটাদিবৎ বিদ্বাংসমনুবর্ত্তত ইতি প্রারব্ধস্য ভোগনাশ্যত্ববাক্যোপপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চৈবম্। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেরিতি ॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ' বিদ্বানের হৃদয়-গ্রন্থি—অহঙ্কার নষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় ইত্যাদি শ্রুতি ও 'যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ...কুরুতে তথা', যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি সমস্ত কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, সেইপ্রকার জ্ঞানানল সকল কর্ম্ম ধ্বংস করে, এই স্মৃতিবাক্যে বিদ্যা দ্বারা সকল কর্ম্মের বিনাশ দেখা যাইতেছে। অতএব বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। এখানে একটু বিচার্য্য আছে—অর্দ্ধভুক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মেরও বিদ্যাদ্বারা বিনাশ সাধিত হইলে তৎপরবর্ত্তী উত্তরকালে যদি বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ হয়, তবে দোষ হইবে না; ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি বল, দেহারম্ভক (যে কর্ম্মবশে দেহ জন্মিয়াছে) কর্ম্মের ভোগ-ব্যতীত বিনাশ তো স্বীকৃত হয় নাই, তবে বিদ্যাদ্বারা সকল কর্ম্ম ধ্বংস হয়, এ-কথা বলিতেছেন কেন? সে-বিষয়ে বলা হইতেছে, যদিও বিদ্যা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিতে সমর্থ, তাহা হইলেও সেই বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ের প্রচারের জন্য ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ বিদ্যা দেহারম্ভক কর্ম্ম দগ্ধ করে না, অর্থাৎ তাহা করিলে সম্প্রদায় রক্ষা হয় না। সেই দেহারম্ভক কর্ম্ম দগ্ধ-বস্ত্রাদির ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির অনুসরণ করে। এইপ্রকারে আরব্ধ কর্ম্মের ভোগনাশ্যত্ব-উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে। ইহা পরে 'অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ' এই সূত্রে বলিবেন ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপমর্দ্দঞ্চেতি। ভিদ্যতে ইত্যাদি। সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যত্র সঞ্চিতান্যেবানারব্ধকার্য্যাণীতি বোধ্যং সামিভুক্তস্যেত্যাদিভাষ্যাৎ। ক্রিয়মাণানান্ত্বিশ্লেষ এব। তদ্‌যথেহ পুষ্করপলাশ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অত উক্তং পুষ্করপত্রে বারিবিন্দোরিবেত্যাদি। সামিভুক্তস্যেত্যর্দ্ধভুক্তস্যেত্যর্থঃ। নন্বিতি। নাঙ্গীকৃতঃশাস্ত্রার্থনির্ণেতৃভিঃ। ন নির্দ্দহতি কিন্তু দহতীত্যর্থঃ। অনারব্ধকার্য্যে ইতি। পূর্ব্বসঞ্চিতে পাপপুণ্যে অনারব্ধকার্য্যে এব বিদ্যয়া বিনশ্যতো ন ত্বারব্ধকার্য্যে চেত্যর্থো ব্যাখ্যাস্যতে ॥১৬॥

টীকানুবাদ—'উপমর্দ্দঞ্চেতি' সূত্রে। ভিদ্যতে ইত্যাদি শ্রুতি। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি' ইতি সর্ব্বকর্ম্ম বলিতে সঞ্চিত অনারব্ধ কর্ম্ম (যাহার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই) ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু সামিভুক্তস্য ইত্যাদি ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম ক্রিয়মাণ, তাহাদের অবিশ্লেষই হয়। এ-বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—'তদ্‌যথেহপুষ্করপলাশ' ইত্যাদি যে পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না। এইজন্য বলা আছে—পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর নির্লেপের মত ইত্যাদি। সামিভুক্তস্য অর্থাৎ অর্দ্ধভুক্ত। 'ননু দেহারম্ভকস্য কর্ম্মণো ভোগং বিনা বিনাশো নাঙ্গীকৃতঃ' ইতি, নাঙ্গীকৃতঃ—শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়কারিগণ স্বীকার করেন নাই। 'ন নির্দ্দহতি'—দগ্ধ করে না তাহা নহে, কিন্তু দগ্ধ করে। অনারব্ধকার্য্যে, পূর্ব্বে ইতি—পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপুণ্য, যাহার ফল আরম্ভ হয় নাই তাহাই বিনষ্ট হয়, তদ্‌ভিন্ন যে পাপপুণ্য ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হয় না, এইরূপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যাত হইবে ॥১৬॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিবার জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্যার দ্বারা সকল কর্ম্ম উপমর্দ্দ অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, এ-কথা শ্রুতি ও স্মৃতি তারস্বরে বলেন।

এ-বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" (মুণ্ডক ২।২।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥" (ভাঃ ১।২।২১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥" (গীঃ ৪।৩৭)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

পুণ্যপাপাত্মক সমস্ত সাংসারিক দুঃখের ও সুখের মূলীভূত কর্ম্মের উচ্ছেদ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা হইয়া থাকে—ইহা বেদান্তের প্রতি অংশেই নির্দ্দেশ আছে ॥১৬॥

সূত্রম্—উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥১৭॥

সূত্রার্থ—যাঁহারা উর্দ্ধরেতা যতি মহাব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যেহেতু ইচ্ছামত কর্ম্মাচরণ শ্রুতিতে দেখা যায়, অতএব বিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা, ইহা মানিতেই হইবে ॥১৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—পরিনিষ্ঠিতবিশেষেষ্বেবোর্দ্ধরেতঃসু যতিষু মহাবিদ্যেষু যস্মাৎ যথেচ্ছং কর্ম্মাচারঃ শব্দে প্রতীয়তে অতঃ স্বতন্ত্রা বিদ্যেত্যঙ্গীকার্য্যম্। শব্দঃ খলু বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ। "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" ইতি। নির্ব্বিদ্য লব্ধ্বা। "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো-যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্" ইত্যাদি তু প্রতিষ্ঠিতপরিনিষ্ঠিতগৃহিবিষয়ম্। তথাচ কামচারেঽপি প্রত্যবায়াস্পর্শো বিদ্যামহিম্নেতি ॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ—বিশেষ বিশেষ পরিনিষ্ঠিতদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাবিদ্যা-সম্পন্ন, উর্দ্ধরেতা যতি তাঁহাদিগের পক্ষে যেহেতু যথেচ্ছ কর্ম্মাচরণ শব্দে (শ্রুতিতে) প্রতীত হইতেছে, অতএব বিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষা হইয়া মুক্তিদাত্রী, ইহা মানিতে হইবে। সেই শব্দ হইতেছে—বৃহদারণ্যক শ্রুতি, যথা 'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য' ইত্যাদি সেইহেতু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ লাভ করিয়া মনন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, বাল্য অর্থাৎ মননা-ত্মক জ্ঞানবল লাভ করিয়া মুনি অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ হইবেন, তাহাতে অবস্থিত হইবেন, পরে অমৌন অর্থাৎ শ্রবণ-মনন, মৌন অর্থাৎ ধ্যান অবলম্বন করিয়া অমৌন ও মৌন প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে থাকিবেন? তদুত্তর—যে

প্রকারে থাকিবেন তাহা এইপ্রকার—অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও নিখিল আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণের তুল্য হইবেন। তাৎপর্য্য এই—বিদ্যার প্রভাবে প্রত্যবায় সম্পর্কশূন্য হইয়া অতি পবিত্র হন এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া প্রকাশ পাইবেন। তবে যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবানের উক্তি আছে—বিদ্যাহীন ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ লোকসংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিবেন, ইহার উপায় কি? তাহা বলিতেছেন, উহা প্রতিষ্ঠিত পরিনিষ্ঠিত গৃহীর পক্ষে। তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইচ্ছামত আচার করিলেও প্রত্যবায় স্পর্শ হইবে না, ইহাই বিদ্যার প্রভাব ॥১৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—ঊর্দ্ধরেতঃস্বিতি। যতিষ্বিতি। তেষ্ববগতা বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গমিতি ন শক্যং বক্তুং তেষামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাভাবাৎ। তথাচায়ং প্রয়োগঃ। বিদ্যাকর্ম্মণী নাঙ্গাঙ্গীভূতে মিথো ব্যভিচারাৎ ঋতুগমননৈষ্ঠিকব্রতবদিতি। তস্মাদিত্যস্যার্থঃ। যতঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ পরমাত্মানং বিদিত্বা পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি তস্মাদধুনাতনোঽপি ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং শ্রবণং নির্ব্বিদ্য প্রাপ্য বাল্যেন মননেন শুদ্ধাশয়ঃ স্থাতুমিচ্ছেৎ। অধ্যয়নজাতাপাতব্রহ্মধীঃ পণ্ডা তদ্বান্ পণ্ডিতস্তস্য কৃত্যং শ্রবণং পাণ্ডিত্যমুচ্যতে। বাল্যং জ্ঞানবলং তচ্চ মননমেব চ তদুভয়ং নির্ব্বিদ্যাথ মুনির্ধ্যানপরঃ স্যাৎ। অমৌনং শ্রবণমননং মৌনঞ্চ ধ্যানং নির্ব্বিদ্যাথৈতত্রয়সম্পত্ত্যনন্তরং ব্রাহ্মণো লব্ধব্রহ্মানুভবঃ কেন কর্ম্মণা স্যাদ্বর্ত্তেতেতি প্রশ্নঃ। যেন কর্ম্মণা স্যাৎ তেনেদৃশ ইতি তস্যোত্তরম্। ত্যক্তবিহিতকর্ম্মাপ্যনুষ্ঠিতনিখিলাশ্রমধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণেন তুল্যঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বিদ্যাপ্রভাবাৎ প্রত্যবায়েনাস্পৃষ্টোঽতিপবিত্রো ব্রহ্মানুভবন্ বিভায়াদিতি যাবৎ। যদ্যেবং তর্হি ব্রহ্মজ্ঞস্যাপ্যজ্ঞবৎ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানাতিদেশবাক্যং কথং সঙ্গচ্ছেতেতি চেৎ তত্রাহ। সক্তা ইতি শ্রীগীতাসু। আদিনা নাচরেদ্যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ। বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্ব্বৈর্লোকাচারো যথাস্থিতঃ। আদেহপাতাদ্যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নত ইতি বাক্যং গ্রাহ্যম্ ॥ ১৭ ॥

টীকানুবাদ—'উর্দ্ধরেতঃসু' ইত্যাদি সূত্রে। যতিদিগের মধ্যে অবগতবিদ্যা যে কর্ম্মাঙ্গ, ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম নাই। অতএব এ-বিষয়ে এইরূপ অনুমান-বাক্য 'বিদ্যাকর্ম্মণী ন অঙ্গাঙ্গীভূতে মিথো ব্যভিচারাৎ ঋতুগমননৈষ্ঠিকব্রতবৎ' বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে আবার কর্ম্মও বিদ্যার অঙ্গ নহে ; যেহেতু পরস্পর ব্যভিচার আছে অর্থাৎ যেহেতু বিদ্যা থাকিলেও কর্ম্ম নাই, আবার কর্ম্ম থাকিলেও তৎপূর্ব্বে বিদ্যা নাই, যেমন ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পরস্পর ব্যভিচরিত। 'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেত্যাদি' শ্রুতির অর্থ—যেহেতু সকল ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে জানিয়া পুত্রৈষণাদি ত্রিবিধ এষণা ছাড়িয়া ভিক্ষাচরণ করিয়া থাকেন, অতএব ইদানীন্তন ব্রহ্মবিদ্ও পাণ্ডিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ লাভ করিয়া বাল্যদ্বারা অর্থাৎ মনন দ্বারা শুদ্ধচিত্তে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। পাণ্ডিত্য-শব্দের অর্থ শ্রবণ, কারণ পণ্ডা অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন-জনিত আপাত (প্রাথমিক) ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাহার জন্মিয়াছে, তিনি পণ্ডিত, সেই পণ্ডিতের কার্য্য শ্রবণকে পাণ্ডিত্য বলে। বাল্য-শব্দের অর্থ জ্ঞানবল (বলের ভাব) তাহা মননই, সেই দুইটি লাভ করিয়া মুনি অর্থাৎ ধ্যান-পরায়ণ হইবেন। পরে অমৌন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন এবং মৌন অর্থাৎ ধ্যান লাভ করিয়া ব্রহ্মানুভবকারী ব্রাহ্মণ কি কর্ম্ম লইয়া থাকিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'যেন কর্ম্মণা স্যাত্তেনেদৃশঃ' বিহিত কর্ম্মত্যাগ করিয়াও—যিনি নিখিল আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মবিদের তুল্যই হইবেন, ইহাই অর্থ। মর্ম্মার্থ এই—বিদ্যার মহিমায় কর্ম্মের অকরণজন্য প্রত্যবায় তাঁহাকে স্পর্শ করে না, তিনি অতিপবিত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী হইয়া প্রকাশ পাইবেন। আপত্তি হইতেছে,—যদি এইরূপই হন, তবে ব্রহ্মবিদেরও ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির মত সকল কর্ম্মানুষ্ঠান নির্দ্দেশ কিরূপে সঙ্গত হইবে? এই যদি বল, তাহাতে উত্তর এই—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্য—হে ভরতকুলপ্রদীপ অর্জ্জুন! যেমন অবিদ্বান্ ব্যক্তিসমূহ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মগুলির আচরণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিও লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার মানসে নিজেও অনাসক্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। ইত্যাদি তু ইতি—আদিপদগ্রাহ্য বাক্য, যথা—'নাচরেদ্যস্তু সিদ্ধোহপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ…রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ'

ইতি। ওহে নারদ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও পরে লৌকিক ধর্ম্মের (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের) অনুষ্ঠান না করেন ; তাহার ফলে ধর্ম্মের বিপ্লব হওয়ায় হানি ঘটিবে। অতএব সমস্ত বিবেকী ব্যক্তিই যেমন লোকাচার আছে, তাহা নিজ দেহপাত পর্য্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষা করিবেন। এই বাক্যটি আদিপদদ্বারা গ্রহণীয় ॥১৭॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিষয় দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঊর্দ্ধরেতা মহাবিদ্যাসম্পন্ন যতিগণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যথেচ্ছ আচরণের কথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য অঙ্গীকার করিতেই হইবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাই,—"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।" (বৃঃ ৪।৪।২২)

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ···যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ।" (বৃঃ ৩।৫।১)

শ্রীগীতায় আছে,—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥" (গীঃ ৩।২৫)

শ্রীগীতার ৩।২০ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্ব্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥"
(ভাঃ ১১।১৩।২৯)

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন তাবৎ কামচারাণাং জ্ঞানেঽধিকারঃ। য ইমং পরমং গুহ্যমূর্দ্ধরেতঃসু ভাষয়েৎ। ন তথা বিদ্যতে ভূয়ান্ যং প্রাপ্যান্তেঽপি ভূয়সে ইতি মাঠরশ্রুতেঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"ঊর্দ্ধরেতঃসু আশ্রমেষু বিদ্যাদর্শনাচ্চ তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিশ্চীয়তে। তে তু 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদি শব্দে দৃশ্যন্তে।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যা-দর্শন হেতু এবং তাহাতে অগ্নিহোত্র ও দর্শ-পূর্ণমাস প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবহেতু বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না। বৈদিক বাক্যেই পাওয়া যায়—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ধর্ম্মের স্কন্ধ তিনটি; "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) সুতরাং যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে—এই শ্রুতির বিধান বৈরাগ্যবান্‌দিগের জন্য নহে। ১৭।

অবতরণিকাভাষ্যম্—অস্যাঃ শ্রুতের্জৈমিনিমতেনার্থান্তরং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ' এই শ্রুতির জৈমিনি-মতে অন্য অর্থ দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অস্যাঃ শ্রুতেরিত্যাদিকং স্ফুটার্থম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অস্যাঃ শ্রুতেঃ' ইত্যাদি ভাষ্য স্পষ্টার্থক।

সূত্রম্—পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥১৮॥

সূত্রার্থ—জৈমিনি বলেন,—যেহেতু শ্রুতিই ব্রহ্মবিদের কর্ম্মোপদেশ করিতেছেন এবং কর্ম্মত্যাগের নিন্দা করিতেছেন, অতএব বিদ্বান্ কর্ম্মত্যাগ করিবে, ইহা বিধি নহে।১৮।

গোবিন্দভাষ্যম্—নিয়মাৎ বিহিতকর্ম্মণামেব স্বেচ্ছয়া করণং কামচার ইত্যেব শ্রুত্যর্থঃ। হি যতঃ শ্রুতিরেব বিদুষঃ কর্ম্মপরামর্শং

করোতি কর্ম্মত্যাগমপবদতি চ তস্মাদচোদনা বিদ্বান্ কর্ম্মাণি ত্যজেদিতি বিধ্যভাব ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুত্যা বিদুষাং কর্ম্মবিধানাৎ "বীরহা বা" ইত্যাদিশ্রুত্যা কর্ম্মত্যাগাপবাদাচ্চ তত্ত্যাগে বিধির্ন সম্ভবেৎ যুগপৎ বিধানত্যাগয়োর্বিরোধাৎ। ন চ ত্যাজকবাক্যানাং নির্ব্বিষয়তা তেষাং পঙ্গ্বাদ্যশক্তবিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ। তথাচ বিদুষাং শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যঙ্গীকৃত্যৈব তত্র কেন স্যাদিত্যাদি কামচারো ন ত্বন্যথেতি জৈমিনির্মন্যতে ইতি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—নিয়ম থাকায় বিহিত কর্ম্মেরই ইচ্ছামত অনুষ্ঠানকে কামচার বলা হয়, ইহাই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য অর্থ। যেহেতু শ্রুতিই ব্রহ্মবিদের কর্ম্মোপদেশ করিতেছেন এবং কর্ম্মত্যাগের নিন্দা করিতেছেন, অতএব 'বিদ্বান্ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিবেন' ইহা বিধি হইতে পারে না; ইহাই শ্রুত্যর্থ। অভিপ্রায় এই—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমাঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিদ্বানের যাবজ্জীবন কর্ম্মের বিধানহেতু এবং কর্ম্মত্যাগী পুত্রঘাতী হয় ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মত্যাগের নিন্দা ঘোষিত থাকায় কর্ম্মত্যাগ-বিষয়ে বিধি হওয়া সম্ভব নহে; কারণ একসঙ্গে বিধি ও ত্যাগের বিরোধ হয়। যদি বল, কর্ম্মত্যাগ-বোধক বাক্যগুলির তাহা হইলে বিষয় থাকে না, তাহাও নহে, পঙ্গু, অন্ধ প্রভৃতি—অসমর্থ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ বোধিত হওয়ায় উহারাই সেই বাক্যগুলির বিষয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই,—বিদ্বদ্গণের পক্ষে শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে স্বীকার করিয়াই সেই বিষয়ে 'তত্র কেন স্যাৎ' ইত্যাদি কামচার নির্দ্দিষ্ট, অন্যথা নহে, ইহা জৈমিনি মনে করেন ॥ ১৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পরামর্শমিতি। এতদুক্তং ভবতি। ইজ্যস্য বিষ্ণোঃ স্বস্য চ যজমানস্য স্বরূপসম্বন্ধৌ বেদেন বিজ্ঞায় মুমুক্ষুর্জীবংস্তেন বিহিতানি কর্ম্মাণি বিধিতন্ত্রঃ সন্ করোতি বিমুক্তয়ে। তৈর্বিশুদ্ধো লব্ধব্রহ্মানুভবোঽপি যাবদায়ুস্তানি ন ত্যজতীতি কর্ম্মঠস্য জৈমিনেঃ সিদ্ধান্তঃ। তমনুস্মৃত্য বাক্যার্থং যোজয়তি। লব্ধপাণ্ডিত্যাদির্ব্রাহ্মণো বিধিনানুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভির্বিশুদ্ধো জাত-

ব্রহ্মরতিরপি তানি সর্ব্বাণি স্বেচ্ছয়ানুতিষ্ঠতি ব্রহ্মোপলম্ভকত্বেন তেষু রুচি-নির্ভরাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ ইতি সামান্যেন কর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যনুজ্ঞত্বাৎ ন তু কিঞ্চিৎ করোতি কিঞ্চিৎ ত্যজতীতি শক্যং বক্তুং কুর্ব্বন্নিতি বাক্য-ব্যাকোপাৎ বীরহেত্যাদিনা ত্যাগে দোষোক্তেশ্চেতি। ন ত্বন্যথেতি। স্বেচ্ছয়া কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কিঞ্চিৎ তু নেত্যেবং প্রকারো নেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকানুবাদ—'পরামর্শং জৈমিনিঃ' ইত্যাদি সূত্রে। এই কথা বলা হইয়াছে—যজনীয় বিষ্ণুর স্বরূপ ও যজমানের স্বরূপ এবং বিষ্ণুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বেদদ্বারা জানিয়া মুক্তিকামী জীব বেদ দ্বারা বিহিত কর্ম্মগুলি বিধির নির্দ্দেশবশতঃ তদধীন হইয়া বিমুক্তির জন্য আচরণ করিবেন; সেই কর্ম্ম-দ্বারা বিশুদ্ধি ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও জীবিতকাল পর্য্যন্ত সেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন না, ইহাই কর্ম্মনিপুণ জৈমিনির সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বাক্যার্থের যোজনা করিতেছেন—শ্রবণ-মননাদি লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ বিধিসহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত ও ব্রহ্মরতি-সম্পন্ন হইয়াও সেই বেদবিহিত কর্ম্মগুলি সমস্তই স্বেচ্ছামত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যেহেতু সেই কর্ম্ম ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন, এজন্য তাহাতে অতিশয় রুচি হইয়া থাকে। কারণ 'যেন স্যাত্তেনেদৃশঃ' এইবাক্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে। তদ্‌ভিন্ন কিছু কর্ম্ম করে, কিছু ত্যাগ করে, ইহা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু তাহাতে 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাঘাত ঘটে এবং 'বীরহা' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কর্ম্মত্যাগে দোষেরও উক্তি আছে। 'নত্বন্যথেতি জৈমিনির্মন্যতে' ইতি—ইচ্ছামত কিছু কর্ম্ম করিবে, আবার কিছু করিবে না, সেরূপ নহে—ইহাই জৈমিনির মর্ম্মার্থ ॥১৮॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে জৈমিনি ঈশোপনিষদের "কুর্ব্বন্নেবেহ" শ্রুতির অর্থান্তর করিয়া বলেন যে, শ্রুতি বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দিয়াছেন এবং কর্ম্মত্যাগের নিন্দাই করিয়াছেন। এ-স্থলে জৈমিনির মতে সন্ন্যাসী হইলেও কর্ম্মত্যাগ করিবেন না; অর্থাৎ বেদে সন্ন্যাস-আশ্রমের উল্লেখ থাকিলেও ঐ আশ্রম গ্রহণ করিবার অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা স্বীকারের প্রেরণা নাই বরং নিন্দাই আছে। কারণ যজুর্ব্বেদে পাওয়া

যায়—"বীরহা বা এষ দেবানাং যঃ অগ্নিম্ উদ্বাসয়তে" (১।৫।২) কেবল কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত জৈমিনির মত—শ্রুতি যে কর্ম্মত্যাগের বিধান দিয়াছেন, উহা কেবল পঙ্গু, অন্ধ প্রভৃতি কর্ম্মে অক্ষম ব্যক্তিদিগের জন্য।

জৈমিনির এই মত পরবর্ত্তী সূত্রে শ্রীমদ্বেদব্যাস খণ্ডন করিবেন।

যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও গৃহাশ্রমীর অনুষ্ঠেয় কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাস আশ্রমের কোন সার্থকতা থাকে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥" (ভাঃ ১।৫।১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেত স সত্তমঃ॥"
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীঃ ১৮।৬৬)॥ ১৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং তস্য বাক্যস্য জৈমিনিমতানুসারেণ সদাচারবিধিত্বমুক্ত্বাথ স্বমতে যথেচ্ছকরণানুজ্ঞাং তাবৎ তদর্থং দর্শয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে 'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি বাক্যের জৈমিনির মতানুসারে সদাচার-বিধিত্ব বলিয়া এক্ষণে বাদরায়ণ স্বমতে যথেচ্ছাচরণের অনুমতি ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য অর্থ দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—এবমিতি। তস্য তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকস্য।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'এবমিত্যাদি'—তস্য বাক্যস্য—'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি বাক্যের।

সূত্রম্—অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥

সূত্রার্থ—অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই বিদ্বান্ ইচ্ছানুসারে কিছু আচরণ করিবেন, আবার কিছু করিবেন না, ইহা ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসের অভিমত, প্রমাণ এই—'সাম্যশ্রুতেঃ'। যাহাই করুক অথবা না করুক, যে কোন প্রকারে স্থিতি হইলেও ব্রহ্মবিদের সমান-অবস্থা, ইহা শ্রুত আছে এইজন্য ॥১৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অনুষ্ঠেয়মেব কর্ম্ম যথেচ্ছং কিঞ্চিচ্চরণীয়ং কিঞ্চিচ্চ নেতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? সাম্যশ্রুতেঃ। "কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" ইতি শ্রুত্যা কেনাপি প্রকারেণ বৃত্তাবপি জ্ঞানিনঃ সাম্যশ্রবণাদিত্যর্থঃ। জৈমিনিমতেন সর্ব্বচরণপক্ষে সাম্যোক্তিরনুবাদমাত্রং স্যাৎ বিহিতকর্ম্মণাং সর্ব্বেষাং চরণে সাম্যসম্ভবাৎ। কেষাঞ্চিৎ পরিত্যাগেঽপি সাম্যোক্তিরসম্ভবনিবৃত্ত্যর্থত্বাদুপপদ্যত ইতি। কর্ম্মপরামর্শস্য সনিষ্ঠবিষয়ত্বাদবিজ্ঞমাদায় বীরঘাতশ্রুত্যুপপত্তেশ্চ চোদ্যং পরিহৃতম্। ন চ ত্যাগশ্রুতেরশক্তবিষয়তা তদ্বোধকপদাভাবাৎ "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া" ইত্যাদৌ মুক্ত্যসাধনতয়া তত্ত্যাগাবগমাচ্চ ॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ—অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই বিদ্বান্ ইচ্ছানুসারে কিছু আচরণ করিবেন, আবার কিছু করিবেন না, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন। কারণ কি? 'সাম্যশ্রুতেঃ' যেহেতু কর্ম্ম না করিলেও শ্রুতি ব্রহ্মবিদের সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণের তুল্যাবস্থা বলিতেছেন—যথা শ্রুতিঃ 'কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ' কি লইয়া থাকিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ' —যাহাই করুন, তাহা দ্বারা কর্ম্মত্যাগী হইলেও ব্রহ্মবিদ্ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণের তুল্যই হইবেন। যেহেতু এই শ্রুতি দ্বারা যে কোনও প্রকারে অবস্থানেও ব্রহ্মবিদের সাম্য বোধিত হইতেছে। জৈমিনির মতে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানপক্ষে সাম্যকথন সম্ভবপর হয় না, অনুবাদমাত্র হইয়া পড়ে, কারণ যদি বিহিত সকল কর্ম্মের আচরণ হয়, তবে সাম্য থাকিবেই, উহা স্বতঃসিদ্ধ অতএব তাহার নির্দ্দেশ অনুবাদ হইয়া পড়ে; কিন্তু কতিপয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও যদি সাম্যোক্তি হয়, তবেই ঐ কথা সঙ্গত হয় অর্থাৎ বিধি হইতে পারে, কারণ ইহাতে সাম্যের অসম্ভবত্ব নিরাস হইতেছে। তবে যে সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ, উহা সনিষ্ঠকে—ব্রহ্মনিষ্ঠকে বিষয় করিয়া; আর বীরপুত্রঘাত-দোষের যে শ্রুতি আছে, উহা অজ্ঞ অর্থাৎ অব্রহ্মবিদের পক্ষে উপপন্ন হয়; অতএব ঐ আপত্তিও পরিহৃত হইল। আর এক কথা, কর্ম্মত্যাগ-শ্রুতিকে যে অসমর্থপক্ষে সঙ্গত করা হইয়াছে, ইহারও বোধক কোন পদ তথায় নাই। তদ্‌ব্যতীত 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্ম মুক্তির অসাধন-হেতু তাহার ত্যাগ বুঝাইতেছে ॥ ১৯ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনুষ্ঠেয়মিতি। সাম্যশ্রবণাদিতি। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽপি ব্রহ্মনিরতস্য সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্রা ব্রাহ্মণেন সহ তৌল্যোক্তেরিত্যর্থঃ। অসম্ভবেতি। সাম্যাসম্ভবনিরাসকত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মপরামর্শস্য কুর্ব্বন্নেবেহেতি-শ্রুতিবিহিতস্য। অবিজ্ঞমাদায়েতি। বীরঘাতশ্রুতেরজ্ঞানাদগ্ন্যুদ্বাসনোক্ততাহি-তাগ্নিদ্বিজবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। অশক্তবিষয়তা পঙ্গ্বাদ্যপদেশ্যকতা ॥১৯॥

টীকানুবাদ—'অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'জ্ঞানিনঃ সাম্যশ্রবণাৎ' ইতি কিছু কিছু কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণের সহিত তুল্যতার উক্তিহেতু সাম্য। 'অসম্ভবনিবৃত্ত্যর্থকত্বাদিতি'—সাম্যের অসম্ভবকত্ব নিরাস করায় ঐ উক্তি উপপন্ন। 'কর্ম্মপরামর্শস্যেতি'—'কুর্ব্বন্নেবে-

হকর্ম্মাণি'—ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জ্ঞাত কর্ম্মানুষ্ঠানের 'অবিজ্ঞমাদায়েতি' অবিজ্ঞের পক্ষে বীরপুত্র-ঘাতদোষশ্রুতি, অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ যে আহিতাগ্নি প্রণীত অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত, এতাদৃশ ব্রাহ্মণের পক্ষে জানিবে। 'ন চেতি' —অশক্তবিষয়তা—কর্ম্মে অসমর্থ পঙ্গু প্রভৃতি ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া কর্ম্ম-ত্যাগবিধি, ইহা বলা চলে না ॥১৯॥

সিদ্ধান্তকণা—জৈমিনির পূর্ব্বোক্ত মতের উপর সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি বিহিত কর্ম্মের যথেচ্ছ আচরণ করিবেন—ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন। কারণ বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের সম্বন্ধে কিছু করা, বা না করা-বিষয়ে শ্রুতি সাম্যই ঘোষণা করিতেছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—"কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" (বৃঃ ৩।৫।১) অর্থাৎ কি প্রকারে থাকিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায়—যে প্রকারেই থাকুন, যাহাই করুন, তদ্দ্বারা কর্ম্মত্যাগী হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাম্যই শ্রুত হয়।

কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণপক্ষে এবং বীরঘাত-শ্রুতি অবিজ্ঞ-জনপক্ষেই উপপন্ন হইয়া থাকে। আর জৈমিনি যে বলেন, ত্যাগ-শ্রুতি কেবল পঙ্গু প্রভৃতি অশক্ত-ব্যক্তিপক্ষে, ইহা ঠিক নহে; কারণ 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না বলিয়া উহা ত্যাগেরই উপদেশ বুঝা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।২০)

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

শ্রীগীতায় পাই,—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥" (গীঃ ৩।১৭-১৮)

শ্রীনিম্বার্কের বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ-ভাষ্যে পাই,—

গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্যানুবাদবাক্যে তুল্যত্বশ্রবণাত্তদনুষ্ঠেয়মিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় আশ্রমান্তর অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমও অনুষ্ঠেয়, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন। শ্রুতিসাম্যই ইহার কারণ। শ্রুতিতে গৃহস্থাশ্রমের যেরূপ উপাদেয়তা অভিমত, সেইরূপ আশ্রমান্তরের সম্বন্ধেও উপাদেয়তা-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'শ্রী'-ভাষ্য দ্রষ্টব্য॥১৯॥

সূত্রম্—বিধির্বা ধারণবৎ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ—অথবা 'কেন স্যাৎ যেন স্যাত্তেনেদৃশঃ' ইহা বেদ-গ্রহণের মত ব্রহ্মবিদ্-বিষয়ক বিধি বলিব॥২০॥

গোবিন্দভাষ্যম্—কেন স্যাদিত্যাদিকো বিধির্বা জ্ঞানিবিষয়ঃ ধারণবৎ। যথা বেদধারণং ত্রৈবর্ণিকানাং বিধীয়তে এবং কেন স্যাদিতি যথেচ্ছং কর্ম্মাচরণং জ্ঞানিনামেব পরিনিষ্ঠিতানাং বিধীয়তে নান্যেষামিত্যর্থঃ। "শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়াচরেৎ। অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ" ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—'কেন স্যাৎ' ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মবিদ্‌বিষয়ক বিধি বলিতে পারি, যেমন বেদ-গ্রহণের বিধি আছে, সেই প্রকার। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পক্ষে যেমন বেদগ্রহণ-বিধি আছে, এইরূপ 'কেন স্যাৎ' কি কর্ম্ম লইয়া বেদবিৎ থাকিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে—যথেচ্ছভাবে কর্ম্মাচরণ পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানিগণের পক্ষেই বিহিত হইতেছে, অপরের পক্ষে নহে। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা—শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধি, স্নান ও আচমন জ্ঞানীব্যক্তি বিধিবাক্যের প্রেরণাবশতঃ আচরণ করিবেন না, এইরূপ অন্য সমস্ত নিয়মও তাঁহাদের তদ্রূপ বিধি-বাক্যানুসৃত নহে, কিন্তু লীলাস্বরূপ অর্থাৎ কামচার, যেমন ঈশ্বর আমি লীলারূপে সমস্ত কার্য্য করি ॥২০॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিধির্বেতি। ত্রৈবর্ণিকানামিতি। অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপ-নয়ীত তমধ্যাপয়েদিত্যাদিশ্রুত্যা তেষাং বেদাধ্যয়নং যথা বিধীয়তে তদ্বদি-ত্যর্থঃ। শৌচমিতি শ্রীভাগবতে। ব্রহ্মানুভবোত্তরং তেষাং কর্ম্মানুষ্ঠানং লীলারূপমিত্যর্থঃ। ন তু চোদনয়েতি কিন্তু লোকসংজিঘৃক্ষয়ৈবেত্যর্থঃ ॥২০॥

টীকানুবাদ—'বিধির্বেতি' সূত্রে, 'ত্রৈবর্ণিকানামিতি'ভাষ্যে। শ্রুতিতে আছে—অষ্টমবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমারকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে বেদ অধ্যাপনা করিবে ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যেমন তাহাদের বেদাধ্যয়ন বিহিত হইতেছে, তদ্রূপ ইহাও একটি বিধি। 'শৌচমাচমনমিত্যাদি' শ্লোকটি ভাগবতধৃত। ইহার তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের পর ব্রহ্মবিদ্‌দিগের কর্ম্মানুষ্ঠান লীলাস্বরূপ অর্থাৎ কামচার, (স্বেচ্ছাচরণ) ইহা বিধিবাক্য দ্বারা বোধিত নহে, কিন্তু লোক-সংগ্রহের ইচ্ছাবশেই। তাঁহাদের কর্ম্মা-চরণ দেখিয়া লোকেও তদনুসারে কর্ম্ম করিবে, এই বুদ্ধিতে; নতুবা কর্ম্মত্যাগ করিবে। ২০ ।

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যেরূপ বেদ-গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার "কেন স্যাৎ যেন স্যাত্তেনেদৃশঃ" (বৃঃ ৩।৫।১) ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত বিধিও পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞদিগের পক্ষে বুঝিতে হইবে; অন্যের পক্ষে অর্থাৎ অসমর্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নহে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সন্ন্যাসের বিধি দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র কর্ম্ম পরামর্শ দেওয়া হয় নাই। যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র-যাগের বিধান বৈরাগ্যহীন ব্যক্তিগণের পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়াচরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৮।৩৬)

"প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ।
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ত্ততে॥"

(ভাঃ ১১।১১।১২-১৩)

শ্রীমধ্বভাষ্যেও পাই,—

"কেন স্যাদ্ যেন স্যাদিতি বিধির্ব্বা। যথা বেদধারণং ত্রৈবর্ণিকানাং বিহিতং নান্যেষাম্। এবং স্বমতানুসারিণী প্রবৃত্তির্জ্ঞানিনাং বিহিতা। ন তত্রাধর্ম্মশঙ্কা কার্য্যা নান্যেষামিতি বা, স্বেচ্ছয়ৈব প্রবৃত্তিস্তু ব্রহ্মণো বিধিনোদিতা। নাশঙ্কং তন্মতং ক্বাপি বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষচোদনা। ইতরেষাং ন বিহিতা স্বেচ্ছাবৃত্তিঃ কথঞ্চনেতি হি ব্রাহ্মে।"

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—'এখানে সূত্রস্থ—'বা'-শব্দটির অর্থ অবধারণ। কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণিত ধারণের ন্যায় এইটিও আশ্রমান্তর-সম্বন্ধে নিশ্চিত বিধি। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—অপ্রাপ্ত-বিষয়ে উক্তি কখনই অনুবাদ সম্ভব নহে, সুতরাং এ-স্থলে বিধিই আশ্রয়ণীয়। জাবালোপনিষদে পাওয়া যায়—ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অথবা সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বা বানপ্রস্থ হইতে অক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, মূলকথা—যেদিন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেইদিনই প্রব্রজ্যা স্বীকার করিবে, এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও যেন নাই মনে করিয়া, অন্যপর বাক্যগুলিতেও সন্ন্যাস-

আশ্রমপ্রাপ্তির অবশ্য আশ্রয়তা উপপাদিত হইল। এইরূপ আশ্রমান্তর বিধান থাকায় ঋণ-শ্রুতি, যাবজ্জীব-শ্রুতি এবং অপবাদ-শ্রুতি অবিরক্ত লোকের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। ঊর্দ্ধরেতাদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকায় বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়, ইহাই সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত হইল।'

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"বিধিরেবাস্তি যথাদিষ্টাগ্নিহোত্রে শ্রূয়তে, "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি দেবেভ্যো ধারয়তি" ইতি বাক্যং ভিত্তোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাদ্বিধীয়তে, তদ্বৎ" ॥ ২০ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উক্তমাক্ষিপ্য সমাদধাতি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ঐ কথার আপত্তি করিয়া সূত্রকার সমাধান করিতেছেন—

সূত্রম্—স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ—ব্রহ্মবিদের ইহা অর্থবাদ—প্রশংসামাত্র, ইহা বিধি নহে ; যেহেতু জ্ঞানীর কর্ম্মবিধি স্বীকার করা হইয়াছে, এই যদি বল, তাহা নহে ; ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইচ্ছামত কর্ম্মাচরণ অপূর্ব্ববিধি, স্তুতিমাত্র নহে ॥২১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—জ্ঞানিনঃ স্তুতিমাত্রমেবৈতৎ ন তু বিধিঃ। যথা প্রীতিপাত্রং কঞ্চিৎ প্রত্যুচ্যতে যথেষ্টং কুর্ব্বিতি তেন তস্য স্তুতিরেব স্যাৎ ন তু যথেষ্টকৃতিবিধানং তথৈতদপি, জ্ঞানিনোঽপি কর্ম্মবিধিস্বীকারাদিতি চেন্ন। কুতঃ ? অপূর্ব্বত্বাৎ। ব্রহ্মানুভবিনি যথেষ্টং কর্ম্মাচারস্য অপূর্ব্ববিধিত্বাৎ ন স্তুতিমাত্রং তদিত্যর্থঃ ॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ইহা জ্ঞানীর প্রশংসামাত্র, বিধি নহে ; দৃষ্টান্ত—যেমন কোন ভালবাসার পাত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়—তুমি

যাহা ইচ্ছা কর, এই বাক্যদ্বারা সেই প্রীতিপাত্রের প্রশংসাই করা হয়, তদ্ব্যতীত তাহার প্রতি যথেষ্ট কর্ম্মাচরণের বিধান বুঝায় না, সেইপ্রকার 'জ্ঞানী যথেচ্ছং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' ইহা প্রশংসাবাক্য, বিধি নহে, এই যদি বল, তাহা নহে, যেহেতু ইহা অপূর্ব্ববিধি ; কারণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারীতে যথেচ্ছ-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত হইতেছে, ইহা প্রাপ্ত নহে, অতএব ইহা স্তুতিমাত্র নহে, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্তুতিমাত্রমিতি। জ্ঞানী যথেচ্ছং কর্ম্ম কুর্য্যাদিতি প্রশংসৈবেয়ং ন তু বিধিঃ। তস্যাপি কুর্ব্বন্নেবেহেতি নিয়মেন কর্ম্মবিধানাদিতি চেন্ন। যথেচ্ছকর্ম্মাচারস্য বাক্যান্তরেণাপ্রাপ্তেরপূর্ব্ববিধিত্বাৎ। বিধিস্ত্রিবিধঃ অপূর্ব্ববিধির্নিয়মবিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিশ্চেতি। তদুক্তম্—বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়ত ইতি। মানান্তরেণাত্যন্তাপ্রাপ্তস্য বিধিরপূর্ব্ববিধিঃ। যথাহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ইতি জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকাম ইতি চ। অত্র সন্ধ্যাদেঃ শাস্ত্রতো রাগতঃ ন্যায়তো বা ক্বচিদপ্যপ্রাপ্তেঃ। জ্যোতিষ্টোমযাজকস্য স্বর্গার্থত্বমনেনৈব বিধিনা জ্ঞাতং ন মানান্তরেণ। পক্ষে অপ্রাপ্তস্য বিধির্নিয়মবিধিঃ। যথা ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ ইতি ব্রীহীনবহন্তীতি চ। ইহ বিধেয়স্য ভার্য্যাভিগমনস্য রাগতঃ প্রাপ্তাবপি রাগাভাবাৎ পক্ষতোঽপ্রাপ্তে নিয়মবিধিঃ। এবং বিতুষীভাবস্য নখবিদলনেনাপি সিদ্ধেঃ পক্ষেঽপ্রাপ্তোঽবঘাতোঽনেন বিধীয়তে। অপ্রাপ্তাংশপূরণাত্মকো নিয়মোঽত্র বাক্যার্থঃ। বিধেয়তৎপ্রতিপক্ষয়োরুভয়োঃ সহ প্রাপ্তাবন্যনিবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ। যথা পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইতি। ন চেদং ভক্ষণপরং তস্য রাগতঃ প্রাপ্তেঃ। ন চ নিয়মপরং পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণস্য যুগপৎ প্রাপ্তেঃ পক্ষপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। কিন্তপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিপরমেবেতি ভবতি পরিসংখ্যাবিধিরিতি ॥২১॥

টীকানুবাদ—'স্তুতিমাত্রমিত্যাদি' সূত্রে—পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—জ্ঞানী যথেচ্ছভাবে কর্ম্ম করিবেন, ইহা জ্ঞানীর প্রশংসাই, বিধি নহে। যদি বল, 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ' এই বাক্য দ্বারা নিয়মানুসারে কর্ম্মের বিধান রহিয়াছে তবে প্রশংসাবাক্য হইবে কিরূপে ? তাহা নহে—যথেচ্ছ-

ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান অন্যবাক্য দ্বারা অপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা অর্থবাদ নহে, কিন্তু উৎপত্তি-বিধি বা অপূর্ব্ববিধি। বিধি তিন প্রকার—যথা অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। তাহাই স্বরূপতঃ ও লক্ষণতঃ বলিয়াছেন—'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ' ইত্যাদি একান্তভাবে অর্থাৎ বাক্যান্তরে ও রাগতঃ যাহা জ্ঞাত নহে, তাহার বিধান বা ব্যবস্থা হইলে উৎপত্তিবিধি হয়। রাগতঃ প্রাপ্তবস্তুর রাগাভাবে (ইচ্ছার অভাবে) অবোধন হইলে তাহার বোধক বাক্য—নিয়মবিধি, আর বিধেয় এবং অবিধেয় এই উভয়ের এক সঙ্গে প্রাপ্তি হইলে যে ইতরনিবারক বাক্য, উহা পরিসংখ্যাবিধি। ইহাদের বিশদার্থ এই—অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা একান্তভাবে অপ্রাপ্ত-বিষয়ের বিধি অপূর্ব্ব-বিধি বা উৎপত্তিবিধি; যেমন 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই বাক্যটি এবং 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ' এই বাক্যটি অপূর্ব্ববিধি; কারণ প্রতি-দিন সন্ধ্যানুষ্ঠান এই বাক্য ব্যতীত ও রাগতঃ (ইচ্ছানুসারে) অথবা যুক্তি-অনুসারে কোন প্রকারে প্রাপ্ত নহে। এইরূপ জ্যোতিষ্টোম-যাগবোধক বাক্য যে স্বর্গফলপ্রদ, ইহা অন্য বাক্যদ্বারা জ্ঞাত নহে—কেবল এই বিধিবাক্য দ্বারাই জ্ঞাত এবং 'কষ্টংকর্ম্ম' ইতি ন্যায়াৎ যেহেতু কর্ম্মমাত্রই কষ্টকর, অতএব রাগতঃ তাহাতে প্রবৃত্তিও হয় না ও স্বর্গফলদান-বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও নাই, সুতরাং তাহার বোধক ঐ বাক্য অপূর্ব্ববিধি। পক্ষে—অর্থাৎ রুচির অভাবপক্ষে অপ্রাপ্ত-বিষয়ের বিধান নিয়মবিধি। যেমন 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' —ঋতুকালে স্বকীয় ভার্য্যাতে গমন করিবে, ইহা রুচি-অনুসারে প্রাপ্ত, কিন্তু রুচি না থাকিলে ঋতুতে ভার্য্যাগমন যে করণীয়, ইহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত নহে; তাহার বোধ করায় ঐ বিধি—নিয়মবিধি। এইরূপ 'ব্রীহীনবহন্তি' ধান্যকে মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া তুষহীন করিবে, এখানে নখ দ্বারা বিতুষীকরণ প্রাপ্ত, কিন্তু তদভাব-পক্ষে উহা অপ্রাপ্ত, উহার বোধ করায় উহা নিয়মবিধি। এখানে অপ্রাপ্ত-অংশের পূরণাত্মক নিয়ম বাক্যার্থ। যাহা বিধেয় এবং তাহার প্রতিপক্ষ—এই দুইটির একসঙ্গে প্রাপ্তিস্থলে যাহা বিধায়কও নহে এবং নিয়ামকও নহে, সে-স্থলে যে অন্যনিবৃত্তি-বোধ করাইয়া দেয়, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি। যেমন 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' শশক, শজারু, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম্ম পঞ্চনখবিশিষ্ট—এই পাঁচটি প্রাণী ভক্ষণীয়, এই বিধি রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় উৎপত্তিবাক্য নহে এবং এই

পাঁচ প্রাণী-ভিন্ন পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণও একসঙ্গে রাগতঃ প্রাপ্ত, অতএব রুচির অভাবে যে অপঞ্চনখ-ভক্ষণ অপ্রাপ্ত হইবে, তাহাও নহে, কারণ উহাও রাগতঃ প্রাপ্ত, অতএব নিয়মবিধি হইতে পারে না, তবে কি হইবে? বিধিবোধক ণ্যৎ প্রত্যয় ভক্ষ্য-পদে রহিয়াছে এই সঙ্গতির জন্য উক্ত পাঁচটি প্রাণী ব্যতীত পঞ্চনখ-ভক্ষণের নিবৃত্তিবোধক এই বাক্য, এইজন্য পরিসংখ্যাবিধি ॥ ২১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, জ্ঞানী যথেচ্ছ কর্ম্ম করিবেন, —এই কথা স্তুতিমাত্র, উহা বিধি নহে; এই জন্যই সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে উক্ত আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, না, তাহা বলা চলে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানীর পক্ষে অপ্রাপ্ত উক্ত যথেচ্ছ কর্ম্মাচার একটি অপূর্ব্ববিধি।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় টীকায় ত্রিবিধ বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যাবিধি। তন্মধ্যে অত্যন্ত অপ্রাপ্তের বিধিকে অপূর্ব্ববিধি বলা হয়। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূক্ষ্মা টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কভু নহে মন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩৭)

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাওয়া যায়,—

'ছান্দোগ্যে আছে—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ" (ছাঃ ১।১।৩) এ-স্থলে বিষয় এই যে, এই জাতীয় বাক্যগুলি কি ক্রতুর অবয়বভূত উদ্গীথাদির স্তুতিমাত্রপর? অথবা উদ্গীথাদিতে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানের

জন্য ? এ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের স্তুতিমাত্রবাদের উত্তরে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, না, উহা স্তুতিপর বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অপূর্ব্বত্বহেতু অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করা হয় নাই অতএব ক্রতুর বীর্য্যবত্তরত্বাদি ফলসিদ্ধির নিমিত্ত উদ্‌গীথাদিতে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানই ন্যায্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"স্তুতিমাত্রমেব স্বেচ্ছাচরণং ন বিধিঃ। তৈরপি সামান্যবিধিস্বীকারাদিতি চেৎ। নাপূর্ব্ববত্বাৎ পরবশত্বাৎ। সর্ব্ববিধ্যতিক্রমেণ স্তুতিমাত্রবিষয়ত্বং পরব্রহ্মণ এব হি। 'বিধীনাং বিধয়াস্ত্বন্যে ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছয়া কৃতৌ। পরস্য ব্রহ্মণো হ্যেব সর্ব্ববিধ্যতিদূরত ইতি' হি ব্রহ্মতর্কে।" ॥২১॥

সূত্রম্—ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ—মুণ্ডকোপনিষদে ভাব অর্থাৎ রতিবাচক শব্দযুক্ত বাক্য হইতেও বুঝা যায় যে, পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মরত ব্যক্তির সময়াভাবহেতু কেবল লোকসংগ্রহার্থ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া মুক্তিপ্রদ ॥২২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মুণ্ডকে "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" ইতি ভাববাচকশব্দোপেতাৎ বাক্যাদিত্যর্থঃ। ভাবো রতিঃ প্রেমা চেতি পর্য্যায়শব্দাঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মরতস্য পরিনিষ্ঠিতস্য তৎসময়ালাভাৎ লোকসংগ্রহায়ৈব কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ—মুণ্ডকোপনিষদে ধৃত—'প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি… ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' এই শ্রীহরি প্রাণস্বরূপ, তিনি সকল প্রাণীর সহিত প্রকাশ পাইতেছেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠান—এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি প্রাণীদিগের উদ্বেগজনক হইবেন না। তিনি সেই শ্রীহরির সাঙ্গোপাঙ্গ-

সহিত ক্রীড়া করিবেন, শ্রীহরির গুণেই নিমগ্ন-চিত্ত থাকিবেন এবং অবসর-মত নিত্য ক্রিয়ানুষ্ঠায়ী হইবেন। এই ভাববাচক শব্দযুক্ত বাক্য হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিদের কর্ম্মানুষ্ঠানে সময়ের অভাব। ভাব, রতি ও প্রেম এক পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। এখানে 'আত্মরতিঃ' শব্দটির অন্তর্গত 'রতি' শব্দটিই ভাববাচক। ভাবার্থ এই—ব্রহ্মে রতিসম্পন্ন পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় লাভ না হওয়ায় কেবল লোক-সংগ্রহের জন্যই কোনরূপে যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা—কর্ম্মনিরপেক্ষা ॥২২॥

সূক্ষ্মা টীকা—ভাবশব্দাদিতি। প্রাণো হীতি। প্রাণো হরিঃ সর্ব্বভূতৈঃ সহ বিভাতি সর্ব্বাধিষ্ঠানং স ইত্যর্থঃ। এবং বিজানন্ বিদ্বান্নাতিবাদী ভূতোদ্বেজকো ন ভবেদিতি পরনিন্দাবিদ্বেষয়োরভাবেন শমাদিমানিত্যর্থঃ। আত্মক্রীড়স্তৎপরিকরৈঃ সহ তৎক্রীড়াসাধকঃ। আত্মরতিস্তদ্গুণনিমগ্নমনাঃ। ক্রিয়াবান্ গৌণকালে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ॥২২॥

টীকানুবাদ—'ভাবশব্দাদিতি' সূত্রে। প্রাণোহীত্যাদি শ্রুতি। ইহার অর্থ—প্রাণ অর্থাৎ শ্রীহরি—সকল প্রাণীর সহিত প্রকাশ পাইতেছেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠান। এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি কোন প্রাণীর উদ্বেগ-জনক হইবেন না অর্থাৎ পরনিন্দা পরবিদ্বেষ ছাড়িয়া শমাদিমান্ হইবেন। আত্মক্রীড় ইতি ভগবানের পারিষদগণের সহিত তাঁহার ক্রীড়ার নির্ব্বাহক এবং আত্মরতি অর্থাৎ তাঁহার গুণে নিমগ্নচিত্ত থাকিবেন, গৌণকালে নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইবেন ॥২২॥

সিদ্ধান্তকণা—সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে ভাব-বাচক অর্থাৎ রতিবাচক শব্দ থাকায়, ব্রহ্মরত পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানীদিগের সময়া-ভাববশতঃ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষভাবেই মুক্তিপ্রদ।

ভাববাচক শ্রুতি,—

"প্রাণো হ্যেষ···এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" (মুণ্ডক ৩।১।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়াচরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৮।৩৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যথা বিধানমপরে বিধির্ভাবে প্রজায়তে। ব্রহ্মণঃ পরমস্যৈব সর্ব্ববিধ্যতিদূরত ইতি হি চতুর্ব্বশ্রুতৌ।" ॥২২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদিকং বিস্ফুটার্থম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথ প্রকারান্তরেণ' ইত্যাদি ভাষ্যার্থ সুস্পষ্টই।

সূত্রম্—পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ—যে সকল শ্রুতি উপাখ্যান দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করিতেছেন, সেই সকল শ্রুতি পারিপ্লবের জন্য, এই যদি বল, তাহা নহে, যেহেতু কতিপয় উপাখ্যান পারিপ্লব-নামে বিশেষিত, কিন্তু বেদান্তের সকল উপাখ্যান কর্ম্মাঙ্গ নহে ॥২৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বৃহদারণ্যকাদিষু "অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ" ইতি। "ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" ইতি। "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম" ইতি, "জানশ্রুতির্হ

পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস" ইতি চৈবমাদিভিরুপাখ্যানৈঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপ্যতে। তাশ্চ পারিপ্লবার্থা উত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থা ইতি বীক্ষায়াং পারিপ্লবার্থা ইতি বিজ্ঞায়তে সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবে শংসন্তীতি শ্রবণাৎ। শংসনে চ শব্দমাত্রস্য প্রাধান্যেনার্থজ্ঞানস্য অতথাত্বাদাখ্যানপ্রতিপন্না ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্রার্থবাদার্থবদপ্রযোজিকৈবেতি কর্ম্মশেষতা তস্যা নাখ্যাতুং শক্যাতঃ প্রধানতা তু সুদূরোৎসারিতা ধর্ম্মিণ এবাসিদ্ধেরিতি চেন্ন। কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ। পারিপ্লবমাচক্ষীতেতি প্রকৃত্য তত্র প্রথমেঽহনি মনুর্বৈবস্বতো রাজেতি দ্বিতীয়েঽহনীন্দ্রো বৈবস্বতো রাজেতি তৃতীয়েঽহনি যমো বৈবস্বতো রাজেত্যাখ্যানবিশেষাস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যন্তে। তত্রাখ্যানসামান্যগ্রহে দিবসবিশেষে আখ্যানবিশেষবিধিরনর্থকঃ স্যাৎ। ততশ্চ সর্ব্বাণীতি তৎপ্রকরণপঠিতান্যেব জ্ঞেয়ানি। তস্মাৎ বেদান্তাখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি নেত্যর্থঃ॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে বর্ণিত কতিপয় উপাখ্যান দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করিতেছেন, যথা—অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য…মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ' যাজ্ঞবল্ক্য মুনির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী-নাম্নী দুইটি পত্নী ছিলেন ইত্যাদি। 'ভৃগুর্বৈ…ব্রহ্মেতি' বরুণের পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন ইত্যাদি। 'প্রতর্দ্দনো…ধামোপজগাম'—দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়স্থানে গিয়াছিল ইত্যাদি। 'জানশ্রুতিহ…বহুপাক্য আস' জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ বহু লোককে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিত, বহু দানরত ছিল এবং বহু লোককে ভোজন করাইত ইত্যাদি উপাখ্যান দ্বারা শ্রুতিগুলি ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করিতেছেন। তাহাতে সংশয়—এই শ্রুতিগুলি কি পারিপ্লবার্থ? অথবা ব্রহ্মবিদ্যা-জ্ঞানার্থ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—ইহারা পারিপ্লবার্থ বলিয়া জানা যাইতেছে, যেহেতু সমস্ত উপাখ্যানগুলি পারিপ্লবের মধ্যে বলিতেছেন, এইরূপ শংসন শ্রুত আছে। শংসন-বিষয়ে শব্দমাত্রের প্রাধান্য, অর্থজ্ঞানের

প্রাধান্য নাই, অতএব আখ্যান দ্বারা বোধিত ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্র ও অর্থবাদের অর্থের মত অপ্রাধান্যবশতঃ প্রয়োজন-সাধিকা নহে, সুতরাং উহার (ব্রহ্ম-বিদ্যার) কর্ম্মাঙ্গতা প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না, বিদ্যার প্রধানত্ব-তো অতিদূরে উৎসারিত, কারণ মন্ত্র অর্থবাদের মত বেদান্ত-বর্ণিত উপাখ্যানগুলির বৈফল্যবশতঃ তাহার ফলীভূত ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ নিষ্পন্ন হইতেছে না। এই পূর্ব্বপক্ষীর মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—ইহা যদি বল, তাহা বলিতে পার না। কারণ ঐ শ্রুতিগুলি পারিপ্লব দ্বারা বিশেষিত। কিরূপ ? 'পারিপ্লবমাচক্ষীত' পারিপ্লব বলিবে—এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন, পরে সেই পারিপ্লবে প্রথম দিনে মনু বৈবস্বত রাজা, দ্বিতীয় দিনে ইন্দ্র বৈবস্বত রাজা, তৃতীয় দিনে যম বৈবস্বত রাজা—এই সকল উপাখ্যানবিশেষ সেই সেই পারিপ্লবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদি তাহাতে যে কোনও উপাখ্যান গ্রহণ করা হয়, তবে দিনবিশেষে বিভিন্ন উপাখ্যান-গ্রহণের নির্দ্দেশ বৃথা হয়। অতএব 'সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবে শংসন্তি' এই বাক্যবোধিত পারিপ্লবে সকল উপাখ্যান শংসন (কথন) বলিতে সেই প্রকরণে পঠিত উপাখ্যানগুলিই শংসনীয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই,—বেদান্তশাস্ত্রে যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত আছে, ইহারা সকলই পারিপ্লবে প্রয়োগার্হ নহে ॥২৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—পারিপ্লবার্থা ইতি। তাশ্চেতি। অত্রাপি পূর্ব্বেব সঙ্গতি-র্বোধ্যা। স্বপ্রভাবেণ নিখিলপ্রত্যবায়বিনাশিত্বাৎ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যেতি পূর্ব্ব-মুক্তম্। তন্ন যুজ্যতে। আখ্যানপ্রতিপন্নায়াস্তস্যাঃ পারিপ্লবার্থায়াঃ কর্ম্মাঙ্গ-ত্বাযোগেন স্বাতন্ত্র্যবার্ত্তায়াঃ সুদূরাপাস্তত্বাদিত্যাক্ষিপ্য তত্র সমাধানাৎ। পূর্ব্ব-পক্ষে পুমর্থহেতুত্বাসিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে তু তৎসিদ্ধিরিতি বোধ্যম্। পারি-প্লবার্থা ইতি। অশ্বমেধে পুত্রাদিপরিবৃতায় যজমানায় রাজ্ঞে নানাবিধকথা-কথনং পারিপ্লবশব্দেনাভিধীয়তে। তদর্থা এব বেদান্তকথা অপীতি পূর্ব্বপক্ষা-ভিপ্রায়ঃ। অতথাত্বাদিতি অপ্রাধান্যাদিত্যর্থঃ। অপ্রযোজিকা প্রয়োজন-সাধিকা নেত্যর্থঃ। তস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ। ধর্ম্মিণ এবাসিদ্ধেরিতি। মন্ত্রার্থ-বাদভাগবদ্বেদান্তোপাখ্যানানামপি নৈরর্থক্যেন তদর্থভূতায়া বিদ্যায়াঃ স্বরূপা-নিষ্পত্তেরিত্যর্থঃ। সমাধত্তে বিশেষিতত্বাদিতি। পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যুপক্রম্য মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যাদিবাক্যশেষে কাসাঞ্চিদেব কথানাং পারিপ্লবশব্দেন

বিশেষিতত্বাৎ ন বেদান্তকথানাং তচ্ছেষত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চাখ্যানবিলক্ষণা অপি কেনৈতরেয়কাদয়ো বেদান্তাঃ সন্তি তেষাং তচ্ছেষত্বশঙ্কাপি ন শক্যা কর্ত্তুমতো বিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থা এব সর্ব্বে তে ইতি ॥২৩॥

টীকানুবাদ—'পারিপ্লবার্থা' ইতীত্যাদি সূত্রে। 'তাশ্চ পারিপ্লবার্থা' ইত্যাদি ভাষ্যে। এই অধিকরণেও পূর্ব্বাধিকরণের সঙ্গতির মত সঙ্গতি (আক্ষেপ) বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা নিজপ্রভাবে নিখিল প্রত্যবায় নাশ করে, এ-জন্য উহা কর্ম্মনিরপেক্ষ। এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উপাখ্যান দ্বারা জ্ঞাত পারিপ্লবার্থ ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, এই বলিয়া যে তাহার স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হইয়াছে, উহা সুদূরপরাহত অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিদ্যা পারিপ্লবার্থ, তাহা কর্ম্মনিরপেক্ষ কিরূপে হইল? এই পূর্ব্বপক্ষীর আক্ষেপের সমাধানহেতু ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি জ্ঞাতব্য। পূর্ব্বপক্ষীর মতে ব্রহ্মবিদ্যার পুরুষার্থ-সাধনত্ব অসিদ্ধ, ইহা ফল। সিদ্ধান্তীর মতে পুরুষার্থ-সাধনত্ব সিদ্ধ, এই সিদ্ধান্ত; ইহা জ্ঞাতব্য। 'পারিপ্লবার্থা উত ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপত্ত্যর্থা' ইতি—অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্রাদি পরিবেষ্টিত ব্রতী রাজার নিকট যে নানাপ্রকার উপাখ্যান বর্ণন করা হয়, ইহা পারিপ্লব-শব্দের দ্বারা অভিহিত। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়, বেদান্তের উপাখ্যানগুলিও সেই পারিপ্লবার্থকই। 'অতথাত্বাৎ' অর্থাৎ অপ্রাধান্যহেতু, ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্র ও অর্থবাদের অর্থের মত অপ্রযোজিকা অর্থাৎ প্রয়োজন-সাধক (মুক্তিসাধক) নহে। 'তস্যা নাখ্যাতুং শক্যা' ইতি—তস্যাঃ—ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষতা-নিবন্ধন প্রধানত্ব সুদূরপরাহত, কারণ 'ধর্ম্মিণ এবাসিদ্ধেরিতি'—মন্ত্র অর্থবাদাদি বেদ ভাগের মত বেদান্তোপাখ্যানগুলিরও নিরর্থকত্ব-হেতু তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যারও স্বরূপানিষ্পত্তি—এইজন্য। 'বিশেষিতত্বাৎ' এই হেতু দ্বারা সূত্রকার সেই পক্ষের সমাধান করিতেছেন। 'পারিপ্লবমাচক্ষীত' পারিপ্লব-উপাখ্যান বর্ণনা করিবে—এই বিধির উপক্রমে 'মনুর্বৈবস্বতো রাজা' ইত্যাদি যে বাক্যশেষগুলি বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় উপাখ্যান পারিপ্লব-শব্দের দ্বারা বিশেষিত অর্থাৎ সেই সেই উপাখ্যানগুলিই পারিপ্লব-শব্দদ্বারা বোধ্য। তদ্ভিন্ন বেদান্তবর্ণিত উপাখ্যানমাত্র পারিপ্লবের অঙ্গ নহে। আর এক কথা—কেনোপনিষদ্,

ঐতরেয়োপনিষদ্ প্রভৃতি যে বেদান্তগুলি আছে, তাহাদের পারিপ্লবাঙ্গত্ব-শঙ্কাও করা যায় না, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্যই সমস্ত বেদান্ত—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥২৩॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে সূত্রকার অন্য একপ্রকার আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন যে, কেহ যদি বলেন—যেহেতু বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে কতিপয় উপাখ্যানের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে, সেইহেতু ঐ সকল শ্রুতি পারিপ্লবার্থ অর্থাৎ পারিপ্লব নামক কর্ম্মাঙ্গ বলিব। এই পূর্ব্বপক্ষে অসঙ্গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, পারিপ্লবার্থ হইতে পারে না; যেহেতু 'বিশেষিতত্বাৎ' অর্থাৎ কতিপয় উপাখ্যান পারিপ্লব-বিশিষ্ট এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা আছে। ঐ-স্থলে মনু প্রভৃতির আখ্যায়িকাগুলিকেই বিশেষ করিয়া পারিপ্লব প্রয়োগে বলা হইয়াছে, সামান্যতঃ সকল আখ্যানকে এক অর্থে গ্রহণ করিলে আখ্যানবিশেষের বিধি অনর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত-স্থলে 'সর্ব্ব' শব্দ সেই প্রকরণপঠিত উপাখ্যানগুলিই জানিতে হইবে। অতএব সমস্ত বেদান্ত-আখ্যান পারিপ্লবার্থক নহে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং চ মম প্রিয়ম্ ॥" (ভাঃ ১১।২১।৩৫)
"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥"
(ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"কেন স্যাদ্ যেন স্যাদিত্যাদয়ঃ স্থিরত্বনিবৃত্ত্যর্থা ইতি চেন্ন ত্রেধাহ বার জ্ঞানিনো বিধিনিয়তা অনিয়তাঃ স্বেচ্ছানিয়তা ইতি। বিধিনিয়তা মনুষ্যা অনিয়তা হি দেবা ব্রহ্মার স্বেচ্ছানিয়তমিতি গোপবনশ্রুতৌ বিশেষিতত্বাৎ।"

শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে পাই,—

"বেদান্তেষ্বাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবার্থা ইতি ন মন্তব্যম্। "পারিপ্লবমাচক্ষীত" ইত্যুক্ত্বা "মনুর্বৈবস্বতো রাজা" ইত্যাদিনা কাসাঞ্চিদ্বিশেষিতত্বাৎ" ॥২৩॥

সূত্রম্—তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ—সকল বেদান্তোপাখ্যান পারিপ্লবার্থক না হইলে তাহাদের সন্নিধিতে স্থিত ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপযোগী বলাই যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু 'এক-বাক্যতোপবন্ধাৎ'—একবাক্যতার অনুরোধে তাহাই উচিত ॥২৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তথাচ বেদান্তোপাখ্যানানামসতি পারিপ্লবার্থত্বে সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যুপযোগিত্বমেব ন্যায্যম্। কুতঃ? একেতি। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিসন্নিহিতবিদ্যাভিরেক-বাক্যতয়োপবন্ধাৎ। যথা "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদ্যুপাখ্যানানাং সন্নি-হিতকর্ম্মবিধেঃ স্তুত্যর্থতা ন তু পারিপ্লবার্থতা তথৈতেষাং সন্নি-হিতবিদ্যাস্তুত্যর্থতা স্যাৎ। অয়ং ভাবঃ। স্বতন্ত্রৈব পুমর্থহেতুর্বিদ্যা যদস্যাং মহান্তোঽপি মহতা প্রয়াসেন প্রবর্ত্তন্ত ইতি প্ররোচনোপ-যোগাৎ প্রজ্ঞাসৌকর্য্যোপযোগাচ্চোপাখ্যানরীত্যা বিদ্যোপদেশঃ। তেন চাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি শ্রুত্যনুগ্রহশ্চ। তথা চ স্বতন্ত্রা সেতি ॥২৪॥

ভাষ্যানুবাদ—অতএব বেদান্তোপাখ্যানগুলির পারিপ্লবার্থকতা না হইলে তাহাদিগকে সমীপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ কি? 'একবাক্যতোপবন্ধাৎ' ইহাতে উভয় বাক্যের

একবাক্যতা অর্থাৎ এক বিশিষ্টার্থকতা রক্ষিত হয়, এই জন্য। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বিদ্যোপদেশ ঐ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী উপাখ্যানের সমীপে বর্ত্তমান, সেই সকল বিদ্যোপদেশের সহিত ঐ উপাখ্যানগুলির একবাক্যতা স্থাপনহেতু। কথাটি এই—যেমন 'সোঽরোদীৎ' ইত্যাদি উপাখ্যানাত্মক অর্থবাদ বাক্যগুলির সন্নিহিত কর্ম্মবিধির প্রশংসার্থকতা পারিপ্লবার্থকতা নহে, সেইরূপ এই সকল উপাখ্যানেরও সমীপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থকতা (স্তুত্যর্থে বর্ণন) হইবে। ভাবার্থ এই—মুক্তিহেতু ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষই জানিবে, যেহেতু এই ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে মহৎব্যক্তিগণও মহাপ্রয়াস স্বীকার করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব সেই ব্রহ্মবিদ্যাতে প্ররোচনার জন্য ও সহজে প্রজ্ঞালাভের উদ্দেশে উপাখ্যান-পথ ধরিয়া বেদান্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' আচার্য্যের অনুগ্রহে লোকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে—এই বিধিবাক্যেরও পরিপোষণ হইল। অতএব সেই ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষা, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৪ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—পূর্ব্বোক্তরীত্যা বেদান্তোপাখ্যানানাং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থত্ব-পরিহারাৎ তৎসন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যুপযোগস্তেষাং ভবতীত্যাহ তথাচেতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদান্ত-বর্ণিত উপাখ্যানগুলির পারিপ্লবার্থকত্ব পরিহারহেতু সেইগুলির সমীপে উপদিষ্ট তাহাদের বিদ্যালাভের উপযোগিত্ব হইতেছে, এইরূপই তথাচ ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থ বলিতেছে ভাষ্যগ্রন্থের অর্থ সুস্পষ্ট ॥২৪॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত বিচারে যদি বেদান্তোপাখ্যান-সমূহের পারিপ্লবার্থকত্ব না হয়, তাহা হইলে সন্নিহিত বিদ্যাসমুদয়ের সহিত একবাক্যরূপে উপনিবদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের উপযোগী বলাই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ কর্ম্মনিরপেক্ষা। এইজন্যই মহৎ ব্যক্তিসমূহ মহান্ প্রয়াস স্বীকার পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মবিদ্যায় প্ররোচনা এবং প্রজ্ঞার সৌকর্য্যার্থ উপাখ্যান-রীতিতে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ শ্রুতিতে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবাস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ।" (ভাঃ ২।২।৩৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চা'হম্।" (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"এবং সতি বিধিবাক্যানাং স্বেচ্ছাবৃত্তিবাক্যানাঞ্চ সম্বন্ধো ভবতি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"এবং সতি 'অন্যাসাং দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বিধ্যেকবাক্যতয়োপবন্ধাৎ সম্বন্ধাৎ তা বিদ্যার্থাঃ" ॥২৪॥

সূত্রম্—অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥২৫॥

সূত্রার্থ—বিদ্যার কর্ম্ম-নিরপেক্ষতা প্রতিপাদনহেতু তাহার ফল-বিষয়ে অগ্নি-ইন্ধন (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) প্রভৃতি-সাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের কোন অপেক্ষা নাই ॥২৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অতো বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদনাদেব হেতোস্তস্যাঃ স্বফলে প্রকাশ্যেঽগ্নীন্ধনাদীনাং যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং নাস্ত্যপেক্ষেতি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ব্যুদাসঃ ॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ—অতঃ—এই বিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষতা-হেতু সেই বিদ্যার প্রকাশ্য ফল মুক্তিবিষয়ে অগ্নি-ইন্ধনাদি অর্থাৎ তৎসাধ্য-অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ভাবে মুক্তিসাধকতাবাদ নিরস্ত হইল ॥২৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ভ্রান্তিমপনয়ন্নাহ অতএবেতি। অত্রাগ্নীন্ধনশব্দেন তৎসাধ্যান্যগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্ত ইতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥২৫॥

টীকানুবাদ—তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সমুচ্চিতভাবে মুক্তি-সাধনত্ব হইতে পারে,—এই ভ্রম নিরাস করিয়া বলিতেছেন, 'অতএবেতি' সূত্রে। ইহাতে যে অগ্নীন্ধন-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দ্বারা অগ্নীন্ধন-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যাকারীরা বলেন ॥২৫॥

সিদ্ধান্তকণা—বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্ম্মনিরপেক্ষতা প্রতিপাদন-হেতু উহার ফল—মুক্তি-সম্বন্ধে অগ্নি-ইন্ধনাদি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের কোন অপেক্ষা নাই। এতদ্দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে যে মুক্তিলাভ হয়, —এইরূপ মতবাদও নিরস্ত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥" (ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)

শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

যেহেতু বিদ্যা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়, সেইহেতু অগ্নি-ইন্ধনাদি অর্থাৎ যজ্ঞার্থে অগ্নি-প্রজ্বালনাদি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়, সুতরাং বিদ্যার সিদ্ধিতে কর্ম্মের প্রয়োজনাভাব।

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" (ছাঃ ২।২।৩১) "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১) "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৬।৪।২২) "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (কঠ ১।২।১৫) ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যা আর অগ্নির আধানপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। কেবল স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্ম্মাপেক্ষা থাকে।

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যাদি শ্রুতেরূর্দ্ধরেতঃসু অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা বিদ্যা-ঽস্তি।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অতএব জ্ঞানস্য মোক্ষদানে নাগ্নিহোত্রাদ্যপেক্ষা। ব্রহ্মতর্কে চ "যেষাং জ্ঞানং সমুৎপন্নং তেষাং মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ। শুভকর্ম্মভিরাধিক্যং বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ। স্বেচ্ছানুবৃত্ত্যৈব ভবেদ্ ব্রহ্মণঃ প্রায়শস্তথা। দেবানামপি সর্ব্বেষাং বিশেষাদুত্তরোত্তরমিতি" ॥২৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ইত্থং বিদ্যাসামর্থ্যাদ্যভিধায় তদধিকারিণং লক্ষয়িতুমারভতে। "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি। "তস্মাদেবং-বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি চ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে। অত্র যজ্ঞাদি শমাদি চ বিদ্যাঙ্গতয়া প্রতীয়তে। তদুভয়মাবশ্যকং ন বেতি সংশয়ে "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদিষু গুরূপসত্ত্যৈব তদুৎপত্তিপ্রত্যয়ান্নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে বিদ্যার প্রভাব ও কর্ম্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বলিয়া এক্ষণে সেই বিদ্যার অধিকারী নিরূপণ করিবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন—বৃহদারণ্যকে শ্রুত হয় যে—'তমেতং বেদানুবচনেন …ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি', 'তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো…পশ্যেৎ' যেহেতু পরমাত্মাকে জানিলে পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সেই কারণে পরমাত্মবিৎ শম, দম, তিতিক্ষা, বিষয়বৈরাগ্যবান্ ও আচার্য্যবাক্যে শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন হইয়া স্বকীয় চিত্তমধ্যে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন। এই দুই শ্রুতিতে যজ্ঞাদি-কার্য্য ও শমদমাদি বিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এক্ষণে ইহাতে সংশয়,—যজ্ঞাদি ও শমদমাদি উভয় কর্ত্তব্য কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, দুই প্রয়োজন নাই, যেহেতু এক গুরুসেবাতেই বিদ্যালাভ হইয়া থাকে; শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' আচার্য্যবান্ পুরুষ বিদ্যা লাভ করেন। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ইত্থমিত্যাদি। স্বফলপ্রকাশনে কর্ম্মাণি বিদ্যা নাপেক্ষতে ইত্যুক্তং প্রাক্। স্বোৎপত্তাবপি তানি সা নাপেক্ষতাং স্বরূপ-শক্তিবৃত্তেস্তস্যাঃ স্বপ্রকাশত্বাদিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। বিদ্যার্থং যজ্ঞাদি

নানুষ্ঠেয়মিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে ত্ববশ্যং তদনুষ্ঠেয়মিতি বোধ্যম্। তস্মাদিতি। যস্মাৎ পরমাত্মানং বিদিত্বা পাপেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে তস্মাদেবংবিজ্জনঃ শ্রদ্ধাবিত্তঃ শান্তাদিশ্চ সন্ আত্মনি চিত্তে তমাত্মানং পশ্যেৎ ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। শ্রদ্ধাবিত্তঃ সুদৃঢ়শাস্ত্রবিশ্বাসঃ। মুখ্যং লক্ষণমেতৎ। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানমিতি স্মরণাৎ। শান্তো দান্ত ইতি। নির্জ্জিতবহিরন্তঃকরণঃ শান্তো হরিনিষ্ঠবুদ্ধিকঃ দান্তঃ নির্জ্জিতদ্বিবিধকরণ ইত্যপরে। উপরতো নিবৃত্তবিষয়রাগঃ। আত্মন্যেবেত্যেবকারো মানস্যাঃ প্রাধান্যং সূচয়তি। গুরূপসত্ত্যা গুরুসেবয়ৈব তদুৎপত্তিপ্রত্যয়াৎ বিদ্যাধিগমাৎ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বিদ্যা নিজ ফল মুক্তিদানে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নিজের উৎপত্তি-বিষয়েও সেই বিদ্যা কর্ম্মগুলিকে অপেক্ষা না করুক, কারণ স্বরূপশক্তির কার্য্য বিদ্যা স্বপ্রকাশ, এই দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্গতি। পূর্ব্বপক্ষের ফল বিদ্যার জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয় নহে। সিদ্ধান্ত-পক্ষে ফল—যজ্ঞাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয়। 'তস্মাদেবংবিদ্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যেহেতু পরমাত্মাকে জানিলে পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সেইজন্য পরমাত্মস্বরূপবিৎ জন শ্রদ্ধাবিত্ত ও শান্ত প্রভৃতি হইয়া চিত্তের মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ পরমাত্মার ধ্যান করিবে। 'শ্রদ্ধাবিত্তঃ'—সুদৃঢ় শাস্ত্রবিশ্বাসী, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই ব্রহ্মদর্শনের প্রধান লক্ষণ। যেহেতু কথিত আছে—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে। 'শান্তো দান্ত ইতি' যিনি বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন তিনি শান্ত, আর যিনি শ্রীহরি-নিষ্ঠবুদ্ধি, তিনি দান্ত। অপরে বলেন—বাহ্য ও আন্তর—উভয় ইন্দ্রিয়ের জয়কারী দান্ত। উপরতঃ—যাঁহার শব্দাদি-বিষয়ে অনুরাগ চলিয়া গিয়াছে। 'আত্মন্যেব' এই 'এব' শব্দ মানসী উপাসনার প্রাধান্য সূচনা করিতেছে। 'গুরূপসত্ত্যেবেত্যাদি'—গুরূপসত্ত্যা এব—গুরুসেবা দ্বারাই। 'তদুৎপত্তিপ্রত্যয়াৎ—যেহেতু বিদ্যালাভ হয়।'

সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ—যদিও বিদ্যা নিজফল মুক্তিদানে কর্ম্মনিরপেক্ষ, তাহা হইলেও নিজ উৎপত্তি-বিষয়ে সমস্ত যজ্ঞাদি ধর্ম্ম অপেক্ষা করে, যেহেতু বিদ্যার জন্য যজ্ঞাদির ও শম প্রভৃতির উপদেশ শ্রুত হইতেছে। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অশ্ববৎ' যেমন গতি-নির্ব্বাহের জন্য অশ্ব অপেক্ষিত হয়, কিন্তু গ্রামাদি-প্রাপ্তি হইলে আর অশ্বের আবশ্যকতা থাকে না ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বফলপ্রকাশে নিরপেক্ষাপি বিদ্যা স্বোৎপত্তৌ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বান্ যজ্ঞাদিধর্ম্মানপেক্ষত ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? যজ্ঞেতি। তমেতমিত্যাদৌ তস্মাদেবমিত্যাদৌ চ বিদ্যার্থং যজ্ঞাদেঃ শমাদেশ্চ শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তোঽশ্বেতি। যথা গতি-নিষ্পত্তয়ে অশ্বোঽপেক্ষ্যতে ন তু নিষ্পন্নগতেগ্র্ামাদিপ্রাপ্তৌ তদ্বৎ ॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ—বিদ্যা নিজফল মুক্তিদানে কর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইলেও নিজের উৎপত্তি-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা করে অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করে, এই তাহার অর্থ। কারণ কি ? যেহেতু 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং 'তস্মাদেবংবিচ্ছান্ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যোৎপত্তির জন্য যজ্ঞাদি ও শমাদির কথা শ্রুত হইতেছে। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অশ্ববদিতি' যেমন গ্রামে গতিনির্ব্বাহের জন্য অশ্ব অপেক্ষিত হয়, কিন্তু গ্রামাদি প্রাপ্ত হইলে নিষ্পন্নগতির অশ্বের অপেক্ষা থাকে না, সেই প্রকার ॥২৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বাপেক্ষেতি। স্বফলপ্রকাশে মোক্ষোপলম্ভনে। নিষ্পন্নগতের্জনস্য। যত্তু বিবিদিষন্তীতিবর্ত্তমানোপদেশাৎ যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাঙ্গতায়াং ন বিধিরিতি বদন্তি তন্ন তেষাং বিদ্যাসংযোগস্যাপূর্ব্বত্বেন বিধেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্। যদ্যপি সর্ব্বাণি বেদবিহিতানি কর্ম্মাণ্যুক্ততত্তৎফলস্পৃহাং বিহায়ানুষ্ঠিতানি তত্ত্বজ্ঞানং জনয়ন্তীত্যস্মিন্নধিকরণে প্রতীতং তথাপ্যেবং বিবেচনীয়ম্। অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসচাতুর্ম্মাস্যান্যপশুকানি কর্ম্মাণি সনিষ্ঠৈর্বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাগুত্তরঞ্চানুষ্ঠেয়ানি তাৎপর্য্যেণ ন তু জ্যোতিষ্টোমাদীনি সপশুকানি। পরিনিষ্ঠিতৈস্তু ভক্তিপ্রধানৈরপশুকানি তানি ভক্ত্যবিরোধিতয়ানুষ্ঠেয়ানি নিখিললোকসংজিঘৃক্ষয়া। নিরপেক্ষাণাং তু ভক্ত্যেকনিরতানাং নৈরাশ্রম্যাদগ্নিহোত্রাদীনি নোৎপদ্যন্তে। ন চ তৈঃ কিঞ্চিৎ তৎফলং তৎফলস্য হুদ্ধি-

শুদ্ধের্জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যৈব সিদ্ধেঃ। তস্মাদ্ধিংসাশূন্যানি কর্ম্মাণি সাশ্রমৈরনুষ্ঠেয়ানি। নিরাশ্রমৈস্তু প্রণতিতত্ত্ববিমর্শরূপাণি কর্ম্মাণীতি মন্তব্যম্। অস্যার্থস্য হিংসাকর্ম্মনিন্দাপূর্ব্বকং মোক্ষধর্ম্মে পুনঃপুনরুক্তেঃ। তথাহি পিতাপুত্রসংবাদে পুত্রবাক্যম্—"সোঽহং হ্যহিংস্রঃ সত্যার্থী কামক্রোধবহিষ্কৃতঃ। সমদুঃখসুখঃ ক্ষেমী মৃত্যুং হাস্যাম্যমর্ত্ত্যবৎ। শান্তিযজ্ঞরতো দান্তো ব্রহ্মযজ্ঞে স্থিতো মুনিঃ। বাঙ্‌মনঃকর্ম্মযজ্ঞশ্চ ভবিষ্যাম্যুদগায়নে। পশুযজ্ঞৈঃ কথং হিংস্রৈর্মাদৃশো যষ্টুমর্হতি। অন্তবদ্ভিরিব প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রযজ্ঞৈঃ পিশাচবৎ" ইতি। তত্রৈব তদুত্তরত্র কপিলস্যূমরশ্মিসংবাদে কপিলবাক্যৈশ্চৈবমেব। "দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ অগ্নিহোত্রঞ্চ ধীমতাম্। চাতুর্ম্মাস্যানি চৈবাসংস্তেষু যজ্ঞঃ সনাতনঃ। অনারম্ভাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংজ্ঞিতাঃ। ব্রহ্মণৈব স্মৈতে দেবাংস্তর্পয়ন্ত্যমৃতৈষিণ" ইতি। ধীমতাং সাশ্রমাণাং জিজ্ঞাসূনাম্। অনারম্ভা নিরাশ্রমাঃ। ব্রহ্মণৈব ভগবৎস্বরূপগুণনিরূপকেণোপনিষদ্বচসা তদ্বিমর্শেনেত্যর্থঃ। তদুত্তরত্র জাজলিতুলাধারসংবাদে চৈবমেব তুলাধারবাক্যম্। 'যদেব সুকৃতং হব্যং তেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ। নমস্কারেণ হবিষা স্বাধ্যায়ৈরৌষধৈস্তথেতি'। ঔষধৈর্ব্রীহিযবাদিভির্হবিষা যাগঃ সাশ্রমাণাম্। নমস্কারেণ স্বাধ্যায়ৈশ্চ হবিষা যাগো নিরপেক্ষাণাং নিরাশ্রমাণামিত্যর্থঃ। যত্তু ক্বচিদ্বিধুরাগ্নিহোত্রং শ্রূয়তে তৎ খলু গৃহাশ্রমারম্ভাসমর্থানাং সকামানামেবেতি বোধ্যম্। তদুত্তরত্র চ বিচক্ষ্ণুণা রাজ্ঞাপ্যেবমেবোক্তম্। "সর্ব্বকর্ম্মস্বহিংসা হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ। কামদ্বারা বিহিংসন্তি বহির্ব্বেদ্যাং পশূন্ নরা" ইতি। মনুবাক্যঞ্চেদম্। "জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্তে তৈর্মহামখৈঃ। জ্ঞানভূষাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যতাং জ্ঞানচক্ষুষেতি"। তথাচ সকামানাং হিংসাযজ্ঞঃ। নিষ্কামাণাং মুমুক্ষূণামহিংসা যজ্ঞঃ। তেষু নিরাশ্রমাণাং হর্য্যেকনিরতানাং নমস্কারো বেদান্তবিমর্শশ্চ যজ্ঞ ইতি মোক্ষধর্ম্মে নিষ্কর্ষঃ স্পষ্টঃ। নন্বেবং যুদ্ধযজ্ঞরূপাণি হিংসাবন্তি কর্ম্মাণি মুমুক্ষুং পার্থং প্রতি কথমুপদিষ্টানীতি চেৎ তানি গৌণানীতি গৃহাণ। অগ্নিহোত্রাদীনি চত্বারি হিংসাশূন্যানি শান্তিমিশ্রাণি ত্বরয়ৈব জ্ঞানগর্ভাং হৃদ্বিশুদ্ধিং কুর্ব্বন্তীতি তানি মুখ্যানি। যুদ্ধযজ্ঞরূপাণি তু হিংসাদিবিক্ষেপময়ানি তাং শক্নুবন্তি কর্ত্তুং কিন্তু রাজধর্ম্মাধিকৃতানামপি প্রবৃত্তিশীলানাং তাং প্রবৃত্তিং সঙ্কোচয়িতুমুপদিষ্টানি। সঙ্কুচিতায়াং ত্বতিপ্রবৃত্তৌ শান্তিপূর্ব্বিকা সা হৃদ্বিশুদ্ধিঃ স্যাদিতি গৌণানীত্যেবমেব ভাষিতং গীতাবিভূষণে ॥২৬॥

টীকানুবাদ—সর্ব্বাপেক্ষেতি সূত্রে। স্বফলপ্রকাশে মোক্ষের উপলব্ধি-বিষয়ে। নিষ্পন্নগতের্জনস্য—যাহার গ্রামে গতি সম্পন্ন হইয়াছে, এমন ব্যক্তির। 'বেদানুবচনেন' ইত্যাদি 'বিবিদিষন্তি' এখানে বর্ত্তমানে লট্ বিভক্তি থাকায় যজ্ঞাদির বিদ্যাঙ্গতা-বিষয়ে উহা বিধিবাক্য নহে, এই কথা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু তাহা নহে—কারণ যজ্ঞাদির বিদ্যা-সম্বন্ধ অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা প্রাপ্ত না হওয়ায় উহাতে অপূর্ব্ববিধি কল্পনীয়। এই ক্ষেত্রে এইটি বুঝিবার আছে—যদিও সমস্ত বেদ-বিহিত কর্ম্ম, তত্তৎকর্ম্মে উক্ত ফলস্পৃহা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, ইহা এই অধিকরণে প্রতীত হইয়াছে, তাহা হইলেও সে-বিষয়ে এইরূপ বিচারণীয়—অগ্নিহোত্র হোম,দর্শপৌর্ণমাস যাগ, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত—এই সকল পশুহীন কর্ম্ম সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে তৎপরতা-সহকারে অবশ্য অনুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু পশু-সমন্বিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। আর পরিনিষ্ঠিত—ভক্তিপ্রধান জনগণ পশুহীন সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ভক্তির অবিরোধিরূপে সমগ্রলোকসংগ্রহেচ্ছায় অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিরপেক্ষ—ভক্তিমাত্রপ্রবণ তাঁহাদের, আশ্রমের অভাবহেতু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। আর সেই অগ্নি-হোত্রাদি দ্বারা কোন ফলই উদ্দেশ্য হয় না, কারণ তাহার ফল চিত্তশুদ্ধি ও বিদ্যা ভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত এই,—জীবহিংসা-শূন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আশ্রমীদিগের অনুষ্ঠেয়, কিন্তু আশ্রমশূন্য ব্যক্তি কেবল ভগবৎ-প্রণতি ও তত্ত্ববিচাররূপ কর্ম্ম পালন করিবেন। যেহেতু এই বিষয়টি মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মপ্রকরণে জীবহিংসার নিন্দাপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। যেমন দেখ, পিতাপুত্র-সংবাদে পুত্র পিতাকে বলিতেছে—'সোঽহং হ্যহিংস্রঃ সত্যার্থী ইত্যাদি···পিশাচবৎ' সেই আমি হিংসাশূন্য, সত্যকামী, কামক্রোধরহিত, সুখে-দুঃখে সমাবস্থাপন্ন ক্ষেমযুক্ত আমি দেবতার মত মৃত্যু জয় করিব। হিংসাহীন যজ্ঞে রত থাকিয়া দান্ত, ব্রহ্মযজ্ঞে রত মননশীল আমি উত্তরায়ণে বাচিক, কায়িক ও মানসিক কর্ম্মরত হইব। মাদৃশ ব্যক্তি হিংসাত্মক পশুযজ্ঞ দ্বারা কিরূপে দেবযাগ করিতে পারে? প্রাজ্ঞব্যক্তি যেমন বিনাশীর মত ক্ষেত্রযজ্ঞ দ্বারা পিশাচের মত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে না। সেই মহাভারতেই মোক্ষধর্ম্মে কিছু পরে কপিল-

স্যুমরশ্মির উপাখ্যানে কপিলবাক্যও এইরূপ আছে। যথা—দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ আশ্রমী ব্রহ্মজিজ্ঞাসুদিগেরই ছিল, সেই সকল যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু নিত্য অধিষ্ঠিত। যাঁহারা নিষ্ক্রিয় মুক্তিকামী, আশ্রমহীন, ধৃতিসম্পন্ন, পবিত্র, ব্রহ্মসংজ্ঞিত, ইঁহারা ভগবৎস্বরূপ ও গুণ-নিরূপণকারী উপনিষদ্-বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম-বিচারে দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছেন। ধীমতাং—অর্থাৎ আশ্রমী তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদিগের। অনারম্ভাঃ—আশ্রমহীন, ব্রহ্মণৈব—ভগবানের স্বরূপ ও গুণ-নিরূপণকারী উপনিষদ্‌বাক্য দ্বারা অর্থাৎ সেই স্বরূপাদি বিচার দ্বারা। তাহার পরবর্ত্তী অংশে জাজলি ও তুলাধারের উপাখ্যানে তুলাধারের এইরূপই বাক্য আছে। 'যদেব স্যুকৃতং হব্যং তেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ' ইত্যাদি—যাহা সৎকার্য্যরূপ হবিঃ তাহা দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন। ঔষধৈঃ—ব্রীহি যব প্রভৃতি ওষধিজাত দ্রব্যময় হবির্দ্বারা আশ্রমীদিগের যাগ। আর নিরপেক্ষ অর্থাৎ আশ্রমহীন ব্যক্তিদের নমস্কার ও বেদপাঠরূপ হবির্দ্বারা যাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে যে কোনক্ষেত্রে বিধুর অর্থাৎ উপকরণহীন অগ্নিহোত্র শ্রুত হয়, উহা গৃহস্থাশ্রম-রচনায় অসমর্থ সকাম ব্যক্তিদের পক্ষে জানিবে। পরবর্ত্তী অংশে বিচক্ষু রাজা এইরূপই বলিয়াছেন। যথা 'সর্ব্বকর্ম্মস্বহিংসা হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ' সকল কর্ম্মে জীবহিংসাত্যাগই ধর্ম্মস্বরূপ—ইহা মনু বলিয়াছেন। যাহারা সকাম নয়, তাহারা বহির্বেদীতে কামবশে পশুহত্যা করিয়া থাকে। মনুবাক্যও ইহা—যথা অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সেইসকল মহাযজ্ঞ জ্ঞান দ্বারাই সম্পন্ন করেন। ইঁহারা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা সকল দর্শন করেন, এজন্য ইঁহাদের জ্ঞানালঙ্কৃত ক্রিয়া হয়। সিদ্ধান্ত এই—সকাম ব্যক্তিদিগের হিংসাত্মক যজ্ঞ, নিষ্কাম মুমুক্ষুদিগের অহিংসা যজ্ঞ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একমাত্র শ্রীহরিভক্তি-পরায়ণ, আশ্রমহীন, তাঁহাদের নমস্কার ও বেদান্তার্থ-বিচাররূপ ধর্ম্ম, ইহাই মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে সারকথারূপে সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি হইতেছে, যদি এইরূপই হয়, তবে যুদ্ধযজ্ঞরূপ হিংসাত্মক কর্ম্মগুলি মুক্তিকামী অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ উপদেশ করিলেন কেন? তাহাতে বলিব, ঐগুলিকে (যুদ্ধকর্ম্মগুলিকে) অপ্রধান বলিয়াই গ্রহণ করিও। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ—এই চারিটি হিংসাশূন্য ও শান্তি-মিশ্রিত, এজন্য অতিক্রতভাবেই জ্ঞানগর্ভ চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়, অতএব

ঐগুলি প্রধান। কিন্তু যুদ্ধযজ্ঞরূপ কর্ম্মগুলি হিংসা ও চিত্তবিক্ষেপপূর্ণ, ইহারা জ্ঞানগর্ভ চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে বটে, কিন্তু রাজধর্ম্ম যুদ্ধাদিতে অধিকারী প্রবৃত্তিশীল অর্জ্জুনাদির পক্ষে সেই প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য শ্রীভগবান্ ঐ সকল কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। সে-বিষয়ে প্রবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে শান্তি-পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে, এইজন্য ঐ যুদ্ধাদি-কর্ম্ম গৌণ বলা হইয়াছে। গীতা-বিভূষণ টীকায় এইরূপই কথিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এই প্রকারে বিদ্যার সামর্থ্যাদি বর্ণন পূর্ব্বক বিদ্যার অধিকারীর লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়—"তমেতং বেদানুবচনেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুতি-বচনের দ্বারা যজ্ঞ ও শমাদি বিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতীত হয়। এ-স্থলে সংশয় এই যে—তদুভয় আবশ্যক কি না? পূর্ব্ব-পক্ষী বলেন যে, যখন ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২) তখন তদুভয়ের প্রয়োজন নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমানে বলিতেছেন যে, বিদ্যা স্বফল অর্থাৎ মুক্তিদানে কর্ম্মনিরপেক্ষ হইলেও নিজের উৎপত্তি-বিষয়ে যজ্ঞাদি সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা করে। 'অশ্ববৎ'—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কোথায়ও গমনে যেরূপ অশ্বের অপেক্ষা করে, কিন্তু গ্রামাদি প্রাপ্ত হইলে আর অপেক্ষা থাকে না; সেইরূপ বিদ্যার উৎপত্তিতে তদুভয়ের অপেক্ষা দৃষ্ট হয় কিন্তু বিদ্যা লাভ হইলে আর তাহার অপেক্ষা থাকে না। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূক্ষ্মা টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥"

(ভাঃ ১১।৩।৪৬)

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১১)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা চ জ্ঞানস্যোৎপত্তৌ বিবিদিষন্তি ন যজ্ঞেন দানেন তপসা-ঽনাশকেনেতি শ্রুতেঃ। যথা গতিনিষ্পত্ত্যর্থমশ্বাদয়োঽপেক্ষ্যন্তে। ন বিনিষ্পন্ন-গতের্গ্রামাদিপ্রাপ্তৌ।" ॥২৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ যজ্ঞাদিনৈব বিদ্যাদিসিদ্ধৌ শমাদিনা কিমিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে,—যদি যজ্ঞাদি দ্বারাই বিদ্যা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, তবে শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতির উপদেশ কেন? এই যদি বল, তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—শমাদেরন্তরঙ্গসাধনত্বং বক্তুং প্রবর্ত্ততে নম্বিত্যাদিনা। তত্র যজ্ঞাদীতি। বিবিদিষাসন্নিধানাৎ যজ্ঞাদীনাং বহিরঙ্গতা বিদ্যাসন্নিধানাৎ শমাদীনামন্তরঙ্গতেত্যাশয়ঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—শমদমাদি বিদ্যার প্রধান সাধন—ইহা বলিতে নম্থ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই আশঙ্কায় যজ্ঞাদি ইতি 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে—বিবিদিষন্তি-পদের সমীপে যজ্ঞাদি কর্ম্মের পাঠ থাকায় উহারা ব্রহ্মবিদ্যালাভের বহিরঙ্গ (অপ্রধান অঙ্গ), আর বিদ্যার সমীপে পঠিত 'তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত' ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত শমাদি অন্তরঙ্গ অর্থাৎ উহারা প্রধান অঙ্গ।—ইহাই প্রশ্ন কর্ত্তার অভিপ্রায়।

সূত্রম্‌—শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥২৭॥

সূত্রার্থ—যদিও যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে বিদ্যা হইবেই, তাহা হইলেও বিদ্যাকামী ব্যক্তি শমদমাদি-সম্পন্নই হইবেন। কারণ এই বিদ্যার অঙ্গরূপে শমদমাদির বিধান শ্রুতিতে আছে। বিহিত শমদমাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয় ॥ ২৭ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্‌—তুদ্বয়ং নিশ্চয়শঙ্কাচ্ছেদয়োঃ। যদ্যপি যজ্ঞাদিনা বিশুদ্ধস্য বিদ্যা স্যাৎ তথাপি বিদ্যার্থী শমাদিভিরুপেত এব স্যাৎ। কুতঃ? তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ। তস্মাদেবংবিদিত্যাদিনা বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাং তেষামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ। তথাচ বাক্যদ্বয়স্থত্বাদুভয়ং কার্য্যম্। তত্র যজ্ঞাদি বহিরঙ্গং শমাদি ত্বন্তরঙ্গমিতি বিবেচনীয়ম্। আদিপদাৎ প্রাগুক্তং সত্যাদি চেত্যধিকারিলক্ষণং দর্শিতম্ ॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থিত দুইটি 'তু' অব্যয় নিশ্চয়ার্থে ও শঙ্কানিরাসার্থে প্রযুক্ত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত 'তু' শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাস অর্থাৎ না, ঐরূপ শঙ্কা করিও না; দ্বিতীয় 'তু' শব্দের অর্থ নিশ্চয় অর্থাৎ হাঁ, শমদমাদি-যুক্ত হইবেই। তাৎপর্য্য এই,—যদিও যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর বিদ্যালাভ হইবে, তাহা হইলেও বিদ্যার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেনই। কারণ কি? যেহেতু বিদ্যার অঙ্গরূপে শমদমাদির বিধান হইয়াছে। কোথায়? 'তস্মাদেবংবিৎ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিদ্যার অঙ্গরূপে শমদমাদির বিধান আছে এবং বিহিত সেই শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কারণে। তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্যে যজ্ঞাদি ও শমদমাদি বর্ণিত হওয়ায় উভয়ই কর্ত্তব্য, ইহা সিদ্ধান্ত। তাহাদের মধ্যে যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন, আর শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া পার্থক্য করণীয়। 'শমদমাদ্যুপেতস্তু'—এই বাক্যে যে আদি পদ প্রযুক্ত আছে, তাহার দ্বারা সত্যাদি জানিবে, এইরূপে অধিকারিলক্ষণ দেখান হইল ॥২৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—শমদমাদীতি। প্রাগুক্তমিতি। জিজ্ঞাসাধিকরণভাষ্যে মুণ্ডকশ্রুত্যা মনুস্মৃত্যা চ দর্শিতং সত্যতপোজপাদি চ বিদ্যাঙ্গমিত্যর্থঃ। ষট্প্রশ্নীদৃষ্টং তপঃপ্রভৃতি চ গ্রাহ্যম্। তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেদিতি সুবালোপনিষৎ-পঠিতঞ্চ সত্যাদিষট্কং গ্রাহ্যম্। তদ্বৈ সত্যেন দানেন তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ নির্ব্বেদেনানাশকেন ষড়ঙ্গেনৈব সাধয়েদেতদ্‌ব্রতং বীক্ষেত দমং দানং দয়ামিতি এষূক্তাদন্যদেব সংখ্যেয়ম্॥ ২৭॥

টীকানুবাদ—'শমদমাদ্যুপেতস্ত' ইত্যাদি সূত্রে। 'প্রাগুক্তং সত্যাদি চ' ইত্যাদি—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ-ভাষ্যে মুণ্ডক-শ্রুতি দ্বারা এবং মনুস্মৃতি দ্বারা বর্ণিত সত্য, তপস্যা, জপ প্রভৃতি বিদ্যাঙ্গ, এই অর্থ। ষট্প্রশ্নে বর্ণিত তপঃ প্রভৃতি গ্রহণীয়। যথা—'তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ' তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আত্মার স্বরূপ অন্বেষণ করিবে অর্থাৎ বিচার করিবে; এবং সুবালোপনিষদে পঠিত সত্যাদি ছয়টি জ্ঞাতব্য। যথা—'তদ্বৈ সত্যেন দানেন তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ নির্ব্বেদেনানাশকেন' ইত্যাদি সত্য, দান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, উপবাস—এই ছয়টি অঙ্গ দ্বারা বিদ্যার সাধন করিবে, এই বিদ্যাব্রত বিচারণীয়। এতদ্‌ভিন্ন দম, দান, দয়া এই তিনটি উক্ত ছয়টি সংখ্যার অতিরিক্তরূপে গ্রহণীয়॥২৭॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, যদি যজ্ঞাদি দ্বারাই বিদ্যার সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর শমদমাদির প্রয়োজন কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদিও যজ্ঞাদি দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির বিদ্যা লাভ হইবে, তাহা হইলেও শমদমাদি বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বিদ্যার্থী শমদমাদি সম্পন্ন হইবেনই; কারণ শ্রুতির বিধানানুসারে যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন এবং শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া উভয়ই অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ।
চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ॥
এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্॥" (ভাঃ ১১।১৮।৮-৯)

"তস্মান্নিয়ম্য ষড়্বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধ্বাত্মনি সুখং মহৎ ॥"

(ভাঃ ১১।১৮।২৩)

"যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে॥" (ভাঃ ১১।১৯।২৫)

"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।

কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥"

(ভাঃ ১১।১৯।৩৬-৩৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যদ্যপি জ্ঞানেনৈব মোক্ষো নিয়তস্তথাপি জ্ঞানী শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ। আচার্য্যাদ্বিদ্যামবাপ্যেতমাত্মানমভিপশ্য শান্তো ভবেদ্দান্তো ভবেদনুকূলো ভবেদাচার্য্যং পরিচরেৎ পরিচরেদাচার্য্যমিতি মাঠরশ্রুতৌ জ্ঞানিনোঽপি তদ্বিধেঃ। ব্রাহ্মীং যাবত উপনিষদঃ ব্রূমেতি তস্যৈব তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গাণি সত্যমায়তনং যো বা এতামুপনিষদং বেদেতিজ্ঞানাঙ্গতয়া তেষাং অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ যস্য জ্ঞানং তস্য মোক্ষ ইতি নাত্র বিচারণা। তস্য শান্ত্যাদয়োঽঙ্গানি তস্মাত্তেষামনুষ্ঠিতিঃ। অবশ্যকরণীয়াস্মাদন্যয়াল্পফলং ভবেদিতি চাগ্নেয়ে। তু-শব্দঃ পূর্ণফলার্থং সূচয়তি।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্বিদ্যাঙ্গভূতস্বাশ্রমকর্ম্মণা বিদ্যানিষ্পত্তিসম্ভবেঽপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ। "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাঽত্মানং পশ্যেৎ" ইতি বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদিবিধেস্তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥২৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বিদুষাং নিষিদ্ধাচারং নিবারয়তি। যদি হ বা অপ্যেবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়ীতৈবমেব স ভবতীতি শ্রূয়তে। অত্র সন্দেহঃ। বিদুষঃ সর্ব্বান্নভুক্তৌ বিধিরুতাভ্যনুজ্ঞেতি। সর্ব্বান্নভুক্তের্মানান্তরেণাপ্রাপ্তের্বিদুষোঽসৌ বিধীয়ত ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মবিদ্গণের নিষিদ্ধকর্ম্মাচরণের নিরাস করিতেছেন। শ্রুতিতে আছে,—যথা 'যদি হ বা অপ্যেবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়ীতৈবমেব স ভবতি।' পরতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তি দ্বারা পক্ব-অন্ন ভোজন করিবেন। তাহাতেও তিনি পূর্ব্ববৎ থাকিবেন অর্থাৎ অতি পবিত্রই থাকিবেন। এই শ্রৌতবাক্যে সংশয়—ব্রহ্মবিদের সর্ব্বজাতির অন্নভোজন-বিষয়ে কি 'ভক্ষয়ীত' বলিয়া বিধি হইতেছে? অথবা 'এবমেব স্যাৎ' ইহার দ্বারা সর্ব্বজাতির অন্ন-ভোজন অনুমোদিত? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বান্ন-ভোজন প্রাপ্ত নহে, তখন ব্রহ্মবিদের উহা অপূর্ব্ববিধি বলিব; এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। বিদ্যাসন্নিধানাৎ শমাদিবৎ সর্ব্বান্নভক্ষণঞ্চ বিদ্যাঙ্গমিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। যদি হেতি। এবংবিৎ পরতত্ত্বজ্ঞো জনঃ নিখিলং সর্ব্বং যেন কেনাপি রাদ্ধমন্নং ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। এবমেব স ভবতি সর্ব্বান্নভক্ষণাৎ পূর্ব্বং যথাতিপবিত্র আসীদথ ভক্ষিত-সর্ব্বান্নোঽপি তথৈব ভবতীত্যর্থঃ। ন তস্য প্রভাববিচ্যুতিস্তদ্ভক্ষণাদ্দোষগন্ধশ্চ ভবতীতি ভাবঃ। অত্র সর্ব্বান্নভক্ষণং শমাদিবদ্বিদ্যাঙ্গতয়া বিধীয়তে উত স্তুত্যর্থং তৎ কথ্যতে। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগাসিদ্ধিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তু তৎসিদ্ধিরিতি বোধ্যম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—বিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় যেমন শমদমাদি বিদ্যার অঙ্গ, সেইপ্রকার সর্ব্বান্নভক্ষণও বিদ্যাঙ্গ বলিব, এইরূপ দৃষ্টান্তসঙ্গতি এই অধিকরণে জ্ঞাতব্য। 'যদি হ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ 'এবংবিৎ' পরতত্ত্বজ্ঞ (ব্রহ্মবিদ্) ব্যক্তি, নিখিল—সমস্ত অর্থাৎ যে কোন জাতি কর্ত্তৃক পক্ব-অন্ন ভোজন করিবেন, 'এবমেব স ভবতি' ইতি—সর্ব্বান্নভক্ষণের পূর্ব্বে যেমন তিনি পবিত্র ছিলেন, পরেও তিনি তাহাই থাকিবেন, তাহাতে তাঁহার প্রভাবের কোন হানি হইবে না এবং নিষিদ্ধ-ভক্ষণজন্য দোষলেশও জন্মিবে না, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এই বিষয়ে শমদমাদির মত সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ কি বিদ্যার অঙ্গরূপে বিধি? অথবা বিদ্যার প্রশংসার জন্য উহা

অর্থবাদরূপে কথিত? পূর্ব্বপক্ষীর মতে ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য-বিভাগের অসিদ্ধি ফল। সিদ্ধান্তীর মতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিভাগ অক্ষুণ্নই থাকিবে, ইহাই ফল জ্ঞাতব্য।

সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥২৮॥

সূত্রার্থ—ইহা—সর্ব্বজাতির অন্নভোজনে অভ্যনুজ্ঞা, (ইহা বিধি নহে) কি কারণে—'প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ'। যেহেতু ছান্দোগ্যের আখ্যায়িকাতে প্রাণাত্যয়কালে তাহা পাওয়া যায় ॥ ২৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চ-শব্দোঽবধারণে। অন্নালাভপ্রযুক্তপ্রাণাত্যয়কাল এব সর্ব্বান্নভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞৈব। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। ছান্দোগ্যে "মটচীহতেষু কুরুষু" ইত্যারভ্য "ন বা অজীবিষ্যমিমা ন খাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানম্" ইতি চাক্রায়ণাচারবীক্ষণাদিত্যর্থঃ। তত্রেয়মাখ্যায়িকা। ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষাংশ্চাক্রায়ণো নামর্ষিঃ প্রাণত্রাণায় চখাদ জলপ্রতিগ্রহমিভ্যেনাভ্যর্থিতোঽপ্যুচ্ছিষ্টভয়াৎ যথেষ্টং লাভাচ্চ ন তজ্জগ্রাহ। পুনঃ পরেদ্যুঃ স্বপরোচ্ছিষ্টান্ পর্য্যুষিতাংস্তান্ ভক্ষয়ামাসেতি। অন্যত্রাপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥২৮॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'চ' শব্দটি অবধারণার্থক অব্যয়। অন্নের (খাদ্যের) অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন প্রাণহানির সম্ভাবনাকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি—ইহাই জানিবে। কি কারণে? 'তদ্দর্শনাৎ' যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আখ্যায়িকায় দেখা যাইতেছে—যখন কুরুদেশ দুর্ভিক্ষদ্বারা পীড়িত হইল ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া 'ন বা অজীবিষ্যম্' ইত্যাদি—আমি যদি এইগুলি না খাইতাম, তবে বাঁচিতাম না, এই কথা চাক্রায়ণ বলিয়াছিলেন,

কিন্তু জলপান আমার ইচ্ছাধীন, এইরূপ চাক্রায়ণের আচার দর্শনহেতু বুঝা যায়—প্রাণাত্যয়-সম্ভাবনাস্থলে সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ অনুমোদিত। ছান্দোগ্যের আখ্যায়িকাটি এইরূপ আছে—চাক্রায়ণ নামে ঋষি দেশান্তরে গমনকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া হস্তি-পালকের অর্দ্ধভক্ষিত কুৎসিত (পচা) মাষকলাই প্রাণ-রক্ষার জন্য খাইয়াছিলেন। কিন্তু হস্তি-পালক কর্ত্তৃক জলগ্রহণের জন্য অভ্যর্পিত হইয়াও উচ্ছিষ্ট-পানভয়ে এবং তড়াগাদিতে যথেচ্ছ জল-লাভ অর্থাৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনাহেতু তাহা গ্রহণ করেন নাই; হস্তিপালক-প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট জল আবার পরদিন নিজের ভোজনাবশিষ্ট ও ইভপালকের উচ্ছিষ্ট সেই পর্য্যুষিত (বাসি) মাষকলাইগুলি খাইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকেও এইরূপ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবং প্রাপ্তে সর্ব্বান্নেতি। মটচীতি। পাষাণবৃষ্টয়ো মটচী-শব্দেন গ্রাহ্যাঃ। রক্তবর্ণাঃ ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষা বেত্যেকে। তত্রেয়মিতি। কুরুদেশে দুর্ভিক্ষপীড়িতশ্চাক্রায়ণো দেশান্তরং ব্রজন্ হস্তিপালকদেশং প্রবিষ্ট-স্তেনার্দ্ধভক্ষিতান্ দত্তান্ কুৎসিতান্ মাষান্ ভক্ষিতবান্। তেনোদকং গৃহাণে-ত্যুক্ত উচ্ছিষ্টং ন পীতং স্যাদিতি প্রতিষিদ্ধবান্। কিমেতে মাষা নোচ্ছিষ্টা ভবন্তি তেনোক্তে নবা অজীবিষ্যমিত্যাদ্যুক্তবান্। ইমান্ কুল্মাষান্ খাদন্ন ভুঞ্জানোঽহং জীবন্ন ভবিষ্যাম্যুদপানং তু তড়াগাদিষু যথেষ্টং স্যাদিত্যর্থঃ। এবং তান্ খাদিত্বা তদবশিষ্টান্ জায়ায়ৈ দদৌ তয়া চ পতিস্বভাবজ্ঞয়া স্থাপিতান্ তান্ পরেঽহ্নি স বুভুজে ইতি দর্শয়ন্তী শ্রুতির্মহাপদ্যেব সর্ব্বান্নভক্ষণমনুজ্ঞা-পয়ত্যনাপদি তু সদাচারে স্থেয়মিতি বদতীত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবমিতি বৃহদা-রণ্যকে ন বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতীতি শ্রূয়তে অস্য প্রাণোপাসকস্য যৎ প্রাণিমাত্রেণ জগ্ধং ভক্ষ্যং তৎ সর্ব্বমনন্নমভক্ষ্যং ন কিন্তু সর্ব্বং ভক্ষ্যমেব ভবতীত্যর্থঃ অত্রাপ্যেবমেব সঙ্গতিঃ ।২৮।

টীকানুবাদ—এবং প্রাপ্তে, 'সর্ব্বান্নেতি' সূত্রে। 'মটচীহতেষু কুরুষু' ইতি—মটচী-শব্দে পাষাণবৃষ্টি জ্ঞাতব্য। অথবা কেহ কেহ বলেন—রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। 'তত্রেয়মাখ্যায়িকেতি'—কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাক্রায়ণ ঋষি দেশান্তরে যাইতে যাইতে হস্তি-পালকের দেশে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার

তাড়নায় হস্তিপালকের অর্দ্ধ-ভক্ষিত কুৎসিত মাষকলায় স্বেচ্ছায় খাইয়াছিলেন। হস্তিপালক পরে 'জল খাও' বলিলে, তিনি বলিলেন, উচ্ছিষ্ট জলতো পান করা হইবে না—এই বলিয়া জল পান করিলেন না। তখন হস্তিপালক বলিল, এই মাষকলায়গুলি কি উচ্ছিষ্ট নহে? তাহাতে ঋষি বলিলেন,—এই কুৎসিত মাষকলায়গুলি না খাইলে আমি জীবনধারণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু জল তড়াগ প্রভৃতিতে যথেষ্ট পাইব। এইরূপে কুল্মাষ খাইয়া অবশিষ্ট স্ত্রীকে প্রাণ রক্ষার জন্য দিয়াছিলেন। পতির স্বভাবজ্ঞা স্ত্রী কর্ত্তৃক স্থাপিত সেই কুল্মাষ পরদিন তিনি খাইয়াছিলেন, শ্রুতি এই আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন যে, মহাসঙ্কটে পড়িলেই সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ অনুমোদিত, আপদ্ না হইলে সদাচারে স্থাতব্য। 'অন্যত্রাপ্যেবমিতি' বৃহদারণ্যকে শ্রুত হয় যে 'ন বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি' অস্য—এই প্রাণোপাসকের, যৎ—যাহা প্রাণিমাত্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত, তৎ—'সর্ব্বং অনন্নং' সেই সমুদয় অভক্ষণীয় নহে, কিন্তু সমস্তই ভক্ষণীয় হইতে পারে, এই অর্থ, এই উক্তিতেও এইরূপ সঙ্গতি করণীয় ॥২৮॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিষিদ্ধাচার নিবারণ করিতেছেন। শ্রুতিতে পরতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যে কাহারও দ্বারা পক্ব অন্ন ভক্ষণের যে কথা পাওয়া যায়; এস্থলে সংশয়—উহা দ্বারা কি ইহা বিধি দেওয়া হইল? কিংবা অনুমতি দেওয়া হইয়াছে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন আর ইহার প্রমাণান্তর পাওয়া যায় না, তখন ইহাকে অপূর্ব্ববিধিই বলিব, তদুত্তরে সূত্রকার বলেন যে, উহা বিধি নহে, অনুমতিমাত্র। কারণ প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইলে ঐরূপ অন্ন-গ্রহণের কথা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেখা যায়। "মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা" (ছাঃ ১।১০।১)। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর ভাষ্য ও টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদ্‌যস্য বানিষিদ্ধং স্যাদ্ যেন যত্র যতো নৃপ।
স তেনেহেত কার্য্যাণি নরো নান্যৈরনাপদি ॥" (ভাঃ ৭।১৫।৬৬)

অর্থাৎ হে নৃপ! যে বস্তু যে উপায়ে, যে স্থানে, যাহা হইতে, যাহার পক্ষে অনিষিদ্ধ, সে তাহা দ্বারা অনাপৎকালে কার্য্যের যত্ন করিবে, অন্যরূপে নহে।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যদি হ বা অথৈবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়ীতৈবমেব স ভবতীতি সর্ব্বান্নানুমতিঃ প্রাণাত্যয়বিষয়া। ন বাধ অজীবিষ্যমিতি হোবাচ কামো ন উদপানমিতি দর্শনাৎ॥"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" ইতি সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব, প্রাণাত্যয়ে চাক্রায়ণো হীভ্যোচ্ছিষ্টভক্ষণং কৃতবান্। তস্য শ্রুতৌ দর্শনাৎ।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

সূত্রস্থ 'চ' শব্দ অবধারণার্থ। ইহার তাৎপর্য্য—প্রাণাত্যয় অর্থাৎ প্রাণসঙ্কট কালেই। যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপই দেখা যায়॥ ২৮॥

সূত্রম্—অবাধাচ্চ ॥২৯॥

সূত্রার্থ—আপৎকালে সর্ব্বজাতির অন্ন ভক্ষণ হইলেও চিত্তের অদোষতাহেতু তাহা দ্বারা জ্ঞানের বাধা নাই, এজন্যও সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ অনুমোদিত ॥২৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণেঽনুমতিশ্চিত্তমদূষয়তা তেন জ্ঞানে বাধাভাবাৎ ॥২৯॥

ভাষ্যানুবাদ—আপৎকালে সর্ব্বজাতির অন্ন-ভক্ষণে অনুমতি জানিবে, কারণ তাহা চিত্ত দূষিত করে না, অতএব তাহা দ্বারা জ্ঞানে বাধা নাই। ২৯।

সূক্ষ্মা টীকা—অবাধাচ্চেতি। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রাবাধাদেবেত্যেকে ॥২৯॥

টীকানুবাদ—'অবাধাচ্চেতি' সূত্রে। ইহা ভক্ষ্য, ইহা ভক্ষণীয় নহে—এইরূপ বিভাগবোধক শাস্ত্রের ইহাতে কোন বাধা নাই, সেই জন্যই। ইহা কেহ কেহ বলেন ॥২৯॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার আরও দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন যে, "আপৎকালে সর্ব্বান্নভক্ষণে জ্ঞানীর চিত্তদোষ ঘটে না বলিয়া জ্ঞানে কোন বাধা হয় না, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র আপৎকালের জন্যই অনুজ্ঞামাত্র।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥
যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৮।৩৪-৩৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অন্যায়াচরণাভাবেন হি জ্ঞানস্যাবাধনম্। অতো বিদ্বানপি ন্যায্যং বর্ত্তেতোৎকর্ষসিদ্ধয়ে ইতি চ ব্রহ্মতর্কে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" "ইত্যস্যাবাধাচ্চ।" ॥২৯॥

সূত্রম্—অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতিশাস্ত্রেও স্মৃত হয় যে প্রাণাত্যয়-সম্ভাবনা ঘটিলে যে কোন জাতির নিকট হইতে অন্নভক্ষণ করিলেও পাপে লিপ্ত হইবে না, এই স্মৃতিবাক্যেও বিপৎকালেই সকলের সর্ব্বান্নভোজন অনুমোদিত হইয়াছে, সর্ব্বদা নহে। ৩০।

গোবিন্দভাষ্যম্—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি স্মৃত্যা চ বিপত্যেব

সর্ব্বেষাং সর্ব্বান্নভুক্তিরুক্তা ন তু সর্ব্বদা। অতস্তস্যামনুমতিমাত্র-মেব ন তু বিধিঃ প্রতিষেধশাস্ত্রাচ্চ ॥৩০॥

ভাষ্যানুবাদ—জীবনের হানি-দশা উপস্থিত হইলে যদি কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান হইতে অন্নভোজন করে, তবে জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সেই ব্যক্তিও ঐ (অন্নভক্ষণ) পাপে লিপ্ত হয় না, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্য দ্বারা বুঝাইতেছে যে, বিপদ্দশাতেই সকলের পক্ষে সর্ব্বজাতির অন্নভোজন হইতে পারে, সর্ব্বদা নহে। অতএব সেই সর্ব্বান্নভুক্তিতে অনুমতি (অনুমোদন) মাত্রই জানিবে, বিধি নহে; কারণ রুচিপ্রাপ্ত-বিষয়ে বিধি হয় না এবং ইহার নিষেধবোধক শাস্ত্রও আছে ॥৩০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অপীতি। জীবিতেতি। য ইতি। যঃ কোঽপি ॥৩০॥

টীকানুবাদ—'অপি স্মর্য্যতে' এই সূত্রে। 'জীবিতাত্যয়মাপন্নঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে, যঃ—অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি ॥৩০॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় সূত্রকার বলিতেছেন যে, আপৎকালে সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে যে অভ্যনুজ্ঞা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, স্মৃতিতেও ঐরূপ অনুমতি আছে।

মনু স্মৃতি বলেন—জীবন-সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে যে কোন ব্যক্তির অন্ন-গ্রহণে পাপলিপ্ত হইতে হয় না; যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না। অবশ্য এই অনুজ্ঞা কেবল বিপৎকালের জন্যই জানিতে হইবে, সর্ব্বকালের জন্য নহে, সুতরাং ইহাকে বিধি বলা যায় না। বিশেষতঃ ইহার নিষেধ-পর শাস্ত্রবাক্যও আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিভৃয়াদ্ যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন লিঙ্গাদ্দণ্ডাদেরন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥" (ভাঃ ৭।১৩।২)

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"অনাপদীতি—আপদি তু দেহরক্ষার্থম্ ত্যক্তমপি ধারয়েৎ।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"অতীতানাগতজ্ঞানী ত্রৈলোক্যোদ্ধরণক্ষমঃ। এতাদৃশোঽপি নাচারং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বিসর্জ্জয়েদিতি শ্রীহরিবংশে।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা "ইতি স্মর্য্যতে চ।" ॥ ৩০ ॥

সূত্রম্—শব্দশ্চাতোঽকামচারে ॥৩১॥

সূত্রার্থ—'অতঃ'—যেহেতু আপৎকালেই সর্ব্বজাতীয় অন্নভক্ষণে অনুমতি, সেজন্য ব্রহ্মবিদের কামচারে না থাকাই উচিত, যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে ॥৩১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যস্মাদাপদ্যেব সর্ব্বান্নভক্ষণেঽভ্যনুজ্ঞানমতোঽকামচারে বিদুষা প্রবর্ত্তিতব্যম্। শব্দশ্চ—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ কামচারং বারয়তি। তথা চাপদ্যেব সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞানাদনাপদি শাস্ত্রীয়ঃ সমাচারঃ ॥৩১॥

ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু আপদ্দশাতেই সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি, এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি যথেচ্ছাচারভিন্ন আচরণেই প্রবৃত্ত থাকিবেন। এ-বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য কামচার নিষেধ করিতেছেন, যথা—'আহারশুদ্ধৌ' ইত্যাদি পবিত্র আহার হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে ব্রহ্মবিষয়ক স্মৃতি সুনিশ্চিত হইবে, স্মৃতিলাভ হইলে সকল বন্ধনের মুক্তি হইবে, এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদের শ্রুতি আছে, তাহাতে কামচার নিষেধ করিতেছেন। তাহার ফলে আপৎকালেই সর্ব্বান্ন-ভক্ষণানুমতি থাকায় প্রাণাত্যয়-সম্ভাবনা না হইলে শাস্ত্রোক্ত সদাচার অবশ্য পালনীয়, ইহা বুঝাইতেছে ॥৩১॥

সূক্ষ্মা টীকা—শব্দশ্চেতি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ ন পলাণ্ডুং ভক্ষয়েদিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। অতীতানাগতজ্ঞানী ত্রৈলোক্যোদ্ধরণক্ষমঃ। এতাদৃশোঽপি নাচারং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বিবর্জ্জয়েদিতি স্মৃতিশ্চাত্রোদাহার্য্যা ॥৩১॥

টীকানুবাদ—শব্দশ্চেতি সূত্রে। এ-বিষয়ে প্রতিষেধক শব্দ—শ্রুতি এই,—সেইজন্য ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না, পলাণ্ডু খাইবে না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং স্মৃতিবাক্যও যথা—যিনি ভূত-ভবিষ্যদ্-জ্ঞানবান্, ত্রিভুবনকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, এতাদৃশ হইলেও শ্রৌত (বৈদিক) ও স্মার্ত্ত-আচার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাও এখানে উদাহরণীয় ॥৩১॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, আপৎ-কালেই সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি আছে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তির অনাপৎকালে কামচারে প্রবৃত্ত না হওয়াই কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্যেও পাই—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইত্যাদি (ছাঃ ৭।২৬।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্ব্বেষামপি সর্ব্বশঃ॥" (ভাঃ ৭।১১।১৭)

শ্রীমধ্বভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

'কৌণ্ডিন্যশ্রুতিতে আছে যে, আত্মদর্শী ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার করিবেন না। যথেচ্ছ ভক্ষণ করিবেন না ও কামচারী হইবেন না। পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়—পূর্ণজ্ঞানের ফল যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি নিষিদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না।'

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"অতএব 'তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ' ইতি শব্দো যথেষ্টাচারনিবৃত্তৌ বর্ত্ততে।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

'সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের অনুমতি যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে আপৎকালেই আছে, সেইহেতু 'ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না' এই শ্রুতিবাক্যও বর্ত্তমান' ॥৩১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—পূর্ব্বসন্দর্ভে স্বনিষ্ঠভেদেন ত্রেধা বিদ্যা-জুষো দর্শিতাঃ। অথ তেষু লব্ধবিদ্যেষু বর্ণাশ্রমাচারঃ কথং স্যাদি-

ত্যেতদ্ব্যবস্থাপয়িতুমারভ্যতে। তত্র তাবৎ সনিষ্ঠঃ পরীক্ষ্যতে। "পশ্যন্নপীমমাত্মানং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাবিচারয়ন্। যদাত্মনঃ সুনিয়তমানন্দোৎকর্ষমাপ্নুয়াৎ" ইতি কৌষারবশ্রুতৌ সংশয়ঃ। লব্ধবিদ্যেন সনিষ্ঠেন কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ন বেতি। বিদ্যালক্ষণস্য তৎফলস্য প্রাপ্তত্বাৎ ফলপ্রাপ্তৌ সাধননিবৃত্তের্দৃষ্টত্বাৎ ন কার্য্যাণীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে—সনিষ্ঠাদি-ভেদে তিন প্রকার বিদ্যাধিকারীর বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। এক্ষণে লব্ধব্রহ্মবিদ্য তাহাদের বর্ণাশ্রমাচার কিরূপ হইবে, ইহা ব্যবস্থা করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে। সেই ত্রিবিধ ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে সনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্-বিষয়ে বিচার করা হইতেছে। কৌষারবশ্রুতিতে আছে—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি এই আত্মদর্শন করিয়াও নির্ব্বিচারে শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। যেহেতু ইহাতে সুনিশ্চিত আত্মবিষয়ক আনন্দোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবেন। এই শ্রৌত-বিষয়ে সংশয় এই—ব্রহ্মবিদ্যালাভের পর সনিষ্ঠ ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম-সমুদয় করিবেন কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, তাহা করিতে হইবে না, যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ব্রহ্মবিদ্যা যখন জন্মিয়াছে এবং ফল-প্রাপ্তি হইলে সাধনের নিবৃত্তি যখন দেখা গিয়াছে, তখন আর কর্ম্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা নাই। ইহার প্রতিবাদে সিদ্ধান্তী সূত্রকার উত্তর করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র সর্ব্বান্নভক্ষণস্য শাস্ত্রান্তরেণ বিরোধাৎ বিধেয়ত্বং নেত্যুক্তম্। তদ্বত্যাজকশাস্ত্রবিরোধাৎ জাতবিদ্যস্য যজ্ঞাদি নানুষ্ঠেয়মস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে পূর্ব্বসন্দর্ভ ইত্যাদিনা। পশ্যন্নপীতি। লব্ধবিদ্যোঽপীত্যর্থঃ। কর্ম্ম বিদ্যোত্তরকালিকমগ্নিহোত্রাদি নিষ্কামম্। আত্মনঃ পরেশাদ্ধেতোঃ আনন্দোৎকর্ষং বিদ্যাবিবৃদ্ধিরূপম্। এষা শ্রুতিরাত্মানমেবেমং লোকমিত্যাদ্যা চ স্বনিষ্ঠবিষয়তয়ৈব নেয়া। সামান্যবিষয়তায়ামুত্তরকর্ম্মাশ্লেষ-বোধকশ্রুতের্যস্ত্বাত্মরতিরেবেত্যাদিস্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাপত্তিঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বজাতির অন্নভক্ষণ শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধহেতু বিধেয় (বিধিবোধিত) নহে, বলা

হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম্মত্যাগবোধক শাস্ত্রের সহিত বিরোধবশতঃ বিদ্যোদয়ের পর যজ্ঞাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় না হউক, এইরূপ দৃষ্টান্তসঙ্গতি-অনুসারে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—পূর্ব্বসন্দর্ভে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। 'পশ্যন্নপীমমাত্মানং' ইত্যাদি—ইমমাত্মানং পশ্যন্নপি অর্থাৎ লব্ধবিদ্য হইয়াও। 'কর্ম্ম কুর্য্যাদিতি'—কর্ম্ম—বিদ্যালাভের পরবর্ত্তিকালে করণীয় অগ্নিহোত্রাদি-নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেন। 'আত্মনঃ সুনিয়তমিত্যাদি'—আত্মনঃ—পরমেশ্বর-রূপ কারণ হইতে। 'আনন্দোৎকর্ষম্'—বিদ্যার বৃদ্ধিরূপ উৎকর্ষ। এই শ্রুতি এবং 'আত্মানমেবেমং লোকম্' ইত্যাদি শ্রুতি স্বনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ বিষয়ক-রূপে লইতে হইবে। যদি সাধারণ ব্রহ্মবিদ্‌বিষয়ক বলা হয়, তবে পরবর্ত্তী-কালীন কর্ম্মলেপবোধক শ্রুতির এবং 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যেরও বিরোধ ঘটিবে।

বিহিতত্বাধিকরণম্

সূত্রম্—বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ—'আশ্রমকর্ম্মাপি'—আশ্রমকর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম—ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য, যেহেতু সেই সকল কর্ম্ম বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য বিধানের বিহিতই আছে ॥৩২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপির্বর্ণকর্ম্মসমুচ্চয়ার্থঃ। তেন স্ববর্ণাশ্রম-কর্ম্মাণি কার্য্যাণি। কুতঃ? বিদ্যোপচিতয়ে তং প্রতি তেষাং বিহিতত্বাদেব ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত অপি-শব্দ—আশ্রম ধর্ম্মের মত বর্ণোচিত কর্ম্মের সমুচ্চয়ের উদ্দেশ্যে। অতএব ইহার অর্থ—স্বনিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ স্বকীয় বর্ণোচিত কর্ম্ম ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিবেন। কি কারণে? বিদ্যোপচিতয়ে—বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য। যেহেতু সেই ব্রহ্মবিদের পক্ষে সেই সকল কর্ম্ম বিহিত। ৩২।

সূক্ষ্মা টীকা—বিহিতত্বাদিতি। বিদ্যোপচিতয় ইতি। নিখিলেন্দ্রিয়-ব্যাপারবিলক্ষণানবচ্ছিন্নতৈলধারেব সন্ততা ব্রহ্মানুসন্ধিরূপা মনোবৃত্তির্হি বিদ্যা সা খলু প্রাকৃতদেহাদিসংসর্গিণঃ প্রমাদেন পীড্যমানেব দুঃশকা চ ভবতি নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপৈঃ সুশকৈরপ্রমাদৈশ্চ কর্ম্মভিঃ পুষ্যমাণা নিরন্তরা যা চ সতী বিবর্দ্ধেতেতি তানি তেনানুষ্ঠেয়ান্যেবেতি ॥৩২॥

টীকানুবাদ—'বিহিতত্বাদিত্যাদি' সূত্রে—'বিদ্যোপচিতয়ে' ইতি ভাষ্যে—নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপাররহিত নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ধারাবাহিক ব্রহ্মচিন্তারূপ মনোবৃত্তিই—বিদ্যা-শব্দের অর্থ, সেই বিদ্যা প্রকৃতি-কার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধবিশিষ্টের পক্ষে অনবধানতা দ্বারা বাধিত হইবার মত দুঃসম্পাদ্যও হইয়া পড়ে, অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ কর্ম্ম অনায়াস-সম্পাদ্য ও প্রমাদহীন হয়, তাহাদের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলে ঐ বিদ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত স্বনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদের ঐ সকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় ॥৩২॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে স্বনিষ্ঠাদি-ভেদে ত্রিবিধ বিদ্যাধিকারীর কথা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে স্বনিষ্ঠের কথা বিচারিত হইতেছে।

কৌষারব-শ্রুতিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি আত্মদর্শন লাভ করিয়াও নির্ব্বিচারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। কারণ তাহাতে আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এ-স্থলে সংশয় এই যে,—লব্ধ-বিদ্য ব্যক্তির কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য কি না? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—যখন ফল-প্রাপ্ত ব্যক্তির আর সাধনের প্রয়োজন থাকে না, তখন ব্রহ্মবিদ্যারূপ ফল লাভের পর আর কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে। তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যা-বৃদ্ধির জন্য বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্য নিষ্কামভাবে পালনের বিধান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
> ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥" (ভাঃ ১১।১১।২২)

"ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।৯)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥" (গীঃ ৩।২৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন কেবলং নিষিদ্ধাকরণেন পূর্য্যতে কর্ত্তব্যঞ্চ বর্ণাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম। পণ্ডন্নপীমমাত্মানং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাবিচারয়ন্। যদাত্মানং স্থনিয়তমানন্দোৎকর্ষমাপ্নুয়াদিতি কৌষারবশ্রুতৌ বিহিতত্বাচ্চ। অপিশব্দো বর্ণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থঃ।" ॥ ৩২ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ জাতায়ামপি বিদ্যায়াং পুনঃ কর্ম্মবিধানাৎ কিং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়োঽভিমতো নেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষানুবাদ—প্রশ্ন হইতেছে,—বিদ্যা জন্মিবার পরেও পুনরায় কর্ম্মের বিধানহেতু কি মুক্তি-বিষয়ে জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় অভিপ্রেত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয় নহে।

সূত্রম্—সহকারিত্বেন চ ॥৩৩॥

সূত্রার্থ—বিদ্যার সহকারিভাবেই ব্রহ্মবিদ্ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন, মুক্তির প্রতি হেতুরূপে নহে ॥৩৩॥

গোবিন্দভাষ্যম্—বিদ্যাসহকারিত্বেনৈব তেন কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ন তু মুক্তিহেতুত্বেন। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যা এব তত্ত্বাভিধানাৎ। এতদুক্তং ভবতি। স্বনিষ্ঠেনাদৌ পরমাত্মানমুদ্দিশ্য স্বকর্ম্মাণ্যনুষ্ঠিতানি তেষু তদুদ্দেশেনৈব বিষোর্ণাদিবৎ তদ্বিষয়া বিদ্যা সমভূৎ। তৈরসৌ তামাসাদ্যাপি তদ্বিবৃদ্ধয়ে তান্যনুতিষ্ঠতি। সা চ

স্বোত্তরাণি তানি ন বিনাশয়ত্যবিরোধাৎ। কিন্তু স্বর্গাদিবৈচিত্রী-মনুভাবয়িতুং রক্ষত্যেব। "ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়ত" ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। ন চ তেষাং তদনুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বং তেন তৎকামনয়াননু-ষ্ঠানাৎ। স্বনিষ্ঠো বিদ্বান্ ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্ননুষঙ্গাৎ স্বর্গাদিকমনুভবতি। "গ্রামং গচ্ছং স্তৃণং স্পৃশতি" ইতি অত্র তৃণস্পর্শবৎ। স্বর্গাদ্যান-ন্দানুভবপূর্ব্বকং ব্রহ্মপ্রেপ্সবে স্বনিষ্ঠায় বিদ্যৈব স্বপরিকরকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদিকমনুভাবয়তি। স্বদ্বারা তু ব্রহ্মপদমিতি শ্রুতিশ্চৈবমভিপ্রৈতি তং বিদ্যেত্যাত্মা। ইত্থমেব তস্য সঙ্কল্পোঽপি বোধ্যঃ। নৈরপেক্ষ্য-পরীক্ষায়ৈ কচিৎ স্বদ্বারাপি স্বর্গাদিকমুপস্থাপয়তি। "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নচৈবং তদধিগমন্যায়বিরোধঃ তস্য স্বনি-ষ্ঠেতরবিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ। স্বনিষ্ঠস্য স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশ প্রারব্ধাংশৌ তদিতরস্য পরিনিষ্ঠিতাদেস্তু প্রারব্ধাংশমেব বিহায়েতরৎ সর্ব্বং কর্ম্ম বিনাশয়তীতি বিদ্যৈব স্বতন্ত্রা ফলহেতুঃ কর্ম্ম তু তস্যাঃ সহকারীতি সিদ্ধম্ ॥৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ—বিদ্যার সহকারিভাবেই ব্রহ্মবিদ্‌কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রম কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠেয়, মুক্তিহেতু নহে, যেহেতু 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম-বিদ্যারই কেবল মুক্তিজনকতা বলা আছে। কথাটি এই—স্বনিষ্ঠ অধিকারী প্রথমে পরমেশ্বরের উদ্দেশে (প্রীত্যর্থে) যে স্বাশ্রমবর্ণোচিত কর্ম্মগুলি করিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঊর্ণনাভের ঊর্ণাসূত্রের মত পরমেশ্বর-বিষয়ক বিদ্যাও সম্ভূত হইয়াছে। ঐ স্বনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ সেই ঈশ্বরোদ্দেশ্যক কর্ম্মফলে বিদ্যালাভ করিয়াও সেই বিদ্যার পুষ্টি-সাধনের জন্য সেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই লব্ধ ব্রহ্মবিদ্যা পরে জাত-কর্ম্মকে বিনাশ করে না অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হইতে অসং-শ্লিষ্ট করে না; যেহেতু সেই সকল কর্ম্মের সহিত বিদ্যার কোন বিরোধ নাই, প্রত্যুত বিচিত্র স্বর্গাদি-ফল অনুভব করাইবার জন্য বিদ্যা কর্ম্মগুলি রক্ষাই করে, এ-বিষয়ে বৃহদারণ্যকশ্রুতি 'ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে' এই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের উত্তরকালীন কর্ম্ম ক্ষীণ হয় না। আর সেই সকল কর্ম্ম অনুভব

ফল জন্মাইয়া দেয়, এ-জন্য কাম্যও তাহাদিগকে বলা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি কামনা লইয়া ঐগুলির অনুষ্ঠান করেন নাই। স্বনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবার সময় আনুষঙ্গিকভাবেই স্বর্গাদি ফলও অনুভব করেন, যেমন গ্রামে গমন করিতে করিতে অনীপ্সিত তৃণাদিও স্পর্শ করে, এখানে তৃণ-স্পর্শের মত আনুষঙ্গিক স্বর্গাদি-দর্শন সুখ জানিবে। স্বর্গাদি-আনন্দ-অনুভবপূর্ব্বক ব্রহ্মলাভেচ্ছু স্বনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিদ্যাই সপরিকর (সাঙ্গ) কর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি সুখ অনুভব করায় এবং পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। 'তং বিদ্যা' ইত্যাদি শ্রুতি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। এই প্রকারই স্বনিষ্ঠের সঙ্কল্পও বুঝিতে হইবে। স্বনিষ্ঠের নিষ্কামতার পরীক্ষার জন্য কখন কখনও নিজদ্বারাও স্বর্গাদি উপস্থাপিত করে। 'সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি' ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী সমস্তই দর্শন করে ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। এই প্রবন্ধের সমুদিতার্থ এই—ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীহরিপদই দান করে, স্বর্গাদি নহে, কারণ সেই বিদ্যার স্বর্গাদি দানযোগ্য নহে। যুক্তি এই—বিদ্যা সচ্চিদানন্দময়ী, পরমেশ্বরী, তিনি স্বর্গাদি জড়বস্তু দান করিয়া কোন শ্লাঘার ভাজন হন না। কিন্তু তাঁহার পরিকর কর্ম্মকে রক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা যাঁহারা স্বর্গাদি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে তাহা দান করিয়া থাকেন, এইরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে, কারণ 'ন হাস্য' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যাই নিরপেক্ষদিগের নিষ্কামত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্বর্গাদি দান করেন, যেহেতু—'সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি' এই শ্রুতি আছে, কিন্তু সেই স্বর্গাদি দান না করিয়া, ইহা নহে। 'নচৈবং তদধিগমন্যায়বিরোধঃ'—এইরূপ হইলে সেই স্বর্গাদিপ্রাপ্তির বোধক অধিকরণের সহিত বিরোধ হইবে? না, তাহা নহে; যেহেতু 'তস্য স্বনিষ্ঠেতরবিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ' তস্য—ঐ অধিকরণ—স্বনিষ্ঠ বিদ্যোপাসক-ভিন্নকে বিষয় ধরিয়া সঙ্গত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—বিদ্যা জন্মিবার পর যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফল পুণ্যাংশ স্বর্গাদি সমর্পণ করে, আর প্রারব্ধ পুণ্যাংশ, যাহা বিদ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা বিদ্যালাভের পরও ফল সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই দুইটি কর্ম্ম ছাড়া যে সকল কর্ম্ম—অনারব্ধ ফল হইয়া সঞ্চিত আছে, স্বনিষ্ঠ বিদ্বানের বিদ্যা সেই সকল কর্ম্ম দগ্ধ করে, আর পরিনিষ্ঠিত বিদ্বানের প্রারব্ধ-ভিন্ন সঞ্চিত-কর্ম্ম নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে; কিন্তু যে কর্ম্ম কৃত হইতেছে,

উহার সহিত সংশ্লেষ নিবৃত্তি করে, নিরপেক্ষ বিদ্বানের কিন্তু প্রারব্ধ-ভিন্ন সঞ্চিত সকল কর্ম্ম দগ্ধ করে। 'সর্ব্বং কর্ম্ম বিনাশয়তি' এই বাক্য দ্বারা কথিত হইল, ইহাই অর্থ ॥৩৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—সহকারিত্বেনেতি। ন তু মুক্তিহেতুত্বেনেতি। বিদ্যোপচিতাবেব কর্ম্মণামুপযোগো ন তু মুক্তাবিত্যর্থঃ। ন বিনাশয়তি ন বিশ্লেষয়তি। অবিরোধাদিতি। আনুষঙ্গিকস্বর্গাদিদর্শনহেতুত্বেন বিদ্যাফলে মোক্ষে বিরোধাকরণাদিত্যর্থঃ। ন হাস্যেতি। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু "আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে তস্মাদেবাত্মনো যৎ যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজত" ইত্যেষা। ন চেতি। তেষাং বিদ্যোদয়োত্তরানুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং স্বর্গাদি বৈচিত্র্যানুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বমিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তেনেতি। তেন স্বনিষ্ঠেন। তৎকামনয়া স্বর্গাদিবৈচিত্র্যানুভবেচ্ছয়া। তেষাং কর্ম্মণামকরণাদিত্যর্থঃ। স্বনিষ্ঠো মুমুক্ষুরেবং কামনয়া প্রবর্ত্ততে। নিষ্কামৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ পরমাত্মা প্রসীদন্ স্ববিষয়াং বিদ্যাং মে দদ্যাৎ। সা বিদ্যা তৃণস্পর্শন্যায়েন স্বর্গাদিকমপি মাং দর্শয়ন্তী স্ববিষয়ং তং প্রাপয়েদিতি সৈব সর্ব্বপ্রদেতি। ইত্থঞ্চ কর্ম্মভিঃ স্বর্গাদিদিদৃক্ষাবিরহাৎ কাম্যানুষ্ঠাতৃত্বং নেতি সিদ্ধম্। উক্তং বিশদয়তি স্বর্গাদ্যানন্দেতি। ইত্থমিতি। তস্য স্বনিষ্ঠস্য। নৈরপেক্ষ্যেতি। অয়ং নিরপেক্ষো ন বেতি দেবাঃ পরীক্ষন্তামিত্যেতদর্থমিত্যর্থঃ। অয়মত্র বর্ত্তুলিত্যর্থঃ। বিদ্যা খলু হরিপদমেব দদাতি ন তু স্বর্গাদি তস্যাস্তদ্দানানর্হত্বাৎ। ন হি সচ্চিদানন্দাত্মা পরমেশ্বরী সা স্বর্গাদি জড়ং দদতী শ্লাঘ্যেত কিন্তু সপরিকরেণ স্বরক্ষিতেন কর্ম্মণা তদিচ্ছুভ্যস্তদ্দদাতি এবং কল্পনা চ ন হাস্যেত্যাদিশ্রুতেঃ। কচিদ্বিদ্যৈব নিরপেক্ষাণাং নিষ্কামত্বখ্যাতয়ে স্বর্গাদিকমর্পয়তি সর্ব্বং হেত্যাদিশ্রুতেঃ ন তু তত্র দদতীতি। তস্য ন্যায়স্য। স্বনিষ্ঠস্যেত্যাদি। স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশো বিদ্যোত্তরক্রিয়মাণকর্ম্মরূপঃ। প্রারব্ধাংশো বিদ্যোদয়াৎ প্রাক্ সঞ্চিতরূপঃ সম্প্রত্যপি ফলং দাতুং প্রবৃত্তঃ। তৌ বিহায়ান্যদনারব্ধফলং সঞ্চিতং কর্ম্ম স্বনিষ্ঠস্য সর্ব্বং নির্দ্দহতি পরিনিষ্ঠিতস্য প্রারব্ধেতরৎ সঞ্চিতং নির্দ্দহতি ক্রিয়মাণন্তু বিশ্লেষয়তি নিরপেক্ষস্য তু প্রারব্ধেতরৎ সঞ্চিতং সর্ব্বং নির্দ্দহতীতি বিনাশয়তীত্যনেনোক্তমিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

টীকানুবাদ—'সহকারিত্বেন চ' এই সূত্রে। 'ন তু মুক্তিহেতুত্বেন' ইত্যাদি ভাষ্য—ব্রহ্মবিদ্যার উদ্ভবেই কর্ম্মের উপযোগিতা, তদ্‌ভিন্ন মুক্তিতে কর্ম্মের উপযোগিতা নাই, এই তাৎপর্য্য। 'তানি ন বিনাশয়তীতি' অর্থাৎ সেই উত্তর-কালবর্ত্তী কর্ম্মগুলিকে একেবারে ধ্বংস করে না, এ অর্থ নহে কিন্তু বিযুক্ত করে না। 'অবিরোধাদিতি' কর্ম্ম—আনুষঙ্গিক স্বর্গাদি-দর্শনের হেতু হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার ফল মুক্তি-বিষয়ে সে বিরোধ জন্মাইতেছে না, যদিও দুইটি বিষয় (মুক্তি ও স্বর্গাদি-দর্শন) বিভিন্ন, এই অর্থ। 'ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে' ইতি। সমগ্র শ্রুতিটি এইরূপ—"আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোক-মুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে, তস্মাদেবাত্মনো যদ্‌যৎকাময়তে তত্তৎ সৃজতে।" আত্মারই উপাসনা করিবে। যে আত্মলোকের উপাসনা করে, তাহার কর্ম্ম (উত্তরবর্ত্তী) ক্ষয় হয় না, সেই আত্মা হইতেই অর্থাৎ আত্মোপাসনার ফলে সেই ব্রহ্মবিদ্ যাহা যাহা কামনা করেন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা সৃষ্টি করে। 'ন চ তেষাং তদনুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বমিতি'—তেষাং—বিদ্যা জন্মিবার পর যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের ফল বিচিত্র স্বর্গাদি অনুভব, অতএব কাম্য এ-কথা বলা যায় না, যেহেতু ঐ কর্ম্মগুলি স্বর্গাদি ভোগের কামনায় অনুষ্ঠিত নহে। ইহাই বলিতেছেন—'তেনেত্যাদি' দ্বারা, তেন—স্বনিষ্ঠ সাধক কর্ত্তৃক, তৎকামনয়া স্বর্গাদিবৈচিত্র্য অনুভব-কামনায়, তেষাং—কর্ম্মগুলির, অননুষ্ঠানাৎ—অর্থাৎ আচরণ না হওয়ায়। স্বনিষ্ঠ মুক্তিকামী ব্যক্তি এইরূপ কামনায় প্রবৃত্ত হয় যে, নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বর আরাধিত হইলে আমার উপর প্রসন্ন হইয়া তদ্‌বিষয়ক বিদ্যা আমাকে দান করিবেন। সেই তদ্বিষয়ক বিদ্যা—যেমন গ্রামে যাইতে হইলে পথে তৃণস্পর্শ আনুষঙ্গিকভাবে হয়, সেইরূপ আমাকে স্বর্গাদি দর্শন করাইয়া অবশেষে তাঁহাকে পাওয়াইয়া দিবেন, এইজন্য সেই বিদ্যা সর্ব্বপ্রদা। অতএব সিদ্ধান্ত এই—কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি দর্শনেচ্ছা না থাকায় তাঁহাদের কাম্যানুষ্ঠানকর্ত্তৃত্ব নাই। উক্ত বিষয়টিই বিশদ করিয়া দিতেছেন—'স্বর্গাদ্যানন্দানুভবপূর্ব্বকম্' ইত্যাদি দ্বারা। 'ইত্থমেব তস্য সঙ্কল্পোঽপি বোধ্য ইতি' তস্য অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ ভক্তের। 'নৈরপেক্ষ্য-পরীক্ষার্থৈ ইতি' আমি যথার্থ নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিষ্কাম কি না, ইহা দেবতারা পরীক্ষা করুন, এই জন্য ইহা তাৎপর্য্য। এই প্রবন্ধে এই সারার্থ—বিদ্যা শ্রীহরিপদই দান করে, কিন্তু স্বর্গাদি নহে। কেননা, ব্রহ্মবিদ্যার সেই স্বর্গাদি

দানযোগ্য নহে। কেননা, সচ্চিদানন্দস্বরূপা সেই পরমেশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা স্বর্গাদি জড়পদার্থ দিয়া শ্লাঘার বিষয় হইবেন না, তবে নিজ দ্বারা রক্ষিত সেই বিদ্যার উপকরণ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি-ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে স্বর্গাদি দান করেন, এইরূপ কল্পনা যে করা হইল, তাহার প্রমাণ 'ন হাস্য' ইত্যাদি শ্রুতি। কোন কোনও ক্ষেত্রে বিদ্যাই নিরপেক্ষ ভক্তদিগের নিষ্কামত্ব-প্রতিপাদনের জন্য স্বর্গাদি দান করে, 'সর্ব্বং হ পশ্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। কিন্তু স্বর্গাদি দান করে না, এ-কথা নহে। 'তস্য স্বনিষ্ঠেতরেত্যাদি' তস্য—ঐ যুক্তির। 'স্বনিষ্ঠস্য স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশেতি'—স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশ অর্থাৎ বিদ্যালাভের পর ক্রিয়মাণ কর্ম্মস্বরূপ পুণ্যজনক অংশ। আর প্রারব্ধ পুণ্যাংশ বলিতে বিদ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে সঞ্চিত পুণ্যকর্ম্ম, যাহা বিদ্যোদয়ের পরেই ফল প্রসব করিতে প্রবৃত্ত। এই দুইটি ছাড়া অনারব্ধফলক (যাহার ফল আরব্ধ হয় নাই) সঞ্চিত কর্ম্ম স্বনিষ্ঠের যাহা আছে, তাহা সমস্তই বিদ্যা দগ্ধ করে আর পরিনিষ্ঠিত ভক্তের পক্ষে প্রারব্ধ-ভিন্ন সকল সঞ্চিত কর্ম্ম বিনাশ করে কিন্তু ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে লিপ্ত হইতে দেয় না, বিশ্লিষ্ট করে, নিরপেক্ষ ভক্তের কিন্তু প্রারব্ধভিন্ন সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ করে, ইহাই 'বিনাশয়তি' কথা দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩৩॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় আর একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, বিদ্যা-লাভের পরও যখন কর্ম্মের বিধান রহিয়াছে, তখন ইহা কি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় মুক্তি লাভের সাধন? এইরূপ সংশয়ের নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, বিধানের পক্ষে কর্ম্ম ও জ্ঞান সমুচ্চিতভাবে মুক্তির হেতু নহে, কেবল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিদ্যার সহকারিভাবে অনুষ্ঠেয়। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যকারের ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।৪৭)
"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।

সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥" (ভাঃ ১১।২৩।৪৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ। জ্ঞানান্মোক্ষো ভবত্যেব সর্ব্বকার্য্যকৃতোঽপি তু। আনন্দো হ্রসতেঽকার্য্যাচ্ছুভং কৃত্বা বিবর্দ্ধতে ইতি চ ব্রহ্মাণ্ডে। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিস্তু জ্ঞানিনো নিশ্চিতৈব হি। উপাসয়া কর্ম্মভিশ্চ ভক্ত্যা চানন্দচিত্ততেতি বৃহত্তন্ত্রে। ধর্ম্মস্বরূপচিত্তত্বাদ্ যো যো দেবো মনোগতঃ। স এব ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো ন হেতে লোকসম্মিতা ইতি চ পাদ্মে" ॥৩৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ পরিনিষ্ঠিতঃ পরীক্ষ্যতে। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্" ইত্যাদি শ্রূয়তে। অত্র পরিনিষ্ঠিতস্য লোকার্থং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাঃ কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তাঃ প্রীত্যর্থং শ্রবণাদয়ো ভগবদ্ধর্ম্মাশ্চ। তেষামুভয়েষাং যুগপৎপ্রাপ্তৌ কিং তে ক্রমেণানুষ্ঠেয়াঃ কিং বাদ্যান্ বিহায়োত্তরে তে ইতি সন্দেহে যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাৎ বিহিতানাং ত্যাগে দোষাচ্চানির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর পরিনিষ্ঠিত ভক্তের পরীক্ষা করা হইতেছে। একটি শ্রুতি আছে—'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্' আত্মক্রীড়ঃ ইত্যাদির অর্থ—শ্রীহরিপ্রবণ হইয়াও অবসর মত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী। এই শ্রুতিতে পরিনিষ্ঠিত ভক্তের লোক-সংগ্রহের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে জ্ঞাত হইতেছে এবং ভগবৎ-প্রীত্যর্থে শ্রবণাদি ভাগবতধর্ম্মও কর্ত্তব্যরূপে বিহিত—ইহা পাওয়া যাইতেছে, এক্ষণে সেই দ্বিবিধ কর্ম্মের যৌগপদ্যে প্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে,—সেই সকল ধর্ম্ম কি ক্রমে অনুষ্ঠেয়? অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাগবতধর্ম্ম—শ্রবণাদিই অনুষ্ঠেয়? এই সন্দেহের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, এককালে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না এবং সেই সকল বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ হইলে দোষেরও শ্রুতি

আছে সুতরাং কোন নিশ্চয় হইল না, এই মতের উপর সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেত্যাদি। লব্ধবিদ্যস্থাপি স্বনিষ্ঠস্য কর্ম্মানুষ্ঠানং যথা নিয়তমুক্তং তথা পরিনিষ্ঠিতস্থাপি নিয়তং তদস্তু তস্থাপি লোকনিন্দানিস্তারলোকসংগ্রহফলেচ্ছুত্বাদিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। আত্মক্রীড় ইতি। হরিনিরতোঽপি গৌণকালে স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ীতার্থঃ। লোকার্থং জনসংগ্রহায়। প্রীত্যর্থং হরিপ্রেম্ণে। আদ্যান্ ধর্ম্মান্। উত্তরে শ্রবণাদয়ঃ যুগপদেকদৈব—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'অথেত্যাদি' স্বনিষ্ঠ ভক্ত বিদ্যালাভ করিলেও তাঁহার যেমন নিয়তরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে; সেই প্রকার পরিনিষ্ঠিত ভক্তেরও নিয়মিতভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান হউক, কারণ নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান না হইলে তাঁহার লোকনিন্দা হইবে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া এবং লোকসংগ্রহরূপ ফললাভেচ্ছা হেতু, এইরূপে এই অধিকরণে দৃষ্টান্তসঙ্গতি পাওয়া যায়। 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্'—ইহার অর্থ শ্রীহরিনিষ্ঠ হইয়াও গৌণভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী। লোকার্থং—লোকসংগ্রহের জন্য। প্রীত্যর্থং—শ্রীহরি-প্রেমের জন্য। 'আদ্যান্ বিহায়োত্তরে তে ইতি' আদ্যান্—প্রথমোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মগুলি। উত্তরে তে—শ্রবণাদি-ধর্ম্ম। যুগপৎ—এককালেই।

সর্ব্বথাপ্যধিকরণম্

সূত্রম্—সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩৪॥

সূত্রার্থ—'সর্ব্বথাপি' সর্ব্বপ্রকারেই অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুরোধ না রাখিয়াই, পরিনিষ্ঠিত ভক্ত শ্রবণাদি ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন, অবসরমত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনীয়। ইহার প্রমাণ কি? 'উভয়লিঙ্গাৎ' এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণ আছে ।৩৪।

গোবিন্দভাষ্যম্—অপিরবধারণে। সর্ব্বথৈব স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বৈবেত্যর্থঃ। পরিনিষ্ঠিতেন তেন ভগবদ্ধর্ম্মা এবানুষ্ঠেয়াঃ। স্বধর্ম্মাস্তু কথঞ্চিৎ গৌণকালে। এবং কুতঃ? তত্রাহ উভয়েতি। "তমেবৈকং জানথ" ইত্যাদিশ্রুতিলিঙ্গাৎ। "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্। সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে" ইত্যাদি স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ ॥৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দ অবধারণার্থ—(স্বাযোগব্যবচ্ছেদার্থে) অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারেই—স্বধর্ম্মাচরণের অনুরোধ না করিয়াই। পরিনিষ্ঠিত ভক্ত ভগবদ্ধর্ম্ম—শ্রবণাদিরই অনুষ্ঠান করিবেন। তবে স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্ম কোন প্রকারে গৌণকালে (অবসরকালে)। এইরূপ কোন্ প্রমাণে জানা গেল? তাহাতে বলিতেছেন—'উভয়লিঙ্গাৎ' শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয় প্রমাণ হইতে। শ্রুতি যথা—'তমেবৈকং জানথ' একমাত্র তাঁহারই ধ্যান করিবে। স্মৃতি যথা—'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ…নিত্যযুক্তা উপাসতে' হে পার্থ! যাঁহারা দৈবী-প্রকৃতিসম্পন্ন, সেই সকল মহাত্মা একনিষ্ঠ হইয়া—আমি সকল প্রাণীর আদিপুরুষ ও অবিনশ্বর জানিয়া, আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আমার গুণ-নাম কীর্ত্তন করেন, দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার উপাসনায় যত্নবান্ হন। ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করেন, নিত্য-যুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য সমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় ॥৩৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—সর্ব্বথেতি। অস্ত বিবরণং স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বৈবেত্যেতদ্বোধ্যম্। কথঞ্চিদিতি। সাঙ্গং ভগবদারাত্রিকতৎকৈঙ্কর্য্যানন্তরং সন্ধ্যোপাসনং যথা স্যাৎ তথা ইদং বোধ্যম্। তমেবৈকমিত্যাদি। অত্র তদুপাস্তিনিষ্ঠয়া তদন্যবার্বিমুক্তির্ধর্ম্মানুষ্ঠিতের্গৌণত্বং বোধয়তি। মহাত্মান ইত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। ইহাপ্যনন্যমনস্কসততকীর্ত্তনাদ্যুক্তিস্তাদৃশং দ্যোতয়তি। আদিপদাৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ। স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনা ইত্যাদিবাক্যং গ্রাহ্যম্ ॥৩৪॥

টীকানুবাদ—'সর্ব্বথাপি' ইত্যাদি সূত্রে। ইহারই বিবরণ 'সর্ব্বথৈব স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বৈব' এই উক্তি। 'স্বধর্ম্মাস্ত কথঞ্চিদ্ গৌণকালে ইতি'—সায়ংকালে শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকানুষ্ঠান ও সেবাকার্য্য সম্পাদনের পর সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা বোধ্য। 'তমেবৈকং' ইত্যাদি—এখানে শ্রীভগবানের উপাসনা নিষ্ঠা দ্বারা, তদ্‌ভিন্ন অন্যবাক্য পরিত্যাগ ধর্ম্মানুষ্ঠানের গৌণত্ব বুঝাইতেছে। 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ !' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার। এখানেও অনন্যমনস্কত্ব ও সর্ব্বদা কীর্ত্তনাদ্যুক্তি উপাসনার প্রাধান্য বুঝাইতেছে—ইত্যাদি 'স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ' এই আদিপদ গ্রাহ্য 'শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ। স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ' হে ভগবন্! মহাত্মাগণ তোমার মহিমা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন, স্তব করেন, স্মরণ করেন এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন। ইত্যাদি শ্রীভাগবতবাক্য গ্রহণীয় ॥৩৪॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। মুণ্ডক উপনিষদে পাওয়া যায়—'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' (মুঃ ৩।১।৪) পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভাগবত-ধর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করেন। এ-স্থলে সংশয় এই যে, উহারা কি ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয়? অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রবণাদি ভাগবত-ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, যখন যুগপৎ উভয়-অনুষ্ঠান সম্ভব নহে এবং বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে দোষ কথিত আছে, তখন নির্ণয় করা যাইতেছে না।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদের কর্ত্তব্য। তবে ভাগবতধর্ম্মের অবিরোধে স্বধর্ম্মপালন লোকসংগ্রহার্থ গৌণভাবেই আচরণীয়। এ-বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়—'তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।' (মুঃ ২।২।৫)

স্মৃতিতেও আছে—

'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং ··· উপাসতে।' (গীঃ ৯।১৩-১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তা৲ন্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪০)
"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥"
(ভাঃ ৩।২৫।৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৮।৩৬) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বপ্রকারেণোৎসাহেঽপি যে জ্ঞানযোগ্যাস্তএব জ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি নান্যে। 'য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' ইতি শ্রুত্যাচার্য্যোপদেশসাম্যেঽপি বিরোচনো বিপরীতজ্ঞানমাপ ইন্দ্রঃ সম্যগ্ জ্ঞানমিত্যুন্তরবিধিলিঙ্গাৎ" ॥৩৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উপোদ্বলকান্তরমত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—ইহার পোষক অন্যবাক্য এখানে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—উপোদ্বলকান্তরমন্যৎ পোষকং বচনম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—'উপোদ্বলকান্তরম্'—অন্য পোষক বাক্য।

সূত্রম্—অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম না করিলেও তজ্জনিত-দোষে পরিনিষ্ঠিতের কোন অভিভব অর্থাৎ আক্রমণ হয় না ॥৩৫॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি নৈনং পাপ্মা তপতি" ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ শ্রবণাদ্যনুরোধেন স্বাশ্রমধর্ম্মাকরণে তজ্জন্যৈ-র্দোষৈঃ পরিনিষ্ঠিতস্যানভিভবং দর্শয়তি। অতস্তান্ হিত্বা ত এব কার্য্যা ইত্যর্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যে তু তাদৃশেন যৎ তদারাধনং তদেব তত্তোষকরমিত্যেব মন্তব্যং ন তু কর্ম্মৈব তদারাধনমিতি। পূর্ব্বত্র যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্। নান্যৎ জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি। এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদ-চিন্তয়ৎ। সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে। নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ" ইতি ভরতে রাজ্ঞি তদেক-নিষ্ঠানিগদাৎ ॥৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—'সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি··· পাপ্মা তপতি' ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু জাত-প্রত্যবায় অতিক্রম করেন, ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ অগ্নি দ্বারা তিনি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন,—নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান-জন্য পাপ তাঁহাকে দুঃখাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে না। ভাবার্থ এই—ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রবণ-মননাদির অনুরোধে যদি পরিনিষ্ঠিত ভক্ত স্বাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম না করেন, তবে তজ্জনিত প্রত্যবায়ে তিনি গ্রস্ত হন না। এই শ্রুতি পরিনি-ষ্ঠিতের স্বাশ্রমকর্ম্মের অকরণজনিত প্রত্যবায়ের দ্বারা আক্রমণের অভাব দেখাইতেছেন। অতএব স্বাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ধর্ম্মগুলিই অনুষ্ঠেয়। তবে 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্ত-ত্তোষকারণম্' এই বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যে যে বলা হইয়াছে—বর্ণাশ্রমাচার-

পরায়ণ ব্যক্তির ভগবদারাধনা কর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার সন্তোষের কারণ, ইহাই মর্ম্মার্থ জানিবে, তদ্‌ভিন্ন কেবল কর্ম্মই ভগবানের আরাধনা নহে। কারণ—ঐ বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের পূর্ব্বে রাজা ভরতের ভগবদেকনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া আছে, যথা—'যজ্ঞেশাচ্যুত···যোগতাপসঃ'। পরাশর মৈত্রেয় মুনিকে বলিতেছেন, সেই রাজা ভরত কেবল বলিতে লাগিলেন, 'হে যজ্ঞেশ্বর, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ'। তদ্‌ভিন্ন স্বপ্নের মধ্যেও অন্য কোনও কথা বলেন নাই, ঐ নামবৃন্দই কেবল বলিয়াছিলেন। সেই নামবাচ্য শ্রীহরিব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করেন নাই, দেবার্চ্চন-নিমিত্ত সমিধ্, পুষ্প ও কুশ সংগ্রহ করিতেন, তদ্‌ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করেন নাই, তিনি সর্ব্বসঙ্গত্যাগী ও যোগতাপস ছিলেন ॥৩৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনভিভবমিতি। সর্ব্বমিতি। এষ ব্রহ্মনিষ্ঠপুরুষঃ সর্ব্বং পাপ্মানং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানজনিতং প্রত্যবায়ং তরতি ব্রহ্মনিষ্ঠাপ্রভাবেণোল্লঙ্ঘয়তি। তপতি তদ্রূপেণাগ্নিনা ভস্মীকরোতি। এনং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। তল্লক্ষণঃ পাপ্মা ন তরতি ন ব্যাপ্নোতি ন তপতি স্বনিমিত্তেন দুঃখাগ্নিনা ন দহতীত্যর্থঃ। তাদৃশেন বর্ণাশ্রমধর্ম্মবতা। তদারাধনং ভগবদর্চ্চনম্। তত্তোষকং ভগবৎ-পরিতোষকারি। পূর্ব্বত্রেতি। বর্ণাশ্রমাচারবতেতিবাক্যাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। এতদিতি। যজ্ঞেশাচ্যুতাদি নামবৃন্দং পরং কেবলং তদর্থং তদ্বাচ্যং হরিং বিনান্যৎ কিঞ্চিৎ নাচিন্তয়ৎ। দেবক্রিয়াকৃতে হরিপূজার্থম্। তদেকেতি। হর্য্যে-কান্তিতোক্তেরিত্যর্থঃ। তত্রাহুঃ। পরিনিষ্ঠিতৈরাশ্রমকর্ম্মাণি ন কার্য্যাণি। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" ইতি তদনুষ্ঠিতৈর্হরিভক্তিশ্রদ্ধাবাধত্বস্মরণাৎ। "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম" ইতি স্বরূপতস্তত্ত্যাগস্মরণাচ্চেতি সত্যমেতৎ তথাপি লোকসংগ্রহায় তৈস্তানি কার্য্যাণ্যেব "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" ইতিস্মরণাৎ। ন চ শ্রদ্ধাবিরহাৎ তামসং তদনুষ্ঠানমিতি বাচ্যং ভগবদাজ্ঞপ্তত্বেন তত্রাপি তস্যাঃ সত্ত্বাৎ। স্বরূপতস্তত্তৎকর্ম্মণাং সংত্যাগে তত্তদাশ্রমচিহ্নধৃতির্ধর্ম্মধ্বজিত্বায় কল্প্যেত। গৃহিপরিনিষ্ঠিতানাং বৈবাহিকবিধিমত্তয়া দারস্বীকারে পারদারি-কত্বাপত্তিশ্চ। তস্মাৎ গৌণকালে লোকসংগ্রহায় তদনুষ্ঠানমিতি সুষ্ঠূক্তম্।

যদ্যেষাং ভক্ত্যভিনিবেশাৎ কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানং ন স্যাৎ তদাপি ন ক্ষতিঃ। "মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ" ইতি পাদ্মাৎ। "স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলম্। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরা" ইত্যাদি-পুরাণাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

টীকানুবাদ—'অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি' এই সূত্রে, 'সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—এই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সমস্ত পাপ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অকরণজনিত প্রত্যবায় ব্রহ্মনিষ্ঠা-প্রভাবে উত্তীর্ণ হন। তপতি—অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা-প্রভাবরূপ অগ্নি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্ম করে, 'এনং পাপ্মা ন তপতি' এনং—এই ব্রহ্মনিষ্ঠকে, প্রত্যবায়রূপ পাপ লিপ্ত করে না, ন তপতি—প্রত্যবায়জনিত দুঃখাগ্নি তাহাকে দগ্ধ করে না। বিষ্ণুপুরাণবাক্যেতু—তাদৃশেন—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারবান্‌কর্ত্তৃক, তদারাধনং—শ্রীভগবানের অর্চ্চনা, তদেব তত্তোষকম্—তাহাই ভগবানের পরিতোষজনক। পূর্ব্বত্র—ঐ বিষ্ণু-পুরাণীয় 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে। 'এতৎপরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ' এই যজ্ঞেশাচ্যুত ইত্যাদি নামবৃন্দই কেবল চিন্তা করিয়াছিলেন। সেই নাম-শব্দবাচ্য শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করেন নাই। দেবক্রিয়াকৃতে—অর্থাৎ হরিপূজার্থ। তদেকনিষ্ঠা নিগদাৎ ইতি—এই শ্রীহরি-বিষয়ক একান্তিতা-কথনের জন্য। সে-বিষয়ে প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন,—পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণের বর্ণাশ্রম-কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে; যেহেতু—'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে যে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, যতদিন না ভগবদিতর-বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। অথবা আমার কথা-শ্রবণাদিতে (শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদিবিষয়ে) শ্রদ্ধা যাবৎ পর্য্যন্ত উদিত না হয়। পরে আছে,—এইরূপ গুণদোষ দেখাইয়া আমাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলেও নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মগুলি সমস্তই ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। ইহাতে স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগও পাওয়া যাইতেছে। এই কথা তাঁহারা বলেন; কথাটি সত্য বটে, তাহা হইলেও লোক-সংগ্রহের জন্য সেগুলি সেই উত্তম ভক্তগণ কর্ত্তৃক অবশ্য অনুষ্ঠেয়। যেহেতু বলা আছে,—লোকসংগ্রহের অনুরোধেও তোমাকে কার্য্য করিতে হইবে। যদি বল,

শ্রদ্ধার অভাবে সেই কৃত অনুষ্ঠানগুলি তো তামসকার্য্য হইবে, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু ভগবদাজ্ঞা-হেতু ঐ অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধা আছে। স্বরূপতঃ সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ত্যাগ হইলেও যদি আশ্রমচিহ্ন ধৃত হয়, তবে উহা ধর্ম্মধ্বজিত্বের পরিচায়ক কল্পনা করা যাইবে। এতদ্ভিন্ন গৃহাশ্রমী পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি বৈবাহিক বিধি-ব্যতিরেকে দার পরিগ্রহ করিলে উহা পরস্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত এই—গৌণ-কালে লোক-সংগ্রহের জন্য স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয়; ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে। যদি ইঁহাদের ভজনে আগ্রহ-নিবন্ধন কোন সময় কর্ম্মানুষ্ঠান না ঘটে, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু পদ্মপুরাণে বলা আছে,—আমার কর্ম্মে নিরত ভক্তগণের যদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের লোপ হয় তবে তিন কোটী মহর্ষি তাঁহাদের (লুপ্ত) কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। আদিপুরাণে (ব্রহ্মপুরাণে)ও আছে, সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল আমার নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের ঐ সকল কর্ম্ম ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥৩৫॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার প্রদর্শন করিতেছেন যে, পরি-নিষ্ঠিত ব্যক্তি ভগবৎকথা-শ্রবণাদিরূপ ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না। পরন্তু ইহাতেই তিনি ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—"সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি" ইত্যাদি (বৃঃ ৪।৪।২৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"

(ভাঃ ১১।২০।৩১)

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (গীঃ ১৮।৬৬)

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"দৈবীমেব সম্পত্তিং দেবতা অভিগচ্ছন্তি আসুরীমেবাসুরা নৈতয়োরভিভবঃ কদাচিৎ স্বভাব এব হ্যবতিষ্ঠত ইতি স্বভাবানভিভবঞ্চ দর্শয়তি" ॥৩৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং সাশ্রমেষু বিদ্যা দর্শিতা তদুত্তরানুষ্ঠিতিশ্চ। অথ নিরাশ্রমেষু নিরপেক্ষেষু তে দ্বে দর্শ্যেতে। তত্রৈব নিরাশ্রমাপি গার্গী ব্রহ্মবিৎ পঠ্যতে। "অথ বাচক্নব্যুবাচ। ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমেনং যাজ্ঞবল্ক্যং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি" ইত্যাদিনা। ইহ সংশয়ঃ। নিরাশ্রমেষু বিদ্যা সম্ভবেন্ন বেতি বিদ্যোৎপত্তিহেতুতয়া বিশ্রুতানামাশ্রমধর্ম্মাণাং তেষ্বভাবান্নেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—এইরূপে আশ্রমীদিগের ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার পরকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানও দেখান হইল। অতঃপর আশ্রমহীন নিরপেক্ষ ভক্তদিগের পক্ষে সেই ব্রহ্মবিদ্যা এবং তদুত্তরকালীন অনুষ্ঠান—এই দুইটি দেখান হইতেছে। সে-বিষয়েই বৃহদারণ্যকে আশ্রমহীনা গার্গী ব্রহ্মবিৎ কথিত হইতেছে, যথা—অতঃপর বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা গার্গী) বলিলেন, 'হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ! দেখুন আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন করিব ইত্যাদি' বাক্য দ্বারা। ইহাতে সংশয় এই, আশ্রমহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভব কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, না, নিরাশ্রমের বিদ্যা সম্ভব নহে, যেহেতু আশ্রমধর্ম্মগুলিই বিদ্যোৎপত্তির হেতুরূপে প্রসিদ্ধ, তাহা নিরাশ্রমমধ্যে নাই। এই মতবাদের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ নিরপেক্ষাণাং বিদ্যানুষ্ঠানে দর্শ্যেতে এবমিত্যাদিনা। চিত্তশোধকধর্ম্মসত্ত্বাদাশ্রমিষত্ত্ব বিদ্যা মাস্ত্বাশ্রমবিধুরেষু তাদৃ-

গ্‌ধর্ম্মবিরহাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিরিত্যেকে। পরিনিষ্ঠিতানাং ভক্তিপ্রধানানাং কথঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমিত্যুক্তম্। তদ্বন্নিরপেক্ষাণামপি কথঞ্চিৎ তদস্তু তেষামপি কৃপালূনাং লোকহিতায় কথঞ্চিৎ তদপেক্ষণাৎ। অন্যথা তান্ বীক্ষ্য লোকা ধর্ম্মভ্রষ্টাঃ স্যুরিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিরিত্যপরে। নিরপেক্ষাঃ প্রপন্না বোধ্যাঃ। অথেতি। বচক্নোরপত্যং স্ত্রী বাচক্নবীত্যর্থঃ। হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তেষু নিরাশ্রমেষু ঔৎপত্তিকবিরক্তিষু স্বাভাবিকবৈরাগ্যেষ্বিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর নিরপেক্ষদিগের ব্রহ্মবিদ্যা ও তৎপরকালীন অনুষ্ঠান দেখাইতেছেন—'এবমিত্যাদি' বাক্য দ্বারা। চিত্তশুদ্ধির কারণ—ধর্ম্ম থাকায় আশ্রমীদের বিদ্যা হউক, কিন্তু আশ্রমহীন ব্যক্তিদিগের সেই চিত্তশোধক ধর্ম্মের অভাবে সেই বিদ্যোদয় না হউক, এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এখানে কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অপরে বলেন—এই অধিকরণে দৃষ্টান্তসঙ্গতি, কারণ পরিনিষ্ঠিত—ভক্তিপ্রধান ব্যক্তিদিগের কোন প্রকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই প্রকার নিরপেক্ষদিগেরও কোনরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান হউক, যেহেতু তাঁহারা কৃপালু, লোকহিতের জন্য কোন প্রকারে তাহা করিতে চান, তাহা না হইলে তাঁহাদিগকে (আচারহীন) দেখিয়া লোকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে। এখানে নিরপেক্ষ বলিতে কিন্তু ভগবদাশ্রিত প্রপন্নকে জানিবে। অথ বাচক্নব্যুবাচেতি—বচক্নুর কন্যা বাচক্নবী-গার্গী বলিলেন, হে মহামহিমান্বিত বেদবিদ্‌গণ! তেষভাবান্নেতি—তেষু—অর্থাৎ আশ্রমহীন স্বাভাবিক বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে।

অন্তরা চাপ্যধিকরণম্

সূত্রম্—অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩৬॥

সূত্রার্থ—'তু'—কর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ—প্রয়োজন নাই, যেহেতু 'অন্তরা'—আশ্রমধর্ম্মব্যতীতই বিদ্যমান—স্বাভাবিক বৈরাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সত্য, তপস্যা ও জপাদি ধর্ম্মবলে চিত্তশুদ্ধি থাকায় তাহাদেরও বিদ্যা জন্মায়। ইহার প্রমাণ কি? উত্তর—গার্গীর ব্রহ্মবিদ্যার দর্শন ॥৩৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শব্দঃ কর্ম্মাগ্রহনিরাসার্থঃ। চকারো নিশ্চয়ার্থঃ। অন্তরা চ বিনৈবাশ্রমধর্ম্মান্ বিদ্যমানেষ্বৌৎপত্তিকবিরক্তিষু প্রাগ্ভবানুষ্ঠিতৈর্ধর্ম্মৈঃ সত্যতপোজপাদিভিশ্চ পরিশুদ্ধেষু তেষ্বপি বিদ্যা উদয়তে। কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ। তাদৃশ্যা গার্গ্যা ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাৎ। অয়ং ভাবঃ। প্রাগ্ভবীয়ানাং ধর্ম্মাণাং ফলোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব দেহনিপাতাৎ ন ফলসম্বন্ধঃ। পরত্র তু তৈর্বিশুদ্ধানাং সৎসঙ্গমাত্রেণ সবিরাগা সাবির্ভবতীতি ॥৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি কর্ম্মের আগ্রহ-নিরাসের জন্য। 'চ' শব্দটি নিশ্চয়ার্থে। অন্তরা চাপি—আশ্রমধর্ম্মব্যতীতও যাঁহারা স্বাভাবিক বৈরাগ্যবান্, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতধর্ম্ম—সত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধহৃদয় ব্যক্তিদের বিদ্যা উদিত হয়। প্রমাণ কি? 'তদ্দৃষ্টেঃ' তাদৃশী অর্থাৎ আশ্রমহীনা প্রাগ্ভবীয় কর্ম্মফলে ইহজন্মে স্বাভাবিক বৈরাগ্যসম্পন্না গার্গীতে যেহেতু দেখা যায়। ভাবার্থ এই—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মগুলির ফল জন্মিবার পূর্ব্বেই দেহপাতহেতু তখন ফলসম্বন্ধ হয় নাই। পর জন্মে সেই কর্ম্মফলে বিশুদ্ধ চিত্ত হইলে তাঁহাদিগের কেবল সৎসঙ্গমাত্রেই বৈরাগ্যের সহিত সেই বিদ্যা আবির্ভূত হয় ॥৩৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—অন্তরেতি। তাদৃশ্যা নিরাশ্রমায়াঃ। প্রাগ্ভবীয়েতি। পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিতানাং ধর্ম্মাণাং বিদ্যোৎপত্তিরূপফলোদয়াৎ প্রাগেব শরীরনাশাৎ তদ্রূপ ফলসম্বন্ধো যেষাং নাভূৎ তেষাং পরস্মিন্ জন্মনি তৈর্বিশুদ্ধানামেব সৎসঙ্গমাত্রে সতি বৈরাগ্যসহিতা সা বিদ্যাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ পরিনিষ্ঠিতাশ্চ বিঘ্নবশাদপ্রত্যক্ষিতবিদ্যাঃ পরস্মিন্ জন্মনি তন্মাত্রাৎ প্রত্যক্ষিতবিদ্যা ভবন্তীতি তেঽপি নিরপেক্ষাঃ কথ্যন্তে। যে তু সত্যাদিভিঃ প্রাগনুষ্ঠিতৈঃ পরত্র তন্মাত্রেণ বিদ্যাভাজস্তে তু মুখ্যনিরপেক্ষা বোধ্যাঃ। ন চৈবং লোকসংগ্রহাসিদ্ধিস্তেষাং গ্লানির্বা লোকস্তুতেতি বাচ্যম্। তেষাং লোকাস্ফূর্ত্তেরাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানৈস্তৎ-

সংগ্রহাচ্চ তাদৃশানাং তৎকৃতগ্লান্যদর্শনাচ্চ প্রত্যুত স্তুতিদর্শনাচ্চ। নৈরপেক্ষ্যঞ্চ হরীতরাপেক্ষাশূন্যত্বং হরীতরৎ তু স্বর্গাদি পরলোকঃ প্রতিষ্ঠা বেতি ব্যাখ্যাতারঃ। ৩৬।

টীকানুবাদ—অন্তরেত্যাদি সূত্রে। তাদৃশ্যাঃ—আশ্রমহীনা গার্গীর। প্রাগ্‌ভবীয়ানাং ধর্ম্মাণামিত্যাদি—পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত-ধর্ম্মের ফল বিদ্যোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বেই শরীরপাতহেতু যাঁহাদের বিদ্যোৎপত্তিরূপ ফলসম্পর্ক হয় নাই, তাঁহাদের পরজন্মে সেই কর্ম্মবশতঃ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাঁহাদেরই কেবল সৎসঙ্গমাত্রেই বৈরাগ্য সহিত সেই বিদ্যা আবির্ভূত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত এই—পথিনিষ্ঠিত ভক্তগণ পূর্ব্বজন্মে বিঘ্নবশতঃ বিদ্যা প্রত্যক্ষ করেন নাই, কিন্তু পরজন্মে তাঁহারা কেবল সৎসঙ্গবশেই বিদ্যা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদিগকেও নিরপেক্ষ বলা হয়। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত সত্য, তপঃ ও জপাদি দ্বারা পরজন্মে কেবল সৎসঙ্গবলে বিদ্যালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রধান নিরপেক্ষ জানিতে হইবে। যদি বল, ধর্ম্মাচরণ না করিলে তাঁহাদের লোকসংগ্রহতো হইল না, অথবা লোকনিন্দাও ঘটিল, ইহা বলিতে পার না, যেহেতু তাঁহাদিগের নিকট কোন লোকপ্রকাশ হয় না, কিন্তু আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকসংগ্রহ হয় এবং তাদৃশ ব্যক্তিদিগের লোককৃত নিন্দাও হয় না, অধিকন্তু প্রশংসাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের নিরপেক্ষতা—হরিভিন্ন অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষার অভাব। হরিভিন্ন বলিতে স্বর্গাদি পরলোক অথবা প্রতিষ্ঠা, ইহা ব্যাখ্যাকারীরা ব্যাখ্যা করেন।৩৬।

সিদ্ধান্তকণা—আশ্রমবান্‌দিগের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ ও পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের কথা বর্ণন করিয়া এক্ষণে নিরাশ্রমী নিরপেক্ষ অধিকারীর পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ ও পরবর্ত্তীকালীন অনুষ্ঠানের কথা প্রদর্শিত হইতেছে। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো…পৃচ্ছ গার্গীতি" (বৃঃ ৩।৮।১)। এ-স্থলে গার্গী আশ্রমহীনা হইয়াও ব্রহ্মবিৎ ছিলেন, ইহা কথিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় এই যে, আশ্রমহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভব কি না? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, আশ্রমহীনদিগের ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভব নহে; কারণ আশ্রমধর্ম্মই বিদ্যোৎপত্তির হেতু। এই পূর্ব্বপক্ষের

উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, আশ্রমধর্ম্মবিহীন হইলেও পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়ায় স্বাভাবিক বৈরাগ্যবান্‌-দিগের বিদ্যার উদয় হয়, উদাহরণস্থলে গার্গীর তদবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভরতের দৃষ্টান্তেও পাই,—

"তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিজমানো ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসন-শ্রবণ-স্মরণ-গুণবিবরণ-চরণারবিন্দ-যুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্ক-মানো ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃত-স্বপূর্ব্ব-জন্মাবলিরাত্মানমুন্মত্ত-জড়ান্ধবধিরস্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য।" (ভাঃ ৫।৯।৩)।

আরও পাই,—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৫)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মধ্যে পাই,—"অত্র ভাগবতধর্ম্মে প্রবর্ত্তমানস্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মেঽধিকার এব নাস্তীতি তদনুষ্ঠানানুষ্ঠানবিচারো নাত্র প্রবেশয়িতব্যঃ।"

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"সম্যগ্‌জ্ঞানবিপরীতজ্ঞানয়োরন্তরাস্থিতানামপি দেবাসুরভাবয়োর্দ্দার্ঢ্য-দৃষ্টেঃ।"

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,—

"আশ্রমমন্তরা বর্ত্তমানানামপি বিদ্যাধিকারোঽস্তি। রৈক্বাদের্বিদ্যানিষ্ঠত্বস্য দর্শনাৎ।"

শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—

অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয়ই অধিকার আছে। যেহেতু সেই প্রকার দৃষ্ট হয়। যেমন রৈক, ভীষ্ম ও সংবর্ত্ত প্রভৃতি আশ্রমরহিত ব্যক্তিদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্ব দেখা যায়॥৩৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—বলবতা সৎসঙ্গেন কষায়পাকে বিদ্যা ভবতীত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—প্রবল সৎসঙ্গের ফলে পূর্ব্ব কর্ম্মবাসনা বিনষ্ট হইলে বিদ্যা জন্মায়, ইহা বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথ ধর্ম্মান্ বিনৈব মহত্তমসঙ্গেন নির্ধূত-কল্মষাঃ শীঘ্রমেব বিদ্যাং লভন্ত ইতি মুখ্যনিরপেক্ষান্ দর্শয়িতুং প্রবর্ত্ততে বলবতেতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অতঃপর ধর্ম্মানুষ্ঠান-ব্যতিরেকেই মহত্তম ব্যক্তিদিগের সঙ্গের ফলে নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ শীঘ্রই বিদ্যা লাভ করেন, এইরূপ মুখ্যনিরপেক্ষদিগকে দেখাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছেন—'বলবতেত্যাদি' গ্রন্থদ্বারা।

সূত্রম্—অপি স্মর্য্যতে ॥৩৭॥

সূত্রার্থ—এ-বিষয়ে রহূগণ-সংবাদে স্মৃতও হইয়া থাকে ॥৩৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকম্" ইত্যাদৌ "রহূগণৈতৎ" ইত্যাদৌ চ। অপি সমুচ্চয়ে ॥৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ—সাধুগণের মুখ হইতে যাঁহারা পরমেশ্বর শ্রীভগবানের কথা-মৃত পান করিয়া শ্রবণপুটে ধরিয়া রাখেন, তাঁহারা বিষয়-সম্পর্কে বিদূষিত অন্তরকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীচরণপদ্মসমীপে গমন করেন। ইত্যাদিস্থলে ও 'রহূগণৈতৎ' ইত্যাদিতে স্মৃত হইয়া থাকে। সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দটি সমুচ্চয়ার্থে—অর্থাৎ কেবল আখ্যায়িকা নহে, স্মৃতিবাক্যও আছে। ৩৭।

সূক্ষ্মা টীকা—অপীতি। পিবন্তীতি শ্রীভাগবতে। সতাং মুখেভ্যস্তেষাং সন্নিধৌ স্থিতা বেত্যর্থঃ। অত্র সৎপ্রসঙ্গলব্ধেন ভগবৎকথাশ্রবণেনৈব চিত্ত-বিশুদ্ধিস্তৎপদপ্রাপ্তিশ্চেতি স্ফুটমুক্তম্। রহূগণেত্যাদৌ চ চিত্তশোধকতয়া বিশ্রুতৈস্তপঃপ্রভৃতিভির্যঃ কষায়ো ন ক্ষীয়তে স খলু সৎপাদরজঃসেবয়া ক্ষীয়তে পরা বিদ্যা চাবির্ভবতীত্যুপদিষ্টম্। ইত্থঞ্চ তাদৃশেন তচ্ছ্রবণেন চিত্তশুদ্ধেঃ প্রমাণপ্রাপ্তত্বাদ্ধর্ম্মৈরেবানুষ্ঠিতৈস্তচ্ছুদ্ধিরিতি কর্ম্মঠানাং দুরাগ্রহ এবেতি বিদিতম্। সূত্রে অপিশব্দঃ সত্যাদীনাং সমুচ্চায়ক ইত্যাহ অপীতি। কর্ম্মণাং সত্যাদীনাঞ্চ যথোত্তরং প্রাবল্যং বহ্বল্পবিক্ষেপতয়া চিরাচিরফলতয়া চেতি বোধ্যম্ ॥৩৭॥

টীকানুবাদ—'অপি স্মর্য্যতে' -এই সূত্রে। 'পিবন্তি' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের। সতাং অর্থাৎ সাধুদিগের মুখ হইতে অথবা তাঁহাদের সন্নিধিতে থাকিয়া। এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে, সৎপ্রসঙ্গলব্ধ ভগবৎ-কথা শ্রবণদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং শ্রীভগবৎ-পদপ্রাপ্তি হইবে। 'রহূগণৈতৎ' ইত্যাদি বাক্যে চিত্তশোধকরূপে বিখ্যাত তপঃ, সত্য, জপ প্রভৃতি দ্বারা যে মনোমল রাগ-দ্বেষাদি ক্ষীণ হইতেছে না, তাহা নিশ্চয় সাধুদিগের পাদপঙ্কজপরাগ-সেবা দ্বারা ক্ষীণ হইবে এবং পরা বিদ্যার আবির্ভাব হইবে,—এই উপদেশ করা হইল। এই প্রকারে সেই সৎপ্রসঙ্গলব্ধ ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ম্মঠগণ (জৈমিনি প্রভৃতি) যে বলিয়াছেন—ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলেই চিত্তশুদ্ধি হয়, ইহা তাঁহাদের দুরাগ্রহ অর্থাৎ অযথা নির্ব্বন্ধ, ইহা জানা গেল। সূত্রস্থিত 'অপি' শব্দটি সত্য, তপঃ, জপ প্রভৃতির সংগ্রাহক, ইহা বলিতেছেন। স্বাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি ধর্ম্মের মধ্যে পর পরবর্ত্তী পদার্থের উত্তরোত্তর প্রাবল্য, কারণ উত্তরোত্তর পদার্থগুলি অল্প বিক্ষেপের কারণ এবং অচির ফলদায়ক, আর পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলি বহু বিক্ষেপকারক ও বিলম্বে ফলজনক, ইহা জ্ঞাতব্য ॥৩৭॥

সিদ্ধান্তকণা—বলবান্ সৎসঙ্গের ফলে পূর্ব্ব কর্ম্মকষায় (সংস্কার) বিনষ্ট হওয়ার পর বিদ্যার উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, স্মৃতিতেও ইহা উল্লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥" (ভাঃ ২।২।৩৭)।

অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তগণের আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়বিদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সমীপে গমন করেন।

শ্রীভরত রহূগণ রাজাকেও বলিয়াছিলেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥
যত্রোত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥" (ভাঃ ৫।১২।১২-১৩)

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে পাই,--

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো-ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ইতি তেষামপি জপাদীনাং বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে।"

শ্রীরামানুজভাষ্যেও পাই,—

"অপি চ, অনাশ্রমিণামপি জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে— "জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো-ব্রাহ্মণ উচ্যতে।" (মনুসংহিতা ২।৮৭) ইতি। সংসিধ্যেৎ—জপাদ্যনুগৃহীতয়া বিদ্যয়া সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ" ॥৩৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সৎসঙ্গিষু নিরপেক্ষেষু পরেশানুগ্রহ-বিশেষাৎ বিদ্যা সুলভেত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যাঁহারা সৎপ্রসঙ্গবিশিষ্ট নিরপেক্ষ, তাঁহাদের উপর পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হয় বলিয়া বিদ্যা সুলভ, এই কথা বলিতেছেন—

সূত্রম্—বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩৮॥

সূত্রার্থ—উহাদের উপর শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৩৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি। তেষু তৎকৃপাবিশেষো দৃষ্টঃ। নৈরপেক্ষ্যঞ্চ তদ্‌যোগ-সাতত্যাদ্ ব্যক্তম্ ॥৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি এই যে, যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রাণ আমাতে সমর্পিত, যাঁহারা পরস্পর আমার প্রসঙ্গ বুঝাইয়া থাকেন এবং নিত্য আমার বর্ণন করিয়া তুষ্ট হন ও তাহাতেই রমণ করেন, সেই নিত্য যোগযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনকারী ব্যক্তিদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। অতএব দেখা গেল যে, তাঁহাদের উপর শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা হয়। তথাপি তাঁহাদের যে নৈরপেক্ষ্য বা নিষ্কাম-ভাব তাহা কেবল সর্ব্বদা পরমেশ্বরের ধ্যান-নিবন্ধন, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইল ॥ ৩৮ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—বিশেষেতি। মচ্চিত্তা ইত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। বুদ্ধিযোগং মদ্বিষয়াং বিদ্যাম্। নন্বেষাং নৈরপেক্ষ্যং ন প্রতীতং তদ্বোধকপদাভাবা-দিতি চেৎ তত্রাহ নৈরপেক্ষ্যঞ্চেতি। তদ্‌যোগসাতত্যাদুক্তপ্রকারকভগবদা-বেশাৎ ॥৩৮॥

টীকানুবাদ—'বিশেষেতি' সূত্রে। 'মচ্চিত্তা' ইত্যাদি শ্লোক দুইটি শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায়। বুদ্ধিযোগং—অর্থাৎ মদ্‌বিষয়ক বিদ্যা। যদি বল, কই, ইহাদের

নিরপেক্ষতা তো এই দুইটি বাক্যে প্রকাশ পাইল না ; কারণ তাহার বোধক পদ উহাতে নাই ; তাহাতে বলিতেছেন—'নৈরপেক্ষ্যঞ্চ তদ্‌যোগসাতত্যাদিতি' অর্থাৎ উক্তপ্রকার সর্ব্বদা ভগবদাবেশহেতু ॥৩৮॥

সিদ্ধান্তকণা—সৎসঙ্গবিশিষ্ট নিরপেক্ষ অধিকারিগণের প্রতি পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ থাকায় তাঁহাদের বিদ্যা সুলভ হয়, এই প্রসঙ্গে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, উহাদিগের প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥" (ভাঃ ১১।১২।১-২)
"ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ-তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব'॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা…যেন মামুপযান্তি তে॥" (গীঃ ১০।৯-১০)

আরও পাই,—

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"
(গীঃ ১০।১১)॥ ৩৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—সাশ্রমা যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো নিরাশ্রমাশ্চ গার্গ্যাদয়ো বিদ্যাবন্তো দর্শিতাঃ। তেষু সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠা নিরাশ্রমা

বেতি সংশয়ে বৈদিকাশ্রমধর্ম্মসম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মরতত্বাচ্চ সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—আশ্রমী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ও আশ্রমহীন গার্গী প্রভৃতির বিদ্যালাভ দেখান হইল। তাঁহাদের মধ্যে আশ্রমীরা শ্রেষ্ঠ ? অথবা নিরাশ্রমিগণ ? এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, আশ্রমীরাই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা বৈদিক আশ্রমধর্ম্মসম্পন্ন এবং ব্রহ্মরত, এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নিরপেক্ষা বিদ্যাবন্তো দর্শিতাঃ। তানাশ্রিত্য শ্রৈষ্ঠ্যং তেষু প্রকাশ্যত ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। সাশ্রমা ইত্যাদি। বৈদিকেতি। তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তেজসশ্চেতি শ্রুতৌ ধর্ম্মিষ্ঠস্য শীঘ্রমেব ব্রহ্মলাভজ্ঞাপনাদিত্যর্থঃ। তদর্থস্তু তেন জ্ঞানেন বিদ্‌বিজ্ঞো ব্রহ্মেতি পুণ্যকৃৎ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠায়ী তেজসস্তেজসো ব্রাহ্মণোঽয়ং তদ্রত ইত্যর্থ ইতি। অতঃ সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নিরপেক্ষ বিদ্যাবানের স্বরূপ দেখান হইয়াছে, সেই নিরপেক্ষ বিদ্বান্‌দিগকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতেছেন, এইজন্য এই অধিকরণে আশ্রয়াশ্রয়িভাবরূপ সঙ্গতি জ্ঞাতব্য। সাশ্রমাঃ—শ্রেষ্ঠা ইত্যাদি। 'বৈদিকাশ্রমধর্ম্মসম্পন্নত্বাদিতি'— "তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃত্তেজসশ্চ' ইহার অর্থ—তেন—জ্ঞানবশতঃ, বিদ্—বিজ্ঞব্যক্তি, ব্রহ্মেতি—ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পুণ্যকৃৎ—স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তেজসশ্চ—এই ব্রহ্মবিদ্ তেজসঃ—ব্রহ্মশক্তিতে পূর্ণ, অতএব আশ্রমীরা শ্রেষ্ঠ, এই পূর্ব্বপক্ষীর মত।

অতস্ত্বিতরদধিকরণম্,

সূত্রম্—অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩৯॥

সূত্রার্থ—কিন্তু তাহা নহে, অতঃ—এই সাশ্রমত্ব হইতে, ইতরৎ—নিরাশ্রমত্বই, জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাধন জানিবে, যেহেতু লিঙ্গাৎ—এ-বিষয়ে প্রমাণ আছে—গার্গীর মহাবিদ্যত্ব হওয়ায় ॥৩৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কানিরাসায় তু-শব্দঃ। চ-শব্দোঽবধারণার্থঃ। অতঃ সাশ্রমত্বাদিতরন্নিরাশ্রমত্বমেব জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্যাসাধনং মন্তব্যম্। কুতঃ? লিঙ্গাৎ। গার্গ্যা মহাবিদ্যত্বশ্রবণাৎ লিঙ্গাদেব। অয়ং ভাবঃ। অনাদিপ্রবৃত্তিশীলানাং প্রবৃত্তিসঙ্কোচায় আশ্রমাঃ শাস্ত্রেণ বিহিতাঃ। অতস্তদ্বিধানে ন তস্য তাৎপর্য্যং কিন্তু তৎসঙ্কোচ এব। তা হি ব্রহ্মরতিপ্রতিবন্ধিকা ভবন্তি। যে তূপক্ষীণপ্রবৃত্তয়ো ব্রহ্মৈকরতাস্তেষাং ন কিঞ্চিদাশ্রমৈঃ ফলমিতি নৈরাশ্রম্যং বরীয়ঃ। অতএব জাবালোপনিষদি ক্রমেণাশ্রমান্ বিধায় পুনর্বিরক্তস্য তমপনিনায় সাংবর্ত্তকাদীনাং ব্রহ্মৈকরতানাং সন্ন্যাসং ত্যাগং চোবাচেতি। "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি দ্বিজ" ইত্যাদিকন্তু সামান্যবিষয়ম্ ॥৩৯॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা নিরাসের জন্য। লিঙ্গাচ্চেতি 'চ' শব্দটি অবধারণার্থ অর্থাৎ সাশ্রমত্ব হইতে নিরাশ্রমত্বই শ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভের উপায় জানিবে। কি কারণে? লিঙ্গাৎ—যেহেতু গার্গীর মহাবিদ্যত্ব শ্রুত হইতেছে, এই জ্ঞাপক হেতু। ভাবার্থ এই—শাস্ত্রে যে আশ্রম-গ্রহণের বিধান হইয়াছে, উহা অনাদিকালপ্রবৃত্তিশীল জীবের প্রবৃত্তিহ্রাসবিধানের জন্য। অতএব বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের আশ্রম-বিধান উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করাই অভিপ্রায়। কেননা, প্রবৃত্তিগুলিই ব্রহ্মরতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়াছে এবং ব্রহ্মমাত্রে যাঁহারা রতিসম্পন্ন, তাঁহাদের আশ্রম-গ্রহণের কোন ফল নাই, সুতরাং তাঁহাদের আশ্রম গ্রহণ না করাই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য জাবালোপনিষদে ক্রমানুসারে একে একে আশ্রমগুলির বিধান করিবার পর সাধক বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলে আবার তাহার সেই আশ্রম

ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন এবং কেবল ব্রহ্মে রতিসম্পন্ন সাংবর্ত্তক প্রভৃতির সন্ন্যাস ও ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। তবে যে বলা হইয়াছে যে, দ্বিজাতি একদিনও—ক্ষণকালের জন্যও আশ্রমহীন হইয়া থাকিবে না, ইহা সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ॥৩৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—অতস্ত্বিতি। জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠমিতি। জ্য চেতি সূত্রেণ প্রশস্যস্য জ্যাদেশঃ অতিপ্রশস্তমিত্যর্থঃ। তস্যেতি শাস্ত্রস্য। তাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। তং ক্রমম্। সামান্যেতি অজ্ঞবিষয়মিত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে। "বনং গৃহং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ। আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্না-ন্যথা মৎপরশ্চরেৎ" ইতি। অন্যথা অনাশ্রমী প্রতিলোমং চ ন চরেদিত্যর্থঃ। অমৎপর ইতিচ্ছেদঃ। নৈকনিষ্ঠস্যাশ্রমনিয়মাভাবং যদ্বক্ষ্যতি জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা ইত্যাদি ॥৩৯॥

টীকানুবাদ—'অতস্ত্বিতি' সূত্রে, জ্যায়ঃ—শ্রেয়ান্। 'জ্যচ' ইষ্ঠন্ ও ঈয়সুন্ প্রত্যয়ে প্রশস্য-শব্দের স্থানে 'জ্য' আদেশ হয়—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্রশস্য-শব্দের স্থানে 'জ্য' আদেশ হইয়াছে। ইহার অর্থ—উভয় অপেক্ষা অতি প্রশস্ত। 'অতস্তদ্বিধানে ন তস্য তাৎপর্য্যমিতি' তস্য—শাস্ত্রের। 'তা হি ব্রহ্মরতিপ্রতিবন্ধিকা' ইতি তাঃ—প্রবৃত্তিগুলি। 'তমপনিনায়েতি'—তম্—সেই ক্রমকে। 'সামান্যবিষয়মিতি' অজ্ঞবিষয়ক—এই অর্থ। শ্রীভাগবতে যে কথিত আছে, ব্রাহ্মণোত্তম বনে অথবা গৃহে বাস করিবে, অথবা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিবে, এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইবে। অনাশ্রমী থাকিয়া প্রতিকূল আচরণ করিবে না 'মৎপরঃ' স্থলে অমৎপরঃএইরূপ যোগবিভাগ জানিবে। ইহার অর্থ—ব্রহ্মমাত্রে একনিষ্ঠ ব্যক্তির আশ্রমের কোন নিয়ম নাই, যেহেতু পরে বলিবেন—'কিংবা' জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া থাকিবে ইত্যাদি বাক্য ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তকণা—আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী যাজ্ঞবল্ক্যাদি এবং আশ্রমবিহীন গার্গী প্রভৃতির বিদ্যালাভ প্রদর্শিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, আশ্রমীরাই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা বৈদিক আশ্রমধর্ম্মসম্পন্ন এবং ব্রহ্মরতিবিশিষ্ট।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সাশ্রম যাজ্ঞবল্ক্য হইতে নিরাশ্রমী গার্গীর বিদ্যাধিক্য-দর্শনে সাশ্রমত্ব হইতে নিরাশ্রমত্বকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়।

বিস্তারিত আলোচনা ভাষ্যে ও টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥" (ভাঃ ৩।৪।১৫)
"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥"
(ভাঃ ৯।৫।১৬)॥ ৩৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—স্যাদেতৎ। ব্রহ্মৈকরতত্বেন নিরপেক্ষাণাং নিরাশ্রমাণাং শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং ন যুজ্যতে তেষাং সাপেক্ষতায়াঃ সম্ভবাৎ। তথাহি বিধিনা পরিত্যক্তস্য গৃহাদেরাশ্রমস্য পুনর্গ্রহো নিন্দ্যঃ তত্রৈব শাস্ত্রাৎ তেষাং তু পূর্ব্বং তস্যাপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্তস্য বিধিনাপরিত্যাগাদ্বৈদিকত্বেন শ্লাঘ্যেষ্বাশ্রমধর্ম্মেষু শ্রদ্ধোদয়াচ্চ পুনস্তৎস্বীকারেণ তদ্বিক্ষেপকতদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা তদেকরত্যসম্ভবাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং হীয়েত। সনিষ্ঠাদীনাং তু নিয়তাশ্রমধর্ম্মপরিমৃষ্টসত্ত্বানামুত্তরোত্তরতচ্চিন্তাসন্তানাদবাধং তদিতি চেৎ তত্রাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পুনর্ব্বার আক্ষেপ হইতেছে— এই যে তোমরা বলিলে নিরাশ্রমতার শ্রেষ্ঠত্ব, যেহেতু নিরাশ্রমীরা একমাত্র ব্রহ্মে রত। অতএব নিরপেক্ষ—আশ্রমহীন ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, ইহা তো যুক্তিসঙ্গত নহে; কেননা, তাহাদের সাপেক্ষতা আসিতে পারে। কিরূপে? তাহা বলিতেছি—বিধি-অনুসারে পরিত্যক্ত গৃহাদি-আশ্রম পুনর্ব্বার গ্রহণ করা নিন্দনীয়, কারণ, পূর্ব্বে নিরপেক্ষদিগের আশ্রম অপ্রাপ্ত, প্রাপ্ত-আশ্রমের

বিধি দ্বারা পরিত্যাগ হেতু, বেদ-বিহিতত্বহেতু এবং শ্লাঘনীয় আশ্রমধর্ম্মে আবার আদর হইতে পারে, এজন্য পুনরায় আশ্রম স্বীকার দ্বারা ব্রহ্মরতির হানিকর আশ্রমধর্ম্ম আসিবে, তাহার ফলে ব্রহ্মৈকরতি হওয়া অসম্ভব অতএব শ্রেষ্ঠত্ব বলা যায় না; কিন্তু সনিষ্ঠ প্রভৃতির নিয়মিতভাবে আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানহেতু চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় উত্তরোত্তর ব্রহ্মচিন্তার বিস্তার হইবে এবং তজ্জন্য ব্রহ্মৈকরতত্ব অবাধেই থাকিবে, এই যদি বল, সে বিষয়ে বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—স্যাদেতদিতি। এতন্নিরাশ্রমতায়া বরীয়স্ত্বম্। তথৈব শাস্ত্রাদিতি প্রাতিলোম্যেনাশ্রমানুষ্ঠানপ্রতিষেধকাদিত্যর্থঃ। তেষাং নিরপেক্ষাণাম্। তস্য গৃহাদেরাশ্রমস্য। পুনস্তদিতি। তস্য গৃহাদেরাশ্রমস্য স্বীকারেণ হেতুনা ব্রহ্মরতিপ্রতিবন্ধকাশ্রমধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা ব্রহ্মৈকরতত্বাসম্ভবাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং ক্ষতং স্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চিন্তেতি। তচ্চিন্তা ব্রহ্মস্মৃতিস্তস্যাঃ সন্তানাৎ বিস্তারাৎ তৎ ব্রহ্মৈকরতত্বমবাধং নির্ব্বিঘ্নমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—স্যাদেতদিতি—এতৎ—নিরাশ্রম-তার শ্রেষ্ঠত্ব যে তোমরা নিরপেক্ষ নিরাশ্রম সাধকদের বলিলে, ইহাতো যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ—তাহাদেরও সাপেক্ষতা সম্ভব। তথৈব শাস্ত্রাদিতি—ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিকূলভাবে আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিষেধক শাস্ত্র হইতে, এই অর্থ। তেষাং তু পূর্ব্বমিতি—তেষাং—নিরপেক্ষদিগের, 'তস্যাপ্রাপ্তেঃ' তস্য—গৃহাদি আশ্রমের, পুনস্তৎস্বীকারেণেতি—সেই গৃহাদি-আশ্রম পুনরায় গ্রহণহেতু ব্রহ্মরতির প্রতিবন্ধক আশ্রমধর্ম্ম আসিয়া পড়িবে, তাহার ফলে ব্রহ্মৈকরতত্ব অসম্ভব, অতএব শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইবে, এই তাৎপর্য্য। 'তচ্চিন্তাসন্তানাৎ' ইতি—তচ্চিন্তা—সেই ব্রহ্মের স্মৃতি, তাহার বিস্তারবশতঃ 'অবাধং তদিতি'—তৎ—ব্রহ্মৈকরতত্ব, অবাধম্—নির্ব্বিঘ্ন হইবে।

সূত্রম্—তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ—নিরাশ্রম নিরপেক্ষ ব্রহ্মৈকরত ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মরতি হইতে স্খলন হয় না, ইহা জৈমিনির ও বাদরায়ণ আমারও মত। কারণ কি? নিয়মাৎ—

নিয়ত ভাবে ব্রহ্মতৃষ্ণা থাকায়, তদ্রূপ অর্থাৎ তদ্বিষয়-সংস্কারবশতঃ ও ব্রহ্মভিন্ন অন্য-বিষয়ে বাসনার নিবৃত্তিহেতু গার্গী প্রভৃতির গৃহাদি-আশ্রম গ্রহণাভাব-বশতঃ ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তু-শঙ্কাচ্ছেদায়। তদ্ভূতস্য নৈরপেক্ষ্যেণ ব্রহ্মৈকরতস্য নাতদ্ভাবস্তদেকরতিপ্রচ্যুতির্ন ভবতীতি জৈমিনেরপিনা বাদরায়ণস্য চ মে মতম্। কুতঃ? নিয়মেতি। নিয়মাতদ্রূপাদভাবাচ্চ। তদিন্দ্রিয়াণাং ব্রহ্মতৃষ্ণানিয়মিতত্বাৎ। রূপং বাসনা। ব্রহ্মান্যবাসনাবিনাশাৎ গার্গ্যাদীনাং গৃহাদিস্বীকারাভাবাচ্চেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ—"কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ। চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ" ইত্যাদিকা। যদ্যপি কর্ম্মপরো জৈমিনিস্তথাপি নৈরপেক্ষ্যশ্রুতিভীতঃ ক্বচিদেবং মন্যতে প্রাগ্‌ভবানুষ্ঠিতকর্ম্মনিষ্কল্মষঃ কশ্চিদিহৈবেদৃশঃ স্যাদিতি ॥৪০॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষীয় শঙ্কানিরাসার্থ। তদ্ভূতস্য অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মেই একমাত্র রত নিরাশ্রম ব্রহ্মবিদের, নাতদ্ভাবঃ—সেই একনিষ্ঠ ব্রহ্মরতির প্রচ্যুতি হইবে না, ইহা জৈমিনির ও অপি-শব্দ দ্বারা গ্রাহ্য বাদরায়ণ আমারও মত জানিবে। কারণ কি? 'নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ' শাস্ত্রের নিয়ম, ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়ক বাসনা এবং গৃহাদি-স্বীকারের বিধির অভাববশতঃ। নিয়মন হেতু অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্রহ্মতৃষ্ণাতেই নিয়মিত করায়, অতদ্রূপ—অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য-বিষয়ে বাসনার বিনাশহেতু এবং গার্গী প্রভৃতির পুনঃ গৃহাদি-গ্রহণের অভাববশতঃ, এই অর্থ। স্মৃতিবাক্যও এইরূপ বলিতেছেন, যথা—'কামাদিভিরনাবিদ্ধমিত্যাদি… নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ইত্যন্ত' শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে, কাম প্রভৃতি দ্বারা অনাক্রান্ত, অখিল বৃত্তিশূন্য যে চিত্ত ব্রহ্মানন্দ স্পর্শ করে, তাহা আর কখনই অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। ইত্যাদিকা—ইহা ভিন্ন আরও স্মৃতি আছে। যদ্যপীতি—যদিও জৈমিনি মুনি কর্ম্মপথের নির্দ্দেশক, তাহা হইলেও তিনি কর্ম্মত্যাগবোধক শ্রুতিতে পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম-সূচক পদের প্রয়োগাভাবহেতু সেই শ্রুতির মুখ্যার্থকে অন্যপ্রকারে লওয়াইতে ভয় পাইয়া

কোন কোন শিষ্য-বিষয়ে এইরূপ মনে করেন যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাপচিত্ত কোন ব্যক্তি হয়তো ইহ জন্মেই এইরূপ ব্রহ্মৈকমাত্ররতি হইতে পারেন ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—তদিতি। নিয়মনং নিয়মঃ। রূপয়তি করোতি নানাবিধং জন্মেতি রূপং বাসনা জগদ্বিষয়েতি ব্যাখ্যেয়ম্। কামাদিভিরিতি শ্রীভাগবতে। যদ্যপীতি। কর্ম্মপরঃ কর্ম্মণৈব মোক্ষং মন্যমানঃ। নৈরপেক্ষ্যেতি। কর্ম্মত্যাজকশ্রুতিষু পঙ্গ্বাদিপদাদর্শনাৎ তন্মুখ্যার্থমন্যথা নেতুং বিভ্যদিত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি। কস্মিংশ্চিচ্ছিষ্যে ইত্যর্থঃ। ইহৈব জন্মনি ॥৪০॥

টীকানুবাদ—'তদ্ভূতস্যেতি' সূত্রে। নিয়ম-শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রিত করা। রূপ-শব্দের অর্থ বাসনা—সংস্কার, যেহেতু রূপয়তি—নানাপ্রকার জন্ম সৃষ্টি করে, এই জন্য জগদ্বিষয়ক বাসনাই রূপ। ইহাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'কামাদিভিরনাবিদ্ধম্' ইত্যাদি বাক্য শ্রীভাগবতীয়। যদ্যপি কর্ম্মপরো জৈমিনিরিতি—কর্ম্মপরঃ—বৈদিক ও স্মার্ত্ত কর্ম্মদ্বারাই মুক্তির নির্দ্দেশক। নৈরপেক্ষ্যশ্রুতিভীতঃ—অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগবোধক 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে পঙ্গু প্রভৃতি কর্ম্মাক্ষম-সূচক পদের অভাবে সেই শ্রুতির মুখ্যার্থ অন্যপ্রকারে লইতে ভয় পাইয়া। ক্বচিদেবং মন্যতে ইতি—ক্বচিৎ অর্থাৎ কোন শিষ্যেতে। ইহৈবেদৃশঃ—এই জন্মেই এই ব্রহ্মৈকরতিসম্পন্ন হইতে পারে ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পুনরায় পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, নিরাশ্রমী নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের কেবল ব্রহ্মৈকরতি দেখিয়া শ্রেষ্ঠ বলা যায় না, কারণ তাঁহাদের সাপেক্ষতার সম্ভাবনা দেখা যায়, যেমন গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় যদি তাহা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিন্দনীয়। সুতরাং যাঁহারা কখনই আশ্রম স্বীকার করেন নাই অথবা বিধিপূর্ব্বক আশ্রম স্বীকার করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবম্বিধ উভয় প্রকার নিরাশ্রমী নিরপেক্ষ ব্যক্তির পতনের সম্ভাবনা আছে এবং তদবস্থায় ভগবদ্রতিও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অতএব সনিষ্ঠ ভক্ত, যাঁহারা আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীভগবানে রতি লাভ

করেন, তাহাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহার বিক্ষেপের সম্ভাবনাও থাকে না। এমতাবস্থায় সাশ্রম হইতে নিরাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা বলা যায় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় মন্তব্যের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, নিরাশ্রমী নিরপেক্ষ অধিকারী ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মরতির স্খলন হয় না। ইহা জৈমিনি ও বাদরায়ণ আমার—উভয়ের সম্মত। নিয়মন, অতদ্রূপতা ও গৃহাদিস্বীকারের অভাব এই তিনটি কারণেই প্রচ্যুতির অস্বীকার। এ-বিষয়ে ভাষ্যে ও টীকায় বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে,—

"কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ।
চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ॥" (ভাঃ ৭।১৫।৩৫)

অর্থাৎ যে চিত্ত বিষয় কর্ত্তৃক অক্ষোভিত ও প্রশান্ত-অখিলবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মসুখ স্পৃষ্ট, তাহা কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না।

উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিক ভক্ত সম্বন্ধেও পাওয়া যায়,—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃপ্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যেও পাই,—

"প্রাপ্তোর্দ্ধরেতোভাবস্যাভাবস্য নোপপদ্যতে, ইতি জৈমিনেরপি সম্মতং বচনাভাবান্নিমিত্তাভাবাচ্ছিষ্টাচারাভাবাচ্চ।" ॥৪০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ সনিষ্ঠেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি। নম্ন সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতীত্যাদৌ বিদ্যয়া স্বর্গাদেরপি প্রাপ্তিশ্রবণাৎ তল্লব্ধেন্দ্রাদিলোকভোগপ্রসক্তানাং তেষাং ব্রহ্মৈকরতির্বিচ্ছিদ্যেতেত্যা-শঙ্ক্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সনিষ্ঠ (নৈষ্ঠিক) সাধক হইতে নিরপেক্ষদিগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। আশঙ্কা হইতেছে—'সর্ব্বং হ পশ্যঃ

পশ্যতি' ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সমস্তই দর্শন করেন ইত্যাদি শ্রুতি-তে বিদ্যা-প্রভাবে স্বর্গাদিরও লাভ শ্রুত হওয়ায় সেই বিদ্যাবলে লব্ধ ইন্দ্রাদিলোক-ভোগে আসক্ত হইলে তাহাদিগের ব্রহ্মৈক রতি ভঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া উত্তর করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। সনিষ্ঠাঃ খলু স্বর্গাদিকমপি দিদৃক্ষবো ব্রহ্মৈকরতৌ শিথিলীভূতাঃ প্রতীতাঃ। নিরপেক্ষাণাং তু তদ্দিদৃক্ষাবিরহেণ ব্রহ্মৈকরতৌ গাঢ়ত্বাৎ শ্রৈষ্ঠমবাধমিত্যর্থঃ। তল্লব্ধেতি। বিদ্যোপস্থিতেত্যর্থঃ। নন্থ নিয়মাদতদ্রূপাচ্চ তদেকরতিবিচ্যুতির্নেতি প্রাগুক্তেঃ কথমেতচ্চোদ্যমবতরতীতি চেৎ সত্যমেতৎ। বিদ্যাদেব্যা দত্তোঽয়ং প্রসাদঃ সৎকার্য্য ইতি শঙ্কাসম্ভবাৎ। তন্নিরাসায়ৈতদিতি ব্যাখ্যাতারঃ। তেষাং নিরপেক্ষাণাম্।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—অথেত্যাদি। সনিষ্ঠ সাধকগণ স্বর্গাদি দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মৈকরতিতে শিথিলপ্রযত্ন হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু নিরপেক্ষ যতিদিগের সেই স্বর্গাদি দর্শনেচ্ছার অভাব হেতু গাঢ়ভাবে ব্রহ্মৈকরতি থাকায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবন্ধকশূন্য। 'তল্লব্ধেন্দ্রাদি ইতি' তল্লব্ধ—অর্থাৎ বিদ্যা-প্রভাবে প্রাপ্ত। আশঙ্কা হইতেছে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিরপেক্ষ যতিগণ ইন্দ্রিয়গুলি ব্রহ্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখেন এবং অন্য-বিষয়ে সংস্কারের অভাবে তাঁহাদের ব্রহ্মৈকরতি হইতে স্খলন হয় না; তবে আবার এ-আশঙ্কা কিরূপে আসিতেছে? এই যদি বল, তাহা সত্য কথা, কিন্তু বিদ্যাদেবীর প্রদত্ত এই অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করা উচিত, এই মনে করিয়া তাঁহাদের ভোগাসক্তির শঙ্কা হইতে পারে, তাহারই নিরাকরণের জন্য এই সূত্র, ইহা ব্যাখ্যাকর্ত্তারা বলেন। 'তেষাং ব্রহ্মৈকরতির্বিচ্ছিদ্যেতেতি' তেষাং—নিরপেক্ষ যতিদিগের।

সূত্রম্—ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥৪১॥

সূত্রার্থ—'আধিকারিকম্'—ইন্দ্রাদি পদ ও ঐহিক সুখসমূদয়ে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার একান্ত অভাব জানিবে; কি হেতু? 'পতনানুমানাৎ' সেই সব

লোক হইতে পতন হয়, ইহা স্মরণ থাকায় প্রথম হইতেই সেই বিষয়ে নিরপেক্ষদিগের স্পৃহার অভাববশতঃ ॥ ৪১ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—চোঽবধারণে। অপিরৈহিকসুখসমুচ্চয়ে। আধিকারিকমিন্দ্রাদিপদং তেষাং নৈবাকাঙ্ক্ষ্যম্। কুতঃ? পতনেতি। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" ইত্যাদিষু ততঃ পাতস্মরণাৎ আরম্ভতস্তৎস্পৃহাভাবাচ্চেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চাত্র মৃগ্যা। তথাচ বিদ্যা-মহিম্না তস্মিন্নুবৃত্তেঽপি তদিচ্ছাবিরহাৎ ন তেন তদেকরতির্বিচ্ছি-দ্যতেঽতো নির্ব্বাধং তত্ত্বমিতি ॥৪১॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি অবধারণার্থে। 'অপি' শব্দটি ঐহিক সুখের সংগ্রাহক। 'আধিকারিকম্' ইন্দ্রাদি-পদ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। কি হেতু? 'পতনানুমানাৎ'—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকই পুনরায় সংসারে পুনরাবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে—ইত্যাদি বাক্যে সেই ইন্দ্রাদিপদ হইতে পতন স্মরণ হওয়ায় বিশেষতঃ প্রথম হইতেই তাহাতে তাঁহাদের স্পৃহার অভাববশতঃ, ইহাই অর্থ। এ-বিষয়ে অন্য স্মৃতিবাক্যও অনুসন্ধেয়। অতএব বিদ্যার প্রভাবে সেই ইন্দ্রাদি-পদ উপস্থিত হইলেও তাহাতে আকাঙ্ক্ষার অভাবে তাহার দ্বারা নিরপেক্ষদিগের ব্রহ্মৈকরতি বিচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) হয় না; অতএব উহা বাধাশূন্য ॥৪১॥

সূক্ষ্মা টীকা—ন চাধিকারিকমিতি। স্বর্গাদিলোকাধিষ্ঠাতৃত্বমধিকারঃ স এষামস্তি তেঽধিকারিকাঃ। অত ইনঠনাবিতি ঠন্। তেষামিদমাধি-কারিকং তস্যেদমিত্যণ্। আব্রহ্মেত্যত্রাভিবিধাবাকারঃ। ব্রহ্মপদপর্য্যন্তাদি-ন্দ্রাদিপদাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যাং বিনা যে কোচৎ মহাযুদ্ধমরণাদিনা সত্য-লোকং যান্তি তেষাং তস্মাদাবৃত্তির্ভবেদেব তদপেক্ষয়ৈবৈতৎ। ব্রহ্মবিদ্যয়া তত্র গতানান্ত ব্রহ্মণা সার্দ্ধং পরপদপ্রাপ্তিরেবেত্যুপরি বিস্ফুটীভাবি। স্মৃত্যন্তরঞ্চাত্র মৃগ্যম্। "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চি-ন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ" ইতি। স্মৃতিশ্চাত্রেতি। "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ" ইতি। যোগসিদ্ধীরণিমাদিবিভূতীঃ। অপুনর্ভবং

কৈঙ্কর্য্যশূন্য-মোক্ষমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ময্যর্পিতাত্মা মদেকনিরতচিত্তো ভক্তঃ। মদ্বিনেতি। মামেবেচ্ছতীত্যর্থঃ ॥৪১॥

টীকানুবাদ—'ন চাধিকারিকম্' ইত্যাদি সূত্রে। অধিকার অর্থাৎ স্বর্গাদি-লোকের পরিচালনা, তাহা যাহাদের আছে, তাঁহারা অধিকারিক। 'অত ইন্ঠনৌ' অস্ত্যর্থে অকারান্ত-শব্দের উত্তর ইন্ ও ঠন্ (ইক) হয়, এই সূত্রে অধিকার-শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন অধিকারিক শব্দ, তাহাদের এই পদ, এই অর্থে 'তস্যেদম্' এই সূত্রে অণ্ আদিস্বরের বৃদ্ধি এইভাবে আধিকারিক-শব্দনিষ্পন্ন। 'আব্রহ্মভুবনাৎ' এই পদে 'আ' অব্যয়টি অভি-বিধি-অর্থে প্রযুক্ত, ইহার অর্থ—ইন্দ্রাদি-পদ হইতে, ব্রহ্ম-পদ পর্য্যন্ত লইয়া। আব্রহ্ম বলিবার উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যাব্যতিরেকে যাহারা মহাযুদ্ধে মরণাদিবশতঃ সত্যলোকে (ব্রহ্মলোকে) গমন করে, তাহাদের সেই লোক হইতে আবৃত্তি হয়ই, ইহাই বুঝাইবার জন্য ইহা প্রযুক্ত। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে সত্যলোকে গত ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মার সহিত পরপদ (বৈকুণ্ঠ-পদ) প্রাপ্তি হয়, ইহা পরে স্পষ্ট বলা হইবে। এ-বিষয়ে অন্য স্মৃতিবাক্যও অনুসন্ধেয়। যথা 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদিত্যাদি'—কর্ম্মমাত্রই পরিণামবিশিষ্ট অর্থাৎ নশ্বর, সুতরাং ব্রহ্ম-পদ পর্য্যন্ত উহা একপ্রকার অমঙ্গল, এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট পদার্থের মত অদৃষ্টকেও নশ্বর দেখিবেন। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও আছে, যথা—'ন পার-মেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্' ইত্যাদি—যে ব্যক্তি আমার উপর মন সমর্পণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি আমাকে ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না; এমন কি, ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রত্ব, সর্ব্বভূমীশ্বরত্ব, পাতালাধিপত্য, অণিমাদি-যোগসিদ্ধি, অথবা ভগবৎসেবা-রহিত মুক্তিও চাহে না। যোগসিদ্ধি (অণিমা, লঘিমা, দ্রাঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব) অণিমাদিবিভূতি, অপুনর্ভবং—ভগবৎ-সেবাশূন্য মুক্তিপদ, ইহাই ব্যাখ্যেয়। ময্যর্পিতাত্মা—আমার উপর একনিষ্ঠচিত্ত ভক্ত। মদ্বিনা অর্থাৎ সে আমাকেই চাহে অন্য কিছু চাহে না ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বিদ্যা দ্বারা স্বর্গাদি-লোক লাভের কথা শুনা যায়, সুতরাং ইন্দ্রাদিপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই ভোগে আসক্ত বিদ্বান্ পুরুষের ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ হইতে পারে, এই

আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সনিষ্ঠ অধিকারীদিগের আধিকারিক ইন্দ্রাদি-পদে আকাঙ্ক্ষা থাকে না; কারণ তাহাতে পতনের সম্ভাবনা থাকে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত থাকায় আকাঙ্ক্ষা-শূন্য। সুতরাং বিদ্যা-মহিমায় ঐ পদ লাভ হইলেও তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার অভাববশতঃ ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ ঘটে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৪)

শ্রীমুচুকুন্দও বলিয়াছেন,—

"ন কাময়েঽন্যং তবপাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥" (ভাঃ ১০।৫১।৫৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭)

শ্রীগীতাতে আছে,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীঃ ৮।১৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে, নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মে-
ঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।" (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ন চ পরমাত্মৈশ্বর্য্যাদিকমাকাঙ্ক্ষ্যং ব্রহ্মাদীনামপি নাকাঙ্ক্ষ্যং কিমু পরস্যেতি সূচয়িতুমপি শব্দঃ। চ-শব্দস্তু জ্ঞানার্থিনাং পূর্ব্বোক্তাদিত্থং ভাবান্তর-সূচকঃ। অযোগ্যমারোহং প্রপতনং হি দৃশ্যতে। এবমযোগ্যস্য পরমাত্মৈ-শ্বর্য্যস্য ব্রহ্মাদিপদস্য বাকাঙ্ক্ষায়াং পতনমনুমীয়তে। ন দেবপদমন্বিচ্ছেৎ কুত এব হরেগু‍র্ণান্। ইচ্ছন্ পততি পূর্ব্বস্মাদধস্তাদ্ যত্র নোত্থিতিরিতি ব্রহ্মাণ্ডে। "স্বকীয়মিচ্ছমানস্তু রাজ্যাদ্যাঃ পাতয়ন্তি হি। এবমেবং স্বরাদ্যাশ্চ। হরিশ্চ স্বপদেচ্ছুকম্" ইত্যাদ্যনুমানরূপবাক্যাচ্চ মায়াভিকুৎসিস্ক্ষত ইন্দ্রাদ্যামারু-রুক্ষতঃ অবদস্য্যরধুনুথা ইতি চ শ্রুতিঃ।" ॥৪১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ পরিনিষ্ঠিতেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ হইতে একান্তী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। পরিনিষ্ঠিতাঃ খলু লোকান্ সংজি-ঘৃক্ষবো ধর্ম্মানাচরন্তি। নিরপেক্ষাস্তু ব্রহ্মৈকরতিবিক্ষেপকত্বস্ফূর্ত্ত্যা তানপি নাচরন্তীতি ব্রহ্মানন্দনিমগ্নানাং তেষাং তেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত ভক্ত তাঁহারা লোক-সংগ্রহেচ্ছু হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু নিরপেক্ষ ভক্তগণ সেই বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মৈকরতির বিক্ষেপক হইয়া প্রকাশ পাওয়ার জন্য আচরণ করেন না; এইরূপে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন সেই নিরপেক্ষদিগের পরিনিষ্ঠিত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব।

সূত্রম্—উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্॥৪২॥

সূত্রার্থ—অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ মনে করেন, নিরপেক্ষদিগের ভগবদুপাসনাই অভীষ্ট এবং সেই উপাসনাসিদ্ধ অনুরাগ তাঁহাদের খাদ্যের মত ভোগ্য—আস্বাদনীয়; যেহেতু তাহাই বলা আছে, যথা—'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রো-

ত্যাদি' শ্রীভগবানের সেবাই ভজন অর্থাৎ তাহাদের ভক্তি, তাহা ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র ইত্যাদি। আরও বলা আছে,—'সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' সেই ভজন সচ্চিদানন্দৈকরস ভক্তিযোগেই থাকে। ইহা স্মৃতিতে বলা আছে॥ ৪২॥

গোবিন্দভাষ্যম্—অপিরবধারণে। তুর্বিপরীতভাবনাচ্ছেদে। একে আথর্ব্বণিকা নিরপেক্ষাণামুপপূর্ব্বমুপাসনমেবাভীষ্টং তৎসিদ্ধং ভাবঞ্চাশনবদ্ভোগ্যং পঠন্তি। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রেত্যাদি সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি চ। কেচিদ্ভাগবতা যত্র ক্বাপি হরিমুপাসীনাস্তৎপ্রমাণমেব "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইত্যাদি শ্রুতত্রিপাদ্গতানন্দভোগবদনুভবন্তীত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈতদর্থিকা মৃগ্যা॥৪২॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'অপি' শব্দটি অবধারণার্থে। তু-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-বিপরীত-ভাবনার নিরাসার্থ। একে—অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ মনে করেন নিরপেক্ষ ভক্তদিগের ভগবদুপাসনাই অভীষ্ট বস্তু এবং তজ্জনিত প্রেম তাঁহাদের খাদ্যের মত ভোগ্য অর্থাৎ আস্বাদনীয়। তাহা বলাও আছে, যথা—এই ভগবানের সেবাই ভক্তি, সেই সেবা ইহলোকে বা পরলোকে যে কোন স্থানে, ইহাও সচ্চিদানন্দরসময় ভক্তিযোগে থাকে। কোন কোনও ভগবদ্ভক্ত যে কোনও স্থানে হরির উপাসনায় রত থাকিয়া 'তৎ প্রমাণমেব সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্' সেই ভক্ত সকল ভগবদ্দত্ত সর্ব্বকামকেই ত্রিপাদপরিমাণবোধে ভোগ করেন, এই শ্রুতি-বোধিত ত্রিপাদ্গত আনন্দভোগের মত অনুভব করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। এই অর্থে প্রযুক্ত স্মৃতিবাক্যও অন্বেষণীয়॥৪২॥

সূক্ষ্মা টীকা—উপপূর্ব্বমিতি। যত্র ক্বাপীতি। যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে ইত্যর্থঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। তদুক্তমিতি সূত্রাংশস্য স্মৃত্যাপ্যুক্তমিত্যর্থঃ। তাং স্মৃতিমাহ স্মৃতিশ্চৈতদর্থিকেতি। "একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ" ইত্যাদ্যা॥ ৪২॥

টীকানুবাদ—'উপপূর্ব্বমপি' ইত্যাদি সূত্রে। 'যত্র ক্বাপি' ইত্যাদি ভাষ্যে, যত্র ক্বাপি—যে কোনও স্থানে, এই অর্থ। অবশিষ্ট ভাষ্য স্পষ্টার্থক। সূত্রোক্ত 'তদুক্তমিতি' ইহার অর্থ—এই সূত্রাংশের অর্থ স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে। সেই স্মৃতি বলিতেছেন—'স্মৃতিশ্চৈতদর্থিকা' ইহার দ্বারা। সেই স্মৃতি যথা—'একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি' ইত্যাদি যাঁহারা শ্রীভগবানকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া আছেন, সেই একান্তিগণ ভগবানের কাছে কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদের আচরণ অত্যাশ্চর্য্যময় অতি মঙ্গলপূর্ণ, যেহেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন থাকেন। ইত্যাদি স্মৃতি আছে॥ ৪২ ॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বে সনিষ্ঠ হইতে পরিনিষ্ঠিত অধিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন; এক্ষণে পরিনিষ্ঠিত হইতেও নিরপেক্ষ, একান্তী ভক্তদিগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতে গিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, কেহ কেহ অর্থাৎ অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণেরা নিরপেক্ষদিগের ভগবদুপাসনাই অভীষ্ট এবং তৎসিদ্ধ ভাবসমূহকে খাদ্যের ন্যায় তাঁহাদের আস্বাদনীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সনিষ্ঠগণের প্রারব্ধ ও স্বর্গাদি ভোগের বিষয় বর্ণিত আছে, সুতরাং তাহাতে আসক্তি জন্মিলে পতনের সম্ভাবনা থাকে; পরিনিষ্ঠিতগণের ঐহিক ভোগ গৌণভাবে সিদ্ধ হইলেও পতনের আশঙ্কা নাই; বর্ত্তমানে কথিত নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্তগণের ভগবদুপাসনা জনিত প্রেমাস্বাদ ব্যতীত অন্য কোন ভোগ নাই। উক্ত প্রেমই তাঁহাদের খাদ্য অর্থাৎ খাদ্যের ন্যায় আস্বাদনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ।" (ভাঃ ৮।৩।২০)

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ" (ভাঃ ১১।২।৫৩) শ্লোকও আলোচ্য।

"নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ভক্তের প্রেমবিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব-অঙ্গীকার তাহা আস্বাদিতে॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।১৬-১৭)

আরও পাই,—

"মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৯৫)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"উপদেবপদঞ্চ নাকাঙ্ক্ষ্যমিত্যেকে। ভাবমশনবদৃষি পররদেব। তচ্চোক্তমিন্দ্রদ্যুম্নশাখায়াং যথর্ষীন্ প্রজাপতীন্নাকাঙ্ক্ষেদেবং ন গন্ধর্ব্বান্ন বিদ্যাধরান্ন নৃসিংহানিতি বৃহৎসংহিতায়াঞ্চ। ন দেবানভিকাঙ্ক্ষেত কুত এব হরের্গুণান্। প্রাজাপত্যান্নাচার্য্যাংশ্চ গান্ধর্ব্বাদীনপি ক্বচিৎ। ঋষ্যাদিষু বিশেষে তু দোষো নৈব বিশেষিত ইতি বিশেষদর্শনার্থমেক ইত্যুক্তম্।" ॥৪২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তাদৃশানাং সালোক্যসামীপ্যলক্ষণা মুক্তিরযত্নসিদ্ধেতি তত্রৈব হেত্বন্তরং ব্যঞ্জয়তি।

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—তাদৃশ নিরপেক্ষ ভক্তদিগের সালোক্যসামীপ্যাত্মক মুক্তি অযত্ন-সিদ্ধ, এই বিষয়ে অন্য হেতুর সূচনা করিতেছেন।

সূত্রম্—বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৪৩॥

সূত্রার্থ—এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে থাকিলেও তাঁহারা 'বহিঃ' অর্থাৎ প্রপঞ্চের বাহিরে আছেন ; কারণ কি ? উভয়থেতি—এ-বিষয়ে ভাগবতস্মৃতি ও আচার এই উভয় থাকায় ॥ ৪৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—তুরবধারণে। প্রপঞ্চে স্থিতা অপি তে তস্মাদ্বহিরেব সন্তীতি মন্তব্যম্। কুতঃ ? উভয়থেতি। "বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ" ইত্যাদিষু মণিস্বর্ণবৎ স্বামিভৃত্যয়োর্মিথঃ সংশ্লেষস্মরণাৎ তথাচারাচ্চ তৈঃ সার্দ্ধম্। যদুক্তং ভগবতা। "নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ" ইত্যাদি-হেতুভ্যামন্তর্ব্বহিশ্চ মিথঃ সংশ্লেষঃ সমর্থিতঃ। তথাচ বৈমুখ্যমেব সংসৃতিহেতুস্তৎপ্রণাশাৎ সিদ্ধা তেষাং সেতি ॥৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি অবধারণার্থে। অর্থাৎ প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা প্রপঞ্চের বাহিরেই আছেন, এই মন্তব্য। কারণ কি ? উভয়থা—স্মৃতি ও আচার উভয় প্রকারেই ; স্মৃতি যথা—'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদিত্যাদি···ভাগবতপ্রধান উক্তঃ' ইহার অর্থ—যে নিরপেক্ষ ভক্তের প্রেমের বশ হইয়া সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীহরি—ভ্রমর যেমন পদ্মকোষ ত্যাগ করে না, সেইপ্রকার তাঁহার হৃদয় ছাড়িয়া থাকেন না ; কিরূপ শ্রীহরি ? 'অবশাভিহিতেত্যাদি' অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চারণ-দোষে উচ্চারিত হইয়াও অবিদ্যা পর্য্যন্ত দোষ যিনি নাশ করিয়া থাকেন। যে ভক্ত ভগবৎপ্রেমরূপ রজ্জুপাশে শ্রীভগবানের চরণপদ্ম বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, সেইভক্তই ভাগবতোত্তম বলিয়া কথিত। ইত্যাদি স্মৃতিতে মণিকাঞ্চনের মত প্রভুভৃত্যের পরস্পর সংশ্লেষ—অর্থাৎ যেমন স্বর্ণ ইন্দ্রনীলমণিকে আশ্রয় করিয়া শোভা পায়, সেইরূপ স্বামী—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিয়া ভক্ত—ভৃত্যের শোভাতিশয় হয়। 'তথাচারাচ্চ তৈঃ সার্দ্ধম্' ইতি—সেই নিরপেক্ষ ভক্তগণের সহিত শ্রীভগবানের সেইরূপ আচরণও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—শ্রীভগবান্

নিজ মুখেই বলিয়াছেন—নিরপেক্ষ অর্থাৎ ভগবদ্‌ভিন্ন অন্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, মুনি—ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ, শান্ত—ইন্দ্রিয়বিকারবর্জ্জিত, নির্ব্বৈর—জনবিদ্বেষ-রহিত, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তের আমি সর্ব্বদা অনুগমন করি, উদ্দেশ্য তাঁহার পাদপদ্মের রেণুদ্বারা আমি নিজেকে পবিত্র করিব—এই হেতু। ইত্যাদি দুইটি কারণে (স্মৃতিবাক্য ও আচারবশতঃ) ভগবানের নিরপেক্ষ ভক্তের সহিত অন্তরে ও বাহিরে পরস্পর সংশ্লেষ সমর্থিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই,—ভগবদ্‌বৈমুখ্যই সংসারের কারণ, সেই বৈমুখ্যলোপ হইলেই তাহাদের সেই মুক্তি করতলগত জানিবে ॥৪৩॥

সূক্ষ্মা টীকা—বহিরিতি। তত্রৈব নিরপেক্ষাণাং শ্রৈষ্ঠ্যে। উভয়থেতি। উভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং ভগবতো ভক্তরক্ততয়া ভক্তস্য ভগবদ্রক্ততয়া চেত্যর্থঃ। তে নিরপেক্ষাঃ। তস্মাৎ প্রপঞ্চাৎ। বিসৃজতীতি শ্রীভাগবতে। যস্য নিরপেক্ষস্য ভক্তস্য প্রীতিবশঃ সন্ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহো হরির্হৃদয়ং মধুলিড়ি-বারবিন্দকোশং ন বিসৃজতি ন ত্যজতি। কীদৃশ ইত্যপেক্ষ্যাহ অবশেতি। স্খলনাদিনোচ্চারিতোঽপ্যঘৌঘমবিদ্যাপর্য্যন্তদোষং যো নাশয়তীত্যর্থঃ। প্রণয়-রশনয়া প্রীতিরজ্জ্বা ধৃতে নিবদ্ধে অঙ্ঘ্রিপদ্মে যস্য অর্থাৎ তেন ভক্তেন স তথা। মণিস্বর্ণবদিতি। মণিরিন্দ্রনীলস্তস্যেব স্বামিনঃ সংশ্লেষঃ স্বর্ণস্যেব তু ভৃত্যস্যেতি শোভানির্ভরো দর্শিতঃ। তৈর্নিরপেক্ষৈঃ। তে চ পুরাতনা আধুনিকাশ্চ তৈঃ সহ ভগবতস্তথাচারস্তদ্‌গ্রন্থেষু মৃগ্যঃ। তত্র প্রমাণং নিরপেক্ষমিতি শ্রীভাগবতে। নিরপেক্ষং ভগবদন্যস্পৃহারহিতম্। মুনিং তচ্চিন্তনপরায়ণম্। শান্তং নিবৃত্তেন্দ্রিয়বিক্রিয়ম্। নির্ব্বৈরং দ্বেষশূন্যম্। সমদর্শনং সমানদৃষ্টিম্। পূয়েয়েত্যস্যায়ং ভাবঃ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইতি। ময়া যদ্বহুসাক্ষিকং প্রতিজ্ঞাতং তন্মে ন নির্ব্যূঢ়ং। গেহাদি সর্ব্বপরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তানুবৃত্তেরকরণাৎ। অতঃ প্রতিজ্ঞাত-ব্রতানির্ব্বাহদোষা-পনীত্যা পাবিত্র্যং তদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শৈর্ভাবীতি প্রীত্যা তদনুব্রজেতি। হেতুভ্যা-মিতি। উভয়থাচারস্মরণাভ্যামিত্যর্থঃ। ক্রমাদিতি বোধ্যম্। সা মুক্তিঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকানুবাদ—'বহিস্তূভয়থেতি' সূত্রে। তত্রৈব—নিরপেক্ষ ভক্তদিগের শ্রেষ্ঠত্বে, 'উভয়থেতি' উভয়থা—উভয় প্রকারে, অর্থাৎ ভগবানের ভক্তে প্রীতিবশতঃ এবং ভক্তের ভগবৎ-প্রেমবশতঃ। 'স্থিতা অপি ইতি'—তে

—নিরপেক্ষ ভক্তগণ। 'তস্মাৎ বহিরেবেতি'—তস্মাৎ—সেই প্রপঞ্চ হইতে। বিসৃজতি ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীভাগবতীয়। ইহার অর্থ—নিরপেক্ষ ভক্তের প্রেমের অধীন হইয়া, সাক্ষাৎ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীহরি, হৃদয়ং ইত্যাদি —ভক্তের হৃদয় ছাড়িয়া থাকেন না; যেমন ভ্রমর পদ্মকোষ ছাড়িয়া থাকে না। কীদৃশ হরি? এই উদ্দেশে বলিতেছেন—'অবশাভিহিতোঽপি' স্খলনাদি-জিহ্বাদোষে উচ্চারিত নাম হইয়াও, 'অঘৌঘনাশঃ'—অবিদ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকেন, প্রণয়রশনয়া—প্রেমরূপ রজ্জুদ্বারা ধৃতাঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ—ভগবানের চরণপদ্ম দুইটি যে ভক্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই ভক্ত ভাগবতপ্রধান বলিয়া কথিত। 'মণিস্বর্ণবদিতি'—ইন্দ্রনীলমণির মত স্বামীর স্বর্ণের মত ভৃত্যের সংশ্লেষ যেমন শোভাতিশয়জনক সেইরূপ ভক্ত ও ভগবানের প্রভু-ভৃত্যভাবে সংশ্লেষ শোভাতিশয়ের সম্পাদক। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা শোভাতিশয় দেখান হইল। 'তৈঃ সার্দ্ধম্ ইতি'—তৈঃ—নিরপেক্ষ ভক্তের সহিত। সেই নিরপেক্ষ পূর্ব্বজন্ম হইতেই হউক অথবা ইহজন্মেই হউক তাহাদের সহিত ভগবানের আচরণ সেই সেই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সে-বিষয়ে প্রমাণ—'নিরপেক্ষং মুনিমিত্যাদি' ইহা শ্রীভাগবতোক্ত। ইহার অর্থ—নিরপেক্ষং—ভগবদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, মুনিম্—ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ, শান্তম্—ইন্দ্রিয়জন্য বিকাররহিত, নির্ব্বৈরং—জনবিদ্বেষ-বর্জ্জিত, সমদর্শনম্—সকল বিষয়ে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। 'পূয়েয়' ইহার ভাবার্থ এই—আমি সর্ব্ব সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যাহারা আমাকে যেভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবে অনুসরণ করি, ইহা নির্ব্বাহ করি নাই, যেহেতু তাহাদের মত গৃহাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তানুগত্য করা হয় নাই অতএব প্রতিজ্ঞাত ব্রতের অনির্ব্বাহ-দোষের অপনয়ন দ্বারা পবিত্রতা-সম্পাদন সেই ভক্তের চরণরেণু স্পর্শ দ্বারা হইবে, এই হেতু প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুব্রজ্যা শ্রীভগবান্ করেন। ইত্যাদি হেতুভ্যাম্—ইতি উভয়প্রকার আচার ও স্মরণ দ্বারা—এই অর্থ। ইহাও ক্রমানুসারে অর্থাৎ প্রথমে সংশ্লেষ, পরে আচার, ইহা বোধ্য। 'তেষাং সা ইতি' সা—সেই মুক্তি ॥৪৩॥

সিদ্ধান্তকণা—পূর্ব্বোক্ত নিরপেক্ষ ভক্তগণের সালোক্যাদি মুক্তি অযত্নেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার

বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, নিরপেক্ষ ভক্তগণ প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীতভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে স্মৃতি ও আচার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৫৫)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।১৬)

"তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ" (ভাঃ ৮।১৬।১৪)
"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে॥" (চঃ ভাঃ অন্ত্য ৩)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু······তেষু চাপ্যহম্॥" (গীঃ ৯।২৯)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"দেবর্ষীণাং গন্ধর্ব্বাণাং পদাকাঙ্ক্ষঃ পতেদ্ধ্রুবম্।
অন্যত্র শুভমাকাঙ্ক্ষন্ন পতেদবিরোধত ইতি শ্রুতিঃ।
নানাত্বমেব কামানাং নাকামঃ ক্ব চ দৃশ্যতে।
অতোঽবিরুদ্ধকামঃ স্যাদকামস্তেন ভণ্যত ইত্যাচারাচ্চ" ॥ ৪৩ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যমুক্তম্। অথ সাম্প্রতসুখবৈতৃষ্ণ্যমুচ্যতে। "ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণো বিভাতি" ইতি শ্রুতং তৈত্তিরীয়কে। তত্র সংশয়ঃ। নিরপেক্ষাণাং দেহযাত্রা স্বপ্রযত্নাদুতেশপ্রযত্নাদিতি তৈস্তৎপ্রয়াসস্যানুৎপাদ্যত্বাৎ স্বপ্রযত্না-দেবেতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল সুখে বিতৃষ্ণা বলা হইয়াছে, অতঃপর ঐহিক সুখবৈতৃষ্ণ্য বলিতেছেন। তৈত্তিরীয়কোপ-নিষদে আছে—'ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণো বিভাতি'—ভগবান্ নিজভক্তদিগের পালক হইয়াও ভক্তগণকর্ত্তৃক সেবিতের মত প্রকাশ পান।

সে-বিষয়ে সংশয় এই—নিরপেক্ষ ভক্তদিগের শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ নিজ চেষ্টা হইতে ? অথবা ভগবানের প্রযত্নে ? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—নিরপেক্ষ ভক্তগণকর্ত্তৃক ভগবানের পরিশ্রম অকরণীয়, অতএব নিজ-প্রযত্নেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ বলিব। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—ব্রহ্মলোকান্তসুখানিচ্ছয়া হরিনিরতত্বান্নির-পেক্ষাণাং জ্যায়স্ত্বমুক্তং প্রাক্ তন্ন যুক্তং দেহযাত্রাসুখাপেক্ষায়া দুষ্পরিহরত্বেন তয়া জ্যায়স্ত্বহানাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মলোকান্তে-ত্যাদি। ভর্ত্তেতি। ভর্ত্তা স্বভক্তানাং পালকঃ সন্ ভক্তৈর্ভ্রিয়মাণঃ পুষ্যমাণঃ সেব্যমান ইত্যর্থঃ। দেহযাত্রা দেহনির্ব্বাহঃ। তৈরিতি। তদেকহিতৈর্নিরপেক্ষৈ-র্ভগবৎপরিশ্রমস্যাকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—আপত্তি এই—নিরপেক্ষদিগের ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত সুখে অনিচ্ছা লইয়া শ্রীহরিতে নিরত থাকার দরুণ পূর্ব্বে যে শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে—ইহাতো যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দেহযাত্রাসুখ যখন অপেক্ষিত, তখন উহা দুষ্পরিহর, অতএব তাহা দ্বারা নিরপেক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বিহত হইতেছে, এই আক্ষেপ করিয়া সমাধানহেতু এই অধিকরণে আক্ষেপনামক সঙ্গতি। 'ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যমিতি'—'ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণ ইতি' অর্থাৎ

স্বভক্তদিগের পালক হইয়া ভক্তগণের দ্বারা পোষিত হন অর্থাৎ সেবিত হন। নিরপেক্ষাণাং দেহযাত্রেতি—দেহযাত্রা—দেহরক্ষা-নির্ব্বাহ। 'তৈস্তৎ-প্রয়াসস্তেতি'—তৈঃ—সেই ভগবানেরই প্রীতিতে রত নিরপেক্ষগণ ভগবানের পরিশ্রম জন্মাইতে পারেন না, ইহাই অর্থ।

স্বাম্যধিকরণম্

সূত্রম্—স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ—স্বামী সর্ব্বেশ্বর হইতেই তাহাদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়; প্রমাণ কি ? 'ফলশ্রুতেঃ' 'ভর্ত্তা সন্' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রীসর্ব্বেশ্বরেরই ভক্তপালকত্ব শ্রুত হওয়ায়, ইহা দত্তাত্রেয় মনে করেন ॥৪৪॥

গোবিন্দভাষ্যম্—স্বামিনঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তেষাং দেহযাত্রা সিধ্যতি। কুতঃ ? ফলশ্রুতেঃ। ভর্ত্তেত্যাদৌ তস্যৈব তদ্ভর্ত্তৃত্বশ্রবণাদিত্যাত্রেয়ো মন্যতে। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। "দর্শনধ্যান-সংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ" ইতি তদ্বাক্যাচ্চ তৈস্তৎপ্রয়াসোঽনুৎপাদ্য ইতি তু স্থূলং তেষাং তথেচ্ছাবিরহাৎ সত্যসঙ্কল্পস্য তস্য তদভাবাচ্চ। স্বদেহযাত্রয়া তৎসেবনাৎ তস্যাঃ ফলত্বম্। অত উক্তং ভ্রিয়মাণ ইতি ॥৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ—স্বামী সর্ব্বেশ্বর হইতেই নিরপেক্ষভক্তদিগের দেহযাত্রা নিষ্পন্ন হয়। কি হেতু ? ফলশ্রুতেঃ। 'ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণো বিভাতি'—এই শ্রুতিতে যেহেতু সেই সর্ব্বেশ্বরের ভর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ পালকত্ব শ্রুত হইতেছে, ইহা আত্রেয় অর্থাৎ দত্তাত্রেয় মনে করেন। স্মৃতিবাক্যও আছে,—যথা 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং' একান্তনিষ্ঠ হইয়া যাঁহারা আমার সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, আমি সেই নিত্যাশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকার যোগ ও জীবিকার রক্ষা করিয়া

থাকি। আরও ভগবদ্‌বাক্য আছে,—যথা 'দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈরিত্যাদি'—মৎস্য, কূর্ম্ম ও পক্ষিগণ যেমন দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শদ্বারা নিজ নিজ সন্তানগুলিকে পোষণ করিয়া থাকে, হে পদ্মযোনি! আমিও সেই প্রকার আমার ভক্তদিগকে পোষণ করি। যদি বল, নিরপেক্ষগণের সেই ভগবানের পালন-প্রয়াস তো উৎপাদনীয় নহে, ইহা স্থূল কথা। নিরপেক্ষদিগের ঐরূপ ইচ্ছাই নাই এবং সঙ্কল্পমাত্রে সর্ব্বকারী সর্ব্বেশ্বরের ঐ পালনে প্রয়াসও জন্মে না। শ্রীভগবানের সেবাদ্বারা নিজ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই ভক্তগণের অভিলাষ। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'ভ্রিয়মাণঃ' তিনি ভক্তদ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন ॥৪৪॥

সূক্ষ্মা টীকা—স্বামিন ইতি। আত্রেয়ো দত্তাত্রেয়ঃ। অনন্যা ইতি শ্রীগীতাসু। অনন্যত্বেন চিন্তয়া পর্য্যুপাসনয়া চ নৈরপেক্ষ্যং ব্যক্তম্। যোগেতি। যোগো জীবিকা। ক্ষেমং তস্যাঃ প্রতিপালনম্। বহামি করোমি। দর্শনেতি পাদ্মে। ক্রমোঽত্র বোধ্যঃ। তথেচ্ছেতি। হরিরস্মান্ জীবিকয়া পুষ্ণাত্বিতি কামনাভাবাদিত্যর্থঃ। তদভাবাচ্চ প্রয়াসবিরহাচ্চ। ন চ ক্ষুত্তৃট্‌ব্যাকুলানাং কথং তদেকরতিসিদ্ধিস্তদেকরভানাং তদ্বাধানুদয়াৎ। যদুক্তং পরীক্ষিতা। নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতমিতি ॥৪৪॥

টীকানুবাদ—'স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ' ইত্যাদি সূত্রে। ইত্যাত্রেয়ঃ—আত্রেয়ঃ—দত্তাত্রেয় মুনি। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্ত' ইত্যাদি শ্লোক শ্রীভগবদ্গীতোক্ত। অনন্যভাবে ধ্যান ও উপাসনা দ্বারা তাঁহাদিগের নিরপেক্ষতা ব্যক্ত হইতেছে। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং'—যোগ—জীবিকার সংযোগ, ক্ষেম—তাহার রক্ষা, বহামি—নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। 'দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈরিতি' দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শদ্বারা ইহাতে ক্রম বুঝিতে হইবে। 'তেষাং তথেচ্ছাবিরহাৎ' ইতি। তথেচ্ছা—যেহেতু সেইরূপ ইচ্ছা অর্থাৎ শ্রীহরি আমাদিগকে জীবিকা দিয়া পোষণ করুন, এইরূপ ইচ্ছা থাকে না। তদভাবাচ্চ—এবং ভগবানেরও কোনও প্রয়াস নাই, এজন্য। যদি বল, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইলে কেমন করিয়া শ্রীভগবানে একরতিত্ব সম্ভব? তাহাও নহে, তদেকরতভক্তদিগের ক্ষুধাতৃষ্ণার বাধা উদয়ই হয় না। যেহেতু মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন,—নৈষাতিদুঃসহেতি'—এই অসহ্যক্ষুধা—জলপান পর্য্যন্ত-

ত্যাগকারী আমাকে কষ্ট দিতেছে না, যেহেতু আমি আপনার মুখপদ্মনির্গত হরিকথামৃত পান করিতেছি ॥৪৪॥

সিদ্ধান্তকণা—নিরপেক্ষভক্তগণের ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত সুখে স্পৃহাশূন্যতা বর্ণনপূর্ব্বক ঐহিক সুখেও তাঁহাদের স্পৃহা নাই, তাহাই বলিতেছেন। এ-স্থলে একটি পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, তাহা হইলে নিরপেক্ষ ভক্তগণের দেহযাত্রানির্ব্বাহ কি স্বীয় প্রযত্নে? অথবা ঈশ্বরের প্রযত্নে সাধিত হয়? ভক্তগণ তো ভগবানের দ্বারা তাঁহাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সুতরাং নিজ-প্রযত্নেই করিতে হয়; এই পূর্ব্বপক্ষীর মতের খণ্ডনার্থ সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ হইতেই ভক্তগণের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। ভাষ্য ও টীকায় শ্রুতিপ্রমাণ দ্রষ্টব্য। এমন কি, আত্রেয় মুনিরও এই মত।

শ্রীগীতায় পাই,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" (গীঃ ৯।২২)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—

"যে জনা অনন্যা মদেকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চোপাসতে ভজন্তি, তেষাং নিত্যং সর্ব্বদৈব ময্যভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণামহমেব যোগক্ষেমমন্নাদ্যাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি। অত্র করোমীত্যমুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি ব্যনক্তি। এবমাহ সূত্রকারঃ—"স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ" ইতি।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"ভক্তগণের পালনভার শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তা ভগবানের পক্ষে উহা সঙ্কল্পমাত্রে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে কোন ভার নহে। অথবা পুরুষ যেমন স্বীয় ভোগ্যা

কান্তার প্রতিপালন-ভার বহনে নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তজনে আসক্ত ভগবানের স্বীয় ভক্তগণের যোগক্ষেম-বহন অতিশয় সুখপ্রদই হইয়া থাকে।”

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

“যে যে জন চিন্তে’ মোরে অনন্য হইয়া।
তা’রে ভিক্ষা দে’ও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে’, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা’রে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শনচক্র রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা’র নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাসে সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি’।
মুঞি যা’র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি’ থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥” (অন্ত্য ৫।৫৭-৬৪)

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং ব্যর্থাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে॥”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥” (ভাঃ ১১।১৪।২৭)

শ্রীপরীক্ষিৎও বলিয়াছেন,—

"নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥" (ভাঃ ১০।১।১৩)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি ফলং স্বামিনাং দেবানামেব ভবতি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শুভমাচরন্তি দেবা এব তদাচরন্তি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজা বিজানতে দেবা এব তদ্বিজানতে, দেবানাং হ্যেতদ্ ভবতি স্বামী হি ফলমশ্নুতে। নাস্বামী কর্ম্ম কুর্ব্বাণ ইতি মাধ্যন্দিনশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ো মন্যতে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥" (ভাঃ ১১।২০।৩৪)
"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং...
কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ ॥" (ভাঃ ২।২।৫)
"যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥"
(ভাঃ ৯।৪।৬৫)

প্রভৃতি শ্লোকও আলোচ্য ॥৪৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈতেষু তদ্ভর্তৃত্বমেকান্তমিতি দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই নিরপেক্ষ ভক্তদের উপর শ্রীভগবানের পালকত্ব অব্যভিচরিত, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিতেছেন।

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—অথেতি। একান্তমব্যভিচারি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—একান্ত অর্থাৎ অব্যভিচারী—ইহার ব্যতিক্রম নাই।

সূত্রম্—আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৪৫॥

সূত্রার্থ—সর্ব্বেশ্বর সেই শ্রীহরির নিরপেক্ষ স্বভক্ত-ভরণ ঋত্বিক্‌কর্ম্মের মত, যেহেতু নিরপেক্ষভক্তগণ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের বিনিময়ে ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে ক্রয় করিয়া থাকেন। ঔড়ুলোমি—উড়ুলোমের পুত্র, তিনি নির্গুণাত্মবাদী, এ-জন্য তিনি বলেন, ভক্তি-শব্দটি রিক্ত অর্থাৎ শ্রীহরির হিতৈষিতারূপ ভক্ত-ব্যবহারশূন্য ॥ ৪৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহেতি শব্দঃ সাদৃশ্যে। স্বামিনস্তস্য নিরপেক্ষ-স্বভক্তভরণমার্ত্বিজ্যসদৃশম্ ঋত্বিক্‌কর্ম্মতুল্যং ভবতি। হি যতো দেহ-যাত্রাদিসম্পাদনায় তৈর্ভক্ত্যা স পরিক্রীয়তে। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্ত-বৎসলঃ" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। যজমানেনাপি সাঙ্গায় কর্ম্মণে দক্ষিণয়া ঋত্বিজঃ পরিক্রীয়ন্তে। ঔড়ুলোমেরস্য নির্গুণাত্মবাদিত্বাদ্ভক্তিরিতি রিক্তা ভণিতিঃ। তস্মান্নিরপেক্ষাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ—এই সূত্রে প্রযুক্ত 'ইতি' শব্দটি সাদৃশ্য অর্থে। অর্থাৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির নিরপেক্ষ স্বভক্তের ভরণ ঋত্বিক্‌কর্ম্মের তুল্য। —যেহেতু দেহযাত্রা প্রভৃতি সম্পাদনহেতু নিরপেক্ষ ভক্তগণ ভক্তি দিয়া তাঁহাকে কিনিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে স্মৃতিবাক্য আছে, যথা—'তুলসীদল-মাত্রেণেত্যাদি' ভক্ত-প্রদত্ত সামান্য তুলসীপত্র ও জলগণ্ডূষের বিনিময়ে ভক্ত-বৎসল শ্রীহরি ভক্তদিগের নিকট নিজ আত্মাকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। যজ্ঞকর্ম্মেও দেখা যায়, যজমানও অঙ্গসমন্বিত কর্ম্মাচরণের বিনিময়ে দক্ষিণা দ্বারা ঋত্বিক্‌গণকে ক্রয় করেন। ঔড়ুলোমি মুনি, নির্গুণাত্মবাদী বলিয়া ভক্তিকে রিক্ত-শব্দে অভিহিত করেন অর্থাৎ নিষ্ফল—হরির হিতৈষিতা-রূপ ভক্ত-ব্যবহারশূন্য বলেন। অতএব নিরপেক্ষ ভক্তই শ্রেষ্ঠ ॥৪৫॥

সূক্ষ্মা টীকা—আর্ত্বিজ্যমিতি। হীতি। তৈর্নিরপেক্ষৈঃ। স স্বামী হরিঃ। পরিক্রীয়তে মূল্যেন নীয়তে। তুলসীতি বিষ্ণুধর্ম্মে। ভক্তিরিতি। রিক্তেতি। হর্য্যেকহিতৈষিতারূপভক্তব্যবহারশূন্যেত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। দেহ-নির্ব্বাহেচ্ছায়া অপি পরিত্যাগেন হর্য্যেকনিরতত্বাদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

টীকানুবাদ—'আর্ত্বিজ্যমিত্যাদি' সূত্রে। হি—যেহেতু, তৈর্ভক্ত্যা ইতি—তৈঃ—সেই নিরপেক্ষ ভক্তগণ, সঃ পরিক্রীয়তে—সেই স্বামী শ্রীহরিকে, পরিক্রীয়তে—ভক্তি দ্বারা স্ববশে আনে। 'তুলসীদলমাত্রেণেত্যাদি' শ্লোকটি বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থের। 'রিক্তা ভণিতিঃ ইতি' রিক্ত—অর্থাৎ শ্রীহরিরমাত্র হিতৈষিতারূপভক্ত-ব্যবহার-শূন্য। তস্মাৎ ইতি—দেহযাত্রা নির্ব্বাহেচ্ছারও পরিত্যাগহেতু নিরপেক্ষ ভক্তগণ একমাত্র শ্রীহরি-সেবানিরত। অতএব তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ॥৪৫॥

সিদ্ধান্তকণা—নিরপেক্ষ ভক্তগণের পালনকর্ত্তৃত্ব শ্রীভগবানের একান্ত ধর্ম্ম। ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঋত্বিকের কর্ম্মের ন্যায় শ্রীভগবানের ভক্ত-পালন; কারণ ভক্তি দ্বারা ভক্তগণ ভগবানকে ক্রয় করিয়া থাকেন, যেমন দক্ষিণা-বিনিময়ে ঋত্বিক্ আত্ম-বিক্রয় করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন।
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩।১০৪-১০৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥" (ভাঃ ১০।৩২।২২)

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥" (ভাঃ ৯।৪।৬৪)

"যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে॥

মযি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—আমি তোমার ঋণী।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজদেহ হইতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়—কহে ভাগবতে॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪)

শ্রীমধ্বভাষ্যে পাই,—

"যত্র যাগেষু ঋত্বিজামপি ফলদর্শনাদল্পং ফলং প্রজানামপি ভবতীত্যৌড়ুলোমির্মন্যতে তদর্থং দেবৈঃ ক্রিয়মাণত্বাৎ" ॥৪৫॥

সূত্রম্—শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ—শ্রুতি হইতেও কর্ম্মের ফল যজমানগত দেখা যায় ॥৪৬॥

গোবিন্দভাষ্যম্—"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি হোবাচেতি তস্মাদু হৈবংবিদুদ্‌গাতো ব্রূয়াৎ কং তে কামমাগায়নি" ইতি ঋত্বিক্‌সম্পাদিতস্য কর্ম্মণঃ যজমানগামি ফলং দর্শয়তি। তস্মাদ্ভগবতঃ স্বভক্তভরণম্ ঋত্বিজো যজমানভরণসদৃশং ভবতীতিভাবঃ ॥৪৬॥

ভাষ্যানুবাদ—ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে যে কোনও কামনা করেন, তাহা যজমানগত, ইহা বলিলেন। এইরূপ শ্রুতিজ্ঞ একজন ঋত্বিক্ তাহাদের

মধ্য হইতে উঠিয়া বলিবেন,—ওহে যজমান! তোমার কোন্ কাম্যবস্তু সম্পাদন করিব, ইহাতে দেখাইতেছেন—ঋত্বিক্-সম্পাদিত কর্ম্মের ফল যজমানগামী হয়। অতএব ভগবানের স্বভক্ত-ভরণ ঋত্বিকের যজমান-ভরণের মত হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৪৬॥

সূক্ষ্মা টীকা—ইতশ্চোপাস্তীনাম্ ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃত্বং যজমানগামিফলত্বং চেত্যাহ শ্রুতেশ্চেতি। উৎসর্গতঃ শ্রুতিলিঙ্গৈশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥৪৬॥

টীকানুবাদ—ইহা হইতেও বুঝাইতেছে,—উপাসনাগুলির কর্ত্তৃত্ব ঋত্বিগ্-গণের এবং তাহার ফল যজমানগামী, ইহাই 'যাংকাঞ্চন' ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন। এইরূপে সামান্যবিধি-হিসাবে ও শ্রুতিরূপ জ্ঞাপক বাক্য দ্বারা সিদ্ধ-অর্থ উপসংহার করিতেছেন—'তস্মাৎ ভগবতঃ স্বভক্তভরণমিত্যাদি' ॥৪৬॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"কং তে কামমাগায়ানি" ইতি (ছাঃ ১।৭।৯) ঋত্বিক্ যজমানকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কোন্ কাম্য-বস্তু সম্পাদন করিব, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঋত্বিক্-সম্পাদিত কর্ম্মের ফল যজমান প্রাপ্ত হয়। যজমানের দক্ষিণায় বশীভূত হইয়া ঋত্বিক্ যেমন কার্য্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হইয়াই শ্রীভগবান্ স্বভক্তের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব সূত্রে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক সমূহই এ-স্থলেও দ্রষ্টব্য ॥৪৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথৈষাং বিদ্যাপ্ত্যনন্তরমনুষ্ঠানং দর্শয়তি। "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত" ইত্যাদি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি চ শ্রূয়তে। অত্র শমাদীনি ধ্যানান্তানি ব্রহ্মলিপ্সোরনুষ্ঠেয়ান্যুচ্যন্তে। কিমেতানি সর্ব্বাণি নিরপেক্ষেণানুষ্ঠেয়ান্যুত তৎস্বরূপগুণচরিতানি স্মর্ত্তব্যানীতি সন্দেহে সঞ্জাতাপি বিদ্যা শমাদীন্ বিনা স্থৈর্য্যং নোপগচ্ছেদতস্তানি চানুষ্ঠেয়ানীতি প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর নিরপেক্ষ ভক্তদিগের বিদ্যালাভের পর কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠান দেখাইতেছেন। শ্রুতি আছে—'তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত-

উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তোভূত্বেত্যাদি' এবং 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে শম হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যান পর্য্যন্ত সাধন ব্রহ্মলাভেচ্ছুর অনুষ্ঠেয় বলা হইতেছে; ইহাতে সংশয় এই—নিরপেক্ষ ভক্ত কর্ত্তৃক কি এই সমস্ত সাধনগুলি অনুষ্ঠেয়? অথবা ব্রহ্মের স্বরূপ, গুণ ও চরিতসমূহ স্মরণীয়? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—বিদ্যা উৎপন্ন হইলেও যখন শম প্রভৃতি ব্যতীত স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে না, তখন সেই শমাদিও অনুষ্ঠেয়। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নিরপেক্ষাণাং দেহযাত্রানাদরেণ হর্য্যেকনিরতিরুক্তা তামাশ্রিত্য তদনুভাবভূতা তৎস্বরূপগুণচরিতানুস্মৃতির্বর্ণ্যত ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অথৈষামিত্যাদি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—নিরপেক্ষ ভক্তদিগের দেহযাত্রার অনাদর পূর্ব্বক শ্রীহরিতেই একমাত্র রতি বলা হইয়াছে—তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই রতির অনুভাবস্বরূপ, শ্রীহরির স্বরূপ, গুণ, চরিত অনুস্মরণ এক্ষণে বর্ণন করা যাইতেছে। অতএব এই অধিকরণে আশ্রয়াশ্রয়িভাব-নামক সঙ্গতি জানিবে—'অথৈষামিত্যাদি'।

সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্

সূত্রম্—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ—এই শ্রুতিতে যে শমাদি অন্য সহকারী সমুদয় বলা হইতেছে,—ঐ শমাদির অনুষ্ঠান সাশ্রম পক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য, নতুবা নিরাশ্রমের পক্ষে বিহিত নহে, কিন্তু ভগবৎ-স্বরূপ, গুণ, চরিত এগুলি স্মরণীয়, ইহাই বলিতেছেন—'তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ' তৃতীয়ং অর্থাৎ মানসিকই অনুষ্ঠেয়, দৃষ্টান্ত এই—'তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ' আশ্রমী ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির যেমন সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইপ্রকার ॥৪৭॥

গোবিন্দভাষ্যম্—ইহ সহকার্য্যন্তরাণি শমাদীন্যভিধীয়ন্তে যজ্ঞাদীনাং শমাদীনাঞ্চ বিদ্যাসহকারিত্বেন পূর্ব্বং নিরূপণাৎ। তেষাং বিধিঃ সাশ্রমপক্ষেণ গ্রাহ্যোঽপূর্ব্বত্বাৎ ন তু নিরাশ্রমপক্ষেণ তত্র স্বতঃসিদ্ধেঃ। কিন্তু তৎস্বরূপাদীনি তেন স্মর্ত্তব্যানীতি। তদিদমাহ তৃতীয়ং তদ্বত ইতি। তৎপ্রসাদমাত্রকামবতো নিরপেক্ষস্য তৃতীয়ং মানসিকমেবানুষ্ঠেয়ং মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি শ্রুতেঃ। কায়িক-বাচিকয়োঃ শ্রবণ-মননয়োবাপেক্ষয়া মানসিকং ধ্যানং তৃতীয়ং ভবতি। আবশ্যকত্বে দৃষ্টান্তো বিধ্যাদিবদিতি। যথা সাশ্রমস্য সন্ধ্যোপাসনাদিবিধিরাবশ্যকস্তদ্বৎ। তস্মাৎ সঞ্জাতবিদ্যেন নিরপেক্ষেণ তৎস্বরূপাদি বিচিন্ত্যমিতি। ন চাস্য জপার্চ্চনাদিকং নিবার্য্যতে। ধ্যানেনৈব তস্যাপি প্রাপ্তেঃ। তৎপ্রধানত্বাদ্বা তদ্ব্যপদেশঃ। তদেবং ত্রেধা বিদ্যাজুষঃ সানুষ্ঠিতয়ো নিরূপিতাঃ ॥৪৭॥

ভাষ্যানুবাদ—এই শ্রুতিদ্বয়ে অন্য সহকারী সাধন শম প্রভৃতি কথিত হইতেছে, যেহেতু যজ্ঞাদি ও শমাদিকে বিদ্যার আপ্তি-বিষয়ে সহকারিরূপে পূর্ব্বেই নিরূপিত করা হইয়াছে। সেই শমাদির বিধি আশ্রমী-পক্ষ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য কারণ, উহা তাহাদের অপ্রাপ্ত, অতএব অপূর্ব্ববিধি, কিন্তু নিরাশ্রম-পক্ষে বিধি হইতে পারে না, যেহেতু উহা তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু নিরপেক্ষ ভক্ত কর্ত্তৃক ভগবানের স্বরূপ-গুণাদি স্মরণীয়। এই কথাই 'তৃতীয়ং তদ্বত' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন—নিরপেক্ষ ভক্ত কেবল শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-মাত্র কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে তৃতীয় অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ধরিয়া তৃতীয় মানসিক আরাধনাই অনুষ্ঠেয়; যেহেতু শ্রুতিতে আছে—'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' সেই ব্রহ্ম কেবল মন দ্বারাই প্রাপ্য। কায়িক ও বাচিক শ্রবণ-মনন অপেক্ষা মানসিক ধ্যান তৃতীয় স্থানপাতী। ইহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'বিধ্যাদিবৎ' যেমন আশ্রমধারীর সন্ধ্যোপাসনাদি বিধি আবশ্যক, সেইপ্রকার নিরাশ্রমের ভগবৎ-স্বরূপাদি-ধ্যান আবশ্যক। অতএব সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্মবিদ্যা জন্মিবার পর নিরপেক্ষ ভক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, লীলাদি ধ্যান করিবেন। তাই বলিয়া নিরাশ্রমের মন্ত্রজপ, পূজাদি নিষেধ করা হইতেছে

না, যেহেতু ধ্যান দ্বারাই সেই জপ-পূজাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা মানসিক আরাধনাই প্রধান, এজন্য সেই সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমুদয় প্রবন্ধের দ্বারা তিন প্রকার ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ এর অনুষ্ঠান সহকারে নিরূপিত হইল ॥৪৭॥

সূক্ষ্মা টীকা—সহকার্য্যন্তরবিধিরিতি। যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ বিদ্যাসহকারীণি পূর্ব্বমুক্তানি। যজ্ঞাদিভ্যঃ সহকারিভ্যঃ শমাদীনি সহকারীণ্যন্যানি ভবন্ত্যন্তরঙ্গত্বাদতস্তানি সহকার্য্যন্তরাণি কথ্যন্তে। তেষামিতি। শমাদীনাং বিধিঃ সাশ্রমৈর্গ্রাহ্যঃ অত্যন্তমপ্রাপ্তেঃ নিরাশ্রমৈস্তু স ন গ্রাহ্যঃ তেষু তেষাং স্বতঃ সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। কিন্ত্বিতি। তেন নিরপেক্ষেণ। তৎপ্রসাদেতি। হরিমুখোল্লাসরূপং প্রসাদমিচ্ছত ইত্যর্থঃ। তস্যাপি জপার্চ্চনাদেরপি। তৎপ্রধানত্বাদ্বেতি। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারেণাপি জপার্চ্চনাদের্নিষ্পত্তিঃ সমিৎপুষ্পকুশাদানমিত্যাদি ভরতস্য শ্রবণমননয়োরস্মরণাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি মানসিকত্বসংক্রমাৎ তথা ব্যপদেশ ইত্যর্থঃ ॥৪৭॥

টীকানুবাদ—'সহকার্য্যন্তরবিধিরিত্যাদি' সূত্রে। বিদ্যালাভের পূর্ব্বে যজ্ঞাদি ও শমাদি সহকারী বলা হইয়াছে, যজ্ঞাদি-সহকারী সাধন হইতে শমাদি-সহকারী সাধন স্বতন্ত্র, কেননা, এগুলি অন্তরঙ্গ-সাধন এইজন্য শমাদিকে অন্য সহকারী সাধন বলা হইতেছে। 'তেষাং বিধিঃ সাশ্রমপক্ষেণেতি'—তেষাং—শমাদির বিধি আশ্রমীদের গ্রাহ্য, যেহেতু তাহাদের শমাদি অত্যন্ত অপ্রাপ্ত, কিন্তু নিরাশ্রমের সে বিধি গ্রহণীয় নহে, যেহেতু শমাদি তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু 'তৎস্বরূপাদীনি তেন স্মর্ত্তব্যানি' ইতি তেন—নিরাশ্রমভক্ত কর্ত্তৃক। 'তৎপ্রসাদমাত্রকামবত' ইতি—শ্রীহরির মুখোল্লাসরূপ প্রসাদ যিনি চাহেন। 'তস্যাপি তৎপ্রাপ্তেঃ' ইতি তস্যাপি—জপার্চ্চনাদিও ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত, এইজন্য। 'তৎপ্রধানত্বাদ্বা' ইতি—বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারাও জপ, অর্চ্চন প্রভৃতির নিষ্পত্তি হয়, 'সমিৎপুষ্পকুশাদানম্' ইত্যাদি বাক্যে ভরতের শ্রবণ মনন স্মৃত হইতেছে না, এইজন্য। তাহাতেও মানসিক ব্যাপার সঞ্চারিত হয়, এজন্য জপার্চ্চনাদিকে মানসিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে ॥৪৭॥

সিদ্ধান্তকণা—অতঃপর নিরপেক্ষ ভক্তগণের বিদ্যোৎপত্তির পর কি অনুষ্ঠেয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—"তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৩)। এ-স্থলে সংশয় এই যে,—পূর্ব্বোক্ত শমদমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যান পর্য্যন্ত সকলই কি নিরপেক্ষ ভক্তগণের অনুষ্ঠেয়? অথবা কেবলমাত্র শ্রীভগবানের স্বরূপ-গুণ-চরিতাদি স্মরণ করা কর্ত্তব্য? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বিদ্যা উৎপন্ন হইলেও শমদমাদি-ব্যতিরেকে সেই বিদ্যার স্থিরতা যখন হয় না, তখন ঐ সকলও অনুষ্ঠেয়।

পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ মতের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, শমদমাদি-সাধন বিদ্যালাভের পূর্ব্বেই সহকারিরূপে নিরূপিত। কিন্তু উহা অপূর্ব্ব বলিয়া সাশ্রমীর পক্ষেই বিধি। নিরাশ্রমীর বিদ্যা-লাভের পর উহা বিধি হইতে পারে না, কারণ নিরপেক্ষ ভক্তদিগের শমদমাদি পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। তবে নিরপেক্ষদিগের শ্রীভগবানের স্বরূপ-গুণ-লীলাদি অবশ্যই স্মরণীয়, নিরপেক্ষ ভক্তগণ কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রসাদই কামনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অনুষ্ঠানের মধ্যে মানসিক অনুষ্ঠানই নির্দ্দিষ্ট।

সাশ্রমাধিকারীর পক্ষে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনাদি অনুষ্ঠান আবশ্যক, ব্রহ্মবিৎ নিরপেক্ষ ভক্তগণের পক্ষেও সেইরূপ শ্রীভগবৎস্বরূপাদির স্মরণ একান্ত আবশ্যক। অবশ্য জপার্চ্চনাদি ইহার অন্তর্ভূ'তই জানিতে হইবে অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইবে। অর্চ্চনাদি-সকল সাধনের মধ্যে ধ্যান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারই উল্লেখ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥" (ভাঃ ১১।২৯।১৮)
"ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য
গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।

যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা
ততঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্‌গতিম্ ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৪৭)
'অন্তর্গৃহগতাঃকাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥"
(ভাঃ ১০।২৯।৯-১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে॥
কীটতুল্য হয় যদি—তা'রে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হইলে নরেন্দ্রেরে পাড়॥
এই বল্ নাহি মোর—স্মরণ বিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন-দুঃশাসন॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত॥
কোনকালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া॥
হেন তোমা-স্মরণবিহীন-মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ বাপ॥
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥

প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ স্মরণ।
স্মরণপ্রভাবে সর্ব্ব দুঃখবিমোচন॥
কা'রো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজো নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ॥
পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে॥
চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির, হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি॥
অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলা নিজ সেবক রাখিতে॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহাফুলে।
সেই মত সব ঋষি পলাইল ডরে॥
স্মরণপ্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ-সব কৌতুক তোর স্মরণকারণ॥
অখণ্ড স্মরণ-ধর্ম্ম, ইহা সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে, ইহা সবার উদ্ধার॥
অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্বধর্ম্মহীন তাহা বই নাহি আর॥
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি' পুত্রমুখ।
সঙরিল পুত্রনামে নারায়ণরূপ॥
সেই স্মরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে ভক্ত-স্মরণ সম্পদ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৬১-৮১) ॥ ৪৭ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্— সনিষ্ঠাদিষু ত্রিষু বিদ্যাভাক্ত্বং নির্ণীতম্। তস্য স্থৈর্য্যায়ারম্ভঃ। ছান্দোগ্যান্তে শ্রূয়তে। "আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। স খল্বেবং

বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তত" ইতি। অত্র গার্হস্থ্যেনোপসংহারাৎ তদিতরেষু বিদ্যা ন ভবতীতি প্রতীয়তে। ক্বচিৎ ক্বচিৎ ত্যাগোক্তিস্তু স্তুতিপরতয়া নেয়া। ঈদৃশং ব্রহ্ম যদর্থং সর্ব্বং ত্যাজ্যমিতি। গৃহস্থস্যৈব যথোক্তানুষ্ঠাতুর্ব্রহ্মসম্পত্তিরিত্যুপসংহারস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ—এই ত্রিবিধ সাধকেরই বিদ্যাপ্রাপ্তি নির্ণীত হইল। এক্ষণে সেই বিদ্যাভাগিত্বের স্থিরতার জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষভাগে শ্রুত হয়—'আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য…ন চ পুনরাবর্ত্ততে' ইতি—গুরুগৃহে গমনকরতঃ তথায় উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরু-শুশ্রূষা-কর্ম্মে রত হইবে, অবশিষ্টকালে পবিত্রপাণি পূর্ব্বমুখাভিমুখে উপবেশন প্রভৃতি বিধি-অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করিবে, পরে ব্রত বিসর্জ্জন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পবিত্রস্থানে বেদ অধ্যয়ন ও বিহিত কর্ম্মগুলির যথাশক্তি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধার্ম্মিক পুত্রাদি উৎপাদনকরতঃ শ্রীহরিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্থাপন অর্থাৎ সে-গুলিকে তৎ-প্রবণ করিয়া যজ্ঞ-ভিন্ন অন্য কার্য্যে জীবহিংসা বর্জ্জন করিবে, যাবজ্জীবন এইরূপ করিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে এবং তথা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। এই শ্রুতিতে উপসংহারে গৃহস্থাশ্রমের কথা বর্ণিত হওয়ায় অন্য তিন আশ্রমে যে বিদ্যা হয় না, ইহাই প্রতীত হইতেছে। কোন কোন শ্রুতিতে গার্হস্থ্য-ত্যাগের উক্তি থাকিলেও উহা গার্হস্থ্যত্যাগের প্রশংসাত্মক অর্থবাদ তাৎপর্য্যে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈদৃশ, যাহার জন্য সবই ত্যাগ করিতে হয়; কারণ উপসংহারের তাৎপর্য্য—গৃহস্থ যথাবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলাভ করে, ইহাই বুঝাইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় মতের প্রতিবিধান সূত্রকার করিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—নিরপেক্ষাঃ প্রকৃষ্টবিদ্যা ইত্যুক্তং প্রাক্ তন্ন যুক্তং ছান্দোগ্যান্তে গৃহাশ্রমিণ এব যথোক্তধর্ম্মানুষ্ঠায়িনো বিদ্যাতৎ-ফললাভবর্ণনেন তদন্যেষাং তল্লাভো নেত্যবগমাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। সনিষ্ঠাদিষ্বিতি। তস্যেতি বিদ্যাসম্ভবস্য। আচার্য্যেতি।

আচার্য্যকুলাৎ গুরুগৃহাৎ তদুপেত্যেত্যর্থঃ। তত্রোপনীতো ভূত্বা তদনন্তরং গুরোঃ শুশ্রূষণরূপং কর্ম্ম কৃত্বা অতিশেষেণাবশিষ্টেন কালেন যথাবিধানং পবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্‌মুখত্বাদিবিধিমনতিক্রম্য বেদমধীত্য ততোঽভিসমাবৃত্য ব্রত-বিসর্জ্জনং কৃত্বা কুটুম্বে গৃহাশ্রমে স্থিতঃ শুচৌ পবিত্রে দেশে স্বাধ্যায়ং বেদম-ধীয়ানো বিহিতানি কর্ম্মাণি চ যথাশক্ত্যনুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকান্ পুত্রানুৎপাদয়ন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যাত্মনি হরৌ সংপ্রতিষ্ঠাপ্য তৎপ্রবণানি কৃত্বা তীর্থেভ্যো যজ্ঞে-ভ্যোঽন্যত্র সর্ব্বাণি ভূতান্যহিংসন্ যাবদায়ুষমেবং বর্ত্তমানো ব্রহ্মলোকং বৈকুণ্ঠ-মভিসম্পদ্য ততঃ পুনর্নাবর্ত্ততে বিমুক্তো ভবতীতি। অত্রেতি। উপসংহারাৎ ফলোপলম্ভপর্য্যন্তবর্ণনাদিত্যর্থঃ।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিরপেক্ষ ভক্তগণ প্রকৃষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন, কিন্তু তাহাতো যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষভাগে যথাবিহিত আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী গৃহাশ্রমীরই বিদ্যা ও বিদ্যাফল লাভের কথা বর্ণন করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে, অন্য আশ্রমীর তাহা লাভ হয় না, এই আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান-হেতু এই অধিকরণে আক্ষেপ-নামক সঙ্গতি। 'সনিষ্ঠাদিষু ত্রিষু' ইত্যাদি—'তস্য স্থৈর্য্যায়েতি' তস্য—বিদ্যোৎপত্তির। 'আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যেত্যাদি' আচার্য্যকুলাৎ—গুরুগৃহ হইতে অর্থাৎ গুরুগৃহে গিয়া, তথায় উপনীত হইয়া তৎপরে গুরু-শুশ্রূষারূপ কর্ম্ম করিয়া, অতিশেষেণ—অবশিষ্টকালে যথাবিধানে অর্থাৎ পবিত্রপাণিত্ব, পূর্ব্বাভিমুখত্ব প্রভৃতি বিধি অতিক্রম না করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক, গুরু গৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবে, পরে ব্রতত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে বেদ অধ্যয়ন ও বিহিত কর্ম্মগুলির যথাশক্তি অনুষ্ঠানকরতঃ ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদন করিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রীহরিতে নিযোজিত করিয়া অর্থাৎ তৎপ্রবণ করিয়া যাগভিন্ন অন্য কর্ম্মে সকল প্রাণীর হিংসা বর্জ্জনীয়, তাদৃশ কর্ম্মে আয়ুষ্কাল-সমাপ্তি পর্য্যন্ত রত থাকিলে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না অর্থাৎ মুক্ত হয়। এই শ্রুতি-বাক্যে—'গার্হস্থ্যেনোপসংহারাৎ'—অর্থাৎ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম দ্বারা ফললাভ পর্য্যন্ত বর্ণন হেতু।

কৃৎস্নভাবাধিকরণম্

সূত্রম্—কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ—না, তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহা নহে; তবে যে গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় ইহা নহে যে যথোক্ত কার্য্যকারী গৃহস্থেরই মুক্তি হয় কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে সমগ্র আশ্রম ধর্ম্ম করণীয়রূপে বিহিত, এ-জন্য তাহার দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে ॥৪৮॥

গোবিন্দভাষ্যম্—শঙ্কাচ্ছেদায় তু-শব্দঃ। গৃহস্থেনোপসংহারঃ তস্যৈব যথোক্তকর্ত্তুর্মুক্তিরিত্যভিপ্রৈতীতি নার্থঃ কিন্তু কৃৎস্নভাবাদেব তেন সঃ। গৃহস্থং প্রতি বহুলায়াসা বহবঃ স্বাশ্রমধর্ম্মাঃ কার্য্যত্বেনোপদিষ্টাঃ। আশ্রমান্তরধর্ম্মাশ্চ যথাযথমহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদয়ঃ। ততশ্চ কৃৎস্নানাং ধর্ম্মাণাং তত্র সত্ত্বাৎ তেনাসৌ ন বিরুধ্যতে ইতি। তথাচ স্মৃতিঃ। "ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড়্ব্রহ্মচারিণঃ। তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্" ইত্যাদ্যা ॥৪৮॥

ভাষ্যানুবাদ—সূত্রোক্ত 'তু' শব্দটি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাসের জন্য প্রযুক্ত। 'গৃহিণোপসংহারঃ' এই কথাটি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে যে, গৃহীরই যথোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মুক্তি হয়, এই অর্থ নহে, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে সমস্তই আছে, এই ধর্ম্মবাহুল্যহেতু গৃহস্থদ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে, গৃহস্থকে লক্ষ্য করিয়া বহু আয়াসপূর্ণ বহুপরিমাণ আশ্রমধর্ম্ম কার্য্যরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন-আশ্রমগুলির ধর্ম্ম যথাযথভাবে অহিংসা, ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বিহিত। অতএব সকল ধর্ম্মই গৃহস্থে থাকায় ঐ উপসংহার বিরুদ্ধ নহে। স্মৃতিবাক্যও সেইপ্রকার বলিতেছেন—যথা 'ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিদিত্যাদি' এই যে কতিপয় আশ্রমী যেমন পরিব্রাজক, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভিক্ষাজীবী, তাহারাও এই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিয়া স্থিতিলাভ করে, অতএব গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ আশ্রম। ইত্যাদি স্মৃতি বলিতে মনুবাক্যও গ্রাহ্য। যথা—'সর্ব্বেষামেব' ইত্যাদি ॥৪৮॥

সূক্ষ্মা টীকা—কৃৎস্নভাবাদিতি। ধর্ম্মবাহুল্যাদিত্যর্থঃ। তত্রেতি গৃহস্থে। তেন গৃহস্থেন। অসাবুপসংহারঃ। ভিক্ষেতি শ্রীবৈষ্ণবে। অত্রৈব গার্হস্থ্যে। আদ্যশব্দান্মনুবাক্যঞ্চ গ্রাহ্যম্। সর্ব্বেষামেব চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ। গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি। "যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্। তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্" ইতি ॥ ৪৮ ॥

টীকানুবাদ—'কৃৎস্নভাবাদ্ গৃহিণোপসংহারঃ' এই সূত্রে কৃৎস্নভাবাৎ—ধর্ম্মবাহুল্যবশতঃ এই অর্থ, 'কৃৎস্নানাং ধর্ম্মাণাং তত্র সত্ত্বাৎ তেনাসৌ ন বিরুধ্যতে' ইতি। তত্র—গৃহস্থে, তেন—গৃহস্থ কর্ত্তৃক, অসৌ—ঐ উপসংহার বিরুদ্ধ হইতেছে না। 'ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিদ্' ইত্যাদি শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণীয়। 'অত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে ইতি' অত্রৈব—এই গার্হস্থ্যেই। ইত্যাদ্যা ইতি আদ্যপদে মনুবাক্যও গ্রহণীয়, যথা 'সর্ব্বেষামেব চৈতেষাম্' ইত্যাদি—এই সমস্ত আশ্রমীর মধ্যে বেদ ও স্মৃতিবিধান অনুসারে গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ; কারণ, এই গৃহস্থই অন্য তিন আশ্রমীকে ভরণ করিয়া থাকে, যেমন-নদী-নদ সমুদয় সাগরে স্থিতিলাভ করে, সেই প্রকার সকল আশ্রমী গৃহস্থে নির্ভর করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

সিদ্ধান্তকণা—এক্ষণে কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ছান্দোগ্যের শেষভাগে পাওয়া যায়,—"আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য··· ন চ পুনরাবর্ত্ততে।" (ছাঃ ৮।১৫।১) এ-স্থলে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেই উপসংহার করা হইয়াছে, সুতরাং তদিতর অন্য আশ্রমীর বিদ্যা লাভ সম্ভব নহে, ইহাই প্রতীত হয়। যদি কেহ বলেন যে, তাহ'লে গার্হস্থ্য-ত্যাগপর শ্রুতির কি গতি হইবে? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন,—উহা স্তুতিপর বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং গৃহস্থাশ্রমী যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহারই ব্রহ্ম-সম্পত্তি লাভ হইবে, এইরূপ উপসংহারেই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, ঐরূপ অভিপ্রায়ে উপসংহার করা হয় নাই। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে সকল আশ্রমের ধর্ম্ম আছে অর্থাৎ করণীয় বলিয়া বিহিত; তজ্জন্য ঐরূপ উপসংহার করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

চতুরাশ্রমের ধর্ম্ম গার্হস্থ্যে পালনীয়; সেইজন্য গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ গৃহস্থগণেরই অপর ত্যক্তগৃহ তিন আশ্রমের লোকদিগের পালন ও ধর্ম্মানুকূল্য করার বিধান আছে বলিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াদ্রাজংস্তদ্ভক্তিভাঙ্ নরঃ॥"
(ভাঃ ৭।১৫।৬৭)

অর্থাৎ হে রাজন্। ইহা এবং অন্যান্য বেদবিহিত ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা ভগবদ্ভক্ত গৃহে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের গতি প্রাপ্ত হয় ॥৪৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যস্মাদাশ্রমান্তরাণি শ্রূয়ন্তে অতো ধর্ম্মকার্ৎস্ন্যাদেব গার্হস্থ্যেনোপসংহারো মন্তব্য ইত্যাহ—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—যেহেতু অন্যান্য আশ্রমও শ্রুত হয়, অতএব ধর্ম্মবাহুল্যবশতঃই গার্হস্থ্য দ্বারা উপসংহার হইয়াছে জানিবে; এই কথা সূত্রকার বলিতেছেন—

সূত্রম্—মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৪৯॥

সূত্রার্থ—মৌনের মত-সিদ্ধ করিয়াই বলিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে পূর্ব্বাংশে তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ অর্থাৎ আশ্রমের উপদেশ আছে ॥৪৯॥

গোবিন্দভাষ্যম্—মৌনবদিতি সিদ্ধং কৃত্বোক্তম্। তত্রৈব পূর্ব্বত্র ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি পঠ্যতে। তত্র এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমভীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তীত্যত্র পারিব্রাজ্যস্যেবেতরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপ্যুপদেশাৎ। তস্মাৎ তেন সঃ। বহুত্বং বৃত্তিভূম্নেত্যাহুঃ। এবং

জাবালোপনিষদি চাশ্রমাশ্চত্বারো বিধীয়ন্তে। "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বা বনাৎ বা অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদিনা। উত্তরত্র চ পরমহংসানামিত্যাদিনা নিরপেক্ষাশ্চ পঠ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহস্থেনোপসংহৃতির্ধর্ম্মবাহুল্যাদে-বেতি সুষ্ঠূক্তং যদহরেবেত্যাদিনা। বিরাগে সতি গৃহত্যাগবিধানাৎ বিশেষাদুপসংহারেণ তত্তাৎপর্য্যকল্পনঞ্চ নিরস্তম্। অনুরাগবিরাগৌ হি গৃহারম্ভতত্ত্যাগয়োর্হেতূ সর্ব্বত্রাভিলপ্যেতে। তদেবং যথার্হং শমদমোপরতিভূষণেষু নিরাশ্রমেষু চ বিদ্যাভ্যুদেতীতি নিরূপিতম্ ॥৪৯॥

ভাষ্যানুবাদ—'মৌনবৎ' ইহা দ্বারা সিদ্ধ করিয়া বলিলেন। সেই ছান্দোগ্যে পূর্ব্বাংশে তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান-প্রধান গৃহস্থাশ্রম একপ্রকার, তপস্যাপ্রধান বানপ্রস্থাশ্রম দ্বিতীয়, যাবজ্জীবন গুরুসন্নিধিতে স্থিতিপূর্ব্বক গুরুসেবারূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, ইহা তৃতীয় আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুগৃহবাসী এই তৃতীয়াশ্রমী গুরু-গৃহে নিজেকে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করাইয়া থাকেন। যাহা হউক, এই সকল আশ্রমীই পবিত্র কীর্ত্তিশালী হন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন।—ইহা ছান্দোগ্যে পঠিত হইতেছে। সেই ছান্দোগ্যে—উপদিষ্ট হইয়াছে যে, এই আত্মাকে জানিয়া মুনিব্রত লইয়া থাকে, এই আত্মাই পরি-ব্রাজকের গন্তব্যলোক, ইহা কামনা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, এখানে পারিব্রাজ্যের (সন্ন্যাসের) মত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমী তিনটির 'ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ' এই শ্রুতির উপদেশ হইয়াছে, অতএব আশ্রমান্তরের শ্রুতি-প্রাপ্তিহেতু 'আচার্য্যকুলাৎ ইত্যাদি' বাক্যে ধর্ম্মবাহুল্যবশতঃ গৃহস্থের দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে। যদি বল, 'ইতরয়োঃ' না বলিয়া ভাষ্যে 'ইতরেষাম্' এই বহুবচন প্রযুক্ত হইল কেন? তাহার উত্তর এই,—ইহাদের বৃত্তিভেদে প্রকারভেদ, এইজন্য ইহা বলিয়া থাকেন। এই প্রকার জাবালোপনিষদে চারি আশ্রম বিহিত হইতেছে—যথা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন

করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইবার পর বানপ্রস্থাশ্রমী হইবে, বনাশ্রমী হইয়া প্রব্রজ্যা লইবে, অথবা অন্যপ্রকারও হইতে পারে। যথা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, অথবা গার্হস্থ্যের পর, কিংবা বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস লইবে। আর ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া স্নাতক অব্রতী বা ব্রতী হউন, কিংবা মৃতপত্নীক হইয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ না করেন অথবা অগ্নি বিসর্জ্জন দিয়া কিংবা অগ্নি প্রণয়ন না করিয়াই যেইদিন বৈরাগ্য আসিবে সেইদিনই সন্ন্যাসী হইবে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে। আবার শেষভাগে 'পরমহংসানাম্' ইত্যাদি দ্বারা নিরপেক্ষ অনাশ্রমিগণও পঠিত হইতেছে। অতএব গৃহস্থ-দ্বারা উপসংহার (ফলপ্রাপ্তি দর্শন পর্য্যন্ত) যাহা বলা হইয়াছে, ইহা গৃহীর ধর্ম্মবাহুল্যবশতঃ ঠিকই হইয়াছে 'যদহরেব বিরজ্যেৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। কারণ বৈরাগ্য হইলে গৃহত্যাগের বিধি হয় এবং বিশেষ হেতু অর্থাৎ ধর্ম্মবাহুল্য হেতু উপসংহার দ্বারা গৃহী অর্থে তাৎপর্য্য কল্পনাও ইহার দ্বারা নিরস্ত হইল। যেহেতু অনুরাগ (আসক্তি) ও বিরাগ (নিস্পৃহতা) গৃহগ্রহণের ও গৃহত্যাগের হেতু সর্ব্বত্র কথিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—শম, দম, উপরতি সম্পন্নেতে ও নিরাশ্রম যতিতে বিদ্যা উদিত হয়, ইহা নিরূপিত হইল ॥৪৯॥

সূক্ষ্মা টীকা—মৌনবদিতি। তত্রৈব ছান্দোগ্যে। পূর্ব্বত্রাচার্য্যকুলবাক্যাৎ প্রাক্। ত্রয় ইতি। স্কন্ধশব্দ আশ্রমপরঃ। যজ্ঞাদিধর্ম্মপ্রধানো গৃহাশ্রম একঃ, তপঃপ্রধানো বনস্থাশ্রমো দ্বিতীয়ঃ, তৎপ্রাধান্যাৎ সন্ন্যাসোঽপ্যত্র গ্রাহ্য ইত্যেকে। যাবদায়ুর্গুরুসন্নিধিস্থিতিপূর্ব্বকতদেকসেবনং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং তৃতীয়ঃ। সর্ব্বে এতে আশ্রমিণঃ পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি বিধ্যাশ্রয়ণাৎ। তদাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানফলঞ্চ তত্তদুক্তলক্ষণং লভন্তে। তেষু যো ব্রহ্মসংস্থঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স অমৃতত্বং মুক্তিমেতীতি। তত্রেতি। এতমেব বিদিত্বেত্যাদৌ যথা পারিব্রাজ্যমুপদিষ্টং তথা ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যাদৌ নৈষ্ঠিকব্রতবানপ্রস্থে চোপদিষ্টে ইত্যাশ্রমান্তরাণাং শ্রুতিপ্রাপ্তত্বাদাচার্য্যকুলাদিতি বাক্যে ধর্ম্মবাহুল্যাদেব গৃহস্থেনোপসংহার ইত্যর্থঃ। নন্বিতরয়োরিতি বাচ্যে ইতরেষামিত্যুক্তিঃ কথমিতি চেৎ তত্রাহ বহুত্বং বৃত্তিভূম্নেতি। সাবিত্রো ব্রাহ্মঃ প্রাজাপত্যো বৃহন্নিতি ব্রহ্মচারিভেদাঃ। ফেনপ উদুম্বরো বৈখানসো বালখিল্যশ্চেতি বনস্থভেদাশ্চ।

এবং কুটীচকো বহূদকো হংসো নিষ্ক্রিয়শ্চেতি সন্ন্যাসিভেদাশ্চ বোধ্যাঃ। ব্রহ্মচর্য্যমিতি। যদি বেতরথা বৈরাগ্যপ্রাচুর্য্যেণ স্থিতস্তদেত্যর্থঃ। স্নাতকঃ সমাপ্তব্রহ্মচর্য্যোঽপ্রাপ্তগার্হস্থ্যঃ। অস্নাতকো মৃতদারোঽকৃতপুনর্বিবাহঃ ॥৪৯॥

টীকানুবাদ—'মৌনবদিত্যাদি' সূত্রে। 'তত্রৈব পূর্ব্বত্রেতি' তত্রৈব—সেই ছান্দোগ্যেই, পূর্ব্বত্র 'আচার্য্যকুলাদিত্যাদি' বাক্যের পূর্ব্বে। 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইতি—তিনটি আশ্রম আছে, স্কন্ধশব্দ আশ্রম-বাচক। তন্মধ্যে যজ্ঞাদি ধর্ম্মপ্রধান গৃহস্থাশ্রম এক, তপঃপ্রধান বানপ্রস্থাশ্রম দ্বিতীয়, কেহ কেহ তপঃপ্রধানত্ব-নিবন্ধন সন্ন্যাসাশ্রমও ইহার মধ্যে গণনীয়, ইহা বলেন। যাবৎ আয়ুঃ থাকিবে, তাবৎ গুরুসন্নিধিতে স্থিতিপূর্ব্বক একমনে গুরুর সেবা, ইহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য—তৃতীয় আশ্রম। এই সকল আশ্রমীই বিদ্যাধিকারে থাকায় পুণ্যশ্লোক হইয়া থাকেন। এবং সেই সমস্ত আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে সেই সেই উক্ত লক্ষণ লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি একান্তভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, তিনিই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। 'তত্র এতমেব বিদিত্বেত্যাদি'—এতমেব বিদিত্বা ইত্যাদি বাক্যে যেমন সন্ন্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইপ্রকার 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদি বাক্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও বানপ্রস্থও উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য আশ্রমগুলিও শ্রুতিবোধিত সুতরাং আচার্য্যকুলাদিত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মবাহুল্যবশতঃই গৃহস্থ দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে, এই অর্থ। প্রশ্ন হইতেছে—'ইতরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনাম্' এই উক্তি কেন হইল? 'ইতরয়োঃ' এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল। সে-বিষয়ে সমাধান করিতেছেন—'বহুত্বং বৃত্তিভূম্না' ইতি—বহুবচন নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বৃত্তিবাহুল্য ধরিয়া। যথা—সাবিত্র, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও বৃহৎ এই চারিটি ব্রহ্মচারীর প্রকারভেদ। ফেনপ, উদুম্বর, বৈখানস ও বালখিল্য,—ইহা বনস্থাশ্রমীর প্রকারভেদ; এইরূপ কুটীচক, বহূদক, হংস ও নিষ্ক্রিয়, ইহা সন্ন্যাসিবিশেষের ভেদ জানিবে। 'ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্যেতি'—যদি বেতরথা—অর্থাৎ যদি প্রচুর বৈরাগ্য লইয়া থাকে তবে। স্নাতকঃ—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম শেষ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম না লইলে, অস্নাতকঃ—মৃতপত্নীক অথচ যিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। ৪৯।

সিদ্ধান্তকণা—আশ্রমান্তরের বাক্যও শ্রুতিতে পাওয়া যায়; সকল ধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে আছে বলিয়াই ঐরূপ উপসংহার হইয়াছে, ইহাই মন্তব্য করিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, 'মুনিব্রতের ন্যায়' অপর আশ্রম সমূহেরও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

এ-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—

"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য) ২।২৩।১)

"আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে" (ছান্দোগ্য ৮।৫।১-২)।

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।" (বৃহদারণ্যক—৪।৪।২২)।

জাবালোপনিষদের প্রমাণও ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

'যখনই, বৈরাগ্য জন্মিবে, তখনই প্রব্রজ্যা স্বীকার করিবে' এইরূপ উক্তি দ্বারাও গার্হস্থ্যে উপসংহার-তাৎপর্য্য নিরস্ত হইয়া থাকে। অনুরাগ এবং বিরাগকেই গার্হস্থ্য ও প্রব্রজ্যার মূল বিচার করা কর্ত্তব্য। অতএব শমদমাদিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি বিদ্যালাভ করিবেন, ইহাই নিরূপিত বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা ধর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।১২)
"যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ॥" (ভাঃ ১১।১৯।১)
"যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥"

(ভাঃ ১।১৩।২৭)॥ ৪৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথাস্যা রহস্যত্বমুচ্যতে। শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। "বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পপ্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তায়

শ্রুতি আছে—যে ব্যক্তির দেবতার উপর ও গুরুতে পরা ভক্তি, তাহারই বিদ্যার সিদ্ধি হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদেও বলা আছে—'আত্মাঽপহত-পাপ্মা' নিষ্পাপ অন্তঃকরণ হইলে বিদ্যা সিদ্ধ হয় ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন—উভয়ের প্রতি বিদ্যোপদেশ তুল্যভাবে হইলেও বিরোচনের তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় নাই, ইহা শ্রুত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই—যোগ্যব্যক্তিতেই বিদ্যা উপদেশ কর্ত্তব্য, অযোগ্যে নহে। তন্মধ্যে যোগ্য বলিতে যাহারা শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-বিষয়ে তৎপর ও শ্রদ্ধাবান্ ॥৫০॥

সূক্ষ্মা টীকা—অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিতি। ইদমিতি শ্রীগীতাসু। অতপস্বিনে অজিতেন্দ্রিয়ায়েদং ন বাচ্যং তপস্বিনেঽপ্যভক্তায়ৈতচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টরি তদ্বেদ্যে ময়ি চ ভক্তিশূন্যায় ন বাচ্যং তপস্বিনেঽপি ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে সৎসেবা-রহিতায় ন বাচ্যং যো মাং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যমূর্ত্তিং নিত্যগুণলীলমভ্যসূয়তি মায়িকগুণবিগ্রহতামারোপয়তি তস্মৈ তু সর্ব্বথা ন বাচ্যম্। ভিন্নয়া বিভক্ত্যা নির্দ্দেশঃ। তথা চ তপস্বিনে গুরুভক্তায় মদ্ভক্তায় মদ্ভক্তসেবিনে মদ্‌গুণানু-রক্তায় চেদং মদভিহিতং গীতোপনিষচ্ছাস্ত্রং ত্বয়া বাচ্যমুপদেশ্যং ন তু বিলক্ষণায়েত্যর্থঃ। ছান্দোগ্য ইত্যাদি। মহেন্দ্রবিরোচনয়োরাখ্যায়িকেয়ং মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাদিত্যত্র দর্শয়িষ্যতে ॥ ৫০ ॥

টীকানুবাদ—'অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিত্যাদি' সূত্রে। 'ইদং তে নাতপস্কায়' ইত্যাদি শ্লোকটি শ্রীগীতায় আছে। ন অতপস্কায়—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ইহা বলিবে না, আবার তপস্বী হইয়াও যদি ভক্তিহীন হয় এবং এই গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টা গীতাশাস্ত্রের বেদ্য আমাতে ভক্তিশূন্য হয়, তবে তাহাকেও বলিবে না, তপস্বী হইয়াও, ভক্ত হইয়াও যদি সাধুসেবা-রহিত হয় তাহাকেও উপদেশ করিবে না, আর যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর, নিত্যমূর্ত্তি, নিত্যলীলাসম্পন্ন আমাকে অসূয়া করে অর্থাৎ আমাতে মায়াধীন গুণত্ব ও মায়িক বিগ্রহত্ব কল্পনা করে, তাদৃশ ব্যক্তিকে কদাচ এই বিদ্যা বক্তব্য নহে। 'ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি' এই বাক্যে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ হইয়াছে, ইহা পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থ করিতে হইবে, যথা—'তপস্বিনে গুরুভক্তায়-মদ্‌ভক্তায়-মদ্‌ভক্তসেবিনে' ইত্যাদি যে

জিতেন্দ্রিয়, গুরুভক্ত ও আমার ভক্ত, আমার ভক্তের সেবক এবং আমার গুণে অনুরক্ত, তাদৃশ ব্যক্তিকে আমার বর্ণিত গীতোপনিষৎ-শাস্ত্র তুমি উপদেশ করিবে, কিন্তু ঐ সকলের বিপরীতকে নহে। ছান্দোগ্যে চ ইত্যাদি —মহেন্দ্র-বিরোচনের এই আখ্যায়িকাটি 'মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ' ইত্যাদি সূত্রে পরে প্রদর্শিত হইবে ॥৫০॥

সিদ্ধান্তকণা—বর্ত্তমানে বিদ্যার রহস্যত্ব কথিত হইতেছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়—"বেদান্তে পরমং গুহ্যং" (শ্বেঃ ৬।২২) আবার ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়—"য আত্মাপহতপাপ্মাবিজরো⋯সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি।" ইত্যাদি।

এ-স্থলে সংশয় হয় যে, উক্ত বিদ্যা সর্ব্বত্র উপদেশ্য কি না? পাত্রের যোগ্যাযোগ্যতা বিচার করিতে গেলে শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যের অভাব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—কারুণিক গুরুদেবের সকলকেই তত্ত্ব উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান গুহ্যভাবেই উপদেশ করিতে হইবে। কারণ শ্রুতিতে ঐরূপ উপদেশই আছে। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বেথ তং সৌম্য তৎ সর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥" (ভাঃ ১।১।৮)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৩০)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি॥" (ভাঃ ৩।৩২।৩৯-৪০)

পদ্মপুরাণেও পাই,—

"অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।"

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ইদন্তে নাতপস্কায়…যোঽভ্যসূয়তি।" (গীঃ ১৮।৬৭)॥৫০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথোৎপত্তিকালস্তস্যাশ্চিন্ত্যতে। অত্র নচিকেতোজাবালাদেরুপাখ্যানং বামদেবস্য চ বিষয়ঃ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বোক্তসাধনা বিদ্যাস্মিন্ জন্মনি সঞ্জায়তে জন্মান্তরে বেতি তৎসাধনেষ্বনুষ্ঠীয়মানেষ্বস্মিন্নেব জন্মনি সঞ্জায়তে। ইহৈব মে স্যাদিত্যনুসন্ধায় পুংসস্তত্র প্রবৃত্তেরিত্যেবং প্রাপ্তে—

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর সেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি-সময় বিচারিত হইতেছে। এই অধিকরণে নচিকেতা, জাবাল ও বামদেব প্রভৃতির উপাখ্যান—বিষয়। তাহাতে সংশয় এই—পূর্ব্বোক্ত সাধনাধীন বিদ্যা কি ইহ-জন্মে উৎপন্ন হয়? অথবা জন্মান্তরে? ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, যখন বিদ্যার সাধন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন ইহ জন্মেই উৎপন্ন হইবে, কারণ ইহ জন্মেই আমার বিদ্যা হউক—এই অভিপ্রায়ে পুরুষের বিদ্যা-বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতেছে, এইরূপ মতবাদের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলিতেছেন—

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—রহস্যভূতা বিদ্যেত্যুক্তম্। তামাশ্রিত্য তস্যা জন্মকালো নিরূপ্যত ইতি প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ। অথোৎপত্তীতি।

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বিদ্যা গোপনীয়, সেই বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া তাহার উৎপত্তিকাল নির্দ্ধারিত

হইতেছে, অতএব পূর্ব্বের মত আশ্রয়াশ্রয়িভাব সঙ্গতি-জানিবে। 'অথোৎপত্তীতি'—

ঐহিকাধিকরণম্

সূত্রম্—ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥৫১॥

সূত্রার্থ—প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহ জন্মেই বিদ্যার উদয় হয়; কি কারণে? নচিকেতার বৃত্তান্তে তাহা দেখা গিয়াছে ॥৫১॥

গোবিন্দভাষ্যম্—প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুতে সত্যৈহিকং বিদ্যাজন্ম প্রস্তুতে তু তস্মিন্ জন্মান্তরে তদিত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। "মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্। ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব" ইত্যাদ্যা শ্রুতিরৈকভবিকীং বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। "গর্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে" ইত্যাদ্যা তু ভবান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনজাতাৎ ভবান্তরে তদুৎপত্তিম্। এতদুক্তং ভবতি। কস্যচিদেব লঘুপ্রতি-বন্ধস্য সাধনবীর্য্যবিশেষাৎ তৎপ্রতিবন্ধপরিক্ষয়ে সত্যস্মিন্ জন্মনি বিদ্যোৎপদ্যতে। যথা নচিকেতসো যথা চ সৌবীররাজস্য। গুরু-প্রতিবন্ধস্য তু যজ্ঞদানতপঃশমাদিভিরুৎপদ্যমানাপি বিদ্যা ক্রমেণ তৎপরিক্ষয়াপেক্ষয়া ভবান্তর এবেতি। এবমেবোক্তং শ্রীগীতাসু। "অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ" ইত্যাদিনা "অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" ইত্যন্তেন। ঐকভবিকাভি-সন্ধিরপি ন নিয়তঃ। ইহামুত্র বা মে স্যাদিত্যেবমপি তস্য দর্শনাৎ। তস্মাদস্মিন্ পরস্মিন্ বা জন্মনি বিদ্যোদয়ঃ প্রতিবন্ধক্ষয়ানন্তর-মেবেতি সিদ্ধম্ ॥৫১॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রতিবন্ধক না ঘটিলে বিদ্যার উদয় ইহজন্মেই হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে বিদ্যার উৎপত্তি হইবে—ইহাই অর্থ। ইহার কারণ কি? 'তদ্দর্শনাৎ' যেহেতু নচিকেতার বৃত্তান্তে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যথা শ্রুতি—'মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা...বিদধ্যাত্মমেব' ইতি—নচিকেতা যম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমগ্র যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রজোগুণাতীত ও মৃত্যুশূন্য হইয়াছিলেন। নচিকেতার মত অন্য কেহ এইরূপ আত্মসম্বন্ধে জ্ঞান করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ইত্যাদি শ্রুতি এক জন্মেই বিদ্যোৎপত্তি দেখাইতেছেন। তবে যে বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, তাহা জন্মান্তরে সঞ্চিত সাধনসমুদয় হইতে পরজন্মে বিদ্যার উৎপত্তি বলিতেছে। কথাটি এই,—অল্প প্রতিবন্ধকবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির সাধন-বিশেষের শক্তিতে সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পর এইজন্মেই বিদ্যা উৎপন্ন হয়। যেমন নচিকেতার এবং যেমন সৌবীর-দেশাধিপতি রহূগণের। কিন্তু গুরুতর প্রতিবন্ধকবিশিষ্ট ব্যক্তির যজ্ঞ, তপস্যা, শম প্রভৃতি দ্বারা বিদ্যা উৎপন্ন হইতে থাকিলেও ক্রমে ক্রমে প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অনুসারে জন্মান্তরে বিদ্যোদয় হয়। এইরূপই শ্রীগীতাতে কথিত আছে, যথা—'অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ' যে যতি নহে অর্থাৎ যত্নবান্ নহে, অথচ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হইলে তাহার গতি কি হইবে? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অনেক জন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। আর ইহাও সত্য যে, একজন্মেই বিদ্যোৎপত্তি হউক, এইরূপ অভিসন্ধিও অবশ্যম্ভাবী নহে, কারণ দেখা যায়, এইজন্মে বা পরজন্মে আমার বিদ্যোদয় হউক, এইরূপ অভিসন্ধি হয়। অতএব সিদ্ধান্ত—এই জন্মে বা পরজন্মে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইবার পরই বিদ্যোদয় হয়॥ ৫১ ॥

সূক্ষ্মা টীকা—ঐহিকমিতি। ইহ জন্মনি ভবম্ ইত্যর্থঃ। অধ্যাত্মাদিত্যাট্ঠঞ্। প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুত ইতি। বিদ্যাবিরুদ্ধফলং দেশকালবিশেষাপেক্ষং ফলোন্মুখং কর্ম্ম প্রতিবন্ধ উচ্যতে তস্মিন্নবিদ্যমানে সতীত্যর্থঃ। মৃত্যুপ্রোক্তাং যমোপদিষ্টাং তদুৎপত্তিমিত্যত্র দর্শয়তীতি সম্বন্ধঃ। সাধনবীর্য্যেতি।

মহত্তমপ্রসঙ্গজাৎ শ্রবণাদিপৌষ্কল্যাদিত্যর্থঃ। সৌবীরেতি রহূগণস্যেত্যর্থঃ। ঐকেতি। ইহৈব বিদ্যা মে স্যাদিত্যেবংলক্ষণস্যেত্যর্থঃ। তস্যেত্যভি-সন্ধেঃ ॥ ৫১ ॥

টীকানুবাদ—'ঐহিকমিত্যাদি' সূত্রে, ঐহিকং—অর্থাৎ এই জন্মে উৎপন্ন। ইহ-শব্দের উত্তর অধ্যাত্মান্তর্গত বলিয়া ঠঞ্ প্রত্যয়, ঞিত্ত্ব-নিবন্ধন আদি স্বরের বৃদ্ধি, 'ঠ' স্থানে ইক, অকার লোপ। 'প্রতিবন্ধে অপ্রস্তুতে' ইতি—যাহার ফল বিদ্যার বিরোধী, দেশ, কাল-বিশেষকে অপেক্ষা করিয়া যে ফল-প্রদানোন্মুখ কর্ম্ম, তাহাই প্রতিবন্ধ বলিয়া কথিত হয়, তাহা না থাকিলে ইহাই তাহার অর্থ। মৃত্যুপ্রোক্তাং—যম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তদুৎপত্তিম্—বিদ্যোৎ-পত্তিং এই কর্ম্ম-পদের 'দর্শয়তি' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। 'সাধনবীর্য্যবিশেষা-দিতি'—মহত্তম ব্যক্তির সংসর্গজনিত বীর্য্যাতিশয়বশতঃ। সৌবীররাজস্য—অর্থাৎ রহূগণের। 'ঐকভবিকেতি'—এই জন্মেই আমার ব্রহ্মবিদ্যা হউক। এই প্রকার অভিসন্ধির অভাব—এই অর্থ। 'তস্য দর্শনাদিতি' তস্য—সেই অভিসন্ধি যেহেতু দেখা যায় ॥ ৫১ ॥

সিদ্ধান্তকণা—অনন্তর বিদ্যার উৎপত্তির কাল অর্থাৎ সময় বিচারিত হইতেছে। নচিকেতা, জাবাল ও বামদেবের উপাখ্যান আলোচনামুখে বিচার উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু এ-স্থলে সংশয় এই যে—পূর্ব্বোক্ত সাধনীয়া বিদ্যা এই জন্মেই উৎপন্ন হয়? কিংবা জন্মান্তরে উৎপন্ন হয়? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, বিদ্যার সাধন অনুষ্ঠিত হইলে এই জন্মেই বিদ্যা সঞ্জাত হইবে। কারণ বিদ্যার সাধকের এই জন্মেই বিদ্যা-উদয়ের প্রার্থনা থাকে।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, প্রতিবন্ধক না থাকিলে এই জন্মেই, আর প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে বিদ্যার উদয় হয়, এ-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। কঠোপনিষদে পাই—"মৃত্যু-প্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং···যো বিদধ্যাত্মমেব ॥" (কঠ—২।৩।১৮)। আবার বামদেবের গর্ভাবস্থায় বিদ্যালাভের কারণ জন্মান্তরীয় সাধন দৃষ্ট হয়। আবার কাহারও লঘু প্রতিবন্ধক হইলে সাধনপ্রভাব-বিশেষের দ্বারা প্রতিবন্ধক ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ইহ জন্মেই বিদ্যা লাভ হইতে পারে। যেমন নচিকেতা ও রহূগণ রাজা ইহজন্মে লাভ করেন।

শ্রীভরত রহূগণ-রাজাকে বলিয়াছিলেন,—

"তস্মান্নরোহসঙ্গসুসঙ্গজাত-জ্ঞানাসিনৈবেহ বিবৃক্নমোহঃ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ॥"
(ভাঃ ৫।১২।১৬)

অর্থাৎ মানবগণ ইহজন্মেই পরম ভাগবতগণের সুসঙ্গজনিত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা অজ্ঞান ছেদন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের গুণকর্ম্মাদি লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তদীয় স্মৃতি লাভ করেন এবং সংসার-মার্গের পরপারে গমন করেন।

শ্রীভরত তিন জন্মে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নিজ বিঘ্নের কথা বলিয়াছেন,—

"অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোহভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ॥" (ভাঃ ৫।১২।১৪)

দেবর্ষির কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীধ্রুব এক জন্মেই অতি অল্পকাল মধ্যে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন—

"স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।
তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য
বহিঃ স্থিতং তদবস্থং দদর্শ॥" (ভাঃ ৪।৯।২)

শ্রীপ্রহ্লাদ গর্ভাবস্থায় শ্রীনারদের কৃপাক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,—

"ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানঞ্চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্ম্মলম্॥" (ভাঃ ৭।৭।১৫)

বহুজন্মার্জ্জিত সাধনের দ্বারা মুক্তি-প্রাপ্তির-বিষয়ে শ্রীগীতায়ও পাই,—

"প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

(গীঃ ৬।৪৫) ॥ ৫১ ॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বিদ্যাসম্পত্তৌ মোক্ষস্যাবশ্যকত্বং দর্শয়তি। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীতি শ্রূয়তে। অত্র যচ্ছরীরে বিদ্যোদিতা তস্যৈব পাতে মোক্ষঃ স্যাৎ তদন্যস্য বেতি সংশয়ে হেতৌ সতি কার্য্যস্যাবশ্যকত্বাৎ তস্যৈব পাতে সতীতি প্রাপ্তে—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃতমবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

অবতরণিকা-ভাষ্যানুবাদ—অতঃপর বিদ্যা লাভ হইলে মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহা দেখাইতেছেন—শ্রুতিতে আছে—'তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি' সেই পরমাত্মাকে জানিলে ইহজন্মে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, আবার 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে সংসার উত্তীর্ণ হয়, এই দুই বিষয়ে হইতে সংশয় এই—যে শরীরে বিদ্যার উদয় হইয়াছে তাহারই পাত হইলে মুক্তি হইবে? অথবা অন্য শরীরের পাতের পর?—এই সংশয়ের উপর পূর্ব্বপক্ষী বলেন, হেতু থাকিলে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, অতএব এই দেহপাতের পরই মুক্তি হইবে। এই মতের উত্তরে সিদ্ধান্তী সূত্রকার বলেন—

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অবতরণিকাভাষ্য-টীকা—পূর্ব্বত্র বিদ্যাসাধনযুক্তস্যাপি প্রতিবন্ধবিনাশে সত্যেব বিদ্যোদয় ইত্যুক্তম্। তদ্বদ্বিদ্যান্বিতস্য দেহবিনাশে সত্যেব বিদ্যোদয় ইত্যুক্তম্। তদ্বদ্বিদ্যান্বিতস্য মোক্ষঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে অথে-

ত্যাদি। হেতৌ সতীতি। বিদ্যারূপে কারণেঽভ্যুদিতে সতি তৎফলস্য মোক্ষস্য তদনন্তরমেবাবশ্যম্ভাবিত্বাদিত্যর্থঃ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃত-অবতরণিকা-ভাষ্যস্য সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা॥

অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ—পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে, বিদ্যোদয়ের সাধন সম্পন্ন হইলেও যেমন প্রতিবন্ধক বিনাশ হইলে পর বিদ্যোদয় হয়, সেইপ্রকার বিদ্যাসমন্বিত ব্যক্তির দেহপাত হইলেই মুক্তি হয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে—'অথেত্যাদি' প্রবন্ধের দ্বারা। 'হেতৌ সতীতি' বিদ্যারূপ কারণ ঘটিলে তাহার ফল মুক্তি তাহার পর অবশ্যম্ভাবী—এই অর্থ।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত অবতরণিকা-ভাষ্যের টীকানুবাদ সমাপ্ত॥

মুক্তিফলাধিকরণম্

সূত্রম্—এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে সূত্রং সমাপ্তম্॥

সূত্রার্থ—যেমন বিদ্যার সাধনসম্পন্ন মুক্তিকামী ব্যক্তির বিদ্যোদয়ের কোনও সময় নিয়ত নাই, সেইরূপ মুক্তি ফলেরও নির্দ্ধারিত সময় নাই। কারণ কি? 'তদবস্থাবধৃতেঃ' সেইরূপ অবস্থার নিশ্চয় হইলে মোক্ষাবস্থার নিশ্চয় হয়, এইজন্য।৫২।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের সূত্রার্থ সমাপ্ত॥

গোবিন্দভাষ্যম্—যথা বিদ্যাসাধনসম্পন্নস্য মুমুক্ষোঃ বিদ্যালক্ষণে ফলে অস্মিন্নেব জন্মনীতি ন নিয়মঃ কিন্তু প্রতিবন্ধপরিক্ষয়োত্তর-মেব সেতি তথা বিদ্যাসম্পন্নস্য তস্য মোক্ষলক্ষণেঽপি ফলে তস্যৈব পাতে সতীতি ন নিয়মঃ কিন্তু প্রারব্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব স ইতি। তথাচ প্রারব্ধাভাবে তস্যৈব পাতে সতি তু প্রারব্ধে তদন্যস্যেতি ন পাক্ষিকো মোক্ষঃ। কুতঃ? তদিতি। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্য" ইতি ছান্দোগ্যে প্রারব্ধক্ষয়োত্তরং বিদ্যাবতো মোক্ষাবস্থাবিনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। স্মৃতি-শ্চৈবমাহ। "বিদ্বানমৃতমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অবসন্নং যদারব্ধং কর্ম্ম তত্রৈব গচ্ছতি। ন চেদ্ বহূনি জন্মানি প্রাপ্যৈবান্তে ন সংশয়ঃ" ইতি। যদ্যপি বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্মপরিক্ষয়ঃ স্যাৎ তথাপী-শ্বরেচ্ছয়া প্রারব্ধাংশস্তিষ্ঠেদিত্যুক্তম্। বক্ষ্যতে চ। পদাভ্যাসো-ঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে ॥৫২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে শ্রীবলদেবকৃত-মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যেমন বিদ্যার সাধনযুক্ত মুক্তিকামী ব্যক্তির বিদ্যোদয়রূপ ফল এই জন্মেই হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই কিন্তু প্রতিবন্ধক অপসৃত হইলেই তাহার পরই সেই বিদ্যা জন্মে, সেইরূপ বিদ্যাসম্পন্ন মুমুক্ষুর মুক্তিরূপ ফল সেই দেহপাতের পরই যে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, তবে প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের পরই সেই মোক্ষ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত—প্রারব্ধ কর্ম্ম না থাকিলে সেই দেহপাতের পরই, কিন্তু প্রারব্ধ থাকিলে সেই দেহভিন্ন অন্য দেহ পাতের পর হইবে, অতএব মুক্তি হইতেও পারে, না হইতেও পারে, এইরূপ পাক্ষিক ফল নহে। কারণ কি? 'তদবস্থাবধৃতেঃ' যেহেতু ছান্দোগ্যে মোক্ষাবস্থার অবধারণ করা আছে, যথা—'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে'। আচার্য্যবিশিষ্ট পুরুষই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে, আচার্য্যবান্ পুরুষ কতদিনে জানিতে পারে?

যতদিনে ঈশ্বরেচ্ছা হয়। যখন ঈশ্বরেচ্ছা হইবে, তখন তাহার বুদ্ধি হইবে যে আমি সিদ্ধিলাভ করিব। এইরূপে ছান্দোগ্যোপনিষদে বিদ্যাবানের প্রারব্ধক্ষয়ের পর মোক্ষাবস্থা নির্দ্ধারিত হয়। স্মৃতিবাক্যও এইরূপ বলিতেছেন —'বিদ্বানমৃতমাপ্নোতি...ন সংশয়ঃ' ইতি—ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার নাই। যখন তাহার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, তখন সে সেই ব্রহ্মলোকে গমন করে, কর্ম্মক্ষয় না হইলে বহু জন্ম প্রাপ্ত হইবার পর তবে সে মুক্তি পায়, এ-বিষয়ে সংশয় নাই। যদিও বিদ্যামহিমায় সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে,—তাহা হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় প্রারব্ধ কর্ম্মবিশেষ থাকিয়া যায়, উহার ক্ষয় হয় না। এই কথা বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবে। 'তদবস্থাবধৃতেঃ' এই পদের দুইবার পাঠ অধ্যায় সমাপ্তির সূচক ॥ ৫২ ॥

"জনয়িত্বা বৈরাগ্যং গুণৈর্নিবধ্নাতি মোদয়ন্ ভক্তান্।
যস্তৈর্বদ্ধোঽপি গুণৈরনুরজ্যতি সোঽস্তু মে হরিঃ প্রেয়ান্" ॥০॥

'জনয়িত্বেত্যাদি' শ্লোকার্থ—যে শ্রীহরি কারুণ্যাদিস্বগুণে ভক্তের সংসার-বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া ও তাহাদিগকে হৃষ্টকরতঃ আবদ্ধ করেন এবং ভক্তগণ যাঁহাকে সেবাগুণে বাঁধিলেও যিনি ভক্তে অনুরক্ত হন, সেই শ্রীহরি আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় হউন।

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের শ্রীবলদেবকৃত মুল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সূক্ষ্মা টীকা—এবমিতি। সেতি বিদ্যা। স ইতি মোক্ষঃ। তস্যৈবেতি বিদ্যাধারস্য শরীরস্য। আচার্য্যবান্ গুরূপসত্তিবিশিষ্টঃ। ন বিমোক্ষ্যে ঈশ্বরেণ বিমোক্তুং নেষ্যতে। বিশেষার্থস্তু বক্ষ্যতে। বিদ্বানিতি নারায়ণাধ্যাত্ম্যে। অবসন্নং ক্ষীণম্। তত্রৈব হরিলোকে। অন্তে প্রারব্ধক্ষয়োত্তরম্ ॥৫২॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে মুল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে শ্রীবলদেবকৃত-সূক্ষ্মা টীকা সমাপ্তা ॥

টীকানুবাদ—'এবং মুক্তিফলানিয়মঃ' ইত্যাদি সূত্রে। 'প্রতিবন্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব সা' ইতি সা—সেই বিদ্যা। কিন্তু 'প্রারব্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব সঃ' ইতি সঃ—সেই মোক্ষ। 'তস্যৈব পাতে সতীতি' তস্য—বিদ্যোদয়ের পাত্র—শরীরের। আচার্য্যবান্—গুরু-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি। 'ন বিমোক্ষ্যে' ইতি মুক্তি চাহিতেছেন না। এই শ্রুতির বিশেষার্থ পরে কথিত হইবে। "বিদ্বানমৃতমাপ্নোতি" ইত্যাদি শ্রুতিটি নারায়ণোপনিষদের। 'অবসন্নং যদারব্ধমিতি অবসন্নং'—ক্ষীণ হয়। 'তত্রৈব গচ্ছতি' ইতি, তত্রৈব—হরিলোকে—বৈকুণ্ঠধামে। 'প্রাপ্যৈবাস্তে' ইতি—অস্তে—প্রারব্ধক্ষয়ের পর ॥৫২॥

ইত্থং ব্যাখ্যাতানেকসপ্তত্যধিকরণকস্য নবত্যধিকৈকশতসূত্রকস্য তৃতীয়াধ্যায়স্যার্থান্ সূচয়ন্ ভগবন্তমুপশ্লোকয়তি জনয়িত্বেতি। যো হরিগুর্ণৈঃ রজ্জুভির্গৃহকুটুম্বাদিষু বৈরাগ্যং জনয়িত্বা গৃহাদিসহায়শূন্যান্ ভক্তান্ তৈর্নিবধ্নাতীতি গুণানামতিবৈচিত্র্যং বহুবচনেন বন্ধনস্য গাঢ়ত্বঞ্চ ব্যজ্যতে। মোদয়ন্নাত্মানং হর্ষয়ন্নিত্যর্থঃ। তেন বঞ্চকো নির্দ্দয়শ্চ স ইতি ভাবঃ। তৈর্ভক্তৈস্তু গুণৈঃ রজ্জুভির্নিবদ্ধোঽপি যোঽনুরজ্যতি তেষ্বাসক্তিং ভজতীতি ধূর্ত্তত্বশূন্যশ্চ সঃ ভক্তাশ্চ যস্যাতিধূর্ত্তা ইতিভাবঃ। স হরির্মে প্রেয়ানস্ত্বিতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া মাস্তু প্রেয়ানিত্যর্থঃ। অথানিত্যেষু মলিনেষু গৃহাদিষু যো হরিগুর্ণৈঃ কারুণ্যসৌশীল্যমৈত্রীসৌন্দর্য্যসার্ব্বজ্ঞ্যমোচকত্বাত্মপর্য্যন্তসর্ব্বপ্রদত্বাদিভির্নিজধর্ম্মৈর্বৈরাগ্যং জনয়িত্বা তৈরেব ভক্তান্ মোদয়ন্নন্দয়ন্নিবধ্নাতি বশীকরোতি স্বস্মিন্ সঞ্জয়তীতি নির্হেতুকহিতকৃত্যপরমরসিকশ্চ স ইত্যর্থঃ। যশ্চ তৈর্ভক্তৈর্গুর্ণৈর্বিবেকবৈরাগ্যহিতৈকপ্রাবীণ্যানুরাগাদিভির্নিজধর্ম্মৈর্বদ্ধো বশ্যতাং নীত এব তেষ্বনুরজ্যতি তৃষ্ণাং ভজতীতি। যদ্ভক্তা অপি তাদৃশা ইতিভাবঃ। স হরির্মে প্রেয়ানস্ত্বিতি তৎপ্রীতিরাশাস্যতে। অত্র শ্লেষাঙ্গিকা ব্যাজস্তুতিরলঙ্কারঃ। বাচ্যয়া নিন্দয়া স্তুতের্ব্যঞ্জনাৎ। যদুক্তং ভরতেন—"ব্যাজস্তুতির্মুখে নিন্দা স্তুতির্বা রূঢ়িরন্যথা" ইতি। আদৌ নিন্দা স্তুতির্বোক্তা স্যাৎ তস্যা অন্যথা বৈপরীত্যেন চেৎ রূঢ়িঃ পর্য্যবসানং তদা ব্যাজস্তুতিরিতি তদর্থঃ। অত্র জনয়িত্বেতি বৈরাগ্যপাদার্থঃ। ভক্তানিতি ভক্তপাদার্থঃ। গুর্ণৈর্নিবধ্নাতীতি গুণোপসংহারপাদার্থঃ। গুর্ণৈর্বিদিতৈরেব তৎপ্রাপ্তিরূপং বন্ধনং ভবতীতি বিদ্যৈব পুমর্থহেতুরিতি পুরুষার্থপাদার্থশ্চ সূচ্যতে ॥০॥

অনুবাদ—এই প্রকারে ব্যাখ্যাত একাত্তর অধিকরণে পূর্ণ, একশত নব্বই সূত্রাত্মক তৃতীয়াধ্যায়ের অর্থ প্রকাশ করিয়া ভাষ্যকার শ্রীভগবানের স্তব করিতেছেন—'জনয়িত্বেত্যাদি' শ্লোক দ্বারা। ইহার অর্থ—যে শ্রীহরি নিজ গুণরূপ রজ্জু্দ্বারা ভক্তগণের গৃহ-স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়ের উপর বৈরাগ্য জন্মাইয়া সেই গৃহাদিসহায়শূন্য ভক্তগণকে বন্ধন করেন, ইহার দ্বারা ভগবদ্-গুণের বৈচিত্র্য ও গুণ-পদে বহুবচনহেতু বন্ধনের গাঢ়ত্ব অর্থাৎ দুশ্ছেদ্যত্ব সূচিত হইতেছে। 'মোদয়ন্' অর্থাৎ নিজেকে আনন্দিত করিয়া থাকেন, ইহাতে বুঝাইল, তিনি বঞ্চক ও নির্দ্দয়। ভক্তগণ তাহাদের গুণরূপ রজ্জু্দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিলেও যিনি তাহাদের উপর আসক্ত থাকেন। ইহার দ্বারা বুঝাইল, তিনি ধূর্ত্তত্বশূন্য, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ অতি ধূর্ত্ত (চতুর)—এই তাৎপর্য্য। সেই শ্রীহরি আমার প্রিয় হউন, অর্থাৎ বৈপরীত্য লক্ষণা দ্বারা তিনি প্রিয় না হউন। কারণ যিনি অনিত্য দোষযুক্ত গৃহাদিতে ভক্তগণের বৈরাগ্য নিজ দয়া, সুচরিত, মৈত্রী, সৌন্দর্য্য, সর্ব্বজ্ঞতা, মুক্তি-প্রদত্ব, এমন কি, ভক্তে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রদত্ব গুণ জন্মাইয়া সেই সকল গুণে ভক্তগণকে আনন্দ দিয়া বশ করেন, অর্থাৎ নিজেতে আসক্ত করেন, সেই অহৈতুকী হিতকারিতার জন্য পরম রসিক তিনি, এই অর্থ। আবার সেই ভক্তগণ যাঁহাকে বিবেক, বৈরাগ্য, পরহিত-প্রবণতা, প্রেমাদি নিজগুণে বাঁধিলেও—বশ করিলেও তাহাদের উপর অনুরক্তই হন, তাহাদের লোভ ছাড়িতে পারেন না; ভাবার্থ এই—যাঁহার ভক্তগণও তাদৃশ চতুর। সেই চতুরচূড়ামণি আমার প্রিয়তম হইবেন? না, তাহা হইতে পারে না, অথচ নিন্দাচ্ছলে শ্লেষ দ্বারা তাঁহার প্রীতিই কাম্য হইতেছে। অতএব এখানে শ্লেষমূলক ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার, যেহেতু বাচ্যার্থ নিন্দা দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ স্তুতি প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু নাট্যাচার্য্য ভরত বলিয়াছেন—আরম্ভে নিন্দা অথবা প্রশংসা প্রসিদ্ধ, কিন্তু পরে অন্যপ্রকার হয়, তাহা ব্যাজস্তুতি-অলঙ্কার। ইহার অর্থ—প্রথমে নিন্দা বা প্রশংসা বাচ্য হইলে যদি তাহার বৈপরীত্যে পর্য্যবসান হয়, তবে ব্যাজস্তুতি। 'জনয়িত্বেত্যাদি' শ্লোকে তৃতীয়াধ্যায়ের এক একটি পাদের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, যথা—জনয়িত্বা কথাটি—বৈরাগ্য-পাদের প্রতিপাদ্য। 'ভক্তান্' ইহা ভক্ত-পাদের অর্থ। 'গুণৈর্নিবধ্নাতি' ইহা গুণো-

পসংহার-পাদার্থ, আর বিদিত ভগবদ্গুণদ্বারাই তাঁহার প্রাপ্তিরূপ বন্ধন হয়, ইহাতে বিদ্যাই পুরুষার্থ (মুক্তি) লাভের হেতু, এইভাবে পুরুষার্থ-পাদার্থ সূচিত হইতেছে ॥০॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের মূল-শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্মা টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

সিদ্ধান্তকণা—বিদ্যার দ্বারা নিশ্চিতরূপে মোক্ষ লাভ হয়, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—'তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।'—(বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৭)। শ্বেতাশ্বতরেও পাওয়া যায়,—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' (শ্বেঃ ৩।৮)।

এ-স্থলে সংশয় এই যে, যে শরীরে বিদ্যা লাভ হয়, সেই শরীরে মোক্ষ হয় ? অথবা শরীর পতন হইলে মোক্ষ সিদ্ধ হয় ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন, —মোক্ষ শরীর-পতনেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলেন যে, বিদ্যার ফল মুক্তিলাভ-বিষয়ে ইহজন্মে কিংবা পরজন্মে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ; তবে প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই মুক্তি লাভ হয়।

প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলে দেহপাতের পর মুক্তি হয়, আর যদি প্রারব্ধ থাকে, তবে দেহান্তর অপেক্ষা করে। যেমন ছান্দোগ্যে পাই— 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ···অথ সম্পৎস্যে' ইতি। (ছাঃ ৬।১৪।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥"(ভাঃ ১।৬।২৯)

অর্থাৎ শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধ সত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর ভগবৎকৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণ অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতে পাই,—

"লব্ধস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল প্রাপঞ্চিক শরীর ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার চিদানন্দস্বরূপ ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তের ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণরূপ স্বীয় চিন্ময়ী প্রতীতিকেই শুদ্ধা ভাগবতী তনু বলে" ॥ ৫২ ॥

ইতি—শ্রীশ্রীব্যাসরচিত-শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

ইতি—তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

"এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সসূক্ষ্মাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোহত্যন্তবিস্তারকারী।।"

(শ্রীবলদেব)

অর্থাৎ সূক্ষ্মা টীকার সহিত শ্রীগোবিন্দভাষ্য সমন্বিত অধিকরণাদি পঞ্চন্যায়বিশিষ্ট এই এগারটি সূত্র যিনি পাঠ করিবেন, তিনি অনায়াসেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। এই বেদান্ত গ্রন্থের অবশিষ্ট সূত্রগুলি ইহারই অতিশয় বিস্তারমাত্র